ছান্দোগ্য উপনিষদ্

শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ

শ্রীং গোপাল গোস্বামী —
শ্রী ইংরাজী — ১৯৯৪ —
বাংলাবর্ষ ১৪০১ —
২৭০

ছান্দোগ্য —
সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ। একমেবাদ্বিতীয়ং
— তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি —।

ছান্দোগ্যোপনিষদ্

প্রথমার্দ্ধ—প্রথম চারি অধ্যায়

A SYSTEM OF RATIONAL THEOLOGY

IN SIX BOOKS

IN HARMONY WITH THE FUNDAMENTAL TEACHINGS
OF THE HIGHER HINDU SCRIPTURES

BY SITANATH TATTVABHUSHAN

Lecturer, Theological Society, Sadharan Brahma Samaj.

1. **Brahmajijnasa** (in English) ; An Exposition of the Philosophical Basis of Theism. **Rs. 1-8.**
2. **Brahmasadhan** (in English) or Endeavours after the Life Divine : Twelve lectures on spiritual culture. **Rs. 1-8.**
3. **The Philosophy of Brahmaism :** Twelve lectures on Brahma doctrine, *sadhan* and social ideals. **Rs. 2-8.**
4. **The Vedanta and its Relation to Modern Thought :*** Twelve lectures on all aspects of Vedantism. **Rs. 2-4.**
5. **Krishna and the Gita :*** Twelve lectures on the authorship, philosophy and religion of the *Bhagavadgita*. **Rs. 2-8.**
6. **The Theism of the Upanishads and other Subjects :** Six lectures on the religion of the *Upanishads* and the religious aspect of Hegel's philosophy. **Rs. 2.**
7. Edited by the author with easy Sanskrit annotations and a literal English translation :—The *Isa, Kena, Katha, Prasna, Mundaka, Mandukya, Svetasvatara, Taittiriya, Aitareya and Kaushitaki* Upanishads in Devanagar characters. **Rs. 2-8.** (Second Edition).
8. Edited by the author with easy Sanskrit annotations and a literal Bengali translation :—উপনিষদ্ ১ম খণ্ড—ঈশা, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য। ২য় খণ্ড—শ্বেতাশ্বতর, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয় ও কৌষীতকি। মূল্য প্রতি খণ্ড ১৲ টাকা। দুই খণ্ড একত্র বাঁধান ২॥০ টাকা।

All elegantly bound. To be had of the author and editor, 210-3-2, Cornwallis Street, Calcutta. Books marked with an asterisk are out of print.

ছান্দোগ্যোপনিষদ্

শ্রীমহেশচন্দ্র বেদান্তরত্ন, বি-টি কর্ত্তৃক

পদপাঠ, অবিকল বঙ্গানুবাদ এবং ব্যাকরণ ও তাৎপর্য্যঘটিত

বহুল মন্তব্য সহ ব্যাখ্যাত

দশোপনিষদের টীকা ও অনুবাদকার

শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ-কর্ত্তৃক
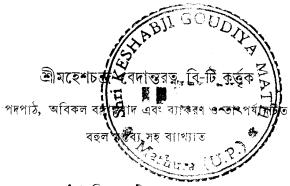
খণ্ডশীর্ষ, বিষয়ানুক্রমণিকা ও উপনিষদুক্ত ব্রহ্মবাদের

দার্শনিক ভিত্তি-বিষয়ক ভূমিকা সহ সম্পাদিত

প্রথমার্দ্ধ—প্রথম চারি অধ্যায়

কলিকাতা ২১০।৩।২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,

'দেবালয়' নামক ভবনের ত্রিতলগৃহে সম্পাদকের নিকট প্রাপ্তব্য

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ

মূল্য পাঁচ সিকা

মুখবন্ধ

সুপ্রসিদ্ধ ঋষি বৈশম্পায়নের নয় জন শিষ্যের মধ্যে এক জনের নাম তাণ্ড্য। ঋষি তাণ্ড্য সামবেদের একটি শাখার প্রবর্ত্তক। এই শাখার নাম তাণ্ড্যশাখা। এই শাখার অন্তর্গত একখানা 'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থের নাম 'ছান্দ্যোগ্য ব্রাহ্মণ'। যাঁহারা ছন্দঃ অর্থাৎ বেদ গান করেন তাঁহাদিগের নাম 'ছন্দোগ'। ছন্দোগদিগের ধর্ম্ম ও শাস্ত্রকে 'ছান্দোগ্য' বলা হয়। সাধারণ ভাবে সামবেদের সমুদায় শাখার নামই 'ছান্দোগ্য' হইতে পারে; কিন্তু এই শব্দ বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। 'ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে' দশটি অধ্যায় আছে। শেষ আটটি অধ্যায়ের নাম 'ছান্দোগ্য উপনিষদ্।' বর্ত্তমান পুস্তকে উপনিষদ্‌ভাগের প্রথম চারি অধ্যায় প্রকাশিত হইল। যত শীঘ্র সম্ভব শেষ চারি অধ্যায় প্রকাশ করিব। যে দ্বাদশ উপনিষদের উপর বেদান্তদর্শন প্রতিষ্ঠিত তন্মধ্যে 'ছান্দোগ্য' এক খানা প্রধান ও প্রাচীনতম। এই উপনিষদ্ পদপাদ, অবিকল বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি সহ যে ভাবে এবং যে পণ্ডিত প্রবর দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে, 'বৃহদারণ্যক' উপনিষদ্‌ও সেই ভাবে এবং সেই বিজ্ঞ ব্যক্তিদ্বারাই ব্যাখ্যাত হইয়া মুদ্রাঙ্কনের জন্য প্রস্তুত আছে। ঈশ্বরেচ্ছা থাকিলে তাহাও অনতিবিলম্বে সম্পাদনপূর্ব্বক প্রকাশ করিব। তাহা হইলেই আমার সংস্করণে প্রসিদ্ধ দ্বাদশ খানা উপনিষদ্‌ই স্থান পাইবে এবং ঈশ্বর কৃপায় বহু দিনের পোষিত মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। পূর্ব্ব প্রকাশিত দশখানা উপনিষদের সঙ্গে শেষ দুখানা উপনিষদের ব্যাখ্যা ঘটিত প্রভেদ এইমাত্র যে এই দুখানাতে সংস্কৃত টীকার পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা পদপাঠ অর্থাৎ প্রত্যেক পদের স্বতন্ত্র বাঙ্গালা

অর্থ দেওয়া হইয়াছে। আশা করা যায় যে ইহাতে এই দুই উপনিষদ্ পূর্ব্ব প্রকাশিত দশখানা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক পাঠকের পক্ষে সুগমতর হইবে। বহুল আখ্যায়িকা এবং দার্শনিক তত্ত্বের বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রভৃতি বিষয়ে এই দুই উপনিষদ্ প্রথম দশ খানা অপেক্ষা অধিকতর উপাদেয়। সুতরাং আশা করি ইহাদের দীর্ঘতা সত্ত্বেও শাস্ত্রানুরাগী ব্যক্তিগণ এই উপনিষদ্দ্বয়ের অধ্যয়নে পশ্চাৎপদ হইবেন না। পুরাতত্ত্ববিদ্দিগের মতে এই দুখানা উপনিষদ্ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম। তাঁহাদের মতে অন্যান্য উপনিষদের অন্তর্গত সত্যসমূহ অনেকাংশেই এই দুখানা হইতে সংগৃহীত। সুতরাং ভারতীয় ব্রহ্মবাদের প্রাচীনতম আকার দেখিতে হইলে 'ছান্দোগ্য' ও 'বৃহদারণ্যক' অধ্যয়ন করা একান্তই আবশ্যক।

'ছান্দোগ্যে'র প্রায় প্রত্যেক অংশই এক একটি 'বিদ্যা' বা 'উপাসনা'। উপনিষদে 'বিদ্যা' ও 'উপাসনা' পরমার্থ-চিন্তা অর্থে ব্যবহৃত হয়। আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার ছান্দোগ্যভাষ্যের উপক্রমণিকায় এই সকল 'উপাসনা'কে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এক শ্রেণীর উপাসনা যজ্ঞ ও সামগানের সহিত সম্বদ্ধ। আর এক শ্রেণীর 'উপাসনা' সগুণ ব্রহ্মবিষয়ক। তৃতীয় শ্রেণীর উপাসনা নির্গুণ ব্রহ্মবিষয়ক। প্রথম শ্রেণীর উপাসনা গুলি আধুনিক পাঠকের তেমন প্রীতিপ্রদ না হইতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে ইহাদের আধ্যাত্মিক উপযোগিতা আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু বাহ্যিক অনুষ্ঠানপ্রধান ধর্ম্ম হইতে ধ্যানপ্রধান ধর্ম্মে জাতীয় ক্রমোন্নতির ইতিহাস বুঝিবার পক্ষে ইহাদের উপযোগিতা আছে সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর উপাসনাগুলি জগতের বিচিত্র বস্তুতে ব্রহ্মের উপলব্ধি-সাধনে নিশ্চয়ই উপযোগী। ব্রহ্মের জগদতীত দেশকালের সীমাতীত, অনন্ত, অখণ্ড স্বরূপ উপলব্ধি-বিষয়ে তৃতীয় শ্রেণীর উপাসনাগুলি নিশ্চয়ই উপযোগী। 'ছান্দোগ্যে'র এই প্রথমার্দ্ধে

যে সকল আখ্যায়িকা আছে সেগুলি বেদান্তসাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ এবং পরমার্থতত্ত্ব হৃদয়ে বদ্ধমূল করিবার পক্ষে বিশেষ সহায়। ইহার প্রারম্ভে যে দীর্ঘ ভূমিকা দেওয়া হইল, আশা করি ইহা উপনিষদুক্ত ব্রহ্মবাদের দার্শনিক ভিত্তি বুঝিবার পক্ষে সাহায্য করিবে। দার্শনিক তত্ত্বব্যাখ্যা সম্বন্ধে ছান্দোগ্যের শেষ তিন অধ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্। ষষ্ঠাধ্যায়ে উদ্দালক আরুণির 'তৎত্বমসি' মহাবাক্যের বিবৃতি; সপ্তমাধ্যায়ে সনৎকুমারের ভূমাতত্ত্ব-ব্যাখ্যা এবং অষ্টমাধ্যায়ের ইন্দ্রপ্রজাপতি সংবাদে প্রজাপতির আত্মতত্ত্ব-ব্যাখ্যা, এই তিনটিই বেদান্ত-সাহিত্যের অমূল্য রত্ন। যাহাতে ছান্দোগ্যের দ্বিতীয়ার্দ্ধ অবিলম্বে পাঠকগণের হস্তগত করিতে পারি তদ্বিষয়ে তাঁহাদের সকলের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি।

সম্পাদক

বিষয়ানুক্রমণিকা

উপনিষদুক্ত ব্রহ্মবাদের দার্শনিক ভিত্তি

১। শ্রদ্ধা ও বিচার

উপনিষদুক্ত ব্রহ্মবাদ দুই ভাবে গ্রহণ করা যায়। প্রথমতঃ, উপনিষদ্‌কার ঋষিগণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবশতঃ তাঁহাদের উক্তি-সমূহ সত্য বলিয়া বিশ্বাস জন্মিতে পারে। এই বিশ্বাসে সন্দেহ ও বিচারের স্থান নাই। এমন কি ইহাতে অর্থবোধেরও বিশেষ অপেক্ষা নাই। ঋষিবাক্য বিশেষভাবে না বুঝিলেও বোধ হইতে পারে ইহা কোন না কোন অর্থে সত্য। তাঁহাদের উক্তিতে পরস্পরবিরুদ্ধ মত দেখিলেও মনে হইতে পারে এই সকল মতের মধ্যে কোন না কোন সামঞ্জস্য আছে। এই শ্রেণীর শ্রদ্ধাবান্ বিশ্বাসীদিগের জন্য উপনিষদুক্ত মতসমূহের দার্শনিক ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন নাই। অন্বয়, পদচ্ছেদ, অনুবাদ ও মন্তব্য যোগে উপনিষদ্‌বাক্যের শাব্দিক ব্যাখ্যাই ইঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু আর এক শ্রেণীর পাঠক আছেন যাঁহারা কেবল এরূপ ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহারা চান যে উপনিষদুক্ত মত বিচারদ্বারা সমর্থিত বা খণ্ডিত হয়। যদি ঋষিদের মধ্যে প্রকৃত মতভেদ থাকে তবে এই শ্রেণীর পাঠকদের ইচ্ছা যে তাহা স্পষ্টরূপে দেখান হয় এবং তাহার কারণ প্রদর্শিত হয়। যদি সেই মতভেদ আপাত হয় তবে তাঁহারা ইচ্ছা করেন যে আপাতবিরুদ্ধ মত-সমূহের সামঞ্জস্য যুক্তির সহিত ব্যাখ্যাত হয়। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠকদের জন্যই উপনিষদুক্ত ব্রহ্মবাদের দার্শনিক ব্যাখ্যা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। যাঁহারা এরূপ ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন মনে করেন অথবা ইহাকে ব্যক্তিগত বা সাম্প্রদায়িক বলিয়া উপেক্ষা করেন তাঁহারা

ইহা পরিহার করিয়া শাব্দিক ব্যাখ্যায় মনোনিবেশ করিতে পারেন। যাঁহাদিগের নিকট এরূপ ব্যাখ্যা আদৃত তাঁহাদিগকে বলা আবশ্যক যে আমার পূর্ব্বপ্রচারিত গ্রন্থসমূহে আমার দার্শনিক মত কথঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবে যথাসাধ্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উপনিষদের দর্শন বিশেষভাবে "The Vedanta and its Relation to Modern Thought," "The Theism of the Upanishads" এবং "অদ্বৈতবাদ—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" এই তিন খানা পুস্তকে ব্যাখ্যা করিয়াছি, সুতরাং বর্ত্তমান গ্রন্থের বিস্তৃতিভয়ে এই ভূমিকা অনিবার্য্যরূপেই সংক্ষিপ্ত হইবে। আশা এই যে ইহাতে প্রদত্ত ইঙ্গিতগুলি অবলম্বন করিয়া পাঠকগণ উল্লিখিত গ্রন্থসমূহের বিস্তৃত ব্যাখ্যা পাঠ করিবেন।

২। চিন্তার তিন স্তর

জগৎ, জীব ও ঈশ্বর,—বিষয়, বিষয়ী ও ব্রহ্ম,—এই তিনের সম্বন্ধই ব্রহ্মবিদ্যার উপজীব্য বিষয়। এই সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে যাইয়া মানবচিন্তা তিনটি স্তরের ভিতর দিয়া অগ্রসর হয়। এই তিনটি স্তরকে বিষয়স্তর (Objective Stage), বিষয়িস্তর (Subjective Stage), ও ব্রহ্মস্তর (Absolute Stage) এই তিন নামে অভিহিত করা যায়। ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মসাধন সকল স্তরেই সম্ভব। কিন্তু উচ্চতম স্তরে না উঠিলে উপনিষদের ব্রহ্মবাদ সম্যক্‌রূপে বোঝা ও সম্যকরূপে সাধন করা সম্ভব হয় না। সংক্ষেপে স্তরগুলির বর্ণনা করিতেছি এবং এক স্তর হইতে অন্যস্তরে উঠার ক্রম প্রদর্শন করিতেছি। প্রথম স্তরে কেবল ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুসমূহকেই সত্য বলিয়া মনে হয়। যাহা দেখা যায়, শোনা যায়, স্পর্শ করা যায়, আঘ্রাণ করা যায় এবং আস্বাদন করা যায়,

কেবল তাহাই আছে বলিয়া বোধ হয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসমূহের মধ্যেও স্থূল-সূক্ষ্ম ভেদ আছে, যেমন প্রস্তর স্থূল, বায়ু সূক্ষ্ম। কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকল বস্তুই দেশে আছে এবং ইহাদের পরিবর্ত্তন কালে ঘটে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকল বস্তুরই আয়তন, পরিমাণ ও বিকার আছে। চিন্তার প্রথমস্তরে মানববুদ্ধি এরূপ বস্তুতেই আবদ্ধ থাকে,—দেশের অতীত, কালের অতীত, অতীন্দ্রিয় কোন বস্তুর স্পষ্ট ধারণা করিতে পারে না। এই স্তরে যে আত্মার চিন্তা, বিষয়ীর চিন্তা, থাকে না তাহা নহে। কিন্তু আত্মা বা বিষয়ীকে একপ্রকার অতি সূক্ষ্ম বিষয় বলিয়াই বোধ হয়। এই স্তরেই লোকে জিজ্ঞাসা করে আত্মা শরীরের কোন্ স্থানে থাকে? কোন্ দ্বার দিয়া প্রবেশ করে এবং কোন্ দ্বার দিয়া শরীর হইতে নির্গত হয়? মৃত্যুর পরে কোন্ লোকে গমন করে?' ইত্যাদি। আত্মা সম্বন্ধে এরূপ ধারণা উপনিষদেও বিরল নহে। কিন্তু উপনিষদের উচ্চতম চিন্তা এই স্তরের ঊর্দ্ধে স্থিত। এই স্তরে মানুষ যে সকল দেবতা কল্পনা করে তাঁহারাও শরীরী,—স্থূল বা সূক্ষ্ম শরীরধারী, দেশ ও কালের অধীন। চিন্তার দ্বিতীয় স্তরে মানুষ জগৎ ও জীব, জড় ও আত্মা, বিষয় ও বিষয়ী, এই দুইয়ের মধ্যে স্পষ্ট প্রভেদ বুঝিতে পারে। জড় অচেতন, ও আত্মা চৈতন্যস্বরূপ। বিষয় কেবল আছে, কিন্তু আছে বলিয়া জানে না, বিষয়ী বিষয়কে জানে, নিজেকেও জানে। বিষয় দেশে ব্যাপ্ত, কালে বিকৃত, কিন্তু বিষয়ী দেশে ব্যপ্ত নহে, কালেও প্রবাহিত নহে। বিষয় ও বিষয়ীকে পরস্পর হইতে এরূপ ভিন্ন ভাবিতে যাইয়া মানবচিন্তা তাহাদিগকে এমন পৃথক্ করিয়া দেয় যে, অবশেষে আর তাহাদিগকে জোড়া দিতে পারে না, জগতেও মানবজীবনে তাহাদের মিলনকে ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া পরাস্ত হয় এবং ইহাকে মায়িক বলিয়া সিদ্ধান্ত করে। এই চিন্তার শেষ সীমায় জগৎ ও সসীম

চৈতন্য মায়িক বলিয়াই ব্যাখ্যাত হয়, এবং এক নির্ব্বিশেষ চৈতন্যই প্রকৃত সত্তা বলিয়া নির্ণীত হয়।) কোন কোন উপনিষদ্-ব্যাখ্যাকার এরূপ চিন্তাকেই উপনিষদের সর্ব্বোচ্চ চিন্তা বলিয়া শিক্ষা দেন, কিন্তু এই বিষয়ে যে ব্যাখ্যাকারদের মতভেদ আছে তাহাও সুপ্রসিদ্ধ। (চিন্তার তৃতীয় স্তরে বিষয় বিষয়ী, সসীম অসীম, এক ও বহু, ইহাদের ভেদ স্বীকার করিয়াও ইহার মধ্যে ইহার অবিরোধী একটি অভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। দেখিতে পাওয়া যায় যে পরস্পর হইতে ভিন্ন বস্তুসমূহের মধ্যেও সম্বন্ধ আছে। ফলতঃ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই ভেদ দৃষ্ট হয়, সম্বন্ধ না থাকিলে ভেদও থাকিত না, ভেদ দৃষ্টও হইত না। কিন্তু সম্বন্ধ কেবল ভেদমূলক নহে। সম্বন্ধে যেমন ভেদ আছে তেমনি অভেদও আছে। এই কথাটি বুঝিলে দর্শনরাজ্যের অনেক মারাত্মক ভ্রম চলিয়া যায়। জগৎ জীব নহে, জীবও জগৎ নহে। জীব জগৎকে আপনা হইতে ভিন্ন বলিয়া জানে। ভিন্ন বলিয়া না জানিলে জানাই সম্ভব হইত না। "জ্ঞান ভেদমূলক।" যেখানে জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার ভেদ নাই এমন কোন অবস্থা যদি থাকে তবে তাহা জ্ঞান নামের উপযুক্ত নহে। কিন্তু জীব জগৎকে আপনা হইতে ভিন্ন বলিয়া জানিতে যাইয়া ইহার সহিত নিজের সম্বন্ধ অনুভব করে। এই সম্বন্ধের মধ্যে যে ভেদ ও অভেদ উভয়ই আছে, "ইহা যে ভেদগর্ভ অভেদ," তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। প্রবুদ্ধ জীব দেশ কাল এবং দেশকালে সীমাবদ্ধ বিষয়ের সঙ্গে আপনার প্রভেদ অনুভব করিয়াও দেখিতে পায় এই দেশকালগত জগৎ তাহারই অন্তরস্থ দেশকালাতীত অখণ্ড জ্ঞানের অন্তর্গত। এই অখণ্ড জ্ঞানই ব্রহ্ম। "এই ভেদগর্ভ অভেদ ব্রহ্মবাদই উপনিষদের উচ্চতম চিন্তা।) এই পর্য্যন্ত আমরা এই চিন্তার আভাসমাত্র দিলাম। এখন কিঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবে ইহার ব্যাখ্যা করিব।

৩। তিন প্রকার ন্যায়

এই ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমাদের অবলম্বিত ন্যায় বা যুক্তিপ্রণালী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলি। চিন্তার "প্রথম স্তরে" মানুষ যে যুক্তিদ্বারা চালিত হয় তাহাকে বলা যায় অভেদন্যায় (Logic of Abstract Unity)। বস্তুসমূহের মধ্যে অবান্তর ভেদ দেখিলেও মূলে সমুদায়কেই একপ্রকার বলিয়া বোধ হয়। স্থূল সূক্ষ্ম সমুদায়ই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় অথবা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের সদৃশ। সমুদায়ই দেশকালের অধীন। সমুদায়ই এক বস্তুর রূপান্তর মাত্র। সমুদায় ভেদের মধ্যে এই অভেদ-কল্পনাবশতঃই এই স্তরের ন্যায়কে অভেদ-ন্যায় বলা যায়। "দ্বিতীয় স্তরের" যুক্তিপ্রণালীকে বলা যায় ভেদন্যায়। এই স্তরে বিষয়-বিষয়ীর মধ্যে, জ্ঞেয়-জ্ঞাতার মধ্যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়াতীতের মধ্যে একান্ত ভেদ করা হয়। এই ভেদদর্শন হইতেই এই চিন্তাপ্রণালীর নাম করা হয় "ভেদন্যায়" (Logic of Difference or Exclusion)। প্রথম স্তরের অভেদন্যায়ের সম্মুখে মূলবস্তুর যে একটি আদর্শ থাকে,—'মূলবস্তু অভেদ' এই আদর্শটি,—ইহা দ্বিতীয়স্তরেও থাকে। এই আদর্শদ্বারা চালিত হইয়াই দ্বিতীয়স্তরের চিন্তা অবশেষে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও দেশকালের অধীন বিষয়ের বস্তুত্ববোধ পরিত্যাগ করিয়া অতীন্দ্রিয় নির্ব্বিষয় চৈতন্যকে একমাত্র মূলবস্তুরূপে প্রতিষ্ঠিত করে। "তৃতীয় স্তরের" যুক্তিপ্রণালীকে বলা যায় "ভেদাভেদন্যায়" (Logic of Unity-in-Difference or Logic of Comprehension)। দ্বিতীয় স্তরের চিন্তা ভেদ (distinction) কে বিভাগ (division) বলিয়া গ্রহণ করে। এই ভ্রম হইতেই দ্বৈতবাদ আসে এবং অভেদ বস্তুর আদর্শদ্বারা

চালিত হইলে দ্বৈতবাদ খণ্ডিত হইয়া নির্বিষয় বা অভেদ চৈতন্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তৃতীয় স্তরের চিন্তা দেখিতে পায় ভেদ ও বিভাগ এক ব্যাপার নহে, ভেদের মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে তাহাতে ভেদ ও অভেদ উভয়ই অবিরুদ্ধরূপে বর্ত্তমান। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অতীন্দ্রিয়, দেশগত ও দেশাতীত, কালগত ও কালাতীত, সসীম ও অসীম, কার্য্য ও কর্ত্তা, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা,—ঈদৃশ ভেদসমূহের মধ্যে ভেদের অবিরুদ্ধ অভেদ বর্ত্তমান। পরস্পর হইতে ভিন্ন বস্তুসমূহ ভিন্ন হইয়াও অবিভক্ত। এক সর্ব্বগত সম্বন্ধে সমুদয় বস্তু সংযুক্ত হইয়া আছে। এক অখণ্ড মূলবস্তু খুঁজিতে যাইয়া তৃতীয় স্তরের চিন্তা এই সর্ব্বগত সম্বন্ধ বা সম্বন্ধবিশিষ্ট বস্তুতেই চরম তৃপ্তিলাভ করে এবং ইহাকেই 'ব্রহ্ম' অর্থাৎ বৃহদ্‌বস্তু বা 'ভূমা' বলে। (এই অভেদন্যায় উপনিষদে ব্যাখ্যাত হয় নাই। উপনিষদের ব্যাখ্যাতা-দিগের মধ্যেও ইহার পরিচয় পাই না।) "রামানুজদর্শনে" ইহার আভাস-মাত্র দেখা যায়। কিন্তু উপনিষদের উচ্চতম চিন্তা এই ন্যায়দ্বারাই নিয়মিত বলিয়া বোধ হয়। অন্ততঃ আমি যে এই চিন্তাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি তাহার কারণ এই যে ইহা এই ন্যায়দ্বারা স্থাপন করা যায়। কিন্তু এই ন্যায় উপনিষদে স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত না হইলেও উপনিষদের নানাস্থানে ইহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই সকল ইঙ্গিতে এই প্রমাণ হয় যে ঋষিদের মধ্যে এই ন্যায় প্রচলিত ছিল, কিন্তু কাল-প্রবাহে নষ্ট হইয়াছে। যাহা হউক, আমি এখন ঋষিদের প্রদত্ত ইঙ্গিতসমূহ গ্রহণ করিয়া এই ন্যায়ের সাহায্যে উপনিষদুক্ত ব্রহ্মবাদের দার্শনিক ভিত্তি প্রদর্শন করিতেছি।

৪। আত্মজ্ঞান সকল জ্ঞানের আশ্রয়—
আত্মা সকল বস্তুর আশ্রয়

উপনিষদের অনেক স্থলেই 'আত্মা' ও 'ব্রহ্ম' এক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কঠোপনিষদে ব্রহ্ম 'সর্ব্বভূতান্তরাত্মা' (পঞ্চমীবল্লী) রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। মাণ্ডূক্যোপনিষদ্ স্পষ্টই বলিতেছেন 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' (দ্বিতীয় মন্ত্র) অর্থাৎ যিনি জীবের আত্মা তিনিই সর্ব্বাধার বৃহদ্‌বস্তু। এই ছান্দোগ্যের ষষ্ঠ অধ্যায়ে উদ্দালক আরুণি নিজপুত্র শ্বেতকেতুকে বলিতেছেন "তৎত্বমসি শ্বেতকেতো"—'হে শ্বেতকেতো, সেই বস্তু তুমি।' এই উপনিষদেই শাণ্ডিল্যবিদ্যায় (৩।১৪) কথিত হইয়াছে 'সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম',—'নিশ্চয়ই এই সমুদয় ব্রহ্ম'। কিন্তু ব্রহ্ম সর্ব্বরূপী হইলেও আমরা নিজ নিজ আত্মাতেই তাঁহার সাক্ষাৎ প্রকাশ দেখিতে পাই। মাণ্ডূক্য উপনিষদের সপ্তম মন্ত্রে ব্রহ্মকে 'একাত্ম্য-প্রত্যয়সারম্',—'একমাত্র আত্মপ্রত্যয় সিদ্ধ' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই আত্ম-প্রত্যয় বা আত্মজ্ঞানই মূলে ব্রহ্মজ্ঞান। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের দ্বিতীয়াধ্যায়ে বলা হইয়াছে,—

> "যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং
> দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ।
> অজং ধ্রুবং সর্ব্বতত্ত্বৈর্বিশুদ্ধং
> জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥"

অর্থাৎ "যখন যোগযুক্ত সাধক এস্থলে দীপস্থানীয় আত্মতত্ত্বদ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব দর্শন করেন, তখন তিনি জন্মরহিত, ধ্রুব এবং সর্ব্ববিষয়দ্বারা অসংস্পৃষ্ট ঈশ্বরকে জানিয়া সমুদায় বন্ধন হইতে মুক্ত হন।" আত্মজ্ঞানই অন্য সকলপ্রকার জ্ঞানের মূল। আত্মজ্ঞানেই সমুদায় বস্তু প্রকাশিত

হয়। আত্মাকে না জানিয়া আর কোন বস্তুকেই জানা যায় না। আত্মা সম্বন্ধে কঠোপনিষদ্ বলিয়াছেন ঃ—

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" ॥ (৫।১৫)

অর্থাৎ "সূর্য্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ ও অগ্নি কেহই তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না; সমুদায় বস্তু সেই প্রকাশস্বরূপের অনুপ্রকাশ মাত্র; এই সমস্ত তাঁহাদ্বারাই প্রকাশিত হইতেছে।" আত্মজ্ঞান সকল জ্ঞানের আশ্রয়। আত্মাকে না জানিয়া অন্য কোন বস্তুই জানা যায় না। সমুদয় জ্ঞানই 'আমি জানি' এই জ্ঞানদ্বারা জড়িত। রূপ বা বর্ণের অর্থ 'যাহা আমি দেখি।' শব্দের অর্থ 'যাহা আমি শুনি।' স্পৃষ্টবস্তুর অর্থ 'যাহা আমি স্পর্শ করি।' ঘ্রাণের অর্থ 'যাহা আমি আঘ্রাণ করি।' আস্বাদনের অর্থ 'যাহা আমি আস্বাদ করি।' স্মরণের অর্থ 'যাহা আমি স্মরণ করি।' বিচারের অর্থ 'যাহা আমি বিচার করি।' আমিকে ছাড়িয়া কোন জ্ঞান সম্ভব নহে। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই ত্রিবিধ প্রমাণই আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। এই বিষয়ে পাঠক 'ব্রহ্মসূত্রের' দ্বিতীয়াধ্যায় তৃতীয় পাদ সপ্তম সূত্রের ভাষ্যে আচার্য্য-শঙ্করের উক্তি দেখিতে পারেন। সমুদয় বস্তু আত্মার আশ্রিত হইয়াই প্রকাশ পায়। আত্মা হইতে স্বতন্ত্রভাবে কোনবস্তুই প্রকাশ পায় না। যে কোন দেশে, যে কোন কালে, যে কোন বিষয় আমরা প্রত্যক্ষ করি তাহা আত্মার আশ্রয়ে, আত্মার সহিত সম্বদ্ধভাবেই, প্রত্যক্ষ করি। ফলতঃ প্রত্যেক জ্ঞানব্যাপারে আমরা রূপরসাদি বিষয়সমন্বিত আত্মা-কেই প্রত্যক্ষ করি। প্রত্যেক প্রত্যক্ষ ব্যাপারে আমাদের জ্ঞানের সমগ্র

বিষয় জগৎসমন্বিত আত্মা, শাস্ত্রীয় ভাষায়, সগুণ আত্মা। এই আত্মা কোন অসাক্ষাৎ গৌণ আত্মা নহে; আমরা প্রত্যেকে যাহাকে নিজ আত্মা বলি ইহা সেই আত্মাই। যাহাকে নিজ আত্মা বলি তাহাই প্রত্যেক বিষয়ের আশ্রয়রূপে প্রকাশিত হয়। "প্রাণোহ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি" (মুণ্ডক ৩।১।৪),—'যিনি সর্ব্বভূতের সঙ্গে বা সর্ব্বভূতরূপে প্রকাশিত হন তিনি প্রাণ'। যিনি সর্ব্বভূতের সঙ্গে প্রকাশিত হন তাঁহাকে আমরা ভ্রমবশতঃ ক্ষুদ্র আত্মা বলিয়া মনে করি, কাজেই 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' বাক্যটা আমাদের কাছে অসঙ্গত মনে হয়। 'অয়মাত্মা' বস্তুটা যে কত বড় বস্তু তাহা পাঠক এখন কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিবেন। এই 'অয়মাত্মা'কে আমরা সকল দেশে, সকল কালে, সকল বস্তুতে, প্রত্যেক বস্তুর প্রত্যেক অংশে প্রত্যক্ষ করি। জ্ঞানেই বস্তুর প্রকাশ। প্রত্যেক জ্ঞানই যখন আত্মজ্ঞানের আশ্রিত, তখন প্রত্যেক বস্তুই, প্রত্যেক বস্তুর প্রত্যেক অংশই, আত্মাতে আশ্রিত। বস্তুর স্বরূপ জ্ঞানেই প্রকাশিত হয়, নচেৎ জ্ঞান জ্ঞান নামেরই উপযুক্ত হইত না। জ্ঞানে বস্তুর যে স্বরূপ প্রকাশিত হয় তাহাতে দেখি বস্তু আত্মার সহিত অচ্ছেদ্যযোগে আবদ্ধ। আত্মাকে ছাড়িয়া কোন বস্তুই জানিতে পারি না। যাহা জানিতে পারি না তাহা ভাবিতেও পারি না, বিশ্বাস করিতেও পারি না। ভাবি এবং বিশ্বাস করি বলিয়া যে মনে করি তাহা চিন্তার ভুল, আত্মপ্রবঞ্চনা। দৃষ্ট, শ্রুত, স্পৃষ্ট, আঘ্রাত, আস্বাদিত, স্মৃত, বিচারিত বস্তু কেবল দৃষ্ট, শ্রুত প্রভৃতি রূপেই ভাবা এবং বিশ্বাস করা যায়, কেবল আত্মার আশ্রিতরূপেই ভাবা এবং বিশ্বাস করা যায়, অন্যরূপে করা যায় না। এক দেশে, এক কালে, জগতের অতি ক্ষুদ্র অংশমাত্র আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়। ফলতঃ আমাদের শরীরেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে জগতের যতটুকু আসে ততটুকুই আমরা প্রত্যক্ষ করি। সেই প্রত্যক্ষীকরণ কার্য্যও

মুহূর্ত্তের মধ্যেই শেষ হইয়া যায়। কিন্তু যে জগতের অংশ আমরা প্রত্যক্ষ করি সে জগৎ ক্ষুদ্র নহে, ক্ষণস্থায়ীও নহে। জগতের প্রত্যেক অংশ এক অনন্ত দেশস্থিত বস্তুর অংশরূপে প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক অংশের সঙ্গে আমরা সেই অংশের আশ্রয়ভূত সমষ্টি জগৎকেও জানি। জগতের প্রত্যেক ঘটনা এক অনাদি অনন্ত কালস্রোতের অংশরূপে প্রকাশিত হয়। আমরা প্রত্যেক ঘটনাকে জানিতে গিয়া তাহার আশ্রয়ভূত অনন্তকালকেও জানি। অনন্ত দেশ ও অনন্তকালকে জানিতে গিয়া ইহাদিগকে এক অনন্ত অখণ্ড আত্মার আশ্রিত বলিয়াই জানি। এই অনন্ত অখণ্ড আত্মাকে আমরা প্রত্যেকে 'অয়মাত্মা' নিজ আত্মারূপেই জানি, অন্য কোন প্রকারে জানিতে ও ভাবিতে পারি না। অনন্ত অখণ্ড আত্মা একের বেশী হইতে পারে না। এক অনন্ত আত্মা কিরূপে ভিন্ন ভিন্ন ব্যষ্টি আত্মা হইলেন তাহা পরে বিবেচ্য। এখন বিশেষরূপে দ্রষ্টব্য এই যে আমরা প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ক্রিয়াতে, প্রত্যেক প্রত্যক্ষ ব্যাপারে ইন্দ্রিয়ের উপরে উঠি,—ইন্দ্রিয়যোগে যে অতি ক্ষুদ্র বস্তু প্রকাশিত হয় তাহা অপেক্ষা অনেক বৃহত্তর বস্তুকে জানি,—এক অনন্ত আত্মার আশ্রয়ে অনন্ত দেশগত ও অনন্তকালগত জগৎকে জানি। সেই এক অনন্ত আত্মাকে নিজ আত্মারূপেই জানি। 'নিজ আত্মাকে সকল দেশ এবং সকল কালের আশ্রয়রূপে জানি' এই কথাটা অসঙ্গত বোধ হইতে পারে। এই অসঙ্গতি দোষ আমরা পরে পরিহার করিতে চেষ্টা করিব। সম্প্রতি পাঠক এইটুকু বুঝিতে চেষ্টা করুন্ যে আমাদের চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের অতীত, অনন্ত দেশগত এবং অনন্ত কালগত জগৎ আছে ইহা ভাবিতে গেলে, বিশ্বাস করিতে গেলে, অবশ্যম্ভাবীরূপেই ভাবিতে ও বিশ্বাস করিতে হয় যে যাহাকে আমরা নিজ আত্মা বলি তাহাই অনন্ত দেশ কাল এবং সমগ্র বিষয় ও ঘটনার

আশ্রয়। এই অর্থেই ছান্দোগ্যের সপ্তমাধ্যায়ের ২৫ তম খণ্ডে ঋষি সনৎকুমার বলিয়াছেন,—"অহমেবাধস্তাদ্ অহমুপরিষ্টাদ্ অহং পশ্চাদ্ অহং পুরস্তাদ্ অহং দক্ষিণতোঽহমুত্তরতোঽহমেবেদং সর্ব্বম্"—"আমিই অধোতে, আমি উর্দ্ধে, আমি পশ্চাতে, আমি সম্মুখে, আমি দক্ষিণে, আমি উত্তরে, আমিই এই সমস্ত।" বিষয়ীকে ছাড়িয়া যে বিষয়কে জানা যায় না, বিষয়কে ছাড়িয়াও যে বিষয়ীকে জানা যায় না, বিষয়-বিষয়ী যে মূলে দুই নহে, একই, এই বিষয়ে পাঠক 'কৌষীতকি' উপনিষদের তৃতীয়াধ্যায় পাঠ করিতে পারেন। তাহাতে দেখিবেন বিষয়ীর দর্শনাদি দশ শক্তিকে ঋষি দশ প্রজ্ঞামাত্রা বলিয়াছেন, এবং জ্ঞানের দশপ্রকার বিষয়কে তিনি দশভূতমাত্রা বলিয়াছেন। এই দ্বিবিধ বস্তুর পরস্পরের সাপেক্ষতা দেখাইয়া ঋষি উপসংহার করিতেছেন,—"তা বা এতা দশৈব ভূতমাত্রা অধিপ্রজ্ঞং দশ প্রজ্ঞামাত্রা অধিভূতম্। যদ্ধি ভূতমাত্রা ন স্যু র্ন প্রজ্ঞামাত্রাঃ স্যু র্যদ্বা প্রজ্ঞামাত্রা ন স্যু র্ন ভূতমাত্রাঃ স্যুঃ। ন হ্যন্যতরতো রূপং কিঞ্চন সিধ্যেৎ। নো এতন্নানা। তদ্‌যথা রথস্যারেষু নেমিরর্পিতো নাভাবরা অর্পিতা এবমেবৈতা ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞামাত্রাসু অর্পিতাঃ প্রজ্ঞামাত্রা প্রাণে অর্পিতাঃ, স এষ: প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মানন্দোঽজরোঽমৃতঃ।...এষ লোকপালঃ, এষ লোকাধিপতিঃ। এষ সর্ব্বেশঃ। স ম আত্মেতি বিদ্যাৎ। স ম আত্মেতি বিদ্যাৎ।"—অর্থাৎ "এই দশভূতমাত্রা প্রজ্ঞাধিষ্ঠিত, এবং এই দশ প্রজ্ঞামাত্রা ভূতাধিষ্ঠিত। যদি ভূত মাত্রা না থাকিত তবে প্রজ্ঞামাত্রা থাকিতে পারিত না। যদি প্রজ্ঞামাত্রা না থাকিত তবে ভূতমাত্রা থাকিতে পারিত না। এই দুইয়ের কেবল একটিতে কোন রূপ বা বস্তু সম্ভব নহে। অথচ ইহা (প্রকৃত বস্তু) নানা নহে (একমাত্র)। যেমন রথের নেমি অরসমূহে স্থাপিত

এবং অরসমূহ নাভিতে স্থাপিত, তেমনি এই সকল ভূতমাত্রা প্রজ্ঞামাত্রা সমূহে স্থাপিত, এবং প্রজ্ঞামাত্রাসমূহ প্রাণে স্থাপিত। এই প্রাণই আনন্দময়, অজর ও অমর প্রজ্ঞাত্মা।...ইনি লোকপাল। ইনি লোকাধিপতি। সর্ব্বেশ। 'তিনি আমার আত্মা' তাঁহাকে এই রূপে জানিবে। 'তিনি আমার আত্মা' তাঁহাকে এইরূপে জানিবে।"

৫। সাংখ্য ও বৈজ্ঞানিক দ্বৈতবাদ খণ্ডন

লৌকিক চিন্তা এই ভেদাভেদযুক্ত অখণ্ড অদ্বিতীয় বস্তুর ধারণায় উঠিতে পারেনা। ইহা বিশ্বকে অসংখ্য স্বতন্ত্র জড়বস্তু ও অসংখ্য স্বতন্ত্র আত্মাতে বিভক্ত করে। দেশীয় চার্ব্বাক দর্শন ও বিদেশীয় জড়বাদ দর্শন আত্মাকে সূক্ষ্ম জড় বলিয়া ব্যাখ্যা করে। এই চিন্তার চালক অভেদন্যায়। দেশীয় ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন লৌকিক বহুত্ববাদকে কিঞ্চিৎ দার্শনিক সাজে সজ্জিত করিয়া তত্ত্বজ্ঞানের ভান করে। এই শ্রেণীর চিন্তায় ভেদন্যায় প্রবল। দেশীয় সাংখ্যদর্শন এবং পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ে প্রচলিত দ্বৈতবাদ এই ভেদন্যায় অবলম্বন করিয়াই কিঞ্চিৎ উচ্চতর স্তরে উত্থিত হয়। শেষোক্ত মত বিশেষ আলোচনার যোগ্য। ইহার ভ্রম বুঝিতে পারিলে সাংখ্যদর্শনের মৌলিক ভ্রমও বোঝা যায়। এই মত বলে যে রূপ (বর্ণ), রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ এবং সুখ দুঃখাদি অনুভব (sensations or feelings and emotions) বৌদ্ধ

দার্শনিকদের ভাষায়—'বিজ্ঞান,' এই সমুদায়ই আমাদের সাক্ষাৎ জ্ঞানের বিষয়। এই সমুদায়ই আত্মা বা মনের অবস্থাপরম্পরা (states of consciousness)। আত্মা বা মন ইহাদের আধার। কিন্তু আত্মা ইহাদিগকে নিষ্ক্রিয়ভাবে (passively) গ্রহণ করে, স্বয়ং উৎপাদন করে না। সুতরাং ইহাদের উৎপাদনের কারণরূপিণী শক্তি অনুমান করা আবশ্যক। এই অতীন্দ্রেয় শক্তিই জড়। ইহাই সর্ব্বপ্রকার বিজ্ঞানের কারণ এবং কারণ অর্থেই আধার। দার্শনিক দ্বৈতবাদ এই রূপে লৌকিক স্থূল দ্বৈতবাদকে সমর্থন করে। উপনিষদুক্ত ভেদাভেদবিশিষ্ট অখণ্ড অদ্বিতীয় আত্মবাদের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া আমরা প্রকারান্তরে এই বৈজ্ঞানিক দ্বৈতবাদের ভ্রম দেখাইয়াছি। কিন্তু এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিশেষ আলোচনা আবশ্যক। এই দ্বৈতবাদ ভেদন্যায়ের বশবর্ত্তী হইয়া বিজ্ঞান ও বিজ্ঞাতৃ-আত্মাকে প্রকারান্তরে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু বলিয়া কল্পনা করে, ইহাদের একত্ব অস্বীকার করে বা ভুলিয়া যায়। এই ভ্রমই ইহার মূল ভ্রম। একটি রূপ দৃষ্ট হইল বা একটি শব্দ শ্রুত হইল ইহার অর্থ কি? ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে রূপযুক্ত বা শব্দযুক্ত সগুণ আত্মা আত্ম-প্রকাশ করিল। রূপ এবং রূপদর্শকের মধ্যে, শব্দ এবং শব্দশ্রোতার মধ্যে, ভেদ আছে, কিন্তু বিভাগ নাই। এক অখণ্ড বস্তুই আত্মপ্রকাশ করিল। এই ব্যাপারে আত্মা এবং আত্মাতিরিক্ত কোন শক্তির স্বতন্ত্রতা কল্পনা করিবার কোন অবসর নাই। স্বতন্ত্রতাকল্পনার যখন অবসর নাই তখন একটি নিষ্ক্রিয় অপরটি ক্রিয়াবান্ এরূপ বিভাগেরও অবসর নাই। এই আত্মপ্রকাশকে ক্রিয়া বলিতে চাও বল। কিন্তু এই ক্রিয়া আত্মারই, আর কাহারো নহে। এই আত্মপ্রকাশরূপ কার্য্য আত্মা সর্ব্বদাই করিতেছে, সুতরাং আত্মার স্বরূপ কখনও নিষ্ক্রিয় হইতে পারে না। ক্রিয়াবান্ ব্যক্তি কোন বিশেষ কার্য্য পূর্ব্বে করে নাই, এখন

করিল, ইহাতে তাহাকে স্বরূপতঃ নিষ্ক্রিয় বলা যায় না। এই বিশেষ কার্য্য সম্বন্ধে সে পূর্ব্বে নিষ্ক্রিয় ছিল, এখন ক্রিয়াবান্ হইয়াছে, এই কথা বলিতে চাও বলিতে পার। কার্য্যের লক্ষণই এই যে তাহা অকৃত অবস্থা হইতে কৃত অবস্থায় আসে। ইহাতে কর্ত্তার নিষ্ক্রিয়ত্ব সিদ্ধ হয় না। সুতরাং বিজ্ঞানরূপে বিজ্ঞাতৃআত্মার আত্মপ্রকাশে তাহার সক্রিয়ত্বই সিদ্ধ হয়। সে নিজেই যখন নিজ কার্য্যের কারণ তখন বিজ্ঞান-প্রকাশরূপ কার্য্যের কারণরূপে বৈজ্ঞানিকের জড় শক্তি বা সাংখ্যের অচেতন প্রকৃতির কল্পনা করিবার কোন হেতুই নাই। এরূপ অনুমান সম্পূর্ণই অমূলক। বিজ্ঞানাধার বা বিজ্ঞানরূপী আত্মা অনুমানের বিষয় নহে। আত্মা স্বতঃসিদ্ধ,—বিজ্ঞাতৃহীন বিজ্ঞান অর্থশূন্য শব্দ মাত্র। বৈজ্ঞানিক বা সাংখ্য দ্বৈতবাদী কেন যে আত্মাকে নিষ্ক্রিয় ভাবেন এবং বিজ্ঞানোৎপত্তির কারণরূপে একটি অনাত্মবস্তু কল্পনা করেন তাহা বোঝা কঠিন নহে, তিনি দেখিয়াছেন মৃত্তিকা বা গালা নিষ্ক্রিয়-ভাবে ক্রিয়াবান্ শিল্পীর হস্তস্থিত ছাঁচ বা শীলমোহরের মুদ্রাঙ্কন গ্রহণ করে। তিনি বিজ্ঞানোৎপত্তিকে এই ব্যাপারের অনুরূপ বলিয়া কল্পনা করেন। বৈজ্ঞানিক যে বিজ্ঞান বা sensationকে impressions (মুদ্রাঙ্কন) বা mental states (মানসিক অবস্থা) বলেন ইহাতে এরূপ ভাবনার স্পষ্ট প্রমানই পাওয়া যায়। কিন্তু বিজ্ঞানোৎপত্তি আদৌ ঐ প্রকার ব্যাপার নহে। ইহা কোন বিশেষভাবে বিজ্ঞাতৃ আত্মার আত্ম-প্রকাশ। ইহাসর্ব্বতোভাবেই সচেতন ব্যাপার; ইহাতে আত্মা-অনাত্মা, চেতন অচেতন, নিষ্ক্রিয় সক্রিয়, এরূপ দুই প্রকার বস্তুর সহযোগিতা কল্পনা করিরার কোন অবসর নাই। ইহাতে যে একটা জ্ঞেয়-জ্ঞাতার ভেদ আছে অথচ বিভাগ নাই, তাহা আমরা দেখাইয়াছি; ইহাতে যে একটা সসীম অসীমের ভেদও আছে, অথচ বিভাগ নাই, তাহা যথা-

স্থানে দেখাইব। তাহাতে সাংখ্য ও বৈজ্ঞানিক দ্বৈতবাদীর স্বতন্ত্র বহু আত্মবাদ খণ্ডিত হইবে, যেমন বিজ্ঞানোৎপত্তির উপরি-উক্ত ব্যাখ্যা-দ্বারা জড় ও আত্মার, প্রকৃতি ও পুরুষের, দ্বৈতবাদ খণ্ডিত হইল।

৬। ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ ও অজ্ঞেয়তাবাদ খণ্ডন

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে রূপরসাদি বিজ্ঞানতো ক্রমাগতই উৎপন্ন হইতেছে ও বিলীন হইতেছে। জগৎ কি তবে এরূপ ক্ষণিকবিজ্ঞান-পরম্পরামাত্র? ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদার্শনিক এবং পাশ্চাত্য sensationalist ইহাই বলেন বটে। কিন্তু তাঁহাদের মতও ভেদন্যায়দ্বারাই নিয়মিত। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞাতৃর মধ্যে, কর্ত্তা ও কার্য্যের মধ্যে, কাল ও কালাতীতের মধ্যে যে ভেদাভেদ আছে তাহা তাঁহারা বুঝেন না। অনিত্য কার্য্য বা ঘটনা যে নিজেকে জানিতে পারে না তাহাও তাঁহারা বুঝেন না। ঘটনাকে ঘটনা বলিয়া জানিতে পারে কেবল সেই যে নিজে ঘটনা নহে। যে বলে 'ঘটনা চলিয়া গিয়াছে' সে ঘটনা নহে। এক, দুই, তিন এই পরম্পরাগত ঘটনাগুলিকে যে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বলিয়া জানে তাহার স্মৃতিতে অতীত ঘটনাগুলির জ্ঞান থাকা আবশ্যক, নচেৎ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, এই শব্দ গুলির কোন অর্থই থাকে না। এই জ্ঞানকে ক্ষণিক বিজ্ঞান-বাদী ভুল করিয়া ঘটনা বলিয়া ব্যাখ্যা করেন; পূর্ব্ব ঘটনার স্মৃতিকে সেই ঘটনা সমূহের পুনর্জ্জীবন বা প্রতিরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা

করেন। কিন্তু যাহা চলিয়া গিয়াছে, অতীত হইয়াছে, তাহার পুনর্জ্জীবন হইতে পারে না এবং তাহার বিনাশবশতঃ বর্ত্তমান কোন বিজ্ঞানকে তাহার প্রতিরূপও বলা যাইতে পারে না। বর্ত্তমানে যাহা ঘটিতেছে তাহা নূতন, তাহা অতীত নহে। কিন্তু অতীত ও বর্ত্তমানের মধ্যে যে যোগ আছে তাহাও ঠিক, তাহা না হইলে আমরা বর্ত্তমানে অতীতের কথা বলিতে পারিতাম না। কিন্তু অতীত ও বর্ত্তমানের এই যোগসূত্র ঘটনা নহে, কার্য্য নহে, ক্ষণিক বিজ্ঞান নহে। এই যোগসূত্র কালাতীত স্থায়ী বিজ্ঞান বা বিজ্ঞাতা। বিজ্ঞাতা ঘটনা জানে, কিন্তু সে নিজে ঘটনা নহে। সে কার্য্য উৎপাদন করে, কিন্তু নিজে কার্য্য নহে। ভেদন্যায় দ্বারা এই ভেদাভেদ সম্বন্ধের একটা দিক্ ছাড়িয়া দিলেই ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদের ভ্রমে পড়িতে হয়। এই বিষয়ে পাঠক 'ব্রহ্মসূত্রের' শাঙ্করভাষ্যে দ্বিতীয়াধ্যায় দ্বিতীয়পাদে বৌদ্ধ ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদ-খণ্ডন দেখিতে পারেন। যাহা হউক, এখন উপরি-উক্ত প্রশ্নের উত্তর স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে। আমাদের প্রবাহময় জীবনে, আমাদের প্রবাহময় জীবনরূপে, বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও বিলয়ে মূল বিজ্ঞান ও বিজ্ঞাতার অস্থায়িত্ব প্রমাণ হয় না। মূল বিজ্ঞাতা তাঁহার অসংখ্য বিচিত্র বিজ্ঞান লইয়া নিত্যই বর্ত্তমান আছেন। স্থায়ী বিজ্ঞান তাঁহার স্বরূপগত। সেই স্বরূপে কোন পরিবর্ত্তন নাই। তাহাতে ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যতের ভেদ নাই, অথবা তাহা চিরবর্ত্তমান, তাহাতে ভূত ভবিষ্যতের প্রবাহ নাই। কিন্তু ভূত ভবিষ্যৎও মিথ্যা নহে, ইহারাও চিরবর্ত্তমানের সহিত ভেদাভেদভাবে নিত্যসম্বদ্ধ হইয়া আছে। অনিত্যের সহিত সম্বন্ধ ব্যতীত নিত্যের কোন অর্থ নাই। ভেদাভেদন্যায় অনুসারে নিত্য ও অনিত্য উভয়ই সত্য। কর্ত্তা নিত্য, কর্ম্ম অনিত্য কিন্তু কর্ত্তা ও কর্ম্ম ভেদাভেদরূপে সম্বদ্ধ। সুতরাং উক্ত প্রশ্নের উত্তর

এই যে আমরা যে স্থায়ী জগতে বিশ্বাস করি সেই বিশ্বাস অমূলক নহে। কিন্তু চিন্তাবিহীন লোক যে জগৎকে জ্ঞাননিরপেক্ষ ও অচেতন মনে করে তাহাই ভুল। জগৎকে বুঝিতে গেলেই দেখা যায় জগৎ ব্রহ্মাশ্রিত এবং সেই অর্থেই ব্রহ্মের সহিত এক। 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' প্রভৃতি অসংখ্য শ্রুতিবচনে ব্রহ্মের সহিত জগতের এই ঐক্য দর্শিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক যে গতিশীল (kinetic) ও স্থিতিশীল (static) জড়শক্তির কল্পনা করেন তাহা প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমরা সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিব্যাদি যে সকল বস্তু প্রত্যক্ষ করি, খাদ্য, পাণীয় প্রভৃতি যে সকল বস্তু ব্যবহার করি, সেই সমস্তই ব্রহ্মের প্রকাশ। ব্রহ্ম যে এত নিকট, এত সুলভ, তাহা প্রাকৃত বুদ্ধি বুঝিতে পারে না, বিশ্বাস করিতেও পারে না। কিন্তু প্রাকৃত বুদ্ধি সর্ব্বত্রই পরম তত্ত্বসম্বন্ধে নিদ্রিত। অধ্যবসায়যুক্ত সাধনদ্বারা ক্রমশঃ ইহাকে পরমার্থতত্ত্বে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। এখন কেবল এই মাত্র বোঝা আবশ্যক যে বৈজ্ঞানিকের অজ্ঞেয় জড়শক্তি অপেক্ষা সর্ব্বগত ও সর্ব্বময় ব্রহ্ম অধিকতর অবোধ্য হওয়া দূরে থাক্, বরঞ্চ অনেক গুণে অধিকতর সুবোধ্য। বৈজ্ঞানিক জানেন যে জগতের বস্তুসমূহ আমাদের সমক্ষে যে ভাবে প্রকাশিত হয় তাহা তাহাদের স্থায়ী রূপ নহে। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, এই সমস্ত আকার ধারণ করিয়া বস্তুসমূহ আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই সমস্তই অস্থায়ী বিজ্ঞানমাত্র, আমাদের মনোবিকার মাত্র। এই সমুদায়ের কারণ যে স্থায়ী জড়বস্তু তাহাতে এই সমস্ত মনোবিকার থাকা অসম্ভব। মনোনিরপেক্ষ স্থায়ী জড়বস্তুকে আমরা ভাবিবার সময় এই সকল বিকার-সংযুক্ত বলিয়াই ভাবি, কিন্তু এই ভাবনা বিজ্ঞানের চক্ষে ভুল। মনো-নিরপেক্ষ জড়শক্তিকে আমরা এই সমুদয় মনো বিকারের অজ্ঞেয় অচিন্ত্য কারণ বলিয়াই বিশ্বাস করিতে পারি, আর কোন প্রকারে পারি না।

সুতরাং বস্তুবাদী বৈজ্ঞানিকের মতে সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী, বৃক্ষলতা ঘরবাড়ী, চেয়ার টেবিল, খাদ্য পাণীয়, সমস্ত বস্তুই স্বরূপতঃ অজ্ঞেয় অচিন্ত্য। বস্তু অজ্ঞেয়, অচিন্ত্য, অথচ স্থায়ী ও নিত্য, এরূপ বস্তুবাদ (Realism) অপেক্ষা উপনিষদের ব্রহ্মবাদ অনেকগুণে অধিকতর বোধগম্য নহে কি ? তাহা বলে যে আমাদের ব্যষ্টি জীবনে রূপরসাদি যে সমস্ত বিজ্ঞান অস্থায়ীভাবে প্রকাশিত হয় সে সমস্তই পরব্রহ্মে স্থায়ী-ভাবে বর্ত্তমান আছে। তাঁহার নিত্য ক্রিয়াশীলা শক্তিই জগতের অসংখ্য বস্তুরূপে প্রকাশ পাইতেছে। বিজ্ঞানসমূহ আপাততঃ অনিত্য অস্থায়ী বলিয়া বোধ হইলেও বস্তুতঃ যে সমুদায়ই স্থায়ী ও নিত্য, নিত্য ব্রহ্মস্বরূপের আশ্রিত, তাহা আমরা কিঞ্চিৎ বিশদরূপে দেখাইতেছি। আমাদের ব্যষ্টি জীবনে বিজ্ঞানসমূহ ক্রমাগত আবির্ভূত ও তিরোহিত হওয়া সত্ত্বেও আমরা স্থায়ী জগতে বিশ্বাস করি কেন ? বিশ্বাস করি এই জন্য যে আমরা দেখি যে যে সকল বিজ্ঞান তিরোহিত হয় সেই সকলই পুনরায় প্রকাশিত হয়। পূর্ব্বে অনাবিভূর্ত অনেক নূতন বিজ্ঞানও আবির্ভূত হয়, সন্দেহ নাই, কিন্তু পুরাতন বিজ্ঞানও আবির্ভূত হয়। বিজ্ঞান যদি ক্ষণিক হইত, বিনাশশীল হইত, তবে তিরোহিত বিজ্ঞানের পুনরাবির্ভাব অসম্ভব হইত। বিজ্ঞানের পুনরাবির্ভাবেই প্রমাণ হয় যে তাহা ক্ষণিক নহে, তাহা স্থায়ী বিজ্ঞাতৃতে স্থায়ীভাবে বর্ত্তমান, ব্যষ্টিজীবনে তাহার প্রকাশমাত্রই ক্ষণিক। 'যাহা পুরাতন বিজ্ঞান বলিয়া মনে হয়, তাহা বস্তুতঃ পুরাতন নহে, পুরাতনের সদৃশ মাত্রই' এই কথা বলিবার যো নাই। পুরাতন বিজ্ঞান পুনরাবির্ভূত হইয়া নূতন বিজ্ঞানের পার্শ্বে না দাঁড়াইলে, তাহার সহিত নূতন বিজ্ঞানের তুলনা করিতে না পারিলে, নূতন পুরাতনের সাদৃশ্যবোধ সম্ভব নহে। অতএব সাদৃশ্য স্থলেও পুরাতন বিজ্ঞানের পুনরাবির্ভাব

একান্ত আবশ্যক। সুতরাং পুরাতন বিজ্ঞানের পুনরাবির্ভাবে তাহার পুরাতনত্বের পরিচয় পাইয়াই আমরা তাহাকে স্থায়ী বলি। লৌকিক চিন্তা বিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলে না, বিজ্ঞান বলিয়া জানে না, জ্ঞান-নিরপেক্ষ বস্তু বলিয়াই মনে করে। কিন্তু বস্তুকে বিজ্ঞানই বলি আর বস্তুই বলি, তার স্থায়িত্বে বিশ্বাস এক ভাবেই উৎপন্ন হয়। পুরাতনের পরিচয় পাইয়াই তাহাকে স্থায়ী বলিয়া বিশ্বাস হয়। বস্তু যখন প্রকৃত পক্ষে বিজ্ঞান, এবং বিজ্ঞাতৃর আশ্রয়েই আবির্ভূত হয়, তখন বিজ্ঞানের স্থায়িত্ব অর্থই বিজ্ঞাতৃর স্থায়িত্ব। বিজ্ঞানসমষ্টিরূপী জগৎ স্থায়ী, ইহার অর্থ বিজ্ঞান সমষ্টির আশ্রয়ভূত বিজ্ঞাতৃ পরমাত্মার স্থায়িত্ব। এবং পরমাত্মার স্থায়িত্বের অর্থ নিত্যত্ব। কাল কোনও স্বতন্ত্র বস্তু নহে। কাল কার্য্য বা ঘটনার ক্রমমাত্র। কার্য্য কর্ত্তৃসাপেক্ষ, কর্ত্তার অধীন, সুতরাং কর্ত্তা কাল-প্রবাহের অতীত, অর্থাৎ নিত্য। দেশ ও কোন স্বতন্ত্র বস্তু নহে, দেশ রূপরসাদি বিজ্ঞান সংস্থানের প্রকার মাত্র। বিজ্ঞান যখন আত্মার অধীন, তখন দেশও আত্মার অধীন, আত্মা দেশের অধীন নহেন। যিনি ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানকে জানেন, 'এখান'কে জানেন ওখানকেও জানেন, 'দূর'কেও জানেন 'নিকট'কেও জানেন, তিনি 'এখানে' আবদ্ধ নহেন, 'ওখানে'ও আবদ্ধ নহেন, 'নিকটে'ও আবদ্ধ নহেন, 'দূরে'ও আবদ্ধ নহেন, তাঁহার কাছে দূর নিকটের প্রভেদ নাই। তিনি দেশরূপ সীমার অতীত। 'যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ' (কঠ ৪।১০) 'তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে' (ঈশা ৫)।

৭। জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধ

এখন ব্যষ্টি বা সসীম আত্মার সহিত সমষ্টি বা অসীম আত্মার সম্বন্ধ বিষয়ে উপনিষদের মত ব্যাখ্যা করা যাক্। আমরা দেখিয়াছি যে রূপরসাদি বিষয়ের সহিত আত্মার ভেদাভেদ সম্বন্ধ। আমরা বলিয়াছি যে জ্ঞান ভেদাভেদ মূলক। জীবাত্মা পরমাত্মার সম্বন্ধেও এই ভেদাভেদ বর্ত্তমান। আমাদের ব্রহ্মজ্ঞান ভেদাভেদ মূলক। ব্রহ্মের জীব সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও ভেদাভেদমূলক। আমাদের ব্যষ্টি জীবনে বিজ্ঞানোৎপত্তিকে অবলম্বন করিয়াই আমরা উপনিষদের জগত্তত্ত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। এই বিজ্ঞানোৎপত্তি অবলম্বন করিয়াই আমরা জীব ব্রহ্মের সম্বন্ধও বুঝাইতে চেষ্টা করিব। উপনিষদের নানা স্থানে নানা ভাবে সৃষ্টিক্রম বর্ণিত হইয়াছে। আচার্য্যশঙ্করের মতে এই সকল নানা বর্ণনার সার মর্ম্ম এই মাত্র যে ব্রহ্ম জগতের কারণ ও আশ্রয়। ফলতঃ সুদূর অতীতে কি ঘটিয়াছিল সে সম্বন্ধে ইতিহাস বা বিজ্ঞানই বলিতে পারে। দর্শন তাহার কি বলিবে? জ্ঞানের সমক্ষে যাহা ঘটিতেছে এবং তাহার সঙ্গে পরোক্ষ বা দূরের যে অচ্ছেদ্য সম্বন্দ, দর্শন তাহারই কথা বলিতে পারে। জীবের জীবনে কোন্ সময়ে জ্ঞানের প্রথম প্রকাশ হইল তাহা কেহই বলিতে পারেনা। আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞান কিরূপ বিকাশক্রমের ভিতর দিয়া আসিয়াছে সে সম্বন্ধেও যথেষ্ট মতভেদ আছে। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে জ্ঞানের একটা মৌলিক লক্ষণ আছে যাহা না থাকিলে জ্ঞান জ্ঞানই নহে। বিষয়-বিষয়ীর ভেদাভেদ বোধই সেই মৌলিক লক্ষণ, ইহা আমরা দেখাইয়াছি। এই মৌলিক লক্ষণযুক্ত জ্ঞানের ব্যষ্টি আকারে প্রথম প্রকাশের আভাস আমরা পাই সুষুপ্তি অর্থাৎ স্বপ্নশূন্য

নিদ্রা হইতে জাগরণের অবস্থায়। সুষুপ্তিতে আমাদের আত্মজ্ঞানও থাকে না বিষয়জ্ঞানও থাকে না। যাঁহারা বলেন 'আমি সুখে নিদ্রা যাইতেছি, সুষুপ্তিতে এরূপ বোধ হয়, তাঁহারা নিশ্চয়ই কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেন। সুষুপ্তির পূর্ব্ব ও পরের জাগ্রদবস্থার সহিত তুলনা করিয়াই আমরা মধ্যবর্ত্তী সুষুপ্তির বিজ্ঞানশূন্যতা ও ক্লেশশূন্যতা উপলব্ধি করি। সুষুপ্তিকালে এরূপ কিছুই বোধ হয় না। 'ছান্দোগ্যে'র অষ্টম অধ্যায় একাদশ খণ্ডে সুষুপ্তি সম্বন্ধে ইন্দ্র প্রজাপতিকে সত্যই বলিয়াছেন, 'ন হি খল্বয়ং ভগব এবং সংপ্রত্যাত্মানং জানাত্যয়মহমস্মীতি নো এবেমানি ভূতানি,'—অর্থাৎ "হে ভগবন্, এই অবস্থাতে নিশ্চয়ই এই পুরুষ নিজেকে 'এই আমি' এই ভাবে জানে না এবং এই সকল বস্তুকেও জানে না।" সুষুপ্তিতে সর্ব্বপ্রকার ব্যষ্টিগত জ্ঞান বিলুপ্ত থাকে। ব্যষ্টি জীবনের এই শূন্যময় ভাব হইতে যে জ্ঞানোৎপত্তি হয় তাহাতে আমরা সৃষ্টির আভাস পাই। আত্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞান উভয়ই তখন সম্বদ্ধভাবে প্রকাশিত হয়। সুষুপ্তির পূর্ব্বকার জ্ঞান পুনঃ প্রকাশিত হওয়াতে আমরা বুঝিতে পারি যে সেই জ্ঞান অবিনষ্ট অব্যাহতই ছিল। তাহা বিনষ্ট ও ব্যাহত হইলে আর পুনঃ প্রকাশিত হইত না এবং পূর্ব্বের জ্ঞান বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেও পারিত না। কিন্তু সুষুপ্তির অবস্থায় তাহা কি আকারে ছিল? ইহা নিশ্চয় যে জ্ঞান কেবল জ্ঞানাকারেই থাকিতে পারে। জ্ঞান অজ্ঞান হইয়া পুনরায় জ্ঞানাকারে প্রকাশিত হয় এই কথা অসঙ্গত, স্ববিরুদ্ধ। কেহ যদি বলে যে একখানা রুটি রাত্রিতে ভাঁড়ারে বন্ধ করিয়া রাখিলে তাহা মাখম হইয়া যায়, প্রভাতে ভাঁড়ার হইতে খুলিলে তাহা আবার রুটির রূপ ধারণ করে, তবে এই কথা যেমন অসঙ্গত, পূর্ব্বোক্ত কথা তাহা অপেক্ষা অনেক গুণে অধিক অসঙ্গত। জ্ঞানমাত্রই আত্মজ্ঞান

অর্থাৎ 'আমি জানি' এই তত্ত্বদ্বারা জড়িত। আত্মজ্ঞান শূন্য হইয়া কোন জ্ঞানই থাকিতে পারে না। সুতরাং আমাদের সুষুপ্তির পূর্ব্বকার জ্ঞান সুষুপ্তির সময়ে অব্যাহত ছিল ইহা যদি সত্য হয় তবে তাহা জ্ঞানাকারেই ছিল, আত্মজ্ঞানদ্বারা জড়িত হইয়াই ছিল, ইহা নিশ্চয়। কিন্তু সুষুপ্তির সময়ে আমাদের ব্যষ্টি আত্মজ্ঞান যে বিলুপ্ত হইয়াছিল ইহাও নিশ্চয়। সুতরাং ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে আমাদের ব্যষ্টি আত্মজ্ঞান সমষ্টি আত্মজ্ঞানের আশ্রিত হইয়া ছিল,—এমন এক আত্ম-জ্ঞানের আশ্রিত হইয়া ছিল যাহা কখনও বিলুপ্ত হয় না, নিদ্রিত হয় না, যাহা কোন প্রকারে কাল বা অবস্থার অধীন নহে। এই সত্যটিই অন্য কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে আত্মজ্ঞানের দুটী দিক্ আছে,—একটি ব্যষ্টি, আর একটি সমষ্টি। ব্যষ্টি দিক্‌টি কাল ও অবস্থার অধীন। এমন এক সময় আসে যখন শরীরস্থ স্নায়ুযন্ত্রের ক্লান্তি ও অবসাদবশতঃ তাহা বিলুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু সমষ্টি দিক্‌টী এরূপ কাল ও অবস্থার অধীন নহে। ইহা কোনও কালে, কোনও অবস্থায়, বিলুপ্ত হয় না। ইহা কাল ও অবস্থার অধীন নহে, কাল ও অবস্থাই ইহার অধীন। এই সত্য আমরা পূর্ব্বে বিচারসহ বুঝাইয়াছি। আত্মজ্ঞানের এই সমষ্টি দিক্ বা প্রকারই ব্যষ্টির সুষুপ্তিকালে জাগ্রত থাকে এবং ব্যষ্টিকে নিজ আশ্রয়ে রক্ষা করে। "য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ" (কঠ ৫।৮)। আত্মজ্ঞানের এই দুই রূপের ভেদ ও অভেদ স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে। সুষুপ্তি হইতে জাগ্রত হইয়া আমি সেই পূর্ব্বকার পুরাতন আমি বলিয়াই নিজেকে জানি, আমি আর এক জন বলিয়া জানি না। বিষয়জগতের যে অংশকে জানি তাহাকেও এই এক 'আমি' দ্বারা জড়িত বলিয়াই জানি। বিশ্বাত্মাকে আমার আত্মা বলিয়াই জানি। এই সকল কথা পূর্ব্বেই বুঝাইয়াছি।

কিন্তু ব্যষ্টি সমষ্টির ভেদও তো স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। ব্যষ্টি নিদ্রিত হয়, সমষ্টি কখনও নিদ্রিত হয় না। ব্যষ্টি সকল সময়ে জগৎকে তো জানেই না, যখন জানে তখনও অতি অল্পই জানে, এবং যতটুকু জানে তাহা ক্রমে ক্রমে জানে। তাহার বিষয়জ্ঞান দেশকালের সীমার অধীন। সে যেমন জ্ঞানী তেমনই অজ্ঞানী। কিন্তু সমষ্টি আত্মা সমুদয় জানেন এবং সকল সময়েই জানেন। তাঁহার জ্ঞান দেশ-কাল-দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন। তৃতীয়তঃ, ব্যষ্টি আত্মা জাগ্রদঅবস্থায়ও সম্পূর্ণ রূপে জাগ্রত নহে। সে যে জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছে বলিয়া বলে তাহাও সকল সময়ে তাহার নিজায়ত্ত থাকে না। আমরা যখন যে বিষয়ে মন দিই তাহা ছাড়া অন্য সমস্ত বিষয় ভুলিয়া যাই, অর্থাৎ সেই সমস্ত বিষয় আমাদের জ্ঞান হইতে চলিয়া যায়,—ব্যষ্টি আত্মজ্ঞানের বেষ্টন ছাড়িয়া যায়। সুষুপ্তির সময় যেমন আমাদের আত্মজ্ঞান বিলুপ্ত হয়, বিস্মৃতির সময় তেমনই বিষয়জ্ঞানের অধিকাংশ বিলুপ্ত হয়। বিলুপ্ত জ্ঞান ক্রমশঃ খণ্ডাকারে আসিয়া আমাদের দৈনন্দিন কার্য্য সম্ভব করে। আমরা সকলেই এই বিস্মৃতির অধীন। এই বিষয়ে পণ্ডিত ও মূর্খে কোনও প্রভেদ নাই। এমন মহাজ্ঞানী কেহই নাই যিনি তাঁহার অর্জ্জিত সমস্ত জ্ঞান এককালে একত্র ধারণ করিয়া আছেন। কিন্তু সমষ্টি আত্মাতে বিস্মৃতি নাই। সমস্ত বিষয়, সমগ্র দেশ সমগ্র কাল তাঁহার জ্ঞানে চির-বর্ত্তমান। তাঁহার জ্ঞানে সমস্ত বিধৃত থাকে বলিয়াই পুনরায় আমাদের স্মরণ হয়। আমাদের ভোলার সঙ্গে তিনি ভুলিলে কিছুই আমাদের স্মরণ হইত না। জ্ঞান যে কেবল জ্ঞানাকারেই থাকিতে পারে তাহা পূর্ব্বেই বুঝান হইয়াছে। চতুর্থতঃ নৈতিক ভেদ। এই সম্বন্ধে বিশেষ-ভাবে বলিবার আবকাশ নাই। সংক্ষেপে এই মাত্র বলি যে আমাদের হিতাহিতবিবেক যাহা 'শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ' (ঈশা ৮) 'ধর্ম্মাবহ পাপনুদ'

(শ্বেতাশ্বতর ৬।৬) পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ বাণী—তাহা আমাদের সমক্ষে প্রেম-পুণ্যের যে পূর্ণ আদর্শ প্রকাশিত করে, আমরা সেই আদর্শের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া যতই কলঙ্কিত হই না কেন সেই আদর্শ কখনই ক্ষুণ্ণ হয় না এবং আমাদের পাপের জন্য আমাদিগকে তিরস্কার করিতে কখনই নিরস্ত হয় না। আমাদের জীবনে পাপ-পুণ্যের সংগ্রামদ্বারা নিশ্চিত-রূপেই সিদ্ধান্ত হয় যে জীব অপূর্ণ, ব্রহ্ম পূর্ণ। ব্রহ্ম যে জীবের মুক্তির জন্য ব্যস্ত, এই সত্যের দুটি সুন্দর বর্ণনা পাঠক 'কেন' উপনিষদের তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে এবং কৌষীতকি উপনিষদের প্রথমাধ্যায়ে দেখিতে পাইবেন।

৮। সৃষ্টিতত্ত্ব

জগৎ ও জীবের সহিত ব্রহ্মের ভেদাভেদ ব্যাখ্যা করিয়া এখন সৃষ্টি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলি। এই বিষয়েও আত্মজ্ঞানই মূল জ্ঞান, অন্য সকল প্রকার জ্ঞানের আকর। যাঁহারা আত্মাকে নিষ্ক্রিয় বলিয়া কল্পনা করেন তাঁহারা সৃষ্টি বিষয়ে বড়ই ভ্রম করেন। তাঁহারা হয় সৃষ্টি কোনও অনাত্মশক্তিতে আরোপ করেন অথবা সৃষ্টিকে মিথ্যা, মায়িক বলেন। মায়াবাদী বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদী হইয়াও সাংখ্যের প্রভাবে ব্রহ্মাতিরিক্ত 'মায়া' শক্তিতে সৃষ্টি আরোপ করেন। কিন্তু উপনিষদে সর্ব্বত্রই সৃষ্টির প্রকৃতত্ব স্বীকৃত হইয়াছে এবং স্বয়ং ব্রহ্মকেই সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে আত্মা ক্রিয়াবান্, প্রত্যেক প্রত্যক্ষ ব্যাপারে আত্মা স্বয়ংই ব্যষ্টি আকারে আপনাকে

প্রকাশ করেন। ব্যষ্টি জীবনে সর্ব্বদাই আমরা আত্মার ক্রিয়াবত্তার প্রমাণ পাই। এই ভূমিকা আত্মাই লিখিতেছে। ইহা আত্মাই পড়িতেছে। জীবন ক্রিয়াময়। ক্রিয়া বলিতেই এমন কিছু বুঝায় যাহা ছিল না, কিন্তু হইল। যাহা পূর্ব্বে ছিল না, পরে হয়, তাহাকেই সৃষ্টি বলে। এই অর্থে সৃষ্টি ক্রমাগতই হইতেছে, ইহা অস্বীকার করিবার যো নাই। আমাদের যে সৃষ্টিশক্তি আছে, তাহাও অস্বীকার করিবার যো নাই। বস্তুতঃ আমাদের সৃষ্টি শক্তি আছে বলিয়াই আমরা সৃষ্টি বুঝিতে পারি এবং সৃষ্টিতে বিশ্বাস করি। কিন্তু আমরা কি সৃষ্টি করি? বস্তু সৃষ্টি করি না কার্য্য সৃষ্টি করি? উপাদান সৃষ্টি করি না আকৃতি সৃষ্টি করি? আমরা দেখিয়াছি যে মূল বস্তু একটিই—এক অখণ্ড দেশ কালে অপরিচ্ছিন্ন বিষয়-বিষয়ি-সমন্বিত সসীম-অসীম-ভেদাভেদবিশিষ্ট পরমাত্মা। আমাদের সমুদায় জ্ঞানে সেই অখণ্ড বস্তুই প্রকাশিত হন। আমাদের কোন জ্ঞান সেই অদ্বিতীয় অখণ্ড বস্তুকে অতিক্রম করিতে পারে না। আমাদের কোনও কার্য্য তাহা পারে কি? না, আমরা যাহা কিছু করি তাহাতে মূলবস্তুর আকৃতি, মূলবস্তুর প্রকাশক্রম-মাত্র, পরিবর্ত্তিত হয়, বস্তুর মূল স্বরূপ অপরিবর্ত্তিতই থাকে। সমুদায় আকার পরিবর্ত্তনের মধ্যে বস্তুস্বরূপ যে অপরিবর্ত্তিত থাকে, জড় বিজ্ঞানের ভাষায় তাহাকেই বলে 'Conservation of Energy'—শক্তির অক্ষয়ত্ব। যাহা হউক, আমরা যাহা করিতে পারি না—বস্তুর স্বরূপ পরিবর্ত্তন—ঈশ্বর তাহা করিতে পারেন কিনা? কিরূপে করিবেন? তিনিই তো মূলবস্তু এবং তাঁহার স্বরূপ বা স্বভাব এবং তিনি তো একই? তাঁহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন অসম্ভব, তিনি তাহা কিরূপে করিবেন? তিনি জগৎ ও জীবের উপাদান। উপাদানের পরিবর্ত্তন অন্যদ্বারা দূরে থাক, তাঁহাদ্বারাও সম্ভব নহে। কিন্তু প্রকারের, আকৃতির, সংস্থানের, অবান্তর রূপের, প্রকাশক্রমের, পরিবর্ত্তন

আমরাই করিতেছি, তিনি করিতে পারিবেন না কেন? সুতরাং এই আকার-পরিবর্ত্তনই সৃষ্টি। আকার-পরিবর্ত্তনেও পূর্ব্বে যাহা ছিল না পরে তাহা ঘটে। সুতরাং সৃষ্টি যে ভাবে, যে অর্থে, সম্ভব, সেই ভাবে, সেই অর্থে সর্ব্বদাই হইতেছে। আমাদের দ্বারা অতি অল্প পরিমাণে, ঈশ্বর দ্বারা অচিন্তনীয় বিশাল পরিমানে, হইতেছে। সৃষ্টির প্রকৃতত্ব অস্বীকার করা অসম্ভব। যাঁহারা বলেন প্রকৃত পক্ষে সৃষ্টি হয় না, সৃষ্টি হয় বলিয়া বোধ হয় মাত্র, তাঁহারাও প্রকারান্তরে সৃষ্টি স্বীকার করেন। কারণ এই বোধ হওয়াটাও সৃষ্টি। যাহা হউক, আমরা দেখিয়াছি যে সুষুপ্তির পরে বিশ্বাত্মা তাঁহার নিত্যবিজ্ঞানের একাংশ লইয়া আমাদের আত্মারূপে প্রকাশিত হন, এবং এই প্রকাশেই আমরা ঐশী সৃষ্টির প্রথম আভাস পাই। তাহার পরে যত বিজ্ঞান আমাদের নিকট প্রকাশিত হয় সমুদায়ের সঙ্গে মূল বিজ্ঞাতৃর অধিক হইতে অধিকতর আত্মপ্রকাশ হয়। আপাততঃ মনে হইতে পারে যে একবার আত্ম-জ্ঞানের প্রকাশ হইবার পর আর যত প্রকাশ হয় সমুদায়ই কেবল বিজ্ঞানের প্রকাশ, আত্মার প্রকাশ নহে। কিন্তু প্রত্যেক বিষয়জ্ঞানের সঙ্গে যে আত্মজ্ঞান অচ্ছেদ্যরূপে জড়িত রহিয়াছে তাহা আমরা ইতি পূর্ব্বে বিশেষরূপে দেখাইয়াছি, প্রত্যেক বিজ্ঞান যখন প্রকাশিত হয় তখন তাহার সঙ্গে 'আমি ইহা জানি' এই আত্মজ্ঞানও প্রকাশিত হয়। কোন বিজ্ঞান যখন তিরোহিত হয় তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে 'আমি ইহা জানি' এই আত্মজ্ঞানও তিরোহিত হয়। সুতরাং অধিক হইতে অধিকতর বিজ্ঞান প্রকাশের সঙ্গে বিশ্বাত্মা আমাদের নিকট অধিক হইতে অধিকতররূপে আত্মপ্রকাশ করেন ইহাও নিশ্চয়। খণ্ডা-কারে নিজ বিজ্ঞান প্রকাশ করিতে যাইয়া তিনি যে খণ্ডাকারে নিজেকেই প্রকাশ করেন ইহা আপাততঃ শুনিতে অসঙ্গত হইলেও কথাটা

নিশ্চয়ই সত্য। অনন্ত অখণ্ড আত্মা অনন্ত এবং অখণ্ড থাকিয়াও কিরূপে আপনাকে খণ্ডাকারে ব্যক্ত করেন এই রহস্য মানব-চিন্তা এখনও ভেদ করিতে পারে নাই। কিন্তু ব্যাপারটা যে সত্য তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এই সত্যকে মায়াবাদী 'পারমার্থিক' না বলিয়া 'ব্যাব-হারিক' বা 'মায়িক্' বলিতে চান। এরূপ নামকরণে আমাদের যথেষ্ট আপত্তি আছে, কিন্তু সম্প্রতি আপত্তির কারণ-প্রদর্শনের অবকাশ নাই। এখন কেবল এই পর্য্যন্ত বলি যে এরূপ নামকরণ সত্ত্বেও মায়াবাদী এই ব্যাপারকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হন। যা হউক জীবসৃষ্টিরূপ ব্যাপারটির প্রকৃতি আরো কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক্। ইহাতে প্রকৃতপক্ষে নূতন কোন বস্তুর উৎপত্তি হয় না, ইহা নিশ্চয়। নূতন বস্তু উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। জীবের জ্ঞান ও শক্তি সকলই ব্রহ্মের। কিন্তু ইহাতে যে একটি নূতন কার্য্য হইল, ঘটনা হইল, তাহা নিশ্চিত। ব্রহ্মের জ্ঞান ও শক্তি এই বিশেষ আকারে পূর্ব্বে কখনও ব্যক্ত হয় নাই। এই বিশেষ আকারের সহিত অন্য সকল আকারের সুস্পষ্ট প্রভেদ আছে। অনন্ত অখণ্ডের সহিত যে প্রভেদ আছে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই বিশেষত্বেই জীবের ব্যক্তিত্ব (personality)। এই ব্যক্তিত্বের উপরেই পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, জাতীয় জীবন, অন্তর্জাতীয় জীবন, বিজ্ঞান, শিল্প, নীতি, যোগ, ভক্তি, মোক্ষ, সমস্ত নির্ভর করে। ইহাকে লঘু করা এবং সৃষ্টিকর্ত্তার মহিমাকে লঘু করা একই। মানবের ব্যক্তিত্ব যে স্রষ্টার প্রিয় তাহা প্রত্যেক মানবের আত্মপ্রেম ও পরপ্রেম এবং ব্যক্তিত্ববিকাশে জগতের অনুকূলতা সপ্রমাণ করে। ইহা যে সুষুপ্তির সময়েও প্রকারান্তরে অক্ষুণ্ণ থাকে তাহাও নিশ্চিত। ঐ সময়ে যদি

সকল জীবাত্মা অভিন্নভাবে ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া যাইত তবে পুনর্জাগরণে আমরা আপন আপন বিশেষ বিজ্ঞান ও বিশেষ শক্তি,—বিশেষ ব্যক্তিত্ব,—পুনঃপ্রাপ্ত হইতাম না। জাগরণে যেমন ব্রহ্ম জানেন 'আমার সন্তানেরা আমা হইতে এবং পরস্পর হইতে ভিন্ন' তেমনি নিদ্রাতেও জানেন তাহারা ভিন্ন। ভিন্ন বলিয়া না জানিলে ভিন্নরূপে জাগ্রত করিতে পারিতেন না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমাদের ব্রহ্মজ্ঞান যেমন ভেদাভেদযুক্ত ব্রহ্মের জীবজ্ঞানও তেমনি ভেদাভেদযুক্ত। যাহা হউক, ব্রহ্মের মানবসৃষ্টি আমাদের নিকট সুপরিচিত বলিয়া সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট। অন্য জীব এবং অন্য বস্তুর সৃষ্টি আমাদের নিকট অল্পাধিক পরিমাণে অস্পষ্ট। অন্য জীব বা বস্তু আমাদের হইতে যে পরিমাণে ভিন্ন তাহার সৃষ্টি আমাদের নিকট সেই পরিমাণে অস্পষ্ট। কিন্তু মানবই স্রষ্টার একমাত্র সৃষ্ট বস্তু নহে। স্রষ্টা তাহার নিত্যবিজ্ঞানকে অসংখ্য আকার ও পরিমাণে ব্যক্ত করিয়াছেন ও করিতেছেন। মানবের নিম্নে অসংখ্য প্রকার জীব। মানবের উপরেও অসংখ্য প্রকার জীব থাকা কিছুই বিচিত্র নহে, যদিও আমরা তাহাদের অস্তিত্বের কোন স্পষ্ট প্রমাণ পাই না। জীবের নিম্নে অসংখ্যপ্রকার বস্তু আছে যাহাদিগকে আমরা অচেতন বলি। আমরা তাহাদিগকে অচেতন বলি এই জন্য যে তাহাদের মধ্যে বিজ্ঞান ও সুখদুঃখ অনুভবের প্রকাশ দেখিতে পাই না। বৈজ্ঞানিকপ্রবর জগদীশ চন্দ্র বসুর আবিষ্কৃত অদ্ভূত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে ধাতুখণ্ডের মধ্যেও প্রাণের প্রকাশ ধরা পড়িয়াছে। উচ্চ দর্শনশাস্ত্র বরাবরই বলিতেছে কোন বস্তুই অচেতন নহে; যে সকল বস্তুকে আমরা অচেতন বলি তাহারাও আমাদের মধ্যে রূপ, রস প্রভৃতি বিজ্ঞান উৎপন্ন করিয়া তাহাদের মৌলিক চেতনত্বের পরিচয় দেয়। বিজ্ঞানোৎপত্তি ছাড়া অন্য প্রকার

কার্য্য অত্যন্তই অস্পষ্ট। পাঠক ভাবিলেই দেখিবেন আমাদের ব্যষ্টি জীবনের বাহিরে যে সকল প্রাকৃতিক কার্য্য হইতেছে সেই সমস্তকেই আমরা ব্যষ্টিজীবনে বিজ্ঞানোৎপত্তির আকারে চিন্তা করি। এরূপ চিন্তাকে পরিস্ফুট করিলে এই দাঁড়ায় যে এক বিরাট্ পুরুষ আছেন যাঁহার সমক্ষে পরমেশ্বর সমস্ত প্রাকৃতিক কার্য্য বিজ্ঞানরূপে প্রকাশ করিতেছেন। জগদ্‌বিকাশের সমস্তক্রম এই বিরাট্‌পুরুষেরই বিজ্ঞানপরম্পরা। এই চিন্তা আমাদের ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য উভয় দর্শনেই বর্ত্তমান আছে। উপনিষদে এই বিরাট্ পুরুষ তেজ, অগ্নি, ব্রহ্মা, হিরণ্যগর্ভ, কার্য্যব্রহ্ম, অপরব্রহ্ম প্রভৃতি নামে অভিহিত। প্রতীচ্য দর্শনে ইনি Logos, Word, Cosmic Soul প্রভৃতি নামে পরিচিত। উপনিষদ্‌কার ঋষিগণ এরূপ একজন বিরাট্ পুরুষ,—সমস্ত বিশ্ব যাঁহার দেহ,—তাঁহাকেই প্রথম সৃষ্ট বস্তু বলিয়া বর্ণনা করেন। কিন্তু শঙ্কর প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ ব্রহ্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও বলেন সৃষ্টি অনাদি; উপনিষদে সৃষ্টি আরম্ভের কথা যাহা বলা হইয়াছে তাহা বিশেষ কল্পারম্ভের কথা। প্রতি কল্পারম্ভে ব্রহ্মা জাগ্রত এবং কল্পান্তে নিদ্রিত হন। পুরাণকারগণ বলেন জগৎ অসংখ্য, ব্রহ্মাও অসংখ্য। জগতের অসংখ্যত্ব বা একই জগতের অসংখ্য বিভাগ ও বিচিত্র ইতিহাস আধুনিক বিজ্ঞানানুমোদিত। কালের প্রকৃতি আলোচনা করিলে দেখা যায় কাল অনাদি অনন্ত, এবং কাল যখন ঘটনাপ্রবাহের ক্রমমাত্র তখন ঘটনাপ্রবাহও অনাদি অনন্ত। ঈশ্বর পূর্ব্বে নিষ্ক্রিয় ছিলেন পরে কোন সময়ে সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন এরূপ চিন্তা দর্শনসম্মত নহে। এই তত্ত্ব আমার 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসার' 'নিত্যানিত্য-বিবেক' নামক দ্বিতীয়াধ্যায়ে বিস্তৃত বিচার সহ বুঝাইয়াছি। ঈশ্বর নিত্যক্রিয়াশীল, তাঁহার পক্ষে নিষ্ক্রিয় থাকা অসম্ভব। বিশেষ বিশেষ ঘটনাপ্রবাহের আরম্ভ আছে শেষও আছে। কিন্তু সাধারণ সৃষ্টিপ্রবাহ

অনাদি অনন্ত। ছান্দোগ্যের ষষ্ঠ অধ্যায় এবং উপনিষদের অন্যান্য স্থানে সৃষ্টির যে সকল বর্ণনা আছে সেই সকল বর্ণনাতে এক ও বহুর, কর্ত্তা ও ক্রিয়ার নিত্য সম্বন্ধের তত্ত্ব রূপকের ভাষায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অন্ততঃ আমি এই ভাবেই সেই সকল বর্ণনার মৌলিক সত্যতা স্বীকার করি।

৯। ব্রহ্মবাদের দুই ধারা

পূর্ব্বেই বলিয়াছি উপনিষদে নানা স্তরের চিন্তাই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাতে দুটি চিন্তাধারা প্রধান। একটির প্রধান উপদেষ্টা যাজ্ঞবল্ক্য, অপরটির প্রধান উপদেষ্টৃদ্বয় প্রজাপতি ও ইন্দ্র। 'বৃহদারণ্যক' উপনিষদের নানাস্থানে, বিশেষ ভাবে 'মৈত্রেয়ী—ব্রাহ্মণে' (২।৪ ও ৪।৫) এবং 'জনক যাজ্ঞবল্ক-সংবাদে' (৪।৩,৪) যাজ্ঞবল্কের মত ব্যক্ত হইয়াছে। জগৎ যে আত্মাশ্রিত এবং জগতে পরমাত্মার অধিষ্ঠান বশতঃই যে পতি-পত্নী, পুত্র-কন্যা প্রভৃতি সমুদায় বস্তু প্রিয়, পরমাত্মাই যে একমাত্র সাধনের বস্তু, এই সমস্ত বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্যের শিক্ষা অতি উপাদেয়। কিন্তু তিনি পরমাত্মার আশ্রয়ে জগত ও জীবের চিরস্থায়িত্ব স্বীকার করেন নাই। বিষয়বিষয়ীর ভেদ এবং ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ীর ভেদকে তিনি অস্থায়ী এবং প্রকারান্তরে মিথ্যা বলিয়াছেন। জাগ্রৎ এবং স্বপ্নেই এই ভেদ দৃষ্ট হয়, সুষুপ্তিতে দৃষ্ট হয় না, ইহা হইতে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে অভেদই আত্মার মূল স্বরূপ এবং বাসনা সমূলে ক্ষয় হইয়া দেহান্ত হইলে আত্মা এই অভেদ ভাবই

প্রাপ্ত হইবে। এই অভেদ ভাবকেই তিনি অমৃতত্ব বলিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্যের মত হইতেই যে গৌড়পাদ এবং শঙ্কর প্রভৃতি পরবর্ত্তী দার্শনিকগণের নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদ এবং লয়বাদ বিকশিত হইয়াছে তাহা সহজেই বোঝা যায়। প্রজাপতির মত ছান্দোগ্যের অষ্টম অধ্যায়ে (৭ম—১২শ খণ্ডে) ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তিকে শরীরে মগ্ন আত্মার অবস্থাত্রয় বলিয়াছেন। আত্মা নিজের অশরীরত্ব উপলব্ধি করিতে পারিলে দেখিতে পায় চক্ষুরাদি শারীরিক ইন্দ্রিয় ছাড়া তাহার মনরূপ এক দৈব চক্ষু আছে। সেই চক্ষুদ্বারা সে সমুদায় লোক দেখিতে পায় এবং সমুদায় কাম্যবস্তু উপভোগ করিতে পারে। এরূপ আত্মার পক্ষে ব্রহ্মলোকে বাস ইহজীবনেই আরম্ভ হয়। প্রজাপতি ব্রহ্মলোকের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় সেখানে মুক্ত আত্মার ভোগ ও বিশেষ বিজ্ঞান সমস্তই অব্যাহত থাকে এবং পরমাত্মার সঙ্গে তাঁহার উপাস্য-উপাসক ভেদও থাকে। অভেদ-ভাবে ব্রহ্মে লীন হইবার কথা প্রজাপতি কিছুই বলেন নাই। ইন্দ্রের মত 'কৌষীতকি' উপনিষদের তৃতীয়াধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পাঠক ইতিপূর্ব্বে ইহার কিছু পরিচয় পাইয়াছেন। তিনি স্পষ্টরূপেই ভেদাভেদ-বাদী, নির্ব্বিষয় অদ্বৈতবাদের বিরোধী। কৌষীতকির প্রথমাধ্যায়ে চিত্রনামক রাজর্ষি রূপকের ভাষায় ব্রহ্মলোকের একটী সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন। রূপকটি অতি স্বচ্ছ, সহজেই রূপক বলিয়া বোঝা যায়। মুক্ত আত্মা দেহান্তে ব্রহ্মলোকে দেবতাদিগের সহবাসে ব্রহ্মসন্নিধানে উপাসনারূপিণী নদীতীরে চিরবাস করেন। এই বর্ণনাতেও স্পষ্টরূপেই ভেদাভেদবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। ব্রহ্মের প্রশ্নের উত্তরে জীবাত্মা বলিতেছেন,—'তুমি যাহা আমিও তাহা'। মূল অভেদ মানিয়াও 'তুমি' 'আমি'র ভেদ স্বীকার করা হইয়াছে। লয়ের কথা কিছুই নাই।

চিত্রের বর্ণিত ব্রহ্মলোক দেহান্তে গম্য কোন বিশেষ লোক বলিয়াই কথিত হইয়াছে বটে, কিন্তু বর্ণনা দেখিয়া ইহাকে একটী আধ্যাত্মিক অবস্থা বলিয়াই বোধ হয়,—যে অবস্থা প্রাপ্তি দেহের বর্ত্তমানেও সম্ভব। ছান্দোগ্যেও (৮।৪-৬) ব্রহ্মলোকের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। এই উপনিষদের অষ্টমাধ্যায় সপ্তদশখণ্ডে ব্রহ্মচর্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মলোকগমন পর্য্যন্ত মানব জীবনের কর্ত্তব্য পরম্পরার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে নির্ব্বাণ-মুক্তির কোন উল্লেখ নাই। 'ন চ পুনরাবর্ত্ততে, ন চ পুনরাবর্ত্ততে' বলিয়া ঋষি উপনিষদ্ শেষ করিয়াছেন। এই দ্বিতীয় চিন্তাধারা হইতেই যে আচার্য্য রামানুজ প্রভৃতি দার্শনিকগণের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বিকশিত হইয়াছে তাহা সহজেই বোঝা যায়।

এই ভূমিকার অতিদীর্ঘতা পরিহারের জন্য উপনিষদের সাধনতত্ত্ব ব্যাখ্যার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলাম। ঈশ্বরেচ্ছা থাকিলে এই গ্রন্থের দ্বিতীয়ার্দ্ধের ভূমিকায় তাহা ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিব।

সম্পাদক

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

প্রথমাধ্যায়ে প্রথম খণ্ড

উদ্গীথোপাসনা

১। ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীতোমিতি হ্যুদ্‌গায়তি তস্যোপব্যাখ্যানম্‌।

২। এষাং ভূতানাং পৃথিবী রসঃ পৃথিব্যা আপো রসোঽপামোষধয়ো রস ওষধীনাং পুরুষো রসঃ পুরুষস্য বাগ্‌ রসো বাচ ঋগ্‌ রস ঋচঃ সাম রসঃ সাম্ন উদ্গীথো রসঃ।

১। 'ওম্‌' ইতি ('ওম্‌' এই) এতৎ অক্ষরম্‌ (এই অক্ষরকে) উদ্‌গীথম্‌ (উদ্‌গীথরূপে) উপাসীত (উপাসনা করিবে), 'ওম্‌' ইতি ('ওম্‌' এই শব্দ 'উচ্চারণ করিয়া') হি (যেহেতু) উদ্‌গায়ন্তি (উদ্‌গীথ গান করে)। তস্য (তাহার) উপব্যাখ্যানম্‌ (ব্যাখ্যা 'এই':—)।

২। এষাম্‌ ভূতানাম্‌ (এই ভূতসমূহের) পৃথিবী রসঃ (রস, জীবনদায়িনী শক্তি); পৃথিব্যাঃ (পৃথিবীর) আপঃ (জলসমূহ) রসঃ (সার); অপাম্‌ (জলসমূহের) ওষধয়ঃ (ওষধিসমূহ) রসঃ; ওষধী-

১। 'ওম্‌' এই অক্ষরকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিবে; কারণ প্রথমে 'ওম্‌' শব্দ উচ্চারণ করিয়া পরে উদ্গান করা হয়। ইহার ব্যাখ্যা এই :—

২। পৃথিবী এই ভূতসমূহের রস, জল পৃথিবীর রস, ওষধি-

৩। স এষ রসানাং রসতমঃ পরমঃ পরার্দ্ধ্যোঽষ্টমো যদুদ্গীথঃ।

৪। কতমা কতমা ঋক্ কতমৎ কতমৎ সাম কতমঃ কতম উদ্গীথ ইতি বিমৃষ্টং ভবতি।

নাম্ (ওষধিসমূহের) পুরুষঃ (মানব) রসঃ; পুরুষস্য (পুরুষের) বাক্ রসঃ; বাচঃ (বাক্যের) ঋক্ (ঋগ্বেদ) রসঃ; ঋচঃ (ঋকের) সাম (সামবেদ) রসঃ; সাম্নঃ (সামবেদের) উদ্গীথঃ (উদ্গীথ-নামক অংশ) রসঃ।

৩। সঃ (সেই) এষঃ (এই) রসানাম্ (রসসমূহের মধ্যে) রসতমঃ (শ্রেষ্ঠ রস), পরমঃ (পরম, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) পরার্দ্ধ্যঃ ('অর্দ্ধ' শব্দ স্থানবাচী, ছাঃ ৫।৩।৪, ৬; পরার্দ্ধ=পরম স্থান; পরার্দ্ধ্যঃ=পরার্দ্ধ+ণ্যৎ=পরম স্থানের উপযুক্ত বিং) অষ্টমঃ (অষ্টম; পৃথিবী, জল, ওষধি, পুরুষ, বাক্, ঋক্ ও সাম—এই সাতটির পরবর্ত্তী) যৎ (ক্লীং বৈদিক প্রয়োগ; যঃ=যে) উদ্গীথঃ।

৪। কতমা (স্ত্রীং, কোন্‌টী) কতমা ঋক্? কতমৎ (ক্লীং কোন্‌টী) কতমৎ সাম? কতমঃ (পুং, কোন্‌টী) কতমঃ উদ্গীথঃ? ইতি (এই প্রকার প্রশ্ন) বিমৃষ্টম্ (বি+মৃশ্+ক্ত, শ্ স্থানে ষ্, পাং ৮।২।৩৬)=জিজ্ঞাস্য) ভবতি (হয়)।

সমূহ জলের রস, পুরুষ ওষধিসমূহের রস, বাক্ পুরুষের রস, ঋগ্বেদ বাক্যের রস; সামবেদ ঋগ্বেদের রস এবং উদ্গীথ সামবেদের রস।

৩। এই যে উদ্গীথ, ইহা রসসমূহের মধ্যে পরম রস, (ইহা) পরম বস্তু, পরম ধাম এবং (পৃথিব্যাদি রসসমূহের মধ্যে ইহার স্থান) অষ্টম।

৪। ঋক্ কি, সাম কি, উদ্গীথ কি—(এখন) ইহাই জিজ্ঞাস্য।

৫। বাগেব ঋক্ প্রাণঃ সাম ঋক্ ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথস্তদ্বা এতন্মিথুনং যদ্বাক্ চ প্রাণশ্চ ঋক্ চ সাম চ।

৬। তদেতন্মিথুনমোমিত্যেতস্মিন্নক্ষরে সংসৃজ্যতে যদা বৈ মিথুনৌ সমাগচ্ছত আপয়তো বৈ তাবন্যোন্যস্য কামম্।

৭। আপয়িতা হ বৈ কামানাং ভবতি য এতদেবং বিদ্বান-ক্ষরমুদ্গীথমুপাস্তে।

৫। বাক্ এব (বাক্যই) ঋক্, প্রাণঃ সাম, (প্রাণই সাম) 'ওম্' ইতি ('ওম্' এই) এতৎ (এই) অক্ষরম্ (অক্ষর) উদ্গীথঃ। তৎ (তাহা) বৈ এতৎ মিথুনম্ (এই মিথুন, যুগল বস্তু), যৎ (যাহা) বাক্ চ প্রাণাঃ চ (বাক্য ও প্রাণ) ঋক্ চ সাম চ (ঋক্ ও সাম)। পাঠান্তর—'সাম চ' স্থলে 'সাম চেতি'।

৬। তৎ (সেই) এতৎ (এই) মিথুনম্ 'ওম্' ইতি ('ওম্' ইহা) এতস্মিন্ অক্ষরে (এই অক্ষরে) সংসৃজ্যতে (যুক্ত হয়)। যদা (যখন) বৈ মিথুনৌ (মিথুন, দুই জন) সমাগচ্ছতঃ (সঙ্গত হয়) আপয়তঃ (আপ্, ণিচ; সম্পন্ন করে) বৈ তৌ (দুইজন) অন্যোন্যস্য (অন্য ও অন্য; হইতে, ৬।১ ;=পরস্পরের) কামম্ (কামনাকে)।

৭। আপয়িতা (প্রাপক) হ বৈ কামানাম্ (কাম্যবস্তুসমূহের)

৫। বাক্যই ঋক্, প্রাণই সাম, 'ওম্' এই অক্ষরই উদ্গীথ। যাহা বাক্ ও প্রাণ, (অথবা) ঋক্ ও সাম—তাহাই মিথুন।

৬। এই মিথুন (বাক্ ও প্রাণ), 'ওম্' এই অক্ষরে সম্মিলিত হয়। যখনই মিথুন সম্মিলিত হয়, তখনই তাহারা পরস্পরের কামনা পূর্ণ করে।

৭। যিনি ইহাকে এইরূপ জানিয়া ওঙ্কারকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করেন, তিনি কাম্য বস্তুসমূহ লাভ করেন।

৮। তদ্বা এতদনুজ্ঞাক্ষরং যদ্ধি কিঞ্চানুজানাত্যোমিত্যেব তদাহৈষা এব সমৃদ্ধির্যদনুজ্ঞা সমর্দ্ধয়িতা হ বৈ কামানাং ভবতি য এতদেবং বিদ্বানক্ষরমুদ্গীথমুপাস্তে।

৯। তেনেয়ং ত্রয়ী বিদ্যা বর্ত্ততে ওমিত্যাশ্রাবয়ত্যোমিতি শংসত্যোমিত্যুদ্গায়ত্যেতস্যৈবাক্ষরস্যাপচিত্যৈ মহিম্না রসেন।

ভবতি (হন), যঃ (যিনি) এতৎ (ইহাকে) এবম্ (এই প্রকার) বিদ্বান্ (জানিয়া) অক্ষরম্ ('ওম্' অক্ষরকে) উদ্গীথম্ (উদ্গীথরূপে, ২।১) উপাস্তে (উপাসনা করে)।

৮। তৎ (সেই) বৈ এতৎ (এই) অনুজ্ঞা + অক্ষরম্ (অনুমতি-সূচক অক্ষর); যৎ (যাহা, ২।১; কিংবা যখন) হি কিম্ চ (২।৬, কিছু) অনুজানাতি (অনু + জ্ঞা ;=অনুমতি প্রকাশ করেন) 'ওম্' ইতি ('ওম্' ইহা) এব তদা (তখন, কিংবা তৎ=তখন) আহ (বলেন)। এষা উ এব (ইহাই) সমৃদ্ধিঃ (শ্রেয়ঃ, ঐশ্বর্য্য) যৎ (ক্লীং প্রয়োগ বৈদিক; 'যা'=যাহা) অনুজ্ঞা (অনুমতি)। সমর্দ্ধয়িতা (সম্ + ঋদ্ধ্; ণিচ্, তৃচ্; যিনি সম্যক্ বৃদ্ধি করেন, তিনি) হ বৈ কামানাম্ (কাম্যবস্তুসমূহের) ভবতি (হন), যঃ (যিনি) এতৎ (ইহাকে) এবম্ (এই প্রকার) বিদ্বান্ (জানিয়া) অক্ষরম্ উদ্গীথম্ উপাস্তে (৭ম মঃ দ্রষ্টব্য)।

৯। তেন (সেই অক্ষর দ্বারা) ইয়ম্ (এই) ত্রয়ী (তিন) বিদ্যা বর্ত্ততে (প্রবর্ত্তিত হয়); 'ওম্' ইতি ('ওম্' এই বলিয়া) আশ্রা-

৮। সেই অক্ষর (=ওম্) অনুমতি-জ্ঞাপক। যখনই কোন বিষয়ে অনুমতি দেওয়া হয়, তখনই বলা হয় 'ওম্'। এই যে অনুজ্ঞা অক্ষর, ইহাই শ্রেয়োলাভের হেতু। যিনি ইহাকে এই প্রকার জানিয়া এই অক্ষরকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করেন, তিনি সমুদয় কামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন।

৯। সেই অক্ষর দ্বারাই এই ত্রয়ী বিদ্যা (=বেদত্রয়বিহিত যজ্ঞ)

১০। তেনোভৌ কুরুতো যশ্চৈতদেবং বেদ যশ্চ ন বেদ। নানা তু বিদ্যা চাবিদ্যা চ যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতীতি খল্বেতস্যৈবাক্ষরস্যোপব্যাখ্যানং ভবতি।

বয়তি (আ+শ্রু, ণিচ্; অধ্বর্যু শ্রবণ করান), 'ওম্' ইতি শংসতি (হোতা মন্ত্র পাঠ করেন) 'ওম্' ইতি উদ্গায়তি (উদ্গাতা উদ্গান করেন। এতস্য এব অক্ষরস্য (এই অক্ষরেরই) অপচিত্যৈ (অপ+চি+ক্তি=অপচিতি, ৪।১; পূজার জন্য) মহিম্না (মহিমা দ্বারা; শঙ্কর ও আনন্দগিরির মতে মহিমা=ঋত্বিক্, যজমান ও যজমানপত্নী—এই সকলের প্রাণ) রসেন (রস দ্বারা; শঙ্করের মতে ব্রীহি-যবাদির রস দ্বারা যে হবিঃ প্রস্তুত হয়, তাহাই এ স্থলে রস)।

১০। তেন (এই অক্ষর দ্বারা) উভৌ (দুই জনেই) কুরুতঃ (করেন), যঃ চ (যিনি) এতৎ (ইহাকে) এবম্ (এই প্রকার) বেদ (জানেন), যঃ চ ন (না) বেদ। নানা (বিভিন্নপ্রকার) তু বিদ্যা চ অবিদ্যা চ। যৎ এব (যাহাকে, যে কর্ম্মকে) বিদ্যয়া (বিদ্যাযুক্ত হইয়া) করোতি (করে), শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া) উপনিষদা (উপনিষদ্‌যুক্ত হইয়া), তৎ এব (তাহাই) বীর্য্যবত্তরম্ (অধিকতর বীর্য্যযুক্ত) ভবতি (হয়) ইতি। খলু এতস্য এব অক্ষরস্য (এই অক্ষরেরই) উপব্যাখ্যানম্ (ব্যাখ্যা) ভবতি।

প্রবর্ত্তিত হয়। 'ওম্' উচ্চারণ করিয়াই শ্রবণ করান হয়; ওম্ উচ্চারণ করিয়াই মন্ত্রপাঠ করা হয় এবং ওম্ উচ্চারণ করিয়াই উদ্গান করা হয়। এ সমুদয়ই এই অক্ষরের পূজার জন্য; (এ সমুদয়ই ইহার) মহিমা ও রস দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে।

১০। যাঁহারা ইহা জানেন এবং যাঁহারা ইহা জানেন না—ইঁহারা উভয়েই এই অক্ষর দ্বারাই [যজ্ঞাদি কর্ম্ম] সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

[কিন্তু] বিদ্যা ও অবিদ্যা বিভিন্ন। বিদ্যাযুক্ত, শ্রদ্ধাযুক্ত ও উপনিষদ-যুক্ত হইয়া যাহা সম্পন্ন করা হয়, তাহাই অধিকতর বীর্য্যযুক্ত হয়। ইহাই এই অক্ষরের ব্যাখ্যা।

মন্তব্য

(১) 'ওম্' অক্ষরের মৌলিক অর্থ কি, বলা কঠিন। সম্ভবতঃ সম্মতি-সূচক অব্যয়রূপেই ইহা প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। (প্রবাসী ১৩২৭ পৌষ পৃঃ ২৪৫, ২৪৬ দ্রষ্টব্য)। উণাদি সূত্রে (১।১৪২) আছে—ওম্=অব্+মন্; অব্ ধাতুর অর্থ রক্ষা করা। কেহ কেহ বলেন, ওম্=অ+উ+ম্ (মাণ্ডুক্য ৮; প্রশ্ন, ৫।৫; মৈত্রি, ৬।৩; এবং আধুনিক অনেক উপনিষদে; মনু ২।৭৬ ইত্যাদি)।

(২) সামবেদের একটী অংশের নাম 'উদ্গীথ'। এই অংশ গান করার নাম 'উদ্গান করা'।

(৩) এই অংশে কোনও স্থলে রস শব্দের অর্থ 'কারণ' এবং কোনও স্থলে সার বা পরিণাম (কার্য্য)।

(৪) 'ওম্' ইত্যেব তদাহ—এই স্থলে 'তদাহ' অংশের দুই প্রকার পদপাঠ হইতে পারে; (১) তদা+আহ, (২) তৎ+আহ।

(৫) অক্ষর দ্বারা যাগহোমাদি কর্ম্ম সম্পাদিত হয়। এই কর্ম্ম আদিত্যমণ্ডলে উপস্থিত হয়, আদিত্য বৃষ্টি প্রেরণ করেন, বৃষ্টি হইতে অন্ন উৎপন্ন হয় এবং অন্ন হইতে প্রাণের উৎপত্তি। ইহাই 'ওম্' শব্দের মহিমা ও রস (শঙ্কর)।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয় খণ্ড

দেবগণের উদ্গীথোপাসনা

১। দেবাসুরা হ বৈ যত্র সংযেতির উভয়ে প্রাজাপত্যাস্তদ্ধ দেবা উদ্গীথমাজহ্রুরনেনৈনানভিভবিষ্যাম ইতি।

২। তে হ নাসিক্যং প্রাণমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তংহাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুস্তস্মাত্তেনোভয়ং জিঘ্রতি সুরভি চ দুর্গন্ধি চ পাপ্মনা হ্যেষ বিদ্ধঃ।

১। দেবাসুরাঃ (দেব ও অসুরগণ) হ বৈ যত্র (যখন, বা যে নিমিত্ত) সংযেতিরে (সম্+যৎ লিট্=সংগ্রাম করিয়াছিল) উভয়ে (বহুবচন দুই) প্রাজাপত্যাঃ (প্রজাপতির সন্তানগণ), তৎ (তখন, বা সেই বিষয়ে) হ দেবাঃ (দেবগণ) উদ্গীথম্ (উদ্গীথকে) আজহ্রুঃ (আ+হৃ. লিট্=গ্রহণ করিয়াছিলেন,) অনেন (এই উদ্গীথ দ্বারা) এনান্ (ইহাদিগকে) অভিভবিষ্যামঃ (অভি+ভূ, ভবিষ্যৎ, পরাভব করিব) ইতি (এই ভাবিয়া)।

২। তে (দেবগণ) হ নাসিক্যম্ (২।১, নাসিকাস্থ) প্রাণম্ (প্রাণকে) উদ্গীথম্ (উদ্গীথরূপে) উপাসাঞ্চক্রিরে (উপাসনা করিয়াছিলেন)।

১। প্রজাপতির সন্তান দেবতা ও অসুর—এই উভয় দল পরস্পর যুদ্ধ করিয়াছিল। 'আমরা উদ্গীথ দ্বারা অসুরদিগকে পরাভব করিব' এই ভাবিয়া দেবগণ উদ্গীথ গ্রহণ করিলেন।

২। দেবগণ নাসিকাস্থ প্রাণকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিয়া-

৩। অথ হ বাচমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তাংহাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুস্তস্মাত্তয়োভয়ং বদতি সত্যং চানৃতং চ পাপ্মনা হ্যেষা বিদ্ধা।

৪। অথ হ চক্ষুরুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তদ্ধাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুস্তস্মাত্তেনোভয়ং পশ্যতি দর্শনীয়ং চাদর্শনীয়ং চ পাপ্মনা হ্যেতদ্বিদ্ধম্।

তম্ (সেই প্রাণকে) হ অসুরাঃ (অসুরগণ) পাপ্মনা (পা+মন্ উণাদি ৪।১৫০) বিবিধুঃ (ব্যধ্, লিট্; বিদ্ধ করিয়াছিল)। তস্মাৎ (সেই জন্য) তেন (তাহা দ্বারা) উভয়ম্ (উভয়কে) জিঘ্রতি (ঘ্রা ধাতু; আঘ্রাণ করে)—সুরভি চ (সুগন্ধিকে) দুর্গন্ধি চ (এবং দুর্গন্ধিকে); পাপ্মনা হি এষঃ (ইহা) বিদ্ধঃ (বিদ্ধ হইয়াছিল)।

৩। অথ (অনন্তর) [দেবা] হ বাচম্ (বাক্‌কে) উদ্গীথম্ উপাসাঞ্চক্রিরে, তাম্ (তাহাকে) হ অসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুঃ; তস্মাৎ তয়া (বাক্ দ্বারা) উভয়ম্ বদতি (বলে)—সত্যম্ চ (সত্যকে) অনৃতম্ চ (এবং অসত্যকে)। পাপ্মনা হি এষা (এই বাক্) বিদ্ধা (বিদ্ধ হইয়াছিল)।

৪। অথ [দেবা] হ চক্ষুঃ (চক্ষুকে) উদ্গীথম্ উপাসাঞ্চক্রিরে, তৎ (তাহাকে) হ অসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুঃ। তস্মাৎ তেন (সেই চক্ষু দ্বারা) উভয়ম্ পশ্যতি (দেখে)—দর্শনীয়ম্ চ (দর্শনীয় বস্তুকে) অদর্শনীয়ম্ চ

ছিলেন, [কিন্তু] অসুরগণ এই প্রাণকে পাপদ্বারা বিদ্ধ করিল। এই জন্য লোকে ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা সুগন্ধি ও দুর্গন্ধি উভয়ই আঘ্রাণ করিয়া থাকে; [কারণ] ইহা পাপবিদ্ধ হইয়াছিল।

৩। অনন্তর [দেবগণ] বাগিন্দ্রিয়কে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন, [কিন্তু] অসুরগণ তাহাকে পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিল। এই জন্য লোকে বাগিন্দ্রিয় দ্বারা সত্য ও অসত্য উভয়ই বলিয়া থাকে, [কারণ] ইহা পাপবিদ্ধ হইয়াছিল।

৪। অনন্তর [দেবগণ] চক্ষুকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন,

৫। অথ হ শ্রোত্রমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তদ্ধাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুস্তস্মাত্তেনোভয়ং শৃণোতি শ্রবণীয়ং চাশ্রবণীয়ং চ পাপ্মনা হ্যেতদ্বিদ্ধম্।

৬। অথ হ মন উদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তদ্ধাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুস্তস্মাত্তেনোভয়ং সঙ্কল্পয়তে সঙ্কল্পনীয়ং চাসঙ্কল্পনীয়ং চ পাপ্মনা হ্যেতদ্বিদ্ধম্।

(এবং অদর্শনীয় বস্তুকে); পাপ্মনা হি এতৎ (ইহা) বিদ্ধম্ (বিদ্ধ হইয়াছিল)।

৫। অথ [দেবাঃ] হ শ্রোত্রম্ (কর্ণকে) উদ্গীথম্ উপাসাঞ্চক্রিরে, তৎ হ অসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুঃ; তস্মাৎ তেন (সেই কর্ণ দ্বারা) উভয়ম্ শৃণোতি (শ্রবণ করে)—শ্রবণীয়ম্ চ (শ্রবণীয় বিষয়কে, প্রিয় বিষয়কে) অশ্রবণীয়ম্ চ (এবং অপ্রিয় বিষয়কে); পাপ্মনা হি এতৎ বিদ্ধম্।

৬। অথ [দেবাঃ] হ মনঃ (মনকে) উদ্গীথম্ উপাসাঞ্চক্রিরে; তৎ হ (সেই মনকে) অসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুঃ। তস্মাৎ তেন (সেই মন দ্বারা)

[কিন্তু] অসুরগণ ইহাকে পাপদ্বারা বিদ্ধ করিল। এই জন্য লোকে চক্ষু দ্বারা দর্শনীয় ও অদর্শনীয় উভয়ই দর্শন করে; [কারণ] ইহা পাপবিদ্ধ হইয়াছিল।

৫। অনন্তর [দেবগণ] শ্রোত্রকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন, [কিন্তু] অসুরগণ ইহাকে পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিল। এই জন্য লোকে শ্রোত্র দ্বারা প্রিয় ও অপ্রিয় উভয়ই শ্রবণ করে; [কারণ] ইহা পাপবিদ্ধ হইয়াছিল।

৬। অনন্তর দেবগণ মনকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন, [কিন্তু] অসুরগণ ইহাকে পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিল। এই জন্য লোকে

৭। অথ হ য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তংহাসুরা ঋত্বা বিদধ্বংসুর্যথাশ্মানমাখণমৃত্বা বিধ্বংসেৎ।

৮। এবং যথাশ্মানমাখণমৃত্বা বিধ্বংসত এবং হৈব :স বিধ্বংসতে য এবংবিদি পাপং কাময়তে যশ্চৈনমভিদাসতি স এষোঽশ্মাখণঃ।

উভয়ম্ সংকল্পয়তে (চিন্তা করিয়া থাকে)—সংকল্পনীয়ম্ চ (সাধু বিষয়কে) অসংকল্পনীয়ম্ চ (এবং অসাধু বিষয়কে); পাপ্মনা হি এতৎ বিদ্ধম্।

৭। অথ [দেবাঃ] হ যঃ (যে) এব অয়ম্ (এই) মুখ্যঃ (মুখে উৎপন্ন; শ্রেষ্ঠ) প্রাণঃ, তম্ (তাহাকে) উদ্গীথম্ উপাসাঞ্চক্রিরে; তম্ হ অসুরাঃ ঋত্বা (ঋ ধাতু, 'তাহার নিকটে' গমন করিয়া) বিদধ্বংসুঃ (বি + ধ্বংস্, লিট্ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল); যথা (যেমন) অশ্মানম্ (প্রস্তরকে) আখণম্ (দুর্ভেদ্য ২।১ : যাহা খণন করা যায় না, তাহার নাম 'আখণ') ঋত্বা (প্রাপ্ত হইয়া) বিধ্বংসেত (ধ্বংস প্রাপ্ত হয়; বি + ধ্বংস্, বিধিঃ ইত)। *

৮। এবম্ (এই প্রকার) যথা (যেমন) অশ্মানম্ আখণম্ (দুর্ভেদ্য

মন দ্বারা সাধু ও অসাধু উভয় বিষয়ই চিন্তা করিয়া থাকে; [কারণ] ইহা পাপবিদ্ধ হইয়াছিল।

৭। অনন্তর যাহা এই মুখ্যপ্রাণ, [দেবগণ] তাহাকেই উদ্গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন। [কিন্তু লোষ্টাদি] যেমন কঠিন প্রস্তরকে আঘাত করিতে গিয়া নিজেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তেমনি অসুরগণ মুখ্যপ্রাণকে বিদ্ধ করিতে গিয়া আপনারাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

৮। কঠিন প্রস্তরকে আঘাত করিতে যাইয়া যেমন [লোষ্টাদি]

* বৃহদারণ্যক উপনিষদে (১।৩।৭) এইরূপ স্থলে "আসন্যঃ প্রাণঃ" ব্যবহৃত হইয়াছে। 'আস্য = মুখ।

৯। নৈবৈতেন সুরভি ন দুর্গন্ধি বিজানাত্যপহতপাপ্মা হ্যেষ তেন যদশ্নাতি যৎ পিবতি তেনেতরান্ প্রাণানবত্যেতমু এবান্ত-তোঽবিত্ত্বোৎক্রামতি ব্যাদদাত্যেবান্তত ইতি।

প্রস্তরকে) ঋত্বা (গমন করিয়া, প্রাপ্ত হইয়া) বিধ্বংসতে (ধ্বংস প্রাপ্ত হয়), এবম্ (এই প্রকার) হ এব সঃ (সে) বিধ্বংসতে যঃ (যে) এবম্+বিদি (এই প্রকার যিনি জানেন তাঁহার প্রতি) পাপম্ (পাপকে) কাময়তে (কামনা করে), যঃ চ এনম্ (ইহাকে) অভিদাসতি (অভি+দাস্; হিংসা করে)। সঃ এষঃ (এই) অশ্মা (প্রস্তর) আখণঃ (কঠিন)।

৯। ন (না) এব এতেন (মুখ্যপ্রাণ দ্বারা) সুরভি (সুগন্ধিকে) ন দুর্গন্ধি (দুর্গন্ধিকে) বিজানাতি (জানে)। অপহতপাপ্মা (নিষ্পাপ) হি এষঃ (এই)। তেন (তাহা দ্বারা) যৎ (যে বস্তুকে) অশ্নাতি (ভোজন করে), যৎ পিবতি (পান করে), তেন (সেই ভোজন পান দ্বারা) ইতরান্ প্রাণান্ (অপর প্রাণসমূহকে) অবতি (অব্ ধাতু; পালন করে); এতম্ (ইহাকে) উ এব অন্ততঃ (অন্তকালে) অবিত্ত্বা (অ+বিদ্+ক্ত্বা) লাভ না করিয়া) উৎক্রামতি (উৎ-ক্রমণ করে), ব্যাদদাতি (বি+আ+দা; মুখব্যাদান করে) এব অন্ততঃ ইতি।

বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তেমনি যে ব্যক্তি উক্তপ্রকার জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির প্রতি পাপ কামনা করে এবং তাহাকে হিংসা করিতে ইচ্ছা করে, সেও বিনাশ প্রাপ্ত হয়; [কারণ] সেই ব্যক্তি দুর্ভেদ্য পাষাণ (বৎ)।

৯। এই মুখ্য প্রাণদ্বারা সুরভি বা দুর্গন্ধি কিছুই জানা যায় না; কারণ এই প্রাণ অপাপবিদ্ধ। এই প্রাণদ্বারা যাহা ভোজন করা হয়, যাহা পান করা হয়, তাহাতে অপরাপর প্রাণ (=ঘ্রাণাদি) প্রতিপালিত হইয়া থাকে। অন্তকালে যখন লোকে এই মুখ্য

১০। তংহাঙ্গিরা উদ্‌গীথমুপাসাঞ্চক্র এতমু এবাঙ্গিরসং মন্যন্তেঽঙ্গানাং যদ্‌রসঃ।

১১। তেন তংহ বৃহস্পতিরুদ্‌গীথমুপাসাঞ্চক্র এতমু এব বৃহস্পতিং মন্যন্তে বাগ্‌ঘি বৃহতী তস্যা এষ পতিঃ।

১০। তম্ (মুখ্যপ্রাণকে) হ অঙ্গিরা (অঙ্গিরা-নামক ঋষি) উদ্গীথম্ (উদ্গীথরূপে) উপাসাঞ্চক্রে (উপাসনা করিয়াছিলেন)। এতম্ (এই ঋষিকে কিংবা মুখ্যপ্রাণকে) উ এব আঙ্গিরসম্ (অঙ্গিরা নামে) মন্যন্তে (লোকে বলে); অঙ্গানাম্ (অঙ্গসমূহের) যৎ (যেহেতু) রসঃ (রস)।

১১। তেন (সেইজন্য) তম্ (মুখ্যপ্রাণকে) হ বৃহস্পতিঃ (বৃহস্পতি নামক ঋষি) উদ্‌গীথম্ উপাসাঞ্চক্রে; এতম্ (এই প্রাণকে কিংবা ঋষিকে) উ এব বৃহস্পতিম্ (২১) মন্যন্তে। বাক্ হি (বাক্ই)

প্রাণকে লাভ করিতে পারে না, তখন সে দেহ হইতে উৎক্রমণ করে। এই জন্যই মৃত্যুকালে লোকে মুখব্যাদান করে।

১০। অঙ্গিরা ঋষি এই মুখ্যপ্রাণকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন; এই জন্য এই প্রাণকেই অঙ্গিরা বলিয়া মনে করা হয়, যেহেতু ইহা অঙ্গসমূহের রস। [এই মন্ত্রের অন্য অর্থও হইতে পারে—"অঙ্গিরা ঋষি এই মুখ্যপ্রাণকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন। এই প্রাণই অঙ্গিরা অর্থাৎ অঙ্গসমূহের রস; এই জন্য (উপাসক) ঋষিকেও অঙ্গিরা বলা হয়।]

১১। সেই জন্য বৃহস্পতি এই মুখ্য প্রাণকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন। এই জন্য এই প্রাণকে বৃহস্পতি বলা হয়; [কারণ] বাক্ই বৃহতী এবং এই প্রাণ তাহার পতি। (অর্থান্তর—

১২। তেন তংহায়াস্য উদ্গীথমুপাসাঞ্চক্র এতমু এবায়াস্যং মন্যন্ত আস্যাদ্ যদয়তে।

১৩। তেন তংহ বকো দাল্‌ভ্যো বিদাঞ্চকার। স হ নৈমিষীয়াণামুদ্গাতা বভূব স হ স্মৈভ্যঃ কামানাগায়তি।

বৃহতী (মহতী), তস্যাঃ (তাহার) এষঃ (এই) পতিঃ (পতি) (১০ম মন্ত্র দ্রষ্টব্য)।

১২। তেন (সেই জন্য) তম্ হ আয়াস্যঃ (আয়াস্য ঋষি) উদ্গীথম্ উপাসাঞ্চক্রে। এতম্ (এই প্রাণকে বা ঋষিকে) উ এব আয়াস্যম্ (২।১) মন্যন্তে; আস্যাৎ (আস্য অর্থাৎ মুখ হইতে) যৎ (যেহেতু) অয়তে (অয়্ ধাতু; গমন করে) (১০ম মঃ দ্রঃ)।

১৩। তেন (সেই জন্য) তম্ (সেই মুখ্যপ্রাণকে) হ বকঃ দাল্‌ভ্যঃ (দল্‌ভের পুত্র বক ঋষি) বিদাঞ্চকার (বিদিত হইয়াছিলেন)। সঃ (তিনি) হ নৈমিষীয়াণাম্ (নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণের) উদ্গাতা (উদ্গীথ-গাতা) বভূব (হইয়াছিলেন)। সঃ হ এভ্যঃ (ইহাদিগের জন্য) কামান্ (কাম্যবস্তুসমূহকে) আগায়তি স্ম (গান করিয়াছিলেন)। [পাঠান্তর—'নৈমিশীয়ানামু, স্থলে নৈমিষীয়ানাম্, নৈমিষীয়াণাম্।]

এই জন্য এই ঋষিকে বৃহস্পতি বলা হয়; কারণ বাক্ই বৃহতী এবং ঋষি এই বাক্যের পতি।)

১২। সেই জন্য আয়াস্য ঋষি এই মুখ্য প্রাণকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন। এই জন্য এই প্রাণকে আয়াস্য বলা হয়, কারণ ইহা আস্য অর্থাৎ মুখ হইতে নির্গত হয়। [অর্থান্তর—এই জন্য ঋষিকে আয়াস্য বলা হয়; কারণ তাঁহার উপাস্য প্রাণ আস্য হইতে নির্গত হয়।]

১৩। সেই জন্য দল্‌ভের পুত্র বকঋষি সেই প্রাণকে অবগত হইয়াছিলেন। তিনি নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণের উদ্গাতা হইয়াছিলেন

১৪। আগাতা হ বৈ কামানাং ভবতি য এতদেবং বিদ্বান-ক্ষরমুদ্গীথমুপাস্ত ইত্যধ্যাত্মম্।

১৪। আগাতা (গানকর্ত্তা) হ বৈ কামানাম্ (কাম্যবস্তুসমূহের) ভবতি (হন), যঃ (যিনি) এতৎ (ইহাকে) এবম্ বিদ্বান্ (জানিয়া) অক্ষরম্ ('ওম্' এই অক্ষরকে) উদ্গীথম্ (উদ্গাথরূপে) উপাস্তে (উপাসনা করেন)।

ইতি অধ্যাত্মম্ (দেহ সংক্রান্ত ব্যাখ্যা)।

এবং তাঁহাদিগের জন্য কাম্য বস্তু লাভের আকাঙ্ক্ষায় উদ্গান করিয়াছিলেন।

১৪। যিনি মুখ্য প্রাণকে এই প্রকার জানিয়া অক্ষরকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করেন, তিনি উদ্গান করিয়া কাম্য বস্তু লাভ করেন।

ইহাই আধ্যাত্মিক অর্থাৎ দেহ-সংক্রান্ত ব্যাখ্যা।

মন্তব্য

(১) বিভিন্ন উপনিষদে (বৃহঃ ৬.১; ছাঃ ৫।১) বর্ণিত আছে যে, নাসিকা,* বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র, মন ও মুখ্যপ্রাণ এই সমুদয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ—এই বিষয় লইয়া তাহাদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল (কৌঃ উঃ ৩।৩, প্রশ্ন ২ দ্রষ্টব্য)। শেষে প্রমাণিত হইয়াছিল যে, মুখ্যপ্রাণই শ্রেষ্ঠ। এই অংশেও অন্য একটী উপাখ্যান দ্বারা তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে।

(২) 'অধ্যাত্ম' শব্দের অর্থ আত্মসম্বন্ধী। এস্থলে 'দেহ' অর্থে 'আত্মা' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রাচীন সাহিত্যে এই প্রকার ব্যবহার বহুল দৃষ্ট হয় (ঋগ্বেদ ১০।১৬৩। ৫, ৬; শতঃ ব্রাঃ ১০।৪।৪।৬;

বৃহঃ ১।২।৪ ; ছাঃ ৮।৮।৪ ইত্যাদি)। উপনিষদাদি গ্রন্থের অনেক স্থলে অধিদৈবত, অধিভূত এবং অধ্যাত্ম—এই তিনটী বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। যখন আপ, অগ্নি, অন্তরিক্ষ, বায়ু, দ্যৌ প্রভৃতি বিষয় লইয়া ব্যাখ্যা করা হয়, তখন সেই ব্যাখ্যাকে অধিদৈব বলা হয়। ভূতসমূহ লইয়া যে ব্যাখ্যা, তাহার নাম অধিভূত। যখন চক্ষু, শ্রোত্রাদি লইয়া ব্যাখ্যা করা হয়, তখন সেই ব্যাখ্যাকে অধ্যাত্ম ব্যাখ্যা বলা হয় (বৃহঃ উঃ ৩।৭।১৪, ১৫ ; ছাঃ ৩।১৮।১, ২ ; কৌঃ উ ৪।১০ ইত্যাদি)।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয় খণ্ড

উদ্গীথের অধিদৈবোপাসনা

১। অথাধিদৈবতং য এবাসৌ তপতি তমুদ্গীথমুপাসীতোদ্যন্ব এষ প্রজাভ্য উদ্গায়তি উদ্যংস্তমোভয়মপহন্ত্যপহন্তা হ বৈ ভয়স্য তমসো ভবতি য এবং বেদ।

১। অথ (অনন্তর) অধিদৈবতম্ (দেবতাসংক্রান্ত ব্যাখ্যা):— যঃ এব অসৌ (এই যিনি, এই যে সূর্য্য) তপতি (উত্তাপ দিতেছেন), তম্ (তাহাকে) উদ্গীথম্ (উদ্গীথরূপে) উপাসীত (উপাসনা করিবে)। উদ্যন্ (উৎ+ই+শতৃ=উদিত হইয়া) বৈ এষঃ (এই সূর্য্য) প্রজাভ্যঃ (প্রাণীদিগের জন্য) উদ্গায়তি (উদ্গান করেন)। উদ্যন্ তমঃ ভয়ম্ (অন্ধকারের ভয়কে; কিংবা অন্ধকার ও ভয়কে) অপহন্তি (বিনাশ করেন)। অপহন্তা (বিনাশক) হ বৈ ভয়স্য তমসঃ (অন্ধকারের ভয়ের, কিংবা অন্ধকারের এবং ভয়ের) ভবতি (হন), যঃ (যিনি) এবম্ (এই প্রকার) বেদ (জানেন)।

১। অনন্তর অধিদৈবত দৃষ্টিতে [উদ্গীথের উপাসনা ব্যাখ্যাত হইতেছে]:—ঐ যে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছেন উহাকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিবে। ঐ সূর্য্য উদিত হইয়া জীবগণের জন্য উদ্গান করিয়া থাকেন। সূর্য্য] উদিত হইয়া অন্ধকারের ভয় (কিংবা অন্ধকার ও ভয়) বিনাশ করে। যিনি এই প্রকার জানেন, তিনি অন্ধকারের ভয় (কিংবা অন্ধকার ও ভয়কে) বিনাশ করিতে সমর্থ হন।

২। সমান উ এবায়ং চাসৌ চোষ্ণোহয়মুষ্ণোহসৌ স্বর ইতীমমাচক্ষতে স্বর ইতি প্রত্যাস্বর ইত্যমুং তস্মাদ্বা এতমিমমমুং চোদ্গীথমুপাসীত।

৩। অথ খলু ব্যানমেবোদ্গীথমুপাসীত যদ্বৈ প্রাণিতি স প্রাণো যদপানিতি সোঽপানোঽথ যঃ প্রাণাপানয়োঃ সন্ধিঃ স ব্যানো যো ব্যানঃ সা বাক্ তস্মাদপ্রাণন্ননপানন্বাচমভিব্যাহরতি।

২। সমানঃ (সমান) উ এব অয়ম্ চ (এই প্রাণ) অসৌ চ (ঐ সূর্য্য); উষ্ণঃ (উষ্ণ) অয়ম্ (এই প্রাণ) উষ্ণঃ অসৌ (ঐ সূর্য্য)। স্বরঃ (স্বর) ইতি ইমম্ (ইহাকে, প্রাণকে) আচক্ষাতে (বলা হয়); স্বরঃ ইতি, প্রত্যাস্বরঃ ইতি অমুম্ (উহাকে, সূর্য্যকে)। তস্মাৎ বৈ (সেই জন্য) এতম্ ইমম্ (এই ইহাকে, প্রাণকে) অমুম্ চ (ঐ সূর্য্যকে) উদ্‌গীথম্ (উদ্‌গীথরূপে) উপাসীত (উপাসনা করিবে)।

৩। অথ খলু ব্যানম্ এব (ব্যানকেই) উদ্‌গীথম্ উপাসীত (উদ্‌গীথরূপে উপাসনা করিবে)। যৎ (ক্লীং বৈদিক ;=যঃ যাহা) বৈ প্রাণিতি (প্রাণন কার্য্য করে, শ্বাস গ্রহণ করে), সঃ (তাহা) প্রাণঃ; যৎ (ক্লীং বৈদিক ;=যঃ=যাহা) অপানিতি (বায়ুকে অধোগামী করে), সঃ অপানঃ। অথ যঃ (যাহা) প্রাণ+অপানয়োঃ (প্রাণ ও অপানের) সন্ধিঃ (সংযোগ) সঃ ব্যানঃ। যঃ ব্যানঃ, সা (তাহা) বাক্। তস্মাৎ (সেইজন্য) অপ্রাণন্ (প্রাণন কার্য্য না করিয়া) অনপানন্ (অপান

২। এই প্রাণ এবং ঐ সূর্য্য উভয়ই সমান; ইহাও উষ্ণ এবং উহাও উষ্ণ; ইহাকে স্বর বলে এবং উহাকে স্বর ও প্রত্যাস্বর বলে। এই জন্য এই প্রাণকে এবং ঐ সূর্য্যকে উদ্‌গীথরূপে উপাসনা করিবে।

৩। অনন্তর ব্যানকেই উদ্‌গীথরূপে উপাসনা করিবে। যাহা প্রাণন কার্য্য করে, তাহাই প্রাণ; যাহা অপানন কার্য্য করে, তাহাই অপান; যাহা প্রাণ ও অপানের সন্ধি, তাহাই ব্যান। যাহা ব্যান,

৪। যা বাক্ সা ঋক্ তস্মাদপ্রাণন্ননপানন্নৃচমভিব্যাহরতি যা ঋক্ তৎ সাম তস্মাদপ্রাণন্ননপানন্ সাম গায়তি যৎ সাম স উদ্গীথস্তস্মাদপ্রাণন্ননপানন্নুদ্গায়তি।

৫। অতো যান্যন্যানি বীর্য্যবন্তি কর্মাণি যথাগ্নের্মন্থনমাজেঃ সরণং দৃঢ়স্য ধনুষ আযমনমপ্রাণন্ননপানংস্তানি করোত্যেতস্য হেতোর্ব্যানমেবোদ্গীথমুপাসীত।

কার্য্য না করিয়া) বাচম্ (বাক্যকে) অভিব্যাহরতি (অভি+বি+আ +হৃ; উচ্চারণ করে)।

৪। যা (যাহা) বাক্, সা (তাহা) ঋক্। তস্মাৎ (সেইজন্য) অপ্রাণন্ অনপানন্ ঋচম্ (ঋঙ্ মন্ত্রকে) অভিব্যাহরতি (৩য় মঃ দ্রঃ)। যা ঋক্, তৎ সাম; তস্মাৎ অপ্রাণন্ অনপানন্ সাম (সামকে) গায়তি (গান করে)। যৎ (যাহা) সাম, সঃ (তাহা) উদ্গীথঃ। তস্মাৎ অপ্রাণন্ অনপানন্ উদ্গায়তি (উদ্গান করে)। [প্রাণ-ব্যানাদি বিষয়ে মন্তব্য এই খণ্ডের শেষে দেওয়া হইল। 'যৎ বৈ প্রাণিতি' ইত্যাদি—'যৎ' শব্দের নানা অর্থ করা হইয়াছে; যেমন—'যখন', 'যেহেতু', 'যে বায়ুকে' ইত্যাদি।]

৫। অতঃ (এইজন্য) যানি (যে সমুদয়) অন্যানি (অন্য সমুদয়)

তাহাই বাক্; সেইজন্য বাক্য উচ্চারণ করিবার সময়ে (লোকে) প্রাণন ও অপানন কার্য্য স্থগিত রাখে।

৪। যাহা বাক্, তাহাই ঋক; এইজন্য ঋক্ উচ্চারণ করিবার সময়ে প্রাণন ও অপানন কার্য্য স্থগিত থাকে। যাহা ঋক্, তাহাই সাম; এইজন্য সামগান করিবার সময় প্রাণন ও অপাননকার্য্য স্থগিত থাকে। যাহা সাম তাহাই উদ্গীথ; এইজন্য উদ্গান করিবার সময়ে প্রাণন ও অপানন কার্য্য স্থগিত থাকে।

৫। এইজন্য অগ্নিমন্থন, লক্ষ্যসীমায় ধারণ, দৃঢ়ধনু অবনমন,

৬। খলূদ্গীথাক্ষরাণ্যুপাসীতোদ্গীথ ইতি প্রাণ এবোৎ-প্রাণেন হ্যুত্তিষ্ঠতি বাগ্গীর্বাচো হ গির ইত্যাচক্ষতেঽন্নং থমন্নে হীদং সর্ব্বং স্থিতম্।

বীর্য্যবন্তি (শক্তিসাধ্য) কর্ম্মাণি (কর্ম্মসমূহ)—যথা (যেমন) অগ্নেঃ (অগ্নির) মন্থনম্ (মন্থন, ঘর্ষণদ্বারা অগ্নি উৎপাদন) আজেঃ ('আজি' শব্দ ; ৬ষ্ঠী ;=লক্ষ্যসীমার) সরণম্ (গমন, লঙ্ঘন) দৃঢ়স্য ধনুষঃ (দৃঢ় ধনুর) আয়মনম্ (আ+যম্ ধাতু হইতে=অবনমন) অপ্রাণন্ অনপানন্ (৩য় মঃ দ্রঃ) তানি (সেই সমুদয়কে) করোতি (করে)। এতস্য হেতোঃ (এই হেতুতে) ব্যানম্ এব (ব্যানকেই) উদ্গীথম্ উপাসীত (২য় মঃ দ্রঃ)।

৬। অথ খলু উদ্গীথ+অক্ষরাণি (উদ্গীথের অক্ষরসমূহকে ; উদ্গীথ=উৎ+গী+থ এই তিনটী অক্ষরকে) উপাসীত (উপাসনা করিবে)। উদ্গীথঃ ইতি (উদ্গীথ এই) ঃ—প্রাণঃ এব উৎ ('উৎ' এই অক্ষর) ; প্রাণেন হি (প্রাণ দ্বারাই) উৎ+তিষ্ঠতি (উত্থিত হয়)। বাক্ (বাক্ই) গীঃ (গী এই অক্ষর) ; বাচঃ (বাক্যসমূহ) হ গিরঃ (গীঃ এই নাম) ইতি আচক্ষতে (বলে)। অন্নম্ (অন্নই) থম্ (থম্ এই অক্ষর) ; অন্নে হি (অন্নেই) ইদম্ সর্ব্বম্ (এই সমুদয়) স্থিতম্ (অবস্থিত)।

ইত্যাদি অন্য শক্তিসাধ্য কার্য্য করিবার সময় প্রাণ ও অপানের কার্য্য বন্ধ থাকে। এইজন্য ব্যানকেই উদ্গীথরূপে উপাসনা করিবে।

৬। অনন্তর উদ্গীথের অক্ষরসমূহকে (অর্থাৎ উৎ, গী ও থ এই তিনটী অক্ষরকে) উপাসনা করিবে। উদ্গীথ এই ঃ—প্রাণই 'উৎ' কারণ প্রাণদ্বারাই সকলের উত্থান হয় ; বাক্ ই 'গীঃ' কারণ বাক্যকেই 'গীঃ' বলা হয়। অন্নই 'থ' কারণ অন্নেই এ সমুদয় প্রতিষ্ঠিত।

৭। দ্যৌরেবোদন্তরিক্ষং গীঃ পৃথিবী থমাদিত্য এবোদ্বায়ুর্গী-রগ্নিস্থং সামবেদ এবোদ্‌যজুর্ব্বেদো গীঃ ঋগ্বেদস্থং দুগ্ধেঽস্মৈ বাগ্দোহং যো বাচো দোহোঽন্নবানন্নাদো ভবতি য এতান্যেবং বিদ্বানুদ্‌গীথাক্ষরাণ্যুপাস্ত উদ্‌গীথ ইতি।

৮। অথ খল্বাশীঃ সমৃদ্ধিরুপসরণানীত্যুপাসীত যেন সাম্না স্তোষ্যন্ স্যত্তৎ সামোপধাবেৎ।

৭। দ্যৌঃ এব 'উৎ'; অন্তরিক্ষম্ গীঃ; পৃথিবী থম্। আদিত্যঃ এব উৎ; বায়ুঃ গীঃ; অগ্নিঃ থম্। সামবেদঃ এব উৎ; যজুর্ব্বেদঃ গীঃ; ঋগ্বেদঃ থম্। দুগ্ধে (দোহন করে: কর্ত্তৃকর্ম্মবাচ্য, পাঃ ৩।১।৮৯; আপনার দু[illegible] আপনি দোহন করে) অস্মৈ (উপাসকের জন্য) বাক্ (১।১) দোহম্ (দুগ্ধকে), যঃ (যাহা) বাচঃ (বাক্যের) দোহঃ (দুগ্ধ)। অন্নবান্ অন্নাদঃ (অন্নভোক্তা) ভবতি (হন), যঃ (যিনি) এতানি (এই সমুদয়কে) এবম্ (এই প্রকার) বিদ্বান্ (জানিয়া) উদ্‌গীথ+অক্ষরাণি (উদ্‌গীথের অক্ষরসমূহকে) উপাস্তে (উপাসনা করেন)—উদ্‌গীথঃ ইতি (ইহাই উদ্‌গীথের অক্ষরসমূহের ব্যাখ্যা)।

৮। অথ খলু আশীঃ+ সমৃদ্ধিঃ (কামনার পরিতৃপ্তি; আশীঃ=

৭। 'দ্যৌ'ই 'উৎ'; অন্তরিক্ষই 'গী' এবং পৃথিবীই 'থ'। আদিত্যই 'উৎ'; বায়ুই 'গী'; অগ্নিই 'থ'। সামবেদই 'উৎ'; যজুর্ব্বেদই 'গী'; ঋগ্বেদই 'থ'। বাক্যের যে দুগ্ধ, সেই দুগ্ধকে বাক্ স্বয়ং উপাসকের জন্য দোহন করেন। যিনি এই প্রকার জানিয়া উদ্গীথের অক্ষরসমূহের উপাসনা করেন, তিনি অন্নবান ও অন্নভোক্তা হন।

৮। অনন্তর কাম্যবস্তুলাভ (বিষয়ে এই উপদেশ):—উপসরণকে

৯। যস্যামৃচি তামৃচং যদার্ষেয়ং তমৃষিং যাং দেবতা-মভিষ্টোষ্যন্ স্যাত্তাং দেবতামুপধাবেৎ।

১০। যেন ছন্দসা স্তোষ্যন্ স্যাত্তচ্ছন্দ উপধাবেদ্যেন স্তোমেন স্তোষ্যমাণঃ স্যাত্তং স্তোমমুপধাবেৎ।

কাম্যফল; সমৃদ্ধিঃ=বৃদ্ধি):—উপসরণানি (ধ্যান দ্বারা প্রাপ্তব্য বিষয়) ইতি (এইরূপে) উপাসীত (উপাসনা করিবে), যেন সাম্না (যে সাম দ্বারা) স্তোষ্যন্ স্যাৎ (স্তু+শতৃ;=স্তুতি করিবে) তৎ সাম (সেই সামকে) উপধাবেৎ (ধ্যান করিবে)।

৯। যস্যাম্ ঋচি (যে ঋকে), তাম্ ঋচম্ (সেই ঋক্‌কে); যৎ আর্ষেয়ম্ (এই সাম যে ঋষি কর্তৃক দৃষ্ট), তম্ ঋষিম্ (সেই ঋষিকে); যাম্ দেবতাম্ (যে দেবতাকে) অভিষ্টোষ্যন্ স্যাৎ (অভি+স্তু;=স্তুতি করিতে হইবে), তাম্ দেবতাম্ (সেই দেবতাকে উপধাবেৎ (ধ্যান করিবে)।

১০। যেন ছন্দসা (যে ছন্দ দ্বারা) স্তোষ্যণ্ স্যাৎ, তৎছন্দঃ (সেই ছন্দকে) উপধাবেৎ (ধ্যান করিবে)। যেন স্তোমেন (যে স্তোম দ্বারা) স্তোষ্যমাণঃ স্যাৎ (স্তব করিবে), তম্ স্তোমম্ (সেই স্তোমকে) উপধাবেৎ।

(ধ্যান দ্বারা প্রাপ্তব্য বিষয়কে) উপাসনা করিবে। যে সামদ্বারা স্তুতি করা হইবে, সেই সামকে ধ্যান করিবে।

৯। এই সাম যে ঋকের অন্তর্গত, সেই ঋক্‌কে, যে ঋষি ইহার দ্রষ্টা সেই ঋষিকে; এবং যে দেবতার স্তব করিতে হইবে সেই দেবতাকে ধ্যান করিবে।

১০। যে ছন্দদ্বারা স্তব করিবে সেই ছন্দকে এবং যে স্তোমদ্বারা স্তব করিবে সেই স্তোমকে ধ্যান করিবে।

১১। যাং দিশমভিষ্টোষ্যন্ স্যাত্তাং দিশমুপধাবেৎ।

১২। আত্মানমন্তত উপসৃত্য স্তুবীত কামং ধ্যায়ন্নপ্রমত্তোঽ-ভ্যাশো হ যদস্মৈ স কামঃ সমৃদ্ধ্যেত যৎকামঃ স্তুবীতেতি যৎকামঃ স্তুবীতেতি।

১১। যাম্ দিশম্ (যে দিক্‌কে) অভিষ্টোষ্যন্ স্যাৎ তাম্ দিশম্ (সেই দিক্‌কে) উপধাবেৎ (৯ম মঃ দ্রষ্টব্য)

১২। আত্মানম্ (আপনাকে) অন্ততঃ (সর্ব্বশেষে) উপসৃত্য (চিন্তা করিয়া, নাম গোত্রাদি চিন্তা করিয়া) স্তুবীত (স্তব করিবে) কামম্ (কাম্যবস্তুকে) ধ্যায়ন্ (ধ্যান করিয়া) অপ্রমত্তঃ (অপ্রমত্ত হইয়া, বর্ণাদি উচ্চারণ বিষয়ে ভুল না করিয়া)। অভ্যাশঃ (শীঘ্র অভি+অশ্, লাভার্থে; ফলত এই; শঙ্করের মতে) হ যৎ (যখন) অস্মৈ (ইহার জন্য) সঃ কামঃ (সেই কামনা) সমৃধ্যেত (সম্+ঋধ্ কর্ম্মবাচ্য; পূর্ণ হইবে) যৎকামঃ (যে কামনার বশবর্ত্তী হইয়া) স্তুবীত (স্তব করিবে) ইতি—যৎকামঃ স্তুবীত। "অভ্যাশঃ"—ইহার পাঠান্তর "অভ্যাসঃ"।

১১। যে দিক্‌কে স্তব করিবে (কিংবা যে দিকে মুখ ফিরাইয়া স্তব করিবে), সেই দিকের ধ্যান করিবে।

১২। সর্ব্বশেষে আত্মবিষয়ে চিন্তা করিয়া, কাম্যবস্তুর ধ্যান করিয়া, (উচ্চারণাদি বিষয়ে) প্রমাদরহিত হইয়া স্তুতি করিবে। তাহা হইলে যে ব্যক্তি যে কামনা লইয়া স্তব করিবে, তাহার সেই কামনা শীঘ্র পূর্ণ হইবে।

মন্তব্য

১।৩।১ এখানে নিশ্বাস-প্রশ্বাসকে 'স্বর' বলা হইয়াছে। শঙ্কর বলেন স্বর'শব্দ গতিসূচক; প্রাণ মৃত্যুর সময় নির্গত হয় (স্বরতি), এইজন্য ইহার নাম 'স্বর'। সূর্য্য প্রতিদিন অস্তমিত হয় এই জন্য ইহার নামও

স্বর। কিন্তু সূর্য্য আবার প্রতিদিন প্রাতঃকালে প্রত্যাগমন করে। এই জন্য সূর্য্যকে প্রত্যাস্বরও বলা হয়। মোক্ষমুলার বলেন—"সম্ভবতঃ 'স্বর' অর্থ নিশ্বাসের শব্দ। 'ওম্' কে এই ছান্দোগ্য উপনিষদেই (১।৪।৩) 'স্বর' বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদ প্রতিশাখ্যে ইহার একটী নাম 'প্রস্বার'। যখন সূর্য্য সম্বন্ধে 'স্বর' ও 'প্রত্যাস্বর' বলা হয়, তখন সম্ভবতঃ ইহার অর্থ সূর্য্যের কিরণ এবং ইহার প্রতিফলিত কিরণ।"

১।৩।৬। 'উৎ+তিষ্ঠতি' পদে 'উৎ' রহিয়াছে এইজন্য প্রাণই 'উৎ'। 'গীঃ' শব্দের অর্থ বাক্য, এই জন্য বাক্যই 'গী'। 'স্থিতম্' শব্দে 'থ' আছে, এই জন্য বলা হইয়াছে অন্নই 'থ'। এই রূপে উদ্গীথের উৎ, গী এবং থ অক্ষরকে প্রাণ, বাক্ ও অন্ন বলা হইল।

১।৩।৭। 'দুগ্ধে অস্মৈ বাক্ দোহম্, যঃ বাচঃ দোহঃ' এইস্থলে আমরা 'দুগ্ধ' অর্থে 'দোহঃ' গ্রহণ করিয়াছি। তাহা হইলে এই অংশের অর্থ হইবে এই :—

বাক্যের যে দুগ্ধ, বাক্ উপাসকের জন্য নিজের সেই দুগ্ধ দোহন করেন।

কেহ কেহ বলেন 'দোহঃ' অর্থ দোগ্ধা। তাহা হইলে এই প্রকার অর্থ হইবে :—

যিনি বাক্যের দোগ্ধা (অর্থাৎ যিনি বাক্যকে দোহন করিতে সমর্থ বা কৃতসঙ্কল্প), বাক্ নিজেই তাহার জন্য আপনার দুগ্ধ দোহন করেন।

১।৩।১০। এস্থলে স্তোষ্যন্ (পরস্মৈপদ) এবং স্তোষ্যমাণঃ (আত্মনেপদ) উভয়ই ব্যবহৃত হইয়াছে। যেখানে অপরে ক্রিয়ার ফল ভোগ করে, সেখানে পরস্মৈপদ; এবং যেখানে কর্ত্তা স্বয়ং এই ফল ভোগ করে, সেখানে আত্মনেপদ ব্যবহৃত হয়। কর্ত্তা ক্রিয়ার ফলভোগী

হইবে, এইজন্য আত্মনেপদ স্তোষ্যমাণঃ ব্যবহৃত হইয়াছে (শঙ্কর ও আনন্দগিরি)।

প্রাণ-অপানাদি বিষয়ে মন্তব্য (১।৩।৩)

প্রাণকে সাধারণতঃ পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়; যথা—(১) প্রাণ, (২) অপান, (৩) ব্যান, (৪) উদান, (৫) সমান। কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থে কোন স্থলে চারি, কোন স্থলে তিন এবং কোন স্থলে বা কেবল দুইটী প্রাণের উল্লেখ আছে।

চারি প্রাণ :—

(১) প্রাণ, অপান, ব্যান ও সমান (অথর্ব্ব বেদ ১০।২।১৩) (২) প্রাণ, অপান, উদান ও ব্যান (বৃহঃ উঃ ৩।৪।১ ইত্যাদি)।

তিন প্রাণ :—

(১) প্রাণ, অপান, ব্যান (অথঃ বেঃ ১৩।৪৬; বাজসনেয়ি সং ২২।২৩; মৈত্রাঃ সং ৪।৫।৬।৯; ঐতঃ ব্রাঃ ২।২৯; কৌঃ ব্রাঃ ৬।১০ ইত্যাদি)।

(২) প্রাণ, উদান, ব্যান (বাজঃ সং ১।২০, ৭।২৭; শঃ ব্রাঃ ৯।৪।১।১০ ইত্যাদি)।

(৩) প্রাণ, উদান, সমান (ঐতঃ ব্রাঃ ১।৭।২ ইত্যাদি)।

দুই প্রাণ :—

(১) প্রাণ, অপান (অথঃ বেঃ ২।২৮।৩; ৫।৪।৭; ৭।৫৩।৩,৪; তৈঃ সং ৩।৪।১।৪ ইত্যাদি)।

(২) প্রাণ ও ব্যান (অথঃ বেঃ ৫।৪।৭ ; ৬।৪১।২ ইত্যাদি)।

(৩) প্রাণ ও উদান (বাজঃ সং ৬।২০ ; শঃ ব্রাঃ ৪।১।২।২ ; ৯।২।৪ ৫ ইত্যাদি)।

প্রাণাদির অর্থ :—

(ক) শঙ্কর বলেন, মুখ ও নাসিকা দ্বারা যে বায়ুকে নিঃসরণ করা হয়, তাহার নাম প্রাণ (উচ্ছ্বাস)। সায়ণ ও রুদ্রদত্তও এই অর্থ করেন।

(খ) অপানের অর্থ বিষয়ে শঙ্কর ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন—(১) যে বায়ুকে অভ্যন্তরে আকর্ষণ করা হয়, তাহাই অপান (ছাঃ উঃ ভাঃ ১।৩ ৩)।

(২) যে বায়ুদ্বারা মূত্রপুরীষাদি অপনয়ন করা হয়, তাহাই অপান (ছাঃ উঃ ভাঃ ৩।১৩।৩ ; বৃঃ উঃ ভাঃ ৩।৯।২৬ ; প্রশ্নঃ উঃ ভাঃ ৩।৫)।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হইয়াছে (৩।২।২) 'অপান বায়ুদ্বারা গন্ধ গ্রহণ করা যায়'। ইহা দ্বারা প্রথম অর্থ সমর্থিত হইতেছে। প্রশ্ন ও পরবর্ত্তী অনেক উপনিষদে এবং বেদান্তসারে দ্বিতীয় অর্থ গৃহীত হইয়াছে।

(গ) প্রাণ ও অপানের সন্ধিকে ব্যান বলা হয়। কোন ভার উত্তোলন করিতে হইলে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য স্থগিত থাকে। বায়ুর এই অবস্থাকে ব্যান বলে। অমৃতবিন্দু উপনিষদ্ ও বেদান্তসারাদি গ্রন্থের মতে যে বায়ু সর্ব্বশরীরব্যাপী, তাহাই ব্যান। প্রশ্নোপনিষদে (৩.৬) লিখিত আছে যে, হৃদয়ে ১০১টী নাড়ী আছে এবং ইহার ৭২০০০ শাখানাড়ী আছে ; এই সমুদয়ে ব্যান বায়ু বিচরণ করে।

(ঘ) যে বায়ুদ্বারা পরিপাকাদি কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহাই সমান

বায়ু (প্রঃ উঃ ৩।৫ ; মৈঃ উঃ ২।৬ ; বেদান্তসার ৩২)। প্রশ্নোপনিষদের এক স্থলে (৪।৪) লিখিত আছে যে, সমান বায়ু নিশ্বাস-প্রশ্বাসকে সমতা প্রাপ্ত করায়।

(ঙ) প্রশ্নোপনিষদের এক স্থলে (৩।৭) লিখিত আছে (৩।৭) উদান বায়ু জীবাত্মাকে পরলোকে লইয়া যায়। অন্য এক স্থলে (৪।৪) আছে, এই বায়ু সুষুপ্তিকালে মানবকে ব্রহ্মপ্রাপ্ত করায়। বেদান্তসারের মতে এই বায়ু কণ্ঠস্থানীয় এবং ঊর্দ্ধগমনশীল (৩২)।

প্রথমাধ্যায়ে চতুর্থ খণ্ড

দেবগণের ওঙ্কারোপাসনা

১। ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীতোমিতি হ্যুদ্গায়তি তস্যোপব্যাখ্যানম্ ॥

২। দেবা বৈ মৃত্যোর্বিভ্যতস্ত্রয়ীং বিদ্যাং প্রাবিশংস্তে ছন্দোভিরচ্ছাদয়ন্ যদেভিরচ্ছাদয়ংস্তচ্ছন্দসাং ছন্দস্ত্বম্ ।

১। 'ওম্' ইতি এতৎ অক্ষরম্ উদ্গীথম্ উপাসীত ; 'ওম্' ইতি হি উদ্গায়তি। তস্য উপব্যাখ্যানম্ (১।১।১ দ্রঃ)।

২। দেবাঃ (দেবগণ) বৈ মৃত্যোঃ (মৃত্যু হইতে) বিভ্যতঃ (পাঃ ৭।১।৭৮, ভীত হইয়া) ত্রয়ীম্ বিদ্যাম্ (ত্রয়ীবিদ্যাকে, তিন বেদকে) প্রাবিশন্ (প্রবিষ্ট হইয়াছিল)। তে (তাহারা) ছন্দোভিঃ (ছন্দদ্বারা, মন্ত্র দ্বারা) অচ্ছাদয়ন্ (আচ্ছাদিত করিয়াছিল)। যৎ (যেহেতু) এভিঃ (এই সমুদয় মন্ত্রদ্বারা) অচ্ছাদয়ন্, তৎ (সেই জন্য) ছন্দসাম্ (ছন্দসমূহের) ছন্দস্ত্বম্ (ছন্দঃনাম)।

১। 'ওম' এই অক্ষরকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিবে। 'ওম্' উচ্চারণ করিয়াই উদ্গান করা হয়। ইহার ব্যাখ্যা এই :—।

২। দেবগণ মৃত্যু হইতে ভীত হইয়া ত্রয়ীবিদ্যাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন (অর্থাৎ মৃত্যুভয় অতিক্রম করিবার জন্য দেবগণ বেদবিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন)। তাঁহারা ছন্দ দ্বারা (=মন্ত্রদ্বারা) আপনাদিগকে আচ্ছাদন করিয়াছিলেন। তাঁহারা এই সমুদয় দ্বারা আপনাদিগকে আচ্ছাদন করিয়াছিলেন এই জন্য মন্ত্রসমূহের নাম ছন্দঃ।

৩। তানু তত্র মৃত্যুর্যথা মৎস্যমুদকে পরিপশ্যেদেবং পর্য্যপশ্যদৃচি সাম্নি যজুষি। তে নু বিদিত্বোর্ধ্বা ঋচঃ সাম্নো যজুষঃ স্বরমেব প্রাবিশন্।

৪। যদা বা ঋচমাপ্নোত্যোমিত্যেবাতিস্বরত্যেবং সামৈবং যজুরেষ উ স্বরো যদেতদক্ষরমেতদমৃতমভয়ং তৎ প্রবিশ্য দেবা অমৃতা অভয়া অভবন্।

৩। তান্ (তাহাদিগকে) উ তত্র (সেই স্থলে) মৃত্যুঃ—যথা (যেমন) মৎস্যম্ (মৎস্যকে) উদকে (জলে) পরিপশ্যেৎ (দর্শন করে) —এবম্ (এই প্রকার) পর্য্যপশ্যৎ (পরি+অপশ্যৎ=দর্শন করিল)। ঋচি (ঋঙ্ মন্ত্রে) সাম্নি (সামমন্ত্রে) যজুসি (যজুর্মন্ত্রে) তে (তাহারা) নু বিদিত্বা (জানিয়া) উর্দ্ধাঃ (উর্দ্ধগামী হইয়া, অভ্যুত্থিত হইয়া) ঋচঃ (ঋক্ হইতে), সাম্নঃ (সাম হইতে), যজুষঃ (যজুঃ হইতে) স্বরম্ এব (স্বরে, 'ওম্' এই অক্ষরে) প্রাবিশন্ (প্রবেশ করিয়াছিল)। 'বিদিত্বা' স্থলে পাঠান্তর "বিত্বা"।

৪। যদা (যখন) বৈ ঋচম্ (ঋক্‌কে) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়), 'ওম্' ইতি এব ('ওম্' ইহাই) অতিস্বরতি (উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করে); এবম্ (এই প্রকার) সাম (সামকে); এবম্ যজুঃ (যজুকে)। এষঃ (এই) উ স্বরঃ (স্বর) যৎ এতৎ অক্ষরম্ (এই

৩। কিন্তু জলে যেমন মৎস্যকে দেখা যায়, তেমনি মৃত্যু ও ঋক্, সাম ও যজুতে দেবগণকে দেখিতে পাইল। দেবগণ ইহা জানিতে পারিয়া ঋক্, সাম ও যজুঃ হইতে উত্থানপূর্ব্বক স্বরে (=ওম্ এই অক্ষরে) প্রবেশ করিলেন (অর্থাৎ দেবগণ যাগযজ্ঞ পরিত্যাগ করিয়া ওঙ্কারের ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন)।

৪। যখন ঋক্ পাঠ করা হয়, তখন উচ্চৈঃস্বরে 'ওম্' উচ্চারণ করা হয়। যখন সাম (এবং) যখন যজুঃ (পাঠ করা হয়, তখনও)

৫। স য এতদেবং বিদ্বানক্ষরং প্রণৌত্যেতদেবাক্ষরংস্বরমমৃতমভয়ং প্রবিশতি তৎপ্রবিশ্য যদমৃতা দেবাস্তদমৃতো ভবতি।

যে 'ওম্' অক্ষর); এতৎ (ইহা) অমৃতম্ (অমৃত) অভয়ম্ (অভয়)। তৎ (২।১, তাহাতে) প্রবিশ্য (প্রবেশ করিয়া) দেবাঃ (দেবগণ) অমৃতাঃ (অমৃত) অভয়াঃ (অভয়) অভবন্ (হইয়াছিলেন)।

৫। সঃ যঃ (তিনি যিনি; কিংবা 'যে কোন ব্যক্তি) এতৎ (ইহাকে) এবম্ (এই প্রকার) বিদ্বান্ (জানিয়া) অক্ষরম্ (অক্ষরকে) প্রণৌতি (প্র+নু=স্তুতিকরা; পাঃ ৮।৪।১৪ অনুসারে 'ণ'; স্তুতি করে), এতৎ এব অক্ষরম্ স্বরম্ (২।১, এই ওঙ্কাররূপ স্বরে) অমৃতম্ (২।১, অমৃতে) অভয়ম্ (২।১, অভয়ে) প্রবিশতি (প্রবেশ করে)। তৎ (২।১, তাহাতে) প্রবিশ্য (প্রবেশ করিয়া) যৎ (যেমন; কাহারও মতে যেহেতু) অমৃতাঃ (১।৩, অমৃত) দেবাঃ (দেবগণ), তৎ (তেমনি;) অমৃতঃ (অমৃত) ভবতি (হন)। "অঃ যঃ"— 'যে কোন ব্যক্তি' এই অর্থে "সঃ যঃ" ব্যবহৃত হইতে পারে। কেহ বলেন "সঃ" 'প্রবিশতি' ক্রিয়ার কর্ত্তা।

এই প্রকার। এই যে 'ওম্' অক্ষর, ইহাই স্বর; এই অক্ষর অমৃত ও অভয়। দেবগণ ইহাতে প্রবেশ করিয়া অমৃত ও অভয় হইয়াছিলেন অর্থাৎ ওঙ্কারের ধ্যান করিয়া অমৃত ও অভয় হইয়াছিলেন।)

৫। যিনি এই প্রকার জানিয়া 'ওম্' অক্ষরের স্তুতি করেন, তিনি 'ওম্' অক্ষররূপ, অমৃত, অভয় স্বরে প্রবেশ করেন। দেবগণ ইহাতে প্রবেশ করিয়া যেমন অমৃত হইয়াছিলেন, তেমনি তিনিও অমৃত হন।

মন্তব্য

১।৪।২। প্রাচীন মত উদ্ধৃত করিয়া নিরুক্তকার বলেন "ছন্দাংসি ছাদনাৎ' অর্থাৎ আবরণ করা হয় এই অর্থে ছন্দ (৭।১২)। উণাদি সূত্রে (৪।২১৮) ছন্দস্=চন্দ্+অসুন্; 'চন্দ্' ধাতুর অর্থ "আনন্দ দেওয়া"।

প্রথমাধ্যায়ে পঞ্চম খণ্ড

উদ্গীথরূপে আদিত্য ও প্রাণের উপাসনা

১। অথ খলু য উদ্গীথঃ স প্রণবো যঃ প্রণবঃ স উদ্গীথ ইত্যসৌ বা আদিত্য উদ্গীথ এষ প্রণব ওমিতি হ্যেষ স্বরন্নেতি।

২। এতমু এবাহমভ্যগাসিষং তস্মান্মম ত্বমেকোঽসীতি হ কৌষীতকিঃ পুত্রমুবাচ রশ্মীংস্ত্বং পর্য্যাবর্ত্তয়াদ্বহবো বৈ তে ভবিষ্যন্তীত্যধিদৈবতম্।

১। অথ (অনন্তর) খলু যঃ (যাহা) উদ্গীথঃ, সঃ (তাহা) প্রণবঃ; যঃ প্রণবঃ, সঃ উদ্গীথঃ, ইতি। অসৌ (ঐ) বৈ আদিত্যঃ উদ্গীথঃ, এষঃ (এই আদিত্য) প্রণবঃ। 'ওম্' ইতি ('ওম্' এই অক্ষর) হি এষঃ স্বরন্ (উচ্চারণ করিয়া) এতি ('ই' ধাতু—গতি-সূচক; গমন করেন)।

২। 'এতম্ (ইহাকে) উ এব অহম্ (আমি) অভি+অগাসিষম্ (অভি+গৈ, লুঙ; গান করিয়াছিলাম), তস্মাৎ (সেই জন্য) মম (আমার) ত্বম্ (তুমি) একঃ অসি (হও) ইতি হ কৌষীতকিঃ

১। যাহা উদ্গীথ, তাহাই প্রণব; আর যাহা প্রণব, তাহাই উদ্গীথ। এই আদিত্যই উদ্গীথ এবং ইনিই প্রণব—কারণ আদিত্য 'ওম্' উচ্চারণ পূর্ব্বক গমন করেন।

২। কৌষীতকি ঋষি, পুত্রকে বলিয়াছিলেন "আমি আদিত্যকে স্তুতি করিয়াছিলাম, সেইজন্য তুমি আমার একপুত্র হইয়াছ। তুমি

৩। অথাধ্যাত্মং য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদ্গীথমুপাসীতো-মিতি হ্যেষ স্বরন্নেতি।

৪। এতমু এবাহমভ্যগাসিষং তস্মান্মম ত্বমেকোঽসীতি হ কৌষীতকিঃ পুত্রমুবাচ প্রাণাংস্ত্বং ভূমানমভিগায়তাদ্বহবো বৈ মে ভবিষ্যন্তীতি।

পুত্রম্ (পুত্রকে) উবাচ (বলিয়াছিলেন)। রশ্মীন্ (রশ্মিসমূহকে) ত্বম্ পরি+আবর্ত্তয়াৎ (বৈদিক প্রয়োগ; = পর্য্যাবর্ত্তয় = পরি + আ + বৃৎ, ণিচ, = চারিদিকে আবর্ত্তন কর; চিন্তা কর), বহবঃ (বহুপুত্র) বৈ তে (তোমার) ভবিষ্যন্তি (হইবে) ইতি অধিদৈবতম্ (দেবতা-বিষয়ক এই ব্যাখ্যা)।

৩। অথ (অনন্তর) অধ্যাত্মম্ (দেহসংক্রান্ত উপাসনা):— যঃ এব অয়ম্ (এই যে) মুখ্যঃ (মুখে জাত; শ্রেষ্ঠ) প্রাণঃ তম্ (তাহাকে) উদ্গীথম্ (উদ্গীথরূপে) উপাসীত (উপাসনা করিবে); 'ওম্' ইতি হি এষঃ স্বরন্ এতি (১ম মঃ দ্রঃ)।

৪। 'এতম্ উ এব (ইহাকেও) অহম্ অভ্যগাসিষম্; তস্মাৎ মম ত্বম্ একঃ অসি ইতি হ কৌষীতকিঃ পুত্রম্ উবাচ। প্রাণান্

রশ্মিসমূহের ধ্যান কর, তোমার বহুপুত্র হইবে (কিংবা যদি তুমি ইচ্ছা কর যে "আমার বহুপুত্র হউক"—তাহা হইলে তুমি ইহার রশ্মি-সমূহের ধ্যান কর)।" ইহাই অধিদৈবত ব্যাখ্যা।

৩। অনন্তর অধ্যাত্ম উপাসনার উপদেশ—এই যে মুখ্যপ্রাণ, ইহাকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিবে, কারণ ইহা 'ওম্' উচ্চারণ করিতে করিতে গমন করে।

৪। কৌষীতকি ঋষি নিজ পুত্রকে বলিয়াছিলেন "আমি (একমাত্র) এই প্রাণের উপাসনা করিয়াছিলাম, সেইজন্য তুমি আমার

৫। অথ খলু য উদ্গীথঃ স প্রণবো যঃ প্রণবঃ স উদ্গীথ ইতি হোতৃষদনাদ্ধৈবাপি দুরুদ্গীতমনুসমাহরতীত্যনুসমাহরতীতি।

(প্রাণসমূহকে) ত্বম্ ভূমানম্ (মহান্ বলিয়া, নানাগুণবিশিষ্ট বলিয়া) অভিগায়তাৎ (=অভিগায়; 'হি' বিভক্তিস্থলে 'তাৎ' পাঃ ৭।১।৩৫= গান কর, উপাসনা কর), বহবঃ বৈ মে (আমার) ভবিষ্যন্তি ইতি (২য় মঃ দ্রঃ)।

৫। অথ খলু যঃ (যাহা) উদ্গীথঃ সঃ (তাহা) প্রণবঃ; যঃ প্রণবঃ সঃ উদ্গীথঃ ইতি। হোতৃষদনাৎ (হোতৃ+সদনাৎ হোতৃস্থান হইতে, হোতৃকৃতকর্ম্ম হইতে) হ এব অপি দুঃ+উৎগীতম্ (দোষযুক্ত গানকে) অনুসমাহরতি (সংশোধন করে) ইতি, অনুসমাহরতি ইতি (দ্বিরুক্তি সমাপ্তিসূচক)। 'হোতৃষদনাৎ' এর 'ষ' বৈদিক প্রয়োগ; প্রচলিত প্রয়োগ "হোতৃসদনাৎ" পাঠান্তর 'উৎগীতম্' স্থলে 'উৎগীথম্'।

একমাত্র পুত্র হইয়াছ। 'আমার বহু পুত্র হউক' ইহা যদি তুমি ইচ্ছা কর, তুমি প্রাণসমূহকে বহুগুণসম্পন্ন বলিয়া উপাসনা কর।"

৫। যাহা উদ্গীথ, তাহাই প্রণব এবং যাহা প্রণব, তাহাই উদ্গীথ। (যদি এই প্রকার জ্ঞান হয়) তাহা হইলে হোতার কর্ম্মে দোষ হইলেও তাহা সংশোধিত হইয়া যায়, তাহা নিশ্চয়ই সংশোধিত হইয়া যায়।

প্রথমাধ্যায়ে ষষ্ঠ খণ্ড

আদিত্যমণ্ডল-বাসী হিরণ্ময় পুরুষ

১। ইয়মেব ঋক্ অগ্নিঃ সাম তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়ত ইয়মেব সাঽগ্নিরমস্তৎ সাম।

২। অন্তরিক্ষমেব ঋক্ বায়ুঃ সাম তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তেঽন্তরিক্ষমেব সা বায়ুরমস্তৎসাম।

১। ইয়ম্ এব (এই পৃথিবীই) ঋক্; অগ্নিঃ সাম; তৎ এতৎ (+ সাম=সেই এই সাম) এতস্যাম্ ঋচি (এই ঋকে) অধ্যূঢ়ম্ (অধি+বহ+ক্ত=প্রতিষ্ঠিত) সাম। তস্মাৎ (সেই জন্য) ঋচি (ঋঙ্‌মন্ত্রে) অধ্যূঢ়ম্ (অধিষ্ঠিত রূপে) সাম গীয়তে (সাম গান করা হয়)। ইয়ম্ এব (এই পৃথিবীই) সা ('সাম' শব্দের 'সা' অক্ষর; সাম=সা+অম), অগ্নিঃ অমঃ (সাম শব্দের 'অম' অংশ); তৎ (তাহা; 'সা+অম' এই সম্মিলন) সাম।

২। অন্তরিক্ষম্ (অন্তঃ+ঈক্ষম্; 'ঈ' স্থলে 'ই') এব ঋক্; বায়ুঃ সাম। তৎ এতৎ এতস্যাম্ ঋচি অধ্যূঢ়ম্ সাম। তস্মাৎ ঋচি অধ্যূঢ়ম্ সাম গীয়তে। অন্তরিক্ষম্ এব 'সা': বায়ুঃ 'অমঃ'; তৎ সাম (১ম মন্ত্রঃ দ্রঃ)।

১। এই পৃথিবীই ঋক্, অগ্নিই সাম। সেই সাম (অর্থাৎ অগ্নি) ঋকে (অর্থাৎ পৃথিবীতে) অধিষ্ঠিত। এইজন্য গীত হইয়া থাকে যে সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। এই পৃথিবীই 'সা' (অর্থাৎ সাম শব্দের 'সা' অক্ষর); অগ্নিই 'অম' (অর্থাৎ সাম শব্দের 'অম' অংশ)। এইরূপে ('সা' এবং 'অম'—এই দুইয়ের সন্ধিতে) সাম হইয়াছে।

২। অন্তরিক্ষই ঋক্, বায়ুই সাম। সেই সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। এইজন্য গীত হইয়া থাকে যে, সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। অন্তরিক্ষই 'সা' এবং বায়ুই 'অম'। এইরূপে সাম হইল।

৩। দ্যৌরেব ঋগাদিত্যঃ সাম তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে দ্যৌরেব সাদিত্যোঽমস্তৎ সাম।

৪। নক্ষত্রাণ্যেব ঋক্ চন্দ্রমাঃ সাম তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে নক্ষত্রাণ্যেব সা চন্দ্রমা অমস্তৎ সাম।

৫। অথ যদেতদাদিত্যস্য শুক্লং ভাঃ সৈব ঋগথ যন্নীলং পরঃ কৃষ্ণং তৎ সাম তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে।

৩। দ্যৌঃ এব (দ্যুলোকই) ঋক্, আদিত্যঃ সাম; তৎ এতৎ এতস্যাম্ ঋচি অধ্যূঢ়ম্ সাম গীয়তে। দ্যৌঃ এব 'সা', আদিত্যঃ 'অমঃ'; তৎ সাম (১ম মন্ত্রঃ দ্রঃ)।

৪। নক্ষত্রাণি এব (নক্ষত্রসমূহই) ঋক্; চন্দ্রমাঃ সাম; তৎ এতৎ এতস্যাম্ ঋচি অধ্যূঢ়ম্ সাম; তস্মাৎ ঋচি অধ্যূঢ়ম্ সাম গীয়তে। নক্ষত্রাণি এব 'সা'; চন্দ্রমাঃ 'অমঃ'; তৎ সাম (১ম মঃ দ্রঃ)।

৫। অথ যৎ এতৎ (এই যে) আদিত্যস্য (সূর্য্যের) শুক্লম্ (শুক্লবর্ণ) ভাঃ (আভা) সা এব (তাহাই) ঋক্; অথ যৎ নীলম্ (আর যে নীল) পরঃ সা ('পরস্' শব্দ; অতিশয়) কৃষ্ণম্ (কৃষ্ণবর্ণ)

৩। দ্যুলোকই ঋক্, আদিত্যই সাম। সেই সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। এইজন্য গীত হইয়া থাকে যে, সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। দ্যৌই 'সা' এবং আদিত্যই 'অম' এইরূপে সাম হইয়াছে।

৪। নক্ষত্রসমূহই ঋক্, চন্দ্রমা সাম। সেই সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। এইজন্য গীত হইয়া থাকে যে, সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। দ্যৌই 'সা' আদিত্যই 'অম'। এইরূপে সাম হইয়াছে।

৫। তাহার পর আদিত্যের এই যে শুক্ল আভা ইহাই ঋক; আর যাহা নীল—গভীর কৃষ্ণআভা, তাহাই সাম। এই সাম

৬। অথ যদেবৈতদাদিত্যস্য শুক্লং ভাঃ সৈব সাথ যন্নীলং পরঃ কৃষ্ণং তদমস্তৎ সামাথ য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রুর্হিরণ্যকেশ আপ্রণখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ।

৭। তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী তস্যোদিতি নাম স এষ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্য উদিত উদেতি হ বৈ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যো য এবং বেদ।

তৎ সাম। তৎ এতৎ এতস্যাম্ ঋচি অধ্যূঢ়ম্ সাম ; তস্মাৎ ঋচি অধ্যূঢ়ম্ সাম গীয়তে (১ম মঃ দ্রঃ)।

৬। অথ যৎ এব এতৎ আদিত্যস্য শুক্লম্ ভাঃ সা এব (তাহাই) 'সা' ('সাম' শব্দের 'সা') ; অথ যৎ নীলম্ পরঃ কৃষ্ণম্ (৫ম মঃ দ্রঃ), তৎ (তাহা) অমঃ (সাম শব্দের 'অম' অংশ) ; তৎ সাম। অথ যঃ এষঃ (এই যে), অন্তঃ+আদিত্যে (আদিত্যের অভ্যন্তরে) হিরণ্ময়ঃ (সুবর্ণময়) পুরুষঃ দৃশ্যতে (দৃষ্ট হন) হিরণ্যশ্মশ্রুঃ (সুবর্ণের ন্যায় শ্মশ্রু যাঁহার তিনি) হিরণ্যকেশঃ (সুবর্ণের ন্যায় কেশ যাঁহার তিনি) আ প্রণখাৎ (নখাগ্র হইতে) সর্ব্বঃ এব সুবর্ণঃ।

৭। তস্য (তাঁহার) যথা (যেমন) কপ্যাসম্ (কপি+আসম্ =বানরপুচ্ছের নিম্নভাগ, কপিপৃষ্ঠের অধোভাগের ন্যায় আরক্তিম)

ঋকে অধিষ্ঠিত। এইজন্যই গীত হইয়া থাকে যে, 'সাম ঋকে অধিষ্ঠিত।'

৬। তাহার পর আদিত্যের এই যে শুক্ল আভা, ইহাই (সাম শব্দের) 'সা' ; আর যাহা নীল—গভীর কৃষ্ণ আভা, তাহাই (সাম শব্দের) 'অম' ; এইরূপে সাম হইল। আর আদিত্যের অভ্যন্তরে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হন, যিনি হিরণ্ময়, হিরণ্যশ্মশ্রু, হিরণ্যকেশ, যাঁহার নখাগ্র হইতে সমুদয় অঙ্গই সুবর্ণময়—।

৭। পুণ্ডরীক যেমন কপি-পৃষ্ঠের অধোভাগের ন্যায় আরক্তিম,

৮। তস্য ঋক্ চ সাম চ গেষ্ণৌ তস্মাদুদ্‌গীথস্তস্মাত্ত্বেবো-দ্গাতৈতস্য হি গাতা স এষ যে চামুষ্মাৎ পরাঞ্চো লোকাস্তেষাং চেষ্টে দেবকামানাং চেত্যধিদৈবতম্।

পুণ্ডরীকম্ (পদ্ম), এবম্ (এই প্রকার) অক্ষিণী (চক্ষুদ্বয়), তস্য 'উৎ' ইতি ('উৎ' এই) নাম। সঃ এষঃ (সেই ইনি) সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যঃ (সমুদয় পাপ হইতে) উদিতঃ (উত্থিত)। উদেতি (উৎ+ ই; উত্থিত হয়, উত্তীর্ণ হয়) হ বৈ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যঃ যঃ (যিনি) এবম্ (এই প্রকার) বেদ (জানেন)।

৮। তস্য (তাহার) ঋক্ চ সাম চ (ঋক্ ও সাম) গেষ্ণৌ (গায়ক-দ্বয়); তস্মাৎ (সেইজন্য) উদ্‌গীথঃ। তস্মাৎ তু এব উদ্‌গাতা ('উদ্-গাতা'-নামক গায়ক) এতস্য (ইহার) হি গাতা (গায়ক)। সঃ এষঃ (সেই ইনি) যে চ (যে সমুদয়) অমুষ্মাৎ (ঐ আদিত্যলোক হইতে) পরাঞ্চঃ (ঊর্দ্ধতন) লোকাঃ (লোকসমূহ) তেষাম্ (সেই লোকসমূহকে; ঈশ্ ধাতুর যোগে কর্ম্মকারকে ৬ষ্ঠী বিভক্তি; পাঃ ২।৩।৫২) চ ঈষ্টে (ঈশ্+তে=শাসন করেন) দেবকামানাম্ চ (দেবগণের কামনার বিষয়েরও) ইতি অধিদৈবতম্ (ইহাই দেব-বিষয়ক)।

তাঁহার চক্ষু দুইটীও তেমনি। তাঁহার নাম 'উৎ', কারণ তিনি সমুদয় পাপ হইতে উত্থিত হইয়াছেন। যিনি এই প্রকার জানেন, তিনিও সমুদয় পাপ হইতে উত্তীর্ণ হন।

৮। ঋক্ ও সাম সেই দেবতার গায়ক (বা দুই স্তুতি বা পর্ব্বদ্বয়); এইজন্যই তিনি উদ্‌গীথ এবং এইজন্যই ইহার গায়কের নাম উদ্‌গাতা। ঐ আদিত্যের ঊর্দ্ধতন যে সমুদয় লোক আছে, তিনি সেই সমুদয় লোকের ঈশ্বর এবং দেবগণের কাম্যবস্তুরও ঈশ্বর।

মন্তব্য

১।৬।৪। ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রের মতে মেষাদি ১২টি রাশিতে ২৭টী (কাহারও কাহারও মতে ২৮টী) নক্ষত্র। চন্দ্র এই নক্ষত্রপথে গমন

করে। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত মনে করেন, এই 'নক্ষত্র' অর্থেই, এখানে "নক্ষত্রাণি" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু এই উপনিষদের সময়ে এই অর্থে নক্ষত্র শব্দ ব্যবহৃত হইত কি না, সন্দেহ।

১।৬।৫। এক দৃষ্টিতে সূর্য্যকে নিরীক্ষণ করিলে সূর্য্যের কৃষ্ণবর্ণ আভা লক্ষ্য করা যায় (শঙ্কর)।

১।৬।৬। কপি + আস = কপ্যাস ; আস = আস্ (উপবেশনার্থক) + ঘঞ্ = যে অংশ দ্বারা উপবেশন করে—পৃষ্ঠের নিম্নভাগ। কপ্যাস কপিপৃষ্ঠের নিম্নভাগ। কপ্যাস-তুল্য পুণ্ডরীক যেমন অত্যন্ত তেজস্বী, দেবতার চক্ষুও তেমনি অত্যন্ত তেজস্বী (শঙ্কর)। ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যাকার পুণ্ডরীকের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন—যথা রক্তপদ্ম, শ্বেতপদ্ম, নীলপদ্ম।

১।৬।৭। ঋষি বলিতেছেন, অগ্নি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত ; অন্তরিক্ষ বায়ুতে, চন্দ্রমা নক্ষত্রে, সূর্য্যের কৃষ্ণ জ্যোতি ইহার শুভ্র জ্যোতিতে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষ অন্য কোন বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত নহেন। তিনি সকলকে অতিক্রম করিয়া পাপের অতীত হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছেন। সংক্ষেপে এই ভাব প্রকাশ করিবার জন্য ঋষি ইহার নাম দিয়াছেন 'উৎ'। 'উৎ' শব্দ শ্রেষ্ঠত্ব-প্রকাশক ; বর্ত্তমান যুগে আমরা 'ব্রহ্ম' বলিতে যাহা বুঝি, এই স্থলে রূপকচ্ছলে তাহারই আভাস দেওয়া হইয়াছে।

১।৬।৮। 'চ ঈষ্টে'—এই স্থলে 'চ' থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, তিনি যে কেবল শাসনকর্ত্তা, তাহা নহে, তিনি ধারণকর্ত্তাও (শঙ্কর)।

গেষ্ণৌ = পর্ব্বদ্বয়, Joints (শঙ্কর ও মোক্ষমুলার)। রঙ্গরামানুজের মতে "গানদ্বয়"। গেষ্ণৌ এবং উদ্‌গীথ উভয় শব্দই গৈ ধাতু হইতে উৎপন্ন।

প্রথমাধ্যায়ে সপ্তম খণ্ড

চাক্ষুষ পুরুষ ও আদিত্যপুরুষের একতা

১। অথাধ্যাত্মং বাগেব ঋক্ প্রাণঃ সাম তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে বাগেব সা প্রাণোঽমস্তৎ সাম।

২। চক্ষুরেব ঋগাত্মা সাম তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে চক্ষুরেব সাত্মাঽমস্তৎ সাম।

১। অথ অধ্যাত্মম্ (দেহ-বিষয়ক) :—
বাক্ এব (বাক্যই) ঋক্, প্রাণঃ সাম ; তৎ এতৎ এতস্যাম্ ঋচি, (এই ঋকে) অধ্যূঢ়ম্ (অধিষ্ঠিত) সাম। তস্মাৎ (সেইজন্য) ঋচি (ঋকে) অধ্যূঢ়ম্ সাম গীয়তে। বাক্ এব 'সা' প্রাণঃ 'অমঃ' ; তৎ সাম (১।৬।১ দ্রষ্টবা)।

২। চক্ষুঃ এব ঋক্, আত্মা সাম। তৎ এতৎ এতস্যাম্ ঋচি অধ্যূঢ়ম্ সাম। তস্মাৎ ঋচি অধ্যূঢ়ম্ সাম গীয়তে। চক্ষুঃ এব 'সা', আত্মা 'অমঃ'; তৎ সাম (১।৬।১ দ্রষ্টব্য)।

১। অনন্তর অধ্যাত্ম (অর্থাৎ দেহ-বিষয়ক) ব্যাখ্যা :—
বাক্ই ঋক্, প্রাণই সাম। এই সাম ঋকে অধিষ্ঠিত; এইজন্য গীত হইয়া থাকে যে 'সাম ঋকে অধিষ্ঠিত'। বাক্ই 'সা' এবং প্রাণই 'অম' ; এইরূপে 'সাম' হইল।

২। চক্ষুই ঋক্, আত্মাই (অর্থাৎ চক্ষুতে প্রতিবিম্বিত দেহই) সাম। এই সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। এইজন্য গীত হয় সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। চক্ষুই 'সা' এবং আত্মাই 'অম' ; এইরূপে সাম হইল।

৩। শ্রোত্রমেবর্ঙ্মনঃ সাম তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে শ্রোত্রমেব সা মনোঽমস্তৎ সাম।

৪। অথ যদেতদক্ষ্ণঃ শুক্লং ভাঃ সৈবর্গথ যন্নীলং পরঃ কৃষ্ণং তৎ সাম তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে অথ যদেবৈতদক্ষ্ণঃ শুক্লং ভাঃ সৈব সাঽথ যন্নীলং পরঃ কৃষ্ণং তদমস্তৎ সাম।

৩। শ্রোত্রম্ এব (কর্ণ ই) ঋক্, মনঃ সাম ; তৎ এতৎ এতস্যাম্ ঋচি অধ্যূঢ়ম্ সাম। তস্মাৎ ঋচি অধ্যূঢ়ম্ সাম গীয়তে। শ্রোত্রম্ এব 'সা,' মনঃ 'অমঃ' ; তৎ সাম (১।৬।১ দ্রষ্টব্য)।

৪। অথ যৎ এতৎ (এই যে) অক্ষ্ণঃ (চক্ষুর) শুক্লম্ (শুক্ল) ভাঃ (আভা), সা এব ঋক্। অথ যৎ নীলম্—পরঃ কৃষ্ণম্, তৎ সাম। তৎ এতৎ এতস্যাম্ ঋচি অধ্যূঢ়ম্ সাম। তস্মাৎ ঋচি অধ্যূঢ়ম্ সাম গীয়তে। অথ যৎ এব এতৎ অক্ষ্ণঃ শুক্লম্ ভাঃ, সা এব 'সা', অথ যৎ নীলম্—পরঃ কৃষ্ণম্, তৎ 'অমঃ'। তৎ সাম। ১।৬।১৫ টী দ্রষ্টব্যা।

৩। শ্রোত্রই ঋক্, মনই সাম। এই সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। এই জন্যই গীত হইয়া থাকে যে, সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। শ্রোত্রই 'সা', মনই 'অম'। এইরূপে সাম হইল।

৪। তাহার পর চক্ষুর যে শুক্ল আভা, তাহাই ঋক্; আর (ইহার) যে নীল—গভীর কৃষ্ণ আভা, তাহাই সাম। এই সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। এইজন্য গীত হয় যে, 'সাম ঋকে অধিষ্ঠিত'। এই যে চক্ষুর শুক্ল আভা ইহাই 'সা', আর যে নীল—গভীর কৃষ্ণ আভা, ইহাই 'অম'। এইরূপে সাম হইল।

৫। অথ য এষোহন্তরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে সৈব ঋক্ তৎ সাম তদুক্থং তদ্ যজুস্তদ্ ব্রহ্ম তস্যৈতস্য তদেব রূপং যদমুষ্য রূপং যাবমুষ্য গেষ্ণৌ তৌ গেষ্ণৌ যন্নাম তন্নাম।

৬। স এষ যে চৈতস্মাদর্বাঞ্চো লোকাস্তেষাং চেষ্টে মনুষ্য-কামানাং চেতি তদ্ য ইমে বীণায়াং গায়ন্ত্যেতং তে গায়ন্তি তস্মাত্তে ধনসনয়ঃ।

৫। অথ যঃ এষঃ (এই যে) অন্তঃ+অক্ষিণি (চক্ষুর অভ্যন্তরে) পুরুষঃ দৃশ্যতে (দৃষ্ট হন), সা এব ঋক্, তৎ (তাহা) সাম, তৎ উক্থম্ (সামের অংশবিশেষ), তৎ যজুঃ, তৎ ব্রহ্ম (মন্ত্র, বেদ)। তস্য এতস্য (সেই এই পুরুষের) তৎ এব (তাহাই) রূপম্, যৎ (যাহা) অমুষ্য (তাঁহার, সূর্য্যস্থ পুরুষের) রূপম্। যৌ (যে দুইজন) অমুষ্য (তাঁহার, সূর্য্যস্থ পুরুষের) গেষ্ণৌ (গায়কদ্বয় বা পর্ব্বদ্বয়), তৌ (তাহারা দুইজন) গেষ্ণৌ (ইহারও গায়কদ্বয় বা পর্ব্বদ্বয়)। যৎ (যাহা) নাম ('তাঁহার' নাম অর্থাৎ 'উৎ'), তৎ (তাহা) নাম ('ইহারও' নাম)।

৬। সঃ এষঃ (সেই এই চাক্ষুষ পুরুষ)—যে চ (যে সমুদয়) এতস্মাৎ (এই আধ্যাত্মিক আত্মা হইতে) অর্ব্বাঞ্চঃ (অধস্তন) লোকাঃ (লোকসমূহ)—তেষাম্ চ (তাহাদিগকেও ; ঈশ্ ধাতুর

৫। চক্ষুর অভ্যন্তরে যে পুরুষ দৃষ্ট হন, তিনিই ঋক্, তিনিই সাম, তিনিই উক্থ (=সামের অংশবিশেষ), তিনিই ব্রহ্ম (=মন্ত্র, বেদ)। আদিত্যপুরুষের যে রূপ, এই পুরুষের সেই রূপ। আদিত্যপুরুষের যাহা গেষ্ণ (—গায়ক বা গান বা পর্ব্বদ্বয়), এই চাক্ষুষ পুরুষেরও তাহাই গেষ্ণ। আদিত্যপুরুষের যে নাম (উৎ), চাক্ষুষ পুরুষেরও সেই নাম।

৬। আধ্যাত্মিক আত্মা হইতে অধস্তন যে সমুদয় লোক আছে,

৭। অথ য এতদেবং বিদ্বান্ সাম গায়ত্যুভৌ স গায়তি সোঽমুনৈব স এষ তে চামুষ্মাৎ পরাঞ্চো লোকাস্তাংশ্চাপ্নোতি দেবকামাস্তাংশ্চ।

৮। অথানেনৈব যে চৈতস্মাদর্বাঞ্চো লোকাস্তাংশ্চাপ্নোতি মনুষ্যকামাংশ্চ তস্মাদু হৈবংবিদুদ্গাতা ব্রূয়াৎ।

৯। কং তে কামমাগায়ানীত্যেষ হ্যেব কামগানস্যেষ্টে য এবং বিদ্বান্ সাম গায়তি সাম গায়তি।

যোগে কর্ম্মকারকে ৬ষ্ঠী বিভক্তি, পাঃ ২।৩।৫২) ঈষ্টে (ঈশ্ + তে ; শাসন করেন) মনুষ্যকামানাম্ চ (মনুষ্যদিগের কামনাকেও ; কর্ম্মকারকে ৬ষ্ঠী)। তৎ (সেই জন্য) যে ইমে (এই সমুদয় যে লোক) বীণায়াম্ (বীণাযন্ত্রে) গায়ন্তি (গান করে), এতম্ (চাক্ষুষ পুরুষকে) তে (তাহারা) গায়ন্তি। তস্মাৎ (সেইজন্য) তে (তাহারা) ধনসনয়ঃ (ধনসনি ১।৩=ধনবান্ ; সনি=লাভ, সন্ ধাতু হইতে)। পাঠান্তর :—'মনুষ্যকামানাম্ স্থলে 'মনুষ্য-কামাণাম্'।

৭, ৮, ৯। অথ যঃ (যে) এতৎ (ইহাকে) এবম্ (এইরূপ) বিদ্বান্ (জানিয়া) সাম (২।১) গায়তি (গান করে), উভৌ (উভয়কেই) সঃ গায়তি। সঃ অমুনা এব (আদিত্যদ্বারা) সঃ এষঃ (সেই এই গায়ক) যে চ (যে সমুদয়) অমুষ্মাৎ (আদিত্য অপেক্ষা) পরাঞ্চঃ (উর্দ্ধতন) লোকাঃ—তান্ চ (তাহাদিগকেও) আপ্নোতি (প্রাপ্ত

চাক্ষুষ পুরুষ সে সমুদয় লোকেরও ঈশ্বর এবং মনুষ্যদিগের কামনারও ঈশ্বর। সুতরাং যাহারা বীণা-সংযোগে গান করে, তাহারা ইহারই গান করে এবং এই জন্য তাহারা ধনবান্ হইয়া থাকে।

৭, ৮, ৯। যে মানব ইহাকে এইরূপ জানিয়া সামগান করেন, (আদিত্যপুরুষ ও চাক্ষুষ পুরুষ এই) উভয়কেই (লক্ষ্য করিয়া) তাঁহার সামগান করা হয়। আদিত্যপুরুষ অপেক্ষা যে সমুদয় উর্দ্ধতন

হয়), দেবকামান্ চ (তত্রস্থ দেবগণের কাম্যবস্তুসমূহকেও)। অথ অনেন এব (চাক্ষুষ পুরুষ দ্বারা) যে চ (যে সমুদয়) এতস্মাৎ (চাক্ষুষ পুরুষ অপেক্ষা) অর্ব্বাঞ্চঃ লোকাঃ (অধস্তন লোক সমূহ তান্ চ (সেই সমুদয় লোককেও) আপ্নোতি মনুষ্যকামান্ চ (মনুষ্য-গণের কাম্যবস্তুও) । তস্মাৎ (সেইজন্য) উ হ এবংবিৎ (এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন) উদ্গাতা ব্রূয়াৎ (বলিবেন):—'কম্ (কি) তে (তোমার জন্য), কামম্ (কাম্যবস্তুকে) আগায়ানি (গান করিব ; আ+গৈ লোট্ ১।১)' ? ইতি। এষঃ হি (ইনিই) কামগানস্য (কাম-গানকে, ঈশ্ ধাতুর যোগে কর্ম্মে ৬ষ্ঠী পাঃ ২।৩।৫২) ঈষ্টে (শাসন করেন), যঃ (যিনি) এবম্ (এই প্রকার) বিদ্বান্ (জানিয়া) সাম গায়তি, সাম গায়তি।

লোক আছে, আদিত্যপুরুষ দ্বারা তিনি সেই সমুদয় লাভ করেন এবং দেবগণের কাম্য বস্তুসমূহও লাভ করিয়া থাকেন। আর চাক্ষুষ পুরুষ অপেক্ষা যে সমুদয় অধস্তন লোক আছে, চাক্ষুষ পুরুষ দ্বারা তিনি সেই সমুদয় লোক প্রাপ্ত হন এবং মনুষ্যদিগের কাম্য বস্তুও লাভ করেন। সেইজন্য এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন উদ্গাতা বলিবেন :—

'তোমার কোন্ কাম্য বস্তু লাভের জন্য গান করিব ?' যিনি এই প্রকার জানিয়া সামগান করেন, তিনি গান দ্বারা কাম্যবস্তু লাভ করিতে সমর্থ হন।

মন্তব্য

১।৭।২। কোন লোকের চক্ষুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সেই চক্ষুর মধ্যে দ্রষ্টার মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত দেখা যায়। এই প্রতিবিম্বিত দেহকেই এখানে আত্মা বলা হইয়াছে। শঙ্করভাষ্যে, আত্মা=ছায়া আত্মা। বৈদিক গ্রন্থে বহুস্থলে আত্মা=দেহ (ঋগ্বেদ ১।১৬২।২০ ; ১০।১৬৩।৫,৬ ; বৃহঃ উপঃ ১।২।৪ ইত্যাদি)। এখানে ঋষির বলিবার অভিপ্রায় এই :— চক্ষুতে যেমন ছায়া আত্মা (অর্থাৎ দেহ) অবস্থিত, ঋকেও তেমনি সাম অবস্থিত।

প্রথমাধ্যায়ে অষ্টম খণ্ড

আদিকারণের অন্বেষণ

১। ত্রয়ো হোদ্গীথে কুশলা বভূবুঃ শিলকঃ শালাবত্যশ্চৈকিতায়নো দাল্ভ্যঃ প্রবাহণো জৈবলিরিতি তে হোচুরুদ্গীথে বৈ কুশলাঃ স্মো হন্তোদ্গীথে কথাং বদাম ইতি।

২। তথেতি হ সমুপবিবিশুঃ স হ প্রবাহণো জৈবলিরুবাচ ভগবন্তাবগ্রে বদতাং ব্রাহ্মণয়োর্বদতোর্বাচং শ্রোষ্যামীতি।

১। ত্রয়ঃ (তিনজন) হ উদ্গীথে (উদ্গীথবিদ্যায়) কুশলাঃ (কুশল) বভূবুঃ (ছিলেন):—শিলকঃ শালাবত্যঃ (শলাবতের অপত্য শিলক) চৈকিতায়নঃ (চিকিতায়নের অপত্য) দাল্ভ্যঃ (দল্ভ গোত্রের), প্রবাহণঃ জৈবলিঃ (জিবলের অপত্য প্রবাহণ) ইতি। তে (তাঁহারা) হ উচুঃ (বলিয়াছিলেন) "উদ্গীথে বৈ কুশলাঃ স্মঃ (হইয়াছি)। হন্ত (অব্যয়, সম্মতি ও জিজ্ঞাসাসূচক,) উদ্গীথে কথাম্ বদামঃ (বলি)" ইতি।

২। 'তথা' (তাহাই হউক) ইতি হ সমুপবিবিশুঃ (সম্+উপ-বিশ লিট্ ৩।৩, একস্থলে উপবেশন করিলেন)। সঃ হ প্রবাহণঃ জৈবলিঃ উবাচ (বলিলেন)—"ভগবন্তৌ (ভগবদ্দ্বয়) অগ্রে বদতাম্ (বলুন); ব্রাহ্মণয়োঃ (দুইজন ব্রাহ্মণের) বদতোঃ (যে দুইজন

১। (প্রাচীন কালে) শালাবত্য শিলক, দাল্ভ্য চৈকিতায়ন, প্রবাহণ জৈবলি—এই তিনজন উদ্গীথবিত্তায় কুশল ছিলেন। তাঁহারা বলিলেনঃ—"আমরা উদ্গীথবিত্তায় পারদর্শী হইয়াছি; আপনাদের যদি অনুমতি হয়, তবে আমরা উদ্গীথ বিষয়ে আলোচনা করি।"

২। "তাহাই হউক" এই বলিয়া তাঁহারা এক স্থানে উপবেশন

৩। স হ শিলকঃ শালাবত্যশ্চৈকিতায়নং দাল্ভ্যমুবাচ হন্ত ত্বা পৃচ্ছানীতি পৃচ্ছেতি হোবাচ।

৪। কা সাম্নো গতিরিতি স্বর ইতি হোবাচ স্বরস্য কা গতিরিতি প্রাণ ইতি হোবাচ প্রাণস্য কা গতিরিত্যন্নমিতি হোবাচান্নস্য কা গতিরিত্যাপ ইতি হোবাচ।

বলিতেছেন, তাঁহাদিগের) বাচম্ (বাক্যকে) শ্রোষ্যামি (শ্রবণ করিব)" ইতি।

৩। সঃ হ শিলকঃ শালাবত্যঃ চৈকিতায়নম্ দাল্ভ্যম্ উবাচ (বলিলেন):—"হন্ত (যদি অনুমতি হয়), ত্বা (তোমাকে) পৃচ্ছানি (প্রশ্ন করি)" ইতি।

'পৃচ্ছ' ইতি হ উবাচ।

৪। কা (কি) সাম্নঃ (সামের) গতিঃ (গতি)? ইতি স্বরঃ (স্বর) ইতি হ উবাচ স্বরস্য (স্বরের) কা গতিঃ? ইতি।

প্রাণঃ ইতি হ উবাচ।

প্রাণস্য (প্রাণের) কা গতিঃ? ইতি।

অন্নম্ (অন্ন) ইতি হ উবাচ। অন্নস্য (অন্নের) কা গতিঃ? ইতি আপঃ (জল) ইতি হ উবাচ।

করিলেন। প্রবাহণ জৈবলি বলিলেন—"মহাশয়গণই অগ্রে এবিষয়ে বলুন; আমি ব্রাহ্মণদ্বয়ের বিচার শ্রবণ করিব।"

৩। শালাবত্য শিলক দাল্ভ্য চৈকিতায়নকে বলিলেন—"যদি অনুমতি হয়, আমি তোমাকে প্রশ্ন করি।"

দাল্ভ্য বলিলেন 'প্রশ্ন কর'।

৪। শিলক জিজ্ঞাসা করিলেন—"সামের গতি (= প্রতিষ্ঠা) কি?" দাল্ভ্য বলিলেন—"স্বর"।

৫। অপাং কা গতিরিত্যসৌ লোক ইতি হোবাচামুষ্য লোকস্য কা গতিরিতি ন স্বর্গং লোকমতিনয়েদিতি হোবাচ স্বর্গং বয়ং লোকং সামাভিসংস্থাপয়ামঃ স্বর্গসংস্তাবং হি সামেতি।

৬। তং হ শিলকঃ শালাবত্যশ্চৈকিতায়নং দাল্ভ্যমুবাচা-

৫। অপাম্ (জলের) কা গতিঃ? ইতি। অসৌ লোকঃ (সেই লোক, স্বর্গলোক) ইতি হ উবাচ। অমুষ্য লোকস্য (সেই স্বর্গলোকের) কা গতি? ইতি ন (না) স্বর্গম্ লোকম্ (স্বর্গলোককে) অতিনয়েৎ (অতিক্রম করিবে) ইতি হ উবাচ। স্বর্গম্ (+লোকম্; স্বর্গলোককে) বয়ম্ (আমরা) লোকম্ (স্বর্গম্+) সাম (সামকে) অভিসংস্থাপয়ামঃ (প্রতিষ্ঠিত করি); স্বর্গসংস্তাবম্ (স্বর্গরূপে স্তবনীয়) হি সাম ইতি।

৬। তম্ হ শিলকঃ শালাবত্যঃ চৈকিতায়নম্ দাল্ভ্যম্ উবাচ—

শিলক—"স্বরের গতি কি?"

দাল্ভ্য—"প্রাণ।"

শিলক—"প্রাণের গতি কি?"

দাল্ভ্য—"অন্ন।"

শিলক—"অন্নের গতি কি?"

দাল্ভ্য—"জল।"

৫। শিলক—"জলের গতি কি?"

দাল্ভ্য—"সেই লোক (=স্বর্গলোক)।"

শিলক—"সেই লোকের গতি কি?"

দাল্ভ্য—"স্বর্গলোককে অতিক্রম করিও না। আমরা সামকে স্বর্গলোক-প্রতিষ্ঠ বলিয়া জানি; এই সাম স্বর্গরূপে স্তবনীয়।"

প্রতিষ্ঠিতং বৈ কিল তে দাল্ভ্য সাম যস্ত্বেতর্হি ব্রূয়ান্মূর্ধা তে বিপতিষ্যতীতি মূর্ধা তে বিপতেদিতি।

৭। হন্তাহমেতদ্ভগবত্তো বেদানীতি বিদ্ধীতি হোবাচামুষ্য লোকস্য কা গতিরিত্যয়ং লোক ইতি হোবাচাস্য লোকস্য কা গতিরিতি ন প্রতিষ্ঠাং লোকমতি নয়েদিতি হোবাচ প্রতিষ্ঠাং বয়ং লোকং সামাভিসংস্থাপয়ামঃ প্রতিষ্ঠাসংস্তাবং হি সামেতি।

"অপ্রতিষ্ঠিতম্ (প্রতিষ্ঠাবিহীন) বৈ কিল তে (তোমার) দাল্ভ্য (হে দাল্ভ্য) সাম; যঃ তু (কেহ যদি) এতর্হি (ইদম্+র্হিল, পাঃ ৫।৩। ১৬,৪; এই সময়ে) ব্রূয়াৎ (বলে)—'মূর্দ্ধা (মস্তক) তে (তোমার) বিপতিষ্যতি (পতিত হইবে)' ইতি মূর্দ্ধা তে বিপতেৎ" ইতি (এই দ্বিরুক্তি নিশ্চয়সূচক)।

৭। হন্ত (অব্যয়—অনুমতিপ্রার্থনাসূচক) অহম্ (আমি) এতৎ (এই বিষয়কে) ভগবতঃ (ভগবানের অর্থাৎ আপনার নিকট হইতে) বেদানি (অবগত হই) ইতি।

বিদ্ধি (অবগত হও) ইতি হ উবাচ। অমুষ্য লোকস্য (সেই লোকের) কাঃ গতিঃ (গতি কি)? ইতি।

অয়ম্ লোকঃ (এই লোক) ইতি হ উবাচ।

৬। শালাবত্য শিলক চৈকিতায়ন দাল্ভ্যকে বলিলেন "হে দাল্ভ্য! তোমার সাম প্রতিষ্ঠাবিহীন। এখন যদি কেহ বলে '(তোমার কথা যদি সত্য না হয়, তবে) তোমার মস্তক নিপতিত হইবে,' তাহা হইলে তোমার মস্তক নিশ্চয়ই নিপতিত হইবে।"

৭। দাল্ভ্য বলিলেন :—

"যদি অনুমতি হয় আমি ভগবানের (অর্থাৎ আপনার) নিকটে ইহা অবগত হই।"

৮। তং হ প্রবাহণো জৈবলিরুবাচান্তবদ্বৈ কিল তে শালাবত্য সাম যস্ত্বেতর্হি ক্রূয়ান্মূর্ধা তে বিপতিষ্যতীতি মূর্ধা তে বিপতেদিতি হন্তাহমেতদ্ভগবত্তো বেদানীতি বিদ্ধীতি হোবাচ।

অস্য লোকস্য (এই লোকের) কা গতিঃ ? ইতি। ন (না) প্রতিষ্ঠাম্ লোকম্ (প্রতিষ্ঠা লোককে অর্থাৎ পৃথিবীকে) অতিনয়েৎ (অতিক্রম করিবে) ইতি হ উবাচ।

প্রতিষ্ঠাম্ (+লোকম্=প্রতিষ্ঠা লোকে অর্থাৎ পৃথিবীতে, ২।১) বয়ম্ (আমরা) লোকম্ (প্রতিষ্ঠাম্+) সাম (সামকে) অভিসংস্থাপয়ামঃ (সংস্থাপন করি)। প্রতিষ্ঠাসংস্তাবম্ (প্রতিষ্ঠারূপে স্তবণীয়) সাম ইতি।

৮। তম্ হ (তাঁহাকে) প্রবাহণঃ জৈবলিঃ উবাচ :—অন্তবৎ (যাহার অন্ত আছে) বৈ কিল তে (তোমার) শালাবত্য (হে শালাবত্য) সাম। যঃ তু (যদি কেহ) এতর্হি (ইদম্+র্হিল, পাঃ

শালাবত্য বলিলেন—"অবগত হও"।

দালভ্য—"সেই লোকের (অর্থাৎ স্বর্গলোকের) প্রতিষ্ঠা কি ?"

শিলক—"এই পৃথিবীলোক।"

দালভ্য—"এই পৃথিবীলোকের প্রতিষ্ঠা কি ?"

শিলক—"(সামের প্রতিষ্ঠার জন্য) পৃথিবীলোককে অতিক্রম করিবে না। আমরা এই সামকে, প্রতিষ্ঠাভূত এই পৃথিবীলোকেই সংস্থাপন করি। প্রতিষ্ঠারূপেই এই সাম স্তবনীয়।"

৮। প্রবাহণ জৈবলি, শালাবত্যকে বলিলেন, "হে শালাবত্য ! তোমার সাম অন্তবৎ। এখন কেহ যদি বলে—'(তোমার কথা সত্য না হইলে) তোমার মস্তক নিপতিত হইবে,' তাহা হইলে নিশ্চয় তোমার মস্তক নিপতিত হইবে।"

৫।৩।১৬,৪ ; এখন) ব্রূয়াৎ (বলে) 'মূর্দ্ধা (মস্তক) তে (তোমার) বিপতিষ্যতি.' (নিপতিত হইবে) ইতি, মূর্দ্ধা তে (তোমার) বিপতেৎ (নিপতিত হইবে) ইতি হ উবাচ।

হন্ত (অব্যয়—অনুমতিপ্রার্থনাসূচক) অহম্ এতৎ (ইহাকে) ভগবতঃ (ভগবানের অর্থাৎ আপনার নিকট হইতে) বেদানি (অবগত হই) ইতি।

বিদ্ধি (অবগত হও) ইতি হ উবাচ।

শালাবত্য বলিলেন—"আমি ভগবানের (=আপনার) নিকট ইহা অবগত হইতে চাই।"

তিনি বলিলেন—"অবগত হও।"

মন্তব্য

১।৮।১। 'শিলকঃ' স্থলে 'সিলকঃ' পাঠান্তর।

St. Petersburg অভিধানের মতে চেকিতের অপত্য চৈকিতায়ন।

১।৮।২। এই মন্ত্রে বুঝা যাইতেছে, প্রবাহণ জৈবলি ব্রাহ্মণ ছিলেন না। শ্বেতকেতু একস্থলে (৫।৩৫) ঘৃণাভরে ইহাকে "রাজন্য বন্ধু" বলিয়াছেন।

১।৮।৫। 'স্বর্গ-সংস্তাবম্' শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করা হইয়াছে, যেমন—যে স্বর্গকে স্তুতি করে, যাহাতে স্বর্গের স্তুতি হয়, স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া যে স্তবনীয় ইত্যাদি।

১।৮।৭। "ভগবতঃ" এর পাঠান্তর "ভগবত্তঃ"।

১।৮।৮। "ভগবতঃ" ইহার পাঠান্তর "ভগবত্তঃ", "ভগবন্তঃ"।

প্রথমাধ্যায়ে নবম খণ্ড

আকাশ বা অনন্ত

১। অস্য লোকস্য কা গতিরিত্যাকাশ ইতি হোবাচ সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্ত আকাশং প্রত্যস্তং যন্ত্যাকাশো হ্যেবৈভ্যো জ্যায়ানাকাশঃ পরায়ণম্।

২। স এষ পরোবরীয়ানুদ্‌গীথঃ স এষোঽনন্তঃ পরোবরীয়ো হাস্য ভবতি পরোবরীয়সো হ লোকাঞ্জয়তি য এতদেবং বিদ্বান্ পরোবরীয়াংসমুদ্‌গীথমুপাস্তে।

১। অস্য লোকস্য (এই লোকের) কা গতিঃ? ইতি। 'আকাশঃ' ইতি উবাচ। সর্ব্বাণি (সমুদয়) হ বৈ ইমানি ভূতানি (এই ভূত-সমূহ) আকাশাৎ এব (আকাশ হইতেই) সমুৎপদ্যন্তে (সমুৎপন্ন হয়); আকাশং প্রতি (আকাশে) অস্তম্ যন্তি (অস্ত যায়, বিলীন হয়; "ই" ধাতু হইতে); আকাশঃ হি এব এভ্যঃ (এই সমুদয় অপেক্ষা) জ্যায়ান্ (শ্রেষ্ঠ); আকাশঃ পরায়ণম্ (পর + অয়নম্ = পরমা গতি; অয়ন = গতিসূচক 'অয়্' বা 'ই' ধাতু + অনট্ = গতি)।

২। সঃ এষঃ (সেই ইহা) পরোবরীয়ান্ (পরস্ + বর + ঈয়স্ =

১। শালাবতা জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই লোকের অর্থাৎ এই পৃথিবীর কি গতি?"

প্রবাহণ বলিলেন 'আকাশ'। (কারণ) এই সমুদয় ভূত আকাশ হইতেই সমুৎপন্ন হয় এবং আকাশেই বিলীন হয়। সুতরাং আকাশ এই সমুদয় হইতে শ্রেষ্ঠ। আকাশই পরমা গতি।

২। এই আকাশই উদ্‌গীথ এবং শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ। ইহা অনন্ত;

৩। তং হৈতমতিধন্বা শৌনক উদরশাণ্ডিল্যায়োক্ত্বোবাচ যাবত্ত এনং প্রজায়ামুদ্গীথং বেদিষ্যন্তে পরোবরীয়ো হৈভ্যস্তাবদস্মিঁল্লোকে জীবনং ভবিষ্যতি।

পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; কিংবা পর এবং বরীয়ান্ অর্থাৎ মহান্ ও শ্রেষ্ঠ) উদ্গীথঃ। সঃ এষঃ অনন্তঃ। পরোবরীয়ঃ (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) হ অস্য (ইহার; অর্থাৎ ইহার জীবন) ভবতি (হয়), পরোবরীয়সঃ হ লোকান্ (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোকসমূহকে) জয়তি (জয় করেন), যঃ (যিনি) এতৎ ক্লীং প্রয়োগ বৈদিক, এতম্ = ইহাকে) এবম্ (এই প্রকার) বিদ্বান্ (জানিয়া) পরোবরীয়াংসম্ উদ্গীথম্ (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উদ্গীথকে) উপাস্তে (উপাসনা করে)।

৩। তম্ হ এতম্ (সেই এই উদ্গীথকে) অতিধন্বা শৌনকঃ (শুনকের পুত্র অতিধন্বা নামক ঋষি) উদরশাণ্ডিল্যায় (উদরশাণ্ডিল্য নামক শিষ্যকে) উক্ত্বা (শিক্ষা দিয়া) উবাচ (বলিয়াছিলেন)—"যাবৎ (যে পর্য্যন্ত) তে (তোমার) এনম্ (ইহাকে) প্রজায়াম্ (সন্তানগণের মধ্যে) উদ্গীথম্ (এনম্ + ; = এই উদ্গীথকে) বেদিষ্যন্তে (জানিবে), পরোবরীয়ঃ (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) হ এভ্যঃ (এই সমুদয় সাধারণ লোক অপেক্ষা) তাবৎ (সে পর্য্যন্ত) অস্মিন্ লোকে (এই পৃথিবীতে) জীবনম্ (জীবন) ভবিষ্যতি (হইবে)।

যিনি এই প্রকার জানিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উদ্গীথকে উপাসনা করেন, তাঁহার জীবন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয় এবং তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোক জয় করেন।

৩। শুনকের পুত্র অতিধন্বা উদরশাণ্ডিল্যকে উদ্গীথ-বিষয়ে উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন:—"যাবৎ তোমার বংশে এই উদ্গীথ-বিদ্যা জানিবে, তাবৎ এই পৃথিবীতে তাহাদিগের জীবন এই সমুদয় লোকের (অর্থাৎ সাধারণ লোকের) জীবন অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হইবে।

৪। তথামুষ্মিঁল্লোকে লোক ইতি স য এতমেবং বিদ্বানু-পাস্তে পরোবরীয় এব হাস্যাস্মিঁল্লোকে জীবনং ভবতি তথাঽমুষ্মিন্ লোকে। লোক ইতি লোকে লোক ইতি।

৪। তথা (সেই প্রকার) অমুষ্মিন্ লোকে (সেই লোকে, পর-লোকে) লোকঃ (ইহার দুই অর্থ হইতে পারে (১) স্থান, বাসস্থান; (২) লোকী বা লোকবাসী (পাঃ ৫।২।১২৭); উভয় স্থলেই 'হয়' ক্রিয়া উহ্য ইতি। সঃ যঃ (মন্তব্য) এতৎ এবম্ বিদ্বান্ উপাস্তে, পরোবরীয়ঃ এব হ অস্য অস্মিন্ লোকে জীবনম্ ভবতি; তথা অমুষ্মিন্ লোকে লোকঃ ইতি, লোকে লোকঃ ইতি+(পুনরুক্তি সমাপ্তিসূচক) (২য়, ৩য় মঃ দ্রষ্টব্য)।"

৪। (যেমন ইহলোকে) তেমনি পরলোকেও তাহার শ্রেষ্ঠ লোক লাভ হইবে। যিনি এইরূপ জানিয়া ইহার উপাসনা করেন; তাঁহার জীবন ইহলোকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয় এবং পরলোকেও তাঁহার শ্রেষ্ঠলোক হয়।"

মন্তব্য

১।৯।১। পাণিনির মতে প্রশস্য+ঈয়সু=জ্যায়স্ (৫।৩৬১; ৬।৪।১৬০) ইহার পুংলিঙ্গে ১।১ জ্যায়ান্। বৃদ্ধ+ঈয়সু হইতেও জ্যায়স্ হইতে পারে (৫।৩।৬২)। কিন্তু কেহ কেহ মনে করেন 'জ্যা' ধাতু হইতেই জ্যায়স্ নিষ্পন্ন করা উচিত। 'জ্যা' ধাতু কিপ্=জ্যা; জ্যা শব্দ+ঈয়সু=জ্যায়স্; এই প্রকারে জ্যা+ইষ্ঠ=জ্যেষ্ঠ।

১।৯।২। পাঠান্তর—'এতৎ' স্থলে 'এতম্'।

'পরোবরীয়ঃ হ অস্য ভবতি' এই অংশের অর্থ কেহ কেহ এই প্রকার করেন—পরোবরীয় অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু ইহার হয়। কিন্তু তৃতীয় মন্ত্রে 'জীবন'কে ই পরোবরীয় বলা হইয়াছে।

১।৯।৩। বংশ ব্রাহ্মণেও অতিধন্বা এবং উদরশাণ্ডিল্যের উল্লেখ আছে।

১।৯।৪। পাঠান্তর (১) 'এতৎ' স্থলে এতম্'

'ইতি লোকে লোক ইতি' স্থলে 'ইতি লোক লোক ইতি'।

প্রথমাধ্যায়ে দশম খণ্ড

উষস্তি চাক্রায়ণের আখ্যায়িকা (১)

১। মটচীহতেষু কুরুষ্বাটিক্যা সহ জায়য়োষস্তির্হ চাক্রায়ণ ইভ্যগ্রামে প্রদ্রাণক উবাস।

২। স হেভ্যং কুল্মাষান্ খাদন্তং বিভিক্ষে তং হোবাচ। নেতোঽন্যে বিদ্যন্তে যচ্চ যে ম ইম উপনিহিতা ইতি।

১। মটচীহতেষু কুরুষু (শিলাবৃষ্টি দ্বারা বিনষ্ট কুরুদেশে) আটিক্যা সহ জায়য়া (ভ্রমণে সমর্থা জায়ার সহিত) উষস্তিঃ হ চাক্রায়ণঃ (চক্রতনয় উষস্তি) ইভ্যগ্রামে (ইভ্য নামক গ্রামে—ইভ=হস্তী; ইভ্য=হস্তীর প্রভু, হস্তিপালক, ধনী ব্যক্তি; ইভ্যগ্রাম=এইপ্রকার ব্যক্তিদিগের গ্রাম।) প্রদ্রাণকঃ (প্র+দ্রা; দ্রা ধাতু কুৎসা অর্থে; =কুৎসিত গতিপ্রাপ্ত, দুর্দ্দশাগ্রস্ত) উবাস (বাস করিয়াছিলেন)।

২। সঃ হ ইভ্যম্ (একজন ইভ্যকে) কুল্মাষান্ খাদন্তম্ (কুৎসিত মাষকলায় খাইতেছে এমন লোককে) বিভিক্ষে (ভিক্ষ্ ধাতু; ভিক্ষা করিলেন)। তম্ হ (তাহাকে) উবাচ ('সেই ইভ্য' বলিল) "ন (না) ইতঃ (ইহা ব্যতীত; এই উচ্ছিষ্ট মাষকলায় ব্যতীত) অন্যে (অন্য মাষকলায়) বিদ্যন্তে (আছে), যৎ (বহুবচনান্ত অব্যয়—

১। কুরুদেশ শিলাবৃষ্টিতে বিনষ্ট হইলে চক্রের পুত্র উষস্তি দেশভ্রমণে সমর্থা (অথবা অপ্রাপ্তযৌবনা) জায়ার সহিত অত্যন্ত দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইয়া ইভ্য-গ্রামে বাস করিতেছিলেন।

২। একজন ইভ্য মাষকলায় খাইতেছে, ইহা দেখিয়া উষস্তি তাহার নিকট (মাষকলায়) ভিক্ষা করিলেন। ইভ্য বলিল,—"আমার ভোজন-

৩। এতেষাং মে দেহীতি হোবাচ তানস্মৈ প্রদদৌ হন্তা-নুপানমিত্যুচ্ছিষ্টং বৈ মে পীতংস্যাদিতি হোবাচ।

৪। ন স্বিদেতেঽপ্যুচ্ছিষ্টা ইতি ন বা অজীবিষ্যমিমান-খাদন্নিতি হোবাচ কামো ম উদপানমিতি।

আনন্দগিরি) চ যে (যে সমুদয়) মে (আমার) ইমে (এই সমুদয়) উপনিহিতাঃ (পাত্রে প্রক্ষিপ্ত) ইতি।

৩। এতেষাম্ (এই সমুদয়ের) [কিয়দংশ] মে (আমাকে) দেহি (দাও) ইতি হ উবাচ (বলিলেন)। তান্ (সেই সমুদয়কে) অস্মৈ (ইহাকে) প্রদদৌ (প্রদান করিল)। হন্ত (অব্যয়, অনুমতি-প্রার্থনায়) অনুপানম্ (খাদ্য গ্রহণের পর যাহা পান করা হয়, তাহাই অনুপান ; কিংবা নিকটে যে পানীয়, তাহাই অনুপান) ? ইতি। উচ্ছিষ্টম্ বৈ মে (আমার) পীতম্ স্যাং (পান করা হইবে) ইতি হ উবাচ।

৪। ন (না) স্বিৎ (কি ?) এতে (এই সমুদয়) অপি উচ্ছিষ্টাঃ (উচ্ছিষ্ট ১।৩ ;) ? ইতি।

ন বৈ অজীবিষ্যম্ (বাঁচিতাম) ইমান্ (এই সমুদয়কে) অখাদন্ (না খাইলে) ইতি হ উবাচ ('উষস্তি' বলিলেন)। 'কামঃ (ইচ্ছাধীন বস্তু ; বা সুখভোগ্য বস্তু) মে (আমার) উদকপানম্ ইতি।

পাত্রে যে (উচ্ছিষ্ট মাষকলায়) প্রক্ষিপ্ত রহিয়াছে, ইহা ব্যতীত আর কিছু নাই।"

৩। উষস্তি বলিলেন—"এই সমুদয়ের [কিয়দংশ] আমাকে প্রদান কর। ইভ্য তাহাকে সেই সমুদয় প্রদান করিল। (তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল) "এই পানীয় [কি দিব] ?" উষস্তি বলিলেন—"তাহা হইলে আমার উচ্ছিষ্ট পান করা হইবে।"

৪। ইভ্য বলিল—"এই সমুদয় মাষকলায় কি উচ্ছিষ্ট নহে?" উষস্তি

৫। স হ খাদিত্বাতিশেষাঞ্জায়ায়া আজহার সাগ্র এব সুভিক্ষা বভুব তান্ প্রতিগৃহ্য নিদধৌ।

৬। স হ প্রাতঃ সংজিহান উবাচ যদ্বতান্নস্য লভেমহি লভেমহি ধনমাত্রাং রাজাসৌ যক্ষ্যতে স মা সর্বৈরার্ত্বিজৈর্বৃণীতেতি।

৫। সঃ হ খাদিত্বা (খাইয়া) অতিশেষান্ (অবশিষ্ট মাষকলায়-গুলিকে) জায়ায়ৈ (জায়ার জন্য) আজহার (আ+হৃ লিট্=আনয়ন করিলেন)। সা (সে, জায়া) অগ্রে এব (পূর্ব্বেই) সুভিক্ষা (উত্তম ভিক্ষাপ্রাপ্ত) বভূব (হইয়াছিল); তান্ (সেই মাষকলায়সমূহকে) প্রতিগৃহ্য (প্রতিগ্রহণ করিয়া) নিদধৌ (নি+ধা লিট্—রাখিয়া দিয়াছিল)।

৬। সঃ হ প্রাতঃ (প্রাতঃকালে) সঞ্জিহানঃ (শয্যা বা নিদ্রা ত্যাগ করিয়া) উবাচ (বলিলেন)—"যৎ (যদি) বত (হায়!) অন্নস্য (অন্নের কিয়ৎ পরিমাণ) লভেমহি (পাইতাম), লভেমহি ধনমাত্রাম্ (কিঞ্চিৎ ধনকে)। রাজা অসৌ (ঐ রাজা) যক্ষ্যতে (যজ্ ধাতু; যজ্ঞ করিবেন), সঃ মা (আমাকে) সর্বৈঃ আর্ত্বিজ্যৈঃ (ঋত্বিক্গণের

বলিলেন—"ইহা না খাইলে আমি বাঁচিতাম না, [কিন্তু] জলপান আমার ইচ্ছাধীন"।

৫। উষস্তি মাষকলায় ভক্ষণ করিয়া অবশিষ্টাংশ স্ত্রীর জন্য লইয়া আসিলেন। কিন্তু স্ত্রী পূর্ব্বেই উত্তম ভিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং সেই মাষকলায় স্বামীর হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়া রাখিয়াদিলেন।

৬। পরদিবস প্রাতঃকালে উষস্তি নিদ্রাত্যাগ করিয়া স্ত্রীকে বলিলেন—"হায়! যদি কিঞ্চিৎ অন্ন পাইতাম, [তাহা হইলে তাহা আহার করিয়া রাজসমীপে গমন করিতে পারিতাম, তাহা হইলে

৭। তং জায়োবাচ হন্ত পত ইম এব কুল্মাষা ইতি তান্ খাদিত্বাঽমুং যজ্ঞং বিততমেয়ায়।

৮। তত্রোদ্গাতৄনাস্তাবে স্তোষ্যমাণানুপোপবিবেশ স হ প্রস্তোতারমুবাচ।

সমুদয় কর্ম্ম সম্পাদন করিবার জন্য; আর্ত্বিজ্য ঋত্বিকের কর্ম্ম) বৃণীত (ক্র্যাদিগণীয় বৃ ধাতু+ঈত=বরণ করিতে পারিতেন) ইতি।

৭। তম্ (তাঁহাকে) জায়া উবাচ (বলিল) "হন্ত (ব্যস্ততা-সূচক অব্যয়) পতে! (হে পতি) ইমে (এই) এব কুল্মাষাঃ (মাষকলায়) ইতি। তান্ (সেই সমুদয়কে) খাদিত্বা (খাইয়া) অমুম্ যজ্ঞম্ (২।১, ঐ যজ্ঞে) বিততম্ (বি+তন্, বিস্তার করা অর্থে; বিস্তারিত, আরব্ধ; বিততম্ যজ্ঞম্=আরব্ধ যজ্ঞে) এয়ায় (আ+ই ধাতু; গমন করিয়াছিলেন)।

৮। তত্র (সেই স্থলে) উদ্গাতৄন্ (২।৩ উদ্গাতাদিগের নিকট 'উপস্থিত হইয়া') আস্তাবে (আ+স্তু; স্তুতিভূমিতে, যজ্ঞ ভূমিতে) স্তোষ্যমাণান্ উপ (স্তুতিকারীদিগের নিকটে; কিংবা "স্তোষ্যমাণান্ শব্দ উদ্গাতৄন্ শব্দের বিশেষণ; উপ=সমীপে) উপবিবেশ (উপবেশন করিলেন)। সঃ হ (তিনি) প্রস্তোতারম্ (প্রস্তোতৃ শব্দ=২।১=

কিছু অর্থলাভ হইত। ঐ রাজা যজ্ঞ করিবেন; ঋত্বিক্‌গণের সমুদয় কার্য্য সম্পাদনের জন্য তিনি আমাকে বরণ করিতে পারিতেন"

৭। জায়া তাঁহাকে বলিলেন—"হে পতে! এই সেই কুল্মাষ রহিয়াছে।"

তিনি তাহা ভক্ষণ করিয়া সেই প্রারব্ধ যজ্ঞে গমন করিলেন।

৮। তিনি যজ্ঞস্থলে গমন করিয়া স্তোত্রপাঠকারী উদ্গাতৃগণের সমীপে উপবেশন করিলেন। তৎপর প্রস্তোতাকে বলিলেন—

৯। প্রস্তোতর্যা দেবতা প্রস্তাবমন্বায়ত্তা তাং চেদবিদ্বান্ প্রস্তোষ্যসি মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি।

১০। এবমেবোদ্গাতারমুবাচোদ্গাতর্যা দেবতোদ্গীথমন্বায়ত্তা তাং চেদবিদ্বানুদ্গাস্যসি মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি।

১১। এবমেব প্রতিহর্ত্তারমুবাচ প্রতিহর্ত্তর্যা দেবতা প্রতি-

প্রস্তোতাকে। সামবেদের অংশবিশেষের নাম 'প্রস্তাব'। যিনি এই অংশ গান করেন, তাঁহার নাম প্রস্তোতা) উবাচ (বলিলেন)।

৯। "প্রস্তোতঃ (হে প্রস্তাব-পাঠক) যা দেবতা (যে দেবতা) প্রস্তাবম্ অন্বায়ত্তা (প্রস্তাবের অনুগত ; অন্বায়ত্তা = অনু + আয়ত্তা, যৎ ধাতু হইতে ; 'অনু' যোগে 'প্রস্তাবম্' দ্বিতীয়া) তাম্ (তাহাকে) চেৎ (যদি) অবিদ্বান্ (না জানিয়া) প্রস্তোষ্যসি (প্রস্তাব পাঠ কর) মূর্দ্ধা (মস্তক) তে (তোমার) বিপতিষ্যতি (নিপতিত হইবে)" ইতি।

১০। এবম্ এব (এই প্রকারেই) উদ্গাতারম্ (উদ্গাতাকে) উবাচ :—"উদ্গাতঃ (হে উদ্গাতঃ) যা দেবতা উদ্গীথম্ অন্বায়ত্তা (উদ্গীথের অনুগত 'হন'), তাম্ চেৎ অবিদ্বান্ উদ্গাস্যসি (উদ্গান করিবে) মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতি ইতি (৯ম মঃ টীকা)।

১১। এবম্ এব প্রতিহর্ত্তারম্ (প্রতিহর্ত্তাকে ; যিনি 'প্রতিহার'

৯। "হে প্রস্তোতঃ ! যে দেবতা প্রস্তাবের অনুগমন করেন, তাঁহাকে না জানিয়া যদি প্রস্তাব পাঠ কর, তোমার মস্তক নিপতিত হইবে।"

১০। এই প্রকারে উদ্গাতাকে বলিলেন—

"হে উদ্গাতঃ ! যে দেবতা উদ্গীথের অনুগমন করেন, সেই দেবতাকে না জানিয়া যদি উদ্গান কর, তাহা হইলে তোমার মস্তক নিপতিত হইবে।"

১১। এইরূপে প্রতিহর্ত্তাকেও বলিলেন—

হারমন্বায়ত্তা তাং চেদবিদ্বান্ প্রতিহরিষ্যসি মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্য-
তীতি তে হ সমারতাস্তূষ্ণীমাসাঞ্চক্রিরে।

নামক অংশ পাঠ করেন, তাঁহার নাম প্রতিহর্ত্তা) উবাচ :—"প্রতিহর্ত্তঃ (হে প্রতিহার-পাঠক) যা দেবতা প্রতিহারম্ অন্বায়ত্তা (প্রতিহারের অনুগত) তাম্ চেৎ অবিদ্বান্ প্রতিহরিষ্যসি (প্রতিহার-কর্ম্ম করিবে) মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতি" ইতি (৯ম মঃ টীকা)

তে (তাহারা) হ সমারতাঃ (নিবৃত্ত 'হইয়া') তূষ্ণীম্ (২।১, নিস্তব্ধভাব) আসাঞ্চক্রিরে (অবলম্বন করিল)।

"হে প্রতিহর্ত্তঃ! যে দেবতা প্রতিহারের অনুগমন করেন, সেই দেবতাকে না জানিয়া যদি প্রতিহার-কর্ম্ম সম্পন্ন কর, তোমার মস্তক নিপতিত হইবে।"

অনন্তর তাহারা নিবৃত্ত হইয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিল।

মন্তব্য

১।১০।১। 'মটচী'—শঙ্করের মতে ইহার অর্থ বজ্রাগ্নি। শব্দকল্পদ্রুমের মতে ইহা একপ্রকার রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র পক্ষী। কেহ কেহ বলেন 'মটচী' অর্থ 'পঙ্গপাল'। আমরা আনন্দগিরির মত গ্রহণ করিয়াছি।

"আটিক্যা" আটিকী (৩।১)। দুই প্রকারে এই পদ সিদ্ধ করা যাইতে পারে। (ক) অট্+অ=অট; কিংবা অট্+ঘঞ্= আট। উভয় শব্দের উত্তর 'ঠক্' প্রত্যয় করিলে 'আটিক' হইবে; ইহার স্ত্রীলিঙ্গে আটিকী। (খ) আ+টিক্+অ=আটিক; স্ত্রীং আটিকী। অট্ এবং টিক্ উভয় ধাতুর, অর্থই 'ভ্রমণ করা' সুতরাং 'দেশভ্রমণে সমর্থা' নারীকে আটিকী বলা যাইতে পারে। ইহা হইতে কেহ 'প্রাপ্তযৌবনা' অর্থ করিতে পারেন—শঙ্করের মতে ইহার অর্থ "অপ্রাপ্ত যৌবনা"।

(গ) কেহ কেহ বলেন, সেই স্ত্রীলোকের নাম 'আটিকী'।

পাঠান্তর—"আটিক্যা" স্থলে "আটিক্যঃ" এই পাঠ গ্রহণ করিলে আটিক্যঃ" শব্দ উষস্তির বিশেষণ হইবে। আটিক্যঃ=যে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়।

'কামঃ মে উদকপানম্' এই অংশের বিভিন্ন অর্থ হইতে পারে; (১) জল-পান ত আমার ইচ্ছাধীন; (২) জল-পান ত আমার সুখভোগ্য বস্তু; (৩) আমি ইচ্ছা করিলে অন্যত্র জল সংগ্রহ করিয়া পান করিতে পারি ইত্যাদি।

পাঠান্তর—'ন স্বিৎ' স্থলে 'কিং ন স্বিৎ'।

পাঠান্তর—'উদকপানম্' স্থলে 'উদপানম্'।

সঞ্জিহাণঃ=সম্+হা+শানচ্। ত্যাগ অর্থে 'হা' ধাতু পরস্মৈপদী। সুতরাং প্রচলিত সাহিত্যে পরস্মৈপদী 'হা' ধাতুর উত্তর 'শানচ্' না হইয়া শতৃ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। সম্+হা+শতৃ= সঞ্জহৎ। আত্মনেপদী 'হা' ধাতু গতিসূচক। 'সম্' উপসর্গ-যোগে ত্যাগ অর্থ হইতে পারে কি না, সন্দেহ। এই প্রকার হইলে ভাষাতেও 'সঞ্জিহান' ব্যবহার করা যাইতে পারে। ঋগ্বেদে (৭।৩৩।১০) এই শব্দের ব্যবহার আছে। ইহার ভাষ্যে সায়ণ বলেন, 'ত্যাগ' অর্থে আত্মনেপদ ব্যবহার বৈদিক।

'যক্ষ্যতে' 'যাগফল আত্মগামী হইবে' এইজন্য এস্থলে আত্মনেপদ।

প্রস্তোতা, উদ্গাতা নামক ঋত্বিকের একজন সহায়। সামগান আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ইনি 'প্রস্তাব' নামক অংশ গান করেন।

প্রথমাধ্যায়ে একাদশ খণ্ড

উষস্তি চাক্রায়ণের আখ্যায়িকা (২)

১। অথ হৈনং যজমান উবাচ ভগবন্তং বা অহং বিবিদিষাণী ত্যুষস্তিরস্মি চাক্রায়ণ ইতি হোবাচ।

২। স হোবাচ ভগবন্তং বা অহমেভিঃ সর্ব্বৈরার্ত্বিজ্যৈঃ পর্য্যৈষিষং ভগবতো বা অহমবিত্ত্যান্যানবৃষি।

১। অথ (অনন্তর) হ এনম্ (ইঁহাকে) যজমানঃ উবাচ (বলিল)—

"ভগবন্তম্ (ভগবান্‌কে অর্থাৎ আপনাকে) বৈ অহম্ (আমি) বিবিদিষাণি (বিদ্, সনন্ত, পাঃ ১।২।৮, জানিতে ইচ্ছা করি)" ইতি।

"উষস্তিঃ ('আমি' উষস্তি) অস্মি (হই) চাক্রায়ণঃ (চক্রের পুত্র)" ইতি হ উবাচ।

২। সঃ হ উবাচ—"ভগবন্তম্ বৈ অহম্ এভিঃ সর্ব্বৈঃ আর্ত্বিজ্যৈঃ (১।১০।৬ টীকা) পরি + ঐষিষম্ (পরি + ইষ্, লুঙ্ = সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিয়াছিলাম)। ভগবতঃ (ভগবানের) বৈ অহম্ অবিত্ত্যা (অপ্রাপ্তি-বশতঃ ; অবিত্তি = অপ্রাপ্তি) অন্যান্ (অন্য সমুদয় লোককে) অবৃষি (বৃ, লুঙ্ = বরণ করিয়াছি)।

১। অনন্তর যজমান তাঁহাকে বলিলেন—"আমি ভগবান্‌কে (আপনাকে) জানিতে ইচ্ছা করি।" উষস্তি বলিলেন—"আমি চক্রের পুত্র উষস্তি।"

২। যজমান বলিলেন—"এই সমুদয় ঋত্বিক-কর্ম্মের জন্য আমি সর্ব্বত্র ভগবানের অন্বেষণ করিয়াছিলাম। ভগবানের সন্ধান পাই নাই বলিয়াই অন্য সমুদয় লোককে বরণ করিয়াছি।"

৩। ভগবাংস্ত্বেব মে সর্ব্বৈরার্ত্বিজ্যৈরিতি তথেত্যথ তর্হ্যেত এব সমতিসৃষ্টাঃ স্তুবতাং যাবত্ত্বেভ্যো ধনং দদ্যাস্তাবন্মম দদ্যা ইতি তথেতি হ যজমান উবাচ।

৪। অথ হৈনং প্রস্তোতোপসসাদ প্রস্তোতর্যা দেবতা প্রস্তাবমন্বায়ত্তা তাং চেদবিদ্বান্ প্রস্তোষ্যসি মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি মা ভগবানবোচৎ কতমা সা দেবতেতি।

৩। ভগবান্ তু এব (ভগবান্ই) মে (আমার) সর্ব্বৈঃ আর্ত্বিজ্যৈঃ (১।১০।৬ টীকা; সমুদয় ঋত্বিক্ কার্য্যের জন্য 'ব্রতী হউন') ইতি। 'তথা' ইতি (তাহাই হউক)। অথ (এখন) তর্হি (তবে) এতে এব (ইহারাই) সম্+অতিসৃষ্টাঃ (সম্+অতি+সৃজ্; সম্যক্‌রূপে 'আমার' অনুমতি লাভ করিয়া) স্তুবতাম্ (স্তুতিগান করুক)। যাবৎ (যে পরিমাণ) তু এভ্যঃ (ইহাদিগকে) ধনম্ (অর্থ, ২।১) দদ্যাঃ (আপনি দান করিবেন), তাবৎ (সেই পরিমাণ) মম (৪র্থী স্থলে ৬ষ্ঠী পাঃ ২।৩।৬২=আমাকে, দদ্যাঃ (দিবেন)' ইতি 'তথা' ইতি হ যজমানঃ উবাচ।

৪। অথ হ এনম্ (উষস্তির নিকট, ২।১) প্রস্তোতা উপসসাদ (উপ+সদ্, লিট্=উপস্থিত হইল)। 'প্রস্তোতঃ যা দেবতা প্রস্তাবম্ অন্বায়ত্তা, তাম্ চেৎ অবিদ্বান্ প্রস্তোষ্যসি, মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতি' ইতি

৩। "ভগবান্ই আমার সমুদয় ঋত্বিক্-কার্য্যের ভার গ্রহণ করুন।" উষস্তি বলিলেন—"তাহাই হউক।" এখন ইহারাই আমার অনুমতিতে স্তুতিগান করুক। আপনি ইহাদিগকে যে পরিমাণ অর্থ দিবেন, আমাকেও সেই পরিমাণ অর্থ দিবেন।" যজমান বলিলেন—"তাহাই হইবে।"

৪। অনন্তর প্রস্তোতা উষস্তির নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—

৫। প্রাণ ইতি হোবাচ সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিশন্তি প্রাণমভ্যুজ্জিহতে সৈষা দেবতা প্রস্তাব-মন্বায়ত্তা তাং চেদবিদ্বান্ প্রাস্তোষ্যো মূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যত্তথোক্তস্য ময়েতি।

মা (আমাকে) ভগবান্ অবোচৎ (বচ্ লুঙ্ ; বলিয়াছিলেন)। কতমা (কে) সা (সেই) দেবতা ? ইতি (১।১০।৯ টীকা)।

৫। প্রাণঃ (প্রাণই) ইতি হ উবাচ (ইহা বলিলেন)। সর্ব্বাণি হ বৈ ইমানি ভূতানি (এই সমুদয় ভূত) প্রাণম্ এব অভিসংবিশন্তি (প্রাণেই প্রবেশ করে) প্রাণম্ অভি (প্রাণকে লক্ষ্য করিয়া অর্থাৎ প্রাণ হইতে) উজ্জিহতে * (উৎ+হা, গতিসূচক ; উৎপন্ন হয়)। সা এষা দেবতা (সেই এই দেবতা) প্রস্তাবম্ অন্বায়ত্তা (প্রস্তাবের অনুগত)। তাম্ (তাহাকে) চেৎ (যদি) অবিদ্বান্ (না জানিয়া) প্রাস্তোষ্যঃ (প্র+স্তু, লৃঙ্ ; প্রস্তাব পাঠ করিতে) মূর্দ্ধা তে (তোমার মস্তক) ব্যপতিষ্যৎ (পতিত হইত) তথা (সেই প্রকার) উক্তস্য

"ভগবান্ আমাকে বলিয়াছিলেন—'হে প্রস্তোতঃ যে দেবতা প্রস্তাবের অনুগমন করেন, তাঁহাকে না জানিয়া যদি প্রস্তাব পাঠ কর, তাহা হইলে তোমার মূর্দ্ধা নিপতিত হইবে'। ভগবান্ বলুন—তিনি কোন্ দেবতা"।

৫। উষস্তি বলিলেন—"প্রাণই (সেই দেবতা) ; (কারণ) এই সমুদয় ভূত প্রাণেই বিলীন হয় এবং প্রাণ হইতেই উৎপন্ন হয়। সেই প্রাণ-দেবতাই প্রস্তাবের অনুগমন করেন। ইহাকে না জানিয়া যদি তুমি

---

* 'সর্ব্বাণি......উজ্জিহতে' অংশের অর্থ কেহ কেহ এই প্রকার করেন—

"এই সমুদয় ভূত প্রাণ লইয়াই (দেহে) প্রবেশ করে এবং প্রাণের সহিতই চলিয়া যায় (Deussen)। শঙ্করের অর্থ—"প্রলয়ের সময়ে এই সমুদয় ভূত প্রাণে লীন হয় এবং সৃষ্টির সময়ে প্রাণ হইতেই উৎপন্ন হয়"।

৬। অথ হৈনমুদ্গাতোপসসাদোদ্গাতর্যা দেবতোদ্গীথ-মন্বায়ত্তা তাং চেদবিদ্বানুদ্গাস্যসি মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি মা ভগবানবোচৎ কতমা সা দেবতেতি।

৭। আদিত্য ইতি হোবাচ সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাদিত্যমুচ্চৈঃ সন্তং গায়ন্তি সৈষা দেবতোদ্গীথমন্বায়ত্তা তাং চেদবিদ্বানুদগাস্যো মূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যত্তথোক্তস্য ময়েতি।

(যাহাকে বলা হইয়াছে তাহার. অর্থাৎ তোমার 'তে' র বিশেষণ) ময়া (আমা কর্ত্তৃক) ইতি।

৬। অথ হ এনম্ (ইহার নিকটে, ২।১) উদ্গাতা উপসসাদ (উপস্থিত হইল)। "উদ্গাতঃ যা দেবতা উদ্গীথম্ অন্বায়ত্তা, তাম্ চেৎ অবিদ্বান্ উদ্গাস্যসি, মূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যতি ইতি মা ভগবান্ অবোচৎ। কতমা সা দেবতা? (১।১০।১০ এবং ১।১১।৪)।

৭। আদিত্যঃ ইতি হ উবাচ। সর্ব্বাণি হ বৈ ইমানি ভূতানি আদিত্যম্ (আদিত্যকে) উচ্চৈঃ (ঊর্দ্ধে) সন্তম্ (স্থিত, ২।১,

প্রস্তাব পাঠ করিতে, তাহা হইলে আমার ঐ কথায় তোমার মস্তক নিপতিত হইত (শেষ অংশের অন্য অর্থ—আমি ঐ প্রকার বলিবার পরও যদি তুমি প্রস্তাব পাঠ করিতে, তোমার মস্তক নিপতিত হইত)।

৬। অনন্তর উদ্গাতা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—"ভগবান আমাকে বলিয়াছিলেন 'হে উদ্গাতঃ! যে দেবতা উদ্গীথের অনুগমন করেন, তাঁহাকে না জানিয়া যদি উদ্গান কর, তাহা হইলে তোমার মস্তক নিপতিত হইবে'। ভগবান্ বলুন তিনি কোন্ দেবতা।"

৭। উষস্তি বলিলেন—"আদিত্যই সেই দেবতা। আদিত্য উর্দ্ধস্থ হইলে

৮। অথ হৈনং প্রতিহর্ত্তোপসসাদ প্রতিহর্ত্তর্যা দেবতা প্রতিহারমন্বায়ত্তা তাং চেদবিদ্বান্ প্রতিহরিষ্যসি মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি মা ভগবানবোচৎ কতমা সা দেবতেতি।

৯। অন্নমিতি হোবাচ সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যন্নমেব প্রতিহরমাণানি জীবন্তি সৈষা দেবতা প্রতিহারমন্বায়ত্তা তাং

'আদিত্যম্' এর বিশেষণ) গায়ন্তি (গান করে)। সা এষা দেবতা উদ্গীথম্ অন্বায়ত্তা (উদ্গীথের অনুগত)। তাম্ চেৎ অবিদ্বান্ উদগাস্যঃ (উৎ+অগাস্যঃ উৎ+গৈ লৃঙ = উদ্গান করিতে), মূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যৎ—তথা উক্তস্য ময়া' ইতি (৫ম মঃ দ্রঃ)।

৮। অথ হ এনম্ প্রতিহর্ত্তা উপসসাদ 'প্রতিহর্ত্তঃ! যা দেবতা প্রতিহারম্ অন্বায়ত্তা, তাম্ চেৎ অবিদ্বান্ প্রতিহরিষ্যসি, মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতি' ইতি মা ভগবান্ অবোচৎ। কতমা সা দেবতা? (১।১০।১১ ও ১।১১।৪ টীকা দ্রঃ)।

অন্নম্ ইতি হ উবাচ। সর্ব্বাণি হ বৈ ইমানি ভূতানি অন্নম এব

এই সমুদয় ভূত তাঁহার স্তব করিয়া থাকে। সেই দেবতাই উদ্গীথের অনুগমন করেন। তাঁহাকে না জানিয়া যদি তুমি উদ্গীথ গান করিতে, আমার উক্ত বাক্যানুসারে তোমার মস্তক নিপতিত হইত (কিংবা আমি ঐ বাক্য বলিবার পরও যদি তুমি উদ্গান করিতে, তোমার মস্তক নিপতিত হইত।"

৮। অনন্তর প্রতিহর্ত্তা তাঁহার নিকট যাইয়া বলিলেন—'ভগবান্ বলিয়াছিলেন—হে প্রতিহর্ত্তঃ! যে দেবতা প্রতিহারের অনুগমন করে, সেই দেবতাকে না জানিয়া তুমি যদি প্রতিহার-কর্ম্ম কর, তোমার মস্তক নিপতিত হইবে'। তিনি কোন্ দেবতা?"

৯। উষস্তি বলিলেন—"অন্নই সেই দেবতা। এই সমুদয় ভূত অন্ন

চেদবিদ্বান্ প্রত্যহরিষ্যো মূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যত্তথোক্তস্য **ময়েতি** তথোক্তস্য **ময়েতি**।

(**অন্নকেই**) প্রতিহরমাণানি (১।৩; প্রতি+হৃ+শানচ্; আনয়ন করিয়া) জীবন্তি (জীবন ধারণ করে)। সা এষা দেবতা প্রতিহারম্ অন্বায়ত্তা। তাম্ চেৎ অবিদ্বান্ প্রতি+অহরিষ্যঃ (প্রতি+হৃ লঙ্; প্রতিহার-কর্ম্ম করিতে), মূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যৎ (তথা উক্তস্য ময়া ইতি, তথা উক্তস্য ময়া ইতি (দ্বিরুক্তি সমাপ্তিসূচক) (৫ম সং দ্রঃ) ৯।

আহরণ করিয়াই জীবিত থাকে। সেই দেবতাই প্রতিহারের অনুগমন করেন। তুমি যদি তাঁহাকে না জানিয়া প্রতিহার-কর্ম্ম করিতে, আমার ঐ বাক্যানুসারে তোমার মস্তক নিপতিত হইত (কিংবা আমি ঐ প্রকার বলিবার পরও যদি তুমি প্রতিহার-কর্ম্ম করিতে, তাহা হইলে তোমার মস্তক নিপতিত হইত)।”

প্রথমাধ্যায়ে দ্বাদশ খণ্ড

কুক্কুরগণের সামগান

১। অথাতঃ শৌব উদ্গীথস্তদ্ধ বকো দাল্‌ভ্যো গ্লাবো বা মৈত্রেয়ঃ স্বাধ্যায়মুদ্বব্রাজ।

২। তস্মৈ শ্বা শ্বেতঃ প্রাদুর্বভূব তমন্যে শ্বান উপসমেত্যোচুরন্নং নো ভগবানাগায়ত্বশনায়াম বা ইতি।

১। অথ (এখন) অতঃ (এই হেতু) শৌবঃ (কুক্কুরসম্বন্ধী; 'শ্বন্' হইতে পাঃ ৭।৩।৪) উদ্গীথঃ। তৎ হ (সেই সময়ে, বা সেই বিষয়ে) বকঃ দাল্‌ভ্যঃ (দল্‌ভের পুত্র বক) গ্লাবঃ বা মৈত্রেয়ঃ (যাহার অপর নাম মৈত্রেয় গ্লাব) স্বাধ্যায়ম্ উদ্‌বব্রাজ (গমন করিয়াছিলেন)।

২। তস্মৈ (তাহার জন্য; তাহার প্রতি অনুগ্রহ দেখাইবার জন্য) শ্বা (কুক্কুর) শ্বেতঃ (শ্বেতবর্ণ) প্রাদুর্বভূব (আবির্ভূত হইয়াছিল)। তম্ (সেই কুকুরকে) অন্যে শ্বানঃ (অপর কতকগুলি কুক্কুর) উপসমেত্য (নিকটে উপস্থিত হইয়া) ঊচুঃ (বলিয়াছিল):—"অন্নম্ (অন্ন, ২।১) নঃ (আমাদিগের জন্য) ভগবান্ (১।১) আগায়তু (আ+গৈ+তু; গান করুন), অশনায়াম ('অশনায়' নামক নাম ধাতু হইতে উৎপন্ন পাঃ ৭।৪।৩৫ = ভোজন করিতে ইচ্ছা করি) বৈ ইতি।'

১। এখন কুক্কুরসম্বন্ধী উদ্‌গীথ (ব্যাখ্যাত হইবে)।—

এক সময়ে বক দালভ্য অথবা গ্লাব মৈত্রেয় বেদপাঠের জন্য (নির্জ্জন স্থানে) গমন করিয়াছিলেন।

২। তাঁহার নিকট এক শ্বেতবর্ণ কুক্কুর প্রাদুর্ভূত হইল। অপর কতকগুলি কুক্কুর তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল:—

'আমাদিগের জন্য অন্নলাভার্থ ভগবান্ সামগান করুন; আমরা ভোজন করিতে ইচ্ছা করি'।

৩। তান্ হোবাচেহৈব মা প্রাতরুপসমীয়াতেতি তদ্ধ বকো দাল্ভ্যো গ্লাবো বা মৈত্রেয়ঃ প্রতিপালয়াঞ্চকার।

৪। তে হ যথৈবেদং বহিষ্পবমানেন স্তোষ্যমাণাঃ সংরব্ধাঃ সর্পন্তীত্যেবম্‌আসস্‌পুস্তে হ সমুপবিশ্য হিং চক্রুঃ।

৩। তান্ (সেই কুকুরদিগকে) হ উবাচ ('শ্বেত কুকুর' বলিল) "ইহ এব (এই স্থলেই) মা (আমার নিকট) প্রাতঃ (প্রাতঃকালে) উপ সমীয়াত ('ঈ' প্রয়োগ বৈদিক=উপ সমিয়াত ; সম্+ই বিধিলিঙ্ ; আগমন করিবে)। তৎ হ (সেই সময়ে) বকঃ দাল্ভ্যঃ গ্লাবঃ বা মৈত্রেয়ঃ প্রতিপালয়াঞ্চকার (প্রতি+পাল্ ; অপেক্ষা করিয়া রহিল)।

৪। তে হ (তাহারা) যথা এব (যেমন) ইদম্ (এই প্রকার) বহিষ্পবমানেন (বহিষ্পবমান নামক স্তোত্র দ্বারা) স্তোষ্যমাণাঃ (স্তু+ +স্যমান্=স্তুতি করিবে এই অবস্থায়) সংরব্ধাঃ (সম্+রভ্, পরস্পর সংলগ্ন হইয়া) সর্পন্তি (পরিভ্রমণ করে) ইতি—এবম্ (এই প্রকার) আ+সস্‌পুঃ (আ+সৃপ ; পরিভ্রমণ করিয়াছিল) তে হ (তাহারা) সমুপবিশ্য (সমীপে উপবেশন করিয়া) হিম্ (হিং এই শব্দ) চক্রুঃ (উচ্চারণ করিয়াছিল)।

৩। শ্বেত কুক্কুর তাহাদিগকে বলিল "প্রাতঃকালে এই স্থলেই তোমরা আগমন করিবে।"

সেই সময়ে দাল্ভ্য বক অর্থাৎ মৈত্রেয় গ্লাব তাহাদিগের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিল।

৪। উদ্‌গাতৃগণ বহিষ্পবমান স্তোত্রদ্বারা স্তুতি করিবার সময়ে যেমন পরস্পর সংলগ্ন হইয়া পরিভ্রমণ করে, এই কুক্কুরগণও তেমনি পরিভ্রমণ করিয়াছিল। তাহার পরে উপবেশন করিয়া তাহারা 'হিং' এই শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিল।

৫। ওঁ৩মদা৩মোং৩পিবা৩মোঁ৩দেবো বরুণঃ প্রজাপতিঃ সবিতা২হন্নমিহা২হরদন্নপতে৩হন্নমিহা২হরা২হরো৩মিতি।

৫। 'ওম্' অদাম (ভোজন করি); 'ওম্' পিবাম (পান করি); 'ওম্' দেবঃ বরুণঃ প্রজাপতিঃ সবিতা অন্নম্ (অন্নকে) ইহ (এই স্থলে) আহরৎ (বৈদিক প্রয়োগঃ=আহরতু=আহরণ করুন)। অন্নপতে (হে অন্নপতে) অন্নম্ ইহ আহর (আহরণ কর), আহর 'ওম্' ইতি।

৫। 'ওম্' (এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া বলিল) ভোজন করিব; 'ওম্'—পান করিব। 'ওম্'—দেববরুণ, প্রজাপতি, সবিতা অন্ন আহরণ করুন্। হে অন্নপতে! এই স্থলে অন্ন আহরণ কর, অন্ন আহরণ কর—'ওম্'।

মন্তব্য

১। এখানে দুই ঋষির কথা বলা হয় নাই। এক ঋষিরই এই দুই নাম। ক্ষেত্রজ পুত্র এবং পালিত পুত্র উভয় বংশ দ্বারাই পরিচিত হইতে পারে।

ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণে ইহার নাম পাওয়া যায়। (১।৪) পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে লিখিত আছে যে এক সর্পযজ্ঞে ইনি প্রতিস্তোতার কার্য্য করিয়াছিলেন (২৪।১৫।৩)।

শঙ্করাচার্য্য বলেন, মৈত্রেয় মিত্রা নাম্নী নারীর অপত্য। কিন্তু পাণিনির মতে মৈত্রেয়=মিত্রয়ু নামক কোন লোকের পুত্র (৬।৪।১৭৪, ৭।৩।২)।

'স্বাধ্যায়ম্' শব্দ দুই প্রকারে নিষ্পন্ন হইতে পারে :—(ক) সু+আ+অধ্যায়ম্=বেদ পাঠ। (খ) স্ব+অধ্যায়ম্=নিজে নিজে অধ্যয়ন।

প্রথমাধ্যায়ে ত্রয়োদশ খণ্ড

১। অয়ং বাব লোকো হাউকারো বায়ুর্হাইকারশ্চন্দ্রমা অথকার আত্মেহকারোঽগ্নিরীকারঃ।

২। আদিত্য উকারো নিহব একারো বিশ্বেদেবা ঔহোয়িকারঃ প্রজাপতির্হিঙ্কারঃ প্রাণঃ স্বরোঽন্নং যা বাগ্বিরাট্।

৩। অনিরুক্তস্ত্রয়োদশঃ স্তোভঃ সঞ্চরো হুঙ্কারঃ।

১। অয়ম্ (এই) বাব লোকঃ 'হাউ'কারঃ ('হাউ' এই শব্দ); বায়ুঃ 'হাই'কারঃ ('হাই' এই শব্দ); চন্দ্রমা 'অথ'কারঃ ('অথ' এই শব্দ); আত্মা 'ইহ'কারঃ ('ইহ' এই শব্দ); অগ্নিঃ 'ঈ'কারঃ ('ঈ' এই শব্দ)।

২। আদিত্যঃ উকারঃ; নিহবঃ (নি + হ্বে; আহ্বান) একারঃ; বিশ্বেদেবাঃ (সমুদয় দেবতা) ঔহোয়িকারঃ ('ঔহোই' এই শব্দ); প্রজাপতিঃ হিংকারঃ ('হিং' এই অক্ষর); প্রাণঃ স্বরঃ; অন্নম্ 'যা' ('যা' এই অক্ষর); বাক্ (বাক্য) বিরাট্।

পাঠান্তর—ঔহোয়িকারঃ স্থলে ঔহোইকারঃ।

৩। অনিরুক্তঃ (অ + নিঃ + উক্তঃ = অনির্ব্বচনীয়) ত্রয়োদশঃ স্তোভঃ (হাউ, হাই, অথ ইত্যাদিকে স্তোভ বলা হয়; পূর্ব্বে ১২টী স্তোভের

১। এই পৃথিবীই 'হাউ'কার, বায়ু 'হাই'কার, চন্দ্রমা 'অথ'কার; আত্মা 'ইহ'কার এবং অগ্নি 'ঈ'কার।

২। আদিত্যই 'উ'কার, নিহব (= আহ্বান) ই 'এ'কার, বিশ্বেদেবই 'ঔহোয়ি'কার, প্রজাপতিই হিঙ্কার, প্রাণই স্বর, অন্নই 'যা' অক্ষর এবং বাক্ই বিরাট।

৩। (পূর্ব্বে 'হাউ'কার, 'হাই'কার, 'অথ'কার, 'ইহ'কার, 'ই'কার 'উ'কার, 'এ'কার, 'ঔহোই'কার, হিংকার, স্বর, যা, ও বাক্—এই ১২টী

৪। দুগ্ধেঽস্মৈ বাগ্দোহং যো বাচো দোহোঽন্নবানন্নাদো ভবতি য এতামেবং সাম্নামুপনিষদং বেদোপনিষদং বেদেতি।

কথা বলা হইয়াছে, এস্থলে ১৩শ স্তোভের কথা বলা হইতেছে) সঞ্চরঃ (গতিশীল, সুতরাং দুর্ব্বোধ্য) হুংকারঃ ('হুং' এই অক্ষর)।

৪। দুগ্ধে অস্মৈ বাক্ দোহাম্ যঃ বাচঃ দোহঃ—(১৩।৭ টীকা ও মন্তব্য); অন্নবান্ অন্নাদঃ ভবতি যঃ এতাম্ (+উপনিষদম্=এই উপনিষদ্‌কে, এই গুহ্য অর্থকে) এবম্ সাম্নাম্ (সামের স্তোভ অক্ষর-সমূহের) উপনিষদম্ (এতাম+ ; গুহ্য অর্থকে) বেদ (জানেন), উপনিষদম্ বেদ (পুনরুক্তি সমাপ্তিসূচক)।

পাঠান্তরঃ—'বেদ' স্থলে 'বেদেতি' (=বেদ ইতি)।

স্তোভের কথা বলা হইয়াছে); হুংকার ত্রয়োদশ স্তোভ। ইহা অনির্ব্বচনীয় এবং সর্ব্বত্র গতিশীল বলিয়া দুর্ব্বোধ্য।

৪। বাক্যের যে দুগ্ধ, সেই দুগ্ধ বাক্ স্বয়ং উপাসকের জন্য দোহন করেন (কিংবা যে সাধক বাক্যকে দোহন করিতে পারেন, বাক্য স্বয়ং সেই সাধকের জন্য নিজের দুগ্ধ দোহন করেন)। যিনি স্তোভ অক্ষর সমূহের এই উপনিষদ্ (=গুহ্য অর্থ) জানেন, তিনি অন্নবান্ ও অন্নভোক্তা হন।

মন্তব্য

১। পাঠান্তর 'হাইকারঃ' স্থলে 'হায়িকারঃ'।

সংস্কৃতে পাদপুরণে চ, বা, তু, হি ইত্যাদি কতকগুলি অক্ষর ব্যবহৃত হয়। গায়কগণও গান করিবার সময় অনেক স্থলে কতকগুলি অর্থশূন্য শব্দের যোজনা করেন। সামগানের মধ্যেও 'হাউ', 'হাই', 'অথ', 'ইহ্', 'ঈ' ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। জনসাধারণের মতে এ সমুদয় অর্থশূন্য; ঋষি এস্থলে এই সমুদয়ের ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথম খণ্ড

'সাম' শব্দের অর্থ

১। সমস্তস্য খলু সাম্ন উপাসনং সাধু যৎখলু সাধু তৎ সামেত্যাচক্ষতে যদসাধু তদসামেতি।

২। তদুতাপ্যাহুঃ সাম্নৈনমুপাগাদিতি সাধুনৈনমুপাগাদিত্যেব তদাহুরসাম্নৈনমুপাগাদিত্যসাধুনৈনমুপাগাদিত্যেব তদাহুঃ।

১। সমস্তস্য খলু সাম্নঃ (সমুদয় সামেরই) উপাসনম্ (উপাসনা) সাধু (শোভন, উত্তম)। 'যৎ (যাহা) খলু সাধু, তৎ (তাহা) সাম' ইতি—আচক্ষতে আ+চক্ষ্, লট অন্তে (বলা হয়)। 'যৎ অসাধু, তৎ অসাম' ইতি।

২। তৎ (সেইজন্য) উত অপি (আরও) আহুঃ (বলা হয়), সাম্না (সামদ্বারা) এনম্ (ইহাকে) উপ+অগাৎ (নিকটে গিয়াছে) ইতি, সাধুনা (সাধুভাবে) এনম্ উপ+অগাৎ ইতি এব তৎ (তাহা) আহুঃ (বলে)। অসাম্না (অসামদ্বারা, সামবিরোধী ভাবে) এনম্ উপাগাৎ ইতি, অসাধুনা এনম্ উপাগাৎ ইতি এব তৎ আহুঃ।

১। সমস্ত সামের (অর্থাৎ সর্ব্বাবয়ব বিশিষ্টসামের) উপাসনাই সাধু। যাহা সাধু, তাহাকেই "সাম" বলা হয়, আর যাহা অসাধু তাহাকেই "অসাম" বলা হয়।

২। এই জন্যই বলা হয় 'সামভাবে তাহার নিকটে গিয়াছে' অথবা 'সাধুভাবে তাহার নিকটে গিয়াছে'। ইহাও বলা হয় 'অসামভাবে তাহার নিকটে গিয়াছে' অথবা 'অসাধুভাবে তাহার নিকটে গিয়াছে'।

৩। অথোতাপ্যাহুঃ সাম নো বতেতি যৎ সাধু ভবতি সাধু বতেত্যেব তদাহুরসাম নো বতেতি যদসাধু ভবত্যসাধু বতেত্যেব তদাহুঃ।

৪। স য এতদেবং বিদ্বান্ সাধু সামেত্যুপাস্তেঽভ্যাশো হ যদেনং সাধবো ধর্ম্মা আ চ গচ্ছেয়ুরুপ চ নমেয়ুঃ।

৩। অথ উত অপি (আরও) আহুঃ (বলা হয়) সাম নঃ (আমাদিগের) বত (একটা অব্যয়—আশ্চর্য্য বা অনুকম্পা প্রকাশের জন্য) ইতি যৎ সাধু (উত্তম) ভবতি (হয়), সাধু বত ইতি এব তৎ আহুঃ। অসাম নঃ বত ইতি যৎ অসাধু ভবতি অসাধু বত ইতি এব তৎ আহুঃ।

৪। সঃ যঃ (যিনি) এতৎ (ইহাকে) এবম্ (এই প্রকার) বিদ্বান্ (জানিয়া) 'সাধু সাম' ইতি উপাস্তে (উপাসনা করে), অভ্যাশঃ (এই ফল ; শঙ্করের মতে 'শীঘ্র') হ, যৎ (যে) এনম্ (ইহার নিকট, ২।১) সাধবঃ ধর্ম্মাঃ (সাধু গুণসমূহ) আ চ গচ্ছেয়ুঃ (=আগ-

৩। যখন কোন সাধু ঘটনা ঘটে, তখন ইহাও বলা হয় যে 'ইহা আমাদিগের পক্ষে সাম' অথবা ইহাও বলা যায় যে 'ইহা আমাদিগের পক্ষে সাধু'। আবার যখন অসাধু ঘটনা ঘটে, তখন বলা হয় 'ইহা আমাদিগের পক্ষে অসাম' অথবা 'ইহা আমাদিগের পক্ষে অসাধু'।

৪। যিনি ইহাকে এইরূপ জানিয়া 'সামই সাধু' এইরূপ উপাসনা করেন, সাধুগুণ তাঁহার নিকট শীঘ্র আগমন করিবে এবং তাঁহার ভোগ্য হইবে (শেষাংশের এই অর্থ হইতে পারে—তাহার ফল

চ্ছেয়ুঃ চ পাঃ ১।৪।৮২ ; আগমন করিবে) উপ চ নমেয়ু (উপনমেয়ুঃ চ =ভোগ্যরূপে তাহার অধীন হইবে)।

পাঠান্তর :—"অভ্যাশঃ" স্থলে "অভ্যাসঃ"

এই হইবে যে সাধুগুণ তাঁহার নিকট আগমন করিবে ও তাঁহার ভোগ্য হইবে)

মন্তব্য

২। পাণিনির মতে অগাৎ=ই, লুঙ্ দ ; 'ই' স্থানে 'গা' আদেশ ২।৩।৪৫, ৭৭। নব্য বৈয়াকরণদিগের মধ্যে অনেকে বলেন—স্বাভাবিক নিয়মানুসারেই ভাষার উৎপত্তি, কিন্তু এই আদেশবাদ নিতান্তই অস্বাভাবিক। ইহাঁরা বলেন প্রাচীনকালে গত্যর্থসূচক 'গা' নামকই একটী ধাতু ছিল।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয় খণ্ড

পৃথিব্যাদি পঞ্চলোকের সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা কল্পনা

১। লোকেষু পঞ্চবিধং সামোপাসীত পৃথিবী হিঙ্কারোঽগ্নিঃ প্রস্তাবোঽন্তরিক্ষমুদ্গীথ আদিত্য প্রতিহারো দ্যৌর্নিধনমিত্যূর্দ্ধ্বেষু।

২। অথাবৃত্তেষু দ্যৌর্হিঙ্কার আদিত্যঃ প্রস্তাবোঽন্তরিক্ষ-মুদ্গীথোঽগ্নিঃ প্রতিহারঃ পৃথিবী নিধনম্।

১। লোকেষু (পৃথিব্যাদি লোকদৃষ্টিতে) পঞ্চবিধম্ সাম (পাঁচপ্রকার সাম্‌কে; হিঙ্কার, প্রস্তাব, উদ্গীথ, প্রতিহার ও নিধন এই পাঁচ প্রকার সাম) উপাসীত (উপাসনা করিবে) - পৃথিবী হিঙ্কারঃ; অগ্নিঃ প্রস্তাবঃ; অন্তরিক্ষম্ উদ্গীথঃ; আদিত্যঃ প্রতিহারঃ; দ্যৌঃ নিধনম্ ইতি উর্দ্ধ্বেষু (এইরূপে পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া ঊর্দ্ধ্বলোক পর্য্যন্ত)।

২। অথ (তাহার পর) আবৃত্তেষু (ঊর্দ্ধ্বলোক হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নলোক পর্য্যন্ত):—দ্যৌঃ হিঙ্কারঃ; আদিত্যঃ প্রস্তাবঃ; অন্তরিক্ষম্ উদ্গীথঃ; অগ্নিঃ প্রতিহারঃ; পৃথিবী নিধনম্।

১। (পৃথিব্যাদি) লোকদৃষ্টিতে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করিবে:—পৃথিবীই হিঙ্কার, অগ্নিই প্রস্তাব, অন্তরিক্ষই উদ্গীথ, আদিত্যই প্রতিহার, দ্যৌই নিধন। ইহাই (পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া) ঊর্দ্ধ্বদৃষ্টিতে (সামোপাসনা)।

২। তাহার পর ঊর্দ্ধ্বলোক হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নদৃষ্টিতে (সামোপাসনা):—"দ্যৌই হিঙ্কার; আদিত্যই প্রস্তাব, অন্তরিক্ষই উদ্গীথ, অগ্নিই প্রতিহার এবং পৃথিবীই নিধন।"

৩। কল্পন্তে হাস্মৈ লোকা ঊর্দ্ধাশ্চাবৃত্তাশ্চ য এতদেবং বিদ্বাঁল্লোকেষু পঞ্চবিধং সামোপাস্তে।

৩। কল্পন্তে (ভোগ্যরূপে উপস্থিত হয়) হ অস্মৈ (ইহার জন্য) লোকাঃ (পৃথিব্যাদি লোকসমূহ) ঊর্দ্ধাঃ চ (নিম্নতম লোক হইতে ঊর্দ্ধতম পর্য্যন্ত সমুদয় লোক), আবৃত্তাঃ চ (ঊর্দ্ধতম লোক হইতে নিম্নতম পর্য্যন্ত সমুদয় লোক) যঃ (যিনি) এতৎ (ইহাকে) এবম্ (এই প্রকার) বিদ্বান্ (জানিয়া) লোকেষু (লোকসমূহে) পঞ্চবিধম্ সাম (পঞ্চবিধ সামকে) উপাস্তে (উপাসনা করেন)।

৩। যিনি ইহাকে এইরূপ জানিয়া লোকদৃষ্টিতে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করেন, ঊর্দ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নপর্য্যন্ত এবং নিম্ন হইতে আরম্ভ করিয়া ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত সমুদয় লোক তাঁহার ভোগ্যরূপে উপস্থিত হয়।

মন্তব্য

১। 'লোকেষু' শব্দে সপ্তমী বিভক্তি। প্রথমা বিভক্তি করিয়া অর্থ করিতে হইবে। তাহা হইলে অর্থ হইবে এই—লোকসমূহ পঞ্চবিধ সাম এইরূপে উপাসনা করিবে। অথবা এই সপ্তমী বিভক্তিকে হিঙ্কারাদিতে যুক্ত করিয়া অর্থ করা যাইতে পারে। তাহা হইলে এইরূপ অর্থ হইবে :—হিঙ্কারাদিকে পৃথিব্যাদিরূপে উপাসনা করিবে। (শঙ্কর)।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে তৃতীয় খণ্ড

বৃষ্ট্যাদি পঞ্চ ভৌতিক ক্রিয়ার সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা কল্পনা

১। বৃষ্টৌ পঞ্চবিধং সামোপাসীত পুরোবাতো হিঙ্কারো মেঘো জায়তে স প্রস্তাবো বর্ষতি স উদ্গীথো বিদ্যোততে স্তনয়তি স প্রতিহারঃ।

২। উদ্গৃহ্লাতি তন্নিধনং। বর্ষতি হাস্মৈ বর্ষয়তি হ য এতদেবং বিদ্বান্ বৃষ্টৌ পঞ্চবিধং সামোপাস্তে।

১। বৃষ্টৌ (বৃষ্টিতে) পঞ্চবিধম্ সাম (পাঁচ প্রকার সামকে) উপাসীত (উপাসনা করিবে):—

পুরোবাতঃ (বৃষ্টির পূর্ব্বে যে বায়ু উত্থিত হয়; কিংবা পূর্ব্বদিক্ হইতে যে বায়ু প্রবাহিত হয়) হিঙ্কারঃ; মেঘঃ জায়তে (মেঘ উৎপন্ন হয়) সঃ (ইহা) প্রস্তাবঃ; বর্ষতি (বৃষ্টি পতিত হয়) সঃ (ইহা) উদগীথঃ; বিদ্যোততে ('বিদ্যুৎ' ধাতু হইতে; বিদ্যুৎ প্রকাশিত হয়), স্তনয়তি (স্তন ণিচ্; গর্জ্জন করে) সঃ (ইহাই) প্রতিহারঃ।

২। উদ্গৃহ্লাতি (উৎ + গ্রহ; 'বৃষ্টিপাত' শেষ হয়) তৎ (তাহা),

১। বৃষ্টিবিষয়ে চিন্তা করিয়া পঞ্চ প্রকার সামের উপাসনা করিবে:—বৃষ্টির পূর্ব্বে যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহাই হিঙ্কার, 'মেঘ উৎপন্ন হয়' ইহাই প্রস্তাব; বৃষ্টি পতিত হয় ইহাই উদ্গীথ, বিদ্যুৎ প্রকাশ পায় ও মেঘ গর্জ্জন করে ইহাই প্রতিহার।

২। 'বৃষ্টিপাত শেষ হয়' ইহাই নিধন। যিনি ইহাকে এইরূপ

নিধনম্। বর্ষতি (বর্ষণ করে) হ অস্মৈ (ইহার জন্য) বর্ষয়তি (বর্ষণ করায়) হ যঃ এতৎ এবম্ বিদ্বান্ (জানিয়া) বৃষ্টৌ (বৃষ্টিতে) পঞ্চবিধম্ সাম (পঞ্চবিধ সামকে) উপাস্তে (উপাসনা করেন)।

জানিয়া বৃষ্টিদৃষ্টিতে পঞ্চপ্রকার সামের উপাসনা করেন, তাঁহার জন্য মেঘ বর্ষণ করে এবং তিনি (অপরের জন্যও) বর্ষণ করাইতে পারেন।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে চতুর্থ খণ্ড

জলের পঞ্চবিধ আকারের সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা কল্পনা

১। সর্ব্বাস্বপ্‌সু পঞ্চবিধং সামোপাসীত মেঘো যৎ সংপ্লবতে স হিঙ্কারো যদ্বর্ষতি স প্রস্তাবো যাঃ প্রাচ্যঃ স্যন্দন্তে স উদ্গীথো যাঃ প্রতীচ্যঃ স প্রতিহারঃ সমুদ্রো নিধনম্।

১। সর্ব্বাসু অপ্‌সু (সমুদয় জলে অর্থাৎ জলবিষয়ে চিন্তা করিয়া) পঞ্চবিধম্ সাম (পঞ্চবিধ সামকে) উপাসীত (উপাসনা করিবে)—

১। সমুদয় জল বিষয়ে চিন্তা করিয়া পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করিবে:—'মেঘ যে ঘনীভূত (বা ইতস্ততঃ বিস্তৃত) হয় তাহাই

২। ন হাপ্সু প্রৈত্যপ্সুমান্ ভবতি য এতদেবং বিদ্বান্ সর্ব্বাস্বপ্সু পঞ্চবিধং সামোপাস্তে।

"মেঘঃ যৎ (যে; কিংবা যখন) সংপ্লবতে (ঘনীভূত হয়; কিংবা ইতস্ততঃ বিস্তৃত হয়) সঃ (তাহা) হিঙ্কারঃ; যৎ বর্ষতি (বৃষ্টি যে পতিত হয়) সঃ প্রস্তাবঃ; যাঃ প্রাচ্যঃ (পূর্ব্বদেশীয় নদীসমূহ) স্যন্দন্তে (প্রবাহিত হয়) সঃ উদ্গীথঃ; যাঃ প্রতীচ্যঃ (পশ্চিমদেশীয় নদীসমূহ) সঃ প্রতিহারঃ; সমুদ্রঃ নিধনম্।

২। ন (না) হ অপসু (জলে) প্রৈতি (প্র+ই ধাতু; বিনাশ প্রাপ্ত হয়), অপ্সুমান্ (জলশালী) ভবতি (হন)—যঃ (যিনি) এতৎ (ইহাকে) এবম্ (এই প্রকার) বিদ্বান্ (জানিয়া) সর্ব্বাসু অপ্সু পঞ্চবিধম্ সাম উপাস্তে।

হিঙ্কার, বারির যে বর্ষণ হয়, তাহাই প্রস্তাব; 'পূর্ব্বদেশীয় নদীসমূহ যে প্রবাহিত হয়' ইহাই উদ্গীথ; 'পশ্চিমদেশীয় নদীসমূহ যে প্রবাহিত হয়' ইহাই প্রতিহার; সমুদ্রই নিধন।

২। যিনি ইহাকে এই প্রকার জানিয়া জলদৃষ্টিতে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করেন, তিনি জলমগ্ন হইয়া মরেন না এবং তিনি জলশালী হন।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে পঞ্চম খণ্ড

পঞ্চ ঋতুর সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা কল্পনা

১। ঋতুষু পঞ্চবিধং সামোপাসীত বসন্তো হিঙ্কারো গ্রীষ্মঃ প্রস্তাবো বর্ষা উদ্গীথঃ শরৎ প্রতিহারো হেমন্তো নিধনম্।

২। কল্পন্তে হাস্মা ঋতব ঋতুমান্ ভবতি য এতদেবং বিদ্বানৃতুষু পঞ্চবিধং সামোপাস্তে।

১। ঋতুষু (ঋতুসমূহে) পঞ্চবিধম্ সাম উপাসীত:—বসন্তঃ হিঙ্কারঃ; গ্রীষ্মঃ প্রস্তাবঃ; বর্ষাঃ উদ্গীথঃ; শরৎ প্রতিহারঃ; হেমন্তঃ নিধনম্।

২। কল্পন্তে হ অস্মৈ (ইহার জন্য) ঋতবঃ (ঋতুসমূহ), ঋতুমান্ (ঋতুযুক্ত) ভবতি, যঃ এতৎ এবম্ বিদ্বান্ ঋতুষু পঞ্চবিধম্ সাম উপাস্তে (২, ৩খঃ দ্রঃ)।

১। ঋতুসমূহ চিন্তা করিয়া পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করিবে:—বসন্ত হিঙ্কার; গ্রীষ্মই প্রস্তাব; বর্ষাই উদ্গীথ; শরৎই প্রতিহার এবং হেমন্তই নিধন।

২। যিনি ইহাকে এই প্রকার জানিয়া ঋতুসমূহে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করেন, ঋতুসমূহ তাঁহার ভোগ্যরূপে উপস্থিত হয় এবং তিনি ঋতুমান হন।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে ষষ্ঠ খণ্ড

পঞ্চবিধ পশুর সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা কল্পনা

১। পশুষু পঞ্চবিধং সামোপাসীতাজা হিঙ্কারোঽবয়ঃ প্রস্তাবো গাব উদ্গীথোঽশ্বাঃ প্রতিহারঃ পুরুষো নিধনম্।

২। ভবন্তি হাস্য পশবঃ পশুমান্ ভবতি য এতদেবং বিদ্বান্ পশুষু পঞ্চবিধং সামোপাস্তে।

১। পশুষু (পশুসমূহে) পঞ্চবিধম্ সাম উপাসীত ঃ—অজাঃ (ছাগসমূহ) হিঙ্কারঃ; অবয়ঃ (অবি, ১।৩ = মেষসমূহ) প্রস্তাবঃ; গাবঃ (গোসমূহ) উদ্গীথঃ; অশ্বাঃ (অশ্বসমূহ) প্রতিহারঃ; পুরুষঃ নিধনম্।

২। ভবন্তি (হয়) হ অস্য (ইহার) পশবঃ (পশুসমূহ) পশুমান্ (পশুযুক্ত) ভবতি যঃ এতৎ এবম্ বিদ্বান্ পশুষু পঞ্চবিধম্ সাম উপাস্তে (২, ৩খঃ দ্রঃ)।

১। পশুসমূহে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করিবে ঃ—ছাগসমূহ হিঙ্কার; মেষসমূহ প্রস্তাব; গোসমূহ উদ্গীথ; অশ্বসমূহ প্রতিহার এবং পুরুষই নিধন।

২। যিনি ইহাকে এই প্রকার জানিয়া পশুসমূহে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করেন, পশুসমূহ তাঁহার ভোগ্যবস্তু হয় এবং তিনি পশুশালী হন।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে সপ্তম খণ্ড

প্রাণাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা কল্পনা

১। প্রাণেষু পঞ্চবিধং পরোবরীয়ঃ সামোপাসীত প্রাণো হিঙ্কারো বাক্ প্রস্তাবশ্চক্ষুরুদ্গীথঃ শ্রোত্রং প্রতিহারো মনো নিধনং পরোবরীয়াংসি বা এতানি।

২। পরোবরীয়ো হাস্য ভবতি পরোবরীয়সো হ লোকান্ জয়তি য এতদেবং বিদ্বান্ প্রাণেষু পঞ্চবিধং পরোবরীয়ঃ সামোপাস্ত ইতি তু পঞ্চবিধস্য।

১। প্রাণেষু (প্রাণসমূহে) পঞ্চবিধম্ পরোবরীয়ঃ (শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ; ১।৯।২ টীকা) সাম উপাসীত। প্রাণঃ হিঙ্কারঃ; বাক্ প্রস্তাবঃ; চক্ষুঃ উদ্গীথঃ; শ্রোত্রম্ প্রতিহারঃ; মনঃ নিধনম্। পরোবরীয়াংসি (শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ) বৈ এতানি (এই সমুদয়)।

২। পরোবরীয়ঃ হ অস্য (ইহার) ভবতি পরোবরীয়সঃ হ লোকান্ জয়তি—যঃ এতৎ এবম্ বিদ্বান্ প্রাণেষু পঞ্চবিধম্ পরোবরীয়ঃ সাম উপাস্তে। ইতি তু পঞ্চবিধস্য (পঞ্চবিধ সামের)।

১। প্রাণসমূহে পরোবরীয় (=শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ) সামের উপাসনা করিবে:—প্রাণই হিঙ্কার, বাক্ই প্রস্তাব; চক্ষুই উদ্গীথ; শ্রোত্রই প্রতিহার এবং মনই নিধন। এই সমুদয়ই পরোবরীয়।

২। যিনি ইহাকে এই প্রকার জানিয়া প্রাণসমূহে পরোবরীয় পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করেন, পরোবরীয় বস্তু তাহার ভোগ্য হয় এবং তিনি পরোবরীয় লোকসমূহ জয় করেন।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে অষ্টম খণ্ড

বাক্যের সপ্তবিভাগের সহিত সপ্তবিধ সামের একতা-কল্পনা

১। অথ সপ্তবিধস্য বাচি সপ্তবিধং সামোপাসীত যৎ কিঞ্চ বাচো হুমিতি স হিঙ্কারো যৎ প্রেতি স প্রস্তাবো যদেতি স আদিঃ।

২। যদুদিতি স উদ্গীথো যৎ প্রতীতি স প্রতিহারো যদুপেতি স উপদ্রবো যন্নীতি তন্নিধনম্।

১। অথ সপ্তবিধস্য (সাত প্রকারের—হিঙ্কার, প্রস্তাব, আদি, উদ্গীথ, প্রতিহার, উপদ্রব ও নিধন—এই সাত প্রকার) বাচি (বাক্যে) সপ্তবিধম্ সাম (সাত প্রকার সামকে) উপাসীত (উপাসনা করিবে)। যৎ (যাহা) কিঞ্চ (কিছু) বাচঃ (বাক্যের) হুম্ ইতি ('হুং' এই অক্ষর) সঃ হিঙ্কারঃ; যৎ 'প্র' ইতি ('প্র' এই অক্ষর), সঃ প্রস্তাবঃ; যৎ 'আ' ইতি ('আ' এই অক্ষর) সঃ আদিঃ।

২। যৎ 'উৎ' ইতি ('উৎ' এই অক্ষর) সঃ উদ্গীথঃ, যৎ

১। এখন সপ্তবিধ সামের উপাসনা বাক্যে সপ্তপ্রকার সামের উপাসনা করিবেঃ—বাক্যের যেখানে 'হুম্' এই অক্ষর, তাহাই হিঙ্কার; যাহা 'প্র' এই অক্ষর, তাহাই প্রস্তাব; যাহা 'আ' এই অক্ষর তাহাই আদি।

২। যাহা 'উৎ', তাহাই উদ্গীথ; যাহা 'প্রতি', তাহাই প্রতিহার; যাহা 'উপ', তাহাই উপদ্রব এবং যাহা 'নি' তাহাই নিধন।

৩। দুগ্ধেঽস্মৈ বাগ্দোহং যো বাচো দোহোঽন্নবানন্নাদো ভবতি য এতদেবং বিদ্বান্ বাচি সপ্তবিধং সামোপাস্তে।

'প্রতি' ইতি ('প্রতি' এই শব্দ) সঃ প্রতিহারঃ; যৎ 'উপ' ইতি ('উপ' এই শব্দ), সঃ উপদ্রবঃ; যৎ 'নি' ইতি ('নি' এই শব্দ) তৎ নিধনম্।

৩। দুগ্ধে অস্মৈ বাক্ দোহম্ - যঃ বাচঃ দোহঃ; অন্নবান্, অন্নাদঃ ভবতি যঃ এতৎ এবম্ বিদ্বান্ বাচি (বাক্যদৃষ্টিতে) সপ্তবিধম্ সাম (সপ্তপ্রকার সামকে) উপাস্তে (১।৩।৭ টীকা)।

৩। যিনি ইহাকে এইরূপ জানিয়া বাক্যে সপ্তবিধ সামের উপাসনা করেন, তিনি অন্নবান ও অন্নভোক্তা হন। বাক্যের যাহা দুগ্ধ বাক্য স্বয়ং তাহা তাহার জন্য দোহন করেন।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে নবম খণ্ড

আদিত্যের সপ্ত রূপের সহিত সপ্তবিধ সামের একতা-কল্পনা

১। অথ খল্বমুমাদিত্যং সপ্তবিধং সামোপাসীত সর্ব্বদা সমস্তেন সাম মাং প্রতি মাং প্রতীতি সর্ব্বেণ সমস্তেন সাম।

২। তস্মিন্নিমানি সর্ব্বাণি ভূতান্যন্বায়ত্তানীতি বিদ্যাত্তস্য যৎপুরোদয়াৎ স হিঙ্কারস্তদস্য পশবোঽন্বায়ত্তাস্তস্মাত্তে হিংকুর্ব্বন্তি হিঙ্কারভাজিনো হ্যেতস্য সাম্নঃ।

১। অথ খলু অমুম্ আদিত্যম্ (ঐ আদিত্যকে) সপ্তবিধম্ সাম উপাসীত (২।৮।১ টীকা)। সর্ব্বদা সমঃ (সমান), তেন (সেইজন্য) সাম। 'মাম্ প্রতি' (আমার প্রতি) 'মাম্ প্রতি' ইতি সর্ব্বেণ (সকলের নিকট) সমঃ, তেন সাম।

২। তস্মিন্ (সেই আদিত্যে) ইমানি সর্ব্বাণি ভূতানি (এই সমুদয় ভূত) অন্বায়ত্তানি (অনুগত ; ১।১০।৯ টীকা) ইতি বিদ্যাৎ (এইরূপ জানিবে)। তস্য সেই সূর্য্যের যৎ (যাহা, যে রূপ ; কেহ

১। অনন্তর ঐ আদিত্যকে সপ্তবিধ সামরূপে উপাসনা করিবে। সর্ব্বদাই 'সমান' এইজন্য আদিত্য সাম। (সকলেই মনে করে, আদিত্য) 'আমার অভিমুখে,' 'আমার অভিমুখে' ; এই জন্য আদিত্য সকলের পক্ষে সমান ; সেইজন্য আদিত্য সাম।

২। এই সমুদয় ভূত সেই আদিত্যের অনুগত এইরূপ জানিবে। উদয়ের পূর্ব্বে ইহার যেরূপ তাহাই হিঙ্কার। পশুসমুদয় আদিত্যের

৩। অথ যৎ প্রথমোদিতে স প্রস্তাবস্তদস্য মনুষ্যা অন্বায়ত্তাস্তস্মাত্তে প্রস্তুতিকামাঃ প্রশংসাকামাঃ প্রস্তাবভাজিনো হ্যেতস্য সাম্নঃ।

(কেহ বলেন যৎ=যে সময়ে) পুরোদয়াৎ (পুরা+উদয়াৎ=উদয়ের পূর্ব্বে), সঃ (সেই রূপ) হিঙ্কারঃ; তৎ অন্বায়ত্তাঃ (সেই রূপের অনুগত; ২।১) অস্য (এই সামরূপী আদিত্যের) পশবঃ (পশু-সমূহ) অন্বায়ত্তাঃ (অনুগত; ১।১০।৯ টীকা)। তস্মাৎ (সেইজন্য) তে (তাহারা) 'হিম্' কুর্ব্বন্তি (হিং এই শব্দ করিয়া থাকে)। হিঙ্কার ভাজিনঃ (হিঙ্কারের ভাগী) হি এতস্য সাম্নঃ (এই সামের)।

৩। অথ (তাহার পর) যৎ (যাহা) প্রথম+উদিতে (প্রথম উদিত হইলে 'যে রূপ') সঃ প্রস্তাবঃ; তৎ (+অন্বায়ত্তাঃ;=সেই রূপের অনুগত) অস্য (সামরূপী আদিত্যের) মনুষ্যাঃ (মনুষ্যগণ) অন্বয়াত্তাঃ (অনুগত; ১।১০।৯ টীকা)। তস্মাৎ (সেইজন্য) তে (তাহারা) প্রস্তুতিকামাঃ (স্তুতিকাম) প্রশংসাকামাঃ (প্রশংসা কাম); প্রস্তাবভাজিনঃ ('প্রস্তাব' নামক অংশের ভাগী) হি এতস্য সাম্নঃ (এই সামের)।

সেই রূপের অনুগত। সেইজন্য তাহারা 'হিং' এই শব্দ করিয়া থাকে। এই সামের যে 'হিঙ্কার' নামক অংশ, তাহারা সেই অংশের ভাগী।

৩। অনন্তর সূর্য্য প্রথম উদিত হইলে ইহার যে রূপ, সেই রূপই প্রস্তাব। মনুষ্যগণ সেইরূপের অনুগত। এই জন্য তাহারা স্তুতি ও প্রশংসা কামনা করিয়া থাকে। এই সামের যে 'প্রস্তাব' নামক অংশ তাহারা এই অংশের ভাগী।

৪। অথ যৎ সঙ্গববেলায়াং স আদিস্তদস্য বয়াংস্যন্বায়ত্তানি তস্মাত্তান্যন্তরিক্ষেঽনারম্বণান্যাদায়াত্মানং পরিপতন্ত্যাদিভাজীনি হ্যেতস্য সাম্নঃ।

৫। অথ যৎ সম্প্রতি মধ্যন্দিনে স উদ্গীথস্তদস্য দেবা অন্বায়ত্তাস্তস্মাত্তে সত্তমাঃ প্রাজাপত্যানামুদ্গীথভাজিনো হ্যেতস্য সাম্নঃ।

৪। অথ যৎ (যাহা) সঙ্গববেলায়াম্ (সঙ্গব বেলাতে) সঃ আদিঃ ('আদি' এইনাম)। তৎ (+অন্বায়ত্তানি=সেই রূপের অনুগত; ১।১০।৯ টীকা) অস্য (এই আদিত্যের) বয়াংসি (পক্ষিগণ) অন্বায়ত্তানি (অনুগত)। তস্মাৎ (সেই জন্য) তানি (তাহারা) অন্তরিক্ষে অনারম্বণানি (ন, আরম্বণানি=অবলম্বনবিহীন; 'আলম্বন' স্থলে 'আরম্বণ'; আলম্বন=আশ্রয়) আদায় (লইয়া) আত্মানম্ (নিজ দেহকে) পরিপতন্তি (চতুর্দ্দিকে উড়িয়া বেড়ায়)। আদি-ভাজীনি ('আদি' এই অংশের ভাগী) হি এতস্য সাম্নঃ (এই সামের)।

৫। অথ যৎ (যাহা) সম্প্রতি (ঠিক) মধ্যন্দিনে (=মধ্যম্+দিনে=মধ্যাহ্নসময়ে), সঃ উদ্গীথঃ। তৎ (+অন্বায়ত্তাঃ=সেই রূপের অনুগত; ১।১০।৯ টীকা) অস্য (এই আদিত্যের) দেবাঃ (দেবগণ)

৪। তাহার পর 'সংগব'—বেলায় আদিত্য যাহা, তাহাই 'আদি'; পক্ষিগণ ইহারই অনুগত। এইজন্য তাহারা আকাশে এই দেহ লইয়া নিরালম্বভাবে উড্ডীয়মান হয়। এই সামের যে 'আদি' অংশ, তাহারা সেই অংশের ভাগী।

৫। তাহার পর ঠিক মধ্যাহ্নসময়ে সূর্য্য যাহা তাহাই উদ্গীথ। দেবগণ আদিত্যের এই অংশের অনুগত। এইজন্য প্রজাপতির সন্তান-

৬। অথ যদূর্দ্ধং মধ্যন্দিনাৎ প্রাগপরাহ্লাৎ স প্রতিহারস্তদস্য গর্ভা অন্বায়ত্তাস্তস্মাত্তে প্রতিহৃতা নাবপদ্যন্তে প্রতিহারভাজিনো হ্যেতস্য সাম্নঃ।

৭। অথ যদূর্দ্ধমপরাহ্লাৎ প্রাগস্তময়াৎ স উপদ্রবস্তদস্যারণ্যা অন্বায়ত্তাস্তস্মাত্তে পুরুষং দৃষ্ট্বা কক্ষং শ্বভ্রমিত্যুপদ্রবন্ত্যুপদ্রব ভাজিনো হ্যেতস্য সাম্নঃ।

অন্বায়ত্তাঃ (অনুগত)। তস্মাৎ (সেই জন্য) তে (তাঁহারা) সৎ+তমাঃ (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) প্রাজাপত্যানাম্ (প্রজাপতির সন্তানগণের মধ্যে); উদ্গীথভাজিনঃ (উদ্গীথের ভাগী) হি এতস্য সাম্নঃ (এই সামের)।

৬। অথ যৎ (যে রূপ) ঊর্দ্ধম্ মধ্যন্দিনাৎ (মধ্যাহ্নকালের পরে) প্রাক্ অপরাহ্লাৎ (অপরাহ্লের পূর্ব্বে) সঃ প্রতিহারঃ। তৎ (+অন্বায়ত্তাঃ =সেই রূপের অনুগত ১।১০।৯ টীকা) অস্য (এই আদিত্যের) গর্ভাঃ (গর্ভসমূহ) অন্বায়ত্তাঃ (অনুগত)। তস্মাৎ (সেই জন্য) তে (সেই গর্ভসমূহ) প্রতিহৃতাঃ (প্রতি+হৃ; ধৃত হইয়া) ন (না) অবপদ্যন্তে (অব+পদ্; অধঃপতিত হয়)। প্রতিহার-ভাজিনঃ (প্রতিহারের অধিকারী) হি এতস্য সাম্নঃ (এই সামের)।

৭। অথ যৎ (যাহা) ঊর্দ্ধম্ অপরাহ্লাৎ (অপরাহ্লের পরে) প্রাক্

দিগের মধ্যে ইহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহারা সামের 'উদ্গীথ' অংশের অধিকারী।

৬। অনন্তর মধ্যাহ্নের পরে ও অপরাহ্লের পূর্ব্বে আদিত্যের যে রূপ, তাহাই প্রতিহার। গর্ভস্থ ভ্রূণ আদিত্যের এই রূপের অনুগত। এই জন্যই ইহারা ঊর্দ্ধদিকে ধৃত হইয়া থাকে এবং অধঃপতিত হয় না। ইহারা সামের 'প্রতিহার' অংশের অধিকারী।

৭। অনন্তর অপরাহ্লের পরে কিন্তু অস্তগমনের পূর্ব্বে আদিত্যের

৮। অথ যৎ প্রথমাস্তমিতে তন্নিধনং তদস্য পিতরোঽন্বায়ত্তা-স্তস্মাত্তান্নিদধতি নিধনভাজিনো হ্যেতস্য সাম্ন এবং খল্বমুমাদিত্যং সপ্তবিধং সামোপাস্তে।

অস্তময়াৎ (অস্তগমনের পূর্ব্বে), সঃ উপদ্রবঃ। তৎ (+অন্বায়ত্তাঃ= সেই রূপের অনুগত; ১।১০।৯ টীকা) আরণ্যাঃ (আরণ্য জন্তু সমূহ) অন্বায়ত্তাঃ (অনুগত)। তস্মাৎ (সেইজন্য) তে (তাহারা) পুরুষম্ (মানবকে) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) কক্ষম্ (২।১, কক্ষে, অরণ্যে) শ্বভ্রম্ (২।১, গর্ত্তে) ইতি উপদ্রবন্তি (উপ+দ্রু; দ্রুতবেগে গমন করে বা পলায়ন করে)। উপদ্রব-ভাজিনঃ (উপদ্রব নামক অংশের ভাগী) হি এতস্য সাম্নঃ (এই সামের)।

৮। অথ যৎ (যাহা) প্রথম+অস্তমিতে (ঠিক সূর্য্যাস্তের সময়ে) তৎ (তাহা) নিধনম্; তৎ (+অন্বায়ত্তাঃ=সেই রূপের অনুগত; ১।১০।৯ টীকা) অস্য (সেই আদিত্যের) পিতরঃ (পিতৃপুরুষগণ) অন্বায়ত্তাঃ (অনুগত)। তস্মাৎ (সেই জন্য) তান্ (পিতৃপুরুষদিগকে; কিংবা পিতৃপুরুষদিগের জন্য পিণ্ডসমূহকে) নিদধতি (নি+ধা, স্থাপন করে)। নিধন-ভাজিনঃ (সামের যে 'নিধন' অংশ, তাহার ভাগী) হি এতস্য সাম্নঃ (এই সামের)।—এবম্ (এই প্রকারে) খলু

যে রূপ তাহাই উপদ্রব। আরণ্য পশুগণ আদিত্যের এই রূপের অনুগত। এই জন্য তাহারা মনুষ্য দেখিলে দ্রুতবেগে অরণ্যে কিংবা গর্ত্তে প্রবেশ করে। ইহারা সামের 'উপদ্রব' অংশের অধিকারী।

৮। অনন্তর ঠিক অস্তগমনের সময় আদিত্যের যে রূপ, তাহাই নিধন। পিতৃপুরুষগণ আদিত্যের এই রূপের অনুগত। এই জন্য (এই সময়ে) তাঁহাদিগকে (কুশের উপর) স্থাপন করা হয় (কিংবা

অমুম্ আদিত্যম্ (ঐ আদিত্যকে) সপ্তবিধং সাম (সপ্তবিধ সাম-রূপে) উপাস্তে (উপাসনা করে)।

তাঁহাদিগের জন্য পিণ্ডসমূহকে কুশের উপর স্থাপন করা হয়)। এই-রূপে আদিত্যকে সপ্তবিধ সামরূপে উপাসনা করা হয়।

মন্তব্য

২।৯।৪। পাঠান্তর—'অন্তরিক্ষেঽনারম্বণানি' স্থলে অন্তরিক্ষেণ + আরম্বণানি।

'সঙ্গববেলায়াম্' ইত্যাদি—

'সম্ + গো' হইতে 'সঙ্গব' হইয়াছে। নানা লোকে ইহার নানা অর্থ করিয়াছে—(ক) দুগ্ধ দোহন করিবার জন্য যখন গাভীদিগকে একত্র করা হয়; (খ) দুগ্ধ দোহন করিবার জন্য যখন গাভী ও বৎস একত্র হয়; (গ) দুগ্ধ দোহন করিবার পর বৎসগণ যখন দুগ্ধ পান করে; (ঘ) মাঠে যাইবার পূর্ব্বে যখন গাভীসমূহ একত্র হয়; (ঙ) শঙ্কর বলেন, 'গো' অর্থ সূর্য্যের রশ্মিও হইতে পারে। তাহা হইলে 'সঙ্গব' অর্থ হইবে যে সময়ে সূর্য্যরশ্মির 'সঙ্গমন' হয়। 'সঙ্গমন' অর্থ সম্মিলন; মোক্ষ-মূলার এই স্থলে শঙ্করের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"when the sun puts forth his rays".

এই খণ্ডে দিবসের এই পাঁচটী বিভাগ-স্থল দেওয়া হইয়াছে—(১) সূর্য্যের উদয়, (২) সঙ্গববেলা, (৩) মধ্যন্দিন, (৪) অপরাহ্ণ, (৫) সূর্য্যের অস্তগমন। অথর্ব্ববেদে (৯।৬।৪৫) এবং তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও (১।৫।৩।১; ১।৪।৯।২) এই প্রকার বিভাগ করা হইয়াছে। সূর্য্যোদয়ের তিন মুহূর্ত্ত পরে যে সময়, তাহাই 'সঙ্গববেলা'।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে দশম খণ্ড

সপ্তবিধ সামের অক্ষরসংখ্যা-চিন্তনদ্বারা

আদিত্য-জয়

১। অথ খল্বাত্মসম্মিতমতিমৃত্যু সপ্তবিধং সামোপাসীত হিঙ্কার ইতি ত্র্যক্ষরং প্রস্তাব ইতি ত্র্যক্ষরং তৎ সমম্।

২। আদিরিতি দ্ব্যক্ষরং প্রতিহার ইতি চতুরক্ষরং তত ইহৈকং তৎ সমম্।

১। অথ খলু আত্মসম্মিতম্ (যাহার সমুদয় অংশ এক প্রকার; কিংবা যাহা পরমাত্মসদৃশ; ২।১) অতি-মৃত্যু (যাহা মৃত্যুকে জয় করে, ২।১) সপ্তবিধম্ সাম (সপ্তবিধ সামকে) উপাসীত (উপাসনা করিবে)। হিঙ্কারঃ ইতি ('হিঙ্কার' এই শব্দ) ত্রি+অক্ষরম্ (তিন অক্ষর যুক্ত); প্রস্তাবঃ ইতি ('প্রস্তাব' এই শব্দ) ত্রি+অক্ষরম্। তৎ (সুতরাং; কিংবা এই দুইটী) সমম্ (এক প্রকার)।

২। আদিঃ ইতি ('আদি' এই শব্দ) দ্বি+অক্ষরম্ (দুই অক্ষর যুক্ত); প্রতিহারঃ ইতি চতুর্+অক্ষরম্ (চারি অক্ষর যুক্ত)। ততঃ (তাহা হইতে, প্রতিহার শব্দ হইতে) ইহ (ইহাতে, আদিশব্দে) একম্ (একটী অক্ষর 'লইলে') তৎ সমম্ (১মঃ টীঃ)।

১। অনন্তর 'আত্মসম্মিত' এবং মৃত্যু-অতিক্রমকারী সপ্তবিধ সামের উপাসনা করিবে। 'হিঙ্কার' শব্দটীর তিনটী অক্ষর এবং 'প্রস্তাব' শব্দটীরও তিনটী অক্ষর; সুতরাং ইহারা সমান।

২। 'আদি' শব্দের দুইটী অক্ষর; 'প্রতিহার' শব্দের চারিটী অক্ষর।

৩। উদ্গীথ ইতি ত্র্যক্ষরমুপদ্রব ইতি চতুরক্ষরং ত্রিভিস্ত্রিভিঃ সমং ভবত্যক্ষরমতিশিষ্যতে ত্র্যক্ষরং তৎ সমম্।

৪। নিধনমিতি ত্র্যক্ষরং তৎ সমমেব ভবতি তানি হ বা এতানি দ্বাবিংশতিরক্ষরাণি।

৫। একবিংশত্যাদিত্যমাপ্নোত্যেকবিংশো বা ইতোঽসা-বাদিত্যো দ্বাবিংশেন পরমাদিত্যাজ্জয়তি তন্নাকং তদ্বিশোকম্।

৩। উদ্গীথঃ ইতি ত্রি+অক্ষরম্ (তিন অক্ষর যুক্ত) উপদ্রবঃ ইতি চতুর্+অক্ষরম্ (চারি অক্ষর যুক্ত)। ত্রিভিঃ ত্রিভিঃ (তিন অক্ষরে তিন অক্ষরে) সমম্ (সমান) ভবতি (হয়)। অক্ষরম্ (একটী অক্ষর) অতিশিষ্যতে (অতি+শিষ; অবশিষ্ট থাকে)। ত্রি+অক্ষরম্ (তিন অক্ষর যুক্ত) তৎ সমম্ (ইহারা সমান)।

৪। 'নিধনম্' ইতি ত্রি+অক্ষরম্; তৎ সমম্ ভবতি (৩মঃ দ্রঃ)। তানি হ বৈ এতানি (এই সমুদয়) দ্বাবিংশতিঃ অক্ষরাণি (বাইশটী অক্ষর; হিঙ্কার, প্রস্তাব, আদি, প্রতিহার, উদ্গীথ, উপদ্রব, নিধন—এই সাতটীতে বাইশটী অক্ষর)।

৫। একবিংশত্যা (একুশটী অক্ষরের জ্ঞান দ্বারা) আদিত্যম্

'প্রতিহার' শব্দ হইতে একটী অক্ষর লইয়া 'আদি' শব্দে যোগ করিলে উভয়ে সমান হয়।

৩। 'উদ্গীথ' এই শব্দটীর তিন অক্ষর; 'উপদ্রব' এই শব্দটীর চারি অক্ষর। তিন অক্ষরে তিন অক্ষরে ইহারা সমান। (এখন) একটী অক্ষর (অর্থাৎ 'উপদ্রবঃ' শব্দের 'বঃ' অক্ষর) থাকে। অপর তিনটী অক্ষর লইলে ইহারা সমান।

৪। 'নিধন' পদেও তিন অক্ষর সুতরাং ইহাও (অন্যপদ সমূহের) সমান। এই সমুদয় সামে বাইশটী অক্ষর।

৫। এই পৃথিবী লোক হইতে আরম্ভ করিয়া (লোকসমূহের

৬। আপ্নোতি হাদিত্যস্য জয়ং পরো হাস্যাদিত্যজয়াজ্জয়ো ভবতি য এতদেবং বিদ্বানাত্মসম্মিতমতিমৃত্যু সপ্তবিধং সামোপাস্তে সামোপাস্তে।

(আদিত্যকে) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়)। একবিংশঃ বৈ (২১ সংখ্যক ; ১২ মাস ৫ ঋতু + ৩ লোক = ২০ ; ইহার পর আদিত্য, সুতরাং আদিত্য ২১ সংখ্যক) ইতঃ (ইহলোক হইতে) অসৌ আদিত্যঃ (ঐ সূর্য্য)। দ্বাবিংশেন (দ্বাবিংশ অক্ষর দ্বারা) পরম্ (পরম লোককে) আদিত্যাৎ (আদিত্য অপেক্ষা) জয়তি (জয়করে)। তৎ (তাহা) নাকঃ তৎ বিশোকম্ (শোকরহিত)।

৬। আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়) হ আদিত্যস্য জয়ম্ (আদিত্যের জয়কে ; আদিত্যস্য—কর্ম্মে ৬ষ্ঠী)। পরঃ (শ্রেষ্ঠ) হ আদিত্যজয়াৎ (আদিত্য-জয় অপেক্ষা) জয়ঃ ভবতি (হয়) যঃ (যিনি) এতৎ (ইহাকে) এবম্ (এইরূপ) বিদ্বান্ (জানিয়া) আত্মসম্মিতম্ (১মঃ মঃ টীকা) অতিমৃত্যু (মৃত্যু-অতিক্রমকারী) সপ্তবিধম্ সাম উপাস্তে (উপাসনা করে) সাম উপাস্তে (দ্বিরুক্তি সমাপ্তিসূচক)।

সংখ্যা গণনা করিলে) আদিত্য একবিংশতিসংখ্যক (হইয়া থাকে)। দ্বাবিংশ অক্ষরের জ্ঞান দ্বারা আদিত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লোককে জয় করা যায়। সেই লোকই নাক (অর্থাৎ সুখময়) এবং বিশোক।

৬। যিনি ইহাকে এইরূপ জানিয়া 'আত্মসম্মিত' এবং মৃত্যু-অতিক্রমকারী সপ্তবিধ সামের উপাসনা করেন, তিনি আদিত্যকে জয় করেন এবং আদিত্য অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ লোককে জয় করিয়া থাকেন।

মন্তব্য

২।১০।৩। "উপদ্রবঃ"—এই শব্দের তিনটী অক্ষর বাদ দিলে কেবল 'বঃ' এই অক্ষরটী থাকে। এই মন্ত্রের শেষ অংশের ব্যাখ্যায় কেহ কেহ বলেন, এই একটী অক্ষরেও তিনটী অক্ষর। শঙ্কর লিখিয়াছেন—

"তৎ একম্ অপি সৎ 'অক্ষরম্' ইতি ত্র্যক্ষরম্ ভবতি" অর্থাৎ "এক হইলেও ইহা অক্ষর সুতরাং ইহাও তিন অক্ষর যুক্ত"। ইহার অর্থ বোধ হয় এই :—'বঃ' একটী অক্ষর ; কিন্তু একটা হইলেও ইহার নাম 'অক্ষর'। 'অক্ষর' কথাটীতে তিনটী অক্ষর সুতরাং 'বঃ' অক্ষরটীও তিনটি অক্ষর যুক্ত অক্ষর।

কেহ কেহ বলেন 'বঃ'=ব্+অ+ঃ; সুতরাং ব অক্ষরেও তিনটী অক্ষর।

সর্ব্বত্রই তিন দেখাইতে হইবে—এই জন্যই এত কষ্টকল্পনা। কিন্তু উপনিষৎকারের উদ্দেশ্য তাহা নাও হইতে পারে। সাতটী শব্দে বাইশটী অক্ষর রহিয়াছে, ঋষি ইহা পঞ্চম মন্ত্রে স্বীকার করিয়াছেন। ইহার একুশটী অক্ষর দ্বারা আদিত্যলোক প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং দ্বাবিংশ অক্ষর দ্বারা ইহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ লোক জয় করা যায়; সুতরাং অতিরিক্ত একটী অক্ষরেরও আবশ্যক আছে। সুতরাং এই অবশিষ্ট অক্ষরটীকে ত্র্যক্ষর না বলিয়া একটী অক্ষরই বলা উচিত। কষ্টকল্পনা না করিয়া শেষাংশের এই প্রকার অর্থ করা যাইতে পারে। অক্ষরম্ অতিশিষ্যতে= একটী অক্ষর অবশিষ্ট থাকে। ত্র্যক্ষরম্ তৎ সমম্=আর যে তিনটা অক্ষর ইহারা সমান।

২।১০।৫। ঋগ্বেদাদি গ্রন্থে 'নাক' একটী বিশেষ স্থান। অথর্ব্ববেদের মতে (৪।১৪।৩), পৃথিবীর উপরিভাগে অন্তরিক্ষ, তাহার পর যথাক্রমে দ্যৌ, নাক, স্বঃ এবং জ্যোতি। ঋগ্বেদের একই মন্ত্রে (১০।১২১।৫) স্বঃ, নাক এবং অন্তরিক্ষের উল্লেখ আছে। অনেকে 'নাক' শব্দের এই প্রকার অর্থ করেন—নাক=ন+অক; ক=সুখ; অক=দুঃখ। সুতরাং নাক অর্থ 'যাহা দুঃখময় নহে' অর্থাৎ সুখময় স্থান।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে একাদশ খণ্ড

মন-আদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা-কল্পনা

১। মনো হিংকারো বাক্প্রস্তাবশ্চক্ষুরুদ্গীথঃ শ্রোত্রং প্রতিহারঃ প্রাণো নিধনমেতদ্গায়ত্রং প্রাণেষু প্রোতম্।

২। স য এবমেতদ্গায়ত্রং প্রাণেষু প্রোতং বেদ প্রাণী ভবতি সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্ জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্ত্যা মহামনাঃ স্যাত্তদ্ ব্রতম্।

১। মনঃ হিঙ্কারঃ; বাক্ প্রস্তাবঃ; চক্ষুঃ উদ্গীথঃ; শ্রোত্রম্ প্রতিহারঃ; প্রাণঃ নিধনম্। এতৎ (এই) গায়ত্রম্ (সামবেদের অংশবিশেষ; গায়ত্রীছন্দে রচিত বলিয়া এই অংশের নাম গায়ত্র) প্রাণেষু (প্রাণসমূহে) প্রোতম্ (প্রতিষ্ঠিত; প্রোত = প্র + উত কিংবা উত, বে ধাতু হইতে; বে = বয়নকরা)।

২। সঃ যঃ (যে) এবম্ (এই প্রকারে) "এতৎ গায়ত্রম্ (এই গায়ত্র সাম, ১।১) প্রাণেষু প্রোতম্ (প্রাণসমূহে প্রতিষ্ঠিত)" বেদ (জানেন), প্রাণী (প্রাণযুক্ত) ভবতি (হন) সর্ব্বম্ আয়ুঃ (পূর্ণ আয়ু) এতি (ই ধাতু; প্রাপ্ত হন) জোক্ (দীর্ঘ কিংবা উজ্জ্বল) জীবতি (জীবন

১। মনই হিঙ্কার; বাক্ই প্রস্তাব; চক্ষুই উদ্গীথ; শ্রোত্রই প্রতিহার; প্রাণই নিধন। এই 'গায়ত্র' নামক সাম প্রাণে প্রতিষ্ঠিত।

২। 'এই গায়ত্র সাম প্রাণে প্রতিষ্ঠিত' যিনি এইরূপ জানেন, তিনি প্রাণযুক্ত হন,য়ূ পূর্ণ আ লাভ করেন, উজ্জ্বল জীবন প্রাপ্ত হন;

ধারণ করেন), মহান্ (শ্রেষ্ঠ) প্রজয়া (সন্তান দ্বারা) পশুভিঃ (পশুগণ দ্বারা) ভবতি; মহান্ কীর্ত্ত্যা (কীর্তি দ্বারা); মহামনাঃ স্যাৎ (হইতে পারেন) তৎ (তাহাই) ব্রতম্ (ব্রত)।

সন্তান ও পশু লাভ করিয়া মহান্ হন; কীর্ত্তিতেও তিনি শ্রেষ্ঠ হন। তিনি মহামনা হইবেন। ইহাই তাঁহার ব্রত।

মন্তব্য

২।১১।২। 'সঃ যঃ' ইত্যাদি।

এইস্থলে 'সঃ' শব্দের বিশেষ কোন অর্থ নাই। 'যঃ' শব্দের অর্থকে দৃঢ় করিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে। সঃ যঃ = যে কোন ব্যক্তি। কেহ কেহ বলেন 'সঃ' শব্দ, 'ভবতি' 'এতি' ইত্যাদি ক্রিয়ার কর্ত্তা।

'গায়ত্রম্' শব্দকে দ্বিতীয়ার একবচন করিলেই অর্থ সুসঙ্গত হয়। এইরূপ রথন্তরম (২।১২।২), বামদেব্যম্ (২।১৩।২), বৃহৎ (২।১৪।২), বৈরূপম্ (২।১৫।২), বৈরাজম্ (২।১৬।২) প্রভৃতিও দ্বিতীয়ার একবচন হইতে পারে। কিন্তু ইহার পরবর্ত্তী দুই খণ্ডে 'শকর্য্যঃ' (২।১৭।২) এবং 'রেবত্যঃ' (২।১৮।২) পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই দুটী শব্দ প্রথমার একবচন। সুতরাং গায়ত্রাদি শব্দসমূহকে প্রথমার একবচন রূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

এই একাদশ খণ্ডের প্রথম মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে "এতৎ গায়ত্রম্ প্রাণেষু প্রোতম্"। এই অংশই দ্বিতীয় মন্ত্রে পুনরুক্ত হইয়াছে। এই প্রকার হইলে দ্বিতীয় মন্ত্রের 'প্রোতম্' শব্দের পর 'ইতি' উহ্য করিয়া লইতে হইবে। ২।১২।২ হইতে ২।১৮।২ পর্য্যন্ত অংশেও এই প্রকার হইবে।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বাদশ খণ্ড

যজ্ঞাঙ্গের সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা-কল্পনা

১। অভিমন্থতি স হিংকারো ধূমো জায়তে স প্রস্তাবো জ্বলতি স উগদীথোঽঙ্গারা ভবন্তি স প্রতিহার উপশাম্যতি তন্নিধনং সংশাম্যতি তন্নিধনমেতদ্রথন্তরমগ্নৌ প্রোতম্।

২। স য এবমেতদ্রথন্তরমগ্নৌ প্রোতং বেদ ব্রহ্মবর্চ্চস্যন্নাদো ভবতি সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্ জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্ত্যা ন প্রত্যঙ্ঙগ্নিমাচামেন্ন নিষ্ঠীবেত্তদ্ ব্রতম্।

১। অভিমন্থতি (অভিমন্থন করা হয়), সঃ (ইহাই) হিঙ্কারঃ; ধূমঃ জায়তে (উৎপন্ন হয়) সঃ প্রস্তাবঃ; জ্বলতি (প্রজ্বলিত হয়) সঃ উদ্গীথঃ; অঙ্গারাঃ (অঙ্গারসমূহ) ভবন্তি (হয়), সঃ প্রতিহারঃ; উপশাম্যতি (উপশান্ত অর্থাৎ নিস্তেজ হয়) তৎ নিধনম্; সম্-শাম্যতি (সম্যক্‌রূপে নির্ব্বাপিত হয়) তৎ নিধনম্। এতৎ রথন্তরম্ (এই রথন্তর নামক সাম) অগ্নৌ (অগ্নিতে) প্রোতম্ (নিহিত)।

২। সঃ যঃ এবম্ "এতৎ রথন্তরম্ (এই রথন্তর সাম, ১।১) অগ্নৌ

১। (অগ্নি উৎপাদন করিবার জন্য কাষ্ঠে কাষ্ঠে) যে অভিমন্থন করা হয়, তাহাই হিঙ্কার; ধূম যে উৎপন্ন হয়, তাহাই প্রস্তাব; অগ্নি যে প্রজ্বলিত হয় তাহাই উদ্গীথ; অঙ্গার যে উৎপন্ন হয়, তাহাই প্রতিহার; অগ্নি যে নিস্তেজ হইতে থাকে, তাহাই নিধন; অগ্নি যে নির্ব্বাপিত হয় তাহাও নিধন। এই রথন্তর সাম অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত।

২। এই রথন্তর সাম অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত যিনি এইরূপ জানেন,

প্রোতম্" বেদ, ব্রহ্মবর্চ্চসী (ব্রহ্ম = মন্ত্র, বেদ ; বর্চ্চস্ = তেজ ; ব্রহ্মবর্চ্চম্ = বেদজ্ঞান জনিত তেজ ; এই ব্রহ্মতেজ যাহার আছে সেই ব্রহ্মবর্চ্চসী) অন্নাদঃ (অন্নভোক্তা) ভবতি (হন), সর্ব্বম্ আয়ুঃ এতি, জ্যোক্ জীবতি, মহান্ প্রজয়া পশুভিঃ ভবতি ; মহান্ কীর্ত্ত্যা (২ ১১।২ টীকা) । ন (না) প্রত্যঙ্ অগ্নিম্ (অগ্নির অভিমুখী হইয়া) আচামেৎ (ভক্ষণ করিবে ; আ+চম্+যাৎ পাঃ ৭ ৩.৭৫), ন নিষ্ঠীবেৎ (নি+ষ্ঠিব, থুথু ফেলা ; = নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিবে) । তৎ (তাহাই) ব্রতম্ ।

তিনি বেদজ্ঞান জনিত তেজ লাভ করেন ; অন্নভোক্তা হন ; পূর্ণায়ু লাভ করেন , উজ্জ্বল (বা দীর্ঘ) জীবন ধারণ করেন, সন্তান ও পশু লাভ করিয়া মহান্ হন এবং কীর্ত্তিতেও মহান্ হন। অগ্নির অভিমুখে ভোজন করিবে না এবং নিষ্ঠীবন (= থুথু) ত্যাগ করিবে না। ইহাই ব্রত।

মন্তব্য

২।১২।১। ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপন্ন করিবার সময়ে সামবেদের 'রথন্তর' অংশের অন্তর্গত মন্ত্র গান করা হয়। এই জন্য বলা হইয়াছে 'রথন্তর' সাম অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে ত্রয়োদশ খণ্ড

মিথুনে বামদেব্য সামোপাসনা

১। উপমন্ত্রয়তে স হিংকারো জ্ঞপয়তে স প্রস্তাবঃ স্ত্রিয়া সহ শেতে স উদ্গীথঃ প্রতি স্ত্রীং সহ শেতে স প্রতিহারঃ কালং গচ্ছতি তন্নিধনং পারং গচ্ছতি তন্নিধনমেতদ্বামদেব্যং মিথুনে প্রোতম্।

২। স য এবমেতদ্বামদেব্যং মিথুনে প্রোতং বেদ মিথুনীভবতি মিথুনান্মিথুনাৎ প্রজায়তে সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্ জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্ত্যা ন কাঞ্চন পরিহরেৎ তদ্ ব্রতম্।

১। উপমন্ত্রয়তে (আহ্বান করে) যঃ হিঙ্কারঃ; জ্ঞপয়তে (সন্তোষ বিধান করে, বা জানায়) সঃ প্রস্তাবঃ ; স্ত্রিয়া সহ (স্ত্রীলোকের সহিত) শেতে (শয়ন করে) সঃ উদ্গীথঃ ; প্রতি (অভিমুখ হইয়া) স্ত্রীম্ সহ শেতে, সঃ প্রতিহারঃ ; কালম্ গচ্ছতি (সময় অতিবাহিত হয়) তৎ নিধনম্; পারম্ গচ্ছতি (পূর্ণকাম হয়) তৎ (তাহাও) নিধনম্। এতৎ বামদেব্যম্ (বামদেব্য নামক সাম) মিথুনে (স্ত্রী-পুরুষে) প্রোতম্ (প্রতিষ্ঠিত)।

পাঠান্তর—'প্রতি স্ত্রীম্' স্থলে 'প্রতি স্ত্রী'।

২। সঃ যঃ এবম্ (এইরূপে) এতৎ বামদেব্যম্ (বামদেব্য সাম) মিথুনে প্রোতম্ বেদ (জানেন), মিথুনীভবতি (তিনি মিথুন ভাবে থাকেন, বিধুর হন না); মিথুনাৎ মিথুনাৎ (প্রতি মিথুন ভাব হইতেই) প্রজায়তে (সন্তান উৎপন্ন হয়); সর্ব্বম্ আয়ুঃ এতি, জ্যোক্ জীবতি, মহান্ প্রজয়া পশুভিঃ মহান্ কীর্ত্ত্যা। ন (না) কাঞ্চন (কাম্

+চন=কোন স্ত্রীলোককে) পরিহরেৎ (পরিত্যাগ করিবে)। তৎ (তাহাই) ব্রতম্।

[শিষ্টাচার বিরুদ্ধ এবং আপত্তিজনক বলিয়া বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল না।]

মন্তব্য

১। বর্ত্তমানযুগে আমরা কতকগুলি ঘটনাকে অত্যন্ত লজ্জাকর ও হেয় বলিয়া মনে করি। কিন্তু অতি প্রাচীনকালে আহার-বিহারাদি সমুদয় ঘটনাকেই স্বাভাবিক বলিয়া বিবেচনা করা হইত। উপনিষদের এই স্থলে এইরূপ একটী ঘটনাকেই ধর্ম্মভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

২। 'ন কাঞ্চন পরিহরেৎ'—বর্ত্তমান যুগে এই মত অতি ভীষণ ও দূষিত। কিন্তু সামাজিক নিয়ম সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বযুগে এক প্রকার নহে। এখন আমরা যে প্রথাকে দূষিত বলিয়া মনে করিতেছি, এমন এক সময় ছিল, যখন সর্ব্বদেশেই সেই প্রথাকে আহারাদির মত একটা স্বাভাবিক ঘটনা বলিয়া মনে করা হইত। পাপ জ্ঞানমূলক। বিচার করিয়া যাহাকে অন্যায় বলিয়া বুঝা যায়, তাহার অনুষ্ঠানই পাপ। যেখানে অন্যায়বোধ নাই, সেখানে পাপও নাই। বিচারক্ষম ব্যক্তির পক্ষে যাহা পাপ, অবোধ শিশুর পক্ষে তাহা পাপ নহে। বর্ত্তমান যুগে নরনারী সমাজের অনুমতি লইয়া বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইতেছে। কিন্তু এমন এক সময় ছিল যখন ইহারা নিজেদের ইচ্ছাতেই সম্মিলিত হইত, অপর লোকের অনুমতি লওয়া আবশ্যক মনে হইত না এবং এই প্রকার অনুমতি লওয়া যে আবশ্যক ইহা কাহারও চিন্তার মধ্যে আসিত না। উপনিষদের এই অংশে যে ইচ্ছাপূর্ব্বক অপবিত্রতার সমর্থন করা হইয়াছে তাহা বোধ হয় না, সম্ভবতঃ ঐ যুগে এই প্রকার ঘটনা অপ্রচলিত ছিল না।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে চতুর্দ্দশ খণ্ড

আদিত্যের পঞ্চবিধ অবস্থানের সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা-কল্পনা

১। উদ্যন্ হিংকার উদিতঃ প্রস্তাবো মধ্যন্দিন উদ্গীথোঽপরাহ্ণঃ প্রতিহারোঽস্তং যন্নিধনমেতদ্ বৃহদাদিত্যে প্রোতম্।

২। স য এবমেতদ্ বৃহদাদিত্যে প্রোতং বেদ তেজস্ব্যন্নাদো ভবতি সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্ জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্ত্যা তপন্তং ন নিন্দেৎ তদ্ ব্রতম্।

১। উদ্যন্ (উৎ+ই, শতৃ; উদিত হইতেছে এমন 'সূর্য্য') হিঙ্কারঃ; উদিতঃ (উদিত হইয়াছে এমন 'সূর্য্য') প্রস্তাবঃ; মধ্যন্দিনঃ (মধ্যাহ্ণকালের 'সূর্য্য') উদ্গীথঃ, অপরাহ্ণঃ (অপরাহ্ণ কালের 'সূর্য্য') প্রতিহারঃ; অস্তম্ যন্ (অস্ত যাইতেছে এমন 'সূর্য্য'; যন্=ই, শতৃ) নিধনম্। এতৎ (এই) বৃহৎ (বৃহৎ নামক সাম) আদিত্যে প্রোতম্ (আদিত্যে প্রতিষ্ঠিত)।

২। সঃ যঃ (২।১১।২ মন্তব্য) এবম্ "এতৎ বৃহৎ আদিত্যে প্রোতম্" (১ম মঃ) বেদ, তেজস্বী অন্নাদঃ ভবতি; সর্ব্বম্ আয়ুঃ এতি, জ্যোক্

১। উদীয়মান সূর্য্য হিঙ্কার; উদিত সূর্য্য প্রস্তাব; মধ্যন্দিন (= মধ্যাহ্ণকালীন) সূর্য্য উদ্গীথ; অপরাহ্ণকালীন সূর্য্য প্রতিহার; অস্তকালীন সূর্য্য নিধন। এই 'বৃহৎ' নামক সাম আদিত্যে প্রতিষ্ঠিত।

২। "বৃহৎ নামক সাম আদিত্যে প্রতিষ্ঠিত" যিনি এই প্রকার জানেন, তিনি তেজস্বী ও অন্নভোক্তা হন, পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হন, দীর্ঘ (বা উজ্জ্বল)

জীবতি, মহান্ প্রজয়া পশুভিঃ ভবতি ; মহান্ কীর্ত্ত্যা (২।১১।২ টীকা)। তপন্তম্ (তাপপ্রদানকারী সূর্য্যকে) ন নিন্দেৎ (নিন্দা করিবে না)। তৎ (তাহাই) ব্রতম্।

জীবন ধারণ করেন, প্রজা ও পশু লাভ করিয়া মহান্ হন, এবং কীর্ত্তিতেও মহান্ হন। উত্তাপপ্রদানকারী সূর্য্যকে নিন্দা করিবে না। ইহাই ব্রত।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে পঞ্চদশ খণ্ড

মেঘোৎপত্তি প্রভৃতি পঞ্চ প্রাকৃতিক ক্রিয়ার সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা-কল্পনা

(বৈরূপ সাম)

১। অভ্রাণি সংপ্লবন্তে স হিংকারো মেঘো জায়তে স প্রস্তাবো বর্ষতি স উদ্গীথো বিদ্যোততে স্তনয়তি স প্রতিহার উদ্গৃহ্ণাতি তন্নিধনমেতদ্বৈরূপং পর্জন্যে প্রোতম্।

১। অভ্রাণি (অভ্রসমূহ=মেঘের প্রথমাবস্থা, যে অবস্থায় ইহা জল ধারণ করে। অপ্+ভৃ হইতে; অপ্=জল; ভৃ=ধারণ করা। কেহ কেহ অভ্র-স্থলে 'অব্ভ্র' লিখিয়া থাকেন) সংপ্লবন্তে (সম্+প্ল ;

১। অভ্র যে ঘনীভূত হয়, ইহাই হিংকার ; মেঘ যে, উৎপন্ন হয় ইহাই প্রস্তাব ; বৃষ্টি যে বর্ষিত হয় ; ইহাই উদ্গীথ ; বিদ্যুৎ যে

২। স য এবমেতদ্বৈরূপং পর্জন্যে প্রোতং বেদ বিরূপাংশ্চ সুরূপাংশ্চ পশূনবরুন্ধে সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্ জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্ত্যা বর্ষন্তং ন নিন্দেৎ তদ্ ব্রতম্।

ঘনীভূত হয়) সঃ হিঙ্কারঃ। মেঘঃ জায়তে (উৎপন্ন হয়) সঃ প্রস্তাবঃ। বর্ষতি (বর্ষণ করে) সঃ উদ্‌গীথঃ। বিদ্যোততে; (বিদ্যুৎ প্রকাশিত হয়), স্তনয়তি (গর্জ্জন করে) সঃ প্রতিহারঃ (২।৩।১টী দ্রঃ) উৎগৃহ্ণাতি (উপসংহার হয়) তৎ নিধনম্ (২।৩।২ টীকা)। এতৎ বৈরূপম্ (এই বৈরূপ নামক সাম) পর্জ্জন্যে (মেঘে) প্রোতম্ (নিহিত)।

২। সঃ যঃ (২।১১।২ মন্তব্য) এবম্ 'এতৎ বৈরূপম্ পর্জ্জন্যে প্রোতম্' বেদ, বিরূপান্ চ, সুরূপান্ চ, পশূন্ (নানারূপ এবং সুরূপ পশুসমূহকে) অবরুন্ধে (অব + রুধ্; অবরোধ করেন, লাভ করেন) সর্ব্বম্ আয়ুঃ এতি, জ্যোক্ জীবতি, মহান্ প্রজয়া পশুভিঃ ভবতি; মহান্ কীর্ত্ত্যা। বর্ষন্তম্ (বর্ষণকারীকে) ন নিন্দেৎ। তৎ ব্রতম্ (২।১১।২ টীকা)।

প্রকাশিত হয় এবং মেঘ যে গর্জ্জন করে ইহাই প্রতিহার; ইহার যে নিবৃত্তি হয় ইহাই নিধন। 'বৈরূপ' নামক এই সাম পর্জ্জন্যে প্রতিষ্ঠিত।

২। 'বৈরূপ নামক সাম পর্জ্জন্যে প্রতিষ্ঠিত' যিনি এইরূপ জানেন, তিনি বিচিত্ররূপ এবং সুরূপ পশুসমূহ লাভ করিয়া থাকেন, পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হন, উজ্জ্বল (বা দীর্ঘ) জীবন লাভ করেন, প্রজা ও পশু লাভ করিয়া মহান্ হন এবং কীর্ত্তিতেও মহান্ হন। বর্ষণকারী মেঘকে কখনও নিন্দা করিবে না। ইহাই ব্রত।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে ষোড়শ খণ্ড

পঞ্চঋতুর সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা-কল্পনা

(বৈরাজ সাম)

১। বসন্তো হিংকারো গ্রীষ্মঃ প্রস্তাবো বর্ষা উদ্গীথঃ শরৎ প্রতিহারো হেমন্তো নিধনমেতদ্বৈরাজমৃতুষু প্রোতম্।

২। **স য এবমেতদ্বৈরাজমৃতুষু প্রোতং বেদ বিরাজতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেন সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্ জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্ত্যা ঋতূন্ ন নিন্দেৎ তদ্ ব্রতম্।**

১। বসন্তঃ হিঙ্কারঃ; গ্রীষ্মঃ প্রস্তাবঃ; বর্ষাঃ উদ্গীথঃ; শরৎ প্রতিহারঃ; হেমন্তঃ নিধনম্। এতৎ বৈরাজম্ (এই বিরাজ নামক সাম) ঋতুষু (ঋতুসমূহে) প্রোতম্ (নিহিত)।

২। সঃ যঃ (২।১১।২ মন্তব্য) এবম্ 'এতৎ বৈরাজম্ ঋতুষু প্রোতম্' বেদ, বিরাজতি (বিরাজ করেন) প্রজয়া পশুভিঃ ব্রহ্মবর্চ্চসেন (বেদ-জ্ঞান জনিত তেজ দ্বারা); সর্ব্বম্ আয়ুঃ এতি; জ্যোক্ জীবতি; মহান্ প্রজয়া পশুভিঃ ভবতি; মহান্ কীর্ত্ত্যা। ঋতূন্ (ঋতুসমূহকে) ন নিন্দেৎ। তৎ ব্রতম্ (২।১১।২ দ্রঃ)।

১। বসন্তই হিঙ্কার, গ্রীষ্মই প্রস্তাব, বর্ষাই উদ্গীথ, শরৎই প্রতি-হার, হেমন্তই নিধন। 'বৈরাজ' নামক এই সাম ঋতুসমূহে প্রতিষ্ঠিত।

২। বৈরাজ নামক সাম ঋতুসমূহে প্রতিষ্ঠিত যিনি এইরূপ জানেন, তিনি প্রজা, পশুসমূহ ও বেদজ্ঞান জনিত তেজ লাভ করিয়া বিরাজ করেন; পূর্ণায়ু লাভ করেন এবং উজ্জ্বল (বা দীর্ঘ) জীবন প্রাপ্ত হন। তিনি প্রজা ও পশুলাভ করিয়া মহান্ হন এবং কীর্ত্তিতেও মহান্ হন। ঋতুসমূহকে নিন্দা করিবে না। ইহাই ব্রত।

মন্তব্য

"ব্রহ্মবর্চ্চসেন" ব্রহ্ম+বর্চ্চস্+অচ্=ব্রহ্মবর্চ্চস্, ক্লীং, পা ৫।৪।৭৮ ব্রহ্ম=মন্ত্র বা বেদ ; বেদ্যাধ্যয়নজনিত তেজের নাম ব্রহ্ম-বর্চ্চস্।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে সপ্তদশ খণ্ড

পৃথিব্যাদি লোকের সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা-কল্পনা

(শক্করী সাম)

১। পৃথিবী হিংকারোঽন্তরিক্ষং প্রস্তাবো দ্যৌরুদ্গীথো দিশঃ প্রতিহারঃ সমুদ্রো নিধনমেতাঃ শক্কর্য্যো লোকেষু প্রোতাঃ।

১। পৃথিবী হিঙ্কারঃ, অন্তরিক্ষম্ প্রস্তাবঃ; দ্যৌঃ (দ্যুলোক) উদ্গীথঃ; দিশঃ (দিক্‌সমূহ) প্রতিহারঃ; সমুদ্রাঃ নিধনম্। এতাঃ (এই সমুদয়) শক্কর্য্যঃ (শক্করী নামক সামসমূহ) লোকেষু (পৃথিব্যাদি লোকসমূহে) প্রোতাঃ (প্রতিষ্ঠিত)।

১। পৃথিবীই হিঙ্কার, অন্তরিক্ষই প্রস্তাব, দ্যুলোকই উদ্গীথ, দিক্‌-সমূহই প্রতিহার এবং সমুদ্রই নিধন। শক্করী নামক এই সমুদয় সাম যপৃথিব্যাদি লোকসহে প্রতিষ্ঠিত।

২। স য এবমেতাঃ শক্কর্য্যো লোকেষু প্রোতা বেদ লোকী ভবতি সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্ জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্ত্যা লোকান্ন নিন্দেৎ তদ্ ব্রতম্।

২। সঃ যঃ এবম্ 'এতাঃ শক্কর্য্যঃ লোকেষু প্রোতাঃ' বেদ, লোকী (শ্রেষ্ঠলোকগামী) ভবতি, সর্ব্বম্ আয়ুঃ এতি, জ্যোক্ জীবতি; মহান্ প্রজয়া পশুভিঃ ভবতি, মহান্ কীর্ত্ত্যা। লোকান্ (লোকসমূহকে) ন নিন্দেৎ। তৎ ব্রতম্ (২।১১।২ টীকা)।

২। শক্করী নামক এই সমুদয় সাম লোকসমূহে প্রতিষ্ঠিত যিনি এইরূপ জানেন, তিনি শ্রেষ্ঠ লোকে গমন করেন, পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হন। উজ্জ্বল (বা দীর্ঘ) জীবন লাভ করেন, প্রজা ও পশুসমূহ লাভ করিয়া মহান্ হন এবং কীর্ত্তিতেও মহান্ হন। লোকসমূহকে নিন্দা করিবে না। ইহাই ব্রত।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে অষ্টাদশ খণ্ড

অজাদি পশুর সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা-কল্পনা
(রেবতী সাম)

১। অজা হিংকারোঽবয়ঃ প্রস্তাবো গাব উদ্গীথোঽশ্বাঃ প্রতিহারঃ পুরুষো নিধনমেতা রেবত্যঃ পশুষু প্রোতাঃ।

২। স য এবমেতা রেবত্যঃ পশুষু প্রোতা বেদ পশুমান্ ভবতি সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্ জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্ত্যা পশূন্ন নিন্দেৎ তদ্ ব্রতম্।

১। অজাঃ হিঙ্কারঃ; অবয়ঃ প্রস্তাবঃ; গাবঃ উদ্গীথঃ; অশ্বঃ প্রতিহারঃ; পুরুষঃ নিধনম্ (২।৬।১ টীকা)। এতাঃ (এই সমুদয়) রেবত্যঃ (রেবতী নামক সাম) পশুষু (পশুসমূহে) প্রোতাঃ (প্রতিষ্ঠিত)।

২। সঃ যঃ এবম্ 'এতাঃ রেবত্যঃ পশুষু প্রোতাঃ' বেদ, পশুমান্ (পশুযুক্ত) ভবতি, সর্ব্বম্ আয়ুঃ এতি, জ্যোক্ জীবতি, মহান্ প্রজয়া পশুভিঃ ভবতি; মহান্ কীর্ত্ত্যা; পশূন্ (পশুসমূহকে) ন নিন্দেৎ। তৎ ব্রতম্ (২।১১।২ টীকা)।

১। অজাসমূহই হিঙ্কার, মেষসমূহই প্রস্তাব, গোসমূহই উদ্গীথ, অশ্বসমূহই প্রতিহার, মানুষই নিধন। রেবতী নামক এই সমুদয় সাম পশুসমূহে প্রতিষ্ঠিত।

২। রেবতী নামক সামসমূহ পশুসমূহে প্রতিষ্ঠিত যিনি এইরূপ জানেন, তিনি পশুধন লাভ করেন, পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হন, উজ্জ্বল (বা দীর্ঘ) জীবনলাভ করেন, প্রজা ও পশুলাভ করিয়া মহান্ হন এবং কীর্ত্তিতেও মহান্ হন। পশুসমূহকে নিন্দা করিবে না। ইহাই ব্রত।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে একোনবিংশ খণ্ড

লোমাদি দেহাঙ্গের সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা-কল্পনা
(যজ্ঞাযজ্ঞীয় সাম)

১। লোম হিংকারস্ত্বক্ প্রস্তাবো মাংসমুদ্গীথোঽস্থি প্রতিহারো মজ্জা নিধনমেতদ্ যজ্ঞাযজ্ঞীয়মঙ্গেষু প্রোতম্।

২। স য এবমেতদ্ যজ্ঞাযজ্ঞীয়মঙ্গেষু প্রোতং বেদাঙ্গী-ভবতি নাঙ্গেন বিহূর্ছতি সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্ জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্ত্যা সংবৎসরং মজ্জ্ঞো নাশ্নীয়াত্তদ্ ব্রতং মজ্জ্ঞো নাশ্নীয়াদিতি বা।

১। লোম হিঙ্কারঃ; ত্বক্ প্রস্তাবঃ; মাংসম্ উদ্গীথঃ; অস্থি প্রতিহারঃ; মজ্জা নিধনম্। এতৎ যজ্ঞাযজ্ঞীয়ম্ (যজ্ঞাযজ্ঞীয় নামক সাম) অঙ্গেষু (দেহের সমুদয় অঙ্গে) প্রোতম্ (প্রতিষ্ঠিত)। পাঠান্তর 'যজ্ঞাযজ্ঞীয়ম্' স্থলে 'যজ্ঞাযজ্ঞিয়ম্'।

২। সঃ যঃ এবম্ এতৎ যজ্ঞাযজ্ঞীয়ম্ অঙ্গেষু প্রোতম্ বেদ অঙ্গী ভবতি (অঙ্গশালী হন), ন (না) অঙ্গেন (অঙ্গবিষয়ে) বিহূর্চ্ছতি (বি+হূর্চ্ছ; কিংবা বি+হুর্চ্ছ; বিকলাঙ্গ হন); সর্ব্বম্ আয়ুঃ এতি; জ্যোক্ জীবতি, মহান্ প্রজয়া পশুভিঃ ভবতি; মহান্ কীর্ত্ত্যা; সম্বৎসরম্

১। লোমই হিঙ্কার, ত্বকই প্রস্তাব, মাংসই উদ্গীথ, অস্থিই প্রতিহার, মজ্জাই নিধন। যজ্ঞাযজ্ঞীয় নামক এই সাম দেহের অঙ্গসমূহে প্রতিষ্ঠিত।

২। 'যজ্ঞাযজ্ঞীয় নামক সাম দেহের অঙ্গসমূহে প্রতিষ্ঠিত' যিনি এইরূপ জানেন, তিনি দৃঢ়াঙ্গ হন, তাঁহার অঙ্গ বিকল হয় না,

(একবৎসর) মজ্জ্ঞঃ (মজ্জন্ শব্দ, ২।৩ = মাংসসমূহকে) ন অশ্নীয়াৎ (ভোজন করিবে না) তৎ ব্রতম্ মজ্জ্ঞঃ ন অশ্নীয়াৎ ইতি বা (কিংবা) (২।১১।২ টীকা ।

তিনি পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হন, উজ্জ্বল (বা দীর্ঘ) জীবন ধারণ করেন, প্রজা ও পশু লাভ করিয়া মহান্ হন, এবং কীর্ত্তিতেও মহান্ হন। এক বৎসর মাংসসমূহ ভোজন করিবে না বা (চিরকালই) মাংস ভোজন করিবে না। ইহাই ব্রত।

মন্তব্য

শঙ্কর বলেন মজ্জ্ঞঃ শব্দ বহুবচনান্ত, এই জন্য বুঝিতে হইবে ইহার অর্থ মৎস্য-মাংস উভয়ই।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে বিংশ খণ্ড

অগ্ন্যাদি দেবতার সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা-কল্পনা
(রাজন্ সাম)

১। অগ্নির্হিংকারো বায়ুঃ প্রস্তাব আদিত্য উদ্গীথো নক্ষত্রাণি প্রতিহারশ্চন্দ্রমা নিধনমেতদ্রাজনং দেবতাসু প্রোতম্।

২। স য এবমেতদ্রাজনং দেবতাসু প্রোতং বেদৈতা সামেব দেবতানাং সলোকতাং সাৰ্ষ্টিতাং সাযুজ্যং গচ্ছতি সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্ জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্ত্যা। ব্রাহ্মণান্ন নিন্দেৎ তদ্ ব্রতম্।

১। অগ্নিঃ হিঙ্কারঃ; বায়ুঃ প্রস্তাবঃ; আদিত্যঃ উদ্গীথঃ; নক্ষত্রাণি প্রতিহারঃ; চন্দ্রমা নিধনম্। এতৎ রাজনম্ (রাজন নামক এই সাম) দেবতাসু (দেবসমূহে) প্রোতম্ (প্রতিষ্ঠিত)।

২। সঃ যঃ এবম্ এতৎ রাজনম্ দেবতাসু প্রোতম্ বেদ, এতাসাম্ এব দেবতানাম্ (এই সমুদয় দেবতার) সলোকতাম্ (২।১, সালোক্য অর্থাৎ একলোকে অবস্থিতি), সাৰ্ষ্টিতাম (২।১, সৃষ্টি হইতে সাৰ্ষ্টি,তা

১। অগ্নিই হিঙ্কার, বায়ু প্রস্তাব, আদিত্য উদ্গীথ, নক্ষত্রসমূহ প্রতিহার, চন্দ্রমা নিধন। 'রাজন্' নামক এই সাম দেবতাসমূহে প্রতিষ্ঠিত।

২। 'রাজন্' নামক সাম দেবতাসমূহে প্রতিষ্ঠিত, যিনি এইরূপ জানেন, তিনি এই সমুদয় দেবতার সহিত সালোক্য, সাৰ্ষ্টিতা (সমান অধিকার) বা সাযুজ্য লাভ করেন; তিনি পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হন, উজ্জ্বল (বা

প্রত্যয়; সমান ক্ষমতা বা অধিকার) সাযুজ্যম্ (২।১, একত্ব) গচ্ছতি (প্রাপ্ত হয়); সর্ব্বম্ আয়ুঃ এতি; জ্যোক্ জীবতি; মহান্ প্রজয়া পশুভিঃ ভবতি; মহান্ কীর্ত্ত্যা। ব্রাহ্মণান্ (ব্রাহ্মণদিগকে) ন নিন্দেৎ। তৎ ব্রতম্ (২।১১।২ টীকা)।

দীর্ঘ) জীবন ধারণ করেন, প্রজা ও পশু লাভ করিয়া মহান্ হন এবং কীর্ত্তিতেও মহান্ হন। ব্রাহ্মণগণকে নিন্দা করিবে না। ইহাই ব্রত।

মন্তব্য

একই লোকে বাস করার নাম সালোক্য; সমান ক্ষমতা লাভের নাম সার্ষ্টিতা; একত্বলাভ, একীভাবপ্রাপ্তি বা একদেহে বাসের নাম সাযুজ্য।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে একবিংশ খণ্ড

বিভাসত্রয়যুক্ত পঞ্চবিধ বস্তুর সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা-কল্পনা এবং সর্ব্ববস্তুর সহিত আত্মার ঐক্যধ্যান

১। ত্রয়ীবিদ্যা হিংকারস্ত্রয় ইমে লোকাঃ স প্রস্তাবো-ঽগ্নির্বায়ুরাদিত্যঃ স উদ্গীথো নক্ষত্রাণি বয়াংসি মরীচয়ঃ স প্রতিহারঃ সর্পা গন্ধর্ব্বাঃ পিতরস্তন্নিধনমেতৎ সাম সর্ব্বস্মিন্ প্রোতম্।

১। ত্রয়ীবিদ্যা (বেদবিদ্যা) হিঙ্কারঃ; ত্রয়ঃ (তিন) ইমে লোকাঃ (ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ—এই তিন লোক) সঃ প্রস্তাবঃ; অগ্নিঃ বায়ুঃ আদিত্যঃ—সঃ উদ্গীথঃ; নক্ষত্রাণি, বয়াংসি (পক্ষীগণ) মরীচয়ঃ (মরীচিঃ, ১।৩ = কিরণমালা) সঃ প্রতিহারঃ; সর্পাঃ, গন্ধর্ব্বাঃ, পিতরঃ (পিতৃপুরুষগণ)—তৎ নিধনম্। এতৎ (এই) সাম সর্ব্বস্মিন্ (সমুদয় বস্তুতে) প্রোতম্ (প্রতিষ্ঠিত)।

১। ত্রয়ী-বিদ্যাই হিঙ্কার; এই যে তিনলোক (পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যৌ) ইহাই প্রস্তাব; অগ্নি বায়ু ও আদিত্য—ইহাই উদ্গীথ; নক্ষত্রসমূহ, পক্ষীগণ ও কিরণ-সমূহ—ইহাই প্রতিহার; সর্পগণ গন্ধর্ব্বগণ ও পিতৃগণ—ইহাই নিধন। এই সাম সর্ব্ববস্তুতে প্রতিষ্ঠিত।

২। স য এবমেতৎ সাম সর্ব্বস্মিন্ প্রোতং বেদ সর্ব্বং হ ভবতি।

৩। তদেষ শ্লোকঃ :—

যানি পঞ্চধা ত্রীণি ত্রীণি

তেভ্যো ন জ্যায়ঃ পরমন্যদস্তি।

২। সঃ যঃ এবম্ (এই প্রকারে) 'এতৎ সাম সর্ব্বস্মিন্ প্রোতম্' বেদ, সর্ব্বম্ (সমুদয়) হ ভবতি (হন)।

৩। তৎ (সেই বিষয়ে) এষঃ (এই) শ্লোকঃ—
যানি পঞ্চধা (পাঁচ প্রকার—হিঙ্কার, প্রস্তাব, উদ্গীথ, প্রতিহার ও নিধন—এই পাঁচ প্রকার); ত্রীণি ত্রীণি (তিনটী তিনটী; অর্থাৎ হিঙ্কারাদির প্রত্যেকটীই তিনটী—যেমন হিঙ্কার = ত্রয়ী বিদ্যা; প্রস্তাব = তিন লোক ইত্যাদি ১ম মন্ত্র); তেভ্যঃ (তাহাদিগের অপেক্ষা) ন (না) জ্যায়ঃ (প্রশস্য + ইয়সু, পাঃ ৫।৩।৬০; ৬।৪।১৬০ মহত্তর) পরম্ (অতিরিক্ত, পৃথক্) অন্যৎ (অন্য) অস্তি (আছে)। "জ্যায়ঃ" বিষয়ে ১।৯।১ টীকা দ্রষ্টব্য।

২। এই সাম সর্ব্ববস্তুতে প্রতিষ্ঠিত, যিনি এইরূপ জানেন তিনি সর্ব্ববস্তুই হন।

৩। এই বিষয়ে এইরূপ শ্লোক আছে:—এই যে পাঁচ প্রকার (সামের) প্রত্যেকের তিনটী তিনটী বিভাগ, ইহাদিগের অপেক্ষা মহত্তর বা পৃথক্ কিছুই নাই।

৪। যস্তদ্বেদ স বেদ সর্ব্বং সর্ব্বা দিশো বলিমস্মৈ হরন্তি সর্ব্বমস্মীত্যুপাসীত তদ্ ব্রতং তদ্ ব্রতম্।

৪। যঃ (যিনি) তৎ (তাহাকে) বেদ (জানেন), সঃ (তিনি) বেদ সর্ব্বম্ (সর্ব্ববস্তুকে)। সর্ব্বাঃ দিশঃ (দিক্‌সমূহ) বলিম্ (উপহারকে) অস্মৈ (ইহার জন্য) হরন্তি (আহরণ করে)। সর্ব্বম্ (সমুদয়ই) অস্মি (আমি হই) ইতি উপাসীত (এই ভাবে উপাসনা করি)। তৎ ব্রতম্ (তাহাই ব্রত), তৎ ব্রতম্। (দ্বিরুক্তি সমাপ্তিসূচক)।

৪। যিনি ইহা জানেন তিনি সমুদয়ই জানেন; দিক্‌সমূহ তাঁহার জন্য উপহার আহরণ করে। 'আমিই এই সমুদয়' এই ভাবে উপাসনা করিবে। ইহাই ব্রত, ইহাই ব্রত।

মন্তব্য

'ত্রয়ীবিদ্যা'—প্রথমে ঋক্, সাম ও যজুঃ এই তিন বেদই প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল; এই জন্য বেদের একটী নাম ত্রয়ী।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বাবিংশ খণ্ড

সামের বিবিধ স্বরের ধ্যান ও সাধনা

১। বিনর্দ্দি সাম্নো বৃণে পশব্যমিত্যগ্নেরুদ্গীথোঽনিরুক্তঃ প্রজাপতের্নিরুক্তঃ সোমস্য মৃদু শ্লক্ষ্ণং বায়োঃ শ্লক্ষ্ণং বলবদিন্দ্রস্য ক্রৌঞ্চং বৃহস্পতেরপধ্বান্তং বরুণস্য তান্ সর্ব্বানেবোপসেবেত বারুণং ত্বেব বর্জয়েৎ।

১। বিনর্দ্দি (বৃষভধ্বনির ন্যায় গম্ভীর স্বর) সাম্নঃ (সামের) বৃণে (প্রার্থনা করি) পশব্যম্ (পশুর পক্ষে হিতকর) ইতি অগ্নেঃ (অগ্নি দেবতার)। উদ্গীথঃ অনিরুক্তঃ (অনিরুক্ত নামক স্বর; অনিরুক্ত = অ + নিঃ + উক্ত = যাহা স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করা যায় না) প্রজাপতেঃ (প্রজাপতির)। নিরুক্তঃ (নিরুক্ত নামক স্বর; নিঃ + উক্ত = যাহা স্পষ্ট করিয়া বলা যায়) সোমস্য (সোম দেবতার)। মৃদু শ্লক্ষ্ণম্ (শ্লক্ষ্ণনামক স্বর = স্নিগ্ধ স্বর) বায়োঃ (বায়ুদেবতার)। শ্লক্ষ্ণম্ বলবৎ (প্রবল) ইন্দ্রস্য (ইন্দ্রের)। ক্রৌঞ্চম্ (ক্রৌঞ্চ নামক স্বর; ক্রৌঞ্চ পক্ষীর স্বরের ন্যায় স্বর) বৃহস্পতেঃ (বৃহস্পতির)। অপধ্বান্তম্ (অপধ্বান্ত নামক স্বর = ভগ্ন কাংস্য পাত্রের স্বরের ন্যায় স্বর; অপ + ধ্বন্) বরুণস্য (বরুণ দেবতার)। তান্ সর্ব্বান্ এব (সেই সমুদয়কেই) উপ-

১। সামের 'বিনর্দ্দি'-নামক স্বর পশুগণের পক্ষে হিতকর এবং এই স্বর অগ্নিদেবতার; আমি এই স্বর প্রার্থনা করি। 'অনিরুক্ত'-স্বর-যুক্ত উদ্গীথ, প্রজাপতি দেবতার; 'নিরুক্ত'-স্বর সোমদেবতার; মৃদু শ্লক্ষ্ণ স্বর বায়ুদেবতার; প্রবল শ্লক্ষ্ণস্বর ইন্দ্রদেবতার; ক্রৌঞ্চ স্বর বৃহস্পতির;

২। অমৃতত্বং দেবেভ্য আগায়ানীত্যাগায়েৎ স্বধাং পিতৃভ্য আশাং মনুষ্যেভ্যস্তৃণোদকং পশুভ্যঃ স্বর্গং লোকং যজমানায়ান্নমাত্মন আগায়ানীত্যেতানি মনসা ধ্যায়ন্নপ্রমত্তঃ স্তুবীত।

সেবেত (সেবা করিবে) বারুণম্ (বরুণসম্বন্ধী অর্থাৎ অপধ্বান্ত স্বরকে) তু এব বর্জ্জয়েৎ (পরিত্যাগ করিবেই)।

২। 'অমৃতত্বম্ (অমৃতত্বকে) দেবেভ্যঃ (দেবগণের জন্য) আগায়ানি (আ+গৈ ; গান করিয়া লাভ করি)' ইতি আগায়েৎ (এই ভাবে গান করিবে) ; স্বধাম্ (২।১ ; পিণ্ড) পিতৃভ্যঃ (পিতৃগণের জন্য) ; আশাম্ (আশা ২।১) মনুষ্যেভ্যঃ (মনুষ্যগণের জন্য) ; তৃণোদকম্ (তৃণ ও জলকে) পশুভ্যঃ (পশুদিগের জন্য) ; স্বর্গম্ লোকম্ (স্বর্গ লোককে) যজমানায় (যজমানদিগের জন্য) অন্নম্ (অন্নকে) আত্মনে (নিজের জন্য) আগায়ানি ('আগান' করিয়া লাভ করিব)—ইতি এতানি (এই সমুদয়কে) মনসা ধ্যায়ন্ (মনদ্বারা ধ্যান করিয়া) অপ্রমত্তঃ (অপ্রমত্তভাবে ; শঙ্করের মতে—স্বরাদি উচ্চারণ বিষয়ে সাবধান হইয়া) স্তুবীত (স্তব করিবে)

অপধ্বান্ত স্বর বরুণদেবতার। এই সমুদয় স্বরের সেবা করিবে ; কেবল 'বারুণ' স্বর অর্থাৎ অপধ্বান্ত স্বর বর্জ্জন করিবে।

২। 'দেবগণের জন্য অমৃতত্ব লাভ করিব' এই ভাবে গান করিবে। 'পিতৃপুরুষগণের জন্য স্বধা (=পিণ্ডাদি), মনুষ্যগণের জন্য আশা, পশুগণের জন্য তৃণ ও জল, যজমানের জন্য স্বর্গলোক, নিজের জন্য অন্ন—(এই সমুদয়) গান করিয়া লাভ করি' এই প্রকার মনে মনে চিন্তা করিয়া অপ্রমত্তভাবে স্তব করিবে।

৩। সর্ব্বে স্বরা ইন্দ্রস্যাত্মানঃ সর্ব্ব উষ্মাণঃ প্রজাপতেরাত্মানঃ সর্ব্বে স্পর্শা মৃত্যোরাত্মানস্তং যদি স্বরেষূপালভেতেন্দ্রং শরণং প্রপন্নো অভূবং স ত্বা প্রতিবক্ষ্যতীত্যেনং ব্রূয়াৎ।

৪। অথ যদ্যেনমুষ্মসূপালভেত প্রজাপতিং শরণং প্রপন্নোঽভূবং স ত্বা প্রতিপেক্ষ্যতীত্যেনং ব্রূয়াদথ যদ্যেনং স্পর্শেষূপালভেত মৃত্যুং শরণং প্রপন্নোঽভূবং স ত্বা প্রতিধক্ষ্যতীত্যেনং ব্রূয়াৎ।

৩। সর্ব্বে স্বরাঃ (সমুদয় স্বরবর্ণ) ইন্দ্রস্য (ইন্দ্রের) আত্মানঃ (দেহের অবয়বস্থানীয়); সর্ব্বে উষ্মাণঃ (সমুদয় উষ্মবর্ণ—শ, ষ, স এবং হ) প্রজাপতেঃ (প্রজাপতির) আত্মানঃ; সর্ব্বে স্পর্শাঃ (সমুদয় স্পর্শবর্ণ; 'ক' হইতে 'ম' পর্য্যন্ত পঁচিশটী বর্ণ) মৃত্যোঃ (মৃত্যুর) আত্মানঃ। তম্ (তাহাকে, উদ্গাতাকে) যদি স্বরেষু (স্বরবর্ণ উচ্চারণ বিষয়ে) উপালভেত (উপ+আ+লভ্; নিন্দা করে) 'ইন্দ্রম্ (ইন্দ্রকে) শরণম্ প্রপন্নঃ (শরণ প্রাপ্ত) অভূবম্ (হইয়াছিলাম), সঃ (তিনি, ইন্দ্র) ত্বা (তোমাকে) প্রতিবক্ষ্যতি (প্রতি+বচ্; প্রত্যুত্তর দিবেন)'—ইতি এনম্ (ইহাকে) ব্রূয়াৎ (বলিবে)।
৪। অথ যদি এনম্ উষ্মসু (উষ্মবর্ণ উচ্চারণ বিষয়ে) উপালভেত—

৩। সমুদয় স্বরবর্ণ ইন্দ্রের দেহাবয়বস্বরূপ; সমুদয় উষ্মবর্ণ প্রজাপতির দেহাবয়বস্বরূপ; সমুদয় স্পর্শবর্ণ মৃত্যুর দেহাবয়বস্বরূপ। যদি কেহ উদ্গাতাকে স্বরের উচ্চারণ বিষয়ে নিন্দা করে, তাহা হইলে উদ্গাতা তাহাকে বলিবেন—(আমি স্বরবর্ণ উচ্চারণ করিয়া গান করিবার সময়) ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইয়াছিলাম। তিনি তোমাকে (এ বিষয়ে) প্রত্যুত্তর দিবেন।

৪। যদি উষ্মবর্ণ উচ্চারণ বিষয়ে কেহ ইহার নিন্দা করে, তিনি

৫। সর্ব্বে স্বরা ঘোষবন্তো বলবন্তো বক্তব্যা ইন্দ্রে বলং দদানীতি সর্ব উষ্মাণোঽগ্রস্তা অনিরস্তা বিবৃতা বক্তব্যাঃ প্রজাপতেরাত্মানং পরিদদানীতি সর্ব্বে স্পর্শা লেশেনানভিনিহিতা বক্তব্যা মৃত্যোরাত্মানং পরিহরাণীতি।

'প্রজাপতিম্ শরণম্ প্রপন্নঃ অভূবম্, সঃ (প্রজাপতি) ত্বা প্রতিপেক্ষ্যতি (প্রতি+পিষ্; চূর্ণ করিবেন)'—ইতি এনম্ ব্রূয়াৎ।

অথ যদি এনম্ স্পর্শেষু (স্পর্শবর্ণ উচ্চারণ বিষয়ে) উপালভেত—'মৃত্যুম্ শরণম্ প্রপন্নঃ অভূবম্, সঃ ত্বা প্রতিধক্ষ্যতি (প্রতি+দহ্; ভস্মীভূত করিবেন)' ইতি এনম্ ব্রূয়াৎ। (তৃতীয় মন্ত্রের টীকা)।

৫। সর্ব্বে স্বরাঃ (সমুদয় স্বর) ঘোষবন্তঃ ('ঘোষ' নামক স্বরের ন্যায়) বলবন্তঃ (বলের সহিত) বক্তব্যাঃ (উচ্চারণ করিতে হইবে)—ইন্দ্রে (ইন্দ্র দেবতায়) বলম্ (বলকে) দদানি (দিতেছি) ইতি। সর্ব্বে উষ্মাণঃ (সমুদয় উষ্মবর্ণ) অগ্রস্তাঃ (অগ্রস্তভাবে অর্থাৎ গ্রাস না করিয়া) অনিরস্তাঃ (বাহিরে নিক্ষেপ না করিয়া) বিবৃতাঃ (স্পষ্ট ভাবে) বক্তব্যাঃ (উচ্চারণ করিতে হইবে); প্রজাপতেঃ

তাহাকে বলিবেন (উষ্মবর্ণ উচ্চারণ করিয়া গান করিবার সময়ে) আমি প্রজাপতির শরণ লইয়াছিলাম, তিনি তোমাকে চূর্ণ করিবেন।

যদি স্পর্শবর্ণ উচ্চারণ বিষয়ে কেহ ইহাকে নিন্দা করে, তিনি তাহাকে বলিবেন—'(স্পর্শবর্ণ, উচ্চারণ করিয়া গান করিবার সময়) আমি মৃত্যুর শরণ লইয়াছিলাম, তিনি তোমাকে ভস্মীভূত করিবেন।'

৫। সমুদয় স্বরকে ঘোষবৎ ও বলবৎ করিয়া উচ্চারণ করিবে। (আর এই সময়ে চিন্তা করিবে) 'আমি ইন্দ্রে বলবিধান করি।'

সমুদয় উষ্মবর্ণকে অগ্রস্ত, অনিরস্ত ও বিবৃত করিয়া উচ্চারণ করিবে। (আর এই সময়ে চিন্তা করিবে) 'আমি প্রজাপতিতে আত্মসমর্পণ করি।'

সমুদয় স্পর্শবর্ণকে ধীরে ধীরে এবং অন্য বর্ণ হইতে পৃথক করিয়া

(প্রজাপতির ; প্রজাপতিকে) আত্মানম্ (আপনাকে) পরিদদানি (সমর্পণ করি) ইতি। সর্ব্বে স্পর্শাঃ (সমুদয় স্পর্শবর্ণ) লেশেন (অল্পমাত্র) অনভিনিহিতাঃ (অন্তবর্ণ হইতে পৃথক ভাবে) বক্তব্যাঃ (উচ্চারণ করিতে হইবে)—মৃত্যোঃ (মৃত্যু হইতে) আত্মানম্ (আপনাকে) পরিহরাণি (পরি+হৃ ; রক্ষা করি) ইতি।

উচ্চারণ করিবে। (আর এই সময়ে চিন্তা করিবে) 'আমি মৃত্যু হইতে আপনাকে রক্ষা করি।'

মন্তব্য

২।২২।১। এখানে সাতটী স্বরের কথা বলা হইয়াছে, যথা—বিনর্দ্দি, অনিরুক্ত, নিরুক্ত, মৃদু শ্লক্ষ্ণ, বলবৎ শ্লক্ষ্ণ, ক্রৌঞ্চ এবং অপধ্বান্ত।

২।২২।৩। এস্থলে "আত্মানঃ" শব্দ 'দেহ' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

২।২২।৫। ঘোষবন্তঃ—With voice (মোক্ষমুলার) ; with sound (রাজেন্দ্রলাল মিত্র)।

অগ্রস্তাঃ—অন্তরপ্রবেশিতাঃ—মুখের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট নয় এমন (শঙ্কর) ; Sounded inwardly অর্থাৎ মুখের মধ্যেই উচ্চারিত (রা, মিত্র) ; as if not swallowed অর্থাৎ বাক্যগুলিকে গ্রাস না করিয়া উচ্চারণ (মোক্ষমুলার)। 'গ্রাস' সম্বন্ধে মোক্ষমুলার বলেন—According to Rigveda Prátisákhya it is the stiffening of the root of the tongue in pronunciation অর্থাৎ ঋগ্বেদ প্রাতিশাখ্যের মতে জিহ্বার মূলদেশকে দৃঢ় করিয়া উচ্চারণ করার নাম গ্রাস।

অনিরস্তাঃ—বহিঃ অপ্রক্ষিপ্তাঃ=কথাগুলিকে যেন বাহিরে নিক্ষেপ না করা হয় এইরূপ উচ্চারণ (শঙ্কর) ; not uttered out of the mouth (রা, মিত্র) ; not as if thrown out (মোক্ষমুলার)।

বিবৃতাঃ—বিবৃতপ্রযত্নোপেতাঃ (শঙ্কর) ; (পাঃ ১।১।৯ সিদ্ধান্ত কৌমুদীর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। "উচ্চারণ স্থানকে বিস্তৃত করিয়া" distinctly অর্থাৎ স্পষ্টভাবে (রা, মিত্র) ; well opened অর্থাৎ ঠিক্ ভাবে মুখ খুলিয়া (মোক্ষমুলার)।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে ত্রয়োবিংশ খণ্ড

ধর্ম্মস্কন্ধ ও প্রজাপতির তপস্যা

১। ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধা যজ্ঞোঽধ্যয়নং দানমিতি প্রথমস্তপ এব দ্বিতীয়ো ব্রহ্মচর্য্যাচার্য্যকুলবাসী তৃতীয়োঽত্যন্তমাত্মানমাচার্য্যকুলেঽবসাদয়ন্ সর্ব্ব এতে পুণ্যলোকা ভবন্তি ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি।

২। প্রজাপতির্লোকানভ্যতপত্তেভ্যোঽভিতপ্তেভ্যস্ত্রয়ী বিদ্যা সংপ্রাস্রবত্তামভ্যতপত্তস্যা অভিতপ্তায়া এতান্যক্ষরাণি সংপ্রাস্রবন্ত ভূর্ভুবঃ স্বরিতি।

১। ত্রয়ঃ (তিন) ধর্ম্মস্কন্ধাঃ (ধর্ম্মের বিভাগ)—যজ্ঞঃ, অধ্যয়নম্, দানম্ ইতি প্রথমঃ। তপঃ এব দ্বিতীয়ঃ। ব্রহ্মচারী আচার্য্যকুলবাসী তৃতীয়ঃ অত্যন্তম্ (যাবজ্জীবন) আত্মানম্ (আপনাকে) আচার্য্যকুলে (গুরুগৃহে) অবসাদয়ন্ (অব + সদ্, ণিচ, শতৃ, ক্ষয় করিয়া)। সর্ব্বে এতে (এই সমুদয়) পুণ্যলোকাঃ (পুণ্যলোকগামী) ভবন্তি (হন); ব্রহ্মসংস্থঃ (ব্রহ্মনিষ্ঠ) অমৃতত্বম্ (অমৃতত্বকে) এতি (লাভ করেন)।

২। প্রজাপতিঃ লোকান্ (লোক-সমূহকে) অভ্যতপৎ (অভি +

১। ধর্ম্মের স্কন্ধ (=বিভাগ) তিনটী। প্রথম—যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান। দ্বিতীয় তপস্যা। তৃতীয় যাবজ্জীবন গুরুগৃহে বাসপূর্ব্বক দেহক্ষয় করিয়া, গুরুকুলবাসী হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন। ইঁহারা সকলেই পুণ্যলোক প্রাপ্ত হন; (কিন্তু) ব্রহ্মসংস্থ ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভ করেন।

২। প্রজাপতি লোকসমূহের ধ্যান করিলেন। অভিধ্যাত—এই

৩। তান্যভ্যতপত্তেভ্যোঽভিতপ্তেভ্য ওঁকারঃ সংপ্রাস্রবত্তদ্ যথা শঙ্কুনা সর্বাণি পর্ণানি সংতৃণ্ণান্যেবমোংকারেণ সর্ব্বা বাক্ সংতৃণ্ণোঙ্কার এবেদং সর্ববমোঙ্কার এবেদং সর্ব্বম্।

তপ্ ; অভিধ্যান করিলেন)। তেভ্যঃ অভিতপ্তেভ্যঃ (অভিতপ্ত সেই সমুদয় লোক হইতে) ত্রয়ীবিদ্যা (বেদবিদ্যা) সম্প্রাস্রবৎ (সম্+প্র+আ +স্রু ; নিঃসৃত হইল)। তাম্ (সেই ত্রয়ীবিদ্যাকে) অভ্যতপৎ। তস্যাঃ অভিতপ্তায়াঃ (অভিতপ্ত সেই ত্রয়ীবিদ্যা হইতে) এতানি অক্ষরাণি (এই সমুদয় অক্ষর) সম্প্রস্রবন্তঃ (নিঃসৃত হইল)—ভূঃ ভূবঃ স্বঃ (পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যৌ—এই তিনটী) ইতি।

৩। তানি (সেই অক্ষরসমূহকে) অভ্যতপৎ তেভ্যঃ অভিতপ্তেভ্যঃ ওঙ্কারঃ সম্প্রাস্রবৎ (২য়মন্ত্র)। তৎ যথা—(যেমন) শঙ্কুনা (পর্ণনাল, বা বৃন্ত দ্বারা) সর্ব্বাণি পর্ণানি (সমুদয় পত্র) সংতৃণ্ণানি (সম্+তৃদ্ ; ব্যাপ্ত কিংবা যুক্ত) এবম্ (এই প্রকার) ওঙ্কারেণ (ওঙ্কার দ্বারা) সর্ব্বা বাক্ (সমুদয় বাক্য) সংতৃণ্ণা (ব্যাপ্ত)। ওঙ্কারঃ এব (ওঙ্কারই) ইদম্ সর্ব্বম্ (এই সমুদয়) ; ওঙ্কারঃ এব ইদম্ সর্ব্বম্ (দ্বিরুক্তি সমাপ্তি-সূচক)।

সমুদয় জগত হইতে ত্রয়ীবিদ্যা নিঃসৃত হইল। তিনি ত্রয়ীবিদ্যার ধ্যান করিলেন। অভিধ্যাত সেই ত্রয়ীবিদ্যা হইতে—ভূঃ, ভূবঃ স্বঃ—এই তিন অক্ষর নিঃসৃত হইল।

৩। প্রজাপতি এই অক্ষরসমূহের ধ্যান করিলেন। অভিধ্যাত অক্ষরসমূহ হইতে ওঙ্কার নিঃসৃত হইল। যেমন পর্ণনাল (=পত্রের শিরা) দ্বারা পত্রসমূহ ব্যাপ্ত থাকে, তেমনি ওঙ্কার দ্বারা সমুদয় ব্যাপ্ত রহিয়াছে। ওঙ্কারই এই সমুদয়, ওঙ্কারই এই সমুদয়।

মন্তব্য

২।২৩।১। ব্রহ্মসংস্থঃ = ব্রহ্ম + সম্‌ + স্থা + ড = যিনি ব্রহ্মে সম্যক্‌রূপে স্থিত। যিনি ব্রহ্মে নিশ্চিতরূপে স্থিত, তাঁহাকে ব্রহ্মনিষ্ঠ বলা হয়। উভয় কথার অর্থ একই।

২।২৩।২। "অভ্যতপৎ"—কেহ কেহ এই শব্দকে উত্তাপ প্রদান করার অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন।

২।২৩।৩। "শঙ্কুনা" = পর্ণনাল দ্বারা অর্থাৎ পত্রের শিরা দ্বারা (শঙ্কর); বৃন্ত দ্বারা (রা, মিত্র ও মোক্ষমূলার)। সুতরাং সংতৃন্নানি শব্দেরও ভিন্ন ভিন্ন অর্থ; = ব্যাপ্ত (শঙ্কর); যুক্ত (রা, মিত্র ও মোঃ মূলার)।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে চতুর্বিংশ খণ্ড

প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালীন সবনত্রয়

১। ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি যদ্বসূনাং প্রাতঃসবনং রুদ্রানাং মাধ্যন্দিনং সবনমাদিত্যানাং চ বিশ্বেষাং চ দেবানাং তৃতীয়সবনম্।

২। ক্ব তর্হি যজমানস্য লোক ইতি স যস্তং ন বিদ্যাৎ কথং কুর্য্যাদথ বিদ্বান্ কুর্য্যাৎ।

১। ব্রহ্মবাদিনঃ (ব্রহ্মবাদিগণ) বদন্তি (বলেন)—যৎ (যাহা), বসূনাম্ (বসুগণের), প্রাতঃসবনম্ (প্রাতঃকালের সবন); রুদ্রাণাম্ (রুদ্রগণের) মাধ্যন্দিনম্ সবনম্ (মধ্যাহ্নকালীন সবন); আদিত্যানাম্ চ (আদিত্যগণের) বিশ্বেষাম্ চ দেবানাম্ (বিশ্বেদেবগণের) তৃতীয় সবনম্ (সায়ংকালীন সবন)।

২। ক্ব (কোথায়) তর্হি (তবে) যজমানস্য (যজমানের) লোকঃ? ইতি। সঃ যঃ (২।১১।২ মন্তব্য, যিনি) তম্ (যজমানের লোককে) ন বিদ্যাৎ (জানেন না), কথম্ (কি প্রকারে) কুর্য্যাৎ (করিবেন; যজ্ঞ করিবেন)? অথ (পক্ষান্তরে) বিদ্বান্ (যিনি জানেন) কুর্য্যাৎ (করিতে পারেন)।

১। ব্রহ্মবাদিগণ বলেন—'যাহা প্রাতঃসবন, তাহা বসুগণের; মধ্যাহ্নকালীন সবন রুদ্রগণের; তৃতীয় অর্থাৎ সায়ংকালীন সবন আদিত্যগণ ও বিশ্বেদেবগণের'।

২। তবে যজমানের লোক কোথায়? যিনি ইহা জানেন না, তিনি কি প্রকারে যজ্ঞ সম্পন্ন করিবেন? যিনি জানেন, তিনিই পারেন।

৩। পুরা প্রাতরনুবাকস্যোপাকরণাজ্জঘনেন গার্হপত্যস্যো-দঙ্‌মুখ উপবিশ্য স বাসবং সামাভিগায়তি।

৪। লো ৩ কদ্বারমপাবা ৩ র্ণ্ ৩৩ পশ্যেম ত্বা বয়ংরা ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ হু ৩ম্ আ ৩ ৩ জ্যা ৩ য়ো ৩ আ ৩ ২ ১১১ ইতি।

৫। অথ জুহোতি নমোঽগ্নয়ে পৃথিবীক্ষিতে লোকক্ষিতে লোকং মে যজমানায় বিন্দৈষ বৈ যজমানস্য লোক এতাস্মি।

৩। পুরা (পূর্ব্বে) প্রাতঃ+অনুবাকস্য (প্রাতঃকালে পঠনীয় মন্ত্রের; অনুবাক=অনু+বচ্+ঘঞ) উপাকরণাৎ (+পুরা=আরম্ভের পূর্ব্বে) জঘনেন (পশ্চাৎভাগে) গার্হপত্যস্য (গার্হপত্য নামক অগ্নির) উদঙ্‌মুখঃ (উত্তরমুখ হইয়া) উপবিশ্য (উপবেশন করিয়া) সঃ (সেই যজমান) বাসবম্, (২।১; বসুগণসম্বন্ধী) সাম (২।১) অভিগায়তি (গান করেন)।

৪। লোকদ্বারম্ (পৃথিবী-লোকলাভের দ্বারকে) অপা বার্ণ (বৈদিক প্রয়োগ; =অপাবৃণু=অপ্+আ+বৃ+লোট হি=উদ্‌ঘাটিত কর) পশ্যেম (দেখি) ত্বা (তোমাকে) বয়ম্ (আমরা) রা—হুম্ আ—জ্যায়ঃ আ (=রাজ্যায় রাজ্যলাভের জন্য)।

৫। অথ (অনন্তর) জুহোতি (আহুতি প্রদান করে)—নমঃ অগ্নয়ে (অগ্নিকে) পৃথিবীক্ষিতে (পৃথিবীনিবাসীকে; পৃথিবী+ক্ষি ক্বিপ্,

৩। প্রাতঃকালের মন্ত্র পাঠ করিবার পূর্ব্বে গার্হপত্য নামক অগ্নির পশ্চৎভাগে উপবেশন করিয়া উত্তরাভিমুখ হইয়া বসুগণ সম্বন্ধীয় সাম উচ্চারণ করিবে।

৪। (হে অগ্নি!) পৃথিবী—লোক লাভ করিবার দ্বার উদ্ঘাটন কর; আমরা রাজ্য লাভ করিবার জন্য তোমাকে দর্শন করি।

৫। অনন্তর (এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া) আহুতি প্রদান করিবে—

৬। অত্র যজমানঃ পরস্তাদায়ুষঃ স্বাহাঽপজহি পরিঘমিত্যুক্ত্বোত্তিষ্ঠতি তস্মৈ বসবঃ প্রাতঃসবনং সংপ্রযচ্ছন্তি।

৭। পুরা মাধ্যন্দিনস্য সবনস্যোপাকরণাজ্জঘনে নাগ্নীধ্রীয়স্যোদঙ্ মুখ উপবিশ্য স রৌদ্রং সামাভিগায়তি।

৪।১) লোকক্ষিতে (লোকসমূহনিবাসীকে) লোকম্ (লোককে) মে যজমানায় (যজমানরূপী, আমাকে) বিন্দ (লাভ করাও)। এষঃ (এই আমি 'অহম্' অর্থাৎ 'আমি' উহ্য) বৈ যজমানস্য (যজমানের) লোকে এত (গমনকারী; এতৃ শব্দ=ই+তৃচ্) অস্মি (হই)।

৬। অত্র (এই স্থলে) যজমানঃ পরস্তাৎ (পরে) আয়ুষঃ (আয়ুর)। 'স্বাহা' ('স্বাহা' এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া হোম্ করিবে)। 'অপজহি (অপ্+হন্ লোট হি=দূর কর) পরিঘম্ (অর্গলকে)', ইতি উক্ত্বা (এই বলিয়া) উত্তিষ্ঠতি (উত্থিত হইবে)। তস্মৈ (তাহাকে) বসবঃ (বসুগণ) প্রাতঃসবনম্ (প্রাতঃসবনকে; এস্থলে প্রাতঃসবনের ফলকে) সম্প্রযচ্ছতি (সম্+প্র+দা; দান করেন)।

৭। পুরা (পূর্ব্বে) মাধ্যন্দিনস্য সবনস্য (মধ্যাহ্নকালীন সবনের)

'পৃথিবী-নিবাসী, লোক-নিবাসী অগ্নিকে নমস্কার; এই যে আমি যজমান— আমাকে (শ্রেষ্ঠ) লোক প্রাপ্ত করাও। এই (আমি) যজমানের লোকে গমন করি।'

৬। "আমি,—যজমান—আয়ুক্ষয় হইলে এইস্থলে বাস করিব।" (ইহার পর) 'স্বাহা' (উচ্চারণ করিয়া হোম করিবে; তৎপর) 'অর্গল দূর কর' এই বলিয়া যজমান উত্থান করেন। তাহাকে বসুগণ প্রাতঃসবনের ফল প্রদান করেন।

৭। মধ্যাহ্নকালীন সবন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে সেই যজমান

৮। লোতকদ্বারমপাবা ৩ র্ণূ ৩ ৩ পশ্যেম ত্বা বয়ং বৈরা ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ হু ৩ম্ আ ৩ ৩ জ্যা ৩ য়ো ৩ আ ৩ ২ ১১১ ইতি।

৯। অথ জুহোতি নমো বায়বেঽন্তরিক্ষক্ষিতে লোকক্ষিতে লোকং মে যজমানায় বিন্দৈষ বৈ যজমানস্য লোক এতাস্মি।

১০। অত্র যজমানঃ পরস্তাদায়ুষঃ স্বাহাঽপজহি পরিঘমিত্যুক্ত্বোত্তিষ্ঠতি তস্মৈ রুদ্রা মাধ্যন্দিনং সবনং সংপ্রযচ্ছন্তি।

উপাকরণাৎ জঘনেন আগ্নীধ্রিয়স্য (দক্ষিণাগ্নির) উদঙ্মুখঃ উপবিশ্য সঃ রৌদ্রম্ (রুদ্রদেবতা-সম্বন্ধী) সাম (২।১) অভিগায়তি (৩য়ম:)।

৮। লোকদ্বারম্ অপাবার্ণূ পশ্যেম ত্বা বয়ম্ বৈ রা—হুম্ আ—জ্যায়ঃ আ ইতি। (৪র্থ মন্ত্র দ্রঃ)।

৯। অথ জুহোতি—নমঃ বায়বে (বায়ুকে) অন্তরিক্ষ-ক্ষিতে (অন্তরিক্ষবাসীকে) লোকক্ষিতে লোকম্ মে যজমানায় বিন্দ। এষঃ বৈ যজমানস্য লোকে এতা অস্মি। (৫ম মন্ত্র দ্রঃ)।

১০। অত্র যজমানঃ পরস্তাৎ আয়ুষঃ। 'স্বাহা' 'উপজহি পরিঘম্'

দক্ষিণাগ্নির পশ্চাদ্‌ভাগে উত্তরমুখে উপবেশন করিয়া রুদ্রসম্বন্ধীয় সাম গান করিবে।

৮। (হে অগ্নি!) পৃথিবী-লোক লাভ করিবার দ্বার উদ্‌ঘাটন কর। আমরা রাজ্য লাভ করিবার জন্য তোমাকে দর্শন করি।

৯। অনন্তর (যজমান) এই বলিয়া আহুতি দিয়া থাকে—অন্তরিক্ষবাসী, লোকবাসী বায়ুকে নমস্কার; আমাকে, (অর্থাৎ) যজমানকে লোক প্রাপ্ত করাও। এই (আমি) যজমানের লোকে গমন করি।

১০। "এই স্থলে আমি (অর্থাৎ) যজমান আয়ুক্ষয় হইলে (বাস করিব)।" (তৎপর) 'স্বাহা' (উচ্চারণ করিয়া হোম করিবে এবং

১১। পুরা তৃতীয়সবনস্যোপাকরণাজ্জঘনেনাহবনীয়স্যো-দঙ্মুখ উপবিশ্য স আদিত্যং স বৈশ্যদেবং সামাভিগায়তি।

১২। লো ৩ কদ্বারমপাবা ৩ র্ণূ ৩৩ পশ্যেম ত্বা বয়ং স্বারা ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ হু ৩ম্ আ ৩ ৩ জ্যা ৩ য়ো ৩ আ ৩ ২১১১ ইতি।

১৩। আদিত্যমথ বৈশ্বদেবং লো ৩ কদ্বারমপাবা ৩র্ণূ ৩ ৩ পশ্যেম ত্বা বয়ং সাম্রা ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ হু তম্ আ ৩৩ জ্যা ৩ যো ৩ আ ৩ ২ ১১১ ইতি।

ইতি উক্ত্বা উত্তিষ্ঠতি। তস্মৈ রুদ্রাঃ (রুদ্রগণ) মাধ্যন্দিনম্ সবনম্ (মাধ্যন্দিন সবনের ফল ২।১) সম্প্রযচ্ছন্তি। (৬ষ্ঠমঃ দ্রঃ)।

১১। পুরা তৃতীয়সবনস্য (তৃতীয় সবনের) উপাকরণাৎ জঘনেন আহ-বনীয়স্য (আহবনীয় অগ্নির) উদঙ্মুখঃ উপবিশ্য সঃ আদিত্যম্, (আদিত্য-সম্বন্ধী ২।১) সঃ বৈশ্বদেবম্ (বিশ্বদেব-সম্বন্ধী) সাম অভিগায়তি (৭ম মঃ দ্রঃ)।

১২। লোকদ্বারম্ অপাবার্ণূ, পশ্যেম ত্বা বয়ম্ স্বারাহুম্ আ—জ্যায়ঃ আ ইতি (৪র্থ মঃ দ্রঃ)।

১৩। আদিত্যম্ (ইহা আদিত্যকে উদ্দেশ্য করিয়া)। অথ

তাহার পরে) 'অর্গল দূর কর' এই বলিয়া যজমান উত্থান করেন। রুদ্রদেবতাগণ তাহাকে মধ্যাহ্নকালীন সবনের ফল প্রদান করেন।

১১। তৃতীয় সবন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে সেই যজমান আহবনীয় অগ্নির পশ্চাৎভাগে উপবেশন করিয়া উত্তরমুখ হইয়া আদিত্য ও বিশ্বেদেব সম্বন্ধীয় সাম গান করেন।

১২। (হে অগ্নি!) পৃথিবী-লোক লাভ করিবার দ্বার উদ্ঘাটন কর। আমরা স্বারাজ্য লাভ করিবার জন্য তোমাকে দর্শন করি।

১৩। আদিত্যকে (উদ্দেশ্য করিয়া ইহা বলা হইল)। অনন্তর বিশ্বে-

১৪। অথ জুহোতি নম আদিত্যেভ্যশ্চ বিশ্বেভ্যশ্চ দেবেভ্যো দিবিক্ষিদ্ভ্যো লোকক্ষিদ্ভ্যো লোকং মে যজমানায় বিন্দত।

১৫। এষ বৈ যজমানস্য লোক এতাস্ম্যত্র যজমানঃ পরস্তা-দায়ুষঃ স্বাহাঽপহতপরিঘমিত্যুক্ত্বোত্তিষ্ঠতি।

(অনন্তর) বৈশ্বদেবম্ (বিশ্বেদেবকে উদ্দেশ করিয়া) "লোকদ্বারম্ অপাবার্ণু, পশ্যেম ত্বা বয়ম্ সাম্রা—হুম্ আ—জ্যায়ঃ আ" ইতি।

১৪। অথ জুহোতি—"নমঃ আদিত্যেভ্যঃ চ (আদিত্যগণকে) বিশ্বেভ্যঃ চ দেবেভ্য; (বিশ্বেদেবকে) দিবিক্ষিৎভ্যঃ (দ্যুলোকবাসী দিগকে) লোকক্ষিৎভ্যঃ। লোকম্ মে যজমানায় বিন্দত (লাভ করাও)। এষঃ বৈ যজমানস্য লোকে এতা অস্মি (৫ম মঃ দ্রঃ)।

১৫। অত্র যজমানঃ পরস্তাৎ আয়ুষঃ। 'স্বাহা' 'অপহত (অপ+হন্ লোট ত দূর কর) পরিঘম্' ইতি উক্ত্বা উত্তিষ্ঠতি (৬ষ্ঠ মঃ দ্রঃ)।

দেবকে (সম্বোধন করিয়া এই বলা হয়):—'(স্বর্গ) লোক লাভ করিবার দ্বার উদ্ঘাটন কর; আমরা সাম্রাজ্য লাভ করিবার জন্য তোমাকে দর্শন করি।'

১৪। অনন্তর (এই বলিয়া) হোম করা হয়—"দ্যুলোকবাসী ও লোকবাসী আদিত্যগণ ও বিশ্বেদেবকে নমস্কার। আমাকে (অর্থাৎ) যজমানকে লোক লাভ করাও। এই আমি যজমানের লোকে গমন করি।"

১৫। 'আয়ুক্ষয় হইবার পর যজমান (অর্থাৎ আমি) এই স্থলে বাস করিব।' (তাহার পর) 'স্বাহা' (উচ্চারণ করিয়া হোম করা হয়; তৎপর) 'অর্গল দূর কর' এই বলিয়া উত্থান করা হয়।

১৬। তস্মা আদিত্যাশ্চ বিশ্বে চ দেবাস্তৃতীয়সবনং সংপ্রযচ্ছন্ত্যেষ হ বৈ যজ্ঞস্য মাত্রাং বেদ য এবং বেদ য এবং বেদ।

১৬। তস্মৈ (তাহার জন্য) আদিত্যাঃ চ (আদিত্যগণ) বিশ্বে চ দেবাঃ (বিশ্বেদেব) তৃতীয়-সবনম্ (তৃতীয় সবনের ফলকে) সম্প্র-যচ্ছন্তি (সম্+প্র+দা+অন্তি=দান করেন)। এষঃ (ইনি) হ বৈ যজ্ঞস্য (যজ্ঞের) মাত্রাম্ (তত্ত্বকে) বেদ (জানেন), যঃ (যিনি) এবম্ (এই প্রকার) বেদ, যঃ এবম্ বেদ (দ্বিরুক্তি সমাপ্তিসূচক)।

১৬। আদিত্যগণ ও বিশ্বেদেব তাঁহাকে তৃতীয় সবনের ফল প্রদান করেন। যিনি এই প্রকার জানেন তিনি যজ্ঞের তত্ত্ব জানেন।

মন্তব্য

২।২৪।১। সবনম্=সু+অনট্; সু ধাতুর অর্থ নির্গত করা। সোমলতা হইতে সোমরস নির্গত করার নাম সবন। যজ্ঞে সোমরস অভিষুত হইত, এইজন্য যজ্ঞের একটী নাম সবন।

২।২৪।৪। 'রা—হুম্ আ—জ্যায়ঃ আ'=রাজ্যায়। সামগাণের সুবিধার জন্য অনেক স্থলে 'হুম্' 'আ' ইত্যাদি অনেক অতিরিক্ত অক্ষর সংযোগ করা হয়। এস্থলে আসল কথাটী 'রাজ্যায়'। কিন্তু গানের জন্য 'রা' অক্ষরের পরে 'হুম্ আ' এবং 'জ্যায়' অংশের পরে বিসর্গ ও আ সংযোগ করা হইয়াছে।

২।২৪।৬। কোন কোন সংস্করণে 'এতা অস্মি' এই অংশ ৬ষ্ঠ মন্ত্রে যুক্ত হইয়াছে। তাহা হইলে পঞ্চম মন্ত্রের শেষ অংশ এইরূপ হইবে— "এষঃ যজমানস্য লোকঃ"=ইহাই যজমানের লোক। ষষ্ঠ মন্ত্রের প্রথম অংশ এইরূপ হইবে—"এতা অস্মি অত্র যজমানঃ পরস্তাৎ আয়ুষঃ"=যজমান অর্থাৎ আমি মৃত্যুর পর এই স্থলে গমন করিব।

হোম করিবার সময় স্বাহা এই বাক্য উচ্চারণ করা হয়। 'স্বাহা" র ধাত্বর্থ কি তাহা বলা কঠিন। কেহ কেহ বলেন ইহার উৎপত্তি সু+হ্বে ধাতু হইতে এবং ইহার অর্থ 'সু আহ্বান'। কেহ কেহ বলেন সু+হু হইতে ইহার উৎপত্তি এবং ইহার অর্থ সু আহুতি। কাহারও কাহারও মতে স্বাহা=সু+আহা; 'আহা' একটী অব্যয়। অথর্ব্ববেদের একই মন্ত্রে স্বাহা এবং দুরাহা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে (৮।৮।২৪)। শত্রুর উদ্দেশ্যে দুরাহা প্রয়োগ করা হইয়াছে। শুভকামনায় স্বাহার ব্যবহার এবং অশুভ কামনায় 'দুরাহা' র ব্যবহার।

২।২৪।১২। 'স্বারা—হুম্ আ—জ্যায়ঃ আ'—এস্থলে মূল কথাটী স্বারাজ্যায় (৪র্থ মন্ত্রের মন্তব্য)।

"সাম্রা—হুম্ আ—জ্যায়ঃ" আ এস্থলে মূল কথাটী "সাম্রাজ্যায়" (৪র্থ মন্ত্রের মন্তব্য)।

২।২৪।১৫। "এতা অস্মি" অংশ কোন কোন সংস্করণে ১৫ মন্ত্রের সহিত যুক্ত হইয়াছে (২।২৪।৬ মন্তব্য)।

তৃতীয়াধ্যায়ে প্রথম খণ্ড

মধুবিদ্যা—আদিত্যাদিতে মধ্বাদিকল্পনা (১)

১। অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু তস্য দ্যৌরেব তিরশ্চীনবংশোঽন্তরিক্ষমপূপো মরীচয়ঃ পুত্রাঃ।

২। তস্য যে প্রাঞ্চো রশ্ময়স্তা এবাস্য প্রাচ্যো মধুনাড্যঃ। ঋচ এব মধুকৃত ঋগ্বেদ এব পুষ্পং তা অমৃতা আপস্তা বা এতা ঋচঃ।

৩। এতমৃগ্বেদমভ্যতপংস্তস্যাভিতপ্তস্য যশস্তেজ ইন্দ্রিয়ং বীর্য্যমন্নাদ্যং রসোঽজায়ত।

১। অসৌ বৈ আদিত্যঃ দেবমধু (দেবগণের মধু); তস্য (তাহার) দ্যৌঃ এব (দ্যুলোকই) তিরশ্চীনবংশঃ (তির্য্যক্ ভাবে অবস্থিত বংশ; তির্য্যঞ্চ শব্দ হইতে); অন্তরিক্ষম্ অপূপঃ (পিষ্টক, মধুপিষ্টক); মরীচয়ঃ (মরীচি অর্থাৎ কিরণসমূহ) পুত্রাঃ (ভ্রমরের পুত্রগণ)।

২,৩। তস্য (তাহার) যে (যে সমুদয়) প্রাঞ্চঃ রশ্ময়ঃ (পূর্ব্বদিকে অবস্থিত রশ্মিসমূহ), তাঃ এব (সেই সমুদয়ই) অস্য (ইহার) প্রাচ্যঃ (পূর্ব্বদিকের) মধুনাড্যঃ (মধুর নাড়ীসমূহ; মধুর আধারভূত

১। ঐ আদিত্য দেবগণের মধু; দ্যুলোক তাহার বক্রাকার বংশ; অন্তরিক্ষই মধুচক্র; কিরণসমূহই ভ্রমরের পুত্রগণ।

২,৩। তাহার পূর্ব্বদিকের কিরণসমূহই পূর্ব্বদিকের মধুনাড়ী; ঋঙ্‌মন্ত্রই মধুকর; ঋগ্বেদই পুষ্প; যজ্ঞাগ্নিতে নিক্ষিপ্ত জলীয় পদার্থই অমৃত (=পুষ্পের মধু); সেই ঋঙ্‌মন্ত্রসমূহ ঋগ্বেদকে অভিতপ্ত

৪। তদ্ব্যক্ষরত্তদাদিত্যমভিতোঽশ্রয়ত্তদ্বা এতদ্‌যদেতদাদিত্যস্য রোহিতং রূপম্।

ছিদ্রসমূহ); ঋচঃ এব (ঋঙ্‌মন্ত্রসমূহই) মধুকৃতঃ (মধুকরগণ)। ঋগ্বেদঃ এব (ঋগ্বেদই) পুষ্পম্ (পুষ্প; মধুসংগ্রহের স্থান)। তাঃ (+আপঃ=সেই জলীয় পদার্থসমূহ) অমৃতাঃ (অমৃত অর্থাৎ পুষ্পের মধু) আপঃ (যজ্ঞের অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত জলীয় পদার্থসমূহ)। তাঃ বৈ এতাঃ ঋচঃ (সেই সমুদয় ঋক্) এতম্ ঋগ্বেদম্ (এই ঋগ্বেদকে) অভ্যতপন্ (অভিতপ্ত করিয়াছিল)। তস্য অভিতপ্তস্য (অভিতপ্ত সেই ঋগ্বেদের; ৫মী স্থলে ৬ষ্ঠী; অর্থ—ঋগ্বেদ হইতে) যশঃ তেজঃ ইন্দ্রিয়ম্ (ইন্দ্রিয়শক্তি) বীর্য্যম্ অন্নাদ্যম্ (খাদ্য) রসঃ অজায়ত (উৎপন্ন হইয়াছিল)।

৪। তৎ (যশ আদি) ব্যক্ষরৎ (বি+ক্ষর্; বিশেষরূপে ক্ষরিত হইল); তৎ (তাহা) আদিত্যম্ অভিতঃ (আদিত্যের অভিমুখে) অশ্রয়ৎ (শ্রি; আশ্রয় করিল)। তৎ (তাহা) বৈ এতৎ (এই), যৎ (যাহা) এতৎ আদিত্যস্য (আদিত্যের) রোহিতম্ রূপম্ (লোহিত বর্ণ)।

করিয়াছিল। অভিতপ্ত সেই ঋগ্বেদ হইতে যশ, তেজ, ইন্দ্রিয়সামর্থ্য, বীর্য্য এবং অন্নরূপ রস উৎপন্ন হইয়াছিল।

৪। এই সমুদয় ক্ষরিত হইল; (তৎপর) তাহা আদিত্যের অভিমুখে (গমন করিয়া) আশ্রয় গ্রহণ করিল। আদিত্যের যে এই লোহিতবর্ণ, তাহা ইহাই।

মন্তব্য

"তাঃ বৈ এতাঃ"—এই অংশ দ্বিতীয় মন্ত্রের শেষ অংশ কিন্তু তৃতীয় মন্ত্রের সহিত ইহার অন্বয়। 'অন্নাদ্য' শব্দের বহু অর্থ হইতে

পারে—(১) অন্নরূপ আদ্য ; আদ্য=ভক্ষণীয় বস্তু (শঙ্কর), (২) অন্ন প্রভৃতি (৩) অন্ন এবং অন্ন-ভোজন (Whitney এবং Lanman) (৪) মোক্ষমূলার বলেন অন্নাদ্য অর্থ স্বাস্থ্য বা ভোজন করিবার শক্তি হইতে পারে। (৫) অন্নাদ=অন্নভোক্তা সুতরাং অন্নাদ্য=অন্নভোক্তৃত্ব, (৬) ভোগ্য এবং ভক্ষ্য (মহাভারতে নীলকণ্ঠের টীকায়, ৩।২১২।৬ মান্দ্রাজসং) ।

তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয় খণ্ড

মধুবিদ্যা—আদিত্যাদিতে মধ্বাদিকল্পনা (২)

১। অথ যেঽস্য দক্ষিণা রশ্ময়স্তা এবাস্য দক্ষিণা মধুনাড্যো যজূংষ্যেব মধুকৃতো যজুর্ব্বেদ এব পুষ্পং তা অমৃতা আপঃ।

১। **অথ** যে (যাহা) অস্য (ইহার, আদিত্যের) দক্ষিণাঃ রশ্ময়ঃ (দক্ষিণ দিকস্থিত রশ্মিসমূহ), তাঃ এব (সেই সমুদয়ই) অস্য (আদিত্য-রূপ মধুচক্রের) দক্ষিণাঃ (দক্ষিণদিকের) মধুনাড্যঃ (মধুনাড়ীসমূহ) ; যজূংষি এব (যজুর্মন্ত্রসমূহই) মধুকৃতঃ (মধুকরসমূহ) ; যজুর্ব্বেদঃ এব পুষ্পম্ ; তাঃ (+আপঃ=সেই যজ্ঞীয় জল) অমৃতাঃ (পুষ্পের অমৃত) আপঃ (জল)।

১। আর সূর্য্যের যে দক্ষিণদিকস্থ রশ্মিসমূহ—সেই সমুদয়ই ইহার দক্ষিণদিকের মধুনাড়ী ; যজুর্মন্ত্রসমূহই ইহার মধুকর ; যজুর্ব্বেদই ইহার পুষ্প ; সেই সমুদয় (যজ্ঞীয়) জলই (পুষ্পের) অমৃত।

২। তানি বা এতানি যজূংষ্যেতং যজুর্ব্বেদমভ্যতপংস্তস্যাভি-তপ্তস্য যশস্তেজ ইন্দ্রিয়ং বীর্য্যমন্নাদ্যং রসোঽজায়ত।

৩। তদ্ব্যক্ষরত্তদাদিত্যমভিতোঽশ্রয়ত্তদ্বা এতদ্যদেতদাদিত্যস্য শুক্লং রূপম্।

২। তানি বৈ এতানি (সেই এই সমুদয়) যজূংসি (যজুর্মন্ত্রসমূহ) এতম্ যজুর্ব্বেদম্ (এই যজুর্ব্বেদকে) অভ্যতপন্ (অভিতপ্ত করিয়াছিল)। তস্য অভিতপ্তস্য (সেই অভিতপ্ত যজুর্ব্বেদ হইতে; ৫মী স্থলে ৬ষ্ঠী) যশঃ তেজঃ ইন্দ্রিয়ম্ বীর্য্যম্ অন্নাদ্যম্ রসঃ অজায়ত (৩।১।৩ টীকা)।

৩। তৎ (যশ আদি) ব্যক্ষরৎ; তৎ আদিত্যম্ অভিতঃ অশ্রয়ৎ; তৎ বৈ এতৎ, যৎ এতৎ আদিত্যস্য শুক্লম্ রূপম্ (৩।১।৪ টীকা)।

২। সেই যজুর্মন্ত্রসমূহ এই যজুর্ব্বেদকে অভিতপ্ত করিয়াছিল। সেই অভিতপ্ত যজুর্ব্বেদ হইতে যশ, তেজ, ইন্দ্রিয়, সামর্থ্য, বীর্য্য ও অন্নরূপ রস উৎপন্ন হইয়াছিল।

৩। সেই সমুদয় (=যশ আদি) ক্ষরিত হইল। তাহা আদিত্যের অভিমুখে (গমন করিয়া) আশ্রয় গ্রহণ করিল। আদিত্যের এই যে শুক্ল রূপ, তাহা ইহাই।

তৃতীয়াধ্যায়ে তৃতীয় খণ্ড

মধুবিদ্যা—আদিত্যাদিতে মধ্বাদিকল্পনা (৩)

১। অথ যেঽস্য প্রত্যঞ্চো রশ্ময়স্তা এবাস্য প্রতীচ্যো মধুনাড্যঃ সামান্যেব মধুকৃতঃ সামবেদ এব পুষ্পং তা অমৃতা আপঃ।

২। তানি বা এতানি সামান্যেতং সামবেদমভ্যতপং-স্তস্যাভিতপ্তস্য যশস্তেজ ইন্দ্রিয়ং বীর্য্যমন্নাদ্যং রসোঽজায়ত।

১। অথ যে অন্য প্রত্যঞ্চঃ (পশ্চিমদিকস্থিত) রশ্ময়ঃ, তাঃ এব অস্য প্রতীচ্যঃ মধুনাড্যঃ; সামানি এব (সামমন্ত্রসমূহই) মধুকৃতঃ; সামবেদ এব পুষ্পম্; তাঃ অমৃতাঃ আপঃ (৩।২।১ দ্রঃ)।

২। তানি বৈ এতানি সামানি এতম্ সামবেদম্ (এই সামবেদকে) অভ্যতপন্; তস্য অভিতপ্তস্য যশঃ তেজঃ ইন্দ্রিয়ম্ বীর্য্যম্ অন্নাদ্যম্ রসঃ অজায়ত (৩।১।৩ দ্রঃ)।

১। আর এই আদিত্যের যে পশ্চিমদিকস্থিত রশ্মিসমূহ, সেই সমুদয় ইহার পশ্চিমদিকস্থিত মধুনাড়ী; সামমন্ত্রসমূহই মধুকর; সামবেদই পুষ্প; সেই (যজ্ঞীয়) জলসমূহই পুষ্পের মধু।

২। সেই সামমন্ত্রসমূহ এই সামবেদকে অভিতপ্ত করিয়াছিল; অভিতপ্ত এই সামবেদ হইতে যশ, তেজ, ইন্দ্রিয়-সামর্থ্য, বীর্য্য ও অন্নরূপ রস উৎপন্ন হইয়াছিল।

৩। তদ্ব্যক্ষরত্তদাদিত্যমভিতোঽশ্রয়ত্তদ্বা এতদ্‌যদেতদাদিত্যস্য কৃষ্ণং রূপম্।

৩। তৎ ব্যক্ষরৎ। তৎ আদিত্যম্ অভিতঃ অশ্রয়ৎ। তৎ বৈ এতৎ, যৎ এতৎ আদিত্যস্য কৃষ্ণম্ রূপম্ (৩।১।৪ টীকা দ্রঃ)।

৩। যশ আদি ক্ষরিত হইল; (তাহার পর) তাহা আদিত্যের অভিমুখে (গমন করিয়া) আশ্রয় গ্রহণ করিল। এই যে আদিত্যের কৃষ্ণবর্ণ রূপ তাহাই এই।

তৃতীয়াধ্যায়ে চতুর্থ খণ্ড

মধুবিদ্যা—আদিত্যাদিতে মধ্বাদিকল্পনা (৩)

১। অথ যেঽস্যোদঞ্চো রশ্ময়স্তা এবাস্যোদীচ্যো মধুনাড্যো-ঽথর্ব্বাঙ্গিরস এব মধুকৃত ইতিহাসপুরাণং পুষ্পং তা অমৃতা আপঃ।

২। তে বা এতেঽথর্ব্বাঙ্গিরস এতদিতিহাসপুরাণমভ্য-তপংস্তস্যাভিতপ্তস্য যশস্তেজ ইন্দ্রিয়ং বীর্য্যমন্নাদ্যং রসোঽজায়ত।

১। অথ যে অস্য উদঞ্চঃ রশ্ময়ঃ (উত্তরদিকস্থ রশ্মিসমূহ), তাঃ এব অস্য উদীচ্যঃ মধুনাড্যঃ; অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ (অথর্ব্বা ও অঙ্গিরা নামক ঋষিগণ কর্ত্তৃক দৃষ্ট মন্ত্রসমূহ) এব মধুকৃতঃ; ইতিহাসপুরাণম্ (ইতিহাস ও পুরাণ) পুষ্পম্; তাঃ অমৃতাঃ আপঃ (৩।২।১ টীকা)।

২। তে বৈ এতে অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ এতৎ ইতিহাসপুরাণম্ (এই ইতিহাসপুরাণকে) অভ্যতপন্। তস্য অভিতপ্তস্য যশঃ তেজঃ ইন্দ্রিয়ম্ বীর্য্যম্ অন্নাদ্যম্ রসঃ অজায়ত (৩।১।৩ টীঃ)।

১। তাহার পর এই আদিত্যের উত্তরদিকের যে রশ্মিসমূহ, সেই সমুদয়ই ইহার উত্তরদিকের মধুনাডী; অথর্ব্বাঙ্গিরস মন্ত্রসমূহই মধুকর; ইতিহাস ও পুরাণই পুষ্প; সেই (যজ্ঞীয়) জলই (পুষ্পের) অমৃত।

২। সেই অথর্ব্বাঙ্গিরস মন্ত্রসমূহ ইতিহাস-পুরাণকে অভিতপ্ত করিয়াছিল। অভিতপ্ত সেই ইতিহাস-পুরাণ হইতে যশ, তেজ, ইন্দ্রিয়সামর্থ্য, বীর্য, ও অন্নরূপ রস উৎপন্ন হইয়াছিল।

৩। তদ্ব্যক্ষরত্তদাদিত্যমভিতোঽশ্রয়ত্তদ্বা এতদ্যদেতদাদিত্যস্য পরং কৃষ্ণং রূপম্।

৩। তৎ ব্যক্ষরৎ; তৎ আদিত্যম্ অভিতঃ অশ্রয়ৎ। তৎ বৈ এতৎ, যৎ এতৎ আদিত্যস্য পরম্ (গভীর) কৃষ্ণম্ রূপম্ (৩।১।৪ টীঃ)।

৩। যশ আদি ক্ষরিত হইল। (তাহার পর) তাহা আদিত্যের অভিমুখে (গমন করিয়া) আশ্রয় গ্রহণ করিল। আদিত্যের যে গভীর কৃষ্ণরূপ, তাহা ইহাই।

মন্তব্য

৩।৪।১। অথর্ব্বা একজন ঋষি; ঋগ্বেদে বহুস্থলে ইঁহার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। ইনিই প্রথমে অরণিকাষ্ঠ হইতে অগ্নি উৎপন্ন করিয়া যজ্ঞ সম্পন্ন করেন (৬।১৫।১৭; ৬।১৬।১৩ ইত্যাদি)।

অঙ্গিরার নামও ঋগ্বেদে বহুস্থলে পাওয়া যায়। কথিত আছে অঙ্গিরাই প্রথমে যজ্ঞ প্রবর্ত্তন করেন (১০।৬৭।২; ১।৮৩।৪ ইত্যাদি)। অগ্নি যে কাষ্ঠে লুক্কায়িত থাকে অঙ্গিরাগণ ইহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন (৫।১১।৬)।

অথর্ব্বা ও অঙ্গিরা—এই উভয় ঋষির কার্য্যই প্রায় এক প্রকার। এই জন্যই বোধ হয় উভয়ের নামে এক শব্দ হইয়াছে।

অথর্ব্বা ও অঙ্গিরা যে সমুদয় মন্ত্রের দ্রষ্টা, সেই সমুদয় মন্ত্রের নাম "অথর্ব্বাঙ্গিরস।" ব্রাহ্মণ (তৈঃ ব্রাঃ ১২।৮।২; শঃ ব্রাঃ ১১।৫।৬।৭), আরণ্যক (তৈঃ আঃ ২।৯,১০) উপনিষদাদি গ্রন্থে (বৃঃ উ ২।৪।১০, ৪।১।২ ইত্যাদি; তৈঃ উঃ ২।৩।১) ইহার উল্লেখ আছে। উত্তরকালে ইহাই অথর্ব্ববেদ নামে পরিচিত হইয়াছে। (৭।১।২ অংশে আথর্বণ শব্দের মন্তব্য দ্রষ্টব্য)।

৩।৪।৩। পাঠান্তর 'পরম্' স্থলে 'পরঃ'।

তৃতীয়াধ্যায়ে পঞ্চম খণ্ড

মধুবিদ্যা—আদিত্যাদিতে মধ্বাদিকল্পনা (৫)

১। অথ যেঽস্যোর্দ্ধা রশ্ময়স্তা এবাস্যোর্দ্ধা মধুনাড্যো গুহ্যা এবাদেশা মধুকৃতো ব্রহ্মৈব পুষ্পং তা অমৃতা আপঃ।

২। তে বা এতে গুহ্যা আদেশা এতদ্ ব্রহ্মাভ্যতপং-স্তস্যাভিতপ্তস্য যশস্তেজ ইন্দ্রিয়ং বীর্য্যমন্নাদ্যং রসোঽজায়ত।

৩। তদ্ব্যক্ষরত্তদাদিত্যমভিতোঽশ্রয়ত্তদ্বা এতদ্‌যদেতদাদি-ত্যস্য মধ্যে ক্ষোভত ইব।

১। অথ যে অস্য উর্দ্ধাঃ রশ্ময়ঃ, তাঃ এব অস্য উর্দ্ধাঃ মধুনাড্যঃ; গুহ্যাঃ এব আদেশাঃ (গুহ্য উপদেশসমূহই) মধুকৃতঃ; ব্রহ্ম (=প্রণব—শঙ্করের মতে) এব পুষ্পম্; তাঃ অমৃতাঃ আপঃ (৩।২।১ টীকা)।

২। তে বৈ এতে গুহ্যাঃ আদেশাঃ এতৎ ব্রহ্ম (এই প্রণবকে) অভ্যতপন্; তস্য অভিতপ্তস্য যশঃ তেজঃ ইন্দ্রিয়ম্ বীর্য্যম্ অন্নাদ্যম্ রসঃ অজায়ত (৩।১।৩ টীকা)।

৩। তৎ ব্যক্ষরৎ; তৎ আদিত্যম্ অভিতঃ অশ্রয়ৎ। তৎ বৈ

১। তাহার পর এই আদিত্যের উর্দ্ধদেশস্থ যে সমুদয় রশ্মি, সে সমুদয়ই ইহার উর্দ্ধদিকের মধুনাড়ী; গুহ্য উপদেশ সমুদয়ই মধুকর; ব্রহ্ম (অর্থাৎ প্রণব) ই পুষ্প; সেই যজ্ঞীয় জলই (পুষ্পের) অমৃত।

২। সেই গুহ্য উপদেশসমূহ এই প্রণবকে অভিতপ্ত করিয়াছিল। সেই অভিতপ্ত প্রণব হইতে যশ, তেজ, ইন্দ্রিয়-সামর্থ্য, বীর্য্য ও অন্নরূপ রস উৎপন্ন হইল।

যশ আদি ক্ষরিত হইল এবং তাহা আদিত্যের অভিমুখে আশ্রয়

৪। তে বা এতে রসানাং রসা বেদা হি রসাস্তেষামেতে রসাস্তানি বা এতান্যমৃতানামমৃতানি বেদা হ্যমৃতাস্তেষামেতান্যমৃতানি।

এতৎ, যৎ এতৎ আদিত্যস্য মধ্যে ক্ষোভতে ইব (যেন স্পন্দিত হইতেছে) (৩।১।৪ টীকা)।

৪। তে (সেই সমুদয় অর্থাৎ সূর্য্যের লোহিতাদি রূপ) বৈ এতে (এই সমুদয়) রসানাম্ (রসসমূহের) রসাঃ (রসসমূহ), বেদাঃ (বেদ-সমূহ) হি রসাঃ ; তেষাম্ (তাহাদিগের) এতে রসাঃ ; তানি বৈ এতানি (সেই এই সমুদয় ; লোহিতাদি রূপসমূহ) অমৃতানাম্ (অমৃতসমূহের) অমৃতানি (অমৃতসমূহ)। বেদাঃ হি অমৃতাঃ, তেষাম্ এতানি অমৃতানি।

গ্রহণ করিল। আদিত্যের মধ্যে এই যাহা স্পন্দিত হইতেছে বলিয়া মনে হয়, তাহা ইহাই।

৪। সেই লোহিতাদি রূপসমূহ রসসমূহেরও রস (অর্থাৎ সার বস্তুরও সার)। (কারণ) বেদসমুদয়ই রস (=সারবস্তু) এবং সেই লোহিতাদি রূপ অমৃতসমূহেরও অমৃত। (কারণ) বেদসমূহই অমৃত ; আবার এই সমুদয় রূপ বেদসমূহেরও অমৃত।

তৃতীয়াধ্যায়ে ষষ্ঠ খণ্ড

মধুবিদ্যা—প্রথমামৃত বসুগণের ভোগ্য

১। তদ্‌যৎপ্রথমমমৃতং তদ্বসব উপজীবন্ত্যগ্নিনামুখেন ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যেতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি।

২। ত এতদেব রূপমভিসংবিশন্ত্যেতস্মাদ্রূপাদুদ্যান্তি।

১। তৎ (সেই) যৎ (যে) প্রথমম্ অমৃতম্ (প্রথম অমৃত অর্থাৎ আদিত্যের লোহিতরূপ) তৎ (তাহাকে) বসবঃ (বসুগণ) উপজীবন্তি (উপভোগ করে) অগ্নিনা মুখেন (অগ্নি প্রমুখ হইয়া); ন (না) বৈ দেবাঃ (দেবগণ) অশ্নন্তি (ভোজন করেন), ন পিবন্তি (পান করেন); এতৎ এব অমৃতম্ (এই অমৃতকে) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) তৃপ্যন্তি (তৃপ্তি লাভ করেন)।

২। তে (সেই দেবগণ) এতৎ এব রূপম্ (এই রূপকেই অর্থাৎ এই রূপেই) অভিসংবিশন্তি (অভি+সম্+বিশ্; প্রবেশ করেন); এতস্মাৎ রূপাৎ (এই রূপ হইতে) উদ্যান্তি (উৎ+ই; উদিত হন, বহির্গত হন)।

১। সেই যে প্রথম অমৃত (অর্থাৎ সূর্য্যের লোহিত রূপ) বসুগণ অগ্নিপ্রমুখ হইয়া তাহা উপভোগ করেন। (কিন্তু বস্তুতঃ) দেবগণ ভোজনও করেন না, পানও করেন না; এই অমৃত দেখিয়াই তৃপ্ত হন।

২। সেই দেবগণ (সূর্য্যের) এই লোহিত রূপে প্রবেশ করে এবং সেই রূপ হইতে উত্থিত হন।

৩। স য এতদেবমমৃতং বেদ বসূনামেবৈকো ভূত্বাঽগ্নিনৈব মুখেনৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি স এতদেব রূপমভিসংবিশত্যে-তস্মাদ্রূপাদুদেতি।

৪। স যাবদাদিত্যঃ পুরস্তাদুদেতা পশ্চাদস্তমেতা বসূ-নামেব তাবদাধিপত্যং স্বারাজ্যং পর্য্যেতা।

৩। সঃ যঃ (যে, ২।১১।২ মন্তব্য) এতৎ (+অমৃতম্=এই অমৃতকে) এবম্ (এই প্রকারে) অমৃতম্ (এতৎ+) বেদ (জানেন) বসূনাম্ (বসুগণের মধ্যে) এব একঃ ভূত্বা (হইয়া) অগ্নিনা এব মুখেন (১ম মন্ত্র) এতৎ এব অমৃতম্ দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি; সঃ এতৎ এব রূপম্ অভিসংবিশতি (প্রবেশ করে) এতস্মাৎ রূপাৎ উদেতি (উত্থিত হয়; উৎ+ই) (৩।৬।১,২ দ্রঃ)। পাঠান্তর 'উদেতি' স্থলে 'উদৈতি' (=উৎ+আ+এতি)।

৪। সঃ (সেই ব্যক্তি) যাবৎ (যে পর্য্যন্ত) আদিত্যঃ পুরস্তাৎ উদেতা (উদেতৃ শব্দ=উৎ+এতৃ, ১।১, =যিনি উদিত হন; ই+তৃণ। কিংবা উৎ+এতা=উৎ+ই+লুট তা=উদিত হইবে), পশ্চাৎ (পশ্চিম দিকে) অস্তম্+এতা (=অস্ত গমনকারী, এতৃ ১।১; কিংবা ক্রিয়াপদ,=অস্তগমন করিবে), বসূনাম্ এব (বসুগণের) তাবৎ (তাবৎকাল পর্য্যন্ত) আধিপত্যম্ (আধিপত্যকে) স্বারাজ্যম্ (স্বাধীনতাকে) পরি+এতা (=যিনি প্রাপ্ত হন, এতৃ ১।১; কিংবা ক্রিয়াপদ,=প্রাপ্ত

৩। যে ব্যক্তি এই অমৃতকে এইরূপ জানেন, তিনি বসুগণের মধ্যে একজন হন এবং অগ্নিপ্রমুখ হইয়া এই অমৃত দেখিয়াই তৃপ্তি লাভ করেন। তিনি এই রূপেই প্রবেশ করেন এবং এই রূপ হইতেই উত্থিত হন।

৪। যতকাল সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উদিত হইবে এবং পশ্চিম দিকে অস্ত

হইবেন, ই লুট তা)। কেহ কেহ বলেন, স্বারাজ্যম্ = স্বর্গরাজ্য স্বঃ + রাজ্যম্, সন্ধিতে বিসর্গ লোপ (পাঃ ৮।৩।১৪) এবং পূর্ব্ব স্বর দীর্ঘ (পাঃ ৬।৩।১১০)।

যাইবে, ততকাল সেই ব্যক্তি বসুদিগের অনুরূপ আধিপত্য ও স্বারাজ্য প্রাপ্ত হইবেন।

মন্তব্য

৩।৬ ১। "বসবঃ" ইত্যাদি অনেক দেবতা আছেন, যাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উক্ত হন না,—যেমন বসু, রুদ্র, আদিত্য ইত্যাদি। ইঁহারা সমষ্টিভাবে পরিচিত। এই শ্রেণীর দেবতার নাম 'গণদেবতা'। বসুগণও এই শ্রেণীর দেবতা। 'বসু'র অনেক অর্থ হইতে পারে, যেমন—যিনি উজ্জ্বল, যিনি ধনদান করেন, যিনি আচ্ছাদন বা আশ্রয় প্রদান করেন ইত্যাদি। ঋগ্বেদে আদিত্য, মরুৎ, অশ্বিদ্বয়, ইন্দ্র, উষা, রুদ্র, বায়ু, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাদিগকে বসু বলা হইয়াছে। মহাভারতাদি-গ্রন্থে শিব ও কুবের ও বসু নামে খ্যাত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, শতপথ ব্রাহ্মণ, বৃহদারণ্যক উপনিষৎ প্রভৃতি গ্রন্থের মতে বসুগণের সংখ্যা ৮। বিষ্ণুপুরাণে অষ্টবসুর নাম এই :—আপ, ধ্রুব, সোম, ধব বা ধর, অনিল, অনল বা পাবক, প্রত্যুষ এবং প্রভাস।

ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থের মতে বসুগণ পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ঋগ্বেদের মতে ইন্দ্র বসুগণের নেতা (৭।৩২।৬; ৭।১০।৪)। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে অগ্নিকেই ইঁহাদিগের নেতা বলা হইয়াছে।

'অগ্নিনা এব মুখেন' ইত্যাদি।

অগ্নি বসুগণের নেতা, সেইজন্য বলা হইয়াছে 'অগ্নিনা এব মুখেন'।

'অভিসংবিশন্তি' ও 'উদ্যন্তি' ইত্যাদি—শঙ্কর এই অংশের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন :—

রূপম্ অভি = রূপকে লক্ষ্য করিয়া। অভিসংবিশন্তি = উদাসীন হন। রূপাৎ = রূপ অর্থাৎ অমৃত ভোগ করিবার জন্য। উদ্যন্তি = উৎসাহশীল হন। তাহা হইলে এই অংশের অর্থ এইরূপ হইবে :—

দেবগণ এই রূপকে লক্ষ করিয়া (রূপম্ অভি) উদাসীন থাকেন (সংবিশন্তি) এবং এই রূপকে ভোগ করিবার জন্য (এতস্মাৎ রূপাৎ) উৎসাহশীল হন (উদ্যন্তি)।

শঙ্কর এস্থলে এইরূপ বিচার করিয়াছেন—"তাঁহারা কি নিরুদ্যম হইয়া অমৃত ভোগ করেন? না, তাহা নহে। তবে কি প্রকারে? এই লোহিত রূপকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা এইরূপ মনে করেন 'আমাদের এখন ভোগের অবসর নাই'; তখন তাঁহারা উদাসীন হইয়া থাকেন। আবার তাঁহাদের যখন অমৃত ভোগের সময় উপস্থিত হয়, তখন তাঁহারা উৎসাহবান হন।"

কেহ কেহ ইহার অন্যপ্রকার অর্থও করিয়াছেন :—

১। তাঁহারা এই রূপে লীন হন এবং এই রূপ হইতেই পুনরায় উত্থিত হন।

২। (এই রূপ ভোগ করিবার জন্য) তাঁহারা এই রূপে প্রবেশ করেন এবং (রূপ ভোগ করিয়া) এই রূপ হইতে বহির্গত হন।

৩।৬।১। 'সঃ যাবৎ' ইত্যাদি।

আমরা দেখিতেছি, সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া পশ্চিম দিকে অস্ত যাইতেছে। যতদিন এই প্রকার ঘটিবে ততদিন বসুগণ রাজত্ব করিবেন। আর যাঁহারা সূর্য্যের প্রথম অমৃতের বিষয় জানেন, তাঁহারাও ততদিন বসুদিগের ন্যায় আধিপত্য ও স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইবেন।

তৃতীয়াধ্যায়ে সপ্তম খণ্ড

মধুবিদ্যা—দ্বিতীয়ামৃত রুদ্রদেবগণের ভোগ্য

১। অথ যদ্দ্বিতীয়মমৃতং তদ্রুদ্রা উপজীবন্তীন্দ্রেণ মুখেন ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যেতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি।

২। ত এতদেব রূপমভিসংবিশন্ত্যেতস্মাদ্রূপাদুদ্যন্তি।

৩। স য এতদেবমমৃতং বেদ রুদ্রাণামেবৈকো ভূত্বেন্দ্রেণৈব মুখেনৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি স এতদেব রূপমভিসংবিশত্যে-তস্মাদ্রূপাদুদেতি।

১। অথ যৎ দ্বিতীয়ম্ অমৃতম্ (দ্বিতীয় অমৃত অর্থাৎ শুক্লরূপ), তৎ রুদ্রাঃ উপজীবন্তি ইন্দ্রেণ মুখেন (ইন্দ্রপ্রমুখ হইয়া)। ন বৈ দেবাঃ অশ্নন্তি, ন পিবন্তি, এতৎ এব অমৃতম্ দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি (৩।৬।১ টীকা)।
২। তে এতৎ এব রূপম্ অভিসংবিশন্তি, এতস্মাৎ রূপাৎ উদ্যন্তি (৩।৬।২ টীকা)।
৩। সঃ যঃ (২।১১।২ মন্তব্য) এতম্ এবম্ অমৃতম্ বেদ, রুদ্রাণাম্

১। আর আদিত্যের যে দ্বিতীয় অমৃত (অর্থাৎ শুক্লরূপ) তাহা রুদ্রগণ ইন্দ্রপ্রমুখ হইয়া উপভোগ করেন। কিন্তু বস্তুতঃ দেবগণ আহারও করেন না, পানও করেন না ; এই অমৃত দেখিয়াই তাঁহারা তৃপ্ত হন।

২। দেবগণ (সূর্য্যের) এই শুক্ল রূপে প্রবেশ করেন এবং এই রূপ হইতে উত্থিত হন।

৩। যিনি এই অমৃতকে এই রূপ জানেন, তিনি রুদ্রগণের মধ্যে

৪। স যাবদাদিত্যঃ পুরস্তাদুদেতা পশ্চাদস্তমেতা দ্বিস্তাবদ্দক্ষিণত উদেতোত্তরতোঽস্তমেতা রুদ্রাণামেব তাবদাধিপত্যং স্বারাজ্যং পর্য্যেতা।

এব (রুদ্রগণের মধ্যে) একঃ ভূত্বা ইন্দ্রেণ এব মুখেন এতৎ এব অমৃতম্ দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি ; সঃ এতৎ এব রূপম্ অভিসংবিশতি, এতস্মাৎ রূপাৎ উদেতি (৩৬।৩ টীকা)।

পাঠান্তর :—'উদেতি' স্থলে 'উদৈতি' (= উৎ + আ + এতি)।

৪। সঃ যাবৎ আদিত্যঃ পুরস্তাৎ উদেতা, পশ্চাৎ অস্তমেতা, দ্বিস্ + তাবৎ (দ্বিগুণ, পাঃ ৫।৪।১৮) দক্ষিণতঃ (দক্ষিণ দিকে) উদেতা, উত্তরতঃ (উত্তরদিকে) অস্তমেতা ; রুদ্রাণাম্ এব তাবৎ আধিপত্যম্ স্বারাজ্যম্ পর্য্যেতা (৩।৬।৪ টীকা)।

একজন হন এবং ইন্দ্রপ্রমুখ হইয়া এই অমৃত দর্শন করিয়াই তৃপ্ত হন। তিনি এই রূপেই প্রবেশ করেন এবং এই রূপ হইতে উত্থিত হন।

৪। যতকাল সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উদিত হইবেন এবং পশ্চিমদিকে অস্ত যাইবেন, তাহার দ্বিগুণ কাল দক্ষিণদিকে উদিত হইবেন ও উত্তরদিকে অস্তগত হইবেন এবং সেই বিদ্বান্ ব্যক্তি ততদিন (অর্থাৎ সেই দ্বিগুণ পরিমিত কাল) রুদ্রগণের অনুরূপ আধিপত্য এবং স্বারাজ্য লাভ করিবেন।

মন্তব্য

৩।৭।১। রুদ্রদেব ও গণদেবতা ; ইহাদিগের পিতার নাম রুদ্র। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (২।১৮), শতপথব্রাহ্মণ (৪।৫।৭।২, ১১।৬।৩।৫) প্রভৃতি

গ্রন্থের মতে রুদ্রগণের সংখ্যা ১১, কিন্তু তৈত্তিরীয় সংহিতাতে ৩৩ জন রুদ্রের উল্লেখ আছে (১।৪।১১।১)। মরুৎগণকেও কখন কখন 'রুদ্রাঃ' বলা হয় (ঋঃ ১।৩৯।৪,৭ ইত্যাদি)। কিন্তু সাধারণতঃ রুদ্রগণ ও মরুৎগণ পৃথক্ পৃথক্ দেবতা। ইন্দ্র রুদ্রগণের নেতা।

তে এতৎ এব রূপম্ অভিসংবিশন্তি, এতস্মাৎ রূপাৎ উদ্যন্তি (৩।৬।২ টীকা)।

৩।৭।৪। 'দ্বিস্তাবৎ' ইত্যাদি। দ্বি + স্ = দ্বিস্ (পাঃ ৪।১৮)। দ্বিস্ + তাবৎ = দ্বিস্তাবৎ ; পরিমাণ অর্থে 'তাবৎ'। প্রাচীন কালে এই শব্দের ব্যবহার ছিল ; পাণিনি 'দ্বিস্তাবা' শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন (৫।৪।৮৪)। যে বেদির পরিমাণ সাধারণ বেদির দ্বিগুণ তাহাই দ্বিস্তা বা বেদি।

'সূর্য্য দক্ষিণ দিকে উদিত হইবেন' ইত্যাদি বিষয়ে মন্তব্য ৩।১১ অংশের পরে দ্রষ্টব্য।

তৃতীয়াধ্যায়ে অষ্টম খণ্ড

মধুবিদ্যা—তৃতীয়ামৃত আদিত্য দেবগণের ভোগ্য

১। অথ যত্তৃতীয়মমৃতং তদাদিত্যা উপজীবন্তি বরুণেন মুখেন ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যেতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি।

২। ত এতদেব রূপমভিসংবিশন্ত্যেতস্মাদ্রূপাদুদ্যন্তি।

৩। স য এতদেবমমৃতং বেদাদিত্যানামেবৈকো ভূত্বা বরুণেনৈব মুখেনৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি স এতদেব রূপমভি-সংবিশত্যেতস্মাদ্রূপাদুদেতি।

১। অথ যৎ তৃতীয়ম্ অমৃতম্ (অর্থাৎ কৃষ্ণরূপ) তৎ আদিত্যাঃ (আদিত্যগণ) উপজীবন্তি বরুণেন মুখেন (বরুণপ্রমুখ হইয়া)। ন বৈ দেবাঃ অশ্নন্তি, ন পিবন্তি—এতৎ এব অমৃতম্ দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি (৩।৬।১ টীকা)।

২। তে এতৎ এব রূপম্ অভিসংবিশন্তি, এতস্মাৎ রূপাৎ উদ্যন্তি (৩।৬।২ টীকা)।

৩। সঃ যঃ (৩।৬।৩ মন্তব্য) এতৎ এবম্ অমৃতম্ বেদ, আদিত্যানাম্

১। আর সূর্য্যের যে তৃতীয় অমৃত (অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণরূপ) আদিত্যগণ বরুণপ্রমুখ হইয়া তাহা উপভোগ করেন; (কিন্তু বস্তুতঃ) দেবগণ ভোজনও করেন না পানও করেন না; এই অমৃত দেখিয়াই তৃপ্তিলাভ করেন।

২। আদিত্যগণ এই রূপেই প্রবেশ করেন এবং এই রূপ হইতেই উত্থিত হন।

৩। যিনি এই অমৃতকে এইরূপ জানেন, তিনি আদিত্যগণের মধ্যে

৪। **স যাবদাদিত্যো দক্ষিণত উদেতোত্তরতোঽস্তমেতা দ্বিস্তাবৎ পশ্চাদুদেতা পুরস্তাদস্তমেতাদিত্যানামেব তাবদাধিপত্যং স্বারাজ্যং পর্য্যেতা।**

(আদিত্যগণের) এব একঃ ভূত্বা বরুণেন এব মুখেন এতৎ এব অমৃতম্ দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি। সঃ এতৎ এব রূপম্ অভিসংবিশন্তি, এতস্মাৎ রূপাৎ উদেতি (৩।৬।৩ টীকা)।

পাঠান্তর—'উদেতি' স্থলে উদৈতি (= উৎ + আ + এতি)।

৪। সঃ যাবৎ আদিত্যঃ দক্ষিণতঃ উদেতা, উত্তরতঃ অস্তমেতা, দ্বিস্ + তাবৎ পশ্চাৎ উদেতা, পুরস্তাৎ অস্তমেতা। আদিত্যানাম্ এব তাবৎ আধিপত্যম্ স্বারাজ্যম্ পর্য্যেতা (৩।৬।৪ টীকা)। সূর্য্য পশ্চিমদিকে উদিত হইবেন ইত্যাদি বিষয়ে মন্তব্য ৩।১১ অংশের পরে দ্রষ্টব্য।

একজন হন এবং বরুণপ্রমুখহইয়া এই অমৃত দর্শন করিয়াই তৃপ্ত হন। তিনি এই রূপে প্রবেশ করেন এবং এই রূপ হইতেই উত্থিত হন।

৪। যতকাল আদিত্য দক্ষিণদিকে উদিত হইবেন এবং উত্তরদিকে অস্ত যাইবেন, তাহার দ্বিগুণকাল পশ্চিমদিকে উদিত হইবেন ও পূর্ব্বদিকে অস্ত যাইবেন এবং সেই বিদ্বান ব্যক্তি ততদিন (অর্থাৎ সেই দ্বিগুণ পরিমিতকাল) আদিত্যগণের অনুরূপ আধিপত্য ও স্বারাজ্য লাভ করিবেন।

মন্তব্য

৩।৮।১—আদিত্যগণও এক শ্রেণীর গণ-দেবতা। আদিত্যগণ অদিতির পুত্র। ঋগ্বেদের একস্থলে (২।২৭।১ মিত্র, অর্য্যমা, ভগ, বরুণ)

দক্ষ এবং অংশ এই ছয়জনকে অদিতির পুত্র বলা হইয়াছে। অন্য এক-স্থলে সপ্ত আদিত্যের কথা উক্ত হইয়াছে (৯।১১৪।৩)। দশম মণ্ডলে একস্থলে (৭২।৮,৯) বর্ণিত হইয়াছে যে অদিতির দেহ হইতে আট পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল; অষ্টম পুত্রের নাম মার্ত্তাণ্ড। অথর্ব্ববেদের মতে অদিতির আট পুত্র (৮।৯।২১)। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১।১।৯।১) অদিতির অষ্ট পুত্রের কথা আছে; ইহাদিগের নাম এই:—মিত্র, বরুণ, ধাতা, অর্যমা, অংশ, ভগ, ইন্দ্র এবং বিবস্বান্। সায়ণ (২।২৭।১) ঋগ্‌ভাষ্যে এই ছয়জনের নামই উদ্ধৃত করিয়াছেন। শতপথ ব্রাহ্মণে দুইস্থলে (৬।১।২।৮; ১১।৬।৩।৮) বলা হইয়াছে যে আদিত্যের সংখ্যা ১২। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মতেও (১।২।৪) দ্বাদশ আদিত্য। সংহিতা যুগের পরে দ্বাদশ আদিত্যকে দ্বাদশ মাসের অধিপতিরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে।

তৃতীয়াধ্যায়ে নবম খণ্ড

মধুবিদ্যা—চতুর্থামৃত মরুৎদেবগণের ভোগ্য

১। অথ যচ্চতুর্থমমৃতং তন্মরুত উপজীবন্তি সোমেন মুখেন ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যেতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি।

২। ত এতদেব রূপমভিসংবিশন্ত্যেতস্মাদ্রূপাদুদ্যন্তি।

৩। স য এতদেবমমৃতং বেদ মরুতামেবৈকো ভূত্বা সোমেনৈব মুখেনৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি স এতদেব রূপমভিসংবিশত্যেতস্মাদ্রূপাদুদেতি।

১। অথ যৎ চতুর্থম্ অমৃতম্, তৎ মরুতঃ (মরুৎগণ) উপজীবন্তি সোমেন মুখেন (সোমপ্রমুখ হইয়া)। ন বৈ দেবাঃ অশ্নন্তি, ন পিবন্তি এতৎ এব অমৃতম্ দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি (৩।৬।১ টীকা)।

২। তে এতৎ এব রূপম্ অভিসংবিশন্তি, এতস্মাৎ রূপাৎ উদ্যন্তি (৩।৬।২ টীকা)।

৩। সঃ যঃ এতৎ এবম্ অমৃতম্ বেদ, মরুতাম্ (মরুৎগণের) এব একঃ ভূত্বা সোমেন এব মুখেন এতৎ এব অমৃতম্ দৃষ্ট্বা

১। আর সূর্য্যের যে চতুর্থ অমৃত, তাহা মরুৎগণ সোমপ্রমুখ হইয়া উপভোগ করেন। (কিন্তু বস্তুতঃ) দেবগণ ভোজনও করেন না, পানও করেন না; তাঁহারা ইহা দেখিয়াই তৃপ্ত হন।

২। মরুৎগণ এই (চতুর্থ রূপে) প্রবেশ করেন এবং এই রূপ হইতেই উত্থিত হন।

৩। যিনি এই প্রকার জানেন তিনি মরুৎগণের মধ্যে একজন ও

৪। স যাবদাদিত্যঃ পশ্চাদুদেতা পুরস্তাদস্তমেতা দ্বিস্তাবদুত্তরত উদেতা দক্ষিণতোঽস্তমেতা মরুতামেব তাবদাধিপত্যং স্বারাজ্যং পর্য্যেতা।

তৃপ্যতি ; সঃ এতৎ এব রূপম্ অভিসংবিশতি, এতস্মাৎ রূপাৎ উদেতি (৩।৬।৩ টীকা)।

পাঠান্তর :—উদেতি স্থলে উদৈতি (=উৎ+আ+এতি)।

৪। সঃ যাবৎ আদিত্যঃ পশ্চাৎ উদেতা, পুরস্তাৎ অস্তমেতা, দ্বিঃ+তাবৎ উত্তরতঃ উদেতা, দক্ষিণতঃ অস্তমেতা ; মরুতাম্ এব তাবৎ আধিপত্যম্ স্বারাজ্যম্ পর্য্যেতা (৩।৬।৪ টীকা)। 'সূর্য্য উত্তরদিকে উদিত হইবেন' ইত্যাদি বিষয়ে মন্তব্য ৩।১১ অংশের পরে দ্রষ্টব্য।

এবং সোমপ্রমুখ হইয়া এই অমৃত দেখিয়াই তৃপ্ত হন। তিনি এই রূপে প্রবেশ করেন এবং এই রূপ হইতে উত্থিত হন।

৪। যে পরিমাণ কাল আদিত্য পশ্চিম দিকে উদিত হইবেন ও পূর্ব্বদিকে অস্ত যাইবেন, তাহার দ্বিগুণ পরিমিতকাল উত্তরদিকে উদিত হইবেন ও দক্ষিণদিকে অস্ত যাইবেন এবং তত কাল সেই বিদ্বান্ ব্যক্তি মরুৎগণের অনুরূপ আধিপত্য ও স্বারাজ্য লাভ করিবেন।

মন্তব্য

৩।৯।১—মরুৎগণও গণদেবতা। রুদ্র ইহাদিগের পিতা। ঋগ্বেদে কোন কোন স্থলে ইহাদিগকে রুদ্রিয়াসঃ (১।৩৮।৭ ইত্যাদি) এবং কোন কোন স্থলে (৩১।৩৯।৪,৭ ইত্যাদি) রুদ্রাসঃ বলা হইয়াছে। কোন কোন স্থলে বলা হইয়াছে ইহাদিগের সংখ্যা 'ত্রিসপ্ত' অর্থাৎ ৩×৭=২১ (১।১৩৩।৬ ; অথর্ব্বঃ ১৩।১।১৩) এবং কোথায়ও বা বলা হইয়াছে ত্রিঃষষ্টিঃ অর্থাৎ ৩×৬০=১৮০।

তৃতীয়াধ্যায়ে দশম খণ্ড

মধুবিদ্যা—পঞ্চমামৃত সাধ্যদেবগণের ভোগ্য

১। অথ যৎ পঞ্চমমমৃতং তৎ সাধ্যা উপজীবন্তি ব্রহ্মণা মুখেন ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যেতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি।

২। ত এতদেব রূপমভিসংবিশন্ত্যেতস্মাদ্রূপাদুদ্যন্তি।

৩। স য এতদেবমমৃতং বেদ সাধ্যানামেবৈকো ভূত্বা ব্রহ্মণৈব মুখেনৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি স এতদেব রূপমভিসং-বিশত্যেতস্মাদ্রূপাদুদেতি।

১। অথ যৎ পঞ্চমম্ অমৃতম্, তৎ সাধ্যাঃ (সাধ্যগণ) উপজীবন্তি ব্রহ্মণা মুখেন (ব্রহ্মপ্রমুখ হইয়া)। ন বৈ দেবাঃ অশ্নন্তি, ন পিবন্তি, এতৎ এব অমৃতম্ দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি (৩।৬।১ টীকা)।
২। তে এতৎ এব রূপম্ অভিসংবিশন্তি; এতস্মাৎ রূপাৎ উদ্যন্তি (৩।৬।২ টীকা)।
৩। সঃ যঃ এতৎ এবম্ অমৃতম্ বেদ, সাধ্যানাম্ (সাধ্যগণের

১। আর সূর্য্যের যে পঞ্চম অমৃত, সাধ্যগণ ব্রহ্মপ্রমুখ হইয়া তাহা উপভোগ করেন। (কিন্তু বস্তুতঃ) দেবগণ ভোজনও করেন না, পানও করেন না, এই অমৃত দেখিয়াই তৃপ্ত হন।

২। সেই সাধ্যগণ এই পঞ্চম রূপে প্রবেশ করেন এবং এই রূপ হইতে উত্থিত হন।

৩। যিনি এই অমৃতকে এই প্রকার জানেন, তিনি সাধ্যগণের

৪। স যাবদাদিত্য উত্তরত উদেতা দক্ষিণতোঽস্তমেতা দ্বিস্তাবদূর্দ্ধমুদেতার্ব্বাগস্তমেতা সাধ্যানামেব তাবদাধিপত্যং স্বারাজ্যং পর্য্যেতা।

মধ্যে) এব একঃ ভূত্বা ব্রহ্মণা এব মুখেন এতৎ এব অমৃতম্ দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি; সঃ এতৎ এব রূপম্ অতিসংবিশতি, এতস্মাৎ রূপাৎ উদেতি (৩।৬।৩ টীকা)।

৪। সঃ যাবৎ আদিত্যঃ উত্তরতঃ উদেতা, দক্ষিণতঃ অস্তমেতা, দ্বিঃ + তাবৎ ঊর্দ্ধম্ (ঊর্দ্ধদিকে) উদেতা, অর্ব্বাঙ্ (অধোভাগে) অস্তমেতা; সাধ্যানাম্ এব তাবৎ আধিপত্যম্ স্বারাজ্যম্ পর্য্যেতা (৩।৬।৪ টীকা)। পাঠান্তর:—'উদেতি' স্থলে উদৈতি (= উৎ + আ + এতি)।

'সূর্য্য ঊর্দ্ধদিকে উদিত হইবেন' ইত্যাদি বিষয়ে মন্তব্য ৩।১১ অংশের পরে দ্রষ্টব্য।

মধ্যে একজন হন এবং ব্রহ্মপ্রমুখ হইয়া এই অমৃত দেখিয়াই তৃপ্ত হন। তিনি এই রূপে প্রবেশ করেন এবং এই রূপ হইতে উত্থিত হন।

৪। যতকাল আদিত্য উত্তর দিকে উদিত হইবেন এবং দক্ষিণ দিকে অস্ত যাইবেন, তাহার দ্বিগুণকাল ঊর্দ্ধদিকে উদিত হইবেন এবং অধোদিকে অস্ত যাইবেন এবং তত কাল অর্থাৎ এই দ্বিগুণ পরিমিতকাল সেই বিদ্বান ব্যক্তি সাধ্যগণের অনুরূপ আধিপত্য ও স্বারাজ্য প্রাপ্ত হইবেন।

মন্তব্য

৩।১০।১—সাধ্যগণ ও গণ দেবতা। ঋগ্বেদের ১০।৯০।১৬ মন্ত্রে ইহাদিগের উল্লেখ আছে। ইহার ব্যাখ্যায় যাস্ক ইহাদিগকে 'দ্যুস্থানঃ দেবগণঃ' বলিয়াছেন (১২।৪১)। ভুবর্লোকে ইহাদিগের বসতি। মনুর মতে ইহারা একশ্রেণীর সূক্ষ্ম দেবতা (১।২২); বিরাটের পুত্র সোমসদ্‌গণ ইহাদিগের পিতা (৩।১৯৫)।

তৃতীয়াধ্যায়ে একাদশ খণ্ড

মধুবিদ্যার উপসংহার

১। অথ তত ঊর্দ্ধ উদেত্য নৈবোদেতা নাস্তমেতৈকল এব মধ্যে স্থাতা তদেষ শ্লোকঃ।

২। ন বৈ তত্র ন নিম্লোচ নোদিয়ায় কদাচন।
দেবাস্তেনাহং সত্যেন মা বিরাধিষি ব্রহ্মণেতি ॥

১। অথ ততঃ (সেই স্থান হইতে) ঊর্দ্ধঃ (ঊর্দ্ধদিকে) উদেত্য (উদিত হইয়া, উত্থিত হইয়া) ন (না) এব উদেতা ন অস্তমেতা (৩.৬.৪ টীকা); একলঃ (একাকী) এব মধ্যে স্থাতা (স্থাতৃ ১।১= যিনি অবস্থান করেন; কিংবা স্থা+তা লুট=অবস্থান করিবেন)। তৎ (সেই বিষয়ে) এষঃ (এই) শ্লোকঃ। আনন্দগিরি বলেন 'স্থাতা' শব্দ ক্রম-মুক্তিসূচক।

২। ন বৈ (নিশ্চয়ই নয়)। তত্র (সেই স্থলে) ন (না) নিম্লোচ (বৈদিক প্রয়োগ=নিমুম্লোচ=নি+ম্লুচ্ লিট্=অস্ত গিয়াছে); ন উদিয়ায় (উৎ+ই লিট্=উদিত হইয়াছেন) কদাচন (কখন); দেবাঃ (হে দেবগণ!) তেন (+সত্যেন= সেই সত্য বাক্য দ্বারা) অহম্

১। তাহার পর যখন সূর্য্য ঊর্দ্ধদিকে উদিত হইবেন, তখন আর উদিতও হইবেন না এবং অস্তও যাইবেন না; একাকীই মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিবেন। এবিষয়ে এই শ্লোক আছে :—

২। নিশ্চয়ই নয়; সেখানে অস্তও যান নাই, কখন উদিতও হন নাই। হে দেবগণ! এই সত্যের দ্বারা আমি যেন ব্রহ্মলাভে বঞ্চিত না হই অর্থাৎ এই সত্যের বলে আমি যেন ব্রহ্মলাভ করিতে সমর্থ হই

৩। ন হ বা অস্মা উদেতি ন নিম্লোচতি সকৃদ্দিবা হৈবাস্মৈ ভবতি য এতামেবং ব্রহ্মোপনিষদং বেদ।

৪। তদ্ধৈতদ্ ব্রহ্মা প্রজাপতয় উবাচ প্রজাপতির্মনবে মনুঃ প্রজাভ্যস্তদ্ধৈতদুদ্দালকায়ারুণয়ে জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় পিতা ব্রহ্ম প্রোবাচ।

(আমি) সতেন (তেন+) মা (না) বিরাধিষি (বি+রাধ, লুঙ্ অরাধিষি স্থলে রাধিষি; 'মা' যোগে 'অ' লোপ; =বিচ্ছিন্ন হই) ব্রহ্মণা (ব্রহ্ম দ্বারা; এস্থলে ব্রহ্ম হইতে)।

৩। ন (না) হ বৈ অস্মৈ (ইহার পক্ষে) উদেতি (উদিত হন) ন নিম্লোচতি (নি+ম্লুচ লট,তি; অস্ত যান), সকৃৎ (সর্ব্বদা) দিবা হ এব অস্মৈ ভবতি (হয়), যঃ (যিনি) এতাম্ (২।১, এই) এবম্ (এই প্রকারে) ব্রহ্মোপনিষদম্ (এতাম্+=এই ব্রহ্মোপনিষদ্‌কে) বেদ (জানেন)।

৪। তৎ হ এতৎ (সেই এই মধুবিজ্ঞানকে) ব্রহ্মা প্রজাপতয়ে (প্রজাপতিকে) উবাচ (বলিয়াছিলেন), প্রজাপতিঃ মনবে (মনুকে), মনুঃ প্রজাভ্যঃ (সন্তানদিগকে); তৎ হ এতৎ উদ্দালকায় আরুণয়ে (অরুণ-পুত্র উদ্দালককে) জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় (জ্যেষ্ঠ পুত্রকে) পিতা ব্রহ্ম (ব্রহ্মবিদ্যাকে) প্র+উবাচ। 'জ্যেষ্ঠ' বিষয়ে ১।৯।১ মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

(কিংবা আমার কথা যদি সত্য না হয়, আমি যেন ব্রহ্মলাভে বঞ্চিত হই)।

৩। যিনি এই ব্রহ্মোপনিষদ্‌কে এই প্রকার জানেন, তাঁহার পক্ষে সূর্য্য উদিতও হন না, অস্তও যান না; তাঁহার পক্ষে সর্ব্বদাই দিবা।

৪। সর্ব্ব প্রথমে ব্রহ্মা প্রজাপতিকে এই মধুবিজ্ঞান বলিয়াছিলেন; (তৎপর) প্রজাপতি মনুকে, মনু নিজ সন্তানদিগকে এবং পিতা বরুণ জ্যেষ্ঠপুত্র উদ্দালক আরুনিকে এই ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন।

৫। ইদং বাব তজ্জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় পিতা ব্রহ্ম প্রব্রূয়াৎ প্রণায্যায় বান্তেবাসিনে।

৬। নান্যস্মৈ কস্মৈচন যদ্যপ্যস্মা ইমামদ্ভিঃ পরিগৃহীতাং ধনস্য পূর্ণাং দদ্যাদেতদেব ততো ভূয় ইত্যেতদেব ততো ভূয় ইতি॥

৫। ইদম্ বাব তৎ (+ ব্রহ্ম = সেই ব্রহ্মবিদ্যাকে) জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় (জ্যেষ্ঠপুত্রকে) পিতা ব্রহ্ম (ব্রহ্মবিদ্যাকে) প্রব্রূয়াৎ (বলিবেন) প্রণায্যায় ('প্রণায্য'কে = প্রিয় বা উপযুক্ত ব্যক্তিকে) বা অন্তেবাসিনে (শিষ্যকে ; যে শিষ্য গুরুসমীপে বাস করে তাহার নাম "অন্তেবাসী)।" 'প্রণায্য'—বৈদিক প্রয়োগ। 'নী' ধাতুর একটা অর্থ ভালবাসা সুতরাং প্রণায্য = প্রিয় ব্যক্তি। পাণিনির মতে প্রণায্য = প্র + ণী + ণ্যৎ নিপাতনে, অসম্মতি অর্থে ৩।১।১২৮। এই সূত্র অনুসারে এস্থলে এই শব্দের অর্থ করা কঠিন।

৬। ন (না) অন্যস্মৈ কস্মৈচন (অন্য কাহাকেও), যদ্যপি অস্মৈ (ইহাকে) ইমাম্ (এই পৃথিবী ২।১) অদ্ভিঃ (জলদ্বারা) পরিগৃহীতাম্ (বেষ্টিতা, ২।১) ধনস্য পূর্ণাম্ (ধনপূর্ণা, ২।১) দদ্যাৎ (দান করে); এতৎ (এই মধুবিদ্যা) এব ততঃ (ইহা অপেক্ষা) ভূয়ঃ (অধিক) ইতি—এতৎ এব ততঃ ভূয়ঃ (দ্বিরুক্তি সমাপ্তি-সূচক কিংবা গুরুত্ব-প্রকাশক)।

৫। এই ব্রহ্মবিদ্যা পিতা জ্যেষ্ঠপুত্রকে উপদেশ দিবেন অথবা (গুরু) প্রিয় শিষ্যকে বলিবেন।

৬। অন্য কাহাকেও বলিবে না ; যদি ইঁহাকে (অর্থাৎ গুরুকে) কেহ সমুদ্র-বেষ্টিত ধন-পূর্ণ পৃথিবীও দান করে (তাহা হইলেও নহে)। কারণ এই বিদ্যাই এ সমুদয় অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ—এই ব্রহ্মবিদ্যা এ সমুদয় অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

মন্তব্য (৩।৬—৩।১১)

ষষ্ঠ খণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া একাদশ খণ্ড পর্য্যন্ত সূর্য্যের নানাদিকে উদয়ের কথা বলা হইয়াছে।

১। সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উদিত হইবেন এবং পশ্চিমদিকে অস্ত যাইবেন। এই সময়ে বসুগণের আধিপত্য (৩।৬)।

২। পূর্ব্বোক্ত সময়ের দ্বিগুণ পরিমিতকাল সূর্য্য দক্ষিণ দিকে উদিত হইবেন এবং উত্তর দিকে অস্ত যাইবেন (৩।৭)। এই সময়ে রুদ্রগণের আধিপত্য।

৩। এই সময়ের দ্বিগুণ পরিমিতকাল সূর্য্য পশ্চিমদিকে উদিত হইবেন এবং পূর্ব্বদিকে অস্ত যাইবেন। এই সময়ে আদিত্যগণের আধিপত্য (৩।৮)।

৪। এই সময়ের দ্বিগুণ পরিমিতকাল সূর্য্য উত্তরদিকে উদিত হইবেন এবং দক্ষিণদিকে অস্ত যাইবেন (৩।৯)। এই সময়ে মরুৎগণের আধিপত্য।

৫। এই সময়ের দ্বিগুণ পরিমিতকাল সূর্য্য উর্দ্ধদিকে উদিত হইবেন এবং অধোদিকে অস্ত যাইবেন (৩।১০)। এই সময়ে সাধ্যগণের আধিপত্য।

৬। ইহার পর সূর্য্যের উদয়ও নাই, অস্তও নাই। উদয়াস্ত-বিহীন হইয়া তিনি চিরকাল মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিবেন। ইহাই প্রকৃত জ্ঞান। এই প্রকার জ্ঞানই ব্রহ্মলাভের অবস্থা। ব্রহ্মজ্ঞ আত্মা নিত্য-কাল এই প্রকার অনুভব করেন তাঁহাদিগের নিকট সূর্য্যের উদয়াস্ত নাই; তাঁহাদিগের পক্ষে সর্ব্বদাই দিবা (৩।১১)।

ঋষি যাহা বলিয়াছেন, তাহার এই প্রকার অর্থ হইতে পারে:—

১। বর্ত্তমান যুগ 'বসুযুগ'। এই যুগে সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া পশ্চিমদিকে অস্ত যাইতেছেন। সমস্ত বসুযুগের পরিমাণকে আমরা একযুগ ধরিয়া লইব।

২। বসুযুগ অনন্তকাল স্থায়ী হইবে না। নির্দ্দিষ্ট সময়ে ইহার

প্রলয় হইবে। এই প্রলয়ের পর ‘রুদ্রযুগ’। এই যুগের পরিমাণ বসুযুগের দ্বিগুণ, সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে ইহার পরিমাণ ২। এই যুগে সূর্য্য দক্ষিণদিকে উদিত হইয়া উত্তরদিকে অস্তগত হইবেন। নূতন কল্পে সবই নূতন হইতে পারে। সূর্য্যও যে নূতন যুগে নূতন দিকে উদিত হইবেন, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। এই পৃথিবীতে সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া পশ্চিমদিকে অস্ত যাইতেছেন। আমরা কি এই পৃথিবীর বিষয়েই কল্পনা করিতে পারি না যে, এক সময়ে সূর্য্য ইহার দক্ষিণদিকে উদিত হইয়া উত্তরদিকে অস্ত যাইবেন? সূর্য্যোদয়ের দিককেই যদি পূর্ব্ব দিক বলিতে হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান ভাষায় এই দক্ষিণ দিক্‌কেই পূর্ব্ব বলিতে হইবে। কিন্তু এস্থলে মনে রাখা আবশ্যক যে এখন আমরা যাহাকে দক্ষিণ দিক্ বলিতেছি, রুদ্রযুগে সেই দক্ষিণ দিক্‌ই পূর্ব্বদিক অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের দিক হইবে।

৩। এই রুদ্রযুগের প্রলয়ের পর আদিত্য-যুগ আবির্ভূত হইবে। এই যুগে সূর্য্য পশ্চিম দিকে উদিত হইয়া পূর্ব্ব দিকে অস্তগত হইবেন। এই যুগের স্থায়িত্বকাল রুদ্রযুগের দ্বিগুণ অর্থাৎ বসুযুগের চতুর্গুণ। সুতরাং এ যুগের পরিমাণ ৪।

৪। আদিত্য-যুগের প্রলয়ের পর ‘মরুৎযুগ’। এই যুগে সূর্য্য উত্তর দিকে উদিত হইয়া দক্ষিণ দিকে অস্তগত হইবেন। ইহার স্থায়িত্বকাল আদিত্যযুগের দ্বিগুণ অর্থাৎ বসুযুগের ৮ গুণ—সংক্ষেপে ইহার পরিমাণ ৮।

৫। মরুৎযুগের প্রলয়ের পর ‘সাধ্যযুগ’। এই যুগে সূর্য্য উর্দ্ধদিকে উদিত হইয়া অধোদিকে অস্তগত হইবেন; ইহার স্থায়িত্বকাল মরুৎ-যুগের দ্বিগুণ অর্থাৎ বসু যুগের ১৬গুণ—সংক্ষেপে ইহার পরিমাণ ১৬।

৬। পূর্ব্বোক্ত পাঁচটী কল্পের পরিমাণ ১+২+৪+৮+১৬=৩১ অর্থাৎ ৩১ বসুযুগ। এই সমুদয় যুগের মধ্যে সাধ্যযুগই শেষ যুগ। এই সাধ্যযুগ বিনষ্ট হইবার পর কালসাপেক্ষ আর কোন যুগের আবির্ভাব হইবে না। দিবারাত্রি সংবৎসরাদি বলিলে যাহা বুঝি, তখনই এ সমুদয় কিছুই থাকিবে না। ইহাই ব্রহ্মলোক; এ লোক চির-জ্যোতির্ম্ময়; সূর্য্য অনন্তকাল এই লোকে জ্যোতি প্রদান করিবেন। যিনি এই ব্রহ্মোপনিষৎ জানেন, তিনি এই লোকই লাভ করেন।

এই উপনিষদের মতে বসু, রুদ্র, আদিত্য, মরুৎ, সাধ্য—এই পাঁচটী লোকে সূর্য্যের উদয়াস্ত আছে। কিন্তু অনন্তকালই যে সূর্য্য এই সমুদয় স্থলে প্রকাশিত হইবেন তাহা নহে। বসুলোকে নির্দ্দিষ্টকাল সূর্য্যের উদয়াস্ত হইবে, তাহার পর সূর্য্য আর এ রাজ্যে প্রকাশিত হইবেন না। রুদ্রলোকে ইহার দ্বিগুণকাল সূর্য্য উদিত ও অস্তগত হইবেন। আদিত্যলোকে সূর্য্যের উদয়াস্ত ইহারও দ্বিগুণ কাল। এইরূপ অন্যান্য লোকে। কিন্তু পৌরাণিক মত অন্য প্রকার। তাঁহারা বলেন—সুমেরু পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতেছেন। ইহার চতুর্দ্দিকে ইন্দ্রযমাদির পুরী। পূর্ব্বদিকে ইন্দ্রের অমরাবতী, দক্ষিণদিকে যমের সংযমনীপুরী, পশ্চিমদিকে বরুণের সুখাপুরী এবং উত্তরদিকে সোমের বিভাপুরী।
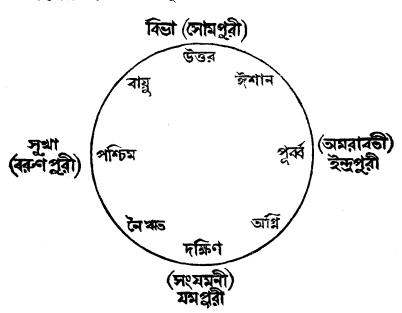
সূর্য্য সুমেরুর চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন। এই জন্য ভিন্ন ভিন্ন পুরীতে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দিবা-রাত্রি হইতেছে। যখন অমরা-

বতীতে মধ্যাহ্ন, তখন সোমপুরীতে সূর্য্যাস্ত, ঈশান-কোণে অপরাহ্ণ, অগ্নিকোণে পূর্ব্বাহ্ণ, সংযমনীতে সূর্য্যোদয়, নৈঋত-কোণে অপররাত্র, বরুণপুরীতে মধ্যরাত্র, এবং বায়ুকোণে পূর্ব্বরাত্র। এইরূপ যখন সংযমনীতে মধ্যাহ্নকাল, তখন অমরাবতীতে সূর্য্যাস্ত, অগ্নিকোণে অপরাহ্ণ, নৈঋতে পূর্ব্বাহ্ণ, সুখাতে সূর্য্যোদয়, বায়ুতে অপররাত্র, বিভাতে মধ্যরাত্র এবং ঈশানে পূর্ব্বরাত্র। সূর্য্য যখন সমান গতিতে মেরুর চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিন করিতেছেন, তখন সর্ব্বপুরীতে সূর্য্য সমান সময় অবস্থিতি করিবেন। কোন স্থলে উদয় ও অস্ত পূর্ব্বে, কোন স্থলে পরে, এইটুকু যাগ পার্থক্য—নতুবা সূর্য্য যতদিন বর্ত্তমান থাকিবেন, ততদিনই এই সমুদয় পুরীতে সমান সময় প্রকাশিত থাকিবেন। কোনস্থলে একগুণ, কোনস্থলে দ্বিগুণ, কোনস্থলে চতুর্গুণকাল অবস্থান করিবেন এপ্রকার হইতে পারে না। সুতরাং উপনিষদের মতের সহিত এই মতের পার্থক্য হইতেছে।

দ্রবিড়াচার্য্য প্রমুখ ব্যাখ্যাকারগণ এই উভয় মতের সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যও ইহাঁদিগের মতের অনুসরণ করিয়াছেন। ইঁহারা বলেন 'উদয়' অর্থ 'দৃষ্টিগোচর হওয়া', 'অস্ত' অর্থ দৃষ্টির 'অতীত হওয়া'। দ্রষ্টা নাই অথচ সূর্য্য দৃষ্টিগোচর হইল ইহা অর্থশূন্য কথা। 'অমরাবতীতে সূর্য্যের উদয় হইল' ইহার অর্থ 'অমরাবতীর লোক সূর্য্য দর্শন করিল'। অমরাবতীতে যদি লোক না থাকে, তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি না যে অমরাবতীর লোক সূর্য্য দর্শন করিল। লোক থাকিলেই বলা যায়, সূর্য্য দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইল বা দৃষ্টির বহির্ভূত হইল অর্থাৎ সূর্য্যের উদয় হইল বা অস্ত হইল। সুতরাং যে স্থলে প্রাণী আছে, সেই স্থলেই উদয়াস্তের কথা বলা যায়; যে স্থলে প্রাণী নাই সে স্থলে উদয়াস্তের কথা ব্যবহৃত হইতে পারে না। এই যে অমরাবতী প্রভৃতি পুরীর কথা বলা হইয়াছে, এসমুদয়ের কোন পুরীই অনন্তকাল স্থায়ী নহে। নির্দ্দিষ্টকাল ইহাতে প্রাণী বাস করিবে, তাহার পর ইহা জনশূন্য হইবে। যত দিন লোকের বাস, ততদিনই এসমুদয় স্থলে সূর্য্যের উদয়াস্ত; যখন লোক থাকিবে না তখন এই সমুদয় পুরীতে সূর্য্যের উদয়াস্তও হইবে না। অমরাবতী যদি একযুগ স্থায়ী হয়, তাহা হইলে

এই স্থলে সূর্য্য একযুগ উদিত ও অস্তমিত হইবেন। সংযমনীপুরী যদি ইহার দ্বিগুণকাল স্থায়ী হয়, তাহা হইলে সূর্য্য এই পুরীতে দুই যুগকাল উদিত ও অস্তমিত হইবেন। এই অর্থে বলা যাইতে পারে অমরাবতীতে যতদিন সূর্য্যের উদয়াস্ত হইবে, সংযমনী পুরীতে তাহার দ্বিগুণকাল সূর্য্য উদিত ও অস্তমিত হইবেন। উপনিষদে এই অর্থেই বলা হইয়াছে যে বসু রাজ্যে সূর্য্য যতকাল প্রকাশিত থাকিবেন, রুদ্ররাজ্যে প্রকাশিত থাকিবেন তাহার দ্বিগুণকাল।

উপনিষদে বলা হইয়াছে সূর্য্য একস্থলে পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া পশ্চিমদিকে অস্ত যাইবেন, অন্যস্থলে দক্ষিণদিকে উদিত হইয়া উত্তর দিকে অস্তগত হইবেন ইত্যাদি। শঙ্করাচার্য্য ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন—'সূর্য্য যে দিকে উদিত হন, সেই দিকের নামই পূর্ব্ব এবং যে দিকে অস্তগত হন সেই দিকের নাম পশ্চিম। সুতরাং সর্ব্বদেশেই সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া পশ্চিমদিকে অস্তগত হন। সংযমনী পুরীতেও সূর্য্য পূর্ব্বদিকেই উদিত হন এবং পশ্চিম দিকে অস্তমিত হন। কিন্তু আমরা সংযমনী পুরীর অধিবাসী নহি; আমরা অন্যত্র বাস করিতেছি। আমাদিগের মনে হইতেছে যে সূর্য্য যেন ঐ পুরীতে দক্ষিণদিকেই উদিত হইতেছেন এবং উত্তরদিকেই অস্ত যাইতেছেন।

সূর্য্য কি প্রকারে উর্দ্ধদিকে উদিত হইয়া অধোদিকে অস্তগত হন, শঙ্করাচার্য্যের মতে তাহার ব্যাখ্যা এই :—ইলাবৃত দেশ পর্ব্বতাকীর্ণ; এই সমুদয় পর্ব্বতের জন্য এই দেশের লোক সহজে সূর্য্যকে দেখিতে পায় না। এই সমুদয় পর্ব্বতের উর্দ্ধদেশে অনেক ছিদ্র আছে। কেবল এই সমুদয় ছিদ্র দ্বারাই সূর্য্যরশ্মি ইলাবৃত প্রদেশে আসিতে পারে। এই জন্যই মনে হয় সূর্য্য এই দেশে যেন উর্দ্ধদিকেই উদিত হন এবং অধোদিকে অস্ত গমন করেন।

পৌরাণিকগণ সূর্য্যের গতি ও ইন্দ্রপুরী প্রভৃতির বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, শঙ্করাচার্য্য প্রমুখ পণ্ডিতগণ সেই মতই গ্রহণ করিয়া উপনিষদের এই অংশ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু উপনিষদের যুগে এই পৌরাণিক মত প্রবর্ত্তিত ছিল কি না, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। আর ইঁহারা যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাও কষ্টকল্পনা বলিয়া মনে হইতেছে।

তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বাদশ খণ্ড

গায়ত্রী-অবলম্বনে ব্রহ্মচিন্তা

১। গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চ বাগ্ বৈ গায়ত্রী বাগ্ বা ইদং সর্ব্বং ভূতং গায়তি চ ত্রায়তে চ।

২। যা বৈ সা গায়ত্রীয়ং বাব সা যেয়ং পৃথিব্যস্যাং হীদং সর্ব্বং ভূতং প্রতিষ্ঠিতমেতামেব নাতিশীয়তে।

১। গায়ত্রী বৈ ইদম্ সর্ব্বম্ ভূতম্ (এই সমুদয় ভূত), যৎ ইদম্ কিঞ্চ (এই যাহা কিছু); বাক্ বৈ গায়ত্রী, বাক্ বৈ ইদম্ সর্ব্বম্ ভূতম্ (২।১) গায়তি চ (গান করে) ত্রায়তে চ (এবং ত্রাণ করে)।

২। যা (যাহা) বৈ সা গায়ত্রী, ইদম্ (এই পৃথিবী) বাব সা (তাহা)—যা (যাহা) ইয়ম্ পৃথিবী। অস্যাম্ (এই 'পৃথিবী'তে) হি ইদম্ সর্ব্বম্ ভূতম্ (এই সমুদয় ভূত) প্রতিষ্ঠিতম্। এতাম্ (এই 'পৃথিবী'কে) এব ন (না) অতিশীয়তে (অতিক্রম করে)।

১। এই সমুদয় ভূত—যাহা কিছু আছে সে সমুদয়ই গায়ত্রী। বাক্যই গায়ত্রী; (কারণ) বাক্যই এই সমুদয় ভূতকে গান (অর্থাৎ বর্ণনা) করিয়া থাকে এবং ত্রাণ করে।

২। যাহা সেই গায়ত্রী, তাহাই এই পৃথিবী অর্থাৎ সেই গায়ত্রীই এই পৃথিবী; (কারণ) এই সমুদয় ভূতই এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত; (কেহই) ইহাকে অতিক্রম করিতে পারে না।

৩। যা বৈ সা পৃথিবীয়ং বাব সা যদিদমস্মিন্ পুরুষে শরীর-মস্মিন্ হীমে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতা এতদেব নাতিশীয়ন্তে।

৪। যদ্ বৈ তৎ পুরুষে শরীরমিদং বাব তদ্যদিদমস্মিন্নন্তঃ-পুরুষে হৃদয়মস্মিন্ হীমে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতা এতদেব নাতিশীয়ন্তে।

৩। যা বৈ সা পৃথিবী, ইয়ম্ বাব সা—যৎ (যাহা) ইদম্ (এই) অস্মিন্ পুরুষে (এই পুরুষে) শরীরম্। অস্মিন্ হি ইমে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ, এতৎ এব ন অতিশীয়ন্তে (অতিক্রম করে) অতি-শীয়ন্তে—৩।১২।২ এর মন্তব্য দেখ।

৪। যৎ (যাহা) বৈ তৎ (সেই) পুরুষে শরীরম্; ইদম্ (ইহা) বাব তৎ (তাহা) যৎ ইদম্ অস্মিন্ অন্তঃপুরুষে (এই পুরুষের অভ্যন্তরে) হৃদয়ম্। অস্মিন্ (এই শরীরে) হি ইমে (এই সমুদয়) প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। এতৎ (এই হৃদয়কে) এব ন (না) অতিশীয়ন্তে (৩য় মঃ দ্রঃ)।

৩। যাহা সেই পৃথিবী, পুরুষে তাহাই এই শরীর (অর্থাৎ এই পৃথিবীই এই পুরুষাশ্রিত শরীর); (কারণ) এই শরীরে প্রাণ-সমূহ প্রতিষ্ঠিত এবং (ইহারা কেহই) এই শরীরকে অতিক্রম করিতে পারে না।

৪। যাহা এই পুরুষাশ্রিত শরীর, তাহাই পুরুষের অভ্যন্তরস্থ এই হৃদয়; (কারণ) প্রাণসমূহ এই শরীরে প্রতিষ্ঠিত; (ইহারা কেহই) এই হৃদয়কে অতিক্রম করে না।

৫। সৈষা চতুষ্পদা ষড়্‌বিধা গায়ত্রী তদেতদৃচাভ্যনূক্তম্।

৬। তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ। পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবীতি।

৭। যদ্ বৈ তদ্ ব্রহ্মেতীদং বাব তদ্‌যোঽয়ং বহির্দ্ধা পুরুষাদাকাশো যো বৈ স বহির্দ্ধা পুরুষাদাকাশঃ।

৫। সা এষা (সেই এই) চতুষ্পদা (চারিচরণবিশিষ্টা) ষড়্‌বিধা (ছয় প্রকার) গায়ত্রী। তৎ এতৎ (সেই তাহা) ঋচা (ঋক্ দ্বারা) অভ্যনূক্তম্ (অভি+অনু+বচ্; উক্ত হইয়াছে)।

৬। তাবান্ (সেই পরিমাণ) অস্য (ইহার) মহিমা; ততঃ (তাহা অপেক্ষা) জ্যায়ান্ চ (মহান্) পুরুষঃ (পুরুষ); পাদঃ (এক পাদ) অস্য সর্ব্বা (বৈদিক প্রয়োগ = সর্ব্বাণি = সমুদয়) ভূতানি (ভূতসমূহ); ত্রিপাদ্ (তিন পাদ) অস্য অমৃতম্ (অমৃতস্বরূপ) দিবি (স্বর্গে) ইতি।

৭। যৎ (যাহা) বৈ তৎ (তাহা) ব্রহ্ম ইতি, ইদম্ (ইহা) বাব তৎ—যঃ (যাহা) অয়ম্ (এই) বহির্দ্ধা (বহিঃ+ধা, অব্যয় = বহির্দ্দেশে অবস্থিত) পুরুষাৎ (পুরুষ হইতে) আকাশঃ।

৫। এই গায়ত্রীর চারিটী চরণ এবং ইহা ষড়্‌বিধা (ছয় প্রকার); ঋঙ্‌মন্ত্রেও (ঋগ্বেদ ১০।৯০।৩) ইহা উক্ত হইয়াছে।

৬। ইহার মহিমা এই প্রকার; পুরুষ ইহা অপেক্ষাও (অর্থাৎ এই মহিমা অপেক্ষাও) শ্রেষ্ঠ। সমুদয় ভূত ইহার এক পাদ; (অবশিষ্ট) তিন পাদ স্বর্গে অমৃতরূপে প্রতিষ্ঠিত।

৭। এই যে ব্রহ্ম, ইনিই পুরুষের (অর্থাৎ পুরুষদেহের) বহির্ভাগস্থিত আকাশ।

৮। অয়ং বাব স যোঽয়মন্তঃপুরুষ আকাশো যো বৈ সোঽন্তঃপুরুষ আকাশঃ।

৯। অয়ং বাব স যোঽয়মন্তর্হৃদয় আকাশস্তদেতৎ পূর্ণমপ্রবর্ত্তি পূর্ণাম্ প্রবর্ত্তিনীং শ্রিয়ং লভতে য এবং বেদ।

৮। যঃ (যাহা) বৈ সঃ (সেই) বহির্দ্ধা পুরুষাৎ আকাশঃ, অয়ম্ বাব সঃ—যঃ অয়ম্ অন্তঃ + পুরুষে (পুরুষের অভ্যন্তরে) আকাশঃ।
৯। যঃ বৈ সঃ অন্তঃপুরুষে আকাশঃ, অয়ম্ বাব সঃ—যঃ অয়ম্ অন্তঃ + হৃদয়ে (হৃদয়ের অভ্যন্তরে) আকাশঃ। তৎ এতৎ (সেই এই) পূর্ণম্ অপ্রবর্ত্তি (অপ্রবর্ত্তনশীল, অপরিবর্ত্তনীয়)। পূর্ণাম্ অপ্রবর্ত্তিনীম্ (অপ্রবর্ত্তিনী, স্ত্রীং ২।১) শ্রিয়ম্ (পূর্ণ অপরিবর্ত্তনশীল সম্পদকে) লভতে (লাভ করে) যঃ এবম্ (এই প্রকার) বেদ (জানেন)।

৮। পুরুষের বহির্ভাগে স্থিত আকাশও যাহা, পুরুষের অভ্যন্তরে স্থিত আকাশও তাহাই।

৯। পুরুষের অভ্যন্তরে যে আকাশ, পুরুষের হৃদয়েও সেই আকাশ। এই হৃদয়স্থ আকাশ পূর্ণ, ও অপরিবর্ত্তনীয়। যিনি এই প্রকার জানেন তিনি পূর্ণ ও অপরিবর্ত্তনীয় সম্পদ লাভ করেন।

মন্তব্য

৩।১২।১। গায়ত্রী একটী ছন্দ, এই ছন্দে রচিত মন্ত্রকেও গায়ত্রী বলা হয়। 'তৎসবিতুর্বরেণ্যম্' ইত্যাদি মন্ত্রকেই (ঋগ্বেদ ৩।৬২।১০) বিশেষভাবে গায়ত্রী বলা হইয়া থাকে। আধুনিক ভাষাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত-

গণ অনেকে বলেন 'গা' ধাতু হইতে 'গায়ত্রী' হইয়াছে। উপনিষদের ঋষি বলিতেছেন—'ইহা গৈ ও ত্রা ধাতু হইতে নিষ্পন্ন'। গৈ=গান করা; ত্রা=ত্রাণ করা। ঋষির অর্থে এই প্রকারে পদ সিদ্ধ হইতে পারে :—গৈ+শতৃ=গায়ৎ ; গায়ৎ+ত্রা+ট অল্ (পা ৩।২।১)।

৩।১২।২। অতিশীয়তে=অতি+শদ্+তে (পাঃ ৭।৩।৭৮ এবং ১।৩।৬০); শদ্ স্থানে শীয় ; আত্মনেপদ প্রয়োগ। আধুনিক কোন কোন বৈয়াকরণ বলেন প্রাচীনকালে এই অর্থে 'শী' নামক দিবাদিগণীয় একটী ধাতুর ব্যবহার ছিল।

৩।১২।৫। গায়ত্রী ছন্দে চব্বিশটী অক্ষর ; ইহাকে চারি চরণে বিভক্ত করিলে, প্রতি চরণে ছয়টী অক্ষর হয় (পিঙ্গল-সূত্র ৩।৮ দ্রষ্টব্য)।

বাক্, সর্ব্বভূত, পৃথিবী, শরীর, হৃদয়, প্রাণ এই ছয়টীর সঙ্গে এই ছয়টী অক্ষরের একত্ব দেখান হইয়াছে।

৩।১২।৬। এই অংশ পুরুষসূক্ত হইতে গৃহীত হইয়াছে (ঋক্ ১০।৯০।৩)। ইহার প্রথম চারি মন্ত্রের অনুবাদ এই :—

(১) পুরুষের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু, সহস্র পদ ; তিনি পৃথিবীকে সর্ব্বত্র পরিবেষ্টন করিয়া দশ অঙ্গুলী পরিমাণ উর্দ্ধে রহিয়াছেন।

(২) যাহা হইয়াছে ও যাহা হইবে সমুদয়ই সেই পুরুষ।

(৩) এই প্রকার তাঁহার মহিমা ; কিন্তু পুরুষ ইহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

(৪) তিন পাদ লইয়া তিনি উর্দ্ধে উঠিলেন, আর এক পাদ এইস্থলে রহিল (বা উৎপন্ন হইল)। তদনন্তর তিনি ভোজনকারী ও ভোজনরহিত সমুদয় বস্তুতে (অর্থাৎ চেতন, অচেতন সমুদয় বস্তুতে) পরিব্যাপ্ত হইলেন।

উপনিষদের এই স্থলে গায়ত্রীকে পুরুষরূপে কল্পনা করা হইয়াছে।

জ্যায়ান্ বিষয়ে ১।৯।১ মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

৩।১২।৯। অষ্টম মন্ত্রের—"যঃ বৈ সঃ বহির্দ্ধা পুরুষাৎ আকাশঃ" এই অংশকে কেহ কেহ সপ্তম মন্ত্রের সহিত এবং নবমমন্ত্রের "যঃ বৈ সঃ অন্তঃপুরুষে আকাশঃ" এই অংশকে অষ্টম মন্ত্রের সহিত যুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

তৃতীয়াধ্যায়ে ত্রয়োদশ খণ্ড

পঞ্চপ্রাণ ও পঞ্চদ্বারপাল—অন্তর্জ্যোতি ও বহির্জ্যোতির একতা

১। তস্য হ বা এতস্য হৃদয়স্য পঞ্চ দেবসুষয়ঃ স যোঽস্য প্রাঙ্ সুষিঃ স প্রাণস্তচ্চক্ষুঃ স আদিত্যস্তদেতত্তেজোঽন্নাদ্যমিত্যু-পাসীত তেজস্ব্যন্নাদো ভবতি য এবং বেদ।

১। তস্য হ বৈ এতস্য হৃদয়স্য (সেই এই হৃদয়ের) পঞ্চ দেব-সুষয়ঃ (দেবতাদিগের দ্বার; দেব = ইন্দ্রিয়; সুষি = রন্ধ্র); সঃ যঃ

১। এই হৃদয়ে দেবতাদিগের (= ইন্দ্রিয়গণের) পাঁচটী দ্বার আছে। সেই যে ইহার পূর্ব্বদ্বার, তাহাই প্রাণ, তাহাই চক্ষু, তাহাই

২। অথ যোঽস্য দক্ষিণঃ সুষিঃ স ব্যানস্তচ্ছ্রোত্রং স চন্দ্রমাস্তদেতচ্ছ্রীশ্চ যশশ্চেত্যুপাসীত শ্রীমান্ যশস্বী ভবতি য এবং বেদ।

৩। অথ যোঽস্য প্রত্যঙ্ সুষিঃ সোঽপানঃ সা বাক্ সোঽগ্নিস্তদেতদ্ ব্রহ্মবর্চসমন্নাদ্যমিত্যুপাসীত ব্রহ্মবর্চস্যন্নাদো ভবতি য এবং বেদ।

(সেই যে) অস্য (ইহার) প্রাঙ্ সুষিঃ (পূর্ব্বদ্বার)—সঃ প্রাণঃ, তৎ চক্ষুঃ, সঃ আদিত্যঃ। তৎ এতৎ (সেই ইহা) তেজঃ অন্নাদ্যম্ (৩।১।৩ টীকা) ইতি উপাসীত (উপাসনা করিবে)। তেজস্বী অন্নাদঃ (অন্নভোক্তা) ভবতি (হয়) যঃ এবম্ বেদ। 'অন্নাদ্য'-বিষয়ে ৩।১।৩ মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

২। অথ যঃ অস্য দক্ষিণঃ (দক্ষিণদিকস্থ) সুষিঃ (রন্ধ্র) সঃ ব্যানঃ, তৎ শ্রোত্রম্; সঃ চন্দ্রমা; 'তৎ এতৎ শ্রীঃ চ যশঃ চ' ইতি উপাসীত। শ্রীমান্ যশস্বী ভবতি (হন) যঃ এবম্ বেদ।

৩। অথ যঃ অস্য প্রত্যঙ্ সুষিঃ (পশ্চিমভাগস্থ রন্ধ্র), সঃ অপানঃ, সা বাক্, সঃ অগ্নিঃ। 'তৎ এতৎ ব্রহ্মবর্চ্চসম্' (২।১৬।২ টীকা)

আদিত্য। ইহাকে তেজ ও অন্নাদ্যরূপে উপাসনা করিবে। যিনি এই প্রকার জানেন, তিনি তেজস্বী ও অন্নাদ হন।

২। আর হৃদয়ের যে দক্ষিণদ্বার, তাহাই ব্যান; তাহাই শ্রোত্র, তাহাই চন্দ্রমা। ইহাকে শ্রী ও যশোরূপে উপাসনা করিবে। যিনি এই প্রকার জানেন, তিনি শ্রীমান্ ও যশস্বী হন।

৩। তাহার পর হৃদয়ের যে পশ্চিমভাগস্থ দ্বার তাহাই অপান, তাহাই বাক্, এবং তাহাই অগ্নি। ইহাকে ব্রহ্মবর্চ্চস্ এবং অন্যাদ্য-

৪। অথ যোঽস্যোদঙ্ সুষিঃ স সমানস্তন্মনঃ স পর্জন্য-স্তদেতৎ কীর্ত্তিশ্চ ব্যুষ্টিশ্চেত্যুপাসীত কীর্ত্তিমান্ ব্যুষ্টিমান্ ভবতি য এবং বেদ।

৫। অথ যোঽস্যোর্দ্ধ্বঃ সুষিঃ স উদানঃ স বায়ুঃ স আকাশ-স্তদেতদোজশ্চ মহশ্চেত্যুপাসীতৌজস্বী মহস্বান্ ভবতি য এবং বেদ।

অন্নাদ্যম্ (৩।১।৩ মন্তব্য) ইতি উপাসীত। ব্রহ্মবর্চ্চসী (ব্রহ্মতেজোযুক্ত) অন্নাদঃ ভবতি যঃ এবম্ বেদ।

৪। অথ যঃ অস্য উদঙ্ সুষিঃ (দক্ষিণদিকের দ্বার) সঃ সমানঃ, তৎ মনঃ, সঃ পর্জ্জন্যঃ। 'তৎ এতৎ কীর্ত্তিঃ চ ব্যুষ্টিঃ বি+উষ্টি; (কান্তি), চ' ইতি উপাসীত। কীর্ত্তিমান্ ব্যুষ্টিমান্ (কান্তিযুক্ত) ভবতি যঃ এবম্ বেদ।

৫। অথ যঃ অস্য উর্দ্ধঃ সুষিঃ, সঃ উদানঃ, সঃ বায়ুঃ, সঃ আকাশঃ। 'তৎ এতৎ ওজঃ চ মহঃ মহস্ শব্দ; (গৌরব, মহত্ত্ব) চ' ইতি উপাসীত। ওজস্বী মহস্বান্ (মহত্ত্বযুক্ত) ভবতি যঃ এবম্ বেদ।

রূপে উপাসনা করিবে। যিনি এই প্রকার জানেন, তিনি ব্রহ্মবর্চ্চসী ও অন্নাদ হন।

৪। তাহার পর এই হৃদয়ের যে উত্তরদ্বার তাহা 'সমান' নামক বায়ু; তাহা মন, তাহা পর্জ্জন্য। ইহাকে কীর্ত্তি ও কান্তিরূপে উপাসনা করিবে। যিনি এই প্রকার জানেন, তিনি কীর্ত্তিমান্ ও কান্তিমান্ হন।

৫। তাহার পর হৃদয়ের যে উর্দ্ধদিকের দ্বার, তাহাই উদান, তাহাই বায়ু, তাহাই আকাশ। ইহাকে ওজঃ ও মহত্ত্বরূপে উপাসনা করিবে। যিনি এই প্রকার জানেন তিনি ওজস্বী ও মহত্ত্বযুক্ত হন।

৬। তে বা এতে পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষাঃ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপাঃ স য এতানেবং পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষান্ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপান্ বেদাস্য কুলে বীরো জায়তে প্রতিপদ্যতে স্বর্গং লোকং য এতানেবং পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষান্ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপান্ বেদ।

৭। অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু সর্ব্বতঃপৃষ্ঠেষ্বনুত্তমেষূত্তমেষু লোকেষ্বিদং বাব তদ্ যদিদ-মস্মিন্নন্তঃপুরুষে জ্যোতিঃ।

৬। তে বৈ এতে (সেই এই সমুদয়) পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষাঃ (ব্রহ্মের অধীন পুরুষ) স্বর্গস্য লোকস্য (স্বর্গলোকের) দ্বারপাঃ (দ্বারপালসমূহ)। সঃ যঃ এতান্ এবম্ পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষান্ (২।৩) স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপান্ (২।৩) বেদ, অস্য কুলে বীরঃ জায়তে, প্রতিপদ্যতে (প্রাপ্ত হয়) স্বর্গম্ লোকম্, যঃ এতান্ এবম্ পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষান্ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপান্ বেদ।

৭। অথ যৎ অতঃ (ইহা অপেক্ষা) পরঃ (শ্রেষ্ঠ) দিবঃ (দ্যুলোক অপেক্ষা) জ্যোতিঃ দীপ্যতে (দীপ্তি পায়) বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু (বিশ্বের উপরে) সর্ব্বতঃ পৃষ্ঠেষু (সকলের উপরে) অনুত্তমেষু (৭।৩; যাহা অপেক্ষা উত্তম নাই, তাহাই অনুত্তম, সর্ব্বোত্তম) উত্তমেষু (শ্রেষ্ঠ ৭।৩)

৬। এই পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষ স্বর্গলোকের দ্বারপাল। যিনি স্বর্গলোকের দ্বারপাল (রূপে স্থিত) এই পঞ্চ পুরুষকে জানেন তাঁহার কুলে বীর পুত্র জন্মগ্রহণ করে। যিনি স্বর্গের দ্বারপাল পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষকে এই প্রকার জানেন, তিনি স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন।

৭। তাহার পর, এই দ্যুলোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, বিশ্বের উপর—সমস্তের উপর, অনুত্তমলোকে—উত্তমলোকে যে জ্যোতিঃ দীপ্তি

৮। তস্যৈষা দৃষ্টির্যত্রৈতদস্মিঞ্ছরীরে সংস্পর্শেনোষ্ণিমানং বিজানাতি তস্যৈষা শ্রুতির্যত্রৈতৎ কর্ণাবপিগৃহ্য নিনদমিব নদথুরিবাগ্নেরিব জ্বলত উপশৃণোতি তদেতদ্দৃষ্টং চ শ্রুতং চেত্যু-পাসীত চক্ষুষ্যঃ শ্রুতো ভবতি য এবং বেদ য এবং বেদ।

লোকেষু (লোকসমূহে)—ইদম্ (এই) বাব তৎ যৎ ইদম্ অস্মিন্ অন্তঃপুরুষে (পুরুষের অভ্যন্তরে) জ্যোতিঃ।

৮। তস্য (তাহার) এষা (এই) দৃষ্টিঃ (চাক্ষুষ প্রমাণ)—যত্র (যখন) এতৎ ('এই প্রকার' বিজানাতি ক্রিয়ার বিং) অস্মিন্ শরীরে সংস্পর্শেন (সংস্পর্শ দ্বারা) উষ্ণিমানম্ (উষ্ণত্বকে) বিজানাতি (জানা যায়)।

তস্য এষা শ্রুতিঃ (শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রমাণ):—যত্র এতৎ কর্ণৌ (কর্ণদ্বয়কে) অপিগৃহ্য (আচ্ছাদন করিয়া) নিনদম্ ইব (নিনাদের ন্যায়, রথধ্বনির ন্যায়) নদথুঃ ইব (বৃষভধ্বনির ন্যায়) অগ্নেঃ ইব জ্বলতঃ (প্রজ্বলিত অগ্নির শব্দের ন্যায়) উপশৃণোতি (শ্রবণ করা যায়)।

তৎ (সেই) এতৎ দৃষ্টম্ চ (দৃষ্টিগোচর, দর্শনীয়) শ্রুতম্ চ (শ্রুতি-

পাইতেছে—সেই জ্যোতিঃ এবং এই পুরুষের অভ্যন্তরে যে জ্যোতিঃ —এই উভয় জ্যোতিঃ একই জ্যোতিঃ।

এ বিষয়ে চাক্ষুষ প্রমাণ এই :—

৮। "যখন হস্ত দ্বারা শরীরকে স্পর্শ করা যায়, তখন এইরূপে এই শরীরে উষ্ণতা জানা যায়"।

এ বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ (অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রমাণ) এই :—

"যখন কর্ণদ্বয় আবরণ করা যায়, তখন রথধ্বনির ন্যায় শব্দ, (ঋষভ-ধ্বনির ন্যায়) ধ্বনি এবং জ্বলন্ত অগ্নির শব্দের ন্যায় শব্দ শ্রবণ করা যায়।

গোচর, বিখ্যাত) ইতি উপাসীত। চক্ষুষ্যঃ (দর্শনীয়) শ্রুতঃ (বিখ্যাত) ভবতি যঃ এবম্ বেদ, যঃ এবম্ বেদ (দ্বিরুক্তি সমাপ্তিসূচক)।

ইহাকে দৃষ্ট ও শ্রুতরূপে উপাসনা করিবে। যিনি এই প্রকার জানেন, তিনি দর্শনীয় এবং লোকপ্রসিদ্ধ হন।

মন্তব্য

৩।১৩।২। শরীরস্থ বায়ুকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে ঃ= (১) হৃদয়স্থ বায়ুর নাম প্রাণ, (২) নিম্নগামী অর্থাৎ মলদ্বারের বায়ুর নাম অপান ; (৩) নাভিস্থিত বায়ুর নাম সমান, (৪) কণ্ঠস্থিত বায়ুর নাম উদান ; (৫) সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত যে বায়ু, তাহার নাম ব্যান।

৩।১৩।৫। ব্যুষ্টি = বি + উষ্টি। উষ্টি = বশ্ + ক্তি, বশ্ ধাতু কান্তিপ্রকাশক। কেহ কেহ বলেন এই শব্দ 'বস্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ইহার একটী অর্থ উজ্জ্বল হওয়া। এই ধাতু হইতেই 'উষা' হইয়াছে।

৩।১৩।৭। 'পরঃ' শব্দ এখানে বৈদিক প্রয়োগ ; = পরন্ (শঙ্কর)। 'পর' স্থলে 'পরম্' শব্দ গ্রহণ করিলে আর লিঙ্গব্যত্যয় বলিতে হয় না। 'পরম্' একটী অব্যয়।

৩।১৩।৮। শরীরের যে উত্তাপ, তাহা কোথা হইতে আসে? ঋষি মনে করেন 'হৃদয়স্থ ব্রহ্মই এই উত্তাপের কারণ'।

দৃষ্টি = চাক্ষুষ প্রমাণ। ইহার ব্যাখ্যায় শঙ্কর ত্বগিন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয় উভয়ই ব্যবহার করিয়াছেন।

তৃতীয়াধ্যায়ে চতুর্দ্দশ খণ্ড

শাণ্ডিল্য-বিদ্যা

১। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত। অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষো যথাক্রতুরস্মিঁল্লোকে পুরুষো ভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতি স ক্রতুং কুর্ব্বীত।

১। সর্ব্বম্ (সমুদয়) খলু (নিশ্চয়ই) ইদম্ (এই) ব্রহ্ম। তজ্জলান্ (তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে লীন হয় এবং তাহাতেই জীবিত থাকে) ইতি শান্তঃ (শান্তভাবে) উপাসীত (উপাসনা করিবে)।

অথ (আর) খলু ক্রতুময়ঃ (ক্রতুময়; ক্রতু = সঙ্কল্প, অধ্যবসায় বা কর্ম্ম) পুরুষঃ। যথাক্রতুঃ (যেমন ক্রতুযুক্ত) অস্মিন্ লোকে (এই লোকে) পুরুষঃ ভবতি (হয়) তথা (সেই প্রকার) ইতঃ (এই লোক হইতে) প্রেত্য (মৃত হইয়া; প্র + ই; 'ই' = গমন কৃ) ভবতি। সঃ ক্রতুম্ কুর্ব্বীত (করিবে)।

১। এই সমুদয়ই ব্রহ্ম, (কারণ) তাঁহা হইতেই সমুদয় উৎপন্ন হয়, তাঁহাতেই লীন হয় এবং তাঁহাতেই জীবিত থাকে। (এইভাবে) শান্ত হইয়া উপাসনা করিবে। পুরুষ ক্রতুময়; এই পৃথিবীতে পুরুষের যেমন ক্রতু (সঙ্কল্প, অধ্যবসায় বা কর্ম্ম) হইবে, এই পৃথিবী হইতে (বা দেহ হইতে) গমন করিবার পরও পুরুষ সেই প্রকার হয়। (সুতরাং) এই ভাবে ক্রতু করিবে।

২। মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্প আকাশাত্মা সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদরঃ।

৩। এষ ম আত্মান্তর্হৃদয়েঽণীয়ান্ ব্রীহের্ব্বা যবাদ্বা সর্ষপাদ্বা শ্যামাকাদ্বা শ্যামাকতণ্ডুলাদ্বা এষ ম আত্মান্তর্হৃদয়ে জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ানন্তরিক্ষাজ্জ্যায়ান্দিবো জ্যায়ানেভ্যো লোকেভ্যঃ।

২। মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ (প্রাণই যাহার শরীর) ভারূপঃ (জ্যোতিস্বরূপ) সত্যসঙ্কল্পঃ, আকাশাত্মা (যাঁহার আত্মা আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী, অখণ্ড ও রূপাদি-বিহীন) সর্ব্বকর্ম্মা (সমুদয় কর্ম্মের কর্ত্তা বা আধার) সর্ব্বকামঃ (সমুদয় কামনার আধার বা উৎপাদক) সর্ব্বগন্ধঃ (সমুদয় গন্ধের আধার বা উৎপাদক) সর্ব্বরসঃ (সর্ব্বরসের আধার বা উৎপাদক)। সর্ব্বম্ ইদম্ (এই সমুদয়কে) অভ্যাত্তঃ (পরিব্যাপ্ত=অভি+আত্তঃ। আত্ত=আ+দা ক্ত পাঃ ৭।৪ ৪৭; শঙ্করের মতে ব্যাপ্তিপ্রকাশক 'অৎ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন) অবাকী (বাগিন্দ্রিয়রহিত) অনাদরঃ (অনপেক্ষ, ব্যগ্রতারহিত—কারণ নিত্যতৃপ্ত ঈশ্বরের পক্ষে ব্যগ্রতা বা আসক্তি থাকা সম্ভব নহে)।

৩। এষঃ (ইনি) মে (আমার) আত্মা অন্তঃ+হৃদয়ে (হৃদয়ের অভ্যন্তরে) অণীয়ান্ (অণু+ঈয়সু, পাঃ ৫।৩।৫=অণুতর, সূক্ষ্মতর)

২। (যিনি) মনোময়, প্রাণই যাঁহার শরীর, যিনি জ্যোতিঃস্বরূপ, ও সত্যসংকল্প, যিনি আকাশের ন্যায় (সর্ব্বব্যাপী, অখণ্ড ও রূপাদি-বিহীন), যিনি সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ ও সর্ব্বরস; যিনি সমুদয় পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, যিনি বাগিন্দ্রিয়রহিত ও অনপেক্ষ,—

৩। ইনিই আমার আত্মা এবং এই হৃদয়ের অভ্যন্তরে (কিংবা ইনিই আত্মা এবং আমার হৃদয়ের অভ্যন্তরে); (ইনি) ব্রীহি অপেক্ষা

৪। সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদর এষ ম আত্মান্তর্হৃদয় এতদ্ ব্রহ্মৈতমিতঃ প্রেত্যাভিসম্ভবিতাস্মীতি যস্য স্যাদদ্ধা ন বিচিকিৎসাস্তীতি হ স্মাহ শাণ্ডিল্যঃ শাণ্ডিল্যঃ।

ব্রীহেঃ বা (ব্রীহি অপেক্ষা) যবাৎ বা (যব অপেক্ষা) সর্ষপাৎ (সর্ষপ অপেক্ষা) শ্যামাকাৎ বা (শ্যামাক নামক শস্য অপেক্ষা) শ্যামাক-তণ্ডুলাৎ বা (শ্যামাক শস্যের তণ্ডুল অপেক্ষাও)। এষঃ মে আত্মা অন্তর্+হৃদয়ে জ্যায়ান্ (জ্যায়স্ ১।১ ; ১।৯।১ মন্তব্য দ্রষ্টব্য। = মহান্) পৃথিব্যাঃ (পৃথিবী অপেক্ষা) জ্যায়ান্ অন্তরিক্ষাৎ (অন্তরিক্ষ অপেক্ষা) জ্যায়ান্ দিবঃ (দ্যুলোক অপেক্ষা) জ্যায়ান্ এভ্যঃ লোকেভ্যঃ (এই সমুদয় লোক অপেক্ষা)।

৪। সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ, সর্ব্বম্ ইদম্ অভ্যাত্তঃ, অবাকী অনাদর (২য় মঃ টীঃ); এষঃ মে আত্মা অন্তঃ+হৃদয়ে (৩য় মঃ টীঃ) এতৎ (ইহাই) ব্রহ্ম। এতম্ (ইহাকে) ইতঃ (ইহলোক হইতে বা এই দেহ হইতে) প্রেত্য (গমন করিয়া ; প্র+ই) অভিভবিতাস্মি (প্রাপ্ত হইব)। যস্য, (যাহার) স্যাৎ (থাকিতে পারে, আছে) অদ্ধা (বিশ্বাস), ন (না) বিচিকিৎসা (সংশয়) অস্তি

সূক্ষ্ম ; যব অপেক্ষা, সর্ষপ অপেক্ষা, শ্যামাক অপেক্ষা, (এমন কি) শ্যামাক তণ্ডুল অপেক্ষাও সূক্ষ্ম। ইনিই আমার আত্মা এবং এই হৃদয়ের অভ্যন্তরে (কিংবা ইনিই আত্মা এবং আমার এই হৃদয়ের অভ্যন্তরে)। ইনি পৃথিবী অপেক্ষা মহান্, অন্তরিক্ষ অপেক্ষা মহান্, (এমন কি) এই সমুদয় লোক অপেক্ষাও মহান্।

৪। যিনি সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, যিনি সমুদয় পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন, যিনি বাক্‌রহিত, তিনিই আমার আত্মা

(আছে) ইতি হ স্ম আহ (= আহস্ম = বলিয়াছেন) শাণ্ডিল্যঃ শাণ্ডিল্যঃ (দ্বিরুক্তি আদরার্থ বা সমাপ্তিসূচক)।

এবং আমার হৃদয়ের অভ্যন্তরে; ইনিই ব্রহ্ম। ইহলোক হইতে (বা এই দেহ হইতে) গমন করিয়া তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইব।

যাঁহার এই স্থির বিশ্বাস আছে, তাঁহার কোন সংশয় নাই। [অর্থান্তর—যাঁহার এই প্রকার বিশ্বাস আছে অর্থাৎ যিনি মনে করেন যে আমি মৃত্যুর পর ব্রহ্মলাভ করিব এবং এ বিষয়ে যাঁহার কোন সন্দেহ নাই (তিনি ব্রহ্মলাভ করিবেন)] শাণ্ডিল্য (ইহাই বলিয়াছেন), শাণ্ডিল্য (ইহাই বলিয়াছেন)।

মন্তব্য

৩।১৪।১। 'তজ্জলান্' = তৎ + জ + ল + অন্। তৎ শব্দের সহিত জন্ ধাতুর 'জ', লী ধাতুর 'ল' এবং অন্ ধাতুর যোগে এই পদ সিদ্ধ হইয়াছে। তাহা হইতে অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে যাহার উৎপত্তি তাহা তজ্জম্ (তৎ + জন্ হইতে); যাহা তাহাতে লীন হয় তাহা তল্লম্ (তৎ + লী হইতে); যাহা তাহাতে জীবিত থাকে তাহা 'তদনম্' (তৎ + অন্ হইতে)। জন্ ধাতুর অর্থ উৎপন্ন হওয়া; লী ধাতুর অর্থ লীন হওয়া এবং অন্ ধাতুর অর্থ জীবিত থাকা।

শতপথ ব্রাহ্মণে (১০।৬।৩।১) এইরূপ আছে :—

'সত্যম্ ব্রহ্ম' ইতি উপাসীত। অথ খলু ক্রতুময়ঃ অয়ম্ পুরুষঃ। সঃ যাবৎক্রতুঃ অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি, এবম্‌ক্রতুঃ হ অমুম্ লোকম্ প্রেত্য অভিসম্ভবতি।

৩।১৪।২। শতপথ ব্রাহ্মণে এইরূপ আছে :—'সঃ আত্মানম্ উপাসীত। মনোময়ম্, প্রাণশরীরম্, ভারূপম্, আকাশাত্মানম্, কামরূপিণম্,

মনোজবসম্, সত্যসঙ্কল্পম্, সত্যধৃতিম্, সর্ব্বগন্ধম্, সর্ব্বরসম্, সর্ব্বাঃ অনুদিশঃ প্রভূতম্, সর্ব্বম্ ইদম্ অভ্যাপ্তম্, অবাক্কম্ , অনাদরম্' (৯০৬৩২)।

৩।১৪।৩। শতপথ ব্রাহ্মণে এইরূপ আছে :—''যথা ব্রীহিঃ বা যবঃ বা, শ্যামাকঃ বা শ্যামাকতণ্ডুলঃ বা, এবম্ অয়ম্ অন্তরাত্মন্ পুরুষঃ হিরণ্ময়ঃ যথা জ্যোতিঃ অধূমম্, এবম্ জ্যায়ান্ অস্যৈ পৃথিব্যৈ জ্যায়ান্ সর্ব্বেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ' (১০।৬।৩।২)।

৩।১৪।৪। শাণ্ডিল্য=শণ্ডিলের অপত্য। প্রাচীন গ্রন্থে বহুস্থলে শাণ্ডিল্যের নাম পাওয়া যায়। (শতপথ ব্রাহ্মণ ৯।৪।৪।১৭, ৯ ৫।২।১৫ ইত্যাদি ; বৃহঃ উপ ২।৬ বহু স্থলে)। ইঁহারা সকলেই যে এক শাণ্ডিল্য তাহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

শতপথ ব্রাহ্মণেও এই শাণ্ডিল্যবিদ্যা বিবৃত হইয়াছে। নিম্নে ইহার অনুবাদ দেওয়া গেল :—

'সত্যই ব্রহ্ম' এইরূপে উপাসনা করিবে। তাহার পর এই পুরুষ ক্রতুময়। সে যে প্রকার ক্রতুমান হইয়া এই লোক হইতে গমন করে, সেই প্রকার ক্রতুমান হইয়াই মৃত্যুর পর সেই লোক প্রাপ্ত হয়। সে আত্মাকে উপাসনা করিবে—এই আত্মা মনোময়, প্রাণশরীর, ভারূপ, আকাশাত্মা, কামরূপী, মনের ন্যায় বেগবান্, সত্যসঙ্কল্প, সত্যধৃতি, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, সর্ব্বদেশের প্রভু, সর্ব্বদেশে অনুব্যাপ্ত, বাগিন্দ্রিয়রহিত, অনাদর (অর্থাৎ উদাসীন)। যেমন ব্রীহি, বা যব, বা শ্যামাক, বা শ্যামাকতণ্ডুল, তেমনি এই দেহস্থ হিরণ্ময় পুরুষ। ধূমরহিত জ্যোতির ন্যায়, ইহা দ্যৌ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আকাশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; এই পৃথিবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সমুদয় ভূত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তিনি প্রাণের আত্মা (প্রাণ); ইনিই আমার আত্মা। ইহলোক হইতে গমন করিয়া, এই আত্মাকেই লাভ করিব। যাহার এই প্রকার নিশ্চয় বিশ্বাস আছে, (ব্রহ্মপ্রাপ্তি বিষয়ে) তাহার কোন সন্দেহ নাই। শাণ্ডিল্য ইহাই বলিয়াছেন এবং ইহা এই প্রকারই। ১০।৬।৩।১।

তৃতীয়াধ্যায়ে পঞ্চদশ খণ্ড

পুত্রের মঙ্গলকামনায় বিরাট্‌কোশের চিন্তা

১। অন্তরিক্ষোদরঃ কোশো ভূমিবুধ্নো ন জীর্য্যতি দিশো হ্যস্য স্রক্তয়ো দ্যৌরস্যোত্তরং বিলং স এষ কোশো বসুধানস্তস্মিন্ বিশ্বমিদং শ্রিতম্।

২। তস্য প্রাচী দিগ্ জুহূর্নাম সহমানা নাম দক্ষিণা রাজ্ঞী নাম প্রতীচী সুভূতানামোদীচী তাসাং বায়ুর্বৎসঃ স য এতমেবং বায়ুং দিশাং বৎসং বেদ ন পুত্ররোদং রোদিতি সোঽহমেতমেবং বায়ুং দিশাং বৎসং বেদ মাপুত্ররোদং রুদম্।

১। অন্তরিক্ষঃ+উদরঃ (অন্তরিক্ষ যাহার উদর) কোশঃ ভূমি বুধ্নঃ (ভূমি যাহার নিম্নভাগ বা মূল; বুধ্ন=মূল) ন (না) জীর্য্যতি (জীর্ণ হয়; জৄ ধাতু)। দিশঃ (দিক্‌সমূহ) হি অস্য (এই কোশের) স্রক্তয়ঃ (স্রক্তি ১।৩; কোণ বা পার্শ্বসমূহ), দ্যৌঃ (দ্যুলোক) অস্য উত্তরম্ বিলম্ (উর্দ্ধদিকের রন্ধ্র)। সঃ এষঃ কোশঃ (সেই কোশ) বসুধানঃ (বসু+ধা হইতে; বসু অর্থাৎ সম্পত্তির আধার); তস্মিন্ (তাহাতে) বিশ্বম্ ইদম্ (এই বিশ্বভুবন) শ্রিতম্ (আশ্রিত, স্থিত)।

২। তস্য (তাহার) প্রাচী (পূর্ব্ব) দিক্ জুহূঃ নাম; সহমানা

১। এই যে কোশ, অন্তরিক্ষ ইহার উদর, ভূমি ইহার নিম্নভাগ; ইহা কখন জীর্ণ হয় না। দিক্‌সমূহ ইহার পার্শ্ব (বা কোণ), অন্তরিক্ষ ইহার উর্দ্ধদিকের রন্ধ্র, এই কোশ ধনভাণ্ডার, ইহাতে এই বিশ্বভুবন অবস্থিত।

২। এই কোশের পূর্ব্বদিক 'জুহূ', দক্ষিণদিক্ 'সহমানা', পশ্চিম দিক্

৩। অরিষ্টং কোশং প্রপদ্যেঽমুনাঽমুনাঽমুনা প্রাণং প্রপদ্যেঽমুনাঽমুনাঽমুনা ভূঃ প্রপদ্যেঽমুনাঽমুনাঽমুনা ভুবঃ প্রপদ্যেঽমুনাঽমুনাঽমুনা স্বঃ প্রপদ্যেঽমুনাঽমুনাঽমুনা।

নাম দক্ষিণা (দক্ষিণদিক); রাজ্ঞী নাম প্রতীচী (পশ্চিমদিক); সুভূতা নাম উদীচী (উত্তরদিক)। তাসাম্ (তাহাদিগের) বায়ুঃ বৎসঃ। সঃ যঃ (৩।৬।৩ মন্তব্য দ্রঃ) এতম্ (ইহাকে) এবম্ (এই প্রকার) বায়ুম্ (বায়ুকে) দিশাম্ (দিক্‌সমূহের) বৎসম্ (২।১; বৎসরূপে) বেদ (জানেন), ন (না) পুত্ররোদম্ (পুত্রের মৃত্যুর জন্য রোদন, ২।১) রোদিতি (রোদন করেন)। সঃ (সেই অর্থাৎ এই প্রকার অভিলাষী) অহম্ (আমি) এতম্ এবম্ বায়ুম্ দিশাম্ বৎসম্ বেদ (জানি), মা (না) পুত্ররোদম্ রুদম্ (= অরুদম্ রুদ্ লুঙ্; 'মা' যোগে 'অ'কার লোপ; = রোদন করি)।

৩। অরিষ্টম্ কোশম্ (অবিনাশী কোশকে) প্রপদ্যে (প্রাপ্ত হই; প্র+পদ্) অমুনা, অমুনা, অমুনা (অমুকের সহিত; পুত্রের নাম তিনবার উচ্চারণ করিতে হয় সেইজন্য 'অমুনা' তিনবার বলা হইয়াছে)। প্রাণম্ (২।১) প্রপদ্যে অমুনা অমুনা অমুনা। ভূঃ (পৃথিবীকে) প্রপদ্যে অমুনা, অমুনা, অমুনা। ভুবঃ (ভুবর্লোককে, অন্তরিক্ষকে)

'রাজ্ঞী', এবং উত্তরদিক 'সুভূতা'। বায়ু ইহাদিগের বৎস। যিনি বায়ুকে দিক্‌সমূহের বৎস বলিয়া জানেন, তাঁহাকে পুত্রবিয়োগ নিবন্ধন রোদন করিতে হয় না। আমিও সেই প্রকার বায়ুকে দিক্‌সমূহের বৎস বলিয়া জানি, আমাকেও যেন পুত্রবিয়োগে রোদন করিতে না হয়।

৩। আমি অমুকের, অমুকের, অমুকের সহিত (এই স্থলে তিনবার পুত্রের নাম করিতে হইবে) অবিনশ্বর কোশের শরণাপন্ন হইতেছি। অমুকের, অমুকের, অমুকের সহিত প্রাণের শরণাপন্ন হইতেছি। অমুকের, অমুকের, অমুকের সহিত ভূলোকের শরণাপন্ন হইতেছি। অমুকের,

৪। স যদবোচং প্রাণং প্রপদ্য ইতি প্রাণো বা ইদং সর্ব্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চ তমেব তৎ প্রাপৎসি।

৫। অথ যদবোচং ভূঃ প্রপদ্য ইতি পৃথিবীং প্রপদ্যেঽন্তরিক্ষং প্রপদ্যে দিবং প্রপদ্য ইত্যেব তদবোচম্।

প্রপদ্যে অমুনা, অমুনা, অমুনা। স্বঃ (দ্যুলোককে) প্রপদ্যে অমুনা, অমুনা, অমুনা।

৪। সঃ (সেই যে 'আমি') যৎ (যে) অবোচম্ (বচ্ লুঙ্ ; বলিয়াছি—)'প্রাণম্ প্রপদ্যে' ইতি—প্রাণঃ বৈ ইদম্ সর্ব্বম্ ভূতম্ যৎ (যাহা) ইদম্ (এই) কিম্+চ (কিছু)। তম্ এব (তাহাকেই) তৎ (সেইজন্য) প্রাপৎসি (প্র+পদ্ লুঙ্ ; শরণ লাভ করিয়াছি)।

৫। অথ যৎ অবোচম্ 'ভূঃ প্রপদ্যে' ইতি—পৃথিবীম্ প্রপদ্যে, অন্তরিক্ষম্ প্রপদ্যে, দিবম্ (দ্যুলোককে) প্রপদ্যে ইতি এব তৎ (তাহাই) অবোচম্। (৩য়, ৪র্থমঃ)।

অমুকের, অমুকের সহিত ভূবর্লোকের শরণাপন্ন হইতেছি। অমুকের, অমুকের, অমুকের সহিত স্বর্গলোকের শরণাপন্ন হইতেছি।

৪। আমি যে বলিয়াছি 'প্রাণের শরণাপন্ন হইতেছি' (সে এই নিমিত্ত যে) এই সমুদয় ভূত—যাহা কিছু আছে—সে সমুদয়ই প্রাণ ; সেই জন্য তাহারই আশ্রয় লইয়াছি।

৫। তাহার পর যে বলিয়াছি 'ভূলোকের শরণলাভ করি' (তাহাতে ইহাই বলিয়াছি অর্থাৎ তাহা এই অর্থে বলিয়াছি যে) "ভূলোকের শরণ গ্রহণ করি, অন্তরিক্ষের শরণ গ্রহণ করি এবং দ্যুলোকের শরণ গ্রহণ করি'।

৬। অথ যদবোচং ভুবঃ প্রপদ্য ইত্যগ্নিং প্রপদ্যে বায়ুং প্রপদ্য আদিত্যং প্রপদ্য ইত্যেব তদবোচম্।

৭। অথ যদবোচং স্বঃ প্রপদ্য ইতি ঋগ্‌বেদং প্রপদ্যে যজুর্ব্বেদং প্রপদ্যে সামবেদং প্রপদ্য ইত্যেব তদবোচং তদবোচম্।

৬। অথ যৎ অবোচম্ 'ভুবঃ প্রপদ্যে' ইতি 'অগ্নিম্ প্রপদ্যে, বায়ুম্ প্রপদ্যে, আদিত্যম্ প্রপদ্যে' ইতি এব তৎ (তাহাই) অবোচম্, (৩য়, ৪র্থ মঃ)।

৭। অথ যৎ অবোচম্ 'স্বঃ প্রপদ্যে' ইতি—'ঋগ্বেদম্ প্রপদ্যে, যজুর্বেদম্ প্রপদ্যে, সামবেদম্ প্রপদ্যে' ইতি এব তৎ (তাহাই) অবোচম্ তৎ অবোচম্ (দ্বিরুক্তি সমাপ্তিসূচক বা উপাসনার আদরার্থ) (৩য়, ৪র্থ মঃ)।

৬। তাহার পর যে বলিয়াছি 'ভুবর্লোকের শরণাপন্ন হই' তাহাতে ইহাই বলিয়াছি অর্থাৎ তাহা এই অর্থে বলিয়াছি যে 'অগ্নির শরণাপন্ন হই, বায়ুর শরণাপন্ন হই, আদিত্যের শরণাপন্ন হই'।

৭। তাহার পর যে বলিয়াছি যে 'স্বর্গলোকের শরণাপন্ন হই'—(তাহাতে ইহাই বলিয়াছি অর্থাৎ তাহা এই অর্থে বলিয়াছি) যে 'ঋগ্বেদের শরণাপন্ন হইতেছি, যজুর্ব্বেদের শরণাপন্ন হইতেছি, সামবেদের শরণাপন্ন হইতেছি'—তাহাতে ইহাই বলিয়াছি।

মন্তব্য

৩।১৫।২। শঙ্কর জুহূ, সহমানা, রাজ্ঞী এবং সুভূতা এই কয়েকটী কথার এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন :—

পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া লোকসমূহ হোম করে (জুহ্বতি), এই জন্য পূর্ব্বদিক্ জুহূ। যমপুরী দক্ষিণদিকে এবং এই যমপুরীতে পাপিগণ দুঃখ সহ্য করে (সহন্তে), এই জন্য দক্ষিণদিক 'সহমানা'। রাজা বরুণ পশ্চিমদিকের অধিপতি, এইজন্য পশ্চিমদিক্ রাজ্ঞী। দিক্ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ এইজন্য পশ্চিমদিককে রাজা না বলিয়া রাজ্ঞী বলা হইয়াছে। সন্ধ্যাকালে পশ্চিম আকাশ রক্তবর্ণ (রাগ) ধারণ করে, এজন্যও পশ্চিম আকাশকে রাজ্ঞী বলা যাইতে পারে। ভূতিমান্ অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যশালী কুবেরাদি উত্তর দিকের অধিপতি, এইজন্য উত্তরদিক্ সুভূতা।

তৃতীয়াধ্যায়ে ষোড়শ খণ্ড

নিজ জীবনের দীর্ঘত্বকামনায় পুরুষযজ্ঞ

১। পুরুষো বাব যজ্ঞস্তস্য যানি চতুর্বিংশতিবর্ষাণি তৎ প্রাতঃসবনং চতুর্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রী গায়ত্রং প্রাতঃসবনং তদস্য বসবোঽন্বায়ত্তাঃ প্রাণা বাব বসব এতে হীদং সর্ব্বং বাসয়ন্তি।

১। পুরুষঃ বাব যজ্ঞঃ (যজ্ঞস্বরূপ)। তস্য যানি চতুর্ব্বিংশতিঃ বর্ষাণি (তাহার যে ২৪ বৎসর), তৎ (তাহা) প্রাতঃসবনম্ (২।২৪।১ দ্রঃ); চতুর্ব্বিংশতি+অক্ষরা (চব্বিশ অক্ষর যুক্ত) গায়ত্রী (গায়ত্রীছন্দ); গায়ত্রম্ (গায়ত্রীচ্ছন্দো যুক্ত) প্রাতঃসবনম্। তৎ (+অন্বায়ত্তাঃ=এই প্রাতঃ সবনের অনুগত) অস্য (এই পুরুষ-যজ্ঞের) বসবঃ (বসুগণ) অন্বায়ত্তাঃ (তৎ+; ১।১০৯ দ্রঃ)। প্রাণাঃ (প্রাণসমূহ, বাগাদি ইন্দ্রিয়) বাব বসবঃ; এতে (এই প্রাণসমূহ) হি (যেহেতু) ইদম্ সর্ব্বম্ (এই সমুদয়কে) বাসয়ন্তি (বাস করায়)।

১। পুরুষই যজ্ঞ। তাহার (জীবনের প্রথম) চব্বিশ বৎসর প্রাতঃ-সবনস্থানীয়; কারণ গায়ত্রীর চব্বিশটী অক্ষর এবং প্রাতঃসবনে গায়ত্রী-চ্ছন্দের মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়। বসুগণ এই যজ্ঞের প্রাতঃসবনের অনুগত। প্রাণসমূহই (এই) বসু, কারণ ইহারাই এই সমুদয় ভূতকে বাস করাইয়া থাকে।

২। তং চেদেতস্মিন্ বয়সি কিঞ্চিদুপতপেৎ স ব্রূয়াৎ প্রাণা বসব ইদং মে প্রাতঃসবনং মাধ্যন্দিনং সবনমনুসন্তনুতেতি মাহং প্রাণানাং বসূনাং মধ্যে যজ্ঞো বিলোপ্সীয়েত্যুদ্ধৈব তত এত্যগদো হ ভবতি।

২। তম্ (তাহাকে) চেৎ (যদি) এতস্মিন্ বয়সি (এই বয়সে; এই চব্বিশ বৎসরের মধ্যে) কিম্+চিৎ (কিছু; ব্যাধি প্রভৃতি) উপতপেৎ (উপতপ্ত করে), সঃ ব্রূয়াৎ (বলিবে):—

প্রাণাঃ (হে প্রাণসমূহ)! বসবঃ (হে বসুগণ)! ইদম্ মে প্রাতঃসবনম্ (এই আমার প্রাতঃসবনকে; অর্থাৎ জীবনের প্রথম অংশকে) মাধ্যন্দিনম্ সবনম্ (মাধ্যন্দিন সবন পর্য্যন্ত অর্থাৎ মধ্য জীবন পর্য্যন্ত) অনুসন্তনুত (অনু+সম্+তন্ লোট-ত=সম্যক্‌রূপে বিস্তৃত কর) ইতি। মা (না) অহম্ (আমি) প্রাণানাম্ বসুনাম্ মধ্যে (প্রাণরূপ বসুগণের মধ্যে) যজ্ঞঃ (যজ্ঞ অর্থাৎ আমি) বিলোপ্সীয়—(বি+লুপ+আশিলিঙ্, সীয়=যেন বিলুপ্ত হই) ইতি।

উৎ+হ+এব ততঃ এতি (উৎ+এতি=উদেতি=উত্থিত হয়); ততঃ=(সেই ব্যাধি হইতে) অগদঃ (নীরোগ) হ ভবতি (হয়)।

২। এই বয়সে (অর্থাৎ প্রথম চব্বিশ বৎসরের মধ্যে) যদি কোন ব্যাধি যন্ত্রণা দেয়, তাহা হইলে সে বলিবে:—

"হে প্রাণসমূহ! হে বসুগণ! আমার এই প্রাতঃসবনকে (অর্থাৎ জীবনের প্রথম অংশকে) মাধ্যন্দিন সবন পর্য্যন্ত (অর্থাৎ মধ্যজীবন পর্য্যন্ত) বিস্তৃত করিয়া দাও। এই যজ্ঞরূপী আমি যেন প্রাণরূপী বসুগণের মধ্যে বিলুপ্ত না হই।"

এই প্রকার বলিলে সে সেই ব্যাধি হইতে মুক্ত হয় এবং নিশ্চয়ই নীরোগ হয়।

৩। অথ যানি চতুশ্চত্বারিংশদ্বর্ষাণি তন্মাধ্যন্দিনং সবনং চতুশ্চত্বারিংশদক্ষরা ত্রিষ্টুপ্ ত্রৈষ্টুভং মাধ্যন্দিনং সবনং তদস্য রুদ্রা অন্বায়ত্তাঃ প্রাণা বাব রুদ্রা এতে হীদং সর্ব্বং রোদয়ন্তি।

৪। তং চেদেতস্মিন্ বয়সি কিঞ্চিদুপতপেৎ স ব্রূয়াৎ প্রাণা রুদ্রা ইদং মে মাধ্যন্দিনং সবনং তৃতীয়সবনমনুসন্তনুতেতি মাহং প্রাণানাং রুদ্রাণাং মধ্যে যজ্ঞো বিলোপ্সীয়েত্যুদ্ধৈব তত এত্যগদো হ ভবতি।

৩। অথ যানি (যে) চতুঃ+চত্বারিংশৎ বর্ষাণি (৪৪ বৎসর) তৎ (তাহা) মাধ্যন্দিনম্ সবনম্। চতুঃ চত্বারিংশৎ অক্ষরাঃ (৪৪টী অক্ষর) ত্রিষ্টুপ্ (ত্রিষ্টুভ্ ছন্দ), ত্রৈষ্টুভম্ (ত্রিষ্টুভ্ ছন্দোযুক্ত) মাধ্যন্দিনম্ সবনম্। তৎ (+অন্বায়ত্তাঃ ১।১০।৯ দ্রঃ=তাহার অর্থাৎ মাধ্যন্দিন সবনের অনুগত) অস্য (এই পুরুষযজ্ঞের) রুদ্রাঃ (১।৩) অন্বায়ত্তাঃ (তৎ+; অনুগত)। প্রাণাঃ বাব রুদ্রাঃ; এতে (এই প্রাণসমূহ) হি (যেহেতু) ইদম্ সর্ব্বম্ (এই সমুদয়কে) রোদয়ন্তি (রোদন করায়)।

৪। তম্ হ চেৎ এতস্মিন্ বয়সি কিঞ্চিৎ উপতপেৎ, সঃ ব্রূয়াৎ :— প্রাণাঃ! রুদ্রাঃ! ইদম্ মে মাধ্যন্দিনম্ সবনম্ (আমার এই মাধ্যন্দিন সবনকে অর্থাৎ মধ্যজীবনকে) তৃতীয়সবনম্ (তৃতীয়সবন

৩। তাহার পর যে ৪৪ বৎসর, তাহা মাধ্যন্দিন সবন সদৃশ; (কারণ) ত্রিষ্টুভ্ ছন্দে ৪৪টী অক্ষর এবং মাধ্যন্দিন সবনে ত্রিষ্টুভ্ ছন্দের মন্ত্র উচ্চারিত হয়। রুদ্রগণ এই মাধ্যন্দিন সবনের অনুগত। প্রাণসমূহই রুদ্র, কারণ প্রাণসমূহই এই সমুদয় (জগৎ) কে রোদন করাইয়া থাকে।

৪। যদি মধ্যম বয়সে (ব্যাধি বা অপর) কিছু তাহাকে সন্তপ্ত করে, সে এই প্রকার বলিবে :—

"হে প্রাণসমূহ! হে রুদ্রগণ! এই মাধ্যন্দিন সবনকে (অর্থাৎ

৫। অথ যান্যষ্টাচত্বারিংশদ্বর্ষাণি তৎ তৃতীয়সবনমষ্টাচত্বারিংশ-দক্ষরা জগতী জাগতং তৃতীয়সবনং তদস্যাদিত্যা অন্বায়ত্তাঃ প্রাণা বাবাদিত্যা এতে হীদং সর্ব্বমাদদতে।

পর্য্যন্ত অর্থাৎ জীবনের তৃতীয় অংশ পর্য্যন্ত) অনুসন্তনুত ইতি। মা অহম্ প্রাণানাম্ রুদ্রাণাম্ মধ্যে (প্রাণরূপী রুদ্রগণের মধ্যে) যজ্ঞঃ বিলোপ্সীয় ইতি।

উৎ হ এব ততঃ এতি অগদঃ হ ভবতি (৩।১৬।২ টীকা)।

৫। অথ যানি অষ্টাচত্বারিংশৎ বর্ষাণি (যে ৪৮ বৎসর) তৎ (তাহা) তৃতীয়সবনম্; অষ্টাচত্বারিংশৎ অক্ষরা (৪৮ অক্ষরযুক্ত) জগতী (জগতীচ্ছন্দ), জাগতম্ (জগতীচ্ছন্দোযুক্ত) তৃতীয়সবনম্। তৎ (+অন্বায়ত্তাঃ ১।১০।৯ দ্রঃ = তাহার অর্থাৎ তৃতীয় সবনের অনুগত) অস্য আদিত্যাঃ অন্বায়ত্তাঃ। প্রাণাঃ বাব আদিত্যাঃ। এতে হি ইদম্ সর্ব্বম্ (এই সমুদয়কে) আদদতে (আ+দা; গ্রহণ করে) (১ দ্রঃ)।

আমার এই মধ্যজীবনকে) তৃতীয় সবন পর্য্যন্ত (অর্থাৎ শেষ জীবন পর্য্যন্ত) বিস্তৃত কর। যজ্ঞরূপী আমি যেন প্রাণরূপী রুদ্রগণের মধ্যে বিলুপ্ত না হই (অর্থাৎ মধ্যজীবনে আমার যেন মৃত্যু না হয়)"।

এই প্রকার বলিলে সে ব্যাধি হইতে বিমুক্ত হয় এবং নিশ্চয়ই নীরোগ হয়।

৫। তাহার পর যে ৪৮ বৎসর তাহাই তৃতীয় সবন সদৃশ; (কারণ) জগতীচ্ছন্দে ৪৮টী অক্ষর এবং তৃতীয় সবনে জগতীচ্ছন্দের মন্ত্র উচ্চারিত হয়। আদিত্যগণ যজ্ঞের এই তৃতীয় সবনের অনুগত। প্রাণ-সমূহই আদিত্য, কারণ প্রাণসমূহই শব্দাদির বিষয়সমূহকে আদান অর্থাৎ গ্রহণ করিয়া থাকে।

৬। তং চেদেতস্মিন্ বয়সি কিঞ্চিদুপতপেৎ স ব্রূয়াৎ প্রাণা আদিত্যা ইদং মে তৃতীয়সবনমায়ুরনুসন্তনুতেতি মাহং প্রাণানা-মাদিত্যানাং মধ্যে যজ্ঞো বিলোপ্সীয়েত্যুদ্ধৈব তত এত্যগদো হৈব ভবতি।

৭। এতদ্ধ স্ম বৈ তদ্ বিদ্বানাহ মহিদাস ঐতরেয়ঃ স কিং ম এতদুপতপসি যোঽহমনেন ন প্রেষ্যামীতি স হ ষোড়শং বর্ষশতমজীবৎপ্রহ ষোড়শং বর্ষশতং জীবতি য এবং বেদ।

৬। তম্ চেৎ এতস্মিন্ বয়সি কিঞ্চিৎ উপতপেৎ, সঃ ব্রূয়াৎ—"প্রাণাঃ! আদিত্যাঃ! ইদম্ মে তৃতীয় সবনম্ (২।১) আয়ুঃ (পূর্ণায়ু পর্য্যন্ত) অনু+সম্+তনুত ইতি। মা অহম্ প্রাণানাম্ মধ্যে যজ্ঞ বিলোপ্সীয়" ইতি।

উৎ হ এব ততঃ এতি অগদঃ হ এব ভবতি (৪ দ্রঃ)।

৭। এতৎ (এই তত্ত্ব, ২।১) হ স্ম (আহ+) বৈ তৎ (সেই; 'তৎ এতৎ বিদ্বান্' এই প্রকার অন্বয়; কিংবা তৎ+বিদ্বান্=তাহার

৬। এই বয়সে তাহাকে যদি (ব্যাধি বা অন্য) কিছু সন্তপ্ত করে, সে এই (মন্ত্র) বলিবে ঃ—

"হে প্রাণসমূহ! হে আদিত্যগণ! আমার জীবনরূপী তৃতীয় সবনকে পূর্ণায়ু পর্য্যন্ত বিস্তৃত কর। যজ্ঞরূপী আমি যেন প্রাণরূপী আদিত্যগণের মধ্যে বিলুপ্ত না হই।" তাহা হইলে সে ইহা হইতে বিমুক্ত হইবে এবং নিশ্চয়ই নীরোগ হইবে।

৭। ইতরার পুত্র মহীদাস এই তত্ত্ব জানিয়া বলিয়াছিলেন—"তুমি কেন আমাকে এই প্রকারে সন্তপ্ত করিতেছ? আমি ত ইহাতে

জ্ঞাতা) বিদ্বান্ (জানিয়া) আহ (+ স্ম = বলিয়াছিলেন) মহীদাসঃ ঐতরেয়ঃ (ইতরা নাম্নী নারীর অপত্য মহীদাস) ঃ—

সঃ (সেই তুমি) কিম্ (কেন) মে (আমাকে, আমার দেহকে) এতৎ (এই প্রকারে) উপতপসী (সন্তপ্ত করিতেছ ?) যঃ অহম্ (যে আমি) অনেন (ইহা অর্থাৎ এই ব্যাধি দ্বারা) ন প্রেষ্যামি (প্র + ই + লৃট = মরিব) ইতি।

সঃ হ ষোড়শম্ বর্ষশতম্ (১১৬ বৎসর) অজীবৎ (জীবন ধারণ করিয়াছিল)। প্র হ—ষোড়ষম্ বর্ষ শতম্ জীবতি (প্র + ; জীবন ধারণ করে) যঃ এবম্ বেদ।

মরিব না।" তিনি ১১৬ বৎসর জীবনধারণ করিয়াছিলেন। যিনি এই প্রকার জানেন তিনি ১১৬ বৎসর জীবিত থাকেন।

মন্তব্য

৩।১৬।১। এখানে পুরুষকে যজ্ঞরূপে কল্পনা করিয়া উপাসনা করা হইতেছে।

ঋষির বলিবার অভিপ্রায় এই যে 'বাস' করায় তাহার নাম বসু'। প্রাণ দেহে থাকিলেই সকলে জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয় এবং বাস করিতে পারে। সুতরাং প্রাণ সকলকে বাস করায় ; এই জন্য প্রাণই বসু।

৩।১৬।২। প্রাতঃসবনকে মাধ্যন্দিন সবন পর্য্যন্ত বিস্তৃত করার অর্থ জীবনের প্রথম অংশকে মধ্যজীবনের সহিত সম্মিলিত করা অর্থাৎ প্রথম ২৪ বৎসর জীবন ধারণ করিয়া মধ্যবয়সে উপনীত হওয়া।

৩।১৬।৩। মধ্যম বয়সে প্রাণসমূহ ক্রূর, এইজন্য অপরকে রোদন করাইয়া থাকে। এইজন্যই এখানে প্রাণকে রুদ্র (= ক্রূর) বলা হইয়াছে (শঙ্কর)।

৩।১৬।৭। "মহীদাসঃ ঐতরেয়ঃ"—শঙ্কর ও সায়ণ বলেন যে "ইতরা" নাম নারীর অপত্য—এই অর্থে "ঐতরেয়"। কেহ কেহ বলেন 'ঐতরেয়' অর্থ 'ইতর' নামক পুরুষের অপত্যও হইতে পারে (Vedic Index ; M. W. অভিধান)।

তৃতীয়াধ্যায়ে সপ্তদশ খণ্ড

পুরুষযজ্ঞ—দেবকীনন্দন কৃষ্ণ

১। স যদশিশিষতি যৎ পিপাসতি যন্ন রমতে তা অস্য দীক্ষাঃ।

২। অথ যদশ্নাতি যৎ পিবতি যদ্ রমতে তদুপসদৈরেতি।

৩। অথ যদ্ধসতি যজ্জক্ষতি যন্মৈথুনং চরতি স্তুতশস্ত্রৈরেব তদেতি।

১। সঃ (সেই যজ্ঞরূপী পুরুষ) যৎ (যে) অশিশিষতি (অশ্, সন্=ভোজন করিতে ইচ্ছা করে), যৎ পিপাসতি (পা, সন্=পান করিতে ইচ্ছা করে), যৎ ন রমতে (আনন্দ উপভোগ করে), তাঃ (সেই সমুদয়) অস্য (এই পুরুষের) দীক্ষাঃ (জীবনযজ্ঞের দীক্ষা)।

২। অথ (তাহার পর) যৎ অশ্নাতি (অশ্+তি=ভোজন করে) যৎ পিবতি (পা+তি=পান করে) যৎ রমতে, তৎ উপসদৈঃ (উপসদ সকলের সহিত) এতি (ই+তি; লাভ করে, সাম্য লাভ করে)।

৩। অথ যৎ হসতি (হাস্য করে), যৎ বৈ জক্ষতি বৈদিক

১। পুরুষ যে ভোজন করিতে ইচ্ছা করে, পান করিতে ইচ্ছা করে এবং সুখানুভব হইতে বিরত থাকে—এ সমুদয়ই (জীবন-যজ্ঞের) দীক্ষা।

২। তাহার পর পুরুষ যে ভোজন করে, পান করে এবং সুখানুভব করে, তাহা উপসদসমূহের সমান।

৩। তাহার পর পুরুষ যে হাস্য করে, ভক্ষণ করে এবং

৪। অথ যত্তপো দানমার্জবমহিংসা সত্যবচনমিতি তা অস্য দক্ষিণাঃ।

৫। তস্মাদাহুঃ সোষ্যত্যসোষ্টেতি পুনরুৎপাদনমেবাস্য তন্মরণমেবাবভৃথঃ।

প্রয়োগ ;=জক্ষিতি, পাঃ ৭।২।৭৬=(জক্ষ্+তি=ভোজন করে) যৎ মৈথুনম্ (মিথুনের ভাব, ২।১) চরতি (আচরণ করে), স্তুতশস্ত্রৈঃ (স্তুত ও শস্ত্রের সহিত; 'স্তুত' ও 'শস্ত্র' যজ্ঞের অংশবিশেষ) এব তৎ (হাস্যাদি) এতি ('সাদৃশ্য' লাভ করে)।

৪। অথ যৎ তপঃ দানম্ আর্জ্জবম্ (ঋজু+ষ্ণ; সরলতা) অহিংসা, সত্যবচনম্ ইতি—তাঃ (এই সমুদয়) অস্য (পুরুষরূপী যজ্ঞের) দক্ষিণাঃ।

৫। তস্মাৎ (সেইজন্য) আহুঃ (বলা হয়)—"সোষ্যতি (প্রসব করিবে, বা সোম অভিষব করিবে), অসোষ্ট" (প্রসব করিয়াছে, বা সোম অভিষব করিয়াছে) ইতি; পুনঃ (আবার) উৎপাদনম্ (উৎপত্তি) এব অস্য (মানবের, বা যজ্ঞের)। তৎ মরণম্ এব (মানবের মৃত্যুই) অবভৃথঃ (যজ্ঞসমাপ্তির পর স্নান ও যজ্ঞপাত্রাদি ধৌতকরণ)। পাঠান্তর—কোন কোন সংস্করণে 'তৎমরণম্ এব' এই অংশের পর 'অস্য' আছে।

মিথুন ভাবে আচরণ করে, তাহা স্তুত ও শস্ত্র নামক যজ্ঞাংশের সদৃশ।

৪। তাহার পর যে তপস্যা, দান, সরলতা, অহিংসা এবং সত্য-বচন—এই সমুদয়ই পুরুষরূপী যজ্ঞের দক্ষিণা।

৫। সেইজন্য (উভয়ের বিষয়েই) লোকে বলিয়া থাকে 'সোষ্যতি' (সন্তান প্রসব করিবে, বা সোম অভিষব করিবে) এবং 'অসোষ্ট' (অর্থাৎ সন্তান উৎপন্ন করিয়াছে বা সোম অভিষব করিয়াছে) আবার (উভয়ের

৬। তদ্ধৈতদ্‌ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়োক্ত্বো-বাচাপিপাস এব স বভূব সোঽন্তবেলায়ামেতত্ত্রয়ং প্রতিপদ্যে-তাক্ষিতমস্যচ্যুতমসি প্রাণসংশিতমসীতি তত্রৈতে দ্বে ঋচৌ ভবতঃ।

৬। তৎ হ এতৎ (সেই এই তত্ত্বকে) ঘোরঃ আঙ্গিরসঃ (অঙ্গিরা বংশোদ্‌ভব ঘোর নামক ঋষি) কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায় (দেবকীনন্দন কৃষ্ণকে) উক্ত্বা (বলিয়া) উবাচ (উপদেশ দিয়াছিলেন)। অপিপাসঃ (পিপাসাবিহীন, নিঃস্পৃহ) এব সঃ (কৃষ্ণ) বভূব (হইয়াছিলেন)। "সঃ (মানুষ) অন্তবেলায়াম্ (মৃত্যুকালে) এতৎ ত্রয়ম্ (এই তিন মন্ত্রকে) প্রতিপদ্যেত (শরণ গ্রহণ করিবে):—

"অক্ষিতম্ (অক্ষয়) অসি (হও); অচ্যুতম্ (অচ্যুত, অপরিবর্ত্তনীয়) অসি; প্রাণ-সংশিতম্ (প্রাণের সূক্ষ্মতত্ত্ব) অসি ইতি। তত্র (সে বিষয়ে) এতে দ্বৌ ঋচৌ (এই দুই ঋক্) ভবতঃ (আছে)।—

বিষয়ে বলা যাইতে পারে)—"অস্য উৎপাদনম্" অর্থাৎ "ইহার উৎপত্তি"। সেই পুরুষের মৃত্যুই যজ্ঞের অবভৃথ।

৬। ঘোর আঙ্গিরস দেবকীনন্দন কৃষ্ণকে এই তত্ত্ব বলিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন। (ইহা শুনিয়া) কৃষ্ণ (আর সব বিষয়ে) নিঃস্পৃহ হইয়াছিলেন। (ঘোর আঙ্গিরস বলিয়াছিলেন) মৃত্যুকালে মানব এই তিন মন্ত্র উচ্চারণ করিবে:—

তুমি অক্ষয়;
তুমি অচ্যুত;
তুমি প্রাণসংশিত।

এ বিষয়ে এই দুই ঋক আছে।—

৭। আদিৎপ্রত্নস্য রেতসো জ্যোতিস্পশ্যন্তি বাসরম্ পরো যদিধ্যতে দিবি উদ্বয়ন্তমসস্পরি জ্যোতিঃ পশ্যন্ত উত্তরং স্বঃ পশ্যন্ত উত্তরং দেবং দেবত্রা সূর্য্যমগন্ম জ্যোতি-রুত্তমমিতি জ্যোতিরুত্তমমিতি।

মূল :—আদিৎ প্রত্নস্য রেতসো [জ্যোতিষ্পশ্যন্তি বাসরম্। পরো যদিধ্যতে দিবি] (সপ্তমমন্ত্রের প্রথম অংশ)।

৭ (১)। আৎ+ইৎ (সায়ণের মতে আদিৎ = অনন্তর। শঙ্করের মতে 'ৎ' এবং 'ইৎ' অর্থশূন্য অংশ, কেবল উচ্চারণের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে ; অবশিষ্ট থাকে 'আ' ; এই 'আ' 'পশ্যন্তি' ক্রিয়ার সহিত যুক্ত) প্রত্নস্য (পুরাতন, ৬।১) রেতসঃ (জগতের বীজভূত সত্তার) জ্যোতিঃ (প্রকাশ) পশ্যন্তি (দর্শন করেন ; আ পশ্যন্তি = চতুর্দ্দিকে দর্শন করেন) বাসরম্ (দিবালোকের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী) পরঃ (বৈদিক প্রয়োগ ; = পরম্ = সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ২।১ ; ইহা 'পরম্' শব্দও হইতে পারে) যৎ (যাহা) ইধ্যতে (দীপ্তি পায়) দিবি (দ্যুলোকে ; শঙ্করের মতে 'পরব্রহ্মে) ঋগ্বেদ ৮।৬।৩০।

৭ (২)। উৎ (+ অগন্ম ; বেদার্থযত্নের মতে 'উৎ+পশ্যন্তি') বয়ম্ (আমরা) তমসঃ পরি (অন্ধকারের উপরে) জ্যোতিঃ (২।১) পশ্যন্তঃ (দর্শন করিয়া), উত্তরম্ (২।১, শ্রেষ্ঠ) স্বঃ (২।১, স্বীয় আত্মাতে বর্ত্তমান) পশ্যন্তঃ উত্তরম্ দেবম্ (দেবতাকে ; দ্যুতিযুক্তকে) দেবত্রা (দেবগণের মধ্যে) সূর্য্যম্ (২।১) অগন্ম (লাভ করিয়াছি ; গম্ লুঙ্, বৈদিক প্রয়োগ, পাঃ ২।৪।৮০ ; ৮।২।৬৫) জ্যোতিঃ উত্তমম্ (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

৭ (১)। যে জ্যোতি দ্যুলোকে (কিংবা পরব্রহ্মে) দীপ্তি পাইতেছে, (ব্রহ্মবিদ্‌গণ) জগতের বীজস্বরূপ এবং দিবালোকের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী সেই পুরাতন জ্যোতি দর্শন করেন।

৭ (২)। অন্ধকারের উপরিভাগে যে শ্রেষ্ঠ জ্যোতি, সেই জ্যোতিকে

জ্যোতিকে) ইতি—জ্যোতিঃ উত্তমম্ ইতি (দ্বিরুক্তি সমাপ্তিসূচক বা আনন্দপ্রকাশক) ঋগ্বেদ, ১।৫০।১০।

স্বীয় হৃদয়নিহিত শ্রেষ্ঠ জ্যোতিরূপে দর্শন করিয়া, দেবগণের মধ্যে দ্যুতিমান সূর্য্যকে—(সেই) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিকে—লাভ করিয়াছি।

মন্তব্য

৩।১৭।২। "উপসদৈঃ"—উপসদ জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের এক অংশ। দীক্ষার সময়ে ভোজনাদি নিষেধ; উপসদের সময়ে দুগ্ধাদি পানের বিধি আছে।

৩।১৭।৫। 'সোষ্যতি' এবং 'অসোষ্ট' 'সু' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। এই ধাতুর দুইটী অর্থ—(১) প্রাণী প্রসব করা, (২) সোম অভিষব করা। সুতরাং সোষ্যতি এবং অসোষ্ট কথার দুইটী অর্থ। প্রসূতিবিষয়ে অর্থ 'প্রসব করিবে' এবং 'প্রসব করিয়াছে'; যজ্ঞবিষয়ে অর্থ 'সোম অভিষব করিবে' এবং 'সোম অভিষব করিয়াছে'। মানবের পক্ষে ইহা উৎপত্তি; যজ্ঞের স্থলে ইহা সোমরসের উৎপত্তি।

'পুনঃ উৎপাদনম্ এব' ইহার অর্থবিষয়ে মতভেদ আছে। ভিন্ন ভিন্ন অর্থ এই :—

(১) পুনঃ (অর্থাৎ পুনর্ব্বার যজ্ঞবিষয়ে যে সোষ্যতি ও অসোষ্ট ব্যবহৃত হয়, তাহাই মানবের পক্ষে) উৎপাদনম্ (জন্ম) অর্থাৎ একই বাক্যের অর্থ সোমের উৎপত্তি, পুনঃ মানবের উৎপত্তি। এখানে উৎপত্তি বিষয়ে উভয়ের সাদৃশ্য রহিয়াছে।

(২) মোক্ষমুলার ও গঙ্গানাথ ঝা মহাশয়গণের মতে পুনঃ উৎপাদনম্=নব জন্ম।

(৩) রায় বাহাদুর শ্রীশ্রীশচন্দ্র বসু মহাশয় বলেন—"মানব নিজে জন্মগ্রহণ করে, ইহাই উৎপত্তি বা প্রথম উৎপত্তি। যখন পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তখন পিতাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। এই জন্য এই জন্মকে 'পুনর্ব্বার উৎপত্তি' বলা হইল।

(৪) শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী মহাশয়ের অর্থ—"তাহা পিতা হইতে উৎপাদনের পর মাতা হইতে উৎপাদনই।"

(৫) রমেশ বাবুর অর্থ—"এতদুভয়েরই পুনর্জ্জন্ম আছে।"

(৬) শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় এই অংশের অনুবাদে 'পুনঃ' শব্দ একবারেই ছাড়িয়া দিয়াছেন।

ঋষি মানবজীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনার সহিত যজ্ঞসংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ ঘটনার সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন। কিন্তু এস্থলে কেবল যে ঘটনারই সাদৃশ্য রহিয়াছে, তাহা নহে, ভাষারও সাদৃশ্য রহিয়াছে। উভয়ের বিষয়েই 'সোষ্যতি' এবং 'অসোষ্ট' ব্যবহার করা যাইতে পারে; আবার 'উৎপাদন' শব্দও উভয়ের বিষয়েই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 'পুনঃ' শব্দের অর্থ 'আবার', 'আর' 'এবং' ইত্যাদি। উক্ত অংশের অর্থ এই:—

(ক) তস্মাৎ আহুঃ সোষ্যতি অশোষ্ট=সেই জন্য (উভয়ের বিষয়েই) বলা হয় সোষ্যতি (সন্তান প্রসব করিবে বা সোম অভিষব করিবে) এবং অসোষ্ট (সন্তান প্রসব করিয়াছে, বা সোম অভিষব করিয়াছে)।

(খ) পুনঃ উৎপাদনম্ এব অস্য=আবার (=পুনঃ) (উভয়ের বিষয়েই বলা হইয়া থাকে) 'অস্য উৎপাদনম্ (=ইহার উৎপত্তি; মানবের উৎপত্তি বা, সোমরসের উৎপত্তি)।

পরবর্ত্তী 'তৎ' শব্দ এই অংশের সহিতও যুক্ত করা যাইতে পারে। তাহা হইলেও পূর্ব্বের মতই অর্থ হইবে। পুনঃ উৎপাদনম্ এব অস্ত তৎ = আবার ইহাই ইহার (মানবের বা সোমরসের) উৎপত্তি।

৩।১৭।৬। এই মন্ত্রে দেবকীনন্দন কৃষ্ণের উল্লেখ রহিয়াছে। ইনিই মহাভারতের কৃষ্ণ কি না সে বিষয়ে মতভেদ আছে। ঋগ্বেদেও কৃষ্ণ নামক এক ঋষির নাম পাওয়া যায়। আঙ্গিরস কৃষ্ণ ৮।৮৫ (বালখিল্য মন্ত্র বাদ দিলে ৮।৭৪) মন্ত্রের রচয়িতা। সেণ্টপিটার্স বর্গ অভিধানের মতে এই আঙ্গিরস কৃষ্ণ এবং দেবকীনন্দন কৃষ্ণ একই কৃষ্ণ।

"প্রাণ-সংশিতম্"—শঙ্করের মতে ইহার অর্থ 'প্রাণের সূক্ষ্মতত্ত্ব'। 'সংশিত' অর্থ তীক্ষ্ণীকৃত। অথর্ব্ববেদে প্রাণসংশিতঃ (১০।৫।৩৫), ব্রহ্মণা সংশিতঃ (৫।১০।১০), ইন্দ্রেণ সংশিতম্ (৬।১০৪।২), ঋক্-সংশিতঃ (১০।৫।৩০), দ্যৌসংশিতঃ (১০।৫।২৭), অন্তরিক্ষসংশিতঃ (১০।৫।২৬), পৃথিবীসংশিতঃ (১০।৫।২৫), দিক্‌সংশিতঃ (১০।৫।২৮), যজ্ঞসংশিতঃ (১০।৫।৩), ঔষধীসংশিতঃ (১০।৫।৩২) ইত্যাদির প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমুদয় স্থল দেখিয়া মীমাংসা করিতে হইলে বলিতে হয় 'প্রাণসংশিত' অর্থ প্রাণ দ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত অর্থাৎ সঞ্জীবিত। মৃত্যুর পর দেহ নষ্ট হইয়া যায় বটে কিন্তু অক্ষয় অচ্যুত অবিনশ্বর একটি বস্তু বর্ত্তমান থাকে। ইহারই নাম আত্মা। এই বস্তুকেই এখানে 'প্রাণসংশিত' বলা হইয়াছে। লোকে বলে প্রাণের বিনাশ হইল কিন্তু ঋষি বলিতেছেন মৃত্যুর পর যাহা থাকে তাহা প্রাণ দ্বারা সঞ্জীবিত।

কেহ কেহ 'প্রাণশংসিতম্' স্থলে 'প্রাণসংশিতম্' পাঠ গ্রহণ করিয়া ইহার অর্থ করেন "প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর বা সুখকর।"

৩।১৭।৭ (১)। আদিৎ প্রত্নস্য ইত্যাদি অংশ শঙ্করের ভাষ্য হইতে

উদ্ধৃত হইল। সমুদয় সংস্করণে কেবল "আদিৎ প্রত্নস্য রেতসঃ" আছে।

৮।৬।৩০ ঋকে 'দিবা' আছে, শঙ্করের পাঠ "দিবি"।

ঋগ্বেদে বিভিন্ন অর্থে এই অংশ ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থ এই :—

অনন্তর লোকে প্রাচীন এবং বীজভূত সূর্য্যের প্রাতঃকালীন সেই সূর্য্য দর্শন করে যাহা দ্যুলোকের উপরে দীপ্তি পায়।

৩।১৭।১ (২)। ১।৫০।১০ ঋকে 'স্বঃ পশ্যন্তঃ উত্তরম্' অংশ নাই; উপনিষদে ইহা সংযোগ করা হইয়াছে।

ঋগ্বেদে এই অংশের অর্থ এই :—(রজনীর) অন্ধকারের উপরিভাগে, যে শ্রেষ্ঠ জ্যোতি (বিরাজমান), সেই জ্যোতি দর্শন করিয়া আমরা দেবগণের মধ্যে দ্যুতিমান সূর্য্যকে—সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিকে লাভ করিয়াছি।

১।৫০।১০ ঋক্‌টী যজুর্ব্বেদ ও অথর্ব্ববেদেও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে গৃহীত হইয়াছে।

তৃতীয়াধ্যায়ে অষ্টাদশ খণ্ড

মন আকাশ প্রভৃতিতে ব্রহ্মদৃষ্টি

১। মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীতেত্যধ্যাত্মমথাধিদৈবতমাকাশো ব্রহ্মেত্যুভয়মাদিষ্টং ভবত্যধ্যাত্মং চাধিদৈবতং চ।

২। তদেতচ্চতুষ্পাদ্ ব্রহ্ম বাক্ পাদঃ প্রাণঃ পাদশ্চক্ষুঃ পাদঃ শ্রোত্রং পাদ ইত্যধ্যাত্মমথাধিদৈবতমগ্নিঃ পাদো বায়ুঃ পাদ আদিত্যঃ পাদো দিশঃ পাদ ইত্যুভয়মেবাদিষ্টং ভবত্যধ্যাত্মং চৈবাধিদৈবতং চ।

১। 'মনঃ ব্রহ্ম' ইতি উপাসীত (উপাসনা করিবে) ইতি অধ্যাত্মম্ (ইহাই অধ্যাত্ম অর্থাৎ দেহসংক্রান্ত উপাসনা)।
অথ (অনন্তর) অধিদৈবতম্ (অধিদৈবত অর্থাৎ দেবতা-সংক্রান্ত উপাসনা):—"আকাশঃ ব্রহ্ম" ইতি। উভয়ম্ (উভয়) আদিষ্টম্ (উপদিষ্ট) ভবতি (হইল) অধ্যাত্মম্ চ অধিদৈবতম্ চ।
২। তৎ এতৎ (সেই এই) চতুষ্পাৎ (চারিপদ-বিশিষ্ট) ব্রহ্ম :—

১। 'মনই ব্রহ্ম' এইরূপ উপাসনা করিবে—ইহাই অধ্যাত্ম উপাসনা। অনন্তর অধিদৈবত উপাসনা (উপদিষ্ট হইতেছে):—"আকাশই ব্রহ্ম"। অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত উভয় প্রকার উপাসনাই উপদিষ্ট হইল।

২। এই ব্রহ্ম চতুষ্পাদ:—বাগিন্দ্রিয় একপাদ, প্রাণ (অর্থাৎ

৩। বাগেব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ সোঽগ্নিনা জ্যোতিষা ভাতি চ তপতি চ ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চসেন য এবং বেদ।

'বাক্ পাদঃ (একপাদ) ; প্রাণঃ পাদঃ ; চক্ষুঃ পাদঃ ; শ্রোত্রম্ পাদঃ' ইতি অধ্যাত্মম্।

অথ অধিদৈবতম্ ঃ—'অগ্নিঃ পাদঃ ; বায়ুঃ পাদঃ ; আদিত্যঃ পাদঃ ; দিশঃ (দিক্‌সমূহ) পাদঃ' ইতি।

উভয়ম্ এব আদিষ্টম্ ভবতি—অধ্যাত্মম্ চ অধিদৈবতম্ চ।

৩। বাক্ এব ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের) চতুর্থঃ পাদঃ। সঃ (সেই বাক্যরূপ পাদ) অগ্নিনা জ্যোতিষা (অগ্নিরূপ জ্যোতি দ্বারা) ভাতি চ (দীপ্তি পায়) তপতি চ (তাপ দান করে)। ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্ত্যা (কীর্ত্তি দ্বারা) যশসা (যশ দ্বারা) ব্রহ্মবর্চ্চসেন (বেদজ্ঞান জনিত তেজ দ্বারা ; ২।১৬।২ মন্তব্য) যঃ (যিনি) এবম্ (এই প্রকার) বেদ (জানেন)।

ঘ্রাণেন্দ্রিয়) একপাদ, চক্ষু একপাদ এবং শ্রোত্র একপাদ। ইহাই অধ্যাত্ম উপাসনা।

অনন্তর অধিদৈবত উপাসনা কথিত হইতেছে ঃ—অগ্নি এক পাদ, বায়ু একপাদ, আদিত্য একপাদ এবং দিক্‌সমূহ একপাদ।

অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত—উভয় উপাসনাই কথিত হইল।

৩। বাক্‌ই ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ। বাক্‌রূপ সেই চরণ অগ্নিরূপ জ্যোতি দ্বারা দীপ্তি পায় এবং তাপ প্রদান করে। যিনি এই প্রকার জানেন, তিনি কীর্ত্তি, যশ ও বেদজ্ঞানজনিত তেজদ্বারা দীপ্তি প্রাপ্ত হন এবং তাপ প্রদান করেন।

৪। প্রাণ এব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ স বায়ুনা জ্যোতিষা ভাতি চ তপতি চ ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চ্চসেন য এবং বেদ।

৫। চক্ষুরেব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ স আদিত্যেন জ্যোতিষা ভাতি চ তপতি চ ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চ্চসেন য এবং বেদ।

৪। প্রাণঃ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়) এব ব্রহ্মণঃ চতুর্থঃ পাদঃ। সঃ বায়ুনা জ্যোতিষা (বায়ুরূপ জ্যোতি দ্বারা) ভাতি চ তপতি চ। ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চ্চসেন, যঃ এবম্ বেদ (৩টীকা)।

৫। চক্ষুঃ এব ব্রহ্মণঃ চতুর্থঃ পাদঃ। সঃ আদিত্যেন জ্যোতিষা (আদিত্যরূপ জ্যোতি দ্বারা) ভাতি চ তপতি চ। ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চ্চসেন যঃ এবম্ বেদ (৩ টীকা)।

৪। প্রাণই (অর্থাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ই) ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ। প্রাণরূপী সেই পাদ বায়ুরূপ জ্যোতিদ্বারা দীপ্তি পায় এবং তাপ প্রদান করে। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি কীর্ত্তি যশ ও ব্রহ্মবর্চ্চস্ দ্বারা দীপ্তি প্রাপ্ত হন এবং তাপ প্রদান করেন।

৫। চক্ষুই ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ। চক্ষুরূপ সেই পাদ আদিত্যরূপ জ্যোতি দ্বারা দীপ্তি পায় এবং তাপ প্রদান করে। যিনি এই প্রকার জানেন, তিনি কীর্ত্তি, যশ ও ব্রহ্মবর্চ্চস্ দ্বারা দীপ্তি প্রাপ্ত হন এবং তাপ প্রদান করেন।

৬। শ্রোত্রমেব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ স দিগ্‌ভির্জ্যোতিষা ভাতি চ তপতি চ ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চ্চসেন য এবং বেদ য এবং বেদ।

৬। শ্রোত্রম্ এব ব্রহ্মণঃ চতুর্থঃ পাদঃ। সঃ দিগ্‌ভিঃ জ্যোতিষা (দিগ্‌রূপ জ্যোতিদ্বারা) ভাতি চ তপতি চ। ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চ্চসেন যঃ এবম্ বেদ, যঃ এবম্ বেদ (দ্বিরুক্তি সমাপ্তি-সূচক) (৩ টীকা)।

৬। শ্রোত্রই ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ। শ্রোত্ররূপ এই পাদ দিগ্‌রূপ জ্যোতি দ্বারা দীপ্তি পায় এবং তাপ প্রদান করে। যিনি এই প্রকার জানেন, তিনি কীর্ত্তি যশ ও ব্রহ্মবর্চ্চস্ দ্বারা দীপ্তি প্রাপ্ত হন এবং তাপ প্রদান করেন।

———

তৃতীয়াধ্যায়ে একোনবিংশ খণ্ড

আদিত্যে ব্রহ্মদৃষ্টি

১। আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশস্তস্যোপব্যাখ্যানমসদেবেদমগ্র আসীত্তৎ সদাসীত্তৎ সমভবত্তদাণ্ডং নিরবর্ত্তত তৎ সংবৎসরস্য মাত্রামশয়ত তন্নিরভিদ্যত তে আণ্ডকপালে রজতং চ সুবর্ণং চাভবতাম্।

১। 'আদিত্যঃ ব্রহ্ম' ইতি আদেশঃ (এই উপদেশ); তস্য উপব্যাখ্যানম্ (ব্যাখ্যা):—

অসৎ এব (অসৎই; নামরূপবিহীন) ইদম্ (এই জগৎ) অগ্রে (পূর্ব্বে) আসীৎ (ছিল)। তৎ (তাহা) সৎ (সূক্ষ্ম সত্তাবান্) আসীৎ (হইল)। তৎ সম্+অভবৎ (সম্ভূত হইল); তৎ আণ্ডম্ (বৈদিক প্রয়োগ;=অণ্ডম্) নিরবর্ত্তত (নিঃ+বৃৎ; পরিণত হইল); তৎ সম্বৎসরস্য (একবৎসরের) মাত্রাম্ (পরিমাণ) অশয়ত (শী; স্পন্দহীন অবস্থায় রহিল—যেমন লোকে শয়ন করিয়া থাকে); তৎ নিরভিদ্যত (নিঃ+ভিদ্ ধাতু লঙ্ কর্ম্মকর্ত্তৃবাচ্য; বিভক্ত হইল); তে (সেই দুই) আণ্ডকপালে (অণ্ডের দুইভাগ; কপাল=ডিম্বের খোসা) রজতম্ চ (রজতময়) সুবর্ণম্ চ (সুবর্ণময়) অভবতাম্ (হইল)।

১। 'আদিত্যই ব্রহ্ম' এই উপদেশ। ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা এই:—

এই (জগৎ) পূর্ব্বে অসৎ (অর্থাৎ নামরূপবিহীন) ছিল। তাহা সৎ (অর্থাৎ সূক্ষ্ম সত্তাবান্) হইল, তাহা সম্ভূত হইল, তাহা অণ্ডরূপে পরিণত হইল, তাহা এক বৎসরকাল স্পন্দহীন অবস্থায় রহিল,

২। তদ্ যদ্রজতং সেয়ং পৃথিবী, যৎ সুবর্ণং সা দ্যৌর্যজ্জরায়ু তে পর্ব্বতা যদুল্বং সমেঘো নীহারো যা ধমনয়স্তা নদ্যো যদ্বাস্তেয়মুদকং স সমুদ্রঃ।

৩। অথ যত্তদজায়ত সোঽসাবাদিত্যস্তং জায়মানং ঘোষা উলূলবোঽনূদতিষ্ঠন্ সর্ব্বাণি চ ভূতানি সর্ব্বে চ কামাস্তস্মা-ত্তস্যোদয়ং প্রতি প্রত্যায়নং প্রতি ঘোষা উলূলবোঽনুতিষ্ঠন্তি সর্ব্বাণি চ ভূতানি সর্ব্বে চ কামাঃ।

২। তৎ যৎ (সেই যে) রজতম্, সা (তাহা) ইয়ম্ পৃথিবী (এই পৃথিবী); যৎ (যাহা) সুবর্ণম্, সা দ্যৌঃ (দ্যুলোক); যৎ জরায়ুঃ তে (তাহা) পর্ব্বতাঃ (১।৩); যৎ উল্বম্ (সূক্ষ্মগর্ভ-বেষ্টন) সমেঘঃ (মেঘসহ) নীহারঃ (হিম); যাঃ (যাহা) ধমনয়ঃ (ধমনীসমূহ), তাঃ (তাহা) নদ্যঃ (নদীসমুদয়); যৎ বাস্তেয়ম্ (বস্তিতে অর্থাৎ মূত্রাশয়ে উৎপন্ন) উদকম্ (জল) সঃ (তাহা) সমুদ্রঃ।

৩। অথ যৎ তৎ (এই যাহা) অজায়ত (উৎপন্ন হইল), সঃ অসৌ (এই) আদিত্যঃ। তম্ জায়মানম্ (সে উৎপন্ন হইলে; 'অণু'-যোগে

তাহার পরে বিভিন্ন হইল; অণ্ডের একভাগ রজতময়, অপরভাগ সুবর্ণময় হইল।

২। সেই যে রজতময় অংশ তাহাই এই পৃথিবী; যাহা সুবর্ণময় অংশ তাহাই দ্যৌ; যাহা জরায়ু তাহাই পর্ব্বতসমূহ; যাহা উল্ব (অর্থাৎ সূক্ষ্মগর্ভ-বেষ্টন) তাহাই মেঘ ও নীহার; যাহা ধমনী, তাহাই নদীসমূহ; ইহার বস্তিপ্রদেশের উদকই সমুদ্র।

৩। অনন্তর যাহা উৎপন্ন হইল, তাহা এই আদিত্য। এই আদিত্য উৎপন্ন হইলে, 'উলু উলু' ধ্বনি উত্থিত হইল এবং সমুদয় ভূত ও সমুদয়

৪। স য এতমেবং বিদ্বানাদিত্যং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽভ্যাশো হ যদেনং সাধবো ঘোষা আ চ গচ্ছেয়ুরুপ চ নিম্রেড়েরন্নিম্রেড়েরন্।

দ্বিতীয়া) ঘোষাঃ (শব্দ) উলূলবঃ (উলূলু ১।৩=উলু+উলু=উলু উলু এই ধ্বনি) অনু (তম্ জায়মানম্+; ইহার অর্থঃ—উৎপত্তি সময়ে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া) উৎ+অতিষ্ঠন্ (উৎ+স্থা; উত্থিত হইয়াছিল); সর্ব্বাণি চ ভূতানি (সমুদয় ভূত) সর্ব্বে চ কামাঃ (সমুদয় কাম্যবস্তু)। তস্মাৎ (সেই জন্য) তস্য উদয়ম্ প্রতি (তাহার উদয়কে লক্ষ্য করিয়া) প্রতি+অয়নম্ প্রতি (অস্তগমনকে লক্ষ্য করিয়া) ঘোষাঃ উলূলবঃ অনুতিষ্ঠন্তি (উৎপন্ন হয়) সর্ব্বাণি চ ভূতানি, সর্ব্বে চ কামাঃ।

৪। সঃ যঃ (২।১১।২ মন্তব্য দ্রঃ) এতম্ (ইহাকে) এবম্ (এই প্রকার) বিদ্বান্ (জানিয়া) 'আদিত্যম্' (আদিত্যকে) ব্রহ্ম ইতি (ব্রহ্ম এইরূপে) উপাস্তে (উপাসনা করে), অভ্যাসঃ (শীঘ্র; কিংবা 'ফল') হ যৎ (ক্রিং বিং) এনম্ (ইহাকে, ইহার নিকটে) সাধবঃ ঘোষাঃ (মঙ্গলজনক রবসমূহ) আ চ গচ্ছেয়ুঃ (=আগচ্ছেয়ুঃ চ= উপস্থিত হয়) উপ চ নিম্রেড়েরন্ (=উপনিম্রেড়েরন্ চ=উপ+নি+ ম্রেড়্+ঈরন্=সুখী করে); নিম্রেড়েরন্ (দ্বিরুক্তি সমাপ্তিসূচক) যৎ ক্রিয়া বিশেষণ। অন্বয় এই প্রকার—আগচ্ছেয়ুঃ (ইতি) যৎ (যঃ) অভ্যাসঃ 'অভ্যাসঃ' শব্দের পাঠান্তর "অভ্যাশঃ"।

কাম্য বস্তুসমূহও (উৎপন্ন হইল)। এই জন্য সূর্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের সময় উলু উলু ধ্বনি উপস্থিত হয় এবং সমুদয় ভূত ও সমুদয় কাম্য বস্তু (উৎপন্ন হয়)।

৪। যিনি ইহাকে এইরূপ জানিয়া 'আদিত্যই ব্রহ্ম' এইরূপ উপাসনা করেন, সমুদয় ম[illegible]ধ্বনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হয় এবং তাঁহাকে সুখপ্রদান করে।

মন্তব্য

৩।১৯।৩। "উলূলবঃ"—শঙ্করাচার্য্য বলেন উলূলবঃ='উরুরবঃ' = বিস্তীর্ণরবাঃ। 'উলূলবঃ' বহুবচন কিন্তু 'উরুরবঃ' একবচন। শঙ্করের মত গ্রহণ করিলে এই দোষ হয়। আনন্দগিরির অর্থ—"উৎসবকালীনাঃ শব্দবিশেষাঃ দেশবিশেষে প্রসিদ্ধাঃ"। অথর্ব্ববেদে অনুরূপ অর্থে উলুলয়ঃ (উলুলি শব্দ) ব্যবহৃত হইয়াছে। চতুর্থ মন্ত্রে সাধবঃ ঘোষাঃ (অর্থাৎ মঙ্গলধ্বনি) ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতেও অনুমান করা যাইতে পারে "উলূলবঃ" শব্দের অর্থ মঙ্গলধ্বনি।

চতুর্থাধ্যায়ে প্রথম খণ্ড

জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ ও রৈক্কের আখ্যায়িকা (১)

১। জানশ্রুতির্হ পৌত্রায়ণঃ শ্রদ্ধাদেয়ো বহুদায়ী বহুপাক্য আস স হ সর্ব্বত আবসথান্মাপয়াঞ্চক্রে সর্ব্বত এব মেঽৎস্যন্তীতি।

২। অথ হ হংসা নিশায়ামতিপেতুস্তদ্ধৈবং হংসো হংসমভ্যুবাদ হো হোঽয়ি ভল্লাক্ষ ভল্লাক্ষ জানশ্রুতেঃ পৌত্রায়ণস্য সমং দিবা জ্যোতিরাততং তন্মা প্রসাঙ্ক্ষীস্তত্ত্বা মা প্রধাক্ষীরিতি।

১। জানশ্রুতিঃ হ পৌত্রায়ণঃ (জনশ্রুতের বংশধর এবং প্রপৌত্র) শ্রদ্ধাদেয়ঃ (যিনি শ্রদ্ধার সহিত দান করেন) বহুদায়ী (যিনি বহু দান করেন) বহুপাক্যঃ (ভোজন করাইবার জন্য যিনি বহু পাক করান) আস (প্রাচীন প্রয়োগ ; =বভূব=ছিলেন)। সঃ (তিনি) হ সর্ব্বতঃ (সর্ব্বদিকে) আবসথান্ (পান্থশালাসমূহকে ; আ+বস্+অথ উণাদি সূত্র ৩।১১৬) মাপয়াঞ্চক্রে (প্রস্তুত করাইয়াছিলেন) সর্ব্বতঃ এব মে (আমার অর্থাৎ আমার অন্নকে) অৎস্যন্তি (অদ্ ; ভক্ষণ করিবে) ইতি।
২। অথ হ হংসাঃ (১৩) নিশায়াম্ (রাত্রিতে) অতিপেতুঃ

১। জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান করিতেন, বহু দান করিতেন এবং (অতিথিদিগকে ভোজন করাইবার জন্য) বহু অন্ন পাক করাইতেন। 'সর্ব্বলোকে আমার অন্ন ভোজন করিবে' এই (উদ্দেশ্যে) তিনি সর্ব্বদিকে পান্থশালা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

২। এক সময়ে রাত্রিকালে হংসগণ উড়িয়া যাইতেছিল। এক হংস (অগ্রগামী) অপর এক হংসকে বলিল :—হো! হো! অয়ি!

৩। তমু হ পরঃ প্রত্যুবাচ কম্বর এনমেতৎসন্তং সযুগ্বানমিব রৈক্কমাত্থেতি যো নু কথং সযুগ্বা রৈক্ক ইতি।

(অতি+পৎ লিট্ ;=উড়িয়া গেল ; শঙ্করের মতে "পতিত হইল" অর্থাৎ জানশ্রুতির দৃষ্টিপথে পতিত হইল)। তৎ (সেই সময়ে) হ এবম্ (এই প্রকার) হংসঃ (এক হংস) হংসম্ (অপর হংসকে) অভ্যুবাদ (অভি+উবাদ, বদ্ ধাতু ; সম্বোধন করিয়া বলিল) :—

হো! হো! অয়ি! (সম্বোধনসূচক অব্যয়) ভল্লাক্ষ! ভল্লাক্ষ! জানশ্রুতেঃ পৌত্রায়ণস্য (জানশ্রুতি পৌত্রায়ণের) সমম্ দিবা (দ্যুলোকের ন্যায়, আকাশের ন্যায়, বা দিবসের ন্যায়) জ্যোতিঃ আততম্ (আ+তন্; বিস্তৃত হইয়াছে); তৎ (তাহাকে) মা (না) প্রসাঙ্‌ক্ষীঃ (প্র+সঞ্জ লুঙ=প্র+অসাঙ্‌ক্ষীঃ ; মা যোগে 'অ' লুপ্ত ; স্পর্শ করিবে), তৎ (সেই জ্যোতি) ত্বা (তোমাকে) মা প্রধাক্ষীঃ (বৈদিক প্রয়োগ ;= প্রধাক্ষীৎ= ; প্র+দহ ;=যেন দগ্ধ করে)।

৩। তম্ উ হ (তাহাকে) পরঃ (অপর জন) প্রতি+উবাচ (উত্তর করিল) :—কম্বরে (কম্+উ+অরে ; কম্=কাহাকে ; অরে সম্বোধনে) এনম্ (ইহাকে) এতৎ সন্তম্ (যিনি এই প্রকার তাঁহাকে ; সন্তম্=সৎ, ২।১) সযুগ্বানম্ ইব রৈক্কম্ (শকটের সহিত বর্ত্তমান রৈক্কের ন্যায়। যুগ্বা=শকট ; যুগ অর্থাৎ যোয়াল বহন করে এইজন্য অশ্ব ও বলীবর্দ্দকে যুগ্য বলা হয় ; যাহার যুগ্য আছে তাহা যুগ্বা (যুগ্বন্ শব্দ); যুগ্বার সহিত বর্ত্তমান

ভল্লাক্ষ! ভল্লাক্ষ ; জানশ্রুতি পৌত্রায়ণের জ্যোতি আকাশের ন্যায় বিস্তৃত রহিয়াছে ; ইহা স্পর্শ করিও না ; ইহা যেন তোমাকে দগ্ধ না করে।

৩। দ্বিতীয় হংস বলিল—'এই ব্যক্তি এমন কে যে ইহার বিষয় এইরূপ বলিতেছ? এ যেন শকটবান্ রৈক্ক!'

৪। যথা কৃতায়বিজিতায়াধরেয়াঃ সংযন্ত্যেবমেনং সর্ব্বং তদভিসমেতি যৎ কিঞ্চ প্রজাঃ সাধু কুর্ব্বন্তি। যস্তদ্বেদ যৎ স বেদ স ময়ৈতদুক্ত ইতি।

সযুগ্বা) আত্থ (বলিতেছ) ইতি। যঃ (যে রৈক 'তোমা কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছেন') নু কথম্ (কি প্রকার) সযুগ্বা (শকট সহ বর্ত্তমান) রৈক্বঃ ইতি।

৪। যথা (যেমন) কৃতায়বিজিতায় ('কৃত' নামক 'অয়' অর্থাৎ পাশা, যে জয় করে—তাহার জন্য) অধরেয়াঃ (নিম্ন-অঙ্কবিশিষ্ট পাশা) সংযন্তি (সম্+ই; অধীন হয়), এবম্ (এই প্রকার) এনম্ (ইহাকে) সর্ব্বম্ তৎ (সেই সমুদয়) অভিসমৈতি (অভি+সম্+আ+এতি, ই; এই রৈক্বের অধীন হয়)—যৎ কিঞ্চ (যাহা কিছু) প্রজাঃ (লোকসমূহ) সাধু কুর্ব্বন্তি (সাধু কর্ম্ম করে)। যঃ (যে ব্যক্তি) তৎ (তাহা) বেদ (জানে), যৎ (যাহা) সঃ (রৈক) বেদ, সঃ (সে ব্যক্তি) ময়া (আমা কর্ত্তৃক) এতৎ (এই প্রকার) উক্তঃ (উক্ত হইয়াছে) ইতি।

প্রথম হংস জিজ্ঞাসা করিল—'তুমি যে শকটবান্ রৈক্বের কথা বলিতেছ, সে কে?'

৪। দ্বিতীয় হংস বলিল—'কৃত নামক পাশা জয় করিলে যেমন নিম্নাঙ্ক পাশাসমূহও তাহার অন্তর্ভূত অর্থাৎ অধীন হয়, তেমনি এই সমস্তই—লোকে যাহা কিছু কার্য্য করে সে সমুদয়ই—সেই রৈক্বের অধীন হয়। রৈক যাহা জানেন, যে ব্যক্তি তাহা জানে, আমি সেই ব্যক্তির বিষয়েও এই প্রকার বলি (অর্থাৎ রৈক্বের ন্যায় জ্ঞানী ব্যক্তির বিষয়েও আমি এই কথা বলি)।'

৫। তদু হ জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণ উপশুশ্রাব স হ সঞ্জিহান এব ক্ষত্তারমুবাচাঙ্গারে হ সযুগ্বানমিব রৈক্কমাত্থেতি যো নু কথং সযুগ্বা রৈক্ক ইতি।

৬। যথা কৃতায়বিজিতায়াধরেয়াঃ সংযন্ত্যেবমেনং সর্ব্বং তদভিসমৈতি যৎ কিঞ্চ প্রজাঃ সাধু কুর্ব্বন্তি যস্তদ্বেদ যৎ স বেদ স ময়ৈতদুক্ত ইতি।

৫। তৎ (২।১, হংসদ্বয়ের কথোপকথন) উ হ জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণঃ উপশুশ্রাব (উপ+শ্রু; শ্রবণ করিয়াছিলেন)। সঃ হ (তিনি) সঞ্জিহানঃ (শয্যা বা নিদ্রা ত্যাগ করিয়া) এব ক্ষত্তারম্ (দ্বাররক্ষককে; ক্ষর্ত্তৃ শব্দ পাঃ ৩।২।১৩৫ বার্ত্তিক) উবাচ (বলিলেন):—অঙ্গ (হে বৎস) অরে! হ 'সযুগ্বানম্ ইব রৈক্কম্ আত্থ' ইতি। যঃ নু কথম্ স-যুগ্বা রৈক্কঃ ইতি (৩ টীকা)। সঞ্জিহানঃ বৈদিক প্রয়োগ, ১।১০।৬ মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

৬। যথা কৃতায়-বিজিতায় অধরেয়াঃ সংযন্তি, এবম্ এনম্ সর্ব্বম্ তৎ অভিসমৈতি—যৎ কিঞ্চ প্রজাঃ সাধু কুর্ব্বন্তি। যঃ তৎ বেদ, যৎ সঃ বেদঃ, সঃ ময়া এতৎ উক্তঃ ইতি (৪ টীকা)।

পাঠান্তর—'অভিসমৈতি' স্থলে 'অভিসমেতি'।

৫-৬ জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ ইহা শ্রবণ করিয়াছিলেন। (প্রাতঃকালে শয্যা হইতে) উত্থিত হইয়া তিনি দ্বারপালকে বলিলেন:—

"শুন বৎস! (দুই হংসের মধ্যে কথা হইয়াছিল,—এক হংস বলিয়াছিল) 'তাহার বিষয় এমন ভাবে বলিতেছ সে যেন শকটবান্ রৈক্ক!'! (অপর হংস জিজ্ঞাসা করিল) 'তুমি যে শকটবান্ রৈক্কের কথা বলিতেছ, সে কে'? (পূর্ব্বোক্ত হংস তাহার উত্তরে বলিল) 'কৃত' নামক পাশা জয় করিলে যেমন নিম্নাঙ্ক পাশাসমূহও তাহার অধীন

৭। স হ ক্ষত্তান্বিষ্য নাবিদমিতি প্রত্যেয়ায় তং হোবাচ যত্রারে ব্রাহ্মণস্যান্বেষণা তদেনমর্চ্ছেতি।

৮। সোঽধস্তাচ্ছকটস্য পামানং কষমাণমুপোপবিবেশ তং হাভ্যুবাদ ত্বং নু ভগবঃ সযুগ্বা রৈক্ব ইত্যহং হ্যরা৩ ইতি হ প্রতিজজ্ঞে স হ ক্ষত্তাঽবিদমিতি প্রত্যেয়ায়।

৭। সঃ হ ক্ষত্তা অন্বিষ্য (অনু+ইষ্; অনুসন্ধান করিয়া) ন অবিদম্ (বিদ্ লুঙ্ প্রাপ্ত হইয়াছি) ইতি (এই মনে করিয়া) প্রতি +আ+ইয়ায় (ফিরিয়া আসিল)। তম্ হ (সেই দ্বারপালকে) উবাচ (বলিলেন) 'যত্র (যেখানে) অরে ব্রাহ্মণস্য (ব্রাহ্মণকে; কর্ম্মে ষষ্ঠী) অন্বেষণা (অনুসন্ধান 'করিতে হয়'), তৎ (সেই স্থলে) এনম্ (ইহাকে) অর্চ্ছ (গমন কর, অন্বেষণ কর)' ইতি।

৮। সঃ অধস্তাৎ (অধোভাগে) শকটস্য (শকটের) পামানম্ (পামন্ ২।১; খোস-পাঁচড়া) কষমাণম্ (চুলকাইতেছে এমন

হয়, তেমনি এসমস্তই—লোকে যাহা কিছু সাধু কর্ম্ম করে সে সমুদয়ই—রৈক্বের আয়ত্ত হয়। রৈক্বের ন্যায় যে জ্ঞানসম্পন্ন তাহার বিষয়েও এই প্রকার বলি।

৭। (রৈক্বের অনুসন্ধান করিবার জন্য জানশ্রুতি তাহাকে আদেশ করিলেন।) সেই দ্বারপাল অনুসন্ধান করিয়া (ফিরিয়া আসিল) এবং বলিল—"আমি তাঁহাকে পাইলাম না"। জানশ্রুতি তাহাকে বলিলেন—'যে স্থলে ব্রাহ্মণের অন্বেষণ করিতে হয়, সেই স্থলে (অর্থাৎ অরণ্যে বা নির্জ্জন প্রদেশে) তাঁহাকে অনুসন্ধান করিবার জন্য গমন কর।

৮। শকটের অধোভাগে একজন লোক খোস্ চুল্কাইতেছিল। দ্বারপাল তাহার নিকট উপবেশন করিল। সে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা

লোককে) উপ (সমীপে) উপবিবেশ (উপবেশন করিল)। তম্ হ (তাহাকে) অভ্যুবাদ (বলিল)—'ত্বম্ (আপনি) নু (কি) ভগবঃ (প্রাচীন ব্যবহার = ভগবন্ !) সযুগ্বা (শকটবান্) রৈক্বঃ ? ইতি। 'অহম্ (আমি) হি অরা ৩ (অরে—সম্বোধনে) ইতি প্রতিজজ্ঞে (প্রতি + জ্ঞ + লিট্ ; উত্তর করিল)। সঃ হ ক্ষত্তা (ক্ষতৃ ১।১ ; দ্বার-পাল) অবিদম্ (বিদ্ লুঙ্ ; জানিয়াছি) ইতি প্রতি + আ + ইয়ায় (প্রত্যাগমন করিল)। পাঠান্তর—'কষমাণম্' স্থলে 'কর্ষমাণম্'।

করিল—"ভগবন্ ! আপনিই কি শকটবান্ রৈক্ব ?" তিনি উত্তর করিলেন "অরে—এ—এ ? আমিই"। 'জানিয়াছি' এই মনে করিয়া সেই ক্ষত্তা প্রত্যাগত হইল।

মন্তব্য

৪।১।১। "জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণঃ"—ইহার নানা অর্থ হইতে পারে—(ক) জনশ্রুতের বংশধর ও প্রপৌত্র। পৌত্রায়ণ = পুত্রের পৌত্র। (খ) পুত্রায়ণ-গোত্রীয় জানশ্রুতি ; জানশ্রুতি = জনশ্রুতের পুত্র ; (গ) জানশ্রুতি = জানশ্রুতের পুত্র (Macdonell)।

ইহার বংশধরগণের নাম ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (১।২৫।১১৫), শতপথ ব্রাহ্মণ (৫।.।১।৫।৭), জৈমিনীয় উপনিষদ্ ব্রাহ্মণ (১।৬।৩, ৩।৪০।২) ও মৈত্রায়ণী সংহিতাতে (১।৪।৫) পাওয়া যায়।

আস = আস্ + লিট্। ইহা প্রাচীন প্রয়োগ। রামায়ণ (১।১০।১৬), কঠোপনিষদ্ (১।১), ছান্দোগ্য উপনিষদ্ (৬।১।১), বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ (১।৪।৩ ; ২।১।১,১৩), শতপথ ব্রাহ্মণ (১।১।৪।১৪ ; ১।৬।৩।৪) ইত্যাদি গ্রন্থে এইপ্রকার প্রয়োগ পাওয়া যায়।

৪।১।২। 'ভল্লাক্ষ' ঃ—কেহ কেহ বলেন ভল্লাক্ষ = ভদ্রাক্ষ = যাহাদিগের দৃষ্টি শুভ ; ভদ্র = শুভ। বিদ্রূপচ্ছলেও এই শব্দ এখানে ব্যবহৃত হইতে পারে।

'আত্থ'—বৈয়াকরণগণ বলেন 'আত্থ' 'ব্রূ' ধাতুরই একটী রূপ। নব্য ভাষাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ অনেকে বলেন প্রাচীনকালে 'অহ্' নামক একটী ধাতু ছিল। 'আত্থ' এই 'অহ' ধাতুরই রূপ।

এতৎ সন্তম্ ঃ—সমাস করিলে 'এতৎসন্তম্' হইতে পারে। শঙ্করের মতে এতৎ = এই বাক্য ২।১ আত্থ ক্রিয়ার কর্ম্ম। 'সন্তম্' = মাহাত্ম্য-যুক্ত, ২ ১। তিনি এইরূপ অর্থ করেন—"এ একজন নিকৃষ্ট রাজা', ইহার এমন কি মাহাত্ম্য আছে যে ইহাকে রৈক্কের সহিত তুলনা করিতেছ? কেহ কেহ বলেন 'সন্তম্' = সাধু, ২।১, 'রৈক্কম্' এর বিশেষণ।

৪।১।৪। পাঠান্তর—'অভিসমৈতি' স্থলে 'অভিসমেতি' = অভি + সম্ + এতি। মোক্ষমূলার বলেন "অধরেয়াঃ" স্থলে 'অধরেহয়াঃ' পাঠ হওয়া উচিত। অধরেহয়াঃ = অধরে + অয়াঃ।

৪।১।৭। 'অর্চ্ছ' বৈদিক প্রয়োগ ;—ঋচ্ছ, ঋ ধাতু হইতে। কিন্তু অর্চ্ছ = আ + ঋচ্ছ এরূপ বলিলে আর বৈদিক প্রয়োগ বলিতে হয় না।

৪।১।৮। 'অরা' শব্দের শেষ স্বর প্লুত ; এই জন্য ইহার পর ৩ লেখা হইয়াছে। রৈক্ক 'খোস্' চুলকাইতেছিলেন, এই প্রকার ঘটনা ঘটিলে লোকে স্বভাবতঃ প্লুতস্বরেই উত্তর দিয়া থাকে।

চতুর্থাধ্যায়ে দ্বিতীয় খণ্ড

জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ ও রৈক্কের আখ্যায়িকা (২)

১। তদু হ জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণঃ ষট্ শতানি গবাং নিষ্কমশ্বতরীরথং তদাদায় প্রতিচক্রমে তং হাভ্যুবাদ।

২। রৈক্কেমানি ষট্ শতানি গবাময়ং নিষ্কোঽয়মশ্বতরীরথো-ঽনু ম এতাং ভগবো দেবতাং শাধি যাং দেবতামুপাস্স ইতি।

১। তৎ (তাহার পর; বা সেই জন্য) উ হ জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণঃ ষট্শতানি (৬০০) গবাম্ (গোসমূহের), নিষ্কম্ (স্বর্ণময় কণ্ঠহার) অশ্বতরীরথম্ (অশ্বতরীযুক্তরথ) তৎ (এই সমুদয়; বা সেই স্থলে) আদায় (লইয়া) প্রতিচক্রমে (প্রতি+ক্রম্ ধাতু; গমন করিলেন)। তম্ হ (তাহাকে) অভ্যুবাদ (বলিলেন):—

২। রৈক্ক! ইমানি (এই সমুদয়) ষট্শতানি গবাম্ (৬০০ গাভী), অয়ম্ (এই) নিষ্কঃ, অশ্বতরীরথঃ। অনু (শাধি+) মে (আমাকে) এতাম্ (+দেবতাম্) ভগবঃ (প্রাচীনপ্রয়োগ= ভগবন্) দেবতাম্ (এতাম্+; = এই দেবতাকে) শাধি (অনু+; শাস্ লোটহি; উপদেশ দান করুন), যাম্ দেবতাম্ (যে দেবতাকে) উপাসাসে (উপাসনা করেন) ইতি।

পাণিনির মতে 'ক্ষুদ্রত্ব' বুঝাইলে অশ্বের উত্তর 'তর' প্রত্যয় হয় (৫।৩।৯১)।

১। তাহার পর জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ ৬০০ গাভী, স্বর্ণময় কণ্ঠহার, এবং অশ্বতরীযুক্ত রথ লইয়া সেই স্থলে গমন করিলেন এবং রৈক্ককে এইরূপ বলিলেন—

২। 'হে রৈক্ক! আপনার জন্য এই ৬০০ গাভী, এই স্বর্ণময় কণ্ঠহার, এই অশ্বতরীযুক্ত রথ (আনীত হইয়াছে)। আপনি যে দেবতার উপাসনা করেন, আমাকে সেই দেবতার বিষয়ে উপদেশ দিন।

৩। তমু হ পরঃ প্রত্যুবাচাহ হারে ত্বা শূদ্র তবৈব সহ গোভিরস্ত্বিতি তদুহ পুনরেব জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণঃ সহস্রং গবাং নিষ্কমশ্বতরীরথং দুহিতরং তদাদায় প্রতিচক্রমে।

৪। তং হাভ্যুবাদ রৈক্কেদং সহস্রং গবাময়ং নিষ্কোঽয়মশ্বতরীরথ ইয়ং জায়াঽয়ং গ্রামো যস্মিন্নাস্সেঽন্বেব মা ভগবঃ শাধীতি।

৩। তম্ (জানশ্রুতিকে) উ হ পরঃ (অপরজন=রৈক্ক) প্রতি+উবাচ (উত্তর করিলেন):—'অহ (অরে) হার+ইত্বা (হারসহ শকট; ইত্বা গমনার্থক 'ই' ধাতু হইতে=রথ, যাহাতে গমন করা যায়) শূদ্র! তব এব (তোমারই) সহ গোভিঃ (গাভীগণ সহ) অস্তু (থাকুক)' ইতি। তৎ (তাহার পর; কিংবা সেই জন্য) উ=হ পুনঃ এব (পুনর্ব্বার) জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণঃ সহস্রম্ গবাম্ (১০০০ গাভীকে), নিষ্কম্, অশ্বতরীরথম্, দুহিতরম্ ('নিজ' দুহিতাকে) তৎ (সেই স্থানে, কিংবা তাহার জন্য) আদায় প্রতিচক্রমে। (১ দ্রঃ)।

৪। তম্ (তাঁহাকে, রৈক্ককে) হ অভি+উবাদ (বলিলেন):—"রৈক্ক! ইদম্ সহস্রম্ গবাম্, অয়ম্ নিষ্কঃ, অয়ম্ অশ্বতরীরথঃ, ইয়ম্ (এই) জায়া, অয়ম্ গ্রামঃ, যস্মিন্ (যে গ্রামে) আস্সে (অস্ লট্; আপনি বাস করেন)। অনু এব মা ভগবঃ শাধি" ইতি (২ দ্রঃ)।

৩। অনন্তর রৈক্ক তাঁহাকে বলিলেন—"হে শূদ্র! এই হার ও রথ এবং এই সমুদয় গাভী তোমারই থাকুক"। অনন্তর জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ সহস্র গাভী, স্বর্ণময় হার, অশ্বতরীযুক্ত রথ এবং নিজ দুহিতাকে লইয়া সেইস্থলে উপস্থিত হইলেন।

৪। জানশ্রুতি রৈক্ককে বলিলেন, "হে রৈক্ক! (আপনাকে) সহস্র গাভী, এই স্বর্ণময় হার, এই অশ্বতরীযুক্ত রথ, এই জায়া এবং

৫। তস্যা হ মুখমুপোদ্‌গৃহ্ণন্নুবাচাজহারেমাঃ শূদ্রানেনৈব মুখেন লাপয়িষ্যথা ইতি তে হৈতে রৈক্কপর্ণা নাম মহাবৃষেষু যত্রাস্মা উবাস তস্মৈ হোবাচ।

৫। তস্যাঃ (জানশ্রুতির দুহিতার) হ মুখম্ (২।১) উপ+উৎ+গৃহ্ণন্ (হস্ত দ্বারা মুখ ধরিয়া) উবাচ (বলিলেন) :—"আজহার (আ+হৃ লট্=আনিয়াছ) ইমাঃ (এই সমুদয়) শূদ্র! অনেন এব মুখেন (এই 'কন্যার' মুখ দ্বারাই) আলাপয়িষ্যথাঃ (আ+লপ্, ণিচ্, লৃট্=কথা বলাইবে)। তে হ এতে (সেই এই সমুদয়) রৈক্কপর্ণাঃ নাম (রৈক্কপর্ণা নামক গ্রামসমূহ) মহাবৃষেষু (মহাবৃষ প্রদেশে) যত্র (যেখানে) অস্মৈ (জানশ্রুতির জন্য অর্থাৎ তাহাকে উপদেশ দিবার জন্য) উবাস (বাস করিয়াছিলেন)। তস্মৈ (জানশ্রুতিকে) হ উবাচ (বলিলেন)।

আপনি যে গ্রামে বাস করেন সেই গ্রাম (উপহার দিতেছি)। আপনি আমাকে শিক্ষা দিন।

৫। (হস্ত দ্বারা) সেই কন্যার মুখ উত্তোলন করিয়া (বা ধরিয়া) রৈক্ক বলিলেন :—"হে শূদ্র! তুমি এই সমুদয় আনিয়াছ; (কিন্তু একমাত্র) এই মুখ দ্বারাই (অর্থাৎ এই কন্যার মুখ দ্বারাই) আমাকে কথা বলাইতেছ।"

মহাবৃষ প্রদেশে এই যে রৈক্কপর্ণ গ্রামসমূহ, এই স্থলেই রৈক্ক জানশ্রুতিকে উপদেশ দিবার জন্য বাস করিলেন। তিনি তাঁহাকে বলিলেন :—

মন্তব্য

৪।২।৩। 'দুহিতরম্'—দুহিতৃ=দুহ্+তৃচ্, যে দুগ্ধ দোহন করে। যাস্ক বলেন, "দুহিতা দুর্হিতা দূরে-হিতা দোগ্ধের্বা ৩।১।৩; বিবাহের পর দূরে প্রেরণ করা হয় কিংবা দুগ্ধ দোহন করে এই অর্থে দুহিতা। পাশ্চাত্য

পণ্ডিতগণ ইহার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন—(১) যে দুগ্ধ দোহন করে ; অতি প্রাচীনকালে কন্যাগণই দুগ্ধ দোহন করিত, এই জন্য তাহাদিগের নাম দুহিতা। (২) যে মাতার দুগ্ধ পান করে। (৩) যে দুগ্ধ দ্বারা সন্তান পোষণ করে।

এই উপনিষদে দুই স্থলে (৪।২।৩,৫) জানশ্রুতিকে শূদ্র বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। অথচ রৈক্ব ইহাকেই ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। ইহাতে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে 'তবে শূদ্রের ব্রহ্ম বিদ্যায় অধিকার আছে'। এই মত খণ্ডন করিবার জন্য দার্শনিকগণ এবং শাস্ত্রকারগণ নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। বেদান্ত দর্শনে দুইটী সূত্রে (১।৩।৩৪, ৩৫ ; রামানুজভাষ্যে ১।৩।৩৩, ৩৪) এ বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। প্রথম সূত্রটা এই ঃ—

শুক্ অস্য তৎ+অনাদর+শ্রবণাৎ। তদাদ্রবণাৎ সূচ্যতে ইতি। শুক্ = শোক অস্য = রৈক্বের ; তৎ+অনাদর+শ্রবণাৎ = তাহার প্রতি অনাদরসূচক বাক্য প্রয়োগ করা হইয়াছিল এই জন্য। তদাদ্রবণাৎ= তৎ+আদ্রবণাৎ = শোক তাহাকে দ্রবীভূত করিয়াছিল কিংবা জানশ্রুতি রৈক্বের নিকট দ্রুত গমন করিয়াছিলেন। 'তদাদ্রবণাৎ' এর পদপাঠ 'তদা +আদ্রবণাৎ' ও হইতে পারে। সূচ্যতে = সূচিত হইতেছে।

দর্শনকারের মতে শূদ্রশব্দ শুচ্ শব্দ এবং দ্রু-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ভাষ্যকারগণ বলেন, জানশ্রুতি শোকে দ্রুত গমন করিয়াছিলেন, কিংবা শোকে দ্রবীভূত হইয়াছিলেন, কিংবা শোকার্ত্ত হইয়া রৈক্বের নিকট দ্রুত গমন করিয়াছিলেন, কিংবা শোক তাঁহাতে দ্রুত প্রবেশ করিয়াছিল, এই জন্য জানশ্রুতিকে শূদ্র বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য বলেন এখানে শূদ্র শব্দের অবয়বার্থই গ্রহণ করা উচিত, রূঢ়ি অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

উণাদিসূত্রে আছে, 'শুচেঃ দশ্চঃ' ২।১৯ শুচ্ ধাতুর উত্তর রক্ প্রত্যয় হইলে 'উ'কার দীর্ঘ হয় এবং 'চ' স্থানে 'দ' হয়। এখানেও শূদ্র শব্দ দ্বারা শোক সূচিত হইয়াছে।

৪।২।৪। মোক্ষমুলার বলেন উপোদ্গৃহ্ণন্=মুখ খুলিয়া (বয়স জানিবার জন্য); শঙ্করের মতে—"অবগত হইয়া" অর্থাৎ "কন্যার মুখকে বিদ্যাদানের উপযুক্ত দ্বার বলিয়া অবগত হইয়া"। রৈক্ক আদর করিয়া কন্যার মুখ ধরিয়াছিলেন ইহাই প্রকৃত অর্থ বলিয়া মনে হয়।

অনেন এব মুখেন আলাপয়িষ্যথাঃ=এই কন্যার মুখ দ্বারাই আমাকে কথা বলাইতেছ। ইহার একাধিক অর্থ হইতে পারে। (ক) গবাদি লাভ করিয়াও আমি উপদেশ দিতে প্রস্তুত হই নাই; এখন তুমি কন্যা প্রদান করিতেছ। এই কন্যার মুখই আমাকে উপদেশ দেওয়াইয়া লইবে। অর্থাৎ এই কন্যার মুখ দেখিয়াই এই কন্যা লাভ করিয়াই, আমি উপদেশ দিব। কিংবা এ অর্থও হইতে পারে—এই কন্যার মুখ হইতেই যেন উপদেশ নিঃসৃত হইবে আমি উপলক্ষ্য মাত্র।

'অনেন এব মুখেন' অংশের এ অর্থও হইতে পারে—এই উপায় দ্বারাই অর্থাৎ কন্যাসম্প্রদান দ্বারাই। মুখ=উপায়।

'মহাবৃষ' একটী জাতির নাম। ইহারা যে দেশে বাস করিত, সে দেশের নামও মহাবৃষ। অথর্ব্ববেদ, বৌধায়ন শ্রৌত সূত্র (২।৫) এবং জৈমিনীয় উপনিষদ্ ব্রাহ্মণে (১০।৪০।২) ইহাদিগের উল্লেখ আছে। অথর্ব্ববেদের একটী মন্ত্রে বর্ণনা করা হইয়াছে যে 'তক্মা' নামক একটা ব্যাধি মহাবৃষ জাতির একটী বিশেষ ব্যাধি (৫।২২)। মোক্ষমুলার মনে করেন তক্মা এক প্রকার চর্ম্মরোগ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে 'পামা' রোগগ্রস্ত রৈক্কও ঐ প্রদেশেই বাস করিতেন। (মোক্ষমুলার)।

চতুর্থাধ্যায়ে তৃতীয় খণ্ড

রৈক্ক-কথিত সম্বর্গবিদ্যা—বায়ু ও প্রাণের প্রাধান্য

১। বায়ুর্বাব সংবর্গো যদা বা অগ্নিরুদ্বায়তি বায়ুমেবাপ্যেতি যদা সূর্য্যোঽস্তমেতি বায়ুমেবাপ্যেতি যদা চন্দ্রোঽস্তমেতি বায়ুমেবাপ্যেতি।

২। যদাপ উচ্ছুষ্যন্তি বায়ুমেবাপিয়ন্তি বায়ুর্হ্যেবৈতান্ সর্ব্বান্ সংবৃঙ্‌ক্ত ইত্যধিদৈবতম্।

১। বায়ুঃ বাব সংবর্গঃ (যাহা গ্রাস করে, বা গ্রহণ করে; সর্ব্বগ্রাস)। যদা (যখন) বৈ অগ্নিঃ উৎবায়তি (উৎ+বৈ; নির্ব্বাপিত হয়), বায়ুম্ এব (২।১) (অপি+ই; লীন হয়); যদা সূর্য্যঃ অস্তম্ এতি (অস্তগত হয়) বায়ুম্ এব অপি+এতি; যদা চন্দ্রঃ অস্তম্ এতি, বায়ুম্ এব অপি+এতি। পাঠান্তর—'উদ্বায়তি' স্থলে 'উদ্বাসয়তি'।

২। যদা আপঃ (জল) উৎশুষ্যন্তি (উৎ+শুষ্; শুষ্ক হয়) বায়ুম্ এব অপি যন্তি (অপি+ই; গমন করে); বায়ুঃ হি এব এতান্

১। "বায়ুই সর্ব্বগ্রাস (অর্থাৎ সকলকে গ্রাস করে); (কারণ) যখন অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, তখন (তাহা) বায়ুতেই লীন হয়; যখন সূর্য্য অস্তমিত হয়, তখন (তাহা) বায়ুতেই লীন হয়; যখন চন্দ্র অস্তমিত হয় তখন (তাহা) বায়ুতেই লীন হয়।

২। যখন জল বিশুষ্ক হয়, তখন তাহা বায়ুতেই গমন করে; বায়ু এই সমুদয়কে সংহার করে। ইহাই অধিদৈবত অর্থাৎ দেবতাবিষয়ক উপাসনা।

৩। অথাধ্যাত্মং প্রাণো বাব সংবর্গঃ স যদা স্বপিতি প্রাণমেব বাগপ্যেতি প্রাণং চক্ষুঃ প্রাণং শ্রোত্রং প্রাণং মনঃ প্রাণো হ্যেবৈতান্ সর্ব্বান সংবৃঙ্‌ক্ত ইতি।

৪। তৌ বা এতৌ দ্বৌ সংবর্গৌ বায়ুরেব দেবেষু প্রাণঃ প্রাণেষু।

সর্ব্বান্ (এই সমুদয়কে) সংবৃঙ্‌ক্তে (সম্+বৃজ কিংবা বৃঞ্জ্; সংবরণ করে, বিনাশ করে), ইতি অধিদৈবতম্ (দেবতা বিষয়ক উপাসনা)।

৩। অথ অধ্যাত্মম্ (দেহসংক্রান্ত উপাসনা):—প্রাণঃ বাব সংবর্গঃ (১মঃ)। সঃ (সে অর্থাৎ পুরুষ) যদা স্বপিতি (স্বপ্; নিদ্রিত হয়) প্রাণম্ (২।১) বাক্ অপি+এতি; প্রাণম্ চক্ষুঃ, প্রাণম্ শ্রোত্রম্; প্রাণম্ মনঃ। প্রাণঃ হি এব এতান্ সর্ব্বান্ সংবৃঙ্‌ক্তে ইতি (১,২টীঃ)।

৪। তৌ (১।২, সেই) বৈ এতৌ (১।২ এই) দ্বৌ (দুই) সংবর্গৌ (দুই সংবর্গ ১ মন্ত্র দ্রঃ):—বায়ুঃ এব দেবেষু (দেবগণের মধ্যে); প্রাণঃ প্রাণেষু (প্রাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে)।

৩। অনন্তর অধ্যাত্ম (অর্থাৎ দেহবিষয়ক) উপাসনা:—প্রাণই সর্ব্বগ্রাস; (কারণ) যখন পুরুষ নিদ্রিত হয় তখন বাক্ প্রাণে প্রবেশ করে, চক্ষু প্রাণে, শ্রোত্র প্রাণে এবং মন প্রাণে (প্রবেশ করে)। প্রাণই এই সমুদয়কে বিনাশ করে।

৪। এই দুইই সর্ব্বগ্রাস—দেবগণের মধ্যে বায়ু এবং ইন্দ্রিয়-সমূহের মধ্যে প্রাণ।

৫। অথ হ শৌনকং চ কাপেয়মভিপ্রতারিণং চ কাক্ষসেনিং পরিবিষ্যমাণৌ ব্রহ্মচারী বিভিক্ষে তস্মা উ হ ন দদতুঃ।

৬। স হোবাচ মহাত্মনশ্চতুরো দেব একঃ কঃ স জগার ভুবনস্য গোপাস্তং কাপেয় নাভিপশ্যন্তি মর্ত্যা অভিপ্রতারিন্ বহুধা বসন্তং যস্মৈ বা এতদন্নং তস্মা এতন্ন দত্তমিতি।

৫। অথ হ শৌনকম্ চ কাপেয়ম্ (কপি-গোত্রোৎপন্ন শৌনককে), অভিপ্রতারিণম্ চ কাক্ষসেনিম্ (কক্ষসেনের পুত্র অভিপ্রতারীকে) পরিবিষ্যমাণৌ (যে দুইজনকে অন্ন পরিবেশন করা হইতেছিল, সেই দুইজনকে) ব্রহ্মচারী বিভিক্ষে (ভিক্ষ্; ভিক্ষা চাহিল)। তস্মৈ (তাহাকে) উ হ ন দদতুঃ (ভিক্ষা দিল)।

৬। সঃ হ উবাচ—"মহাত্মনঃ চতুরঃ (চারিজন মহাত্মাকে) দেবঃ একঃ কঃ (কে) সঃ জগার (গৃ; গ্রাস করিয়াছে)? ভুবনস্য (ভুবনের) গোপাঃ (রক্ষক)? তম্ (তাহাকে) কাপেয়! ন অভিপশ্যন্তি (দেখিতে পায় না) মর্ত্যাঃ (মরণশীল মানবগণ) অভিপ্রতারিন্! বহুধা (বহুরূপে) বসন্তম্ (বস্+শতৃ, ২।১; বর্ত্তমান)। যস্মৈ (যাহার জন্য) বৈ এতৎ অন্নম্ (এই অন্ন) তস্মৈ (তাহাকে) এতৎ ন দত্তম্ (ইহা দিলে না) ইতি।

৫। অনন্তর কপিপুত্র শৌনক এবং কক্ষসেনের পুত্র অভিপ্রতারী—(এই দুইজন)কে অন্ন পরিবেশন করা হইতেছিল। এমন সময়ে একজন ব্রহ্মচারী আসিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিল। তাহারা তাহাকে ভিক্ষা প্রদান করিল না।

৬। সেই ব্রহ্মচারী বলিল 'এক দেবতা চারিজন মহাত্মাকে গ্রাস করিয়াছেন; তিনি কে? কে ভুবনের রক্ষক? হে কাপেয়! হে

৭। তদু হ শৌনকঃ কাপেয়ঃ প্রতিমন্বানঃ প্রত্যেয়ায়াত্মা দেবানাং জনিতা প্রজানাং হিরণ্যদংষ্ট্রো বভসোঽনসূরির্মহান্তমস্য মহিমানমাহুরনদ্যমানো যদনন্নমত্তীতি বৈ বয়ং ব্রহ্মচারিন্নেদমুপাস্মহে দত্তাস্মৈ ভিক্ষামিতি।

৭। তৎ (সেই বাক্যকে) উ হ শৌনকঃ কাপেয়ঃ প্রতিমন্বানঃ (প্রতি+মন্+শানচ্=মনে মনে আলোচনা করিয়া) প্রত্যেয়ায় (প্রতি+আ+ইয়ায়, ই ধাতু; তাহার নিকট গমন করিল)। আত্মা দেবানাম্ (দেবগণের) জনিতা (বৈদিকপ্রয়োগ=জনয়িতা) প্রজানাম্ (স্থাবর ও জঙ্গমের; যাহা উৎপন্ন হয় তাহাই প্রজা, প্র+জন্) হিরণ্য দংষ্ট্রঃ (স্বর্ণময় দন্ত বিশিষ্ট) বভসঃ (ভক্ষক; ভস্ ধাতু=ভক্ষণ করা) অন সূরিঃ (সূরি=মেধাবী; অসূরি=যে মেধাবী নহে; অনসূরি=যে অসূরি নহে=মেধাবী), মহান্তম্ (মহান্ এইরূপ ২।১) অস্য (ইহার) মহিমানম্ (মহিমাকে) আহুঃ (বলিয়া থাকে), অনদ্যমানঃ (ন অদ্যমানঃ=যাহা অপর কর্তৃক ভক্ষিত হয় না; অদ্যমানঃ 'অদ্' ধাতু হইতে) যৎ (যাহা) অনন্নম্ (অন্ন নয় এমন বস্তুকেও) অত্তি (ভক্ষণ করেন)

অভিপ্রতারিন্! মর্ত্ত্যগণ বহুরূপে বর্ত্তমান সেই দেবতাকে দেখিতে পায় না। যাঁহার জন্য এই অন্ন, তাঁহাকেই সেই অন্ন দিলে না।

৭। শৌনক কাপেয় এই বাক্য আলোচনা করিয়া সেই ব্রহ্মচারীর নিকট গমন করিলেন (এবং বলিলেন) :—"যিনি দেবগণের আত্মা, প্রজাগণের জনয়িতা, হিরণ্যদন্ত, ভক্ষণশীল এবং মেধাবী; অপরে যাঁহাকে ভক্ষণ করিতে পারে না, অনন্নকেও (অর্থাৎ যাহা অন্ন নয় এমন বস্তুকেও) যিনি ভক্ষণ করেন, (জ্ঞানিগণ) তাঁহার মহিমাকে মহান্ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। হে ব্রহ্মচারিন্! আমরা তাঁহারই উপাসনা করি।" (তাহার পর তিনি বলিলেন) ইহাকে ভিক্ষা দাও।

৮। তস্মা উ হ দদুস্তে বা এতে পঞ্চান্যে পঞ্চান্যে দশ সন্তস্তৎকৃতং তস্মাৎ সর্ব্বাসু দিক্ষ্বন্নমেব দশ কৃতং সৈষা বিরাড়ন্নাদী তয়েদং সর্ব্বং দৃষ্টং সর্ব্বমস্যেদং দৃষ্টং ভবত্যন্নাদো ভবতি য এবং বেদ য এবং বেদ।

ইতি বৈ বয়ম্ (আমরা) ব্রহ্মচারিন্! আ (+উপাস্মহে) ইদম্ (ইহাকে) উপাস্মহে (আ+; উপাসনা করি)। দত্ত (দান কর) অস্মৈ (ইহাকে অর্থাৎ এই ব্রহ্মচারীকে) ভিক্ষাম্ ইতি।

৮। তস্মৈ (সেই ব্রহ্মচারীকে) উ হ দদুঃ (ভিক্ষা দিল)। তে বৈ এতে (সেই এই সমুদয়) পঞ্চ অন্যে (অন্য পাঁচজন; বায়ু এবং তাহার চারি অন্ন অর্থাৎ অগ্নি, আদিত্য, চন্দ্র ও জল), পঞ্চ অন্যে (অপর পাঁচজন; প্রাণ ও তাহার চারিটী খাদ্য অর্থাৎ বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র ও মন) দশ সন্তঃ (দশ জন হইয়া) তৎ (তাহা) কৃতম্। তস্মাৎ (সেইজন্য) সর্ব্বাসু দিক্ষু (সমুদয় দিকে) অন্নম্ এব দশ কৃতম্। সা এষা (সেই এই—দশ) বিরাট অন্নাদী (অন্নভোক্ত্রী)। তয়া (সেই বিরাট দ্বারা) ইদম্ সর্ব্বম্ (এই সমুদয়) দৃষ্টম্। সর্ব্বম্ অস্য (ইহার) ইদম্ (এই) দৃষ্টম্ ভবতি (হয়), অন্নাদঃ (অন্নভোক্তা) ভবতি, যঃ (যে) এবম্ (এই প্রকার) বেদ (জানেন), যঃ এবম্ বেদ (দ্বিরুক্তি সমাপ্তিসূচক)।

৮। (তখন) তাহাকে ভিক্ষা দেওয়া হইল। সেই প্রথম পাঁচ (বায়ু ও তাহার চারিটী খাদ্য) এবং দ্বিতীয় পাঁচ (প্রাণ ও তাহার চারিটী খাদ্য) মিলিত হইয়া দশ হইলে 'কৃত' হয়। এই জন্য সর্ব্বদিকে কৃত ও (তাহার) অন্নের সংখ্যা দশ। ইহাই বিরাট্ ও অন্নভোক্তা। ইহা দ্বারাই এই সমুদয় দৃষ্ট হয়। যিনি এই প্রকার জানেন তিনি সর্ব্বদিকে এই সমুদয় দেখিতে পান এবং তিনি অন্নাদ হন।

মন্তব্য

৪।৩।৫। পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ (১০।৫।৭ ; ১৪।১।১২,১৫) এবং জৈমিনীয় উপনিষদ্ ব্রাহ্মণে (১।৫৯।১ ; ৩।১।২১, ইত্যাদি) অভিপ্রতারী কাক্ষসেনির উল্লেখ আছে। ইনি একজন কুরুবংশোদ্ভব রাজন্য ছিলেন।

৪।৩।৬। বায়ু এই চারিজনকে গ্রাস করেন ঃ—অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র ও জল। প্রাণ গ্রাস করেন এই চারিজনকে ঃ—বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র, ও মন। এই বায়ু এবং প্রাণ একই দেবতা ; এইজন্যই বলা হইয়াছে, একই দেবতা চারিজনকে গ্রাস করেন।

শঙ্করের মতে 'কঃ' অর্থ 'কে' নহে। তিনি বলেন এখানে 'ক' নামক দেবতার অর্থাৎ প্রজাপতির কথা বলা হইয়াছে।

৪।৩।৮। কৃত পাশায় ৪টী অঙ্ক, ত্রেতায় ৩টী, দ্বাপরে ২টী এবং কলিতে ১টী। কৃত অপর তিনটীকে জয় করিয়া থাকে এবং ভক্ষণ করিয়া থাকে অর্থাৎ অন্তর্ভূত করিয়া থাকে। এখানে ভক্ষক ও ভুক্তের সংখ্যা দশ ; ৪ + ৩ + ২ + ১ = ১০, সুতরাং কৃতই দশ।

বায়ুর খাদ্য ৪টী, প্রাণের খাদ্যও ৪টী। এখানেও ভক্ষক ও ভুক্তের সংখ্যা দশ।

'সর্ব্বাসু দিক্ষু অন্নম্ এব দশকৃতম্'—এই অংশের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হইতে পারে—(ক) কৃত ও অন্ন মোট দশ, (খ) অন্নই কৃত-সংজ্ঞক দশ,—(গ) সর্ব্বদিকে অন্নের সংখ্যা দশ, সুতরাং অন্নই কৃত।

চতুর্থাধ্যায়ে চতুর্থ খণ্ড

সত্যকাম জাবালের আখ্যায়িকা।

১। **সত্যকামো হ জাবালো জবালাং মাতরমামন্ত্রয়াঞ্চক্রে ব্রহ্মচর্য্যং ভবতি বিবৎস্যামি কিং গোত্রোন্বহমস্মীতি।**

২। **সা হৈনমুবাচ নাহমেতদ্বেদ তাত যদ্গোত্রস্ত্বমসি বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে সাহমেতন্ন বেদ যদ্গোত্রস্ত্বমসি জবালা তু নামাহমস্মি সত্যকামো নাম ত্বমসি স সত্যকাম এব জাবালো ব্রুবীথা ইতি।**

১। সত্যকামঃ হ জাবালঃ জবালাম্ মাতরম্ (মাতা জবালাকে) আমন্ত্রয়াঞ্চক্রে (আহ্বান করিয়া বলিল):—'ব্রহ্মচর্য্যম্ (২।১) ভবতি (হে পূজনীয়ে; ভবৎ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ভবতী, সম্বোধনে 'ভবতি') বিবৎস্যামি (বি+বস্, লট্; বাস করিব)। কিংগোত্রঃ (কোন্ গোত্রের) নু অহম্ (আমি) অস্মি' (হই)? ইতি।

২। সা (সে অর্থাৎ জবালা) হ এনম্ (ইহাকে) উবাচ (বলিল) —"ন (না) অহম্ (আমি) এতৎ (ইহা) বেদ (জানি) তাত (হে পুত্র) যৎ-গোত্রঃ (যে গোত্রের অন্তর্গত) ত্বম্ (তুমি) অসি (হও)। বহু (+চরন্তী) অহম্ চরন্তী (বহু+; বহু বিচরণ করিয়া; কিংবা বহু লোকের সেবা করিয়া) পরিচারিণী (অপরের পরিচর্য্যা করিবার

১। সত্যকাম জাবাল মাতা জবালাকে সম্বোধন করিয়া বলিল— "হে পূজনীয়ে! আমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া গুরুগৃহে বাস করিব। আমার কি গোত্র?"

২। জবালা তাহাকে বলিল, "হে তাত! তোমার কোন্ গোত্র তাহা আমি জানি না। যৌবনে বহু বিচরণ করিয়া পরিচারিণী

৩। স হ হারিদ্রুমতং গৌতমমেত্যোবাচ ব্রহ্মচর্য্যং ভগবতি বৎস্যাম্যুপেয়াং ভগবন্তমিতি।

৪। তং হোবাচ কিংগোত্রো নু সোম্যাসীতি। স হোবাচ নাহমেতদ্বেদ ভো যদ্গোত্রোঽহমস্ম্যপৃচ্ছং মাতরং সা মা প্রত্যব্রবীদ্ বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে সাহমেতন্ন বেদ যদ্গোত্রস্ত্বমসি জবালা তু নামাহমস্মি সত্যকামো নাম ত্বমসীতি সোঽহং সত্যকামো জাবালোঽস্মি ভো ইতি।

অবস্থায়) যৌবনে ত্বাম্ (তোমাকে) অলভে (লাভ করিয়াছি)। সা অহম্ (সেই আমি) এতৎ ন বেদ 'যৎ-গোত্রঃ ত্বম্ অসি'; জবালা তু নাম অহম্ অস্মি; সত্যকামঃ নাম ত্বম্ অসি; সঃ (সেই তুমি) সত্য কামঃ এব জাবালঃ ব্রুবীথাঃ (বলিও) ইতি।

৩। সঃ হ হারিদ্রুমতম্ গৌতমম্ (হরিদ্রুমানের পুত্র গৌতমের নিকটে, ২।১) এত্য (আ+ইত্য, ইধাতু; গমন করিয়া) উবাচ (বলিল):—ব্রহ্মচর্য্যম্ (২।১) ভগবতি (৭।১, ভগবানের নিকটে, আপনার নিকটে) বৎস্যামি (বাস করিব), উপেয়াম্ (উপ+ই বিধি; শিষ্যরূপে আসিয়াছি) ভগবন্তম্ (২।১, ভগবানের নিকটে) ইতি।

৪। তম্ হ উবাচ—"কিং-গোত্রঃ নু সৌম্য! অসি (হও)?"

অবস্থায় (কিংবা যৌবনে পরিচারিণীরূপে বহুলোকের পরিচর্য্যা করিয়া) তোমাকে লাভ করিয়াছি। আমি জানিনা তোমার কোন্ গোত্র। আমি জবালা, তুমি সত্যকাম; সুতরাং বলিও 'আমিসত্যকাম জাবাল'।"

৩। সত্যকাম হারিদ্রুমত গৌতমের নিকট গমন করিয়া বলিল—"আপনার নিকট আমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বাস করিব; এই জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি।"

৪। গৌতম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "হে সোম্য! তুমি কোন্

৫। তং হোবাচ নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি সমিধং সোম্যাহরোপ ত্বা নেষ্যে ন সত্যাদগা ইতি তমুপনীয় কৃশানাম বলানাং চতুঃশতা গা নিরাকৃত্যোবাচেমাঃ সোম্যানুসংব্রজেতি তা অভিপ্রস্থাপয়ন্নুবাচ নাসহস্রেণাবর্ত্তেয়েতি স হ বর্ষগণং প্রোবাস তা যদা সহস্রং সম্পেদুঃ।

ইতি। সঃ হ উবাচ—"ন অহম্ এতৎ বেদ ভোঃ যৎ-গোত্রঃ অহম্ অস্মি। অপৃচ্ছম্ (জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম) মাতরম্ (মাতাকে)। সা (তিনি) মা (আমাকে) প্রতি+অব্রবীৎ (প্রত্যুত্তরে বলিয়াছেন) 'বহু অহম্ চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বাম্ অলভে, সা অহম্ এতদ্ ন বেদ যৎ-গোত্রঃ ত্বম্ অসি; জবালা তু নাম অহম্ অস্মি; সত্যকামঃ নাম ত্বম্ অসি' ইতি। সঃ অহম্ সত্যকামঃ জাবালঃ অস্মি ভোঃ" ইতি। (২য় মঃ দ্রঃ)। পাঠান্তর - (১) 'সোম্য' স্থলে সৌম্য; (২) 'মা' স্থলে 'মাম্'।

৫। তম্ (তাহাকে) হ উবাচ (বলিলেন)—ন (না) এতৎ (ইহা) অব্রাহ্মণঃ বিবক্তুম্ (বিশেষরূপে বলিতে) অর্হতি (সমর্থ হয়)। সমিধম্; সোম্য! আহর (আহরণ কর)। উপত্বা নেষ্যে

গোত্রীয়?" সত্যকাম বলিল, "হে (ভগবন্)! আমি কোন্ গোত্রীয় তাহা আমি জানি না। আমি মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি প্রত্যুত্তরে বলিয়াছেন—'আমি যৌবনে বহু বিচরণ করিয়া পরিচারিণী অবস্থায় (কিংবা আমি যৌবনে পরিচারিণীরূপে বহু পরিচর্য্যা করিয়া) তোমাকে লাভ করিয়াছি। এই অবস্থায় আমি জানি না তুমি কোন্ গোত্রীয়। আমি জবালা, তুমি সত্যকাম; সুতরাং (বলিও) 'হে (ভগবন্)! আমি সত্যকাম জাবাল'।"

৫। গৌতম সত্যকামকে বলিলেন "অব্রাহ্মণ কখনও এ প্রকার

(=ত্বা উপনেষ্যে=তোমাকে উপনীত করাইব। নেষ্যে=নী ভবিষ্যৎকাল)। ন সত্যাৎ (সত্য হইতে) অগাঃ (ই লুঙ্; বিচলিত হও নাই) ইতি। তম্ (তাহাকে) উপনীয় (উপনীত করিয়া, উপনয়ন সম্পন্ন করিয়া) কৃশানাম্ অবলানাম্ (কৃশ ও দুর্ব্বলদিগের) চতুঃশতাঃ (বৈদিক প্রয়োগ ;=চতুঃশতম্=৪০০) গাঃ (গো-সমূহকে) নিরাকৃত্য (পৃথক করিয়া) উবাচ—"ইমাঃ (এই সমুদয়কে) সোম্য ! অনুসংব্রজ (অনুগমন কর)" ইতি। তাঃ (সেই সমুদয়কে) অভিপ্রস্থাপয়ন্ (লইয়া যাইবার সময়) উবাচ—"ন অসহস্রেণ (সহস্রসংখ্যা পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত) আবর্ত্তেয় (আ+বৃত্; ফিরিয়া আসিব)" ইতি। সঃ হ বর্ষগণম্ (বহুবর্ষ) প্র+উবাস (প্রবাস করিয়াছিল)। তাঃ (তাহারা) যদা (যখন) সহস্রম্ (সহস্রসংখ্যা) সংপেতুঃ (সম্+ পদ্ লিট ; পূর্ণ হইয়াছিল)।

বলিতে সমর্থ হয় না। তুমি সমিধ্ কাষ্ঠ লইয়া আইস। আমি তোমাকে উপনীত করিব (অর্থাৎ তোমার উপনয়ন হইবে) ; তুমি সত্য হইতে বিচলিত হও নাই।" তাহার উপনয়ন হইবার পর তিনি ৪০০ দুর্ব্বল ও কৃশ গো বাহির করিয়া বলিলেন—"হে সোম্য ! এই সমুদয়ের অনুগমন কর।" তাহাদিগকে লইয়া প্রস্থান করিবার সময় সত্যকাম বলিল—"সহস্র সংখ্যা পূর্ণ না হইলে আমি ফিরিব না।" এইরূপে সে বহুবর্ষ প্রবাস করিল, তাহাদের সংখ্যা যখন সহস্র হইল।

মন্তব্য

৪।৪।২,৩। জবালা সত্যকামের জননী ; অথচ তিনি জানেন না— তাহার জনকের নামগোত্রাদি কি। ইহার অর্থ কি ? শঙ্কর প্রমুখ পণ্ডিতগণ বলেন—সময়াভাবে ও লজ্জাবশতঃ জবালা স্বামীকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করিতে পারেন নাই ; এবং স্বামীর মৃত্যুর পরে লজ্জা ও দুঃখবশতঃ এ বিষয়ে অপর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করেন নাই। কিন্তু এ প্রকার

ব্যাখ্যা নিতান্তই অসঙ্গত। জবালার যৌবনাবস্থায় সত্যকামের জন্ম হয়। বর্ত্তমান ঘটনার সময়ে জবালা এই যৌবনাবস্থাকে অতীত কাল বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। সুতরাং বলিতে হয় এই সময়ে জবালার প্রৌঢ়াবস্থা। প্রৌঢ় বয়সেও একজন নারী তাহার স্বামীর নাম গোত্রাদি জানে না ইহা অসম্ভব কল্পনা। বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই স্ত্রীলোক স্বামীর নামাদি শুনিতে আরম্ভ করে। তাহার পরে পিতৃকুল, শ্বশুরকুল, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, দাস-দাসী, প্রতিবেশী, গ্রামবাসী অতিথি অভ্যাগত সকলেই নানা ঘটনায় ইহার নাম উচ্চারণ করিয়া থাকে; বিনা চেষ্টায় স্বামীর নাম কর্ণে প্রবিষ্ট হয়। তবে জবালা প্রৌঢ়বয়সেও সত্যকামের পিতার নাম জানিতেন না কেন? আলোচনা করিয়া দেখা যাউক ইহার কারণ কি?

পাণিনির মতে গোত্র অর্থ পৌত্র বা অন্য কোন অধস্তন অপত্য (৪.১।১৬২)। উপনিষৎ পাঠ করিলে জানা যায় যে, এই যুগে সাধারণতঃ প্রত্যেক নামেরই দু'টী অঙ্গ ছিল। যেমন উদ্দালক আরুণি, প্রাচীন-শাল ঔপমন্যব ইত্যাদি। 'আরুণি' অর্থ 'অরুণের পুত্র'; 'ঔপমন্যব' অর্থ 'উপমন্যুর পুত্র'। অনেক স্থলে পিতার নাম জানিলে প্রপিতামহ এবং তাহা অপেক্ষাও ঊর্দ্ধতন পুরুষের নাম জানা যাইত। যেমন শ্বেতকেতু আরুণেয় (আরুণেয়=অরুণের পৌত্র) ইত্যাদি। সুতরাং পিতার নাম জানিলেই অন্ততঃ পিতামহের নামও জানা যায় অর্থাৎ পিতার নামের সঙ্গে সঙ্গেই গোত্রের পরিচয় হয়।

জবালা সত্যকামের গোত্রাদি জানিতেন না—ইহার অর্থ তিনি সন্তানের জনকের নামও জানিতেন না। কেন জানিতেন না। তাহার উত্তর ৪।৪।২ মন্ত্রে তিনি নিজেই দিয়াছেন।

উক্তমন্ত্রের দুইটী অর্থ হইতে পারে:—(১) "যৌবনে বহুস্থলে বিচরণ করিয়া (বহু-চরন্তী) পরিচারিণী অবস্থায় তোমাকে লাভ করিয়াছিলাম। (সুতরাং) জানিনা তোমার কোন্ গোত্র"।

(২) যৌবনে পরিচারিণীরূপে বহুলোকের পরিচর্য্যা করিয়া (বহু-চরন্তী) তোমাকে লাভ করিয়াছিলাম। (সুতরাং) জানিনা তোমার কোন্ গোত্র।

যে অর্থই গ্রহণ করা যাউক না কেন—সিদ্ধান্ত এই :—

এক স্থলে বাস করিয়াই হউক, বা বহুস্থলে বিচরণ করিয়াই হউক, জবালা যৌবনকালে বণিতারূপে বহু পুরুষের পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। ইহাদিগের মধ্যে কে সত্যকামের জনক ইহা নির্ণয় করা সম্ভব ছিল না। এইজন্যই জবালা সত্যকামের গোত্রাদি বলিতে পারেন নাই।

হারিদ্রুমত গৌতমও ইহাই বুঝিয়াছিলেন। তাহা না হইলে তিনি বলিবেন কেন—"অব্রাহ্মণ কখনও এ প্রকার বলিতে পারে না।...... তুমি সত্য হইতে বিচলিত হও নাই।"

সত্যকাম এমন কি বলিয়াছিলেন যাহা অব্রাহ্মণ, বলিতে পারে না? ইহা নিশ্চয়ই কোন কলঙ্কের কথা এবং এ কলঙ্ক মাতৃ-কলঙ্ক। গৌতম যখন দেখিলেন যে সত্যকাম সত্যের অনুরোধে সরলভাবে মাতৃ-কলঙ্কের কথাও প্রকাশ করিলেন, তখন তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে ব্রাহ্মণ ভিন্ন কেহ এ প্রকার সরল ও সত্যবাদী হইতে পারে না। এইরূপে তিনি স্বীকার করিয়া লইলেন যে, সত্যকাম ব্রাহ্মণ। কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্ত সত্য কিনা তাহা নির্ণয় করা সম্ভব নহে।

৪।৪।৫। অগাঃ=ই লুঙ্, ২।১; 'ই'স্থলে 'গা' আদেশ। কেহ কেহ বলেন প্রাচীনকালে গতিসূচক 'গা' ধাতুর প্রচলন ছিল। সেই ধাতু হইতেই 'অগাঃ' হইয়াছে।

'চতুঃশতাঃ'—স্ত্রীং দ্বিতীয়ার বহুবচন। শত সহস্রাদি শব্দের প্রচলিত প্রয়োগ ক্লীং একবচন—যেমন রামায়ণে চতুঃশতম্ দৈত্যান্ (৭।২৩।১৯)। কিন্তু অন্য প্রকার প্রয়োগও আছে যেমন—শতং শতাঃ (বনপর্ব্ব ১৭২।৯ মাঃ সংস্করণ) সপ্তশতাঃ (আদিঃ ৩।৬১), ত্রিশতাঃ (আঃ ৩।৬০) ইত্যাদি। প্রাচীন সাহিত্যে উভয় প্রকার প্রয়োগই দেখা যায়।

চতুর্থাধ্যায়ে পঞ্চম খণ্ড

ব্রহ্মের চতুষ্কল প্রথমপাদ—'প্রকাশবান্'

১। অথ হৈনমৃষভোঽভ্যুবাদ সত্যকাম ৩ ইতি ভগব ইতি হ প্রতিশুশ্রাব প্রাপ্তাঃ সোম্য সহস্রং স্মঃ প্রাপয় ন আচার্য্যকুলম্।

২। ব্রহ্মণশ্চ তে পাদং ব্রবাণীতি ব্রবীতু মে ভগবানিতি তস্মৈ হোবাচ প্রাচী দিক্কলা প্রতীচী দিক্কলা দক্ষিণা দিক্কলো দীচী দিক্কলৈষ বৈ সোম্য চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণঃ প্রকাশ-বান্নাম।

১। অথ হ এনম্ (ইহাকে) ঋষভঃ (এক বৃষ) অভি+উবাদ (বলিল):—সত্যকাম ৩ (হে সত্যকাম! ৩ প্লুতস্বরের চিহ্ন)' ইতি। ভগবঃ (প্রাচীন প্রয়োগ=ভগবন্!) ইতি হ প্রতিশুশ্রাব (প্রত্যুত্তর করিল)। প্রাপ্তাঃ (প্রাপ্ত) সোম্য! সহস্রম্ স্মঃ (অস্ ধাতু; হইয়াছি)। প্রাপয় (প্র+আপ্ ণিচ; লইয়া যাও) নঃ (আমাদিগকে) আচার্য্যকুলম্ (আচার্য্যগৃহে)।

২। ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের) চ তে (তোমাকে) পাদম্ (এক পাদকে অর্থাৎ

১। তখন একটী বৃষ তাহাকে বলিল :—'হে সত্যকাম!' সত্যকাম প্রত্যুত্তরে বলিল—'হে ভগবন্!' (বৃষ বলিল)—'হে সোম্য! আমরা সহস্র সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি; আমাদিগকে আচার্য্য কুলে লইয়া চল।

২। তোমাকে ব্রহ্মের এক পাদ বলিতেছি'। সত্যকাম বলিলেন

৩। স য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণঃ প্রকাশ-বানিত্যুপাস্তে প্রকাশবানস্মিঁল্লোকে ভবতি প্রকাশবতো হ লোকাঞ্জয়তি য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণঃ প্রকাশ-বানিত্যুপাস্তে।

চতুর্থাংশকে) ব্রবাণি (বলি) ইতি। ব্রবীতু (বলুন) মে (আমাকে) ভগবান্ (১।১) ইতি। তস্মৈ (তাহাকে) হ উবাচ (বলিল):— প্রাচী দিক্ (পূর্ব্বদিক) কলা (এককলা অর্থাৎ ১/১৬); প্রতীচী (পশ্চিম) দিক্ কলা; দক্ষিণা দিক্ কলা; উদীচী (উত্তর) দিক্ (কলা)। এষঃ বৈ (ইহাই) সোম্য! চতুষ্কলঃ পাদঃ (চারিকলা বিশিষ্ট এককলা) ব্রহ্মণঃ প্রকাশবান্ নাম।

৩। সঃ যঃ (২।১১।২ মন্তব্য) এতম্ (ইহাকে) এবম্ (এই প্রকার) বিদ্বান্ (জানিয়া) চতুষ্কলম্ পাদম্ (২।১) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের) প্রকাশবান্ ইতি উপাস্তে (উপাসনা করে), প্রকাশবান্ (প্রখ্যাত, প্রতিষ্ঠাবান্) অস্মিন্ লোকে (এই লোকে) ভবতি (হন), প্রকাশবতঃ হ লোকান্ (উজ্জ্বল লোকসমূহকে) জয়তি (জয় করেন) যঃ এতম্ এবম্ বিদ্বান্ চতুষ্কলম্ পাদম্ ব্রহ্মণঃ প্রকাশবান্ ইতি উপাস্তে (দ্বিরুক্তি সমাপ্তিসূচক)।

'হে ভগবন্! আমাকে বলুন'। বৃষ তাহাকে বলিল—"পূর্ব্বদিক ব্রহ্মের এক কলা; পশ্চিমদিক এক কলা, দক্ষিণদিক্ এক কলা এবং উত্তর দিক্ এক কলা। হে সোম্য! ইহাই ব্রহ্মের চতুষ্কল এক পাদ।

৩। যিনি ইহাকে এইরূপ জানিয়া ব্রহ্মের এই চতুষ্কল পাদকে 'প্রকাশবান্' রূপে উপাসনা করেন, তিনি এই লোকে প্রতিষ্ঠাবান্ হন; এবং (মৃত্যুর পর) উজ্জ্বল লোকসমূহ জয় করেন।

চতুর্থাধ্যায়ে ষষ্ঠ খণ্ড

ব্রহ্মের চতুষ্কল দ্বিতীয় পাদ---'অনন্তবান্'

১। অগ্নিষ্টে পাদং বক্তেতি স হ শ্বোভূতে গা অভি-প্রস্থাপয়াঞ্চকার তা যত্রাভিসায়ং বভূবুস্তত্রাগ্নিমুপসমাধায় গা উপরুধ্য সমিধমাধায় পশ্চাদগ্নেঃ প্রাঙ্ উপোপবিবেশ।

১। অগ্নিঃ তে (তোমাকে) পাদম্ (২।১) বক্তা (বচ্ লুট্; বলিবে; কিংবা বক্তৃ শব্দের ১।১) ইতি। সঃ (সে) হ শ্বঃ ভূতে (পরদিনে) গাঃ (গোসমূহকে) অভিপ্রস্থাপয়াঞ্চকার (প্রস্থান করাইল)। তাঃ (সেই গোসমূহ) যত্র (যেখানে) অভিসায়ম্ বভূবুঃ (সায়ংকাল প্রাপ্ত হইল; সায়ংকালে একত্র হইল), তত্র (সেই স্থানে) অগ্নিম্ উপ-সমাধায় (উপ+সম্+আ+ধা; অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া) গাঃ উপরুধ্য (অবরোধ করিয়া) সমিধম্ আধায় (আহরণ করিয়া) পশ্চাৎ অগ্নেঃ (অগ্নির পশ্চাৎভাগে) প্রাঙ্ (পূর্ব্বমুখ হইয়া) উপ+উপবিবেশ ('গো ও অগ্নির' সমীপে উপবেশন করিল)।

১। (বৃষ আরও বলিল) 'অগ্নি তোমাকে একপাদ বলিবে।" পরদিন সত্যকাম গো-সমূহ লইয়া (গুরুগৃহাভিমুখে) প্রস্থান করিল। গো-সমূহ যে স্থলে সায়ংকালে একত্র হইল, সেই স্থলে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া, গো-সমূহকে আবদ্ধ করিয়া, কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া অগ্নির পশ্চাৎভাগে পূর্ব্বমুখ হইয়া উপবেশন করিল।

২। তমগ্নিরভ্যুবাদ সত্যকাম ৩ ইতি ভগব ইতি হ প্রতিশুশ্রাব।

৩। ব্রহ্মণঃ সোম্য তে পাদং ব্রবাণীতি ব্রবীতু মে ভগবানিতি তস্মৈ হোবাচ পৃথিবী কলান্তরিক্ষং কলা দ্যৌঃ কলা সমুদ্রঃ কলৈষ বৈ সোম্য চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণোঽনন্তবান্নাম।

৪। স য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণোঽনন্ত-

২। তম্ (তাহাকে) অগ্নিঃ অভি+উবাদ (বলিল)—সত্য কাম ৩ ইতি। ভগবঃ ইতি হ প্রতিশুশ্রাবঃ (৪।৫।১ টীকা)।

৩। 'ব্রহ্মণঃ (সোম্য!) তে পাদম্ ব্রবাণি' ইতি। 'ব্রবীতু মে ভগবান্' ইতি। তস্মৈ হ উবাচ—পৃথিবী কলা; অন্তরিক্ষম্ কলা; দ্যৌঃ কলা; সমুদ্রঃ কলা; এষঃ বৈ সোম্য! চতুষ্কলঃ পাদঃ ব্রহ্মণঃ 'অনন্তবান্' নাম (৪।৫।২)।

৪। সঃ যঃ (২।১১।২) এতম্ এবম্ বিদ্বান্ চতুষ্কলম্ পাদম্ ব্রহ্মণঃ

২। অগ্নি তাহাকে উচ্চৈঃস্বরে বলিল—"সত্যকাম"। সত্যকাম উত্তর করিল "হে ভগবন্"

৩। অগ্নি বলিল 'হে সোম্য! তোমাকে ব্রহ্মের এক পাদ বলি।' সত্যকাম বলিল—"ভগবান্ আমাকে বলুন'। অগ্নি তাহাকে বলিল—"পৃথিবী এক কলা; অন্তরিক্ষ এক কলা; দ্যুলোক এককলা; সমুদ্র এক কলা। হে সোম্য! ইহাই ব্রহ্মের চতুষ্কল এক পাদ; ইহার নাম 'অনন্তবান্'।

৪। যিনি ইহাকে এইরূপ জানিয়া ব্রহ্মের চতুষ্কল পাদকে 'অনন্তবান্'

বানিত্যুপাস্তেঽনন্তবানস্মিল্লোঁকে ভবত্যনন্তবতো হ লোকাঞ্জয়তি য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণোঽনন্তবানিত্যুপাস্তে।

'অনন্তবান্' ইতি উপাস্তে, অনন্তবান্ অস্মিন্ লোকে ভবতি, অনন্তবতঃ হ লোকান্ (অনন্তবান্ অর্থাৎ অক্ষয় লোক-সমূহকে) জয়তি, যঃ এতম্ এবম্ বিদ্বান্ চতুষ্কলম্ পাদম্ ব্রহ্মণঃ অনন্তবান্ ইতি উপাস্তে (৪।৫।৩)।

বলিয়া উপাসনা করেন, তিনি ইহলোকে অনন্তবান্ হন এবং (মৃত্যুর পর) অনন্তবান (অর্থাৎ অক্ষয়) লোক-সমূহ জয় করেন।

মন্তব্য।

৪।৬।১। অগ্নিঃ+তে=অগ্নিস্তে; 'অগ্নিষ্টে' বৈদিকপ্রয়োগ। অভিসায়ম্ বভূবুঃ অংশের দুই প্রকার অন্বয় হইতে পারে (ক) অভিসায়ম্ বভূবুঃ= সায়ংকালের অভিমুখী হইয়াছিল; অভিসায়ম্=সায়ংকালের অভিমুখ। সায়ম্ অভিবভূবুঃ=সায়ংকালকে প্রাপ্ত হইয়াছিল বা সায়ংকালের অভিমুখ হইয়াছিল। অভি+ভূ ধাতুর অর্থ গমন করা, প্রাপ্ত হওয়া বা অভিমুখ হওয়া। ঋগ্বেদে একস্থলে (৪।৩১।৩) আছে "অভিনঃ ভবামি"। এখানে অভিভবামি অর্থ অভিমুখ হওয়া বা প্রাপ্ত হওয়া। ভট্টিকাব্যে (৬।১১৭) সম্ভবতঃ প্রাপ্তি অর্থেই 'অভি+ভূ' ব্যবহৃত হইয়াছে। আনন্দগিরি বলেন 'উপ উপবিবেশ' অংশে 'উপ' দুই বার থাকায় বুঝিতে হইবে 'গো ও অগ্নি উভয়েরই সমীপে উপবেশন করিবার কথা বলা হইয়াছে।'

চতুর্থাধ্যায়ে সপ্তম খণ্ড

ব্রহ্মের চতুষ্কল তৃতীয় পাদ—'জ্যোতিষ্মান্'

১। হংসস্তে পাদং বক্তেতি স হ শ্বোভূতে গা অভি-প্রস্থাপয়াঞ্চকার তা যত্রাভিসায়ং বভূবুস্তত্রাগ্নিমুপসমাধায় গা উপরুধ্য সমিধমাধায় পশ্চাদগ্নেঃ প্রাঙুপোপবিবেশ।

২। তং হংস উপনিপত্যাভ্যুবাদ সত্যকাম ৩ ইতি ভগব ইতি হ প্রতিশুশ্রাব।

১। হংসঃ তে পাদম্ বক্তা ইতি। সঃ হ শ্বঃভূতে গাঃ অভি-প্রস্থাপয়াঞ্চকার। তাঃ যত্র অভিসায়ম্ বভূবুঃ, তত্র অগ্নিম্ উপসমা-ধায়, গাঃ উপরুধ্য, সমিধম্ আধায়, পশ্চাৎঅগ্নেঃ প্রাঙ্ উপ উপবিবেশ (৪।৬।১)।

২। তম্ হংসঃ উপনিপত্য (উড়িয়া আসিয়া) অভি+উবাদ—'সত্যকাম ৩' ইতি। 'ভগবঃ' ইতি হ প্রতিশুশ্রাব (৪।৫।২)।

১। (বৃষ আরও বলিল) 'হংস তোমাকে ব্রহ্মের এক পাদ বলিবে।' পরদিন সত্যকাম গো লইয়া (আচার্য্যের গৃহাভিমুখে) প্রস্থান করিল। সায়ংকালে তাহারা যেখানে একত্র হইল, সেইখানে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া, গো-সমূহকে অবরুদ্ধ করিয়া, কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া অগ্নির পশ্চাৎ-ভাগে পূর্ব্ব মুখ হইয়া উপবেশন করিল।

২। হংস তাহার নিকট উড়িয়া আসিয়া বলিল 'হে সত্যকাম!' সত্যকাম প্রত্যুত্তরে বলিল 'ভগবন্'।

হংস বলিল 'হে সোম্য। তোমাকে ব্রহ্মের এক পাদ বলি।' সত্যকাম বলিল 'ভগবান্ আমাকে বলুন্'।

৩। ব্রহ্মণঃ সোম্য তে পাদং ব্রবাণীতি ব্রবীতু মে ভগবানিতি তস্মৈ হোবাচাগ্নিঃ কলা সূর্য্যঃ কলা চন্দ্রঃ কলা বিদ্যুৎ কলৈষ বৈ সোম্য চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণো জ্যোতিষ্মান্নাম।

৪। স য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণো জ্যোতিষ্মানিত্যুপাস্তে জ্যোতিষ্মানস্মিঁল্লোকে ভবতি জ্যোতিষ্মতো হ লোকাঞ্জয়তি য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণো জ্যোতিষ্মানিত্যুপাস্তে।

৩। ব্রহ্মণঃ সোম্য, তে পাদম্ ব্রবাণি ইতি। 'ব্রবীতু মে ভগবান্' ইতি। তস্মৈ হ উবাচ,—'অগ্নিঃ কলা; সূর্য্যঃ কলা; চন্দ্রঃ কলা; বিদ্যুৎ-কলা। এষঃ বৈ, সোম্য, চতুষ্কলঃ পাদঃ ব্রহ্মণঃ জ্যোতিষ্মান্ নাম (৪।৫।২)।

৪। সঃ যঃ এতম এবম্ বিদ্বান্ চতুষ্কলম্ পাদম্ ব্রহ্মণঃ জ্যোতিষ্মান্ ইতি উপাস্তে, জ্যোতিষ্মান্ অস্মিন্ লোকে ভবতি, জ্যোতিষ্মতঃ হ লোকান্ (জ্যোতির্ম্ময় লোক সমূহকে) জয়তি—যঃ এতম্ এবম্ বিদ্বান্ চতুষ্কলম্ পাদম্ ব্রহ্মণঃ জ্যোতিষ্মান্ ইতি উপাস্তে (৪।৫।৩)।

৩। হংস তাহাকে বলিল—অগ্নি এক কলা, সূর্য্য এক কলা, চন্দ্র এক কলা, বিদ্যুৎ এক কলা। হে সৌম্য! ইহা ব্রহ্মের এক চতুষ্কল পাদ; ইহার নাম জ্যোতিষ্মান্।

৪। যিনি ইহাকে এইরূপ জানিয়া ব্রহ্মের এই চতুষ্কল পাদকে জ্যোতিষ্মান্ বলিয়া উপাসনা করেন, তিনি এই লোকে জ্যোতিষ্মান্ হন, এবং (মৃত্যুর পরে) জ্যোতির্ম্ময় লোকসমূহ লাভ করেন।

চতুর্থাধ্যায়ে অষ্টম খণ্ড

ব্রহ্মের চতুষ্কল চতুর্থ পাদ—'আয়তনবান্'

১। মদ্গুষ্টে পাদং বক্তেতি স হ শ্বোভূতে গা অভিপ্রস্থাপয়াঞ্চকার তা যত্রাভিসায়ং বভূবুস্তত্রাগ্নিমুপসমাধায় গা উপরুধ্য সমিধমাধায় পশ্চাদগ্নেঃ প্রাঙ্ উপোপবিবেশ।

২। তং মদ্গুরুপনিপত্যাভ্যুবাদ সত্যকাম ৩ ইতি ভগব ইতি প্রতিশুশ্রাব।

১। মদ্গুঃ তে পাদম্ বক্তা ইতি। সঃ হ শ্বঃভূতে গাঃ অভিপ্রস্থাপয়াঞ্চকার। তাঃ যত্র অভিসায়ম্ বভূবুঃ, তত্র অগ্নিম্ উপসমাধায়, গাঃ উপরুধ্য, সমিধম্ আধায়, পশ্চাৎ অগ্নেঃ প্রাঙ্ উপ উপবিবেশ (৪।৬।১)।

২। তম্ মদ্গুঃ উপনিপত্য (৪।৫।৩) অভি+উবাদ 'সত্যকাম ৩' ইতি। 'ভগবঃ' ইতি হ প্রতি শুশ্রাব (৪।৫।২)।

১। (হংস আরও বলিল) 'মদ্গু তোমাকে (ব্রহ্মের) একপাদ বলিবে'। পরদিবস সত্যকাম গো লইয়া (গুরু গৃহাভিমুখে) প্রস্থান করিল। যে স্থলে তাহারা সায়ংকালে একত্র হইল, সেই স্থলে সত্যকাম অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া, গো সমূহকে অবরোধ করিয়া, সমিধ্ আনয়ন করিয়া অগ্নির পশ্চাৎভাগে পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিল।

২। মদ্গু তাহার নিকট উড়িয়া আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল—'সত্যকাম!' তাহার উত্তরে সত্যকাম বলিল 'ভগবন্'!

৩। ব্রহ্মণঃ সোম্য তে পাদং ব্রবাণীতি ব্রবীতু মে ভগবানিতি তস্মৈ হোবাচ প্রাণঃ কলা চক্ষুঃ কলা শ্রোত্রং কলা মনঃ কলৈষ বৈ সোম্য চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণঃ আয়তনবান্নাম।

৪। স য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণ আয়তনবানিত্যুপাস্ত আয়তনবানস্মিঁল্লোকে ভবত্যায়তনবতো হ লোকাঞ্জয়তি য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণ আয়তনবানিত্যুপাস্তে॥

৩। 'ব্রহ্মণঃ, (সোম্য, তে পাদম্ ব্রবাণি) ইতি 'ব্রবীতু মে ভগবান্ ইতি। তস্মৈ হ উবাচ 'প্রাণঃ কলা; চক্ষুঃ কলা, শ্রোত্রম্ কলা; মনঃ কলা। এষঃ বৈ সোম্য, চতুষ্কলঃ ব্রহ্মণঃ 'আয়তনবান্' নাম (৪।৫।২)।

৪। সঃ যঃ এতম্ এবম্ বিদ্বান্ চতুষ্কলম্ পাদম্ ব্রহ্মণঃ 'আয়তনবান্' ইতি উপাস্তে, আয়তনবান্ অস্মিন্ লোকে ভবতি, আয়তনবতঃ হ লোকান্ (আয়তনবান্ লোকসমূহকে) জয়তি—যঃ এতম্ এবম্ বিদ্বান্ চতুষ্কলম্ পাদম্ ব্রহ্মণঃ আয়তনবান্ ইতি উপাস্তে (৪।৫।৩)।

৩। মদ্গু বলিল 'হে সোম্য! তোমাকে ব্রহ্মের এক পাদ বলি।' (সত্যকাম বলিল) 'ভগবান আমাকে বলুন'।

মদগু বলিল 'প্রাণ এক কলা, চক্ষু এক কলা, শোত্র এক কলা, মন এক কলা। হে সোম্য! ইহাই ব্রহ্মের চতুষ্কল এক পাদ—ইহার নাম আয়তনবান্ (অর্থাৎ আশ্রয়বান্)।

৪। যিনি ইহাকে এইরূপ জানিয়া ব্রহ্মের এই চতুষ্কল পাদকে আয়তনবান্ বলিয়া উপাসনা করেন, তিনি এই লোকে আয়তনবান্ (অর্থাৎ আশ্রয়বান্) হন এবং (মৃত্যুর পরে) আয়তনবান্ লোকসমূহ লাভ করেন।'

চতুর্থাধ্যায়ে নবম খণ্ড

সত্যকাম জাবালের প্রকৃতি-লব্ধ ও মানব-লব্ধ শিক্ষা

১। প্রাপ হাচার্য্যকুলং তমাচার্য্যোঽভ্যুবাদ সত্যকাম৩ ইতি ভগব ইতি হ প্রতিশুশ্রাব।

২। ব্রহ্মবিদিব বৈ সোম্য ভাসি কোনু ত্বানুশশাসেত্যন্যে মনুষ্যেভ্য ইতি হ প্রতিজজ্ঞে ভগবাংস্ত্বেব মে কামে ব্রূয়াৎ।

১। প্রাপ (প্র+আপ্ লিট্; প্রাপ্ত হইল) হ আচার্য্যকুলম্ (আচার্য্যগৃহকে)। তম্ (তাহাকে) আচার্য্যঃ অভ্যুবাদ (বলিলেন) —"সত্যকাম ৩!" ইতি। 'ভগবঃ' ইতি হ প্রতিশুশ্রাব (৪।৫।১)।

২। ব্রহ্মবিৎ ইব (ব্রহ্মবিদের ন্যায়) বৈ সোম্য ভাসি (দীপ্তি পাইতেছ)। কঃ (কে) নু ত্বা (তোমাকে) অনুশশাস (অনু+শাস্ লিট্; উপদেশ দিয়াছে)? ইতি। "অন্যে মনুষ্যেভ্যঃ" (মনুষ্য হইতে অন্য) ইতি হ প্রতিজজ্ঞে (প্রতি+জ্ঞা লিট্=বলিল)। 'ভগবান্ (১।১) তু এব মে কামে (আমার ইচ্ছাতে; কিংবা মে=আমাকে বা আমার; কামে অভীষ্টবিষয়ে) ব্রূয়াৎ (বলুন্)।

১। (অনন্তর) সত্যকাম আচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হইল। আচার্য্য গৌতম তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'সত্যকাম'! প্রত্যুত্তরে সত্যকাম বলিল 'ভগবন্।'

২। (আচার্য্য বলিলেন) 'হে সোম্য! তুমি ব্রহ্মবিদের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছ। কে তোমাকে উপদেশ দিয়াছে?"

সত্যকাম বলিল 'মনুষ্য ভিন্ন অন্য'। ভগবানই আমাকে অভীষ্ট

৩। শ্রুতং হ্যেব মে ভগবদ্দৃশেভ্য আচার্য্যাদ্ধ্যেব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠং প্রাপয়তীতি তস্মৈ হৈতদেবোবাচাত্র হ ন কিংচন বীয়ায়েতি বীয়ায়েতি।

৩। শ্রুতম্ হি এব মে (আমি শুনিয়াছি ; "মে" = ময়া = আমা কর্ত্তৃক্) ভগবদ্ দৃশেভ্যঃ (ভবাদৃশ লোকদিগের নিকট হইতে), আচার্য্যাৎ হ এব (আচার্য্য হইতে) বিদ্যা বিদিতা (বিদ্যা বিদিত হইলে) সাধিষ্ঠম্ (সাধু+ইষ্ঠ, পাঃ ৬।৪।১৫৫ সাধুতমত্ব) প্রাপয়তি (প্র+আপ নিচ্ ; প্রাপ্ত করায়) ইতি। তস্মৈ (সত্যকামকে) হ এতৎ এব (এই বিদ্যাকেই) উবাচ (বলিলেন)। অত্র (এই বিষয়ে) হ ন (না) কিঞ্চন (কিছুই) বীয়ায় (বি+ই লিট্ ; পরিত্যক্ত হইয়াছে) ইতি ; বীয়ায় ইতি (দ্বিরুক্তি সমাপ্তিসূচক)। পাঠান্তর—'প্রাপয়তীতি' স্থলে 'প্রাপতীতি' এবং 'প্রাপদিতি'।

বিষয়ে উপদেশ দিন্ (কিংবা আমার ইচ্ছা ভগবানই আমাকে উপদেশ দিন)।

৩। ভবাদৃশ ব্যক্তিদিগের নিকট শুনিয়াছি যে আচার্য্য হইতে বিদ্যা লাভ করিলেই তাহা কল্যাণতম হয়। (অনন্তর) আচার্য্য সত্যকামকে সেই সমুদয়ই (অর্থাৎ বৃষ, অগ্নি, হংস, এবং মদ্গু যে সমুদয় উপদেশ দিয়াছিল সেই সমুদয়ই) বলিলেন, তাহার কিছুই পরিত্যক্ত হয় নাই।

চতুর্থাধ্যায়ে দশম খণ্ড

উপকোসল কামলায়ন-প্রাপ্ত অগ্নিবিদ্যা

১। উপকোসলো হ বৈ কামলায়নঃ সত্যকামে জাবালে ব্রহ্মচর্য্যমূবাস তস্য হ দ্বাদশবর্ষাণ্যগ্নীন্ পরিচচার স হ স্মান্যানন্তেবাসিনঃ সমাবর্ত্তয়ংস্তং হ স্মৈব ন সমাবর্ত্তয়তি।

২। তং জায়োবাচ তপ্তো ব্রহ্মচারী কুশলমগ্নীন্‌পরিচচারীন্মা ত্বাগ্নয়ঃ পরিপ্রবোচন্ প্রব্রূহ্যস্মা ইতি তস্মৈ হাপ্রোচ্যৈব প্রবাসাং চক্রে।

১। উপকোসলঃ হ বৈ কামলায়নঃ (কমলের পুত্র) সত্যকামে জাবালে (সত্যকাম জাবালের নিকট) ব্রহ্মচর্য্যম্ উবাস (ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বাস করিয়াছিল)। তস্য হ (সত্যকামের) দ্বাদশবর্ষাণি (১২ বৎসর) অগ্নীন্ (২।৩) পরিচচার (পরি + চর্ লিট্ = পরিচর্য্যা করিয়াছিল)। সঃ (গুরু) হ স্ম (হ, বৈ ইত্যাদির অনুরূপ অব্যয়) অন্যান্ অন্তেবাসিনঃ (অন্যশিষ্যগণকে) সমাবর্ত্তয়ন্ (সম্ + আ + বৃৎ ণিচ্ শতৃ সমাবর্ত্তন করাইয়া; ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্তির পর গৃহে প্রত্যাগমনের নাম 'সমাবর্ত্তন') তম্ (তাহাকে) হ স্ম (সমাবর্ত্তয়তি +) এব ন (না) সমাবর্ত্তয়তি (সমাবর্ত্তন করাইলেন)। পাঠান্তর :— 'উপকোসল' স্থলে 'উপকোশল'।

২। তম্ (সত্যকামকে) জায়া উবাচ (বলিলেন)—"তপ্তঃ

১। উপকোশল কামলায়ন সত্যকাম জাবালের নিকট ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বাস করিয়াছিল এবং দ্বাদশবর্ষ গুরুর অগ্নির পরিচর্য্যা করিয়াছিল। সত্যকাম অন্য শিষ্যদিগকে সমাবর্ত্তন করাইলেন কিন্তু উপকোশলকে সমাবর্ত্তন করাইলেন না।

২। তাহার জায়া তাহাকে বলিলেন—'ব্রহ্মচারী তপস্যাযুক্ত হইয়া

৩। স হ ব্যাধিনানশিতুং দধ্রে। তমাচার্য্যজায়োবাচ ব্রহ্মচারিন্নশান কিংনু নাশ্নাসীতি। স হোবাচ বহব ইমেঽস্মিন্ পুরুষে কামা নানাত্যয়া ব্যাধিভিঃ প্রতিপূর্ণোঽস্মি নাশিষ্যামীতি।

(তপস্যাযুক্ত বা ক্লিষ্ট) ব্রহ্মচারী (কুশলম্‌নৈপুণ্যসহকারে) অগ্নীন্ (২।৩) পরিচচারীৎ (বৈদিকপ্রয়োগ = পর্য্যচারীৎ = পরি + অচারীৎ, চর্ ধাতু লুঙ্; কিংবা, = পরিচচার = পরি + চর্, লিট্ = পরিচর্য্যা করিয়াছে)। মা (না) ত্বা (তোমাকে) অগ্নয়ঃ (১।৩) পরি প্রবোচন্ (= পরি প্রাবোচন = পরি + প্র + অবোচন্ লুঙ্; 'মা' যোগে 'অবোচন্' এর 'অ' লোপ; = নিন্দা করুক)। প্রব্রূহি (উপদেশ দাও) অস্মৈ (ইহাকে) ইতি। তস্মৈ (তাহাকে) হ অপ্রোচ্য (অ + প্র + উচ্য = উপদেশ না দিয়াই) প্রবাসাঞ্চক্রে (প্রবাসে চলিয়া গেলেন)।

৩। সঃ (উপকোসল) হ ব্যাধিনা (ব্যাধিবশতঃ; মানসিক দুঃখ-বশতঃ) অন শতুম্ (অনাহারে থাকিতে) দধ্রে (ধৃ, লিট্; ধারণ করিয়াছিল, মনন করিয়াছিল)। তম্ (তাহাকে) আচার্য্য-জায়া উবাচ—ব্রহ্মচারিন্! অশান (অশ্; ভোজন কর)। কিম্ নু (কেন) ন অশ্নাসি (ভোজন করিতেছ)? ইতি। সঃ (সে) হ উবাচ—

(অথবা ক্লেশ করিয়া) নৈপুণ্যসহকারে অগ্নির পরিচর্য্যা করিয়াছে। অগ্নি যেন তোমাকে নিন্দা না করে—তুমি ইহাকে উপদেশ দাও'। (কিন্তু) তিনি উপদেশ না দিয়াই প্রবাসে চলিয়া গেলেন।

৩। উপকোশল মনোদুঃখে অনশন (ব্রত) ধারণ করিল। তখন আচার্য্য-জায়া তাঁহাকে বলিলেন—'ব্রহ্মচারিন্! ভক্ষণ কর; তুমি কেন আহার করিতেছ না'?

৪। অথ হাগ্নয়ঃ সমুদিরে তপ্তো ব্রহ্মচারী কুশলং নঃ পর্যচারীদ্ধন্তাস্মৈ প্রব্রবামেতি তস্মৈ হোচুঃ প্রাণো ব্রহ্ম কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্মেতি।

বহবঃ (বহু) ইমে (কামাঃ=এই সমুদয় কামনা) অস্মিন্ পুরুষে (এই পুরুষে অর্থাৎ আমাতে) কামাঃ (কামনাসমূহ) নানাত্যয়াঃ (নানা+অত্যয়া; 'ই' ধাতু হইতে 'অত্যয়'; 'ই' গতিসূচক; নানাত্যয়াঃ=নানাদিকে যাহাদিগের গতি); ব্যাধিভিঃ (ব্যাধিসমূহ দ্বারা) প্রতিপূর্ণঃ (পরিপূর্ণ) অস্মি (হই) ন (না) অশিষ্যামি (অশ্; ভক্ষণ করিব)।

৪। অথ হ অগ্নয়ঃ (১।৩) সম্+উদিরে (সম্+বদ্, লিট্, বলিতে লাগিল)—"তপ্তঃ (তপস্যাশীল, ক্লিষ্ট) ব্রহ্মচারী কুশলম্ (নিপুণতার সহিত) নঃ (আমাদিগকে) পরি+অচারীৎ (চর্, লুঙ্; পরিচর্য্যা করিয়াছে)। হন্ত (আদরসূচক অব্যয়) অস্মৈ (ইহাকে) প্রব্রবামঃ (উপদেশ দিই) ইতি। তস্মৈ (তাহাকে) হ ঊচুঃ (বলিয়াছিল) 'প্রাণঃ ব্রহ্ম, কম্ (ক=সুখ) ব্রহ্ম; খম্ (খ=আকাশ) ব্রহ্ম ইতি।"

উপকোশল বলিল 'এই পুরুষে (অর্থাৎ আমাতে) নানা দিকে গতিবিশিষ্ট অনেক কামনা রহিয়াছে। আমি নানা ব্যাধিতে (অর্থাৎ মানসিক দুঃখে) পরিপূর্ণ। আমি আহার করিব না'।

৪। অনন্তর অগ্নিগণ (দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য ও আহবণীয় এই তিন অগ্নি) পরস্পর বলিতে লাগিল—"এই তপোনিরত ব্রহ্মচারী যত্নের সহিত আমাদিগকে পরিচর্য্যা করিয়াছে। আমরা ইহাকে উপদেশ দিই। অনন্তর তাহারা বলিলঃ—"প্রাণই ব্রহ্ম; ক (অর্থাৎ সুখ) ই ব্রহ্ম খ অর্থাৎ আকাশই ব্রহ্ম।"

৫। স হোবাচ বিজানাম্যহং যৎ প্রাণো ব্রহ্ম কঞ্চ তু খঞ্চ ন বিজানামীতি। তে হোচুর্যদ্বাব কং তদেব খং যদেব খং তদেব কমিতি প্রাণং চ হাস্মৈ তদাকাশং চোচুঃ॥

৫। সঃ (সে) হ উবাচ (বলিল)—"বিজানামি (জানি) অহম্ (আমি) যৎ (যে) প্রাণঃ ব্রহ্ম। কম্ চ (ক অর্থাৎ সুখকে) তু খম্ চ (খ অর্থাৎ আকাশকে) ন বিজানামি" ইতি। তে (তাহারা) হ উচুঃ (বলিল)—"যৎ (যাহা) বাব 'কম্' (সুখ), তৎ (তাহা) এব খম্ (আকাশ); যৎ এব 'খম্', তৎ এব 'কম্' ইতি। প্রাণম্ চ (প্রাণকে) হ অস্মৈ (ইহাকে, উপকোশলকে) তৎ আকাশম্ চ উচুঃ (বলিয়াছিল)।

৫। উপকোশল বলিল—"প্রাণ যে ব্রহ্ম তাহা জানি; কিন্তু 'ক' এবং 'খ' (যে ব্রহ্ম, তাহা) জানি না।"

তাহারা বলিল "যাহা 'ক' তাহাই 'খ' এবং যাহা 'খ' তাহাই 'ক'।

'ব্রহ্মই প্রাণ এবং আকাশ" তাহার নিকট ইহাই বলিয়াছিল।

মন্তব্য

৪।১০।১। "পরিপ্রবোচন" ইত্যাদি। কেহ কেহ ইহার এইরূপ অর্থ করেন "তোমার অগ্রে অগ্নিসমূহ যেন ইহাকে উপদেশ না দেয় সুতরাং তুমিও ইহাকে উপদেশ দেও।"

৪।১০।৪। সমূদিরে = সম্ + উদিরে = সম্ + বদ্, লিট্, ৩।৩,। পাঃ

১৩।৪৮ অনুসারে 'বদ্' ধাতুর আত্মনেপদ প্রয়োগ সমর্থন করা যায়। প্রাচীনকালে 'বদ্' ধাতু আত্মনেপদীতেও ব্যবহৃত হইত, যেমন মহাভারতের আদিপর্ব্বে (১৪০।৬১, মাঃ সংস্করণ) বনপর্ব্বে (৬৭।১১, ২৯৯।৩৬) শান্তিপর্ব্বে (২৭৫।৬৮) ও অনুশাসন পর্ব্বে (২২৭।৩০) 'বদস্ব' ; উদ্যোগপর্ব্বে (৩০।৩৪) বদেথাঃ ইত্যাদি আত্মনেপদ প্রয়োগ পাওয়া যায়।

৪।১০।৫। 'তদাকাশম্' ইত্যাদি—

তদাকাশম্ = তৎ + আকাশম্।

কেহ কেহ বলেন তৎ = ব্রহ্ম ; তদাকাশম্ = ব্রহ্মস্বরূপ আকাশকে। শঙ্করের মতে তস্য আকাশঃ = তদাকাশঃ। তস্য = সেই প্রাণের, সেই প্রাণসম্বন্ধী। কেহ কেহ 'তৎ' এবং 'আকাশম্'কে পৃথক্ পৃথক্ পদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তৎ=ব্রহ্ম, ২।১। কেহ কেহ বলেন তৎ = সুতরাং।

শেষ অংশের এই সমুদয় অর্থ হইতে পারে ঃ—

(১) তাহাকে প্রাণের বিষয় এবং সেই আকাশের বিষয় বলিয়াছিলেন। (২) তাহাকে প্রাণের বিষয় এবং ব্রহ্মস্বরূপ আকাশের বিষয় বলিয়াছিলেন। (৩) তাহাকে প্রাণের বিষয় এবং হৃদয়স্থ আকাশের বিষয় বলিয়াছিলেন। (৪) 'ব্রহ্মই প্রাণ এবং আকাশ'— তাহার নিকট ইহাই বলিয়াছিলেন। (৫) '(ব্রহ্মই) প্রাণ এবং হৃদয়াকাশ' তাহার নিকট ইহাই বালিয়াছিলেন।

চতুর্থাধ্যায়ে একাদশ খণ্ড

গার্হপত্যাগ্নিবিদ্যা—ব্রহ্ম সর্ব্বগত

১। অথ হৈনং গার্হপত্যোঽনুশশাস পৃথিব্যগ্নিরন্নমাদিত্য ইতি য এষ আদিত্যে পুরুষো দৃশ্যতে সোঽহমস্মি সএবাহমস্মীতি।

২। স য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তেঽপহতে পাপ কৃত্যাং লোকীভবতি সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্‌জীবতি নাস্যাবরপুরুষাঃ ক্ষীয়ন্ত উপ বয়ং তং ভুঞ্জামোঽস্মিংশ্চ লোকেঽমুষ্মিংশ্চ য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তে।

১। অথ হ এনম্ গার্হপত্যঃ (গার্হপত্য অগ্নি) অনুশশাস (অনু+শাস্ লিট্, উপদেশ দিয়াছিল)—"পৃথিবী, অগ্নিঃ অন্নম্, আদিত্যঃ" ইতি। যঃ এষঃ (এই যে) আদিত্যে পুরুষঃ দৃশ্যতে (দৃষ্ট হন), সঃ (তিনি) অহম্ (আমি) অস্মি (হই); সঃ এব (তিনিই) অহম্ অস্মি ইতি।
২। সঃ যঃ (২।১১।১) এতম্ (ইহাকে) এবম্ (এইরূপ) বিদ্বান (জানিয়া) উপাস্তে (উপাসনা করে), অপহতে (বৈদিকপ্রয়োগ=অপহন্তি=বিনাশ করে) পাপকৃত্যাম্ (পাপকৃত্যা ২১, পাপকর্ম্মকে) লোকী (লোকবান্) ভবতি (হয়), সর্ব্বম্ আয়ুঃ এতি, জ্যোক্

১। অনন্তর গার্হপত্য অগ্নি উপকোশলকে বলিল—পৃথিবী, অগ্নি, অন্ন ও আদিত্য (ইহারাই আমার তনু বা ব্রহ্মের তনু)। আদিত্য-মণ্ডলে ঐ যে পুরুষ দৃষ্ট হন, তিনি আমি, তিনিই আমি।

২। (তৎপর সমুদয় অগ্নি বলিল)—যিনি ইহাকে এইরূপ জানিয়া উপাসনা করেন, তিনি পাপ কর্ম্ম বিনাশ করেন, (গার্হপত্য অগ্নির)

জীবতি, ন (না) অস্য (ইহার) অবর পুরুষাঃ (অধস্তন পুরুষগণ অর্থাৎ পুত্রপৌত্রাদি) ক্ষীয়ন্তে (ক্ষী ; ক্ষয় হয়) ; উপ (+ভুঞ্জামঃ) বয়ম্ (আমরা) তম্ (তাহাকে) ভুঞ্জামঃ ; (প্রাচীন প্রয়োগ ; = ভুঞ্জ্মঃ ; উপভুঞ্জ্মঃ = উপভোগ করি, পালন করি) অস্মিন্ চ লোকে (এই লোকে) অমুষ্মিন্ চ (ঐ লোকেও, পরলোকেও)—যঃ এতম্ এবম্ বিদ্বান্ উপাস্তে (দ্বিরুক্তি)। (২।১১।২ দ্রঃ)।

লোক প্রাপ্ত হন, পূর্ণ আয়ুলাভ করেন, উজ্জ্বল (বা দীর্ঘ) জীবনধারণ করেন, তাঁহার অধস্তন পুরুষগণ (অর্থাৎ সন্তানগণ) ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। ইহলোকে এবং পরলোকেও আমরা তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকি।

মন্তব্য

৪।১১।১। 'ভুঞ্জামঃ'—ভোজনার্থে 'ভুজ' ধাতু রুধাদিগণীয়। কিন্তু প্রাচীনকালে এই অর্থে অন্য প্রকার প্রয়োগও দেখা যায়। মহাভারতে ভুঞ্জেৎ (অনুঃ ১৬১।৯৭, ২১৬।৬০ ইত্যাদি), ভুঞ্জীয়াম্ (অনুঃ ৪৫।৩৪২, আশ্রঃ ৪।৭৬, বনঃ ৬২।৬৯ ইত্যাদি) ভুঞ্জীয়াৎ (শান্তিঃ ১০।:৩) ইত্যাদি প্রয়োগ পাওয়া যায়। পালিসাহিত্যে ভুঞ্জতি (কথা বৎথু ১৭।৮ বহুবার) ভুঞ্জামি (কসি ভারদ্বাজ সূ ৩।৪) ইত্যাদির প্রয়োগ আছে।

চতুর্থাধ্যায়ে দ্বাদশ খণ্ড

দক্ষিণাগ্নিবিদ্যা—ব্রহ্ম সর্ব্বগত

১। অথ হৈনমন্বাহার্য্যপচনোঽনুশশাসাপো দিশো নক্ষত্রাণি চন্দ্রমা ইতি য এষ চন্দ্রমসি পুরুষো দৃশ্যতে সোঽহমস্মি স এবাহমস্মীতি।

২। স য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তেঽপহতে পাপ-কৃত্যাং লোকীভবতি সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্‌জীবতি নাস্যাবরপুরুষাঃ ক্ষীয়ন্ত উপ বয়ং তং ভুঞ্জা মোঽস্মিংশ্চ লোকেঽমুষ্মিংশ্চ য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তে।

১। অথ হ এনম্ অন্বাহার্য্যপচনঃ (অন্বাহার্য্যপচন নামক অগ্নি, দক্ষিণাগ্নি) অনুশশাস—"আপঃ (১।৩, জল), দিশঃ (দিক্‌সমূহ), নক্ষত্রাণি (নক্ষত্রসমূহ) চন্দ্রমাঃ ইতি। যঃ এষঃ চন্দ্রমসি (চন্দ্রমাতে) পুরুষঃ দৃশ্যতে, সঃ অহম্ অস্মি, সঃ এব অহম্ অস্মি, ইতি (৪।১.।)।

২। সঃ যঃ (২।১১।২ টীকা) এতম্ এবম্ বিদ্বান্ উপাস্তে অপহতে

১। অনন্তর দক্ষিণাগ্নি উপকোশলকে এই উপদেশ দিল:—জল, দিকসমূহ, নক্ষত্রসমূহ, চন্দ্রমা—(ইহারা আমার তনু বা ব্রহ্মের তনু)। চন্দ্রমাতে ঐ যে পুরুষ দৃষ্ট হন, 'তিনি আমি, তিনিই আমি।

২। যিনি ইহাকে এই প্রকার জানিয়া উপাসনা করেন, তিনি

পাপকৃত্যাম্, লোকীভবতি. সর্ব্বম্ আয়ুঃ এতি, জ্যোক্ জীবতি ন অস্য অবর পুরুষাঃ ক্ষীয়ন্তে; উপ বয়ম্ তম্ ভুঞ্জামঃ অস্মিন্ চ লোকে, অমুষ্মিন্ চ; যঃ এতম্ এবম্ বিদ্বান্ উপাস্তে (৪।১১।২ দ্রঃ)।

পাপ কর্ম্ম বিনাশ করেন, (দক্ষিণাগ্নির) লোক প্রাপ্ত হন, পূর্ণ আয়ুলাভ করেন, উজ্জ্বল (বা দীর্ঘ) জীবন ধারণ করেন। তাঁহার অধস্তন পুরুষগণ (অর্থাৎ সন্তানগণ) ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। ইহলোকে এবং পরলোকেও আমরা তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকি।

চতুর্থাধ্যায়ে ত্রয়োদশ খণ্ড

আহবনীয়াগ্নিবিদ্যা—ব্রহ্ম সর্ব্বগত

১। অথ হৈনমাহবনীয়োঽনুশশাস প্রাণ আকাশো দ্যৌর্বিদ্যুদিতি য এষ বিদ্যুতি পুরুষো দৃশ্যতে সোঽহমস্মি স এবাহমস্মীতি।

২। স য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তেঽপহতে পাপকৃত্যাং লোকীভবতি সর্বমায়ুরেতি জ্যোগ্‌জীবতি নাস্যাবরপুরুষাঃ ক্ষীয়ন্ত উপ বয়ং তং ভুঞ্জামোঽস্মিংশ্চ লোকেঽমুষ্মিংশ্চ য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তে।

১। অথ হ এনম্ আহবনীয়ঃ অনুশশাস—প্রাণঃ আকাশঃ, দ্যৌঃ বিদ্যুৎ ইতি। যঃ এষঃ বিদ্যুতি (বিদ্যুতে) পুরুষঃ দৃশ্যতে, সঃ অহম্ অস্মি, সঃ এব অহম্ অস্মি ইতি (৪।১১।১ দ্রঃ)।

২। সঃ যঃ (২।১১।২ টীকা) এতম্ এবম্ বিদ্বান্ উপাস্তে, অপহতে

১। অনন্তর আহবনীয় অগ্নি তাহাকে এই উপদেশ দিল—প্রাণ, আকাশ, দ্যৌ, এবং বিদ্যুৎ—ইহারা (আমার তনু কিংবা ব্রহ্মের তনু)। বিদ্যুতে ঐ যে পুরুষ দৃষ্ট হন, তিনি আমি, তিনিই আমি।

২। যিনি ইঁহাকে এই প্রকার জানিয়া উপাসনা করেন, তিনি

পাপকৃত্যাম্, লোকীভবতি, সর্ব্বম্ আয়ুঃ এতি, জ্যোক্ জীবতি, ন অস্য অবরপুরুষাঃ ক্ষীয়ন্তে, উপ বয়ম্ তম্ ভুঞ্জামঃ, অস্মিন্ চ লোকে অমুষ্মিন্ চ—যঃ এতম্ এবম্ বিদ্বান্ উপাস্তে।

পাপকর্ম্ম বিনাশ করেন, (আহবনীয় অগ্নির) লোক প্রাপ্ত হন, পূর্ণ আয়ু লাভ করেন, উজ্জ্বল (বা দীর্ঘ) জীবন ধারণ করেন। তাঁহার অধস্তন পুরুষগণ (অর্থাৎ সন্তানগণ) ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। ইহলোকে এবং পরলোকেও আমরা তাঁহাকে রক্ষা করিয়া থাকি।

চতুর্থাধ্যায় চতুর্দ্দশখণ্ড

অগ্নিবিদ্যার ফল

১। তে হোচুরুপকোসলৈষা সোম্য তেঽস্মদ্বিদ্যাত্মবিদ্যা চাচার্য্যস্তু তে গতিং বক্তেত্যাজগাম হাস্যাচার্য্যস্তমাচার্য্যোঽভ্যুবাদোপকোসল ৩ ইতি।

২। ভগব ইতি হ প্রতিশুশ্রাব ব্রহ্মবিদ্ ইব সোম্য তে মুখং ভাতি কো নু ত্বানুশশাসেতি কো নু মানুশিষ্যাদ্ভো ইতীহাপেব নিহ্নুত ইমে নূনমীদৃশা অন্যাদৃশা ইতীহাগ্নীনভ্যূদে কিং নু সোম্য কিল তেঽবোচন্নিতি।

১। তে (তাহারা) হ উচুঃ (বলিয়াছিল)—উপকোশল! এষা (এই 'বিদ্যা') সোম্য! তে (তোমাকে) অস্মৎবিদ্যা (আমাদিগের সংক্রান্ত বিদ্যা অর্থাৎ অগ্নি বিদ্যা) আত্মবিদ্যা চ। আচার্য্যঃ তু তে গতিম্ (গতি, ২।১) বক্তা (বচ্ লুট্; বলিবেন) 'ইতি। আজগাম (আ+গম্ লিট্=প্রত্যাগত হইলেন) হ অস্য (ইহার) আচার্য্যঃ। তম্ (তাহাকে) আচার্য্যঃ অভি+উবাদ (বলিলেন)—'উপকোশল ৩' ইতি।

২। ভগবঃ (প্রাচীন প্রয়োগ;=ভগবন্!) ইতি হ প্রতি

১। অগ্নিগণ তাহাকে বলিল—হে উপকোশল! তোমাকে এই অগ্নিবিদ্যা ও আত্মবিদ্যা (বলা হইল)। আচার্য্য তোমাকে (পরলোকে যাইবার) পথের বিষয় বলিবেন। (এই সময়ে) আচার্য্য (প্রবাস হইতে) প্রত্যাগত হইলেন। তিনি তাহাকে বলিলেন—'উপকোশল'—

২। উপকোশল প্রত্যুত্তর করিল—'ভগবন্'! আচার্য্য বলিলেন

৩। ইদমিতি হ প্রতিজজ্ঞে লোকান্ বাব কিল সোম্য তেঽবোচন্নহং তু তে তদ্বক্ষ্যামি যথা পুষ্করপলাশ আপো ন শ্লিষ্যন্ত এবমেবংবিদি পাপং কর্ম ন শ্লিষ্যত ইতি ব্রবীতু মে ভগবানিতি তস্মৈ হোবাচ।

শুশ্রাব (প্রত্যুত্তর করিল)। ব্রহ্মবিদঃ ইব (ব্রহ্মবিদের ন্যায়) সোম্য! তে (তোমার) মুখম্ ভাতি (দীপ্তি পাইতেছে)। কঃ (কে) নু ত্বা (তোমাকে) অনুশশাস (অনু+শাস্ লিট্=অনুশাসন করিয়াছে)? কঃ নু মা (আমাকে) অনুশিষ্যাৎ (অনু+শাস্ বিধিলিঙ্; উপদেশ দিবে)? ভোঃ ইতি। ইহ (এই বিষয়ে) অপ (+নিহ্নুতে) ইব (যেন) নিহ্নুতে (নি+হ্নু; গোপন করিল)।

ইমে (এই সমুদয়; অঙ্গুলিদ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া বলিল এই অগ্নিসমূহ) নূনম্ (নিশ্চয়ই) ঈদৃশাঃ (এই প্রকার) অন্যাদৃশাঃ (অন্য প্রকার) ইতি ইহ (এইস্থলে) অগ্নীন্ (অগ্নিসমূহকে লক্ষ্য করিয়া) অভ্যূদে (অভি+বদ্ লিট্ আত্মনেপদ=বলিয়াছিল)—কিম্ (কি) নু সোম্য! কিল তে (তাহারা কিংবা তোমাকে) অবোচন্ (বচ, লুঙ; বলিয়াছে)?

৩। ইদম্ (এই উপদেশ; কি উপদেশ দিয়াছিল, তাহা বর্ণনা

"ব্রহ্মবিদের ন্যায় তোমার মুখ দীপ্তি পাইতেছে। তোমাকে কে উপদেশ দিয়াছে?" উপকোশল বলিল—"হে ভগবন্! কে আমাকে উপদেশ দিবে?" এই বলিয়া বিষয়টা যেন গোপন করিল। (তৎপরে) অঙ্গুলি দ্বারা অগ্নিদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"এই প্রকার যে অগ্নি, ইহা নিশ্চয়ই অন্য প্রকার।" (আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন) "অগ্নি-সমূহ তোমাকে কি বিষয়ে উপদেশ দিয়াছে?"

৩। (অগ্নিগণ তাহাকে যে উপদেশ দিয়াছিল, তাহা উল্লেখ করিয়া উপকোশল) বলিল—'এই (উপদেশ)।'

করিয়া বলিল 'ইদম্' এই) ইতি হ প্রতিজজ্ঞে (প্রতি+জ্ঞা লিট্ = প্রত্যুত্তর করিল)। লোকান্ (লোকসমূহকে, লোকসমূহের বিষয়কে) বাব কিল (নিশ্চয়ই) সোম্য! তে (তোমাকে; কিংবা তাহারা) অবোচন্ (বলিয়াছে) অহম্ (আমি) তু তে তৎ (তাহা অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয়ে) বক্ষ্যামি (বলিব)।

যথা পুষ্করপলাশে (পদ্মপত্রে; পুষ্কর = পদ্ম; পলাশ = পত্র) আপঃ (জল = ১।৩) ন শ্লিষ্যন্তে) সংশ্লিষ্ট হয়), এবম্ (এই প্রকার) এবং বিদি (এবং বিৎ ৭।১; যিনি এই প্রকার জানেন তাহাতে) পাপম্ কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে (লিপ্ত হয়) ইতি। ব্রবীতু (বলুন্) মে (আমাকে) ভগবান্ (১।১) ইতি। তস্মৈ (তাহাকে) হ উবাচ।

আচার্য্য বলিলেন 'ইহারা তোমাকে লোকসমূহের কথা বলিয়াছে, আমি তোমাকে তাঁহার (অর্থাৎ ব্রহ্মের) কথা বলিব। যেমন পদ্মপত্রে জল সংলগ্ন হয় না, তেমনি যিনি এই প্রকার জানেন তাঁহাতে পাপকর্ম্ম সংশ্লিষ্ট হয় না।'

উপকোশল বলিল 'ভগবান আমাকে (তাহা) বলুন।' আচার্য্য তাহাকে বলিলেন:—(১৫শ খণ্ড দেখ)।

মন্তব্য

৪।১৪।১। ব্যাখ্যাকারগণ 'গতি' শব্দের অনেক অর্থ করিয়াছেন (ক) গতি = ফল; অগ্নিগণ যে বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিল, তাহার ফল। (খ) গতি = ব্রহ্মজ্ঞান। অগ্নিগণ অগ্নিবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিল; এখানে

ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার কথা বলা হইতেছে। (গ) গতি=পথ; পরলোকে গমন করিবার পথ, দেবপথ বা ব্রহ্মপথ। ইহার পরবর্ত্তী খণ্ডে এই পথের কথাই বলা হইয়াছে (৪।১৫।৫ মন্ত্রদ্রষ্টব্য)।

৪।১৪।২। অভ্যূদে=অভি+উদে, বদ্, লিট্ আত্মনেপদ, এ-বিষয়ে ৪।১০।৪ মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

২। "ঈদৃশাঃ অন্যাদৃশাঃ" অংশের অর্থ শঙ্কর এই প্রকার করিয়াছেন "এই অগ্নিগণ এখন এইপ্রকার (ঈদৃশাঃ) কম্পমান বলিয়া দৃষ্ট হইতেছে পূর্ব্বে অন্য প্রকার (অন্যাদৃশাঃ) ছিল।" কেহ কেহ অর্থ করেন "ইহারা কি এই প্রকার না অন্য প্রকার?"

চতুর্থাধ্যায়ে পঞ্চদশ খণ্ড

অক্ষিপুরুষ ও দেবপথ

১। য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যত এষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ব্রহ্মেতি তদ্ যদ্যপ্যস্মিন্ সর্পির্ব্বোদকং বা সিঞ্চন্তি বর্ত্মনী এব গচ্ছতি।

২। এতং সংযদ্বাম ইত্যাচক্ষত এতং হি সর্ব্বাণি বামান্যভিসংযন্তি সর্ব্বাণ্যেনং বামান্যভিসংযন্তি য এবং বেদ।

১। 'যঃ এষঃ (এই যে) অক্ষিণি (বৈদিক প্রয়োগ; = অক্ষি, অক্ষণি = চক্ষুতে) পুরুষঃ দৃশ্যতে (দৃষ্ট হন) এষঃ আত্মা' ইতি হ উবাচ (বলিলেন)—"এতৎ (ইহা) অমৃতম্ অভয়ম্, এতৎ ব্রহ্ম ইতি। তৎ (সেই জন্য) যদ্যপি অস্মিন্ (এই চক্ষুতে) সর্পিঃ বা (২।১, ঘৃত) উদকম্ বা (২।১, জল) সিঞ্চতি (নিক্ষেপ করে) বর্ত্মনী এব (বর্ত্মন্ ক্লীং ২।২ কিংবা বর্ত্মনি স্ত্রীং ২।২ উভয়দিকে, চক্ষুর উভয় প্রান্তে, চক্ষুর পক্ষ্ম দ্বয়ে) গচ্ছতি (গমন করে)।

২। এতম্ (ইহাকে) 'সংযদ্বাম' ইতি আচক্ষতে (বলা হয়)। এতম্ হি (ইহাকে) সর্ব্বানি বামাণি (সমুদয় কল্যাণকর বস্তু) অভিসংযন্তি (অভি+সম্+ই; সর্ব্বতোভাবে গমন করে)। সর্ব্বাণি (সমুদয়)

১। আচার্য্য বলিলেন—'চক্ষুতে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হন, ইনিই আত্মা। ইনিই অমৃত ও অভয় এবং ইনিই ব্রহ্ম। এইজন্য যদি কেহ ঘৃত বা জল চক্ষুতে নিক্ষেপ করে, তাহা চক্ষুর উভয় প্রান্তে গমন করে।

২। ইহাকে 'সংযদ্বাম' বলা হয় কারণ সমুদয় 'বাম' (অর্থাৎ শোভনীয়, সম্ভজনীয় বস্তু) ইহাকে আশ্রয় করে (সংযন্তি)। যিনি

৩। এষ উ এব বামনীরেষ হি সর্ব্বানি বামাণি নয়তি সর্ব্বাণি বামানি নয়তি য এবং বেদ।

৪। এষ উ এব ভামনীরেষ হি সর্ব্বেষু লোকেষু ভাতি সর্ব্বেষু লোকেষু ভাতি য এবং বেদ।

এনম্ (এই ব্যক্তিকে) বামানি অভিসংযন্তি, যঃ (যিনি) এবম্ (এই প্রকার) বেদ (জানেন)।

৩। এষঃ (এই পুরুষ) উ এব বামনীঃ (বাম+নী হইতে) এষঃ হি সর্ব্বাণি বামানি নয়তি (নী ধাতু ; = প্রাপ্ত করান) ; সর্ব্বাণি বামানি নয়তি, যঃ এবম্ বেদ (২দ্রঃ)।

৪। এষঃ উ এব ভামনীঃ ভাম+নী ধাতু ; (ভাম = দীপ্তি ; নী ধাতু = প্রাপ্ত করান)। এষঃ হি সর্ব্বেষু লোকেষু (সমুদয় লোকে) ভাতি (প্রতিভাত হয়)। সর্ব্বেষু লোকেষু ভাতি, যঃ এবম্ বেদ (৩দ্রঃ)।

এই প্রকার জানেন, সমুদয় শোভনীয় বস্তু তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে।

৩। এই অক্ষিপুরুষই 'বামনী' কারণ তিনি সমুদয় 'বাম' (অর্থাৎ কল্যাণ) প্রাপ্ত করান (নয়তি, নী ধাতু)। যিনি এই প্রকার জানেন, তিনি সমুদয় কল্যাণ প্রাপ্ত করান।

৪। এই পুরুষই 'ভামনী' কারণ ইনিই সর্ব্বলোকে প্রতিভাত হন (ভাতি)। যিনি এই প্রকার জানেন, তিনি সর্ব্বলোকে দীপ্তি পান।

৫। অথ যদু চৈবাস্মিঞ্ছব্যং কুর্ব্বন্তি যদি চ নার্চি ষমেবাভিসম্ভবন্ত্যর্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষমাপূর্য্যমাণপক্ষাদ্‌-যান্ ষড়ুদঙ্‌ঙেতি মাসাংস্তান্মাসেভ্যঃ সংবৎসরং সংবৎসরা-দাদিত্যমাদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎপুরুষোঽমানবঃ।

৫। অথ (অনন্তর, মৃত্যুর পর) যৎ (যদি) উ চ এব অস্মিন (এই পুরুষে) শব্যম্ (শবকর্ম্ম, অন্ত্যেষ্টিকর্ম্ম) কুর্ব্বন্তি (করে), যদি চ ন (যদি না করে), অর্চ্চিষম্ (২।১; অর্চ্চি=জ্যোতি) এব অভি সম্ভবন্তি (অভি+সম+ভূ; প্রাপ্ত হয়), অর্চ্চিষঃ (অর্চ্চি হইতে) অহঃ (দিনকে), অহ্নঃ (দিন হইতে) আপূর্য্যমানপক্ষম্ (শুক্লপক্ষকে; আপূর্য্যমান=আ+পূ বা পূর শানচ্, কর্ম্মবাচ্য)। আপূর্য্যমান পক্ষাৎ (শুক্লপক্ষ হইতে) যান্ ষট্ (+মাসান্=যে ছয়মাস কাল) উদঙ্ (উত্তর দিকে) এতি ('সূর্য্য' গমন করে; ই ধাতু) মাসান্ (যান ষট্+) তান্ (সেই ছয় মাসকে), মাসেভ্যঃ (মাসসমূহ হইতে) সম্বৎসরম্ (২।১) সম্বৎসরাৎ (৫।১) আদিত্যম্ (২।১); আদিত্যাৎ (৫।১) চন্দ্রমসম্ (চন্দ্রকে); চন্দ্রমসঃ (৫।১) বিদ্যুতম্; তৎ (=তত্রস্থান্=সেইস্থানে অর্থাৎ বিদ্যুৎলোকে অবস্থিত ২।৩; +এনান্) পুরুষঃ (একজন পুরুষ) অমানবঃ (যে মানব নহে) সঃ (সেই) এনান্ (তৎ+;=সেই সমুদয় মনুষ্যকে) ব্রহ্ম গময়তি (ব্রহ্ম প্রাপ্ত করায়)। এষঃ (ইহাই) দেবপথঃ ব্রহ্মপথঃ। এতেন (এই পথদ্বারা) প্রতিপদ্যমানাঃ (প্রতি+পদ্, কর্ম্মবাচ্য

৫। (যিনি এই প্রকার জানেন) মৃত্যুর পর তাঁহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া হউক বা না হউক, তিনি অর্চ্চিতে গমন করেন, অর্চ্চি হইতে দিবসে, দিবস হইতে শুক্লপক্ষে, শুক্লপক্ষ হইতে উত্তরায়ণের ছয়মাসে, সেই ছয়মাস হইতে সম্বৎসরে, সম্বৎসর হইতে আদিত্যে, আদিত্য হইতে চন্দ্রমাতে, চন্দ্রমা হইতে বিদ্যুতে গমন করেন। তখন সেই

স এনান্ ব্রহ্ম গময়ত্যেষ দেবপথো ব্রহ্মপথ এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে নাবর্ত্তন্তে।

শানচ্, গমন করিয়া) ইমম্ মানবম্ আবর্ত্তম্ (এই মানব জন্মরূপ আবর্ত্তকে) ন আবর্ত্তন্তে (আ+বৃৎ; আবর্ত্তিত হয় না, প্রাপ্ত হয় না); ন আবর্ত্তন্তে (দ্বিরুক্তি নিশ্চয় বা সমাপ্তিসূচক)।

পাঠান্তর :—'এনান্' স্থলে 'এতান্'।

স্থানের এক অমানুষ পুরুষ তাহাদিগকে ব্রহ্মে লইয়া যান। ইহাই দেবপথ, (ইহাই) ব্রহ্মপথ। এই স্থলে গমন করিলে আর মানবকে আবর্ত্তে (সংসার আবর্ত্তে) ফিরিয়া আসিতে হয় না।

মন্তব্য

৪।১৫।১। বামানি সংযন্তি অর্থাৎ কল্যাণকর বস্তুসমূহ নিকট গমন করে, এইজন্য ইহার নাম 'সংযদ্বাম'। 'সংযদ্বাম' এবং 'বামানি সংযন্তি এতদুভয়ের উচ্চারণের সাদৃশ্য দ্রষ্টব্য।

ডয়সনের মতে 'সংযদ্বাম' শব্দের অর্থ "Love's treasure" অর্থাৎ প্রিয় বস্তুর আধার।

৪।১৫।৪। ডয়সন্ সাহেব বলেন :—

বামনী = The herald of love ; The prince of love.

ভামনী = The prince of radiance.

চতুর্থাধ্যায়ে ষোড়শ খণ্ড

যজ্ঞ সফলতার নিয়ম

১। এষ হ বৈ যজ্ঞো যোঽয়ং পবত এষ হ যন্নিদং সর্ব্বং পুনাতি যদেষ যন্নিদং সর্ব্বং পুনাতি তস্মাদেষ এব যজ্ঞস্তস্য মনশ্চ বাক্ চ বর্ত্তনী।

২। তয়োরন্যতরাং মনসা সংস্করোতি ব্রহ্মা বাচা হোতা-ধ্বর্য্যুরুদ্গাতান্যতরাংস যত্রোপাকৃতে প্রাতরনুবাকে পুরা পরি-ধানীয়ায়া ব্রহ্মা ব্যববদতি।

১। এষঃ (ইনি) হ বৈ যজ্ঞঃ, যঃ অয়ম্ (এই যিনি) পবতে (পবিত্র করেন); এষঃ হ যন্ (ই শতৃ; গমন করিয়া) ইদম্ সর্ব্বম্ (এই সমুদয়কে) পুণাতি (পবিত্র করেন)। যৎ (যেহেতু) এষঃ যন্ সর্ব্বম্ ইদম্ পুণাতি, তস্মাৎ (সেইজন্য) এষঃ এব যজ্ঞঃ। তস্য (তাহার) মনঃ চ বাক্ চ বর্ত্তনী (বর্ত্তনি স্ত্রীং ১।২, উভয়পথ) পাঠান্তর—'মনশ্চ বাক্ চ' স্থলে 'বাক্ চ মনশ্চ'।

২। তয়োঃ (এই দুইটীর) অন্যতরাম্ (একটীকে) মনসা (মনদ্বারা) সংস্করোতি (সম্পন্ন করেন, শোধন করেন) ব্রহ্মা। বাচা (বাক্যদ্বারা) হোতা অধ্বর্য্যুঃ, উদ্গাতা অন্যতরাম্। সঃ (ব্রহ্মা) যত্র (যখন) উপাকৃতে (উপ+আ+কৃ+ক্ত, ৭।১; আরম্ভ হইলে) প্রাতঃ অনুবাকে (প্রাতঃকালে পঠনীয় অনুবাক ৭।১) পুরা (পূর্ব্বে) পরি-ধানীয়ায়াঃ ('পরিধাণীয়া' নামক ঋকের) ব্রহ্মা ব্যববদতি (বি+অব +বদ্; মৌনভাব পরিত্যাগ করিয়া শব্দ করেন)।

১। এই যিনি পবিত্র করেন, ইনিই (অর্থাৎ এই বায়ুই) যজ্ঞ, যেহেতু তিনি প্রবাহিত হইয়া পবিত্র করেন। যেহেতু তিনি প্রবাহিত হইয়া এই সমুদয় পবিত্র করেন, সেইজন্য ইহাই যজ্ঞ। মন এবং বাক্য ইহার দুইটী পথ।

২। ব্রহ্মানামক ঋত্বিক ইহার একটী পথকে মন দ্বারা (অর্থাৎ

৩। অন্যতরামেব বর্ত্তনীং সংস্করোতি হীয়তেঽন্যতরা স যথৈকপাদ্ ব্রজন্ রথো বৈকেন চক্রেণ বর্ত্তমানো রিষ্যত্যেবমস্য যজ্ঞো রিষ্যতি যজ্ঞং রিষ্যন্তং যজমানোঽনুরিষ্যতি স ইষ্ট্বা পাপীয়ান্ ভবতি।

৩। অন্যতরাম্ এব বর্ত্তনীম্ (দুইটীর মধ্যে একটী পথকে ; 'বর্ত্তনী' শব্দ ২।১) সংস্করোতি (সংস্কার করেন), হায়তে (হীন হয়) অনতরা (মনোরূপ পথটী)। সঃ যথা (যেমন, সে যেমন) একপাদ্ (এক পদ বিশিষ্ট) ব্রজন্ (গমন করিয়া), রথঃ বা (অথবা যেমন রথ) একেন চক্রেণ (এক চক্রের সহিত) বর্ত্তমানঃ রিষ্যতি (রিষ্ ; বিনাশ প্রাপ্ত হয়), এবম্ (এই প্রকার) অস্য (ইহার) যজ্ঞঃ রিষ্যতি। যজ্ঞম্ রিষ্যন্তম্ (+ অনু ; যজ্ঞ বিনষ্ট হইলে ; যজ্ঞ বিনাশের অনুগমন করিয়া ; 'অনু'যোগে ২য়া) যজমানঃ অনু (রিয্যন্তম্ + অনু) রিষ্যতি। সঃ ইষ্ট্বা (যজ্ + ত্বা = যজ্ঞ করিয়া) পাপীয়ান্ (পাপ + ঈয়সু পাঃ ৬।৪।১৫৫ = অতিশয় পাপী) ভবতি (হয়)। পাঠান্তর—'বর্ত্তনীম্' স্থলে 'বর্ত্তনিম্'।

চিন্তা দ্বারা, বা মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক) সম্পন্ন করেন (বা সংশোধন করেন) (এইটী মনোরূপ পথ)। হোতা, অধ্বর্য্যু ও উদ্‌গাতা বাক্য দ্বারা অপরটীকে সম্পন্ন করেন (এইটী বাক্যরূপ পথ)। প্রাতঃপঠনীয় অনুবাক্ আরম্ভ হইবার পর, এবং পরিধানীয় নামক ঋক্ পাঠ করিবার পূর্ব্বে যদি 'ব্রহ্মা' মৌনাবলম্বন ত্যাগ করিয়া বাক্য উচ্চারণ করেন।

৩। তবে তিনি একটী পথকেই (অর্থাৎ বাক্যরূপ পথকেই) সংস্কৃত করেন ; কিন্তু অন্য পথটী (অর্থাৎ মনোরূপ পথটী) বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যেমন একপদ বিশিষ্ট মানব চলিতে গেলে কিংবা এক চক্র বিশিষ্ট রথ গমন করিতে আরম্ভ করিলে বিনষ্ট হয়, তেমনি ইহার যজ্ঞ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যজ্ঞবিনষ্ট হইলে যজমানও বিনষ্ট হয় ; সে যজ্ঞ করিয়া অতিশয় পাপী হয়।

৪। অথ যত্রোপাকৃতে প্রাতরনুবাকে ন পুরা পরিধানীয়ায়া ব্রহ্মা ব্যববদত্যুভে এব বর্ত্তনী সংস্কুর্ব্বন্তি ন হীয়তেঽন্যতরা।

৫। স যথোভয়পাদ্ ব্রজন্ রথো বোভাভ্যাং চক্রাভ্যাং বর্ত্তমানঃ প্রতিতিষ্ঠত্যেবমস্য যজ্ঞঃ প্রতিতিষ্ঠতি যজ্ঞং প্রতিতিষ্ঠন্তং যজমানোঽনু প্রতিতিষ্ঠতি স ইষ্ট্বা শ্রেয়ান্ ভবতি।

৪। অথ যত্র (যে যজ্ঞে) উপাকৃতে প্রাতঃ অনুবাকে, ন (না) পুরা পরিধানীয়ায়াঃ ব্রহ্মা ব্যববদতি উভে এব বর্ত্তনী (উভয়পথই; বর্ত্তনি স্ত্রীং ২।২) সংস্কুর্ব্বন্তি (সংস্কার করেন); ন (না) হীয়তে অন্যতরা (একটাও) (২য়ঃ দ্রঃ)।

৫। সঃ যথা (৪।১৬।৩) উভয়পাৎ (উভয়পদযুক্ত) ব্রজন্ (গমন করিয়া) রথঃ বা উভাভ্যাম্ চক্রাভ্যাম্ (উভয় চক্রের সহিত) বর্ত্তমানঃ প্রতিতিষ্ঠতি (প্রতিষ্ঠিত থাকে, পড়িয়া যায় না), এবম্ অস্য যজ্ঞঃ প্রতিতিষ্ঠতি। যজ্ঞম্ প্রতিতিষ্ঠন্তম্ (অনু+; যজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত থাকিলে) যজমানঃ অনু (প্রতিতিষ্ঠন্তম্+) প্রতিতিষ্ঠতি। সঃ ইষ্ট্বা শ্রেয়ান্ ভবতি (শ্রেয়োলাভ করে)। (৪।১৬।৩ দ্রঃ)।

৪। আর যে যজ্ঞে প্রাতঃপঠনীয় অনুবাক্ আরম্ভ হইবার পর এবং পরিধানীয় ঋক্ পাঠ করিবার পূর্ব্বে 'ব্রহ্মা' বাক্য উচ্চারণ করেন না, সে যজ্ঞে উভয় পথই সংস্কৃত হয়, কোনটীই হীন হয় না।

৫। যেমন উভয়পদযুক্ত লোক চলিতে গেলে কিংবা উভয় চক্রযুক্ত রথ গমন করিলে প্রতিষ্ঠা লাভ করে (অর্থাৎ পড়িয়া যায় না), তেমনি ইহার যজ্ঞ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সে যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া শ্রেয়োভাগী হয়।

মন্তব্য

৪।১৫।২। হোতৃ = হু + তৃন্ ; হু ধাতু অর্থ আহুতি দেওয়া। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে অতি প্রাচীনকালে 'হোতা' হোম কর্ম্মও সম্পন্ন করিতেন।

৪।১৬।৩। 'বর্ত্তনীম্' – বর্ত্তনী স্ত্রীলিঙ্গ ২।১ বর্ত্তনি এবং বর্ত্তনী উভয়ই স্ত্রীলিঙ্গ (পাঃ ৪।১।৪৫ বার্ত্তিক)।

'সঃ যথা' :—অনেকস্থলে 'য' কিংবা 'তৎ' শব্দ 'যথা' ও যদি শব্দের সহিত ব্যবহৃত হয়। 'যথা' এবং 'যদি' শব্দের অর্থ দৃঢ়ীকৃত করিবার জন্যই এই প্রকার প্রয়োগ। পালিতে 'সেয্ যথা', প্রাকৃতে 'সেজ্জহা', 'তম্জহা' ইত্যাদির প্রয়োগ আছে। ইহার অর্থ 'যেমন', 'সে যেমন'। 'ব্রহ্মা'র কর্ত্তব্য কি সেবিষয়ে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ২৫।৮ অংশ দ্রষ্টব্য।

৪।১৬।৩। সোমযজ্ঞে চারি প্রকার ঋত্বিক্ নিযুক্ত হইয়া থাকে :—(১) ঋগ্বেদী ঋত্বিক্—ইহার নাম হোতা। হোতার তিনজন সঙ্গী (ক) মৈত্রাবরুণ, (খ) অচ্ছাবাক (গ) গ্রাবস্তুব্ ; মোট চারি জন (২) যজুর্ব্বেদী অধ্বর্য্যু। ইহার তিনজন সঙ্গী (ক) প্রতিপ্রস্থাতা (খ) নেষ্টা (গ) উন্নেতা ; মোট ৪জন। (৩) সামবেদী উদ্গাতা—ইহার তিনজন সঙ্গী (ক) প্রস্তোতা (খ) প্রাতহর্ত্তা (গ) সুব্রহ্মণ্যা ; মোট ৪জন। (৪) ব্রহ্মানামক ঋত্বিক্—ইহার তিনজন সঙ্গী (ক) ব্রাহ্মণাচ্ছংসী (খ) আগ্নীধ্র (গ) পোতা মোট ৪জন।

হোতা নির্দ্দিষ্ট মন্ত্র উচ্চারণ করেন ; অধ্বর্য্যু হোমদ্রব্য প্রস্তুত ও আহুতি অর্পন করেন এবং উদ্গাতা সামগান করেন। ব্রহ্মার তিন বেদের বিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তিনি অপরাপর ঋত্বিকের কার্য্যের তত্ত্বাবধান করেন এবং ভ্রম সংশোধন করিয়া থাকেন। পরবর্ত্তীকালে 'ব্রহ্মা' অথর্ব্ববেদী ঋত্বিক্ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

চতুর্থাধ্যায়ে সপ্তদশ খণ্ড

যজ্ঞশোধনে ব্যাহৃতিব্যবহার

১। প্রজাপতির্লোকানভ্যতপত্তেষাং তপ্যমানানাং রসান্ প্রাবৃহদগ্নিং পৃথিব্যা বায়ুমন্তরিক্ষাদাদিত্যং দিবঃ।

২। স এতাস্তিস্রো দেবতা অভ্যতপত্তাসাং তপ্যমানানাং রসান্ প্রাবৃহদগ্নের্ঋচো বায়োর্যজূংসি সামান্যাদিত্যাৎ।

১। প্রজাপতিঃ লোকান্ (লোকসমূহকে 'উদ্দেশ করিয়া') অভি+অতপৎ (তপস্যা করিলেন)। তেষাম্ তপ্যমানানাম্ (সেই অভিসপ্ত লোক সমূহের) রসান্ (রসসমূহকে) প্রাবৃহৎ (প্র+বৃহ লুঙ্; উদ্ধৃত করিলেন)—অগ্নিম্ (২।১) পৃথিব্যাঃ (পৃথিবী হইতে) বায়ুম্ অন্তরিক্ষাৎ (অন্তরিক্ষ হইতে), আদিত্যম্ দিবঃ (দ্যৌ হইতে)।

২। সঃ এতাঃ তিস্রঃ দেবতাঃ (এই তিন দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া) অভ্যতপৎ। তাসাম্ তপ্যমানানাম্ (তপ্যমান দেব সমূহের) রসান্ প্রাবৃহৎ—অগ্নেঃ (অগ্নি হইতে) ঋচঃ (ঋক্ সমূহকে), বায়োঃ (বায়ু হইতে) যজূংসি (যজুঃ সমূহকে), সামানি (সাম সমূহকে) আদিত্যাৎ (আদিত্য হইতে) ১মঃ দ্রঃ।

১। প্রজাপতি লোকসমূহকে (উদ্দেশ করিয়া) তপস্যা করিলেন। তপ্যমান লোকসমূহ হইতে তিনি রস উদ্ধৃত করিলেন। পৃথিবী হইতে অগ্নি, অন্তরিক্ষ হইতে বায়ু এবং দ্যুলোক হইতে আদিত্যকে (উদ্ধৃত করিলেন)।

২। তিনি এই তিন দেবতাকে (উদ্দেশ করিয়া) তপস্যা করিলেন। তপ্যমান দেবগণ হইতে তিনি রস উদ্ধৃত করিলেন—অগ্নি হইতে ঋক্‌সমূহ বায়ু হইতে যজুঃ সমূহ এবং আদিত্য হইতে সাম সমূহ (উদ্ধৃত করিলেন)।

৩। স এতাং ত্রয়ীং বিদ্যামভ্যতপত্তস্যাস্তপ্যমানায়া রসান্ প্রাবৃহদ্ভূরিত্যৃগ্‌ভ্যো ভুবরিতি যজুর্ভ্যঃ স্বরিতি সামভ্যঃ।

৪। তদ্‌যদ্যৃক্তো রিষ্যেদ্‌ভূঃ স্বাহেতি গার্হপত্যে জুহুয়াদৃচামেব তদ্রসেনর্চাং বীর্য্যেণর্চাং যজ্ঞস্য বিরিষ্টং সন্দধাতি।

৩। সঃ এতাম্ ত্রয়ীম্ বিদ্যাম্ (এই ত্রয়ীবিদ্যাকে লক্ষ্য করিয়া) অভ্যতপৎ। তস্যাঃ তপ্যমানায়াঃ (তপ্যমান ত্রয়ীবিদ্যার) রসান্ প্রাবৃহৎ—ভূঃ ইতি ঋগ্‌ভ্যঃ (ঋক্ সমুহ হইতে); ভুবঃ ইতি যজুর্ভ্যঃ (যজুঃসমূহ হইতে) স্বঃ ইতি সামভ্যঃ (সামসমূহ হইতে) (২ দ্রঃ)।

পাঠান্তর 'ভুবরিতি' স্থলে 'ভুব ইতি'।

৪। তৎ (সেই জন্য) যদি ঋকৃতঃ (ঋক্+তস্=ঋক হইতে, ঋক্ সংক্রান্ত দোষবশতঃ) রিষ্যেৎ (যজ্ঞের অনিষ্ট হয়)—'ভূঃ স্বাহা' ইতি গার্হপত্যে (গার্হপত্য অগ্নিতে) জুহুয়াৎ (হোম করিবে)। ঋচাম্ এব (ঋক্ সমূহের) তৎরসেন (সেই রসদ্বারা) ঋচাম্ বীর্য্যেন (বীর্য্য দ্বারা) ঋচাম্ (ঋকের) যজ্ঞস্য (যজ্ঞের) বিরিষ্টম্ (অনিষ্টকে) সন্দধাতি (সম্+ধা; প্রতিবিধান করে)।

৩। প্রজাপতি এই ত্রয়ীবিদ্যাকে (লক্ষ্য করিয়া) তপস্যা করিলেন। তপ্যমান ত্রয়ীবিদ্যা হইতে রস সমূহ উদ্ধৃত করিলেন; ঋক্‌সমূহ হইতে ভূঃ, যজুঃসমূহ হইতে ভুবঃ এবং সামসমূহ হইতে স্বঃ উদ্ধার করিলেন।

৪। সেই জন্য যদি ঋক্ প্রয়োগের দোষে যজ্ঞের কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে 'ভূঃ স্বাহা' বলিয়া গার্হপত্য অগ্নিতে হোম করিবে। তাহা হইলে ঋক্ সমূহের রসদ্বারা, ঋক্‌সমূহের বীর্য্যদ্বারা —ঋক্ প্রয়োগের দোষবশতঃ যজ্ঞের যে দোষ হইতে পারিত, তাহার প্রতিবিধান হইবে।

৫। অথ যদি যজুষ্টো রিষ্যেদ্ভুবঃ স্বাহেতি দক্ষিণাগ্নৌ জুহুয়াদ্ যজুষামেব তদ্রসেন যজুষাং বীর্য্যেণ যজুষাং যজ্ঞস্য বিরিষ্টং সন্দধাতি।

৬। অথ যদি সামতো রিষ্যেৎস্বঃ স্বাহেত্যাহবনীয়ে জুহুয়াৎ সাম্নামেব তদ্রসেন সাম্নাং বীর্য্যেণ সাম্নাং যজ্ঞস্য বিরিষ্টং সন্দধাতি।

৫। অথ যদি যজুষ্টঃ (যজুস্ + তস্ = যজুঃ প্রয়োগের দোষবশতঃ) রিষ্যেৎ, 'ভুবঃ স্বাহা' ইতি দক্ষিণাগ্নৌ (দক্ষিণাগ্নিতে) জুহুয়াৎ; যজুষাম্ (যজুঃ সমূহের) এব তৎরসেন, যজুষাম্ বীর্য্যেণ, যজুষাম্ যজ্ঞস্য বিরিষ্টম্ সন্দধাতি (৪মঃ)।

৬। অথ যদি সামতঃ (সাম + তস্ = সামপ্রয়োগের (দোষ বশতঃ) রিষ্যেৎ, 'স্বঃ স্বাহা' ইতি আহবণীয়ে (আহবনীয় অগ্নিতে) জুহুয়াৎ। সাম্নাম্ (সাম সমূহের) এব তৎ রসেন, সাম্নাম্ বীর্য্যেণ সাম্নাম্ যজ্ঞস্য বিরিষ্টম্ সন্দধাতি (৪মঃ)।

৫। যদি যজুঃপ্রয়োগের দোষবশতঃ কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে 'ভুবঃ স্বাহা' এই বলিয়া দক্ষিণাগ্নিতে হোম করিবে। তাহা হইলে যজুঃসমূহের রসদ্বারা, যজুঃসমূহের বীর্য্যদ্বারা—যজুঃ প্রয়োগের দোষবশতঃ যে অনিষ্ট হইতে পারিত—তাহার প্রতিবিধান হইবে।

৬। যদি সামপ্রয়োগের ত্রুটি বশতঃ কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে 'স্বঃ স্বাহা' এই বলিয়া আহবনীয় অগ্নিতে হোম করিবে। যদি সাম প্রয়োগের দোষবশতঃ কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে সামসমূহের রসদ্বারা, সামসমূহের বীর্য্য দ্বারা সেই ক্ষতির প্রতি-বিধান হইবে।

৭। তদ্ যথা লবণেন সুবর্ণং সন্দধ্যাৎ সুবর্ণেন রজতং রজতেন ত্রপু ত্রপুণা সীসং সীসেন লোহং লোহেন দারু দারু চর্ম্মণা।

৮। একমেষাং লোকানামাসাং দেবতানামস্যাস্ত্রয্যা বিদ্যায়া বীর্য্যেণ যজ্ঞস্য বিরিষ্টং সন্দধাতি ভেষজকৃতো হ বা এষ যজ্ঞো যত্রৈবংবিদ্ ব্রহ্মা ভবতি।

৭। তৎ যথা (যেমন) লবণেন (লবণ দ্বারা) সুবর্ণম্ (২।১) সন্দধ্যাৎ (সম+ধা; সংযোজিত করে), সুবর্ণেন (৩।১) রজতম্ (২।১), রজতেন ত্রপু (রঙ্গকে), ত্রপুণা (ত্রপু দ্বারা) সীসম্ (২।১), সীসেন (৩।১) লোহম্ লোহেন (৩।১) দারু (কাষ্ঠকে), দারু (দারুকে) চর্ম্মণা (চর্ম্মদ্বারা)।

৮। এবম্ (এই প্রকার) এষাম্ লোকানাম্ (এই লোক সমূহের) আসাম্ দেবতানাম্ (এই দেবতা সমূহের) অস্যাঃ ত্রয্যাঃ বিদ্যায়াঃ (এই ত্রয়ী বিদ্যার) বীর্য্যেন যজ্ঞস্য বিরিষ্টম্ সন্দধাতি। ভেষজকৃতঃ (সুচিকিৎসিত) হ বৈ এষঃ যজ্ঞঃ, যত্র (যে যজ্ঞে) এবংবিদ্ (এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন) ব্রহ্মা ভবতি (হয়) (৪ মঃ)।

৭। যেমন লবণদ্বারা সুবর্ণকে; সুবর্ণদ্বারা রজতকে, রজতদ্বারা রাঙ্গকে, রঙ্গদ্বারা সীসককে, সীসকদ্বারা লৌহকে এবং লৌহদ্বারা ও চর্ম্মদ্বারা কাষ্ঠকে (সংযোজিত করা হয়)।

৮। তেমনি এই লোকসমূহের, এই দেবগণের এবং এই ত্রয়ী বিদ্যার বীর্য্য দ্বারা যজ্ঞের অনিষ্ট প্রতিবিধান করা হয়। এই প্রকার জ্ঞান সম্পন্ন ব্রহ্মা যে যজ্ঞে ঋত্বিক হন, সেই যজ্ঞ সুচিকিৎসিত হয়।

৯। এষ হ বা উদক্প্রবণো যজ্ঞো যত্রৈবংবিদ্ ব্রহ্মা ভবত্যেবংবিদং হ বা এষা ব্রহ্মাণমনু গাথা যতো যত আবর্ত্ততে তত্তদ্গচ্ছতি।

১০। মানবো ব্রহ্মৈবৈক ঋত্বিক্কুরূনশ্বাভিরক্ষত্যেবংবিদ্ হ বৈ ব্রহ্মা যজ্ঞং যজমানং সর্ব্বাংশ্চর্ত্বিজোঽভিরক্ষতি তস্মাদেবং-বিদমেব ব্রহ্মাণং কুর্ব্বীত নানেবংবিদং নানেবংবিদম্।

৯। এষঃ (এই) হ বৈ উদক্প্রবণঃ (উত্তরদিকে নিম্ন অর্থাৎ উত্তরায়ণ পথে যাইবার উপায়) যজ্ঞঃ, যত্র এবংবিদ্ ব্রহ্মা ভবতি। এবং বিদম্ (২।১) হ বৈ এষা (এই) ব্রহ্মাণম্ অনু (ব্রহ্মাকে লক্ষ্য করিয়া) গাথা—

যতঃ যতঃ (যেখানে, যেখানে) আবর্ত্ততে (আ+বৃত; ক্ষতযুক্ত হয়—শঙ্কর; কিংবা মন্ত্রের আবৃত্তি হয়), তৎ তৎ (সেই সেই স্থানে) গচ্ছতি (গমন করে)।

১০। মানবঃ (মননশীল বা মৌনাবলম্বী) ব্রহ্মা এব একঃ ঋত্বিক। কুরূন্ (কুরুদিগকে; শঙ্করের মতে কুরুকর্ত্তা বা যোদ্ধা, কৃ ধাতু হইতে। এখানে কুরুবংশীয় না বলিয়া শঙ্কর সাধারণ যোদ্ধৃগণ বলিয়াছেন) অশ্বা (ঘোটকী) অভিরক্ষতি (রক্ষা করিয়া থাকে)। এবংবিৎ হ বৈ ব্রহ্মা যজ্ঞম্ যজমানম্ সর্ব্বান্ চ ঋত্বিজঃ (এবং সমুদয় ঋত্বিককে) অভিরক্ষতি। তস্মাৎ (সেই জন্য) এবংবিদম্ এব ব্রহ্মাণম্ (এই প্রকার

৯। এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন ব্রহ্মা যে যজ্ঞের ঋত্বিক সেই যজ্ঞ উদক্-প্রবণ (অর্থাৎ উত্তরায়ণ পথে যাইবার উপায়)। এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন ব্রহ্মার বিষয়ে এইরূপ একটি গাথা (আছে)—

"যে যে স্থানে ক্ষত হয় সেই সেই স্থানে গমন করেন (কিংবা যেখানে যেখানে মন্ত্রের আবৃত্তি হয় সেই সেই স্থলে গমন করেন)"।

১০। মননশীল (বা মৌনাবলম্বী) ব্রহ্মাই একমাত্র ঋত্বিক্। ঘোটকী কুরুগণকে (কিংবা যোদ্ধৃগণকে) রক্ষা করিয়া থাকে; (তেমনি) এই

জ্ঞানী ব্রহ্মাকেই) কুর্ব্বীত (নিযুক্ত করিবে); ন (না) অনেবং-বিদম্ (ন এবংবিদম্ = এ প্রকার জ্ঞান যাহার নাই তাহাকে) ; ন অনেবং-বিদম্ (দ্বিরুক্তি সমাপ্তিসূচক কিংবা গুরুত্বসূচক)।

প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন ব্রহ্মা যজ্ঞ, যজমান ও ঋত্বিক্‌কে রক্ষা করেন। সুতরাং যিনি এই প্রকার জানেন, তাঁহাকেই ব্রহ্মাঋত্বিক্‌রূপে নিযুক্ত করিবে। যে এ প্রকার জানে না তাহাকে নিযুক্ত করিবে না।

মন্তব্য

'অভ্যতপৎ'—কেহ কেহ বলেন "লোকান্ অভ্যতপৎ" = "লোকসমূহকে উত্তপ্ত করিয়াছিলেন"। 'তপ্' ধাতুর মৌলিক অর্থ উত্তপ্ত করা।

'তৎ যদি'—৪।১৬।৩ এর মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

'তৎ যথা'—৪।১৬।৩ মন্তব্য দ্রঃ।

লবণ—Borax Salt

(১) 'গাথা'—আনন্দ গিরি বলেন গাথা শব্দের অর্থ "গায়ত্র্যাদিচ্ছন্দোব্যতিরিক্তচ্ছন্দো বিষয়ঃ" অর্থাৎ গায়ত্র্যাদি ছন্দ ছাড়া অপর ছন্দে যাহা রচিত তাহাই গাথা। পিঙ্গল সূত্রে ও আছে "ছন্দঃ শাস্ত্রে" যাহার উল্লেখ নাই, অথচ প্রয়োগ আছে তাহাই গাথা (৮।১)।

ঐতরেয় আরণ্যকে লিখিত আছে যে ঋঙ্ মন্ত্রাদি অপৌরুষেয় এবং গাথা—মানবরচিত।

যে সমুদয় কবিতা মন্ত্র নহে, সেই সমুদয় কবিতাকে প্রাচীনকালে গাথা বলা হইত।

(২) 'যতঃ যতঃ আবর্ত্ততে' কেহ কেহ ইহার অর্থ করেন "যে স্থলে ব্রহ্মা-পুরোহিত গমন করেন, সেই স্থলে সাধারণ মানবও গমন করে।

'অশ্বা'—Deussen এবং Bohtlingk ও Roth 'অশ্বা' স্থলে 'শ্বা' গ্রহণ করিয়াছেন। শ্বা = কুকুর।

কেহ কেহ বলেন কুরূন্—যজ্ঞকর্ত্তৃগণ। তাহা হইলে এই অংশের অর্থ হইবে—

"কুকুর যেমন যজ্ঞকারীগণকে রক্ষা করে।

ছান্দোগ্যোপনিষদ্

দ্বিতীয়ার্দ্ধ—শেষ চারি অধ্যায়

ছান্দোগ্যোপনিষদ্

শ্রীমহেশচন্দ্র বেদান্তরত্ন বি-টি-কর্ত্তৃক
পদপাঠ, অবিকল বঙ্গানুবাদ এবং ব্যাকরণ ও তাৎপর্য্য-ঘটিত
বহুল মন্তব্যসহ ব্যাখ্যাত

দশোপনিষদের টীকা ও অনুবাদকার
শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ কর্ত্তৃক
খণ্ডশীর্ষ, বিষয়ানুক্রমণিকা ও উপনিষদুক্ত সাধন-প্রণালী
বিষয়ক ভূমিকাসহ সম্পাদিত

দ্বিতীয়ার্দ্ধ—শেষ চারি অধ্যায়

কলিকাতা
২১০।৩।২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
'দেবালয়'নামক ভবনের ত্রিতলগৃহে
গ্রন্থ-সম্পাদকের নিকট প্রাপ্তব্য

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দ

মূল্য দেড় টাকা

২১১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ব্রাহ্মমিশন প্রেসে
শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মুখবন্ধ

ঈশ্বরকৃপায় ছান্দোগ্যের বর্ত্তমান সংস্করণ সম্পূর্ণ হইল। এই দ্বিতীয়ার্দ্ধে যে চারি অধ্যায় প্রকাশিত হইল সেই চারি অধ্যায়ই ব্রহ্মবিদ্যার্থীর পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়। উপনিষদের পরলোকবাদ পঞ্চম ও অষ্টম অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আধুনিক পাঠক সমগ্রভাবে সেই মত গ্রহণ করুন্ আর নাই করুন্, ইহা তাঁহার নিবিষ্ট অধ্যয়নের উপযুক্ত। অশ্বপতি ও ষড়্ব্রাহ্মণ-সংবাদ সামাজিক ও দার্শনিক উভয় দিক্ হইতেই প্রয়োজনীয়। ষষ্ঠাধ্যায়ে 'তৎত্বমসি' মহাবাক্য নানাভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বেদান্তদর্শনে ইহার স্থান সুপ্রসিদ্ধ। সপ্তম অধ্যায়ে 'নাম' হইতে আরম্ভ করিয়া ঋষি সোপান-পরম্পরা অতিক্রমপূর্ব্বক চিন্তার উচ্চতম স্তর 'ভূমা'তে উত্থিত হইয়াছেন। আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনাধ্যায়ী এই ব্যাখ্যা পাঠ করিতে করিতে নিশ্চয়ই হেগেলের ন্যায়-পদ্ধতি স্মরণ করিবেন। অষ্টমাধ্যায়ে পাঠক অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ইন্দ্র-প্রজাপতি-সংবাদে জাগ্রৎ-স্বপ্নাদি অবস্থা সম্বন্ধে বৃহদারণ্যকে ব্যাখ্যাত মতের বিরুদ্ধ, অন্ততঃ আপাত-বিরুদ্ধ, মত দেখিতে পাইবেন। ঔপনিষদিক ব্রহ্মবিদ্যার এই দুই ধারা সম্বন্ধে প্রথমার্দ্ধের মুখবন্ধে কিঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে।

অতিবৃদ্ধ বয়সে অস্ত্রকরা ক্ষীণ চক্ষু লইয়া বেতনভোগী প্রুফ্-সংশোধকের সাহায্যে ছান্দোগ্যের সংস্করণ শেষ করিলাম। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভুল অনেক আছে ইহাই সম্ভব। কিন্তু বড় ভুল বোধ হয় একটীই।

৩৪ এর পৃষ্ঠার নিম্নভাগস্থ ৩ সংখ্যক পদপাঠের দুই পঁক্তি ৩৫এর পৃষ্ঠায় যাইবে এবং ৩৫এর পৃষ্ঠার নিম্নভাগস্থ ৫ সংখ্যক পদপাঠের এক পঁক্তি ৩৬এর পৃষ্ঠায় যাইবে।

পদপাঠ ও মন্তব্যে অনেকগুলি গ্রন্থের নাম সাংকেতিকভাবে দেওয়া হইয়াছে। সেই সকল গ্রন্থের প্রায় সকলগুলিরই পূর্ণ নাম বোধ হয়, এই পুস্তকের কোনও না কোনও স্থলে আছে। সুতরাং সাংকেতিক নামগুলি বুঝিতে বোধ হয় পাঠকের বিশেষ বাধা হইবে না। এই ভাবিয়া এই সকল সাংকেতিক নামের কোনও নির্ঘণ্ট দেওয়া হইল না।

ঈশ্বরেচ্ছা থাকিলে অনতিবিলম্বেই 'বৃহদারণ্যকে'র সংস্করণ লইয়া পাঠকের নিকট উপস্থিত হইব। এই কার্য্য সম্পাদন বিষয়ে তাঁহার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি।

সম্পাদক

বিষয়ানুক্রমণিকা

বিষয়			পৃষ্ঠাঙ্ক

উপনিষদুক্ত সাধন-প্রণালী

১। উপনিষদের নীতি

উপনিষদে নৈতিক উপদেশের বাহুল্য নাই। তাহার কারণ এই যে প্রাচীন ব্যবস্থা অনুসারে ইষ্ট অর্থাৎ যজ্ঞাদি কর্ম্ম, পূর্ত্ত অর্থাৎ বাপী-কূপ-খননাদি লোকহিতকর কর্ম্ম, এবং দত্ত অর্থাৎ দানাদি কর্ম্ম, এই ত্রিবিধ কর্ম্মদ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে এবং ব্রহ্মজিজ্ঞাসা অর্থাৎ ব্রহ্মকে সাক্ষাৎভাবে জানিবার ইচ্ছা উদিত হইলে উপনিষদ্ অধ্যয়ন করিতে হইত। সুতরাং উপনিষৎকারেরা বিস্তৃতভাবে নৈতিক উপদেশ দিবার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই। তৈত্তিরীয় উপনিষদের প্রথমা বল্লী একাদশ অনুবাকে পাঠক কতিপয় উপাদেয় নৈতিক উপদেশ পাইবেন। তদ্ভিন্ন উপনিষদের নানা স্থানেই সংক্ষিপ্ত আকারে বিবিধ উপদেশ ছড়ান আছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৪।৪) একটী উচ্চ নৈতিক আদর্শ দেওয়া হইয়াছে। পরবর্ত্তী সময়ে ইহা হইতেই শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা এই ষট্‌সম্পত্তি অর্থাৎ ছয়টী নৈতিক গুণ সংগৃহীত হয়। ক্রমশঃ ব্রহ্মজ্ঞানার্থী শিষ্যের আদর্শ এই দাঁড়াইল যে তাঁহাকে সাধনচতুষ্টয়-সম্পন্ন হইতে হইবে। এই সাধনচতুষ্টয়ের প্রথম সাধন নিত্যানিত্য-বিবেক অর্থাৎ নিত্য ও অনিত্য বস্তুর প্রভেদ বুঝিবার শক্তি বা অভ্যাস। দ্বিতীয় সাধন ইহামুত্রফলভোগবিরাগ অর্থাৎ ইহলোকে বা পর-লোকে নিজ কর্ম্মের ফল ভোগ সম্বন্ধে বৈরাগ্য। সংক্ষেপে বলিতে

গেলে নিষ্কাম হইয়া কেবল কর্ত্তব্যবোধে সমুদায় সৎকর্ম্ম সম্পাদন করা। তৃতীয় সাধন উপরি-উক্ত ষট্‌ষম্পত্তি। চতুর্থ সাধন মুমুক্ষুত্ব অর্থাৎ মুক্তি লাভের ইচ্ছা। ব্রহ্মজ্ঞানার্থীর এই আদর্শ উপনিষদের সময়েই বিশেষরূপে স্বীকৃত হইয়াছিল। ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রেই বলা হইয়াছে "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যচিদ্ ধনম্।" —ঈশ্বর-প্রদত্ত বিষয়দ্বারা ভোগ নির্ব্বাহ কর, কাহারও ধনে আকাঙ্ক্ষা করিও না।" কেনোপনিষদে দেখা যায় অগ্নি ও বায়ু যক্ষরূপী ব্রহ্মের সম্মুখীন হইয়াও অহঙ্কারবশতঃ তাঁহাকে জানিতে পারিলেন না। কিন্তু ইন্দ্রের নিকট হইতে তিনি তিরোহিত হইলেও ইন্দ্র সহিষ্ণু ও বিনীত ভাবে হিমালয়শিখরে প্রাদুর্ভূতা ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী উমার শরণাপন্ন হওয়াতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেন। ঐ উপনিষদেরই শেষ ভাগে বলা হইয়াছে "তপস্যা অর্থাৎ শরীর ইন্দ্রিয় ও মনের সমাধান, দম অর্থাৎ চিত্তের স্থৈর্য্য, এবং কর্ম্ম, ইহার অর্থাৎ উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিষ্ঠা বা পাদস্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মলাভের উপায়, বেদাধ্যয়ন ইহার সর্ব্বাঙ্গ অর্থাৎ সহায় এবং সত্য ইহার আশ্রয়।" কঠোপনিষদে দেখা যায় নচিকেতা আত্মজ্ঞানার্থী হইলেও যম তাঁহাকে সহজে আত্মোপদেশ দেন নাই। পার্থিব ঐশ্বর্য্য এবং দেবলোকের নানা ভোগ্য বস্তুর প্রলোভন দেখাইয়া যখন দেখিলেন নচিকেতা বিচলিত হইলেন না, আত্মজ্ঞানলাভের সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন না, তখনই তিনি তাঁহাকে জ্ঞানদানে সম্মত হইলেন। সাধারণ বিশ্বাস এই যে অপরা বিদ্যার ন্যায় পরা বিদ্যাও কেবল বুদ্ধি-দ্বারাই লাভ করা যায়। কঠোপনিষদ্ বলিতেছেন তাহা সম্ভব নহে।

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥

অর্থাৎ দুশ্চরিত্র হইতে অবিরত, অশান্ত, অসমাহিত বা অশান্ত-মানস ব্যক্তি জ্ঞান দ্বারাও ইঁহাকে প্রাপ্ত হয় না। (২।২৪)

প্রশ্নোপনিষদে দেখা যায় সুকেশা প্রভৃতি ছয় জন ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ঋষি পিপ্পলাদের নিকট ব্রহ্মজ্ঞানার্থী হইয়া উপনীত হইলে ঋষি তাঁহাদিগকে বলিলেন "পুনরায় তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধা অবলম্বনপূর্ব্বক সংবৎসর যাপন কর, তৎপর ইচ্ছানুরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও, যদি আমার জানা থাকে, তবে তোমাদিগকে সমুদায় বলিব।" মুণ্ডকোপনিষদের প্রথমাংশে ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর যোগ্যতা কথঞ্চিত বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সেই যোগ্যতার সার—"প্রশান্ত চিত্তায় শমান্বিতায়।" তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভৃগুবল্লীতে উক্ত হইয়াছে যে বরুণপুত্র ভৃগু পিতার নিকট ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইলে পিতা তাঁহাকে তপস্যা করিতে বলিলেন। ভৃগু পাঁচ বার তপস্যা করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান এবং আনন্দ এই পাঁচটী স্তরে ক্রমশঃ উন্নীত হইলেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের শেষ ভাগে বলা হইয়াছে জ্ঞানী শ্বেতাশ্বতর তপঃপ্রভাবে এবং দেবপ্রসাদে ব্রহ্মকে অবগত হইয়াছিলেন। আরও বলা হইয়াছে এই জ্ঞান অপ্রশান্ত ব্যক্তিকে এবং অযোগ্য পুত্র বা অযোগ্য শিষ্যকে দেওয়া অকর্ত্তব্য। ছান্দোগ্য উপনিষদে সত্যকাম জাবাল এবং উপকোসল কামলায়ন প্রভৃতির কঠোর তপস্যা এবং তদ্দ্বারা শিষ্যযোগ্যতালাভ বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই উপনিষদেই আরুণি-শ্বেতকেতু সংবাদে, নারদ-সনৎকুমার-সংবাদে এবং অশ্বপতি ও ষড়্-ব্রাহ্মণ সংবাদে দেখান হইয়াছে যে অপরা বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিও পরা বিদ্যা সম্বন্ধে অতিশয় অনভিজ্ঞ থাকিতে পারে। কৌষীতকি ও বৃহদারণ্যক্ উপনিষদে এই জাতীয় অনেকগুলি আখ্যায়িকা আছে।

২। জ্ঞান-সাধন

প্রচলিত অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত উপনিষদ্ শাস্ত্রের বিশেষত্ব এই যে ইহাতে ব্রহ্মজ্ঞানলাভকে সাধনের অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে এবং এই জ্ঞানলাভের নানা প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। উপনিষৎকারেরা কোন শাস্ত্র বা গুরুকে স্বাধীন প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না, সুতরাং স্বাধীন চিন্তা বিচার এবং ধ্যানপ্রসূত অনুভবই তাঁহাদের নিকট ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায়। উপনিষদুক্ত জ্ঞানপ্রণালী সম্বন্ধে প্রথমার্দ্ধের ভূমিকায় বিশেষরূপে বলা হইয়াছে; এস্থলে তাহার আর পুনরুক্তি করিব না। কেবল জ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন স্তর সম্বন্ধে কিছু বলিব। সাধারণতঃ লোকে কেবল বিচারমূলক সিদ্ধান্তকেই জ্ঞান বলে। কিন্তু উপনিষদ্-প্রতিপাদিত জ্ঞান আরও গম্ভীরতর বস্তু। বিচারমূলক সিদ্ধান্ত জ্ঞানের একটী নিম্ন স্তরমাত্র। বৃহদারণ্যক উপনিষদের মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণে (২।৪ ও ৪।৫) যাজ্ঞবল্ক্য নিজ পত্নী মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছেন "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি। আত্মনি খলু অরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিদিতম্"—"হে মৈত্রেয়ি, ! আত্মাকে দেখিতে শুনিতে মনন করিতে এবং বিশেষ রূপে ধ্যান করিতে হইবে। আত্মাকে দেখিলে শুনিলে মনন করিলে এবং বিশেষ রূপে জানিলে এই সমুদয় জানা হয়"। আচার্য্য শঙ্করের ব্যাখ্যা-নুসারে দর্শনই লক্ষ্য; সেই লক্ষ্য সাধনের উপায় শ্রবণ মনন এবং নিদিধ্যাসন। 'শ্রবণ' অর্থ ব্রহ্মজ্ঞান-শাস্ত্র অধ্যয়ন করা অথবা ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর উপদেশ শোনা; 'মনন' অর্থ শ্রুত বিষয় বিচারসহ ('তর্কতঃ') চিন্তা করা, এবং 'নিদিধ্যাসন' অর্থ উক্ত প্রণালীতে জ্ঞাত আত্মবস্তুর ধ্যান। এই প্রণালীর ফল আত্মদর্শন বা ব্রহ্মদর্শন। ব্রহ্মদর্শনই জ্ঞানের

পরাকাষ্ঠা। এই দর্শনের অবশ্যম্ভাবী ফল আনন্দ ও পবিত্রতা, কারণ ব্রহ্ম রসস্বরূপ এবং 'শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্'। উপনিষদে ভক্তির উল্লেখ নাই বলিলেই হয়। ১২ খানা প্রধান উপনিষদের মধ্যে কেবল শ্বেতাশ্বতরের শেষ মন্ত্রে ভক্তি শব্দের উল্লেখ আছে—'যস্য দেবে পরা ভক্তিঃ'। কিন্তু ব্রহ্মানন্দের উল্লেখ ও ব্যাখ্যা উপনিষদের অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে ইহার বিশেষ বর্ণনা আছে। এই ব্রহ্মানন্দই পরবর্ত্তী ভক্তিশাস্ত্রে 'ভক্তি' নামে বিকশিত ও বর্ণিত হইয়াছে। যাহা হউক্, ব্রহ্মদর্শন সম্বন্ধে আমরা আরোও কিছু বলিব। কঠ, মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি পদ্য উপনিষদ্‌গুলিতে পাঠক ইহার বহুল সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাইবেন। গদ্য উপনিষদ্‌গুলিতে—কৌষীতকি, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকে—ইহার অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বর্ণনা পাইবেন। এই সকল বর্ণনাতে দেখিবেন দুই প্রকার ধ্যানপ্রণালীতে ব্রহ্মদর্শনে উপনীত হওয়া যায়। এই দুই প্রকার প্রণালীকে পরবর্ত্তী বৈদান্তিক সাহিত্যে—যেমন 'অপরোক্ষানুভূতি'তে—'অন্বয়' ও 'ব্যতিরেক' বলা হইয়াছে। 'ভগবদগীতার' ষষ্ঠাধ্যায়ে ব্যতিরেকপ্রণালী এবং একাদশাধ্যায়ে অন্বয়প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে, যদিও 'অন্বয়' ও 'ব্যতিরেক' কথাগুলি তাহাতে ব্যবহৃত হয় নাই। দ্বিতীয় মুণ্ডকের প্রথম খণ্ড, কৌষীতকি উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায় এবং ছান্দোগ্য উপনিষদের ৬ষ্ঠ ও ৭ম অধ্যায় অন্বয়প্রণালী সাধনের বিশেষ সহায়। এক অখণ্ড বস্তুই আমাদের সর্ব্ববিধ জ্ঞানের বিষয়,—এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দিগ্ধরূপে উপলব্ধি করিয়া মনকে সেই অখণ্ড বস্তুতে স্থাপন করিতে হয়। এই স্থাপনের নামই ধারণা। এই ধারণা ছান্দোগ্যের সপ্তমাধ্যায়ের পঞ্চবিংশ খণ্ডে 'স এবাধস্তাৎ' ইত্যাদি শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে। যে অবস্থায় এক

অখণ্ড ভূমাবস্তুর উপলব্ধি হয় সে অবস্থায় 'সঃ 'আত্মা' 'অহম্, এই সকল শব্দ নির্ব্বিশেষ ভাবে ব্যবহার করা যায়। এরূপ ব্রহ্মদর্শনের ফল জীবনে কিরূপ হয় তাহা এই অধ্যায়েরই ষড়্বিংশ খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে। ব্যতিরেকপ্রণালী সাধারণভাবে সর্ব্বত্রই এবং বিশেষ ভাবে বৃহদারণ্যকে বর্ণিত হইয়াছে। প্রাকৃত বুদ্ধির দেহাত্মবোধ দূর করিয়া আত্মার চিন্ময়ত্ব উপলব্ধি করানই এই প্রণালীর বিশেষ উদ্দেশ্য। আত্মার চিন্ময়ত্ব উপলব্ধ হইলে এই প্রণালীর আর কোন প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু উপনিষদের কোন কোন ঋষি, বিশেষতঃ বৃহদারণ্যকের যাজ্ঞবল্ক্য, এই প্রণালীর উপর এত গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন যে মনে হয় যেন তাঁহারা ইহার লক্ষিত অবস্থাকেই চরম অবস্থা মনে করেন। এই প্রণালীর মূল কথা এই—রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, এই সমস্ত বিষয় এবং এই সমুদয়ের চিন্তাকে 'নেতি' নেতি' অর্থাৎ এই সমুদয় আত্মা নহে, এই বলিয়া ধ্যানরাজ্য হইতে দূর করিতে হইবে এবং জ্ঞাতৃ-রূপী আত্মাতে মনকে স্থাপন করিতে হইবে। আত্মাকে নির্ব্বিষয় ও নির্গুণ রূপে ধ্যান করিতে হইবে। এই ধ্যান গাঢ় হইলেই ইহা আনন্দময় সমাধিতে পরিণত হয়। কঠ, মুণ্ডক, শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি পদ্য উপনিষদে এই প্রণালীর যথেষ্ট আভাস আছে। কিন্তু বৃহদারণ্যকের (৪।৩,৪) জনক-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদেই ইহা বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ব্যতিরেকপ্রণালী দ্বারা অনেক পরিমাণে বিষয় বা গুণের চিন্তা পরিহার করা যায়। আত্মা যে চিন্ময় তাহা উপলব্ধি করিবার পক্ষেও এই প্রণালীর প্রয়োজনীয়তা নিঃসন্দিগ্ধ। কিন্তু বিষয় বা গুণের চিন্তা যে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা যায়, তাহা মনে করা আমাদের নিকট ভ্রম বলিয়া বোধ হয়। জ্ঞানের ভিতরে সম্বন্ধের ভাব একবারে অনুস্যূত। বিষয়-বিষয়ী, জ্ঞেয়-জ্ঞাতা, এই সম্বন্ধ ব্যতীত জ্ঞান অসম্ভব। এই সম্বন্ধের ভিতরে ভেদ ও

অভেদ উভয়ই আছে,—এমন ভাবে মিশিয়া আছে যে একেকে ছাড়িয়া অপরের ভাবনা অসম্ভব। প্রাকৃত বুদ্ধি ভেদের দিকই বেশী দেখে, কিন্তু সেই বুদ্ধিতেও অভেদ প্রচ্ছন্ন থাকে। ব্যতিরেক-প্রণালীতে অভেদের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়, ভেদ প্রচ্ছন্ন হইয়া যায়, এই পর্য্যন্ত ঠিক; ভেদ একেবারে চলিয়া যায়, এই কথা ঠিক নহে। অভেদের সত্যতা উপলব্ধি করিবার জন্য এই প্রণালী একান্তই আবশ্যক। আত্মাতিরিক্ত ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন বস্তু যে নাই ইহা উপলব্ধি করিতে না পারিলে আর ব্রহ্মদর্শন কি হইল? কিন্তু অভেদের আশ্রিত ভেদ ও সত্য। অসীম আত্মার পক্ষে ভেদ প্রচ্ছন্ন হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ভেদময় জগৎ মিথ্যা হইয়া যায় না। সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের নিকট কিছুই প্রচ্ছন্ন নহে, কিছুই মিথ্যা নহে। ব্রহ্মস্বরূপ সম্যক্-রূপে উপলব্ধি করিতে হইলে ব্রহ্মের এই সর্ব্বরূপী ভাবও দর্শন করিতে হইবে। জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ইহার উপরই নির্ভর করে। যাঁহারা ব্যতিরেক-প্রণালীকে চরম মনে করেন তাঁহারা ইহলোকে সন্ন্যাস এবং পরলোকে কৈবল্য বা লয়ের পক্ষপাতী হন। সুতরাং ব্যতিরেকে সন্তুষ্ট না হইয়া অন্বয়যোগ সাধনে মনোযোগী হইতে হইবে। সমুদয় বস্তুতে এবং গৃহ, সমাজ, কার্য্যক্ষেত্র, জীবনের সমুদয় বিভাগে ব্রহ্মদর্শন সাধন করিতে হইবে।

৩। প্রেম-সাধন

উপনিষদ্ কেবল জ্ঞানশাস্ত্র নহে, ইহাতে গভীর প্রেমতত্ত্বও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত প্রভৃতি প্রাচীন বৈষ্ণব শাস্ত্রে যে ভক্তিসাধনের উপদেশ আছে, সেই ভক্তির মূল এই ঔপনিষদিক প্রেমতত্ত্ব। বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই প্রেমতত্ত্ব বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

ঐ উপনিষদের প্রথমাধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে আত্মা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদ্ অন্তরন্তরং যদয়মাত্মা"—"যেহেতু এই আত্মা অন্তরতর, অন্য সমুদয় বস্তু অপেক্ষা নিকটতর, সেই হেতু ইহা পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য সমুদয় হইতে প্রিয়।" তৎপরেই বলা হইয়াছে—"আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত, স য আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে ন হাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি"।—"আত্মাকেই প্রিয়রূপে উপাসনা করিবে। যিনি আত্মাকে প্রিয়রূপে উপাসনা করেন, তাঁহার প্রিয় বস্তু বিনাশ প্রাপ্ত হয় না"। ঐ উপনিষদের মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণে (২।৪ ও ৪।৫) এই প্রেমতত্ত্ব আরো বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে নিজ পত্নীদ্বয় মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নীকে নিজ সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিবার প্রস্তাব করিলে মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করিলেন বিত্তময়ী সমগ্র পৃথিবী যদি তাঁহার হয় তবে তিনি তদ্দ্বারা অমর হইতে পারেন কি না। যখন স্বামীর নিকট শুনিলেন যে বিত্তদ্বারা অমৃতত্ব লাভের আশা নাই, তখন তিনি বলিলেন "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্"?—"যদ্দ্বারা আমি অমর হইতে পারিব না তাহা লইয়া আমি কি করিব?" এই উত্তর শুনিয়া এবং মৈত্রেয়ীকে অমৃতত্বের জিজ্ঞাসু ও প্রয়াসী দেখিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—"তুমি আমার প্রিয়া, কিন্তু এই উত্তর দ্বারা তোমার প্রতি আমার প্রেম বর্দ্ধিত হইল।" এই বলিয়া তিনি তাঁহার প্রেমতত্ত্ব ও অমৃতত্বের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। প্রেমতত্ত্বের মূল কথা এই যে পতি, পত্নী, সন্তান, সম্পত্তি, স্বজাতি, সমুদয় জগৎ, যে আমাদের প্রিয় হয়, তাহা এই সকল ক্ষুদ্র বস্তুর স্বতন্ত্র মূল্যবশতঃ নহে, কিন্তু ইহাদের অন্তর্ভূত সর্ব্বগত আত্মার অনুরোধে। "আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি।" এই সর্ব্বগত আত্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য,

মন্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য। মোট কথা এই যে আত্মা সকলেরই প্রিয়। আত্মপ্রেমবশতঃই লোকে সকল কার্য্য করে। যখন অন্যের জন্য কার্য্য করে, তখন জ্ঞাতসারে হউক্, আর অজ্ঞাতসারে হউক্, অন্যকে নিজের সঙ্গে এক করিয়া লয়, অন্যেতে আত্মাকে দেখে, অন্তরস্থ আত্মাকেই প্রসারিত আকারে দেখে। পারিবারিক জীবন, জাতীয় জীবন, সামাজিক জীবন, বিশ্বপ্রেমিকের বিশ্বহিতৈষী জীবন, সমুদয়ই মূল আত্মপ্রেমের বিকাশমাত্র। জ্ঞানী সমুদয় জীবে নিজ অন্তরস্থ আত্মাকে দেখিয়া "ততো ন বিজুগুপ্সতে" ("ঈশা ৬)"—"অতঃপর আর কাহাকেও ঘৃণা করেন না।" এই আত্মপ্রেমেই ব্রহ্মপ্রেমের সাক্ষাৎ প্রকাশ। আমরা যে নিজেকে ভালবাসি, অন্যকে ভালবাসি, মানবসাধারণকে ভালবাসি, ইহাতেই ব্রহ্মের বিশ্বব্যাপী প্রেম প্রকাশিত। আত্মা আত্মাকে ভালবাসে, ইহার অর্থই ব্রহ্ম জীবকে ভালবাসেন এবং জীব ব্রহ্মকে ভালবাসে। এই প্রেমতত্ত্ব উপনিষদে এমন সরল ও স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হয় নাই যাহাতে সাধারণ স্থূলদর্শী পাঠক তাহা বুঝিতে পারেন। বরঞ্চ ইহাতে জীবব্রহ্মের মৌলিক অদ্বৈতভাবের উপর এত ঝোঁক দেওয়া হইয়াছে যে প্রেমের ভিতর যে অবশ্যম্ভাবি ও চিরন্তন দ্বৈতভাব আছে তাহা এক শ্রেণীর ব্যাখ্যাকারের নিকটও প্রচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু উপনিষদের সমস্ত সাধন ও মুক্তিতত্ত্বই এই অদ্বৈতগর্ভ দ্বৈতভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। নির্ব্বিশেষ অদ্বৈত ব্রহ্ম নিজেকে নিজে ভালবাসেন, ইহার কোন অর্থই নাই, আর অর্থ থাকিলেও এরূপ ভালবাসাতে কোন মূল্য নাই, মাহাত্ম্য নাই। তিনি নিজেকে নির্ব্বিশেষ অদ্বৈত জানিয়াও জীব সৃষ্টি করিয়াছেন, অর্থাৎ নিজেকে সসীম বলিয়া ভ্রান্ত হইতেছেন, এবং এই ভ্রমপ্রসূত বদ্ধ জীবকে মুক্তির পথে—নিজের সহিত যোগের পথে—অগ্রসর করিতেছেন, এই কথাও অর্থহীন এবং জ্ঞান নামের অনু-

পযুক্ত। অথচ জীবের মুমুক্ষুত্ব অর্থাৎ মোক্ষলাভের প্রয়াস এবং জীবকে মুক্তি দিবার জন্য—নিজের সহিত যুক্ত করিবার জন্য—ব্যবস্থা, এই দুই সত্য উপনিষদের সর্ব্বত্রই নানা ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। জীবের প্রতি ব্রহ্মের প্রেম এবং ব্রহ্মের প্রতি জীবের প্রেম সত্য না হইলে এই মুক্তিতত্ত্ব, যোগ-তত্ত্ব, অর্থহীন হইত। ঈশোপনিষদ্ (৮) বলিতেছেন "তিনি প্রাণীদিগের ভোগের জন্য যথোপযুক্ত বস্তু সকল বিধান করিতেছেন।" কেনোপনিষদ্ (৪,৫) বলিতেছেন তিনি দেবতাদিগের ভ্রম দূর করিবার জন্য এবং তাহাদের নিকট আত্মপরিচয় দিবার জন্য যক্ষরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কঠোপনিষদ্ (৫।৮) বলিতেছেন "যখন সমুদয় প্রাণী নিদ্রিত থাকে তখন যে পুরুষ জাগ্রত থাকিয়া কাম্য বস্তুপরম্পরা নির্ম্মাণ করেন, তিনিই উজ্জ্বল, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত বলিয়া উক্ত হন।" প্রশ্নোপনিষদ্ (২য়) ব্রহ্মকে প্রাণ রূপে স্তব করিয়াছেন এবং তাঁহাকে পিতা ও মাতা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। মুণ্ডক উপনিষদ্ (৩।১) ঋকের অনুবর্ত্তী হইয়া ব্রহ্ম ও জীবকে এক বৃক্ষস্থিত সখ্যভাবাপন্ন পক্ষীদ্বয়ের সহিত তুলনা করিয়াছেন এবং যিনি প্রাণরূপী ব্রহ্মকে জানিয়া আত্মক্রীড়, আত্মরতি ও ক্রিয়াবান হন্, তাঁহাকেই ব্রহ্মবিৎ-শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ব্রহ্মের ব্যক্তিত্বভাবে পরিপূর্ণ। শ্বেতাশ্বতর (৩।৫) প্রার্থনা করিয়াছেন,—"তোমার যে মঙ্গলরূপা অভয়া পুণ্য-প্রকাশিনী তনূ সেই সুখতমা তনূদ্বারা আমাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত কর"। অন্যত্র (৪।২১) —"তোমার যে দক্ষিণ মুখ, তদ্দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।" তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ (২।৭) বলিতেছেন, "তিনিই রসস্বরূপ। এই জীব রসস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়াই আনন্দিত হয়।......ইনিই জীবকে আনন্দ দান করেন।" কৌষীতকি উপনিষদের প্রথমাধ্যায়ে মুক্তাত্মার ব্রহ্মলোক গমনের বর্ণনায় জীবের প্রতি ব্রহ্মের মঙ্গলভাব যেরূপ উজ্জ্বল ও সুন্দররূপে বর্ণিত

হইয়াছে, উপনিষদ্ শাস্ত্রের অন্য কোথাও সেরূপ বর্ণনা নাই। শরীর-মুক্ত আত্মার ব্রহ্মাভিমুখী যাত্রার আরম্ভেই ব্রহ্ম শ্রুতি ও বিদ্যারূপিণী দেবকামিনীদিগকে বলিতেছেন, "তাহার দিকে ধাবিত হও এবং আমার যোগ্য সম্মানের সহিত তাহাকে অভ্যর্থনা কর।" দেবকামিনীগণ জীবাত্মার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে "ব্রহ্মালঙ্কারে অলঙ্কৃত করেন"। "ব্রহ্মালঙ্কারে অলঙ্কৃত" হইয়া ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মলোকাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকিলে প্রথমতঃ তাঁহাতে "ব্রহ্মগন্ধ," দ্বিতীয়তঃ "ব্রহ্মরস", তৃতীয়তঃ "ব্রহ্মতেজ", চতুর্থতঃ "ব্রহ্মযশ" প্রবেশ করে। ব্রহ্মধামে প্রবেশ করিয়া তিনি ব্রহ্মের সাক্ষাৎ পান এবং উপাসনারূপিণী নদীতীরে দেবতাদের সঙ্গে চিরবাস করেন। ব্রহ্মের আর অন্য লোক কি? "ব্রহ্ম এব লোকঃ"—ব্রহ্মই লোক। এই ছান্দোগ্য উপনিষদেও (৮।৫।৩।১২) সংক্ষেপে ব্রহ্মলোকের বর্ণনা আছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয় ব্রাহ্মণে ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন, "অসত্য হইতে আমাকে সত্যেতে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতেতে লইয়া যাও"। এই সকল প্রার্থনা এবং উদ্ধৃত অন্যান্য শ্রুতিদ্বারা জীবের প্রতি ব্রহ্মের প্রেম স্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত হইতেছে। প্রেমের লক্ষ্য ও পরাকাষ্ঠা মিলন, চিরমিলন। ব্রহ্মের সহিত জীবের চিরমিলনই উপনিষদে প্রতিপাদিত হইয়াছে। কোন কোনও ঋষির শিক্ষায় লয়বাদের বীজ আছে, তাহা আমরা প্রথমার্দ্ধের ভূমিকায় দেখাইয়াছি। এই লয়বাদ প্রেমের বিরুদ্ধ। প্রেম সর্ব্বদাই মিলন চায়,--সজ্ঞান মিলন,--কারণ অজ্ঞান মিলন প্রকৃত পক্ষে মিলনই নহে। সুতরাং লয়বাদ উপনিষদের মূল সাধনধারার বিরুদ্ধ বলিয়াই বোধ হয়। যাজ্ঞবল্ক্যের কোন কোনও উক্তিতে যদি লয়বাদের বীজ থাকে, তবে তাহা তাঁহার নিজেরই ব্যাখ্যাত প্রেমতত্ত্বের বিরোধী। ইন্দ্র, প্রজাপতি,

চিত্র প্রভৃতি ঋষিগণ যে লয়বাদের বিরোধী তাহাও আমরা উক্ত ভূমিকায় দেখাইয়াছি। পাঠক নিরপেক্ষভাবে উপনিষদ্ অধ্যয়ন করিলেই এই সকল কথা বুঝিতে পারিবেন।

স্থতরাং উপনিষদের সাধনতত্ত্ব সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই,--শ্রদ্ধাপ্রসূত উপাসনা ও সৎকর্ম্মাদ্বারা শুদ্ধচিত্ত, শান্ত ও সমাহিত হইয়া অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপযুক্ত হইতে হইবে। শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন-দ্বারা ব্রহ্মদর্শন করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহার সাক্ষাৎ উপাসনা করিতে হইবে। উপনিষদুক্তা ব্রহ্মস্বরূপ-প্রতিপাদিকা বিদ্যাসমূহ ব্রহ্মজ্ঞান ও উপাসনা সাধনের বিশেষ সহায়। উপাসনায় অনুভূত ব্রহ্মসান্নিধ্য, ব্রহ্মপ্রেম, ব্রহ্মানন্দ, ও ব্রহ্মের পূর্ণ পবিত্রতা কার্য্যগত জীবনে যথাসাধ্য উপলব্ধি করিতে হইবে। সকল আত্মার সুখ ও দুঃখে, সংগ্রাম ও সাধনে, যথাসাধ্য প্রবেশ করিয়া জীবনকে বহুধা করিতে হইবে। এরূপ জীবনই ব্রহ্মলোক, ব্রহ্মধাম। ইহকালে, পরকালে, সকল অবস্থায়ই, এই লোক. এই ধাম, উপলব্ধি করিতে হইবে। এই মহাসাধনে সম্বল—

ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্।

পঞ্চমাধ্যায়ে প্রথম খণ্ড

ইন্দ্রিয়গণের বিবাদ—প্রাণের শ্রেষ্ঠতা

১। যো হ বৈ জ্যেষ্ঠং চ শ্রেষ্ঠং চ বেদ জ্যেষ্ঠশ্চ হ বৈ শ্রেষ্ঠশ্চ ভবতি প্রাণো বাব জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ।

২। যো হ বৈ বসিষ্ঠং বেদ বসিষ্ঠো হ স্বানাং ভবতি বাগ্ বাব বসিষ্ঠঃ।

৩। যো হ বৈ প্রতিষ্ঠাং বেদ প্রতি হ তিষ্ঠত্যস্মিংশ্চ লোকেঽমুষ্মিংশ্চ চক্ষুর্বাব প্রতিষ্ঠা।

১। যঃ হ বৈ জ্যেষ্ঠম্ চ (জ্যেষ্ঠকে) শ্রেষ্ঠম্ চ (এবং শ্রেষ্ঠকে) বেদ (জানেন), জ্যেষ্ঠঃ চ হবৈ শ্রেষ্ঠঃ চ ভবতি (হন)। প্রাণঃ বাব জ্যেষ্ঠঃ চ শ্রেষ্ঠঃ চ।

২। যঃ হ বৈ বসিষ্ঠম্ বেদ, বসিষ্ঠঃ হ স্বানাম্ (স্ব, ৬।৩ স্বজনগণের) ভবতি। বাক্‌বাব বসিষ্ঠঃ।

৩। যঃ হ বৈ প্রতিষ্ঠাম্ (২।১; প্রকৃষ্টরূপে স্থিতি = প্রতিষ্ঠা) বেদ,

১। যিনি জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠকে জানেন। তিনি জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠই হন। প্রাণই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ।

২। যিনি বসিষ্ঠকে জানেন, তিনি স্বজনের মধ্যে (কিংবা স্বজনের) বসিষ্ঠই হন। বাক্‌ই বসিষ্ঠ।

৩। যিনি প্রতিষ্ঠাকে জানেন, তিনি ইহলোকে এবং পরলোকে প্রতিষ্ঠাইলাভ করেন। চক্ষুই প্রতিষ্ঠা।

৪। যো হ বৈ সম্পদং বেদ সংহাস্মৈ কামাঃ পদ্যন্তে দৈবাশ্চ মানুষাশ্চ শ্রোত্রং বাব সম্পৎ।

৫। যো হ বা আয়তনং বেদায়তনং হ স্বানাং ভবতি মনো হ বা আয়তনম্।

৬। অথ হ প্রাণা অহংশ্রেয়সি ব্যূদিরেহহং শ্রেয়ানস্ম্যহং শ্রেয়ানস্মীতি।

প্রতি হ তিষ্ঠতি (=প্রতিতিষ্ঠতি হ=প্রতিষ্ঠালাভ করেন) অস্মিন্ চ লোকে (এই লোকে) অমুষ্মিন্ চ (ঐ লোকে)। চক্ষুঃ বাব প্রতিষ্ঠা। পাঠান্তর—"অমুষ্মিংশ্চ চক্ষুর্বাব" স্থলে 'অমুষ্মিংশ্চক্ষুর্বাব"।

৪। যঃ হ বৈ সম্পদম্ বেদ, সম্ (+পদ্যন্তে) হ অস্মৈ (ইহার জন্য) কামাঃ (কাম্যবস্তুসমূহ) পদ্যন্তে (সম্+কর্ম্মকর্তৃবাচ্য; উপস্থিত হয়) দৈবাঃ চ (দেব সম্বন্ধীভোগ্যবস্তুসমূহ) মানুষাঃ চ (মানব সংক্রান্ত ভোগ্যবস্তুসমূহ)। শ্রোত্রম্ বাব সম্পৎ।

৫। যঃ হ বৈ আয়তনম্ (আশ্রয়কে) বেদ, আয়তনম্ (১।১) হ স্বানাম্ (৫।১।১) ভবতি। মনঃ হ বৈ আয়তনম্।

৬। অথ হ প্রাণাঃ (১।৩) 'অহম্+শ্রেয়সি' ('অহম্ শ্রেয়স্ অর্থাৎ আমি শ্রেষ্ঠ এই বিষয়ে; কে শ্রেষ্ঠ এই বিষয়ে) ব্যূদিরে

৪। যিনি সম্পৎকে জানেন, তাঁহার জন্য দৈব এবং মানবীয় সমুদয় কাম্যবস্তুই উপস্থিত হয়। শ্রোত্রই সম্পৎ।

৫। যিনি আয়তনকে (অর্থাৎ আশ্রয়কে) জানেন, তিনি স্বজন-বর্গের, আয়তনই হন। মনই আয়তন।

৬। এক সময়ে 'কে শ্রেষ্ঠ' এই বিষয়ে বাগাদি ইন্দ্রিয় সমূহের মধ্যে কলহ হইয়াছিল। (সকলেইবলিল) 'আমি শ্রেষ্ঠ' 'আমি শ্রেষ্ঠ'।

৭। তে হ প্রাণাঃ প্রজাপতিং পিতরমেত্যোচুর্ভগবন্ কো নঃ শ্রেষ্ঠ ইতি তান্ হোবাচ যস্মিন্ ব উৎক্রান্তে শরীরং পাপিষ্ঠ-তরমিব দৃশ্যেত স বঃ শ্রেষ্ঠ ইতি।

৮। সা হ বাগুচ্চক্রাম সা সংবৎসরং প্রোষ্য পর্য্যেত্যোবাচ

(বি+উদিরে=বি+বদ্ লিট্ আত্মনেপদ, পাঃ ১।৩।৪৭=বিবাদ করিয়াছিল)—'অহম্ (আমি) শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠ) অস্মি (হই)' 'অহম্ শ্রেয়ান্ অস্মি' ইতি।

৭। তে হ প্রাণাঃ প্রজাপতিম্ পিতরম্ (পিতা প্রজাপতিকে) এত্য (ই ধাতু; গমন করিয়া) ঊচুঃ (বলিল "ভগবন্! কঃ (কে) নঃ (আমাদিগের মধ্যে) শ্রেষ্ঠঃ"? ইতি তান্ (তাহাদিগকে) হ উবাচ (বলিলেন)—"যস্মিন্ বঃ উৎক্রান্তে (তোমাদিগের মধ্যে যে বহির্গত হইলে) শরীরম্ (১।১) পাপিষ্ঠতরম্ ইব (সর্ব্বাপেক্ষা পাপিষ্ঠের ন্যায়; হীন অপেক্ষাও হীন তরের ন্যায়;" পাপিষ্ঠ=পাপ+ইষ্ঠ পাঃ ৫।৩।৬০; ৬।৪।১৫৫ বহুর মধ্যে পাপী, ইহার উত্তর 'তর' প্রত্যয়। ভীষণ তম পাপী অপেক্ষাও ভীষণতর পাপী) দৃশ্যেত (দৃষ্ট হয়), সঃ (সে) বঃ (তোমাদিগের মধ্যে) শ্রেষ্ঠ; ইতি।

৮। সা হ বাক্ (সেই বাক্) উৎচক্রাম (উৎ+ক্রম্, লিট্; উৎক্রান্ত হইল)। সা সম্বৎসরম্ প্রোষ্য (প্র+বস্; প্রবাস করিয়া) পর্য্যেত্য (পরি+আ+ইত্য; ই ধাতু পুনরাগমন করিয়া) উবাচ (বলিল):—

৭। প্রাণ সমূহ পিতা প্রজাপতির নিকট গমন করিয়া বলিল—'হে ভগবন্! আমাদিগের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ?' তিনি তাহাদিগকে বলিলেন—'তোমাদিগের মধ্যে যে বহির্গত হইলে শরীর পাপিষ্ঠতর (অর্থাৎ হীন অপেক্ষাও হীনতর) হয়, সেই তোমাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।'

৮। বাক্ দেহ হইতে চলিয়া গেল। সে সম্বৎসর প্রবাস করিয়া প্রত্যাগত হইয়া বলিল—'আমার অভাবে তোমরা কিরূপে জীবিত

কথমশকতর্ত্তে মজ্জীবিতুমিতি যথা কলা অবদন্তঃ প্রাণন্তঃ প্রাণেন পশ্যন্তশ্চক্ষুষা শৃন্বন্তঃ শ্রোত্রেণ ধ্যায়ন্তো মনসৈবমিতি প্রবিবেশ হ বাক্‌।

৯। চক্ষুর্হোচ্চক্রাম তৎ সংবৎসরং পোষ্যপর্য্যেত্যো বাচ কথমশকতর্ত্তে মজ্জীবিতুমিতি যথান্ধা অপশ্যন্তঃ প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তো বাচা শৃন্বন্তঃ শ্রোত্রেণ ধ্যায়ন্তো মনসৈবমিতি প্রবিবেশ হ চক্ষুঃ।

কথম্ (কি প্রকারে) অশকত (শকলুঙ; সমর্থ হইয়াছিলে) ঋতে মৎ (আমা বিনা) জীবিতুম্ (জীবনধারণ করিতে) ইতি। যথা কলাঃ (মূকগণ) অবদন্তঃ (কথা না বলিয়া) প্রানন্তঃ (প্রাণ ধারণ করিয়া) প্রাণেন (প্রাণের সাহায্যে, নিশ্বাস প্রশ্বাসাদি দ্বারা), পশ্যন্তঃ (দেখিয়া) চক্ষুষা (চক্ষুদ্বারা), শৃন্বন্তঃ (শ্রবণ করিয়া) শ্রোত্রেণ (কর্ণদ্বারা) ধ্যায়ন্তঃ (চিন্তা করিয়া) মনসা (মনদ্বারা)—এবম্ (এই প্রকার) ইতি। প্রবিবেশ (প্র + বিশ্, লিট = প্রবেশ করিল) হ বাক্ অশকতর্তে = অশকত + ঋতে।

৯। চক্ষুঃ হ উৎচক্রাম। তৎ (সে) সম্বৎসরম্ প্রোষ্য পর্য্যেত্য উবাচঃ—"কথম্ অশকত ঋতে মৎ জীবিতুম্?" ইতি। যথা অন্ধাঃ

ছিলে?" (অপরাপর ইন্দ্রিয় বলিল)—'মূক যেমন কথা বলে না, অথচ নিশ্বাস দ্বারা জীবন ধারণ করে, চক্ষু দ্বারা দর্শন করে, শ্রোত্র দ্বারা শ্রবণ করে, মন দ্বারা চিন্তা করে, তেমনি (আমরাও জীবিত ছিলাম)। অনন্তর বাক্ দেহে প্রবেশ করিল।

৯। তখন চক্ষু উৎক্রমন করিল। সম্বৎসর প্রবাস করিবার পর প্রত্যাগমন করিয়া বলিল "আমার অভাবে তোমরা কিরূপে জীবিত

১০। শ্রোত্রংহোচ্চক্রাম তৎ সংবৎসরং প্রোষ্য পর্য্যে-ত্যোবাচ কথমশকতর্ত্তে মজ্জীবিতুমিতি যথা বধিরা অশৃণ্বন্তঃ প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তো বাচা পশ্যন্তশ্চক্ষুষা ধ্যায়ন্তো মনসৈবমিতি প্রবিবেশ হ শ্রোত্রম্।

(অন্ধগণ) অপশ্যন্তঃ (দর্শন না করিয়া), প্রাণন্তঃ প্রাণেন, বদন্তঃ (কথা বলিয়া) বাচা (বাগিন্দ্রিয় দ্বারা), শৃন্বন্তঃ শ্রোত্রেন, ধায়ন্তঃ মনসা—এবম ইতি। প্রবিবেশ হ চক্ষুঃ ৫।১৮ দ্রঃ।

১০। শ্রোত্রম্ হ উৎচক্রাম। তৎ সম্বৎসরম্ প্রোষ্য পর্য্যেত্য উবাচঃ—'কথম্ অশকত ঋতে মৎজীবিতুম্?' ইতি 'যথা বধিরাঃ (বধির গণ) অশৃন্বন্তঃ (শ্রবণ না করিয়া) প্রাণন্তঃ প্রাণেন, বদন্তঃ বাচা, পশ্যন্তঃ চক্ষুষা, ধ্যায়ন্তঃ মনসা—এবম, ইতি। প্রবিবেশ হ শ্রোত্রম্। (।১৮। ও ৯ দ্রঃ)।

ছিলে?" (অপরাপর ইন্দ্রিয় বলিল)—অন্ধ যেমন দর্শন করে না, অথচ নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সাহায্যে জীবনধারণ করে, বাগিন্দ্রিয় দ্বারা উচ্চারণ করে, শ্রোত্র দ্বারা শ্রবণ করে, মন দ্বারা চিন্তা করে, তেমনি (আমরা জীবিত ছিলাম)। অনন্তর দর্শনেন্দ্রিয় দেহে প্রবেশ করিল।

১০। অনন্তর শ্রোত্র উৎক্রমন করিল। সে সম্বৎসর প্রবাস করিবার পর পত্যাগমন করিয়া বলিল 'আমার অভাবে তোমরা কিরূপে জীবিত ছিলে?' (অপরাপর ইন্দ্রিয় বলিল) যেমন বধিরগণ শ্রবন করে না অথচ প্রাণ দ্বারা প্রাণন করে, বাগিন্দ্রিয় দ্বারা বাক্য উচ্চারণ করে, চক্ষু দ্বারা দর্শন করে, মন দ্বারা চিন্তা করে, তেমনি (আমরাও জীবিত ছিলাম)। তখন শ্রোত্র (দেহে) প্রবেশ করিল।

১১। মনো হোচ্চক্রাম তৎ সংবৎসরং প্রোষ্য পর্য্যেত্যোবাচ কথমশকতর্ত্তে মজ্জীবিতুমিতি যথা বালাঅমনসঃ প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তো বাচা পশ্যন্তশ্চক্ষুষা শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণৈবমিতি প্রবিবেশ হ মনঃ।

১২। অথ হ প্রাণ উচ্চিক্রমিষন্ স যথা সুহয়ঃ পড্‌বীশ-শঙ্কূন্ সংখিদেদেবমিতরান্ প্রাণান্ সমখিদত্তং হাভিসমেত্যোচুর্ভগবন্নেধি ত্বং নঃ শ্রেষ্ঠোঽসি মোৎক্রমীরিতি।

১১। মনঃ উৎচক্রাম। তৎ সম্বৎসরম্ প্রোষ্য পর্য্যেত্য উবাচ—'কথম্ অশকত ঋতে মৎ জীবিতুম্' ইতি। "যথা বালাঃ (শিশুগণ) অমনসঃ (মনন অর্থাৎ চিন্তা না করিয়া) প্রাণন্তঃ প্রাণেন, বদন্তঃ বাচা, পশ্যন্তঃ চক্ষুষা, শৃন্বন্তঃ শ্রোত্রেন—এবম্" ইতি। প্রবিবেশ হ মনঃ (৫।১।৮, ৯ দ্রঃ)।

১২। অথ হ প্রাণ উৎচিক্রমিষ্যন্ (উৎ + ক্রম, মন,স্তু উৎক্রমণ করিতে ইচ্ছা করিলে) সঃ যথা সু-হয়ঃ (উৎকৃষ্ট অশ্ব পড্‌বীশ-শঙ্কূন্ (পাদ বন্ধনের জন্য খুঁটা সমূহ, ২।৩ শঙ্কু = খুঁটা) সংখিদেৎ (বৈদিক

১১। তখন মন উৎক্রমন করিল। সে সম্বৎসর প্রবাস করিবার পর প্রত্যাগমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল 'আমার অভাবে তোমরা কিরূপে জীবিত ছিলে ?' (অপরাপর ইন্দ্রিয় বলিল) 'শিশু যেমন চিন্তা করে না, কিন্তু প্রাণ দ্বারা প্রাণন করে, বাক্ দ্বারা বাক্য উচ্চারণ করে, চক্ষু দ্বারা দর্শন করে, তেমনি (আমরাও জীবিত ছিলাম)।' (তখন) মন (দেহে) প্রবেশ করিল।

১২। অনন্তর যখন প্রাণ উৎক্রমণ করিবার ইচ্ছা করিল, তখন, উৎকৃষ্ট অশ্ব যেমন পাদবন্ধনের শঙ্কু সমূহ উৎপাটিত করে, তেমনি প্রাণও

১৩। অথ হৈনং বাগুবাচ যদহং বসিষ্ঠাঽস্মি ত্বং তদ্বসিষ্ঠোঽসীত্যথ হৈনং চক্ষুরুবাচ যদহং প্রতিষ্ঠাস্মি ত্বং তৎ প্রতিষ্ঠাসীতি।

প্রয়োগ ;=সংখিদেৎ=সমুৎপাটিত করে) এবম্ (এই প্রকার) ইতরান্ প্রাণান্ (অপরাপর প্রাণ সমূহকে) সম্+অখিদৎ (বৈদিক প্রয়োগ,=সমখিদৎ=সমুৎপাটিত করিল)। তম্ (তাহার নিকট) হ অভিসমেত্য (অভি+সম্+ই; একত্র আগমণ করিয়া) উচুঃ (বলিয়াছিল)—ভগবন্! এধি (অস্ লোট হি—হউন, অর্থাৎ 'প্রভু' হউন); ত্বম্ (আপনি) নঃ (আমাদিগের) শ্রেষ্ঠঃ অসি (হইতেছেন)। মা উৎক্রমীঃ (মা, উৎ+অক্রমীঃ, ক্রম্ লুঙ্, 'মা' যোগে 'আক্রমী'র 'অ' লোপ;=উৎক্রমণ করিবেন না)।

১৩। অথ হ এনম্ (ইহাকে, মুখ্যপ্রাণকে) বাক্ উবাচঃ— যৎ (যে, যদি, ক্রিংবিং) অহম্ (আমি) বসিষ্ঠা অস্মি (হই), ত্বম্ (আপনি) তৎ বসিষ্ঠঃ (সেই প্রকার বসিষ্ঠগুন সম্পন্ন। কিংবা তৎ=তাহা হইলে) অসি (হইতেছেন)। অথ হ এনম্ চক্ষুঃ উবাচ—"যৎ অহম্ প্রতিষ্ঠা অস্মি, ত্বম্ তৎপ্রতিষ্ঠা (সেই প্রকার প্রতিষ্ঠা; কিংবা তৎ=তবে) অসি" ইতি।

অপরাপর ইন্দ্রিয় সমূহকে উৎপাটিত করিবার উপক্রম করিল। তখন তাহারা প্রাণের নিকট সমাগত হইয়া বলিল—'হে ভগবন্! আপনিই প্রভু হউন; আপনিই আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; আপনি উৎক্রমণ করিবেন না'।

১৩। অনন্তর বাক্ তাহাকে বলিল—"আমি যদি বসিষ্ঠ হই, তাহা হইলে আপনিও বসিষ্ঠ (কিংবা আপনিও সেই প্রকার বসিষ্ঠ)।" তাহার পর চক্ষু তাহাকে বলিল—"আমি যদি প্রতিষ্ঠা হই, তাহা হইলে আপনি ও প্রতিষ্ঠা (কিংবা আপনি সেই প্রকার প্রতিষ্ঠা)।"

১৪। অথ হৈনং শ্রোত্রমুবাচ যদহং সম্পদস্মি ত্বং তৎ সম্পদসীত্যথ হৈনং মন উবাচ যদহমায়তনমস্মি ত্বং তদায়-তনমসীতি।

১৫। ন বৈ বাচো ন চক্ষুংসি ন শ্রোত্রাণি ন মনাংসীত্যা-চক্ষতে প্রাণা ইত্যেবাচক্ষতে প্রাণো হ্যে বৈতানি সর্ব্বাণি ভবতি।

১৪। অথ হ এনম্ শ্রোত্রম্ উবাচ—"যৎ অহম্ সম্পৎ অস্মি ত্বম্ তৎসম্পৎ (সেই প্রকার সম্পদ; বা তৎ=তবে) অসি" ইতি অথ হ এনম্ মনঃ উবাচ—"যৎ অহম্ আয়তনম্ (আশ্রয়) অস্মি, ত্বম্ তৎ+ আয়তনম্ সেই প্রকার আয়তন; কিংবা তৎ(=তাহা হইলে) অসি" ইতি (১৩দ্রঃ)।

১৫। ন (না) বৈ বাচঃ (বাক্ সমূহ), ন চক্ষুংসি (চক্ষুসমূহ) নো শ্রোত্রানি (শ্রোত্র সমূহ), ন মনাংসি (মন সমূহ) ইতি আচক্ষতে (অ+ চক্ষ+অন্তে=বলিয়া থাকে)। প্রাণাঃ (প্রাণ সমূহ) ইতি এব আচক্ষতে। প্রাণঃ হি এব এতানি সর্ব্বানি (এই সমুদয়) ভবতি (হয়)।

১৪। অনন্তর শ্রোত্র বলিল—"আমি যদি সম্পৎ হই, তবে আপনিও সম্পৎ" (কিম্বা সেই প্রকার সম্পৎ)। তাহার পর মন বলিল, "আমি যদি আয়তন হই আপনিও আয়তন" (কিংবা সেই প্রকার আয়তন)।

১৫। এই জন্য (পণ্ডিতগণ ইহাদিগকে) বাক্ বলেন না, চক্ষু বলেন না, শ্রোত্র বলেন না, মন বলেন না; (ইহাদিগকে) প্রাণই বলিয়া থাকেন। এই সমুদয় নিশ্চয়ই প্রাণ।

মন্তব্য

৫।১।১। পাণিনির মতে জ্যেষ্ঠ=প্রশস্য+ইষ্ঠ; বা, বৃদ্ধ+ইষ্ঠ। শ্রেষ্ঠ=প্রশস্য+ইষ্ঠ (৫ ৩ ৬০, ৬১, ৬২)। বয়স বিষয়ে জ্যেষ্ঠ এবং গুণ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। এবিষয়ে ১।৯।১ মন্তব্য দ্রষ্টব্য। কেহ কেহ বলেন শ্রি ধাতু হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়াছে।

বসিষ্ঠ = বসু + ইষ্ঠ পাঃ ৬।৪।১৫৫—অতিশয় বসুমান অর্থাৎ অতিশয় ধনশালী। শঙ্কর ও আনন্দগিরির মতে অন্য অর্থও হয় যেমন—বাসয়িতা, যিনি অপরকে বাস করান; আচ্ছাদয়িতা, যিনি পরিচ্ছদাদি দ্বারা অপরকে আচ্ছাদন করেন।

৫।১।৬। শ্রেয়ান্ = শ্রেয়স্ ১।১, প্রশস্য + ঈয়সু = শ্রেয়স্ পাঃ ৫।৩।৬০, নব্য পণ্ডিতগণ কেহ কেহ মনে করেন, 'শ্রি' ধাতু হইতে এই শব্দের উৎপত্তি।

৫।১।১২। পড্বীশ—আনন্দগিরি বলেন "পদন শীলাঃ পাদাঃ, তেষাম্ সংহতিঃ পড্বিঃ, তস্যাঃ ঈশাঃ নিয়ামকাঃ শঙ্কবঃ-বর্ণবিকারঃ ছান্দসঃ"। ইহার মতে ব্যাকরণের নিয়মানুসারে 'পদ্বীশ' হওয়া উচিত। 'পদ্বীশ' স্থলে 'পড্বীশ, বৈদিক।

এই শব্দ ঋগ্বেদ (১।১৬২।১৪, ১৬), তৈত্তিরীয় সংহিতা (৪।৬।৯।১, ২), বাজসনেয় সংহিতা (২৫।৩৮, ৩৯), সাঙ্খ্যায়ন আরণ্যক (৯।৭), বৃহদারণ্যক উপনিষৎ (৬।২।১৩), ইত্যাদি গ্রন্থে পাওয়া যায়। কিন্তু কি প্রকারে ইহার উৎপত্তি হইল তাহা বলা কঠিন। তবে ইহার অর্থ যে 'পাদবন্ধন' সেবিষয়ে প্রায় সকলেই এক মত। Roth (রথ) বলেন 'পদ্' হইতে পড্; ইহার অর্থ পদ; বীশ = বন্ধন। কেহ কেহ বলেন পশ্ ধাতু হইতে 'পড্বীশ' হইয়াছে; এই পশ্ ধাতুর অর্থ 'বন্ধন করা' এবং 'পশ শব্দের অর্থ বন্ধন বা বন্ধনরজ্জু।

'শ' স্থলে 'ড' প্রয়োগ ঋগ্বেদেও আছে। ৪।২।১২ মন্ত্রে 'পড্ভিঃ' পাওয়া যায়। Macdonell বলেন এস্থলে 'পশ' শব্দ হইতে পড্ভিঃ হইয়াছে; 'পশ' শব্দের অর্থ দৃষ্টি।

পাঠান্তর ৫।১।১৩। কোন কোন সংস্করণে 'বসিষ্ঠা' স্থলে 'বসিষ্ঠঃ', আছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের পাঠ বসিষ্ঠা এবং 'বাক্' শব্দও স্ত্রীলিঙ্গ এই জন্য 'বসিষ্ঠা' পাঠই গৃহীত হইল।

পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বিতীয় খণ্ড

প্রাণোপাসনা

১। স হোবাচ কিং মেঽন্নং ভবিষ্যতীতি যৎকিঞ্চিদিদমা-শ্বভ্য আশকুনিভ্য ইতি হোচুস্তদ্বা এতদনস্যান্নমনো হ বৈ নাম প্রত্যক্ষং ন হ বা এবংবিদি কিঞ্চনানন্নং ভবতীতি।

১। সঃ (সে) হ উবাচ (বলিল)—'কিম্ (কি) মে (আমার) অন্নম্ ভবিষ্যতি,' (হইবে) ? ইতি। 'যৎ (যাহা) কিম্+চিৎ (কিছু) ইদম্ (এই) আশ্বভ্যঃ ('শ্বন্' হইতে; কুকুর হইতে আরম্ভ করিয়া) আশকুনিভ্যঃ (পক্ষী হইতে আরম্ভ করিয়া; শকুনি=পক্ষী)' ইতি হ উচুঃ (বলিয়াছিল) তৎ বৈ এতৎ (সেই এই) অনস্য (প্রাণের; অন=প্রাণ) অন্নম্। অনঃ ('অন এই শব্দ) হ বৈ নাম প্রত্যক্ষম্। ন হ বৈ এবং বিদি (এই প্রকার জ্ঞান' সম্পন্ন ব্যক্তির নিকটে) কিম্+চন (কিছুই) অনন্নম্ (ন, অন্নম্=অন্ন নয় এমন, অভক্ষ্য) ভবতি (হয়)।

১। মুখ্য প্রাণ জিজ্ঞাসা করিল "অমার কি অন্ন হইবে ?" অপরাপর ইন্দ্রিয় বলিল 'কুকুর ও শকুনি হইতে আরম্ভ করিয়া যাহা কিছু আছে (সে সমুদয়ই).' এ সমুদয়ই প্রাণের অন্ন। 'অণ' এই নাম প্রত্যক্ষ (প্রাণবাচক)। যিনি এই প্রকার জানেন তাঁহার নিকট কিছুই অভক্ষ্য নহে।

২। স হোবাচ কিং মে বাসো ভবিষ্যতীত্যাপ ইতি হোচুস্তস্মাদ্বা এতদশিষ্যান্তঃ পুরস্তাচ্চোপরিষ্টাচ্চাদ্ভিঃ পরিদধতি লম্ভুকো হ বাসো ভবত্যনগ্নো হ ভবতি।

৩। তদ্ধৈতৎ সত্যকামো জাবালো গোশ্রুতয়ে বৈয়াঘ্রপদ্যায়োক্ত্বোবাচ যদ্যপ্যেনচ্ছুষ্কায় স্থাণবে ব্রূয়াজ্জায়েরন্নেবাস্মিঞ্ছাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি।

২। সঃ হ উবাচ— "কিম্ মে বাসঃ (বস্ত্র) ভবিষ্যতি"? ইতি। (১ দ্রঃ) আপঃ (১।৩, জল) ইতি হ উচুঃ। তস্মাৎ (সেই জন্য) বৈ এতৎ (ইহাকে) অশিষ্যন্তঃ (অশ, স্যতৃ; ভোজন করিবে এমন লোক সমূহ ১।৩) পুরস্তাৎ (পূর্ব্বে) উপরিষ্টাৎ (পরে ও) অদ্ভিঃ (জলদ্বারা) পরিদধতি (পরি+ধা+অন্তি=পরিধান করে, বেষ্টন করে)। লম্ভুকঃ (লভ্ হইতে; যে লাভ করে; লব্ধা) হ বাসঃ (বাস্ শব্দ; বাস অর্থাৎ আচ্ছাদনকে) ভবতি (হয়); অনগ্নঃ (নগ্ন নয়; পরিহিত বস্ত্র) হ ভবতি।

৩। তৎ হ এতৎ (সেই ইহাকে) সত্যকামঃ জাবালঃ গো শ্রুতয়ে বৈয়াঘ্রপদ্যায় (ব্যাঘ্রপদের অপত্য গোশ্রুতিকে) উক্ত্বা (বলিয়া) উবাচঃ—যদ্যপি এনৎ (এই উপদেশকে) শুষ্কায় স্থানবে (শুষ্ক স্থানুতে; স্থানু=শাখাপল্লববিহীন বৃক্ষকাণ্ড) ব্রূয়াৎ (বলা হয়), জায়েরন্ (জন্

২। প্রাণ জিজ্ঞাসা করিল—'আমার কি বাস হইবে?' তাহারা বলিল—"জল (আপনার বস্ত্র হইবে)।" সেইজন্য ভোজন করিবার পূর্ব্বে ও পরে অন্নকে জল দ্বারা বেষ্টন করে। সে বাস প্রাপ্ত হয়, আর নগ্ন থাকে না।

৩। সত্যকাম জাবাল ব্যাঘ্রপদের পুত্র গোশ্রুতিকে এই উপদেশ

৪। অথ যদি মহজ্জিগমিষেদমাবাস্যায়াং দীক্ষিত্বা পৌর্ণমাস্যাং রাত্রৌ সর্ব্বৌষধস্য মন্থং দধিমধুনোরুপমথ্য জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায় স্বাহেত্যগ্নাবাজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতমবনয়েৎ।

বিধি ৩.৩; উৎপন্ন হইতে পারে) এব অস্মিন্ (এই স্থানুতে) শাখা প্ররোহেয়ুঃ (প্র+রুহ+বিধি ৩.৩) পলাশানি (পত্রসমূহ)। পাঠান্তরঃ—‘এনং’ স্থলে ‘এতৎ’

৪। অথ যদি মহৎ (মহত্বকে) জিগমিষেৎ (গম্ সন্ প্রাপ্তি অর্থে; প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করে), অমাবাস্যায়াম্ (অমাবস্যাতে) দীক্ষিত্বা দীক্ষা গ্রহণ করিয়া) পৌর্ণমাস্যাম্ রাত্রৌ (পূর্ণিমা রজনীতে) সর্ব্বৌষধস্য (সমুদয় ওষধির) মন্থম্ (২।১; বিভিন্ন ওষধি একত্র পেষণ করিলে যে পিষ্ট হয়, তাহার নাম মন্থ) দধিমধুনোঃ (৭।২; দধি ও মধুতে) উপমথ্য (উপ+মথ্, বা মন্থ; (মন্থন বা মিশ্রিত করিয়া) ‘জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায়স্বাহা’ (জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠের উদ্দেশে স্বাহা) ইতি অগ্নৌ (অগ্নিতে) আজ্যস্য (আজ্যের বা ২য়া স্থলে ৬ষ্ঠী ব্যবহার; = আজ্যকে; শঙ্করের মতে “আজ্য নিক্ষেপ স্থলে”; আজ্য = ঘৃত) হুত্বা (আহুতি দিয়া) মন্থে (যে মন্থ পূর্ব্বে প্রস্তুত করা হইয়াছিল সেই মন্থে; কিংবা মন্থপাত্রে) সম্পাতম্ (পাত্র সংলগ্ন হোমের অবশিষ্টাংশকে) অবনয়েৎ (অব+নী+যাৎ = নিম্নে নিক্ষেপ করিবে)।

দিয়া বলিয়াছিলেন ‘যদি শুষ্ক স্থানুকেও এই উপদেশ দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহাতেও শাখা উৎপন্ন এবং পত্র সমূহও উদ্‌গত হইতে পারে।”

৪। যদি কেহ মহত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা করে তাহা হইলে অমাবস্যাতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া পূর্ণিমা রাত্রিতে নানা প্রকার ওষধি মিশ্রিত করিয়া পেষন করিবে। সেই মন্থকে দধি ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া ‘জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায় স্বাহা (অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠের উদ্দেশে স্বাহা)’ এই বলিয়া অগ্নিতে আজ্যাদি, এবং মন্থন পাত্রে সম্পাৎ নিক্ষেপ করিবে।

৫। বসিষ্ঠায় স্বাহেত্যগ্নাবাজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতমবনয়েৎ প্রতিষ্ঠায়ৈ স্বাহেত্যগ্নাবাজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতমবনয়েৎ সম্পদে স্বাহেত্যগ্নাবাজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতমবনয়েৎ। আয়তনায় স্বাহেত্যগ্নাবাজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতমবনয়েৎ।

৬। অথ প্রতিসৃপ্যাঞ্জলৌ মন্থমাধায় জপত্যমো নামাস্যমা হি তে সর্ব্বমিদং স হি জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠো রাজাধিপতিঃ স মা জ্যৈষ্ঠ্যং শ্রৈষ্ঠ্যং রাজ্যমাধিপত্যং গময়ত্বহমেবেদং সর্ব্বমসানীতি।

৫। 'বসিষ্ঠায় স্বাহা' (বসিষ্ঠের উদ্দেশে স্বাহা) ইতি অগ্নৌ আজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতম্ অবনয়েৎ, 'প্রতিষ্ঠায়ৈ স্বাহা' (প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে স্বাহা) ইতি অগ্নৌ আজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতম অবনয়েৎ। 'সম্পদে স্বাহা' (সম্পদের উদ্দেশে সাহা) ইতি অগ্নৌ আজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতম্ অবনয়েৎ। 'আয়তনায় স্বাহা' (আশ্রয়ের উদ্দেশে স্বাহা) ইতি অগ্নৌ আজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতম্ অবনয়েৎ। ৪মঃ দ্রঃ)।

৬। অথ প্রতিসৃপ্য (প্রতি + সৃপ্; 'অগ্নি হইতে' দূরে যাইয়া) অঞ্জলৌ (অঞ্জলিতে) মন্থম্ আধায় (আ + ধা; গ্রহণ করিয়া) জপতি

৫। 'বসিষ্ঠায় স্বাহা' (বসিষ্ঠের উদ্দেশে স্বাহা) এই বলিয়া অগ্নিতে আহুতি দিয়া মন্থে সম্পাত নিক্ষেপ করিবে। 'প্রতিষ্ঠায়ৈ স্বাহা' (প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে স্বাহা), এই বলিয়া অগ্নিতে আহুতি দিয়া মন্থে সম্পাত নিক্ষেপ করিবে। 'সম্পদে স্বাহা' (সম্পদের উদ্দেশে স্বাহা) এই বলিয়া অগ্নিতে আহুতি দিয়া মন্থে সম্পাত নিক্ষেপ করিবে। 'আয়তনায় স্বাহা' (আয়তনের উদ্দেশে স্বাহা) এই বলিয়া অগ্নিতে আহুতি দিয়া মন্থে সম্পাত নিক্ষেপ করিবে।

৬। অনন্তর অগ্নি হইতে কিঞ্চিৎ দূরে যাইয়া মন্থ গ্রহণ করিয়া এই মন্ত্র

৭। অথ খল্বেতয়র্চা পচ্ছ আচামতি তৎসবিতুর্ব্বৃণীমহ ইত্যাচামতি বয়ং দেবস্য ভোজনমিত্যাচামতি শ্রেষ্ঠং সর্ব্বধাতমমিত্যাচামতি তুরং ভগস্য ধীমহীতি সর্ব্বং পিবতি। নির্ণিজ্য

(জপ করে) :—অমঃ নাম অসি (হও) ;অমা (সহিত) হি তে (তোমার ; তে অমা = তোমার সহিত) সর্ব্বম্ ইদম্ (এই সমুদয়)। সঃ (তিনি) হি জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ, রাজা (রাজা বা দীপ্তিমান্) অধিপতিঃ। সঃ মা (আমাকে) জ্যৈষ্ঠম্ (জ্যেষ্ঠত্ব গুণকে) শ্রৈষ্ঠম্ (শ্রেষ্ঠত্বকে) রাজ্যম্ (দীপ্তিকে বা রাজ্যকে) আধিপত্যম্ গময়তু (প্রাপ্ত করান) অহম্ (আমি) এব ইদম্ সর্ব্বম্ অসানি অস্ লোট্ ১'১ = হই)।

৭। অথ খলু এতয়া ঋচা (এই ঋক্ দ্বারা) পচ্ছঃ (পদ্ + শস্, অব্যয় এক এক পদে অর্থাৎ এক এক পাদ উচ্চারণ করিয়া) আচামতি (ভক্ষণ করে) :—

(১) 'তৎ (সেই খাদ্যকে) সবিতু (সবিতার) বৃণীমহে' (বৃ ধাতু ১।৩ = প্রার্থনা করি) ইতি (এই বলিয়া) আচামতি।

(২) বয়ম্ (আমরা) দেবস্য (দেবতার) ভোজনম্ (খাদ্যকে) ইতি আচামতি।

জপিবে—হে মন্থ, (অর্থাৎ হে প্রাণ!) তুমি হও অম ; এই সমুদয় তোমাতে (প্রতিষ্ঠিত)। তিনি (অর্থাৎ মন্থরূপী প্রাণ) জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, রাজা (বা দীপ্তিমান) এবং অধিপতি। তিনি আমাকে জ্যেষ্ঠত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, রাজ্য (বা দীপ্তি) ও আধিপত্য প্রাপ্ত করান। আমি এই সমুদয় হইতে ইচ্ছা করি।

৭। অনন্তর এই ঋক্ উচ্চারণ করিয়া ইহার প্রত্যেক পদে ভোজন করিবে। 'তৎ সবিতুর্বৃণীমহে' এই পাদ উচ্চারণ করিয়া একবার ভোজন করিবে। 'বয়ম্ দেবস্য ভোজনম্' এই পাদ উচ্চারণ করিয়া একবার ভোজন করিবে। 'শ্রেষ্ঠম্ সর্ব্বধাতমম্' এই পাদ উচ্চারণ করিয়া একবার

কংসং চমসং বা পশ্চাদগ্নেঃ সংবিশতি চর্ম্মণি বা স্থণ্ডিলে বা বাচংযমোঽপ্রসাহঃ স যদি স্ত্রিয়ং পশ্যেৎ সমৃদ্ধং কর্ম্মেতি বিদ্যাৎ।

৮। তদেষ শ্লোকঃ।

(৩) 'শ্রেষ্ঠম্ সর্ব্বধাতমম্' (শ্রেষ্ঠ ও সকলের ধারয়িতাকে) ইতি আচামতি।

(৪) তুরম্ (শীঘ্র—শঙ্করের মতে; শত্রুবিনাশক ২।, সায়নের মতে) ভগস্য ধীমহি। 'শঙ্করের মতে চিন্তা করি; সায়নের (মতে উপভোগ করি বা প্রার্থনা করি)' ইতি সর্ব্বম্ পিবতি (এই বলিয়া সমুদয় পান করিবে)।

নির্ণিজ্য (নিঃ+নিজ্ ধাতু; প্রক্ষালন করিয়া) কংসম্ (কংস নামক পাত্রকে) চমসম্ বা (অথবা চমস নামক পাত্রকে) পশ্চাৎ অগ্নেঃ (অগ্নির পশ্চাৎ ভাগে) সংবিশতি (সম্+বিশ্; শয়ন করে) চর্ম্মনি বা (চর্ম্মের উপরে) স্থণ্ডিলে বা (অথবা মৃত্তিকার উপরে) বাচম্+যমঃ (পাঃ ৩.২ ৪০; ৬।৩।৬৯; =বাক্‌যত হইয়া) অপ্রসাহঃ (অ+প্র+সহ্ সংযত-চিত্ত হইয়া) সঃ যদি স্ত্রিয়ম্ (স্ত্রীলোককে) পশ্যেৎ ('স্বপ্নে' দর্শন করে) সমৃদ্ধম্ (সম্+ঋধ্; সকল) কর্ম্ম ইতি বিদ্যাৎ (ইহা জানিবে)।

৮। তৎ (সে বিষয়ে) এষঃ শ্লোকঃ (এই শ্লোক):—

ভোজন করিবে। 'তুরম্ ভগস্য ধীমহি' এই পাদ উচ্চারণ করিয়া সমুদয় পান করিবে।

৭। অনন্তর কংস পাত্রই হউক বা চমস পাত্রই হউক পাত্র ধৌত করিয়া অগ্নির পশ্চাৎভাগে বাক্য ও চিত্তকে সংযত করিয়া চর্ম্মের উপরে কিংবা মৃত্তিকাতে শয়ন করিবে। সে যদি (স্বপ্নে) স্ত্রীলোক দর্শন করে তবে জানিবে তাহার কর্ম্ম সফল হইয়াছে।

৮। সে বিষয়ে এই শ্লোক আছে:—যদি কাম্য কর্ম্মে স্বপ্নে স্ত্রীলোক

যদা কর্ম্মসু কাম্যেষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি।
সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াত্তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে॥

যদা (যখন) কর্ম্মসু কাম্যেষু (কাম্য কর্ম্মে) স্ত্রিয়ম্ (স্ত্রীলোককে) স্বপ্নেষু (স্বপ্নে) পশ্যতি (দেখে), সমৃদ্ধিম্ (২।১) তত্র (সেখানে) জানীয়াৎ (জানিবে) তস্মিন্ স্বপ্ন-নিদর্শনে (স্বপ্নদর্শনে, স্বপ্নদর্শনের ফলে)—তস্মিন্ স্বপ্ন-নিদর্শনে (দ্বিরুক্তি নিশ্চয়ার্থক বা সমাপ্তিসূচক)।

দর্শন করে, তাহা হইলে সেই স্বপ্ন নিদর্শন হইতে জানিবে যে সে বিষয়ে সিদ্ধিলাভ হইয়াছে।

মন্তব্য

৫।২।১ 'অন'শব্দের সহিত উপসর্গযোগে প্রাণ উদান, সমান, ব্যান ইত্যাদি নিষ্পন্ন হয়। প্র + অন = প্রাণ; অপ + অন = অপান; সম + আ + অন = সমান; উৎ + আ + অন = উদান; বি + আ + অন = ব্যান। অন এবং অন্ন বিভিন্ন অর্থ প্রকাশক; উচ্চারণের সাদৃশ্যে উভয়ের সংযোগ দেখান হইয়াছে।

৫।২।২। ভোজনের পূর্ব্বে ও পরে মুখ পরিষ্কার করিবার জন্য যে আচমন করা হয়, তাহাকেই এখানে বাস বা আচ্ছাদন বলা হইয়াছে।

৫।২।৩। ইন্দ্রদ্যুম্ন এবং বুড়িলকেও 'বৈয়াঘ্রপদ্য' বলা হইয়াছে (৫।১৪।১; ৫।১৬।১)। শাঙ্খায়ন আরণ্যকে গোশ্রুতির নামোল্লেখ আছে (১১।৭)।

৫।২।৪। দধি মধুনোঃ ষষ্ঠী ও সপ্তমি উভয়ই হইতে পারে। আনন্দ গিরি ষষ্ঠী দ্বিবচন গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থ করিয়াছেন 'দধিমধুনোঃ সম্বন্ধি পাত্রে' অর্থাৎ দধি ও মধু সম্বন্ধি পাত্রে। কোন কোন সংস্করণে 'দধি মধুনা' অর্থাৎ 'দধি ও মধু দ্বারা' ব্যবহার করিয়া ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

৫।২।৬। শঙ্কর বলেন 'অমা' প্রাণের একটা নাম। ইহার প্রকৃত অর্থ কি বলা কঠিন।

৫।২।৭। যে ঋক্ উচ্চারণ করিতে হইবে তাহা এইঃ—

তৎ সবিতুর্ব্বৃণীমহে
বয়ম্ দেবস্য ভোজনম্
শ্রেষ্ঠম্ সর্ব্ব ধাতমম্
তুরম্ ভগস্য ধীমহি। ঋগ্বেদ ৫।৮২।১

অর্থঃ—দেব সবিতার নিকট আমরা সকলের ধারক সেই শ্রেষ্ঠ অন্ন প্রার্থনা করিতেছি। আমরা শীঘ্র ভগদেবতার ধ্যান করি (কিংবা দেবসবিতার নিকট অন্ন প্রার্থনা করিতেছি। আমরা শীঘ্র ভগদেবতার শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বধারক স্বরূপের ধ্যান করি)।

পঞ্চমাধ্যায়ে তৃতীয় খণ্ড

শ্বেতকেতু-প্রবাহণ-সংবাদ

১। শ্বেতকেতুর্হারুণেয়ঃ পঞ্চালানাং সমিতিমেয়ায় তংহ প্রবাহণো জৈবলিরুবাচ কুমারানু ত্বাশিষৎ পিতেত্যনু হি ভগব ইতি।

১। শ্বেতকেতুঃ হ আরুনেয়ঃ (=আরুণির পুত্র ; আরুণি=অরুণের পুত্র) পঞ্চালানাম্ (পঞ্চালজাতির কিংবা পঞ্চাল দেশ সমূহের)

১। (একসময়ে) শ্বেতকেতু আরুণেয় পঞ্চালসমিতিতে গমন করিয়াছিল। (সেই স্থলে) প্রবাহণ জৈবলি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

২। বেত্থ যদিতোঽধি প্রজাঃ প্রযন্তীতি? ন ভগব ইতি। বেত্থ যথা পুনরাবর্ত্তন্ত ৩ ইতি? ন ভগব ইতি। বেত্থ পথোর্দ্দেবযানস্য পিতৃযানস্য চ ব্যাবর্ত্তনা ৩ ইতি? ন ভগব ইতি।

সমিতিম্ (২।১; সভাতে) এয়ায় (আ+ইয়ায়—ইধাতু লিট; গমন করিয়াছিল)। তম্ (তাহাকে) হ প্রবাহণঃ জৈবলিঃ (জীবলের পুত্র প্রবাহণ) উবাচ (বলিয়াছিল)—'কুমার! অনু (+অশিষৎ) ত্বা (তোমাকে) অশিষৎ (অনু;+শাস লুঙ্;=শিক্ষা দিয়াছেন) পিতা ইতি। অনু (+'অশিষৎ'=অনুশাসন করিয়াছেন) হি (নিশ্চয়ই) ভগবঃ (প্রাচীন প্রয়োগ=ভগবন্)।

২। "বেত্থ (বিদ্ লট,=জান?) যৎ (যেখানে) ইতঃ (এই স্থান হইতে) অধি (উর্দ্ধদেশে) প্রজাঃ (প্রাণিগণ) প্রযন্তি (প্র+ই; গমন করে)" ইতি। 'ন ভগবঃ' ইতি। "বেত্থ যথা (যে প্রকারে) পুনঃ আবর্ত্তন্তে ৩ (প্রত্যাগমন করে)"? ইতি। "ন ভগবঃ" ইতি। "বেত্থঃ পথোঃ (পথ-দ্বয়ের) দেবযানস্য (দেবযানের) পিতৃযানস্য চ (পিতৃযানের) ব্যবর্ত্তনা ৩ (যেখানে পৃথক হইয়াছে)?" 'ন ভগবঃ" ইতি।

"আবর্ত্তন্তে ৩" এবং "ব্যবর্ত্তনা ৩" ৩ প্লুত স্বরের চিহ্ন।

"হে কুমার! (তোমার) পিতা কি তোমাকে উপদেশ দিয়াছেন?" শ্বেত-কেতু বলিল—'হে ভগবন্! নিশ্চয়ই অনুশাসন করিয়াছেন'।

২। প্রবাহণ জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রাণিগণ (মৃত্যুর পর) উর্দ্ধে কোন্ দেশে গমন করে তাহা কি জান"? শ্বেতকেতু বলিল—"হে ভগবন্! জানিনা"। প্রবাহণ জিজ্ঞাসা করিলেন "যে প্রকারে প্রাণিগণ পুনরাবর্ত্তন করে (অর্থাৎ ফিরিয়া আসে) তাহা কি জান? শ্বেতকেতু বলিল—"হে ভগবন্! জানিনা"।

৩। বেত্থ যথাসৌ লোকো ন সম্পূর্যত ৩ ইতি? ন ভগব ইতি। বেত্থ যথা পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তীতি? নৈব ভগব ইতি।

৪। অথানু কিমনুশিষ্টোঽবোচথা যো হীমানি ন বিদ্যাৎ কথংসোঽনুশিষ্টো ব্রুবীতেতি স হায়স্তঃ পিতুরর্দ্ধমেয়ায় তংহোবাচাঽননুশিষ্য বাব কিল মা ভগবানব্রবীদনু ত্বাশিষমিতি।

৩। বেত্থ যথা অসৌ লোকঃ (ঐ লোক; বা চন্দ্রলোক) ন সম্পূর্য্যতে ৩ (সম্+পূর্, কিংবা পৃ কর্ম্মকর্ত্তৃবাচ্য; সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হয়) '৩' প্লুত স্বরের চিহ্ন 'ন ভগবঃ' ইতি। 'বেত্থ যথা পঞ্চম্যাম্ আহুতৌ (পঞ্চম সংখ্যক আহুতিতে) আপঃ (জল ১।৩) পুরুষবচসঃ (পুরুষশব্দ-বাচ্য) ভবন্তি (হয়)' ইতি "ন এব ভগবঃ" ইতি।

৪। অথ নু কিম্। (কেন) অনুশিষ্টঃ (অনু+শাস্; উপদিষ্ট 'হইয়াছি') অবোচথাঃ (বচ্ লঙ্, আত্মনেপদ; বলিয়াছ)? যঃ (যে)

প্রবাহণ জিজ্ঞাসা করিলেন "দেবযান ও পিতৃযান কোথায় পৃথক হইয়াছে, তাহা কি জান?" শ্বেতকেতু বলিল, "হে ভগবন! জানিনা।"

৩। প্রবাহণ জিজ্ঞাসা করিলেন 'তুমি কি জান ঐলোক (অর্থাৎ পিতৃলোক) কেন (জীবদ্বারা) পূর্ণ হয় না?' শ্বেতকেতু বলিল 'হে ভগবন্! জানিনা'। প্রবাহণ জিজ্ঞাসা করিলেন 'তুমি কি জান পঞ্চমা আহুতিতে জলকে কেন পুরুষ বলা হয়'? শ্বেতকেতু বলিল 'হে ভগবন্ জানিনা'।

৪। তখন প্রবাহণ বলিলেন "তবে কেন বলিয়াছিলে 'আমি উপদিষ্ট হইয়াছি?' যে এসমুদয় বিষয় জানেনা সে কি প্রকারে বলিতে

৫। পঞ্চ মা রাজন্যবন্ধুঃ প্রশ্নানপ্রাক্ষীত্তেষাং নৈকঞ্চ নাশকং বিবক্তুমিতি। স হোবাচ যথা মা ত্বং তদৈতানবদো যথাহমেষাং নৈকঞ্চন বেদ যদ্যহমিমানবেদিষ্যং কথং তে নাবক্ষ্যমিতি।

হি ইমানি (এই সমুদয়কে) ন বিদ্যাৎ (জানেনা)। কথম্ (কি প্রকারে) সঃ (সে) "অনুশিষ্টঃ" ব্রুবীত (বলে) ? ইতি। সঃ হ আয়স্ত (আ+যম্; মনোবেদনা প্রাপ্ত হইয়া) পিতুঃ (পিতার) অর্দ্ধম্ (স্থানকে) এয়ায় (আ+ইয়ায়, ইধাতু লিট; প্রত্যাগমন করিল)। তম্ (তাহাকে) হ উবাচ (বলিল):—অননুশিষ্য (ন অনুশিষ্য = শিক্ষা না দিয়া) বাব কিল মা (আমাকে) ভগবান্ (১।১) অব্রবীৎ (বলিয়াছিলেন) অনু ত্বা অশিষম্ (= ত্বা + অনু + অশিষম্ শাসলুঙ্ = তোমাকে শিক্ষা দিয়াছি)' ইতি। পাঠান্তর—'অথ নু' স্থলে 'অথানু'।

৫। পঞ্চ (পাঁচটী) মা (আমাকে) রাজন্য-বন্ধুঃ প্রশ্নান্ (প্রশ্ন সমূহকে) অপ্রাক্ষীৎ (প্রচ্ছ, লুঙ্; = জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন)। তেষাম্ (সেই সমুদয় প্রশ্নের) ন একম্+চন (একটীও) অশকম্ (শক্, লুঙ্ ; সমর্থ হইয়াছি) বিবক্তুম্ (বি + বচ্ ধাতু ; বলিতে) ইতি।

পারে যে 'আমি অনুশিষ্ট হইয়াছি'?" শ্বেতকেতু মনোদুঃখে পিতার নিকট প্রত্যাগমন করিল এবং তাঁহাকে বলিল—"ভগবান্ আমাকে (যথোপযুক্ত) উপদেশ না দিয়াই বলিয়াছিলেন—'তোমাকে উপদেশ দিলাম'।"

৫। "সেই রাজন্যবন্ধু আমাকে পাঁচটী প্রশ্ন করিয়াছিল। আমি তাহার একটীরও উত্তর দিতে পারি নাই।"

পিতা (এই সমুদয় প্রশ্নের বিষয় মনে মনে আলোচনা করিয়া সময়ান্তরে) বলিলেন—"তুমি তখন (অর্থাৎ রাজার নিকট হইতে

৬। স হ গৌতমো রাজ্ঞোঽর্দ্ধমেয়ায় তস্মৈ হ প্রাপ্তায়ার্হাঞ্চকার, স হ প্রাতঃ সভাগ উদেয়ায়, তংহোবাচ মানুষস্য ভগবন্ গৌতম বিত্তস্য বরং বৃণীথা ইতি। স হোবাচ তবৈব রাজন্ মানুষং বিত্তং যামেব কুমারস্যান্তে বাচমভাষথাস্তামেব মে ব্রূহীতি। স হ কৃচ্ছ্রীবভূব।

সঃ (পিতা) হ উবাচ (বলিলেন) :—"যথা (যে, যে প্রকার) তদা (তখন রাজসভা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া) এতান্ (এই সমুদয়কে; এই সমুদয় প্রশ্নকে) অবদঃ (বদ্ লঙ্; বলিয়াছিলে)—" "যথা (যেহেতু) অহম্ (আমি) এষাম্ (এ সমুদয়ের) ন একম্+চন (একটীও) বেদ (জানি)—" "যদি অহম্ ইমান্ (এ সমুদয়কে) অবেদিষ্যম্ (বিদ্, লৃঙ্; জানিতাম), কথম্ (কেন) তে (তোমাকে) ন অবক্ষ্যম্ (বচ্, লৃঙ্; বলিতাম) ?"

৬। সঃ হ গৌতমঃ রাজ্ঞঃ (রাজার) অর্দ্ধম্ (স্থান ; ২।১) এয়ায় (৫ম)। তস্মৈ হ প্রাপ্তায় (সেই অভ্যাগতকে) অর্হাম্ চকার (পূজাকরিলেন)। সঃ হ প্রাতঃ সভাগে (সভা+গম+৬,৭।১ ; রাজা সভাগত হইলে) উদেয়ায় (উৎ+আ+ইয়ায়=ই লিট=উপস্থিত হইল)। তম্ হ উবাচ (বলিলেন) মানুষস্য (+বিত্তস্য=মানবসম্বন্ধী বিত্তের) ভগবন্

প্রত্যাগমন করিয়া) আমাকে যে এই সমুদয় প্রশ্নের কথা বলিয়াছিলে (সেই বিষয়ে আমার বক্তব্য আমি বলি, শুন)"। "যেহেতু আমি ইহার একটীও জানিনা (সেইজন্য তোমাকে এবিষয়ে উপদেশ দিই নাই)। যদি আমি জানিতামই তবে কেনই বা তোমাকে না বলিতাম ?"

৬। (অনন্তর) গৌতম রাজভবনে গমন করিলেন। রাজা অভ্যাগতকে সমাদর করিলেন। প্রাতঃকালে রাজা সভায় উপস্থিত হইলে, গৌতম ও সেই স্থলে গমন করিলেন। রাজা তাঁহাকে

৭। তং হ চিরং বসেত্যাজ্ঞাপয়াঞ্চকার তং হোবাচ যথা মা ত্বং গৌতমাবদো যথেয়ং ন প্রাক্ ত্বত্তঃ পুরা বিদ্যা ব্রাহ্মণান্ গচ্ছতি তস্মাদু সর্ব্বেষু লোকেষু ক্ষত্রস্যৈব প্রশাসনমভূদিতি তস্মৈ হোবাচ।

গৌতম! বিত্তস্য (বিত্তের) বরম্ (২।১) বৃণীথা (বৃ; প্রার্থনা করুন্) ইতি। সঃ হ উবাচ—"তব এব (আপনারই 'থাকুক') রাজন্! মানুষম্ বিত্তম্ (মনুষ্যসম্বন্ধীবিত্ত)। যাম্ এব (+বাচম্=যে বাক্যকে) কুমারস্য (কুমারের) অন্তে (নিকটে) বাচম্ অভাষথাঃ (বলিয়াছিলেন), তাম্ এব (সেই বাক্যকেই) মে (আমাকে) ব্রূহি (বলুন) ইতি। সঃ (রাজা) কৃচ্ছ্রী+বভূব (দুঃখী হইলেন)।

৭। তম্ (গৌতমকে) হ 'চিরম্ (দীর্ঘকাল) বস (বাস কর)' ইতি আজ্ঞাপয়াঞ্চকার (এই আজ্ঞা করিলেন)। তম্ হ উবাচ:— "যথা (যেমন, যে প্রকার) মা (আমাকে) ত্বম্ গৌতম! অবদঃ (বদ্ লঙ্; বলিয়াছিলে)—। যথা (যেহেতু) ইয়ম্ (+বিদ্যা; —এই বিদ্যা) ন প্রাক্ ত্বত্তঃ (ত্বৎ+তস্; তোমার পূর্ব্বে) পুরা (পুরাকালে) বিদ্যা ব্রাহ্মণান্ (ব্রাহ্মণদিগকে) গচ্ছতি (প্রাপ্ত

বলিলেন—"ভগবন্ গৌতম! মনুষ্যসম্বন্ধী বিত্তের বর প্রার্থনা করুন।" গৌতম বলিলেন 'হে রাজন! মানুষসম্বন্ধী বিত্ত আপনারই থাকুক। আপনি আমার পুত্রের নিকট যে বাক্য বলিয়াছিলেন, আমাকে তাহাই বলুন।' ইহা শুনিয়া রাজা বিষণ্ণ হইলেন।

৭। রাজা তাঁহাকে এই আজ্ঞা করিলেন—"দীর্ঘকাল (আমার নিকট ব্রহ্মচারীরূপে) বাস কর। (এইরূপ দীর্ঘকাল বাসকরিবার পর একদিন রাজা) তাঁহাকে বলিলেন—"তুমি যে আমাকে সেই

হইয়াছে), তস্মাৎ (সেইজন্য) উ সর্ব্বেষু লোকেষু (সর্ব্বলোকে) ক্ষত্রস্য এব (ক্ষত্রিয়েরই) প্রশাসনম্ (শিক্ষা দিবার ক্ষমতা) অভূৎ (ভূ. লুঙ্.; ছিল) ইতি। তস্মৈ (তাহাকে) হ উবাচ (বলিলেন):—

বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে—। তোমার পূর্ব্বে পুরাকালে কোন ব্রাহ্মণই এই বিদ্যা লাভ করে নাই। (ইহা কেবল ক্ষত্রিয়গণই জানিত), এইজন্য সর্ব্বলোকে ক্ষত্রিয়দিগেরই (এ বিষয়ে উপদেশ দিবার) ক্ষমতা ছিল।"

মন্তব্য

৫।৩।১। কুমার=কম্+আরণ; কম্=ইচ্ছা করা, প্রীতিকরা (উণাদি ৩।১৩৮), কমনীয় বলিয়া ইহার নাম কুমার। কেহ বলেন ইহার অর্থ ক্রীড়াশীল। Monier Williams এর অভিধানে কুমার =কু+মার=যে সহজে মরে।

কৌষীতকি উপনিষদে শ্বেতকেতুকে 'আরুণিপুত্র' এবং গৌতম বলা হইয়াছে (১।১)। শতপথ ব্রাহ্মণে (১১।২।৭।১২; ১১।৫।৪।১৮ ইত্যাদি) কৌষীতকি ব্রাহ্মণ (২৬।৪ এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদে ৬।২।১) ইহার নামোল্লেখ আছে। শ্বেতকেতু পিতা উদ্দালকের নিকট হইতে যে উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন তাহা এই ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

৫।৩।৩। 'অসৌ লোকঃ,—উপনিষদের ভাষ্যে শঙ্কর ইহার অর্থ পিতৃলোক করিয়াছেন। কিন্তু সূত্র ভাষ্যে অর্থ করিয়াছেন চন্দ্রলোক।

'ভামতী' টীকাতেও এই অর্থ গৃহীত হইয়াছে। রামানুজের অর্থ 'দ্যুলোক'।

৫।৩।৪। অবোচথাঃ—বচ্ ধাতুর আত্মনেপদ ব্যবহার সম্বন্ধে ৪।১০।৪ মন্তব্য দেখ।

শঙ্করাচার্য্য বলেন আয়স্তঃ=আয়াসিতঃ=অপরকর্ত্তৃক মনোবেদনা প্রাপ্ত হইয়া।

৫।৩।৫। এই পঞ্চম মন্ত্রে অনেক কথা উহ্য আছে, সেইজন্য এই অংশের অন্বয় করা কঠিন। ভিন্ন ভিন্ন লোকে ইহার ভিন্ন ভিন্ন অন্বয় করিয়াছেন।

আমাদিগের নিকট এই প্রকার অর্থ যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। শ্বেতকেতু পিতাকে বলিলেন আমি এই সমুদয় প্রশ্নের একটীরও উত্তর দিতে পারি নাই। ইহার পরে এই অংশ আছে—"সঃ হ উবাচ 'যথা মা ত্বম্ তদা এতান্ অবদঃ" অর্থাৎ পিতা বলিলেন "তুমি যে সেই সময়ে এই সমুদয় প্রশ্নের কথা বলিয়াছিলে—"। পিতা যাহা বলিলেন তাহা একটী অসম্পূর্ণ বাক্য। কিন্তু বর্ত্তমান সময়েও কোন বিষয় আরম্ভ করিবার সময় আমরা এই প্রকার ভাষাই ব্যবহার করিয়া থাকি। এই অংশের সপ্তম মন্ত্রেও এই প্রকার ভাষাই আছে। রাজা যখন গৌতমকে উপদেশ দিবেন তখন এই বলিয়া আরম্ভ করিলেন—"যথা মা ত্বম্ অবদঃ"="তুমি যে আমাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে—"।

পিতা সন্তানকে বলিয়াছিলেন "সেই সময়ে (তদা) যে তুমি বলিয়াছিলে"। এই 'তদা' (=সেই সময়ে) শব্দের ব্যবহার হইতে বুঝা যাইতেছে যে পিতা পুত্রের কথা শুনিবামাত্রই উত্তর দেন নাই। প্রশ্ন শুনিয়া তিনি অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়াছিলেন, তাহার পরে পুত্রের সহিত আবার এবিষয়ে কথা হইয়াছিল। তিনি এই বলিয়া কথা আরম্ভ করিলেন—"তুমি যে সেই সময়ে এই সমুদয় প্রশ্নের কথা বলিয়াছিলে—"।

ইহার পরে পিতা বলিলেন—"যথা অহম্ এষাম্ একঞ্চন ন বেদ= যেহেতু আমি এ সমুদয়ের একটীও জানি না—"। এটীও একটী অসম্পূর্ণ বাক্য। পুত্র রাজসভা হইতে আসিয়া পিতাকে বলিয়াছিল—

"আপনি আমাকে সব বিষয়ে উপদেশ দেন নাই, অথচ বলিয়াছিলেন 'তোমাকে সব উপদেশ দিলাম'।" তাহার ধারণা ছিল পিতা আরও অনেক বিষয় জানিতেন কিন্তু তিনি সে সব বিষয়ে তাহাকে উপদেশ দেন নাই। পুত্রের কথায় পিতা ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাহার এই ভুল ধারণা দূর করিবার জন্য এখন বলিলেন—"যেহেতু আমি এ সমুদয় বিষয়ের একটীও জানি না"। পিতার বলিবার উদ্দেশ্য এই :—"যেহেতু আমি এ সমুদয় বিষয়ের একটীও জানি না (সেই জন্যই তোমাকে এ সব বিষয়ে উপদেশ দিই নাই। ইহা মনে করিও না যে আমি এ সব বিষয় জানিয়াও তোমাকে উপদেশ দিই নাই)।

উক্ত মন্ত্রের শেষ অংশ এই :—"আমি যদি জানিতামই তবে তোমাকে বলিতাম না কেন ?"

অনুরূপ স্থলে বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই প্রকার আছে :—"সঃ হ উবাচ 'তথা নঃ ত্বম্ তাত জানীথাঃ, যথা যৎ অহম্ কিঞ্চন বেদ, সর্ব্বম্ অহম্ তুভ্যম্ অবোচম্'=" পিতা বলিলেন—"আমি যাহা কিছু জানি, সে সমুদয়ই তোমাকে বলিয়াছি; তুমি আমার বিষয়ে এই প্রকারই জানিবে"। ইহার পরে বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই অংশ আছে :—"প্রেহিতু তত্র প্রতীত্য ব্রহ্মচর্য্যম্ বৎস্যাবঃ ইতি। ভবান্ এব গচ্ছতু ইতি।" পিতা বলিলেন—চল সেই স্থলে যাই; সেই স্থলে গমন করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করি (অর্থাৎ শিষ্য হইয়া বিদ্যালাভ করি)। শ্বেতকেতু বলিল—"আপনিই গমন করুন" ৬।২।৪।

রাজন্যবন্ধুঃ=রাজার গুণ নাই, কেবল রাজগণের বন্ধু বলিয়া রাজা। ইহা একটী ঘৃণাসূচক বাক্য। ব্রহ্মবন্ধু, দ্বিজবন্ধু, ক্ষত্রবন্ধু প্রভৃতি কথারও অর্থ এইরূপ।

এই স্থলে 'রাজন্য' শব্দ 'রাজা' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; কিন্তু প্রাচীনকালে ক্ষত্রিয় এবং রাজবংশের লোকদিগকেও 'রাজন্য' বলা হইত।

৫।৩।৬। কোন কোন সংস্করণে 'সভাগে' স্থলে 'সভাগঃ' পাঠ

আছে। সভাগঃ = স + ভাগঃ ; ভাগ = পূজা, সেবা ; সভাগঃ = পূজার সহিত বর্ত্তমান অর্থাৎ পূজিত হইয়া। রাজবিষয়ে সপ্তম্যন্ত অর্থাৎ সভাগে = রাজা সভাগত হইলে। গোতম বিষয়ে প্রথমান্ত অর্থাৎ সভাগঃ = গোতম পূজিত হইয়া। (শঙ্কর ও আনন্দগিরি)।

ডয়সন্ এই প্রকার অর্থ করিয়াছেন—"হে গোতম! তুমি যেমন বলিলে যে তোমার পূর্ব্বে কোন ব্রাহ্মণ এবিদ্যা লাভ করে নাই,—এইজন্যই রাজ্য শাসন করিবার ক্ষমতা ক্ষত্রিয়দিগের হস্তেই রহিয়াছে।" ইহার মতে প্রশাসন = শাসন করিবার।

পঞ্চমাধ্যায়ে চতুর্থ খণ্ড

(পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর)

প্রবাহণ-কথিত পঞ্চাগ্নিবিদ্যা (১)

১। অসৌ বাব লোকো গৌতমাগ্নিস্তস্যাদিত্য এব সমিদ্‌রশ্ময়ো ধূমোঽহরর্চিশ্চন্দ্রমা অঙ্গারা নক্ষত্রানি বিস্ফুলিঙ্গাঃ।

১। অসৌ বাব লোকঃ (ঐলোক, দ্যুলোক) গৌতম! অগ্নিঃ। তস্য (তাহার) আদিত্যঃ এব সমিৎ (কাষ্ঠ); রশ্ময়ঃ (রশ্মি

১। হে গৌতম! ঐ লোকই (অর্থাৎ দ্যুলোকই) (যজ্ঞের)

২। তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি তস্যা আহুতেঃ সোমো রাজা সম্ভবতি।

সমূহ) ধূমঃ; অহঃ (দিন) অর্চিঃ (শিখা); চন্দ্রমা অঙ্গারাঃ; (১।৩) নক্ষত্রাণি (১।৩) বিস্ফুলিঙ্গাঃ (১।৩)।

২। তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ (সেই এই অগ্নিতে) দেবাঃ (১।৩) শ্রদ্ধাম্ (২।১) জুহ্বতি (হু; আহুতি দেয়)। তস্যাঃ আহুতেঃ (সেই আহুতি হইতে) সোমঃ রাজা (চন্দ্র) সম্ভবতি (উৎপন্ন হয়)।

অগ্নি; আদিত্য তাহার কাষ্ঠ; রশ্মি সমূহ তাহার ধূম; দিনই শিখা; চন্দ্রমাই অঙ্গার এবং নক্ষত্রগণই স্ফুলিঙ্গ।

২। দেবগণ সেই অগ্নিতে শ্রদ্ধাকে আহুতিরূপে অর্পণ করেন। সেই আহুতি হইতে সোমরাজা (অর্থাৎ চন্দ্র) উৎপন্ন হয়।

মন্তব্য

৫।৪।২। এস্থলে অপ্‌কেই শ্রদ্ধা বলা হইয়াছে। এতৎ সংক্রান্ত প্রশ্ন অপবিষয়ে (।৩।৩) এবং উপসংহার ও অপ্‌ বিষয়ে (৫।৯।১)। সুতরাং এস্থলে অপ্‌ই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধার সহিত জলকে আহুতি দেওয়া হয় এইজন্যই সম্ভবতঃ জলকে শ্রদ্ধা বলা হইয়াছে। শঙ্কর বেদান্তসূত্র ভাষ্যে (৩।১।৫) ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

পঞ্চমাধ্যায়ে পঞ্চম খণ্ড

প্রবাহণ-কথিত পঞ্চাগ্নিবিদ্যা (২)

১। পর্জন্যো বাব গৌতমাগ্নিস্তস্য বায়ুরেব সমিদভ্রং ধূমো বিদ্যুদর্চিরশনিরঙ্গারা হ্রাদনয়ো বিস্ফুলিঙ্গাঃ।

২। তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ সোমং রাজানং জুহ্বতি তস্যা আহুতের্বর্ষং সম্ভবতি।

১। পর্জন্যঃ (বৃষ্টির দেবতার নাম) বাব গৌতম! অগ্নিঃ; তস্য বায়ুঃ এব সমিৎ; অভ্রম্ (মেঘ) ধূমঃ; বিদ্যুৎ অর্চিঃ; অশনিঃ অঙ্গারাঃ; হ্রাদনয়ঃ (মেঘগর্জ্জন ১।৩; হ্রাদনি = মেঘ গর্জ্জন) বিস্ফুলিঙ্গাঃ (৫।৪।১দ্রঃ)।

২। তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ দেবাঃ সোমম্ রাজানম্ (সোম রাজাকে) জুহ্বতি; তস্যাঃ আহুতেঃ বর্ষম্ (বৃষ্টি) সম্ভবতি (৫।৪।২ দ্রঃ)।

১। হে গৌতম! পর্জন্যই অগ্নি; বায়ুই তাহার কাষ্ঠ; মেঘই ধূম; বিদ্যুৎই শিখা; বজ্রই অঙ্গার; মেঘগর্জ্জনই স্ফুলিঙ্গ।

২। সেই অগ্নিতে দেবগণ সোমরাজাকে আহুতিরূপে অর্পণ করে। সেই আহুতি হইতে বৃষ্টি উৎপন্ন হয়।

পঞ্চমাধ্যায়ে ষষ্ঠ খণ্ড

প্রবাহণ-ক থত পঞ্চাগ্নিবিদ্যা (৩)

১। পৃথিবী বাব গৌতমাগ্নিস্তস্যাঃ সংবৎসর এব সমিদা-কাশো ধূমো রাত্রিরর্চির্দিশোঽঙ্গারা অবান্তরদিশো বিস্ফুলিঙ্গাঃ।

২। তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা বর্ষং জুহ্বতি তস্যা আহুতে-রন্নং সম্ভবতি।

১। পৃথিবী বাব গৌতম অগ্নিঃ ; তস্যাঃ (এই পৃথিবীর) সম্বৎসরঃ এব সমিৎ ; আকাশঃ ধূমঃ ; রাত্রিঃ অর্চ্চিঃ ; দিশঃ (দিকসমূহ) অঙ্গারাঃ ; অবান্তরদিশঃ (ঈশান, নৈঋতাদি কোন সমূহ ; অবান্তর= অব+অন্তর=মধ্যবর্ত্তী) বিস্ফুলিঙ্গাঃ (৫।৪।১। দ্রঃ)।

২। তস্মিন্ এতস্মিন অগ্নৌ দেবাঃ বর্ষম্ (বৃষ্টিকে) জুহ্বতি। তস্যাঃ আহুতেঃ অন্নম্ সম্ভবতি (৫।৪।২ দ্রঃ)।

১। হে গৌতম! পৃথিবীই অগ্নি; সম্বৎসরই ইহার সমিৎ; আকাশই ধূম; রাত্রিই শিখা; (উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম এই) দিক সমূহই অঙ্গার; (ঈশান, নৈঋত প্রভৃতি) অবান্তর কোণ সমূহই স্ফুলিঙ্গ।

২। সেই অগ্নিতে দেবগণ বৃষ্টিকে আহুতি দেন। সেই আহুতি হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়।

পঞ্চমাধ্যায়ে সপ্তম খণ্ড

প্রবাহণ-কথিত পঞ্চাগ্নিবিদ্যা (৪)

১। পুরুষো বাব গৌতমাগ্নিস্তস্য বাগেব সমিৎপ্রাণোধূমো জিহ্বার্চিশ্চক্ষুরঙ্গারাঃ শ্রোত্রং বিস্ফুলিঙ্গাঃ।

২। তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা অন্নং জুহ্বতি তস্যা আহুতে রেতঃ সম্ভবতি।

১। পুরুষঃ বাব গৌতম! অগ্নিঃ; তস্য বাক্ এব সমিৎ; প্রাণঃ ধূমঃ; জিহ্বা অর্চিঃ; চক্ষুঃ অঙ্গারাঃ; শ্রোত্রম্ বিস্ফুলিঙ্গাঃ (৫।৪ ১ দ্রঃ)।

২। তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ দেবাঃ অন্নম্ (২।১) জুহ্বতি; তস্যাঃ আহুতেঃ রেতঃ সম্ভবতি (৫।৪।২)।

১। হে গৌতম! পুরুষই অগ্নি; বাক্‌ই তাহার সমিৎ; প্রাণই ধূম; জিহ্বাই শিখা; চক্ষুই অঙ্গার; শ্রোত্রই স্ফুলিঙ্গ।

২। সেই অগ্নিতে দেবগণ অন্নকে আহুতি দেন; সেই আহুতি হইতে শুক্র উৎপন্ন হয়।

পঞ্চমাধ্যায়ে অষ্টম খণ্ড

প্রবাহণ-কথিত পঞ্চাগ্নিবিদ্যা (৫)

১। যোষা বাব গৌতমাগ্নিস্তস্যা উপস্থ এব সমিদ্ যদুপমন্ত্রয়তে স ধূমো যোনিরর্চির্যদন্তঃ করোতি তেঽঙ্গারা অভিনন্দা বিস্ফুলিঙ্গাঃ।

২। তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা রেতো জুহ্বতি তস্যা আহুতের্গর্ভঃ সম্ভবতি।

১। যোষা (স্ত্রীলোক) বাব গৌতম অগ্নিঃ; তস্যাঃ উপস্থঃ এব সমিৎ; যৎ উপমন্ত্রয়তে (আহ্বান করে) সঃ ধূমঃ; যোনিঃ অর্চিঃ; যৎ অন্তঃ করোতি, তে অঙ্গারাঃ; অভিনন্দাঃ বিস্ফুলিঙ্গাঃ (৫।৪।১)।

২। তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ দেবাঃ রেতঃ জুহ্বতি; তস্যাঃ আহুতেঃ গর্ভ সম্ভবতি (হয়) (৫।৪।২ দ্রঃ)।

মন্তব্য

প্রথম আহুতিতে শ্রদ্ধা অর্থাৎ জলকে অগ্নিতে হোম করা হয়; ইহা হইতে সোম উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় আহুতিতে সোমকে হোম করা হয়; ইহা হইতে বৃষ্টি উৎপন্ন হয়। তৃতীয় আহুতিতে বৃষ্টিকে হোম করা হয়; ইহা হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়। চতুর্থ আহুতিতে অন্নকে হোম করা হয়; ইহা হইতে শুক্র উৎপন্ন হয়। পঞ্চম আহুতিতে শুক্রকে হোম করা হয়; ইহা হইতে মানব উৎপন্ন হয়। প্রথমে জলকে আহুতি দেওয়া হইয়াছিল। সেই জলই পঞ্চম আহুতিতে গর্ভরূপে পরিণত হইয়া মানবরূপে উৎপন্ন হয়। এইরূপে পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছিল।

পঞ্চমাধ্যায়ে নবম খণ্ড

পঞ্চাগ্নি-বিদ্যার উপসংহার (১)

১। ইতি তু পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তীতি স উল্বাবৃতো গর্ভো দশ বা নব বা মাসানন্তঃ শয়িত্বা যাবদ্ বাথ জায়তে।

২। স জাতো যাবদায়ুষং জীবতি তং প্রেতং দিষ্টমিতোঽগ্নয় এব হরন্তি যত এবেতো যতঃ সম্ভূতো ভবতি।

১। ইতি তু পঞ্চম্যাম্ আহুতৌ আপঃ পুরুষবচসঃ ভবন্তি (৫।৩।৩) ইতি। সঃ (সেই) উল্ব বৃত (উল্ব অর্থাৎ জরায়ুদ্বারা আবৃত) গর্ভঃ দশ বা নব বা মাসান্ (দশ কিংবা নয় মাস) অন্তঃ (অভ্যন্তরে) শয়িত্বা (শয়ন করিয়া) যাবৎ বা (অথবা যতকাল আবশ্যক হয়), অথ (অনন্তর) জায়তে (উৎপন্ন হয়)। পাঠান্তর :—'নব বা' অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

২। সঃ (যে) জাতঃ (জন্মগ্রহণ করিয়া) যাবৎ+আয়ুষম্ (যতদিন আয়ু. ততদিন) জীবতি (জীবন ধারণ করে)। তম্ প্রেতম্ (মৃত হইলে তাহাকে; প্রেতম্=প্র+ইতম্; ই ধাতু) দিষ্টম্ (যেমন নির্দ্দিষ্ট তেমন; নির্দ্দিষ্ট গতি প্রাপ্ত) ইতঃ (এই স্থান

১। এই হেতু পঞ্চমী আহুতিতে জলকে পুরুষ বলা হয়। জরায়ু দ্বারা আবৃত সেই গর্ভ, নয় মাস বা দশমাস বা যতদিন আবশ্যক হয় ততদিন, অভ্যন্তরে বাস করিয়া উৎপন্ন হয় (অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হয়)।

২। জন্মগ্রহণ করিয়া যতদিন আয়ু ততদিন জীবিত থাকে। নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে মৃত হইবার পর (তাহার আত্মীয়স্বজন)

হইতে) অগ্নয়ে এব (অগ্নিতে দগ্ধ করিবার জন্য) হরন্তি (হৃ ; লইয়া যায়) যতঃ (যাহা হইতে) এব ইতঃ (আগত ; ই + ক্ত), যতঃ সম্ভূতঃ (উৎপন্ন) ভবতি (হয়)।

তাহাকে অগ্নিতে (দগ্ধ করিবার জন্য) লইয়া যায়। এই অগ্নি হইতে সে আসিয়াছে এবং এই অগ্নি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

মন্তব্য

৫।৯।২। কেহ কেহ 'অগ্নয়ে' স্থলে 'অগ্নয়ঃ' পদপাঠ গ্রহণ করেন। কিন্তু বৃহদারণ্যক উপনিষদে মূলমন্ত্রেই 'অগ্নয়ে' আছে।

শ্রদ্ধা, সোম, বৃষ্টি প্রভৃতি পাঁচটীকে আহুতিরূপে অগ্নিতে হোম করা হয়। সর্ব্বশেষে মানুষের উৎপত্তি। এই জন্যই বলা হইয়াছে, যে পুরুষ অগ্নি হইতে আসিয়াছে এবং অগ্নি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

পঞ্চমাধ্যায়ে দশম খণ্ড

পঞ্চাগ্নিবিদ্যার উপসংহার (২)

দেবযান, পিতৃযান ও পুনরাবর্ত্তন

১। তদ্ য ইত্থং বিদুর্যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে তেঽর্চিষমভিসম্ভবন্ত্যর্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষমাপূর্য্যমাণপক্ষাদ্ যান্ ষড়ুদঙ্ঙেতি মাসাংস্তান্।

১। তৎ (পঞ্চাগ্নিবিদ্যাকে) যে (যাহারা) ইত্থম্ (অব্যয়,

১। যাঁহারা পঞ্চাগ্নি বিদ্যা জানেন এবং যাঁহারা অরণ্যে শ্রদ্ধা ও

২। মাসেভ্যঃ সংবৎসরং সংবৎসরাদাদিত্যমাদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎ পুরুষো মানবঃ স এনং ব্রহ্ম গময়ত্যেষ দেবযানঃ পন্থা ইতি।

৩। অথ য ইমে গ্রাম ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিত্যুপাসতে তে ধূমমভিসম্ভবন্তি ধূমাদ্রাত্রিং রাত্রেরপরপক্ষমপরপক্ষাদ্ যান্ ষড়্ দক্ষিণৈতি মাসাংস্তান্নৈতে সম্বৎসরমভিপ্রাপ্নুবন্তি।

ইদম্ + অম, পাঃ ৫।৩।২৪ = এই প্রকারে) বিদুঃ (জানেন), যে চ ইমে (এই যাঁহারা) অরণ্যে 'শ্রদ্ধা তপঃ' ইতি উপাসতে, তে (তাহারা) অর্চ্চিযম্ (অর্চ্চিকে) অভিসম্ভবন্তি (অভি + সম্ + ভূ, লট্ ন্তি = প্রাপ্ত হয়), অর্চ্চিষঃ অহঃ; অহ্নঃ আপূর্য্যমান পক্ষম্; আপূর্য্যমান-পক্ষাৎ যান্ ষট্ উদঙ্ এতি মাসান্ তান্ (৪।১৫।৫ দ্রঃ)।

২। মাসেভ্যঃ সংবৎসরম্; সংবৎসরাৎ আদিত্যম্; আদিত্যাৎ চন্দ্রমসম্; চন্দ্রমসঃ বিদ্যুতম্। তৎপুরুষঃ অমানবঃ সঃ এনান্ ব্রহ্ম গময়তি। এষঃ দেবযানঃ পন্থাঃ ইতি (৪।১৫।৫)।

তপস্যার উপাসনা করেন—তাঁহারা (মৃত্যুর পর) অর্চ্চিতে গমন করেন; অর্চ্চি হইতে দিনে; দিন হইতে শুক্লপক্ষে, শুক্লপক্ষ হইতে উত্তরায়ণের ছয় মাসে (গমন করেন)।

২। মাস সমূহ হইতে সংবৎসরে, সংবৎসর হইতে আদিত্যে, আদিত্য হইতে চন্দ্রমাতে, চন্দ্রমা হইতে বিদ্যুতে, (গমন করেন)। সেই স্থানে এক অমানব পুরুষ তাঁহাকে ব্রহ্মলাভ করায়। ইহাই দেবযান পথ।

৩। অথ যে ইমে (এই যাহারা) গ্রামে 'ইষ্টাপূর্ত্তে (ইষ্ট + পূর্ত্ত দ্বিবচন; ইষ্ট = যজ্ঞ; কূপ, তড়াগ উদ্যানাদি প্রস্তুত করিবার নাম পূর্ত্ত) দত্তম্

৩। আর যাহারা গ্রামে 'ইষ্টাপূর্ত্ত ও দান' এই সমুদয়ের অনুষ্ঠান

৪। মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাদাকাশমাকাশাচ্চন্দ্রমসমেষ সোমো রাজা তদ্দেবানামন্নং তং দেবা ভক্ষয়ন্তি।

৫। তস্মিন্ যাবৎ সম্পাতমুষিত্বাথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে যথেতমাকাশমাকাশাদ্বায়ুং বায়ুর্ভূত্বা ধূমো ভবতি ধূমো ভূত্বাভ্রং ভবতি।

(দান)' ইতি উপাসতে (উপাসনা করে), তে (তাহারা) ধূমম্ (১।২) অভিসম্ভবন্তি (৫।১০।১টী); ধূমাৎ (ধূম হইতে) রাত্রিম্; রাত্রেঃ (রাত্রি হইতে) অপর পক্ষম্ (কৃষ্ণপক্ষকে); অপর পক্ষাৎ (কৃষ্ণপক্ষ হইতে) যান্ ষট্ দক্ষিণা এতি মাসান্ (= যান্ ষট্ মাসান্ দক্ষিণা এতি = যে ছয় মাস সূর্য্য দক্ষিণদিকে গমন করে। দক্ষিণা = দক্ষিণ দেশে, পাঃ ৫।৩।৩৬; এতি = গমন করে, ই ধাতু) তান্ (সেই ছয়মাসকে)। ন এতে (ইহারা) সংবৎসরম্ অভিপ্রাপ্নুবন্তি (প্রাপ্ত হয়)।

৪। মাসেভ্যঃ (মাসসমূহ হইতে) পিতৃলোকম্, পিতৃলোকাৎ (পিতৃলোক হইতে) আকাশম্; আকাশাৎ (আকাশ হইতে) চন্দ্রমসম্ (চন্দ্রকে)। এষঃ (এই) সোমঃ রাজা। তৎ (সেই সোম) দেবানাম্ (দেবগণের) অন্নম্। তম্ (তাহাকে) দেবাঃ (১।৩) ভক্ষয়ন্তি (ভক্ষণ করেন, ভোগ করেন)।

করে, তাহারা (মৃত্যুর পর) ধূমে গমন করে; ধূম হইতে রাত্রিতে, রাত্রি হইতে কৃষ্ণপক্ষে, কৃষ্ণপক্ষ হইতে দক্ষিণায়নের ছয়মাসে গমন করে। ইহারা সংবৎসরে গমন করে না।

৪। মাসসমূহ হইতে পিতৃলোকে, পিতৃলোক হইতে আকাশে, আকাশ হইতে চন্দ্রমাতে গমন করে। এই চন্দ্রই সোমরাজা; ইহা দেবতাদিগের অন্ন; ইহাকেই দেবগণ ভক্ষণ করেন।

৫। তস্মিন্ (সেই চন্দ্রমাতে) যাবৎসম্পাতম্ (কর্ম্মক্ষয় পর্য্যন্ত;

৫। যে পর্য্যন্ত কর্ম্মক্ষয় না হয়, সে পর্য্যন্ত চন্দ্রমণ্ডলে বাস করিয়া

৬। অভ্রং ভূত্বা মেঘো ভবতি মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতি ত ইহ ব্রীহিযবা ওষধিবনস্পতয়স্তিলমাষা ইতি জায়ন্তেঽতো বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরং যো যো হ্যন্নমত্তি যো রেতঃ সিঞ্চতি তদ্ভূয় এব ভবতি।

ক্রিঃ বিঃ) উষিত্বা (বস্ ধাতু, বাস করিয়া) অথ (অনন্তর) এতম্ এব অধ্বানম্ (এইপথে, ২।১) পুনঃ নিবর্ত্তন্তে (নি+বৃৎ ; প্রত্যাগমন করে) যথা+ইতম্ (যে ভাবে গমন করিয়াছিল ; যথা=যে ভাবে ; ইতম্= ই+ক্ত=গমন করিয়াছিল)। আকাশম্ (২।১)। আকাশাৎ (আকাশ হইতে) বায়ুম্। বায়ুঃ ভূত্বা (হইয়া) ধূমঃ ভবতি (হয়)। ধূমঃ ভূত্বা (হইয়া) অভ্রম্ (মেঘের প্রথমাবস্থা—যে অবস্থায় ইহা জল ধারণ করে ; ২।১৫।১ দ্রঃ) ভবতি। পাঠান্তর—'এতম্ এব অধ্বানম্' স্থলে 'এতম্ অধ্বানম্'।

৬। অভ্রম্ ভূত্বা মেঘঃ ভবতি, মেঘঃ ভূত্বা প্রবর্ষতি (বর্ষণ করে)। তে (তাহারা) ইহ (এই পৃথিবীতে) ব্রীহিযবাঃ (ব্রীহি ও যব সমূহ) ওষধি-বনস্পতয়ঃ (ওষধি ও বনস্পতি সমূহ) তিলমাষাঃ (তিল ও মাষা সমূহ) ইতি (এইরূপে) জায়ন্তে (জন্মগ্রহণ করে)। অতঃ (এই অবস্থা হইতে) বৈ খলু (নিশ্চয়ই) দুর্নিষ্প্রপতরম্ (দুরতিক্রমনীয়, সহজে অতিক্রম করা যায় না)। যঃ যঃ (যে যে প্রাণী) হি অন্নম্ (অন্নকে) অত্তি (ভোজন করে) যঃ রেতঃ সিঞ্চতি (সন্তান উৎপন্ন করে)তৎ ভূয়ঃ এব ভবতি (সেই প্রকারই হয় ; কিংবা তাহা পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করে)।

যে পথে গমন করিয়াছিল সেই পথেই প্রতিনিবৃত্ত হয়। (চন্দ্রমণ্ডল হইতে) আকাশে এবং আকাশ হইতে বায়ুতে (গমন করে)। বায়ু হইয়া (তৎপরে) ধূম হয় এবং ধূম হইয়া (তৎপরে) অভ্র হয়।

৬। অভ্র হইয়া তৎপরে মেঘ হয় ; মেঘ হইয়া বর্ষণ করে। (তদ-

৭। তদ্ য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বাথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা।

৭। তৎ (তাহার পর, বা তাহাদিগের মধ্যে) যে (যাহারা) ইহ (এই পৃথিবীতে) রমনীয়চরণাঃ (শোভনকর্ম্মা) অভ্যাশঃ (শীঘ্র ; কিংবা "ফল" ১।৩।১২), হ যৎ (ক্রিং বিং যে) তে (তাহারা) রমনীয়াম্ যোনিম্ (রমনীয় জন্মকে) আপদ্যেরন্ (আ + পদ্ + ঈরন্ = প্রাপ্ত হয়) —ব্রাহ্মণযোনিম্ বা ক্ষত্রিয়যোনিম্ বা বৈশ্যযোনিম্ বা। অথ (আর) যে ইহ কপূয়চরণাঃ (কুকর্ম্মা ; কপূয় অর্থাৎ দুর্গন্ধযুক্ত আচরণ যাহাদিগের), অভ্যাশঃ হ যৎ তে কপূয়াম্ যোনিম্ (কুৎসিৎ জন্মকে) আপদ্যেরন্— শ্বযোনিম্ বা (কুক্কুর জন্মকে) সূকরযোনিম্ বা (বা শূকরজন্মকে) চণ্ডালযোনিম্ বা (বা চণ্ডালজন্মকে)

নন্তর) তাহারা এই পৃথিবীতে ব্রীহি ও যব, ওষধি ও বনস্পতি, তিল ও মাষ—এই সমুদয় রূপে জন্মগ্রহণ করে। এই অবস্থা হইতে নিঃসরণ অত্যন্ত কঠিন। যে যে প্রাণী অন্ন ভোজন করে ও সন্তান উৎপন্ন করে, (ব্রীহি যবাদিরূপে অবস্থিত আত্মা অন্নরূপে সেই সেই প্রাণীর দেহে প্রবেশ করিয়া রেতোরূপ ধারণ করে এবং) ইহাই সেই সমুদয় প্রাণিরূপে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করে।

৭। তাহাদের মধ্যে যাহারা পূর্ব্বজন্মে এই পৃথিবীতে শোভন কর্ম্ম করিয়াছিল, তাহারা শীঘ্র রমনীয় জন্মলাভ করে—যেমন ব্রাহ্মণযোনি, ক্ষত্রিয়যোনি, বৈশ্যযোনি। আর যাহারা এই পৃথিবীতে কুৎসিৎ কর্ম্ম করিয়াছিল, তাহারা শীঘ্র কুৎসিৎ জন্মলাভ করে—যেমন কুক্কুরযোনি, শূকরযোনি বা চণ্ডালযোনি।

৮। অথৈতয়োঃ পথোর্ন কতরেণ চ ন তানীমানি ক্ষুদ্রাণ্যসকৃদাবর্ত্তীনি ভূতানি ভবন্তি জায়স্ব ম্রিয়স্বেত্যেতত্তৃতীয়ং স্থানং তেণাসৌ লোকো ন সম্পূর্যতে তস্মাজ্জুগুপ্সেত তদেষ শ্লোকঃ।

৮। অথ এতয়োঃ পথোঃ (এই দুই পথের ; (১) অর্চ্চির পথ অর্থাৎ দেবযান ; (২) ধূমের পথ অর্থাৎ পিতৃযান) ন (না) কতরেণ+চন (কোন পথ দ্বারাই), তানি ইমানি (সেই এই সমুদয়) ক্ষুদ্রাণি (+ভূতানি=ক্ষুদ্রজন্তু সমূহ) অসকৃৎ+আবর্ত্তিনী (পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনশীল, ১।৩ ; সকৃৎ=একবার ; অসকৃৎ=বহুবার ; আবর্ত্তিনী=আবর্ত্তিন্, ক্লীং ১।৩=যাহারা বারবার যাতায়াত করে) ভূতানি (ভূতসমূহ) ভবন্তি (হয়)। 'জায়স্ব (জন্ম গ্রহণ কর) ম্রিয়স্ব (মরিয়া যাও)' ইতি এতৎ (এই) তৃতীয়ম্ স্থানম্। তেন (সেইজন্য) অসৌ (ঐ) লোকঃ ন সম্পূর্য্যতে (সম+পৃ, বা পূর্ ; কর্ম্মকর্ত্তৃবাচ্যে ; পূর্ণ হয়)। তস্মাৎ (সেই জন্য) জুগুপ্সেত ('গুপ্' ঘৃণা করা অর্থে ; সংসারগতিকে ঘৃণা করিবে)। তৎ (এ বিষয়ে) এষঃ (এই) শ্লোকঃ—

৮। (যাহারা) এতদুভয়ের কোন পথ দ্বারাই (গমন করে) না, (তাহারা) নিত্য আবর্ত্তনশীল এই সমুদয় ক্ষুদ্র প্রাণিরূপে জন্মগ্রহণ করে। (ইহাদিগের বিষয়ে বলা যাইতে পারে) "জন্মগ্রহণ কর" আর "মরিয়া যাও" (অর্থাৎ ইহারা এতই ক্ষণস্থায়ী যে, জন্মগ্রহণ করিবামাত্রই মরিয়া যাইতেছে ; সুতরাং জন্ম মৃত্যু ছাড়া ইহাদিগের জীবনের অন্য কোন ঘটনা নাই) ; ইহাই তৃতীয় স্থান।

এই জন্যই ঐ লোক (অর্থাৎ চন্দ্রলোক) পূর্ণ হইতেছেনা। সুতরাং সংসার গতিকে ঘৃণা করিবে। এবিষয়ে এই শ্লোক আছে—

৯। স্তেনো হিরণ্যস্য সুরাং পিবংশ্চ গুরোস্তল্পমাবসন্ ব্রহ্মহা চৈতে পতন্তি চত্বারঃ পঞ্চমশ্চাচরংস্তৈরিতি।

১০। অথ হ য এতানেবং পঞ্চাগ্নীন্ বেদ ন সহ তৈরপ্যাচরন্ পাপ্মনা লিপ্যতে শুদ্ধঃ পূতঃ পুণ্যলোকো ভবতি য এবং বেদ য এবং বেদ।

৯। স্তেনঃ (চোর) হিরণ্যস্য (সুবর্ণের) সুরাম্ পিবন্ চ (সুরা পান করে এমন লোক; পিবন্=পা+শতৃ ১।১) গুরোঃ (গুরুর) তল্পম্ (শয্যায়, ২।১) আবসন্ (আ+বস্ শতৃ; যে গমন করে বা দূষিত করে) ব্রহ্মহা চ (পাঃ ৩।২।৮৭=ব্রহ্মঘাতক)—এতে (+চত্বারঃ=এই চারিজন) পতন্তি (পতিত হয়) চত্বারঃ (চারিজন)। পঞ্চমঃ চ (পঞ্চম ব্যক্তিও) আচরণ্ তৈঃ (তাহাদিগের সহিত যে আচরণ করে) ইতি।

১০। অথ হ যঃ (যিনি) এতান্ (+পঞ্চাগ্নীন্=এই পঞ্চাগ্নিকে) এবম্ (এই প্রকারে) পঞ্চাগ্নীন্ (পঞ্চাগ্নিকে) ন (না), সহ তৈঃ অপি (তাহাদিগের সহিতও) আচরণ (আচরণ করিয়া) পাপ্মনা (পাপ দ্বারা) লিপ্যতে (লিপ্ত হয়); শুদ্ধঃ পূতঃ (পবিত্র) পুণ্যলোকঃ (পুণ্য লোকবাসী) ভবতি (হন) যঃ এবম্ (এই প্রকার) বেদ (জানেন) যঃ এবম্ বেদ (পুনরুক্তি সমাপ্তিসূচক)।

৯। সুবর্ণাপহারক, সুরাপায়ী, গুরুতল্পগামী এবং ব্রাহ্মণঘাতক—এই চারিজন পতিত হয় এবং ইহাদিগের সহিত যে আচরণ করে, সেই পঞ্চম ব্যক্তিও (পতিত হয়)।

১০। কিন্তু যিনি এই পঞ্চাগ্নি বিদ্যা জানেন, তিনি ইহাদিগের সহিত আচরণ করিয়াও পাপ দ্বারা লিপ্ত হন না। যিনি এই প্রকার জানেন তিনি শুদ্ধ ও পূত; এবং তিনি পুণ্যলোকগামী হন।

মন্তব্য

৫।১০।১। 'শ্রদ্ধা তপ' ইতি—কেহ কেহ অর্থ করেন 'শ্রদ্ধাই তপস্যা' এই ভাবে। ডয়সন্ বলেন 'অর্চ্চি' অর্থ চিতাগ্নির অর্চ্চি।

৫।১০।৪। 'তৎ' শব্দ সোমের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু 'সোম' শব্দ পুংলিঙ্গ; সুতরাং 'তৎ' ব্যবহার না করিয়া 'সঃ' ব্যবহার করাই প্রচলিত নিয়ম। ক্লীবলিঙ্গ 'অন্নম্' এখানে বিধেয়; এই বিধেয়ের প্রাধান্যেই সম্ভবতঃ 'তৎ' ব্যবহৃত হইয়াছে।

৫।১০।৬। 'তে ইহ' ইত্যাদি। 'তে' শব্দ বহুবচন। পূর্ব্বে একবচন ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহার পর এইস্থলে বহুবচন প্রয়োগ। পূর্ব্বে যাহাদের বিষয়ে এক এক করিয়া বলা হইয়াছিল, এস্থলে তাহাদিগের বিষয়েই সমগ্র ভাবে বলা হইল—এইজন্য এস্থলে বহুবচন প্রয়োগ।

৫।১০।৭। পাঠান্তর—দুইটী 'অভ্যাশঃ' স্থলেই 'অভ্যাসঃ'। 'সূকর' স্থলে 'শূকর'। 'চণ্ডাল' স্থলে 'চাণ্ডাল' 'সূ কর'—'সূ', 'সূ' শব্দ করে বলিয়া এই জন্তুকে সূকর বলে। (Vedic Index and Mon. W. অভিধান)।

৫।১০।৮। এই অষ্টম মন্ত্রের স্থলে বৃহদারণ্যকে এইরূপ আছে:— "অথ যে এতৌ পন্থানৌ ন বিদুঃ, তে কীটাঃ পতঙ্গাঃ যৎ ইদম্ দন্দশূকম্" অর্থাৎ 'আর যাহারা এই দুইটী পথের বিষয় জানেনা (কিংবা এই দুইটী পথের কোন পথেই গমন করেনা) তাহারা কীট পতঙ্গ এবং দন্দশূক রূপে জন্মগ্রহণ করে (৬।২।২৬)। ন 'কতরেণ চন' অংশের দুই প্রকার পদ-পাঠ হইতে পারে। (ক) ন, কতরেণ, চন; অনিশ্চয়ার্থে 'চন' প্রত্যয়,

অর্থ—দুই পথের কোন পথ দ্বারাই নয়। (খ) ন, কতরেণ, চ, ন= না, কোন পথ দ্বারাই নয়। 'ন' শব্দের দ্বিরুক্তি।

ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক

বৃহদারণ্যক উপনিষদেও এই তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। উভয় উপনিষদে যেমন সাদৃশ্য রহিয়াছে তেমনি পার্থক্যও আছে।

(১) ছান্দোগ্যে আছে "যে চ ইমে অরণ্যে 'শ্রদ্ধা তপঃ' ইতি উপাসতে তে অর্চিষম্ অভিসম্ভবন্তি" অর্থাৎ যাহারা অরণ্যে শ্রদ্ধা ও তপস্যার উপাসনা করে তাহারা অর্চিতে গমন করে। বৃহদারণ্যকে আছে 'যে চ অমী অরণ্যে শ্রদ্ধাম্ সত্যম্ উপাসতে, তে অর্চিঃ অভি-সম্ভবন্তি' অর্থাৎ যাহারা অরণ্যে শ্রদ্ধা ও সত্যের উপাসনা করে তাহারা অর্চিতে গমন করে। ছান্দোগ্যের মতে তপস্যা দ্বারা দেবযান পথে গমন করা যায়, কিন্তু বৃহদারণ্যকে ইহা স্বীকার করা হয় নাই। ছান্দোগ্যের মতে মাসসমূহে গমন করিবার পর এই সমুদয়ে যথাক্রমে উপস্থিত হইতে হয়—সংবৎসর, আদিত্য, চন্দ্রমা, বিদ্যুৎ। বৃহদারণ্য-কের মতে এই ক্রম—দেবলোক, আদিত্য, বিদ্যুৎ। বিদ্যুতে গমন করিবার পর সেই আত্মার ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। ইহা উভয় উপনিষদেই বলা হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই অংশ অতিরিক্ত আছে—"তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবতঃ বসন্তি; তেষাম্ ন পুনরাবৃত্তিঃ" (৬।২।১৫)= সেই সমুদয় ব্রহ্মলোকে তাহারা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া চিরকাল বাস করে; তাহাদিগের আর পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ পৃথিবীতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। ছান্দোগ্য উপনিষদের মতে যাহারা ইষ্টাপূর্ত্ত ও দানের উপা-সনা করে তাহারা ধূমের পথে গমন করে। বৃহদারণ্যকের মতে যাহারা

যজ্ঞ, দান ও তপস্যা দ্বারা স্বর্গলোক জয় করে, তাহারাই ধূমের পথে গমন করে। ছান্দোগ্যের মতে "মাসসমূহ হইতে পিতৃলোকে, পিতৃলোক হইতে আকাশে, আকাশ হইতে চন্দ্রমাতে গমন করে"। কিন্তু বৃহদারণ্যকে লিখিত আছে—মাস সমূহ হইতে পিতৃলোকে এবং পিতৃলোক হইতে চন্দ্রমাতে গমন করে; আকাশের কোন উল্লেখ নাই। বৃহৎ-দারণ্যক বলেন—যখন চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যাগমন করে, তখন সকলেই মানবরূপে জন্মগ্রহণ করে। ছান্দোগ্য বলেন—কেহ কেহ পশুরূপেও জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে; যাহারা পূর্ব্বজন্মে সাধু ছিল তাহারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যরূপে জন্মগ্রহণ করে, আর যাহারা অসাধু ছিল তাহারা কুকুর, শূকর বা চণ্ডালরূপে জন্মগ্রহণ করে।

"তস্মাৎ জুগুপ্সেত" হইতে এই খণ্ডের শেষ পর্য্যন্ত অংশ কেবল ছান্দোগ্যেই আছে।

'ইষ্টাপূর্ত্তে' ইত্যাদি।—আমরা 'ইষ্টাপূর্ত্ত' শব্দের প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। শঙ্করের এইমত। মহাভারতের টীকায় নীলকণ্ঠও এই অর্থ দিয়াছেন (২।৬৮।৮ ; ৩।৩২।৩০)। কেহ কেহ বলেন ইষ্টাপূর্ত্ত = ইষ্ট + আপূর্ত্ত। পূর্ত্ত ও আপূর্ত্ত একই অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। ইষ্ট এবং পূর্ত্ত এই দুই শব্দের সমাস করিলে ইষ্ট শব্দে কোথা হইতে আকার আসে, পাণিনিতে সে বিষয়ে কোন সূত্র নাই। তবে বৈদিক ভাষায় সমাসে অনেকস্থলে স্বর এই প্রকার দীর্ঘ হইয়া থাকে। আধুনিক মত বিষয়ে Macdonell সাহেবের Vedic Grammar এর ১৫৬—১৬৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য। ছান্দোগ্য উপনিষদে ইহা দ্বিবচনে ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু মুণ্ডকোপনিষদে ইহার একবচনের ব্যবহার পাওয়া যায়। অথর্ব্ববেদে বহু স্থলে ইষ্টাপূর্ত্তম্, ইষ্টাপূর্ত্তস্য, ইষ্টাপূর্ত্তেন ব্যবহৃত হইয়াছে। ঋগ্বেদে 'ইষ্টা-পূর্ত্তেন' শব্দের প্রয়োগ আছে। সায়ন বলেন, ইহার অর্থ—শ্রৌত

স্মার্ত্তদানফলেন অর্থাৎ শ্রোত ও স্মার্ত্ত দান ফলের সহিত (১০। ১৪.৮)। Whitney, Lanman, Macdonell প্রভৃতি অনেক পণ্ডিত বলেন ইহার অর্থ 'What is sacrificed and what is bestowed' = যাহা আহুতি দেওয়া হয় এবং যাহা দান করা হয়। Haug সাহেব বলেন ইষ্ট = যজ্ঞ, আপূর্ত্ত = (স্বর্গে) সঞ্চিত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৭।৩৪।৩) 'ইষ্টম্ পূর্ত্তম্' এর প্রয়োগ আছে। ইহা একখানি প্রাচীন গ্রন্থ। এই গ্রন্থে যখন 'পূর্ত্তম্' শব্দের ব্যবহার রহিয়াছে এবং প্রচলিত মতও যখন ইহাই, তখন 'পূর্ত্তম্' ত্যাগ করিয়া 'আপূর্ত্তম্' গ্রহণ করিবার কোন কারণ নাই।

৫।১০।৪ মন্ত্রে বলা হইয়াছে "সোম অর্থাৎ চন্দ্র দেবতাদিগের অন্ন এবং দেবগণ এই অন্ন ভক্ষণ করেন। এই অংশের অর্থ লইয়া অনেক বিচার হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন-" ইষ্টাপূর্ত্ত ও দানকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিলে যদি সোমরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া দেবতাদিগের অন্ন হইতে হয়, তবে এসমুদয় কর্ম্ম করিয়া লাভ কি? ব্যাখ্যাকারগণ ইহার এইপ্রকার উত্তর দিয়াছেন :—

(ক) অন্ন এবং অন্নভক্ষণ রূপক অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ দেবগণ ভক্ষণ করেন না, কেবল দর্শন করিয়াই তৃপ্ত হন (ছাঃ ৩।৫—১০)। যখন কোন আত্মা চন্দ্রলোকে উপস্থিত হয়, তখন দেবগণ তাহাকে দেখিয়াই তৃপ্ত হন; ইহাই দেবগণের অন্নভক্ষণ।

(খ) দেবগণ যেমন এই আত্মাকে ভোগ করেন, সেই আত্মাও তেমনি দেবগণকে লাভ করিয়া আনন্দিত হন অর্থাৎ দেবগণকে সম্ভোগ করেন। পৃথিবীতেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। স্বামীই যে কেবল স্ত্রীর সঙ্গলাভ করিয়া আনন্দিত হয় তাহা নহে, স্ত্রীও

স্বামীর সঙ্গ লাভ করিয়া আনন্দ লাভ করে। সোমকে যদি দেবগণের অন্ন বলা হয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিতে হইবে দেবগণ ও সোমের অন্ন।

(গ) মানব যখন এই পৃথিবীতে বাস করে, তখন যজ্ঞাদি সম্পন্ন করিয়া দেবগণের সন্তোষ বিধান করে। মৃত্যুর পর সে যখন চন্দ্রলোকে উপস্থিত হয় তখন দেবগণ তো আনন্দিত হইবেনই। বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে দেবোপাসকগণ দেবগণের পশু (১।৪।১০)। ইহলোকে তাহারা যেমন দেবগণের সেবা করে, পরলোকে যাইয়াও তেমনি তাহাদিগের সেবা করিয়া থাকে। অনুগত সেবক নিকটে অবস্থান করিলে কে না আনন্দিত হয়? এই অর্থেই পরলোকগামী আত্মা দেবগণের ভোগ্যবস্তু অর্থাৎ অন্ন।

(ঘ) কেহ কেহ বলেন আত্মাকে ভক্ষণ করার অর্থ, আত্মার কর্ম্ম সম্ভোগকরা। অথর্ব্ববেদের মতে (৩।২৯।১) দেবগণ ইষ্টা-পূর্ত্তের ১/১৬ অংশ ফল গ্রহণ করেন।

বেদান্তদর্শনের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য ও রামানুজ এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচন করিয়াছেন (৩।১।৭ ভাঃ দ্রঃ)। জ্ঞানবাদিগণ এই অংশ হইতে প্রমাণ করিতে চাহেন যে কর্ম্মপথ সর্ব্বথাই পরিত্যাজ্য। চন্দ্রলোকে যাইয়া দেবগণের অন্ন হওয়া কোন ক্রমেই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না।

যাবৎ সম্পাতম্ ইত্যাদি ৫।১০।৫। 'যাবৎসম্পাদতম্'কে ক্রিয়াবিশেষণরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। এই রূপ আরও অনেক শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়, যেমন—যাবদায়ুষম্ (ছাঃ ৫।৯।২, ৮।১৫।১), যাবজ্জীবম্, যাবৎকামম্, যাবচ্ছক্তি, যাবদধ্যয়নম্ ইত্যাদি।

সম্পাত = সম্ + পৎ + ঘঞ ; 'পৎ' ধাতুর অর্থ 'গমন করা', উড়িয়া

যাওয়া, পতিত হওয়া' ইত্যাদি। শঙ্করাচার্য্যের মতে সম্পাতঃ=কর্ম্মের ক্ষয়; কর্ম্মক্ষয়ে মানবের স্বর্গাদি লোক হইতে পতন হয়, এই জন্য কর্ম্মক্ষয়ের নাম 'সম্পাত'। রামানুজের মতে সম্পাত=কর্ম্ম; কর্ম্মদ্বারা স্বর্গাদি লোকে যাওয়া যায় এইজন্য কর্ম্মের নাম 'সম্পাত' (শ্রীভাষ্য ৩।১।৮)।

'যথেতম্' ইত্যাদি (৫।১০।৫)। ইহার অর্থ "যে ভাবে গমন করে, সেই ভাবেই প্রত্যাবর্ত্তন করে"। কিন্তু উভয় পথ যে ঠিক একই তাহা নহে। চন্দ্রলোকে গমন করিবার ক্রম এই:—ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ণের ছয়মাস, পিতৃলোক, আকাশ এবং চন্দ্রলোক। প্রত্যাগমন করিবার পথ এই:—চন্দ্রলোক, আকাশ, বায়ু, ধূম, অভ্র, মেঘ, ব্রীহিযবাদি।

বায়ুঃ ভূত্বা ইত্যাদি ৫।১০।৫। পঞ্চম মন্ত্রের 'বায়ুঃ ভূত্বা' হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তমমন্ত্রের শেষ পর্য্যন্ত অংশ বৃহদারণ্যকে নাই। ইহার পরিবর্ত্তে এইরূপ আছে:— বায়োঃ বৃষ্টিম্; বৃষ্টেঃ পৃথিবীম্। তে পৃথিবীম্ প্রাপ্য অন্নম্ ভবন্তি। তে পুনঃ পুরুষাগ্নৌ হূয়ন্তে; ততঃ যোষাগ্নৌ জায়ন্তে। লোকান্ প্রতি উত্থায়িনঃ তে এবম্ এব অনুপরিবর্ত্তন্তে। অথ যে এতৌ পন্থানৌ ন বিদুঃ তে কীটাঃ পতঙ্গাঃ যৎ ইদম্ দন্দশূকম্ (৬।২।১৬) ইহার অর্থঃ— "বায়ু হইতে বৃষ্টিতে এবং বৃষ্টি হইতে পৃথিবীতে গমন করে। পৃথিবীতে গমন করিলে পুরুষরূপ অগ্নিতে আহুত হয় এবং তৎপরে যোষারূপ অগ্নিতে জন্মগ্রহণ করে। এইরূপে তাহারা লোকসমূহের অভিমুখে উত্থান করে এবং বিবর্ত্তমান হয়।" আর যাহারা এই দুই পথের বিষয় জানে না (কিংবা এই দুইটিপথের কোন পথেই গমন করে না) তাহারা কীট পতঙ্গ এবং দন্দশূকরূপে জন্মগ্রহণ করে।

'দুর্নিষ্প্রপতরম্' ইত্যাদি। এই শব্দটীর প্রয়োগ বৈদিক। কেহ কেহ বলেন দুর্নিষ্প্রপতরম্ = দুর্নিষ্প্রপতনম্; দুঃ + নিঃ + প্র + পৎ ধাতু হইতে। শঙ্করাচার্য্যের একটা অর্থ এই:—'দুর্নিষ্প্রপততরম্' স্থলে দুর্নিষ্প্রতরম্। বেদান্তভাষ্যে (৩।১।২৩) রামানুজও এই ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

'অতঃ বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরম্'—শঙ্কর এই অংশের দুইটী অর্থ করিয়াছেন—(১) প্রথম অর্থ এই:—সেই আত্মা জলরূপে বর্ষিত হয়; এই জলাবস্থা হইতে মুক্তি লাভ করা অত্যন্ত কঠিন। (২) দ্বিতীয় অর্থ এই:— ব্রীহিযবাদি ভাব হইতে মুক্তি লাভ করা কঠিন, কিন্তু এই সমুদয় যখন জীবদেহে প্রবেশ করে, তখন মুক্তি লাভ করা আরও কঠিন হয়। দুইটী বস্তুর তুলনা করিলে 'তর' প্রত্যয় হয়; এস্থলেও তর প্রত্যয় হইয়াছে। ব্যাকরণের নিয়মানুসারে 'দুর্নিষ্প্রপত তরম্' হওয়া উচিত; মন্ত্রে একটী 'ত' লুপ্ত হইয়াছে (শঙ্কর)। এই মন্ত্রে চারিটী বাক্য। প্রথমবাক্যে মেঘও জলাদির কথা বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় বাক্যে ব্রীহিযবাদির কথা। তৃতীয় বাক্যে বলা হইয়াছে "এই অবস্থা হইতে নিঃসরণ অত্যন্ত কঠিন। চতুর্থ বাক্যে বলা হইয়াছে যে ব্রীহিযবাদি জীবদেহে প্রবিষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করে। শঙ্করের প্রথম অর্থগ্রহণ করিলে দুরন্বয় দোষ হয়। দ্বিতীয় অর্থও সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। আমাদিগের মনে হয় ব্রীহিযবাদির অবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করা কঠিন ইহাই মন্ত্রের অর্থ। ব্রীহিযবাদির কথা উল্লেখ করিয়া বলা হইল "অতঃ" অর্থাৎ "এই অবস্থা হইতে"। সুতরাং বলিতে হয় এখানে ব্রীহিযবাদির অবস্থার কথাই বলা হইয়াছে।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে এই অবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করা কঠিন কেন? ইহার নানাপ্রকার উত্তর দেওয়া হইয়াছে। একটী উত্তর এই:— একটী ব্রীহি হইতে আর একটা ব্রীহি উৎপন্ন হইবে, এই ব্রীহি হইতে

তৃতীয় ব্রীহি—এইরূপে সেই আত্মা ক্রমাগতই ব্রীহিরূপে উৎপন্ন হইবে। মুক্তিলাভ করিতে হইলে মানবরূপে জন্মগ্রহণ করিতেই হইবে। কিন্তু কবে যে ব্রীহিযবাদি অন্নরূপে মানবদেহে প্রবেশ করিবে এবং বীজরূপে পরিণত হইবে এবং তৎপর সেই বীজ সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করিবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। ঊর্দ্ধরেতা বালক বৃদ্ধ প্রভৃতির আবার সন্তান হয় না। সুতরাং ব্রীহিযবাদি ইহাদিগের দেহে প্রবেশ করিলেও কোন লাভ নাই। সুতরাং ব্রীহিযবাদির অবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করা সহজ নহে।

'তৎভূয়ঃ এব ভবতি' অংশের একাধিক অর্থ হইতে পারে।

(ক) তৎ = তাহা, রেতঃ; ভূয়ঃ = পুনর্ব্বার। কেহ কেহ বলেন 'ভূ ধাতু' হইতেই 'ভূয়স্' শব্দের উৎপত্তি; ইহার মৌলিক অর্থ 'পুনর্ব্বার উৎপন্ন হওয়া' এবং এই অর্থ হইতেই প্রচলিত অর্থ হইয়াছে। সমগ্র অংশের অর্থ এই :—তাহা পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করে অর্থাৎ ব্রীহি-যবাদি রূপে অবস্থিত আত্মা খাদ্যরূপে মানব দেহে প্রবেশ করে। সেই খাদ্যই রেতোরূপ ধারণ করে; এবং ইহাই সন্তানরূপে উৎপন্ন হয়। সুতরাং এখানে বলা হইল চন্দ্রলোক হইতে পুনরাবর্ত্তী আত্মাই আবার মানবরূপে জন্মগ্রহণ করে।

(খ) শঙ্কর 'তদ্‌ভূয়ঃ' কে একটী শব্দরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার অর্থ 'সেই প্রকার' কিংবা 'সেই প্রকার আকৃতিসম্পন্ন'। তৎ + ভূ ধাতু কিংবা তৎ + ভূয়স্—উভয় হইতেই "তদ্‌ভূয়ঃ" শব্দকে নিষ্পন্ন করা যাইতে পারে। 'ব্রহ্মভূয়', 'দেবভূয়' প্রভৃতি শব্দ এই শ্রেণীর। এই প্রকার করিলে শেষ অংশের এই প্রকার অর্থ হইবে :—যে যে প্রাণী অন্ন ভোজন করে, এবং সন্তান উৎপন্ন করে, (ব্রীহিযবাদি অন্নরূপে তাহা-দিগের দেহে প্রবেশ করিয়া রেতোরূপ ধারণ করে এবং তাহাই সন্তানরূপে) জন্মগ্রহণ করিয়া মাতাপিতার আকৃতি প্রাপ্ত হয়।

'ন কতরেণ চন' অংশের দুইপ্রকার পদপাঠ হইতে পারে।—(ক) ন, কতরেণ, চন; অনিশ্চয়ার্থে 'চন' প্রত্যয়। (খ) ন, কতরেণ, চ, ন= না, কোন পথ দ্বারাই নয়। 'ন' পদের দ্বিরুক্তি।

শঙ্কর অষ্টম মন্ত্রের প্রথমাংশের এইরূপ অন্বয় ও অর্থ করিয়াছেন:— (ক) "অথ এতয়োঃ পথোঃ ন কতরেণ চ ন"=(যাহারা বিদ্যা বা ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্মের সেবা করে না, তাহারা) দুই পথের কোন পথেই (গমন করে) না।

(খ) "তানি ইমানি ক্ষুদ্রাণি অসকৃত আবর্ত্তিনী ভূতান্তি ভবন্তি"= (তাহারা) এই সমুদয় পুনঃ পুনঃ জন্মমরণশীল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী রূপে জন্ম গ্রহণ করে।

মোক্ষমুলার ও গঙ্গানাথ ঝা মহাশয়গণ এই প্রকার অনুবাদ করিয়াছেন:—"পুনঃ পুনঃ জন্মমরণশীল এই সমুদয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী এতদুভয়ের কোন পথ দ্বারাই গমন করে না"। এ অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। এই দুইটী পথ কেবল মানবাত্মার জন্যই; অন্য কোন প্রাণীই এই দুই পথে গমনাগমন করে না। সুতরাং "পুনঃ পুনঃ জন্মমরণশীল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী এই দুই পথে গমনাগমন করেনা" এরূপ বলিবার সার্থকতা কোথায়? আর মানবাত্মার পরলোকতত্ত্বই এস্থলের বক্তব্য বিষয়; অন্য প্রাণীর পরলোকতত্ত্ব আলোচনা করা ঋষির উদ্দেশ্য নহে।

উক্ত অংশ হইতে বুঝা যাইতেছে যে:—

(ক) যাহারা পঞ্চাগ্নি বিদ্যার বিষয় অবগত আছে, কিংবা যাহারা অরণ্যে শ্রদ্ধা ও তপস্যার সেবা করে, তাহারা দেবযান পথে গমন করিয়া ব্রহ্মলাভ করে।

(খ) যাহারা সংসারে থাকিয়া যাগাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে,

তাহারা ধূমের পথে গমন করে, তাহার পর নানাভাবে ভ্রমণ করিয়া পুনর্ব্বার পৃথিবীতেই ফিরিয়া আসে।

(গ) আর এক শ্রেণীর মানব আছে, যাহারা এতদুভয়ের কোন পথেই যাতায়াত করে না। ইহারা ক্ষণস্থায়ী কীটপতঙ্গাদিরূপে জন্মগ্রহণ করে। ইহাদিগের জন্য এই তৃতীয় স্থান। কাহারা এই সমুদয় ক্ষুদ্র প্রাণিরূপে জন্মগ্রহণ করে, তাহা এই মন্ত্রে বলা হয় নাই।

পাঁচটী প্রশ্নের উত্তর

প্রবাহণ জৈবলি শ্বেতকেতুকে পাঁচটী প্রশ্ন করিয়াছিলেন

(ক) মৃত্যুর পর প্রাণিগণ কোথায় যায়? ইহার উত্তর ১১শ মন্তব্যে দ্রষ্টব্য।

(খ) কি প্রকারে প্রাণিগণ পুনরাবর্ত্তন করে? উত্তর—যাহারা ধূমাদির পথে গমন করে, তাহাদিগকে চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। কি প্রণালীতে তাহারা প্রত্যাবর্ত্তন করে, তাহা ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম মন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

(গ) পিতৃযান ও দেবযান কোথায় পৃথক হইয়াছে? উত্তর—মৃত্যুর পর সকলকেই অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়। ইহার পর কেহ অর্চ্চির পথে যায়, কেহ ধূমের পথে যায়। অর্চ্চির পথই দেবযান এবং ধূমের পথই পিতৃযান। দেবযানে উত্তরায়ণের ছয় মাসের পর, সংবৎসর, তাহার পর আদিত্য, তাহার পর চন্দ্রলোক প্রাপ্তি। পিতৃযানে দক্ষিণায়নের ছয়মাসের পরই চন্দ্রলোক প্রাপ্তি। জ্ঞানিগণ অর্থাৎ দেবযানযাত্রিগণ চন্দ্রলোক হইতে ব্রহ্মে গমন করেন; কর্ম্মিগণ আবার পৃথিবীতে আগমন করে।

(ঘ) চন্দ্রলোক কেন পূর্ণ হয় না?

উত্তর:—চন্দ্রলোক হইতে কেহ ব্রহ্মে গমন করে, কেহ পৃথিবীতে পুনরাগমন করে। এই জন্য চন্দ্রলোক পূর্ণ হয় না।

(ঙ) পঞ্চমী আহুতিতে জলকে কেন মানুষ বলা হয়?
উত্তর—৫.৮।২ মন্তব্যে দ্রষ্টব্য।

পঞ্চমাধ্যায়ে একাদশ খণ্ড

অশ্বপতি ও ষড়্‌ব্রাহ্মণ-সংবাদ—বৈশ্বানর (১)

১। প্রাচীনশাল ঔপমন্যবঃ সত্যযজ্ঞঃ পৌলুষিরিন্দ্রদ্যুম্নো ভাল্লবেয়ো জনঃ শার্করাক্ষ্যো বুড়িল আশ্বতরাশ্বিস্তে হৈতে মহাশালা মহাশ্রোত্রিয়াঃ সমেত্য মীমাংসাঞ্চক্রুঃ কো নু আত্মা কিং ব্রহ্মেতি।

(১) প্রাচীনশালঃ ঔপমন্যবঃ (উপমন্যুর পুত্র প্রাচীনশাল) সত্যযজ্ঞঃ পৌলুষিঃ (পুলুষের পুত্র বা বংশোদ্ভব), ইন্দ্রদ্যুম্নঃ ভাল্লবেয়ঃ (ভাল্লবিপুত্র; ভাল্লবি = ভল্লবির পুত্র), জনঃ শার্করাক্ষঃ (শর্করাক্ষের

১। উপমন্যুর পুত্র প্রাচীনশাল, পুলুষপুত্র সত্যযজ্ঞ, ভাল্লবিপুত্র ইন্দ্রদ্যুম্ন, শর্করাক্ষপুত্র জন এবং অশ্বতরাশ্ব পুত্র বুড়িল—এই

২। তে হ সম্পাদয়াঞ্চক্রুরুদ্দালকো বৈ ভগবন্তো-ঽয়মারুণিঃ সম্প্রতীমমাত্মানং বৈশ্বানরমধ্যেতি তং হন্তাভ্যা-গচ্ছামেতি তং হাভ্যাজগ্মুঃ ।

পুত্র), বুড়িল আশ্বতরাশ্বিঃ (অশ্বতরাশ্বপুত্র)—তে হ এতে (এই তাহারা) মহাশালাঃ (মহাগৃহস্থগণ ; মহাশালা যাহাদিগের ; শালা =গৃহ), মহাশ্রোত্রিয়াঃ (যাহারা ছন্দঃ অর্থাৎ বেদ অধ্যয়ণ করে তাহারা, পাঃ ৫।২।৮৪ ; কিংবা শ্রোত্র=বেদজ্ঞান ; শ্রোত্রিয়= বেদজ্ঞানসম্পন্ন) সমেত্য (সম্+ই ; একত্র হইয়া) মীমাংসাম্ চক্রুঃ (মীমাংসা করিয়াছিল) 'কঃ (কে), নঃ (আমাদিগের) আত্মা ; কিম্ (কি) ব্রহ্ম' ইতি।

(২) তে (তাহারা) হ সম্পাদয়াম্+চক্রুঃ (নিরূপণ করিলেন) :— উদ্দালকঃ বৈ, ভগবন্তঃ (হে ভগবদ্গণ !), অয়ম্ আরুণি (=এই আরুণি) সম্প্রতি (বর্ত্তমান সময়ে) ইমম্ আত্মানম্ বৈশ্বানরম্ (এই বৈশ্বানর আত্মাকে) অধ্যেতি (অধি+ই, আত্মনে ; জানেন ৭।১।১ মন্তব্য)। তম্ (২।১, তাঁহার নিকট) হন্ত (ব্যাকুলতা বা আনন্দসূচক অব্যয়) অভি+আগচ্ছাম (আমরা যাই) ইতি। তম্ হ অভি+আজগ্মুঃ (অভি+আ+গম লিট্=গমন করিয়াছিল)।

সমুদয় মহাগৃহস্থ এবং মহাশ্রোত্রিয় সম্মিলিত হইয়া এই বিচার করিয়াছিলেন—"কে আমাদিগের আত্মা ? ব্রহ্ম কি ?"

২। তাঁহারা (এ বিষয়ে যাহা) স্থির করিলেন (তাহাই তাঁহাদিগের মধ্যে একজন অপর সকলকে এইপ্রকারে বলিলেন):—

'হে ভগবদ্গণ ! সম্প্রতি উদ্দালক আরুণি এই বৈশ্বানর আত্মাকে অবগত আছেন। তাঁহার নিকট গমন করা যাউক।"

(তৎপর) তাঁহারা তাঁহার নিকট গমন করিলেন।

৩। স হ সম্পাদয়াঞ্চকার প্রক্ষ্যন্তি মামিমে মহাশালা মহাশ্রোত্রিয়াস্তেভ্যো ন সর্ব্বমিব প্রতিপৎস্যে হন্তাহমন্যমভ্যনুশাসানীতি।

৪। তান্ হোবাচাশ্বপতির্বৈ ভগবন্তোঽয়ং কৈকেয়ঃ সম্প্রতীমমাত্মানং বৈশ্বানরমধ্যেতি তংহন্তাভ্যাগচ্ছামেতি তং **হাভ্যাজগ্মুঃ।**

(৩) সঃ (উদ্দালক) হ সম্পাদয়াম্+চকার (স্থির করিলেন) প্রক্ষ্যন্তি (প্রচ্ছ লৃট; প্রশ্ন করিবেন) মা (আমাকে) ইমে (এই সমুদয়) মহাশালাঃ মহাশ্রোত্রিয়াঃ (১দ্রঃ)। তেভ্যঃ (৪।৩, তাহাদিগকে) ন (না) সর্ব্বম্ (সমুদয় বিষয়কে) ইব (হয়ত) প্রতিপৎস্যে (প্রতি+পদ্ লৃট; বলিতে সমর্থ হইব)। হন্ত! অহম (আমি) অন্যম্ (অন্যউপদেষ্টার নাম, ২।১) অভি+অনুশাসানি (শাস্ লোট; বলিয়া দি)।

(৪) তান্ (তাহাদিগকে) হ উবাচ (বলিলেন)—'অশ্বপতিঃ বৈ ভগবন্তঃ! অয়ম্ (এই) কৈকেয়ঃ সম্প্রতি (এখন) ইমম্ আত্মানম্ বৈশ্বানরম্ অধ্যেতি। তম্ হন্ত অভ্যাগচ্ছাম' ইতি। তম্ হ অভ্যাজগ্মুঃ (২ মঃ)।

৩। উদ্দালক (মনে মনে) এই স্থির করিলেন "এই সমুদায় মহাগৃহস্থ মহাশ্রোত্রিয় আমাকে প্রশ্ন করিবেন। সম্ভবতঃ আমি সমুদয় প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবনা। ইহাদিগকে অন্য উপদেষ্টার কথা বলিয়া দি।

৪। (এই প্রকার স্থির করিয়া) তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন—"হে ভগবদ্গণ! সম্প্রতি কেকয়পুত্র অশ্বপতি এই বৈশ্বানর আত্মাকে অবগত আছেন। তাঁহার নিকট গমন করা যাউক।" (তদনন্তর) তাঁহারা তাঁহার নিকট গমন করিলেন।

৫। তেভ্যো হ প্রাপ্তেভ্যঃ পৃথগর্হাণি কারয়াঞ্চকার, স হ প্রাতঃ সঞ্জিহান উবাচ—ন মে স্তেনো জনপদে ন কদর্য্যো ন মদ্যপো নানাহিতাগ্নির্নাবিদ্বান্ন স্বৈরী স্বৈরিণী কুতঃ। যক্ষ্যমাণো বৈ ভগবন্তোঽহমস্মি যাবদেকৈকস্মা ঋত্বিজে ধনং দাস্যামি তাবদ্ভগবদ্ভ্যো দাস্যামি বসন্তু ভগবন্ত ইতি।

(৫) তেভ্যঃ হ প্রাপ্তেভ্যঃ (অভ্যাগত সেই সমুদয় লোকদিগকে ; ৫।৩।৬ দ্রঃ) পৃথক্ (প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্) অর্হাণি (২।৩, পূজা) কারয়াঞ্চকার (করাইলেন)। সঃ (অশ্বপতি) হ প্রাতঃ (প্রাতঃকালে সম্‌জিহাণঃ (বৈদিক প্রয়োগ, ৪।১।৫ দ্রঃ ;=শয্যা বা নিদ্রা ত্যাগ করিয়া) উবাচ (বলিলেন):—ন (না) মে (আমার) স্তেনঃ (চোর) জনপদে (রাজ্যে) ন কদর্য্যঃ (কুৎসিৎ ব্যক্তি) ন মদ্যপঃ (মদ্যপায়ী) -"ন অনাহিতাগ্নিঃ (আহিতাগ্নি অর্থাৎ অগ্নিহোত্রী নয় এমন ব্রাহ্মণ। আহিত=স্থাপিত, আ+ধা ধাতু), ন অবিদ্বান্, ন স্বৈরী (স্ব+ঈর্, গমনার্থক : স্বেচ্ছাচারী, চরিত্রহীন) ; স্বৈরিণী (স্বেচ্ছাচারিণী) কুতঃ (কোথা হইতে) ? যক্ষ্যমাণঃ (যজ্+স্যমান্=যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইবে এমন লোক) বৈ ভগবন্তঃ (হে ভগবদ্‌গণ) অহম্ (আমি) অস্মি (হই)। যাবৎ (যে পরিমাণ) এক+একস্মৈ ঋত্বিজে (৪।১ ; এক একজন ঋত্বিক্‌কে) ধনম্ দাস্যামি (দিব), তাবৎ (সেই পরিমাণ) ভগবদ্ভ্যঃ (ভগবানদিগকেও) দাস্যামি (দিব)। বসন্তু (বাস করুন) মে (আমার 'গৃহে') ভগবন্তঃ ইতি। 'সম্‌জিহাণঃ' সম্বন্ধে ৪।১।৫ মন্ত্রের মন্তব্য দেখ।

৫। অশ্বপতি সেই অভ্যাগতগণের প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক পূজা

৬। তে হোচুর্যেন হৈবার্থেন পুরুষশ্চরেত্তংহৈব বদেদা-
ত্মানমেবৈমং বৈশ্বানরং সম্প্রত্যধ্যেষি তমেব নো ব্রূহীতি।

(৬) তে (তাঁহারা) হ উচুঃ (বলিলেন) যেন হ এব অর্থেন (যে প্রয়োজনে; অর্থ=প্রয়োজন) পুরুষঃ চরেৎ (আগমন করেন), তম্ (সেই প্রয়োজনকে) হ এব বদেৎ (বলিয়া থাকে, বলা উচিত)। আত্মানম্ এব ইমম্ বৈশ্বানরম্ (এই বৈশ্বানর আত্মাকে) সম্প্রতি (এখন) অধ্যেষি (অধি+ই+লট্ সি; জানেন)। তম্ এব (তাহাকেই) নঃ (আমাদিগকে) ব্রূহি (বলুন) ইতি।

করাইলেন। (পরদিন) প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন—আমার রাজ্যে কোন চোর নাই, কোন কদর্য্য ব্যক্তি নাই, অনাহিতাগ্নি কেহই নাই (অর্থাৎ এমন ব্রাহ্মণ নাই যে অগ্নিহোত্রী নহে), কোন অবিদ্বান্ নাই, কোন ব্যভিচারী নাই— ব্যভিচারিণী কোথা হইতে আসিবে? হে ভগবদ্গণ! আমি যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছি; এক এক জন ঋত্বিক্‌কে আমি যে পরিমাণ ধন দিব, ভগবানদিগকেও (অর্থাৎ আপনাদিগকেও) সেই পরিমাণ ধন দিব। ভগবদ্গণ এখানে বাস করুন।

৬। তাঁহারা তাঁহাকে বলিলেন—"মানুষ যে উদ্দেশে আগমন করে তাহাই (প্রথমে) বলিয়া থাকে। আপনি বর্ত্তমান কালে এই বৈশ্বানর আত্মাকে অবগত আছেন, তাঁহার বিষয়ই আমাদিগকে বলুন।

৭। তান্ হোবাচ প্রাতর্বঃ প্রতিবক্তাস্মীতি তে হ সমিৎ-পাণয়ঃ পূর্ব্বাহ্ণে প্রতিচক্রমিরে তান্ হানুপনীয়ৈবৈতদুবাচ।

(৭) তান্ (তাঁহাদিগকে) হ উবাচ (বলিলেন)—"প্রাতঃ বঃ (আপনাদিগকে) প্রতিবক্তা অস্মি (প্রত্যুত্তর দিব; প্রতিবক্তৃশব্দ; কিংবা প্রতি+বচ্ লুট তাস্মি=প্রতিবক্তাস্মি)। তে (তাঁহারা) হ সমিৎপাণয়ঃ (সমিৎপাণি হইয়া; সমিধ হস্তে লইয়া; ইহা শিষ্যত্বের লক্ষণ) পূর্ব্বাহ্ণে প্রতিচক্রমিরে (প্রতি+ক্রম লিট; পুনর্ব্বার আগমন করিলেন)। তান্ অনুপনীয় এব (ন+উপনীয়=উপনীত না করিয়াই; উপনয়ন সংস্কার না করিয়াই) এতৎ (২।১, ইহা) উবাচঃ—

৭। তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন—"প্রাতঃকালে আপনাদিগকে প্রত্যুত্তর দিব"। তাঁহারা সমিৎপাণি হইয়া (পরদিন) পূর্ব্বাহ্ণে তাঁহার নিকট পুনর্ব্বার উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে 'উপনীত' না করিয়াই এইরূপ বলিলেন—

মন্তব্য

৫।১১।১। (ক) জৈমিনীয় উপনিষদ্ ব্রাহ্মণে প্রাচীনশালী নামক একজন উদ্গাতার উল্লেখ আছে (৩.৭২; ৩।১০।২) এবং প্রাচীনশালদিগেরও নাম পাওয়া যায় (৩।১০।১)।

(খ) এই উপনিষদের ৫।১৩।১ অংশে সত্যযজ্ঞ পৌলুষিকে

প্রাচীনযোগ্য (অর্থাৎ প্রাচীন যোগের বংশোদ্ভব) বলা হইয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণ (১০।৬।১।১) এবং জৈমিনীয় উপনিষদ্ ব্রাহ্মণে ইহার নাম পাওয়া যায়। সত্যযজ্ঞ, পুলুষ প্রাচীন যোগ্যের শিষ্য ছিলেন (জৈঃ উঃ ব্রাঃ ৩।৪০।২)।

(গ) ইন্দ্রদ্যুম্ন ভাল্লবেয়কে বৈয়াঘ্রপদ্য (অর্থাৎ ব্যাঘ্রপদের অপত্য) বলা হইয়াছে (৫।১৪।১)। শতপথ ব্রাহ্মণেও ইহার নাম পাওয়া যায় (১০।৬।১।৮)।

(ঘ) বুড়িল আশ্বতরাশ্বিকে ও বৈয়াঘ্রপদ্য বলা হইয়াছে (৪।১৫।১) ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৬।৩০) এবং বৃহদারণ্যক (উপনিষদ ৫।১৫।১১) এবং শতপথ ব্রাহ্মণে (১০।৬।১।১) ইহার নাম পাওয়া যায়।

(ঙ) জন শার্করাক্ষের নাম শতপথ ব্রাহ্মণে পাওয়া যায় (১০ ৬।১।১)।

৫।১১।২ "বৈশ্বানর"—

বিশ্ব এবং নর এই দুইটি শব্দ হইতে বৈশ্বানরের উৎপত্তি। বিশ্ব = সমুদায়; নর = মানব। নর শব্দ 'নৃ' ধাতু হইতেও হইতে পারে—তাহা হইলে নর = নেতা। বৈশ্বানর শব্দের এই সমুদয় অর্থ হইতে পারে ঃ—

(ক) যিনি সমুদয় নরের মধ্যে বর্ত্তমান। (খ) যিনি সকলের নেতা। (গ) যিনি সমুদয় নরের হিতকর। (ঘ) সমুদয় নর যাহাকে স্থাপন করে— অর্থাৎ অগ্নি। (ঙ) সমুদয় মানব যাঁহার।

৫।১১।৪। কৈকেয়ঃ = কেকয় + অঞ্ (পাঃ ৪।১।১৬৮; ৭।৩।২) 'কেকয়' শব্দ একটী ক্ষত্রিয় জাতির নাম এবং ইহারা যে দেশে বাস করে তাহার নামও কেকয়। ইহাদিগের রাজাও কেকয়

নামে পরিচিত। 'কৈকেয়' অর্থ কেকয়ের অপত্য কিম্বা কেকয় জাতির রাজা। শতপথ ব্রাহ্মণেও অশ্বপতি কৈকেয়ের উল্লেখ আছে (১০।৬।১২)।

পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বাদশ খণ্ড

অশ্বপতি ও ষড়্ব্রাহ্মণ-সংবাদ—বৈশ্বানর (২)

১। ঔপমন্যব কং ত্বমাত্মানমুপাস্স ইতি দিবমেব ভগবো রাজন্নিতি হোবাচৈষ বৈ সুতেজা আত্মা বৈশ্বানরো যং ত্বমাত্মানমুপাস্সে তস্মাত্তব সুতং প্রসুতমাসুতং কুলে দৃশ্যতে।

১। ঔপমন্যব (হে উপমন্যুর পুত্র) কম্ (কাহাকে) ত্বম্ (তুমি) আত্মনম্ (আত্মারূপে) উপাস্সে (উপাসনা কর)? ইতি। 'দিবম্ এব' (দ্যুলোককেই) ভগবঃ (প্রাচীন প্রয়োগ) রাজন!' ইতি হ উবাচ। এষঃ (এই দ্যৌ) বৈ (নিশ্চয়ই) সুতেজাঃ (শোভন তেজোযুক্ত) আত্মা বৈশ্বানরঃ, যম্ (যাহাকে) ত্বম্ আত্মানম্ উপাস্সে। তস্মাৎ (সেইজন্য) তব (তোমার) সুতম্, প্রসুতম্, আসুতম্ কুলে দৃশ্যতে (দৃষ্ট হয়)।

১। 'হে ঔপমন্যব! তুমি কাহাকে আত্মরূপে উপাসনা কর?' ঔপমন্যব বলিলেন—হে ভগবন্! রাজন্! আমি দ্যৌ কেই আত্মা বলিয়া উপাসনা করি। অশ্বপতি বলিলেন—'তুমি যাঁহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা কর, ইনি নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠতেজঃসম্পন্ন বৈশ্বানর আত্মা। এই জন্য তোমার কুলে সুত, প্রসুত ও আসুত দৃষ্ট হয়।

২। অৎস্যন্নং পশ্যসি প্রিয়মত্ত্যন্নং পশ্যতি প্রিয়ং ভবত্যস্য ব্রহ্মবর্চসং কুলে য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে মূর্দ্ধা ত্বেষ আত্মন ইতি হোবাচ মূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যদ্ যন্মাং নাগমিষ্য ইতি।

২। অৎসি (অদ্; ভোজন করিতেছ) অন্নম্, পশ্যসি (দর্শন করিতেছ) প্রিয়ম্ (প্রিয়বস্তুকে, প্রিয়জনকে)। অত্তি (অদ্; ভোজন করে) অন্নম্, পশ্যতি (দর্শন করে) প্রিয়ম্, ভবতি (হয়) অস্য (ইহার) ব্রহ্মবর্চসম্ (বেদজ্ঞানজনিত দীপ্তি; ব্রহ্মবর্চ্চস+অচ, পাঃ ৫।৪।৭৮) কুলে, যঃ (যিনি) এতম্ (২।১, ইহাকে) এবম্ (এইরূপে) আত্মনাম্ বৈশ্বানরম্ (বৈশ্বানর আত্মারূপে) উপাস্তে (উপাসনা করে)। মূর্দ্ধা (মস্তক) তু এষঃ (এই) আত্মনঃ (আত্মার) ইতি হ উবাচ (বলিলেন)। মূর্দ্ধা তে (তোমার) ব্যপতিষ্যৎ (বি+অপতিষ্যৎ=বি+পৎ লৃঙ্ =পতিত হইত) যৎ (যদি) মাম (আমার নিকট) ন আগমিষ্যঃ (গম্ লৃঙ্; আসিতে)। 'এতম্...বৈশ্বানরম্ আত্মানম্ অংশের দুই অর্থ হইতে পারে—(১) এই বৈশ্বানর আত্মাকে (২) ইহাকে বৈশ্বানর আত্মরূপে।

২। (এইজন্য) অন্নভোজন করিতেছ, প্রিয়জন (বা বস্তু) দর্শন করিতেছ (অর্থাৎ লাভ করিতেছ)। যিনি এইরূপে এই বৈশ্বানর আত্মাকে উপাসনা করেন, তিনি অন্ন ভোজন করেন, প্রিয়জন দর্শন করেন, এবং তাঁহার কুলে 'ব্রহ্মবর্চ্চস' বর্ত্তমান থাকে। (কিন্তু) এই দ্যৌ আত্মার মূর্দ্ধামাত্র। তুমি যদি (আত্ম-তত্ত্ব শিক্ষা করিবার জন্য) আমার নিকটে না আসিতে তোমার মস্তক নিপতিত হইত।

মন্তব্য

৫।১২।১। সুত, প্রসুত এবং আসুত—এ সমুদয়ই (সোম রসের কিংবা সোমসবনের বিভিন্ন নাম। 'একাহ' যজ্ঞে ইহার নাম 'সুত',

'অহীন' যজ্ঞে ইহার নাম 'প্রস্থুত' এবং সত্র যজ্ঞে ইহার নাম আস্থুত (আনন্দগিরি)। 'স্থুতেজা' স্থুত, ও প্রস্থুত আস্থুত এই কয়েকটী শব্দেই 'স্থুত' রহিয়াছে। এইজন্যই সম্ভবতঃ স্থুত, প্রস্থুত ও আস্থুতকে স্থুতেজার উপাসনার ফল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পরবর্ত্তী কয়েকটী খণ্ডেও বলা হইয়াছে যে উপাস্য দেবতার যে নাম উপাসনার ফলেরও তাহাই নাম। শতপথ ব্রাহ্মণে (১০।৬১) এইস্থলে 'স্থুততেজা' ব্যবহৃত হইয়াছে।

পঞ্চমাধ্যায়ে ত্রয়োদশ খণ্ড

অশ্বপতি ও ষড়্‌ব্রাহ্মণ-সংবাদ—বৈশ্বানর (৩)

১। অথ হোবাচ সত্যযজ্ঞং পৌলুষিং প্রাচীনযোগ্য কং ত্বমাত্মানমুপাস্‌স ইত্যাদিত্যমেব ভগবো রাজন্নিতি হোবাচৈষ বৈ বিশ্বরূপ আত্মা বৈশ্বানরো যং ত্বমাত্মানমুপাস্‌সে তস্মাত্তব বহু বিশ্বরূপং কুলে দৃশ্যতে।

১। অথ হ উবাচ (বলিল) সত্যযজ্ঞম্ পৌলুষিম্ "প্রাচীনযোগ্য! (প্রাচীন যোগের অপত্য) কম্ ত্বম্ আত্মানম্ উপাস্‌সে? ইতি। আদিত্যম্

১। অনন্তর রাজা সত্যযজ্ঞ পৌলুষিকে বলিলেন—"হে প্রাচীন যোগ্য! তুমি কাহাকে আত্মরূপে উপাসনা কর?"

২। প্রবৃত্তোঽশ্বতরীরথো দাসীনিষ্কোঽৎস্যন্নং পশ্যসি প্রিয়-মত্ত্যন্নং পশ্যতি প্রিয়ং ভবত্যস্য ব্রহ্মবর্চসং কুলে য এতমেব-মাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে চক্ষুষ্ট্বেতদাত্মন ইতি হোবাচান্ধোঽ-ভবিষ্যো যন্ মাং নাগমিষ্য ইতি।

এব ভগবঃ রাজন্ ইতি হ উবাচ। এষঃ বৈ (এই আদিত্যই) বিশ্বরূপঃ (নানা রূপ যাহার; বিশ্ব=বিবিধ) আত্মা বৈশ্বানরঃ যম্ ত্বম্ আত্মানম্ উপাস্সে। তস্মাৎ তব বহু বিশ্বরূপম্ (বিবিধপ্রকার ধন) কুলে দৃশ্যতে (৫।১২।১)

২। প্রবৃত্তঃ (নিযুক্ত, প্রস্তুত; শঙ্করের মতে ইহার অর্থ ত্বাম্ অনু প্রবৃত্তঃ=তোমার অনুগত) অশ্বতরীরথঃ (অশ্বতরীযুক্তরথ) দাসী-নিষ্কঃ (দাসী ও কণ্ঠহার) অৎসি অন্নম্, পশ্যসি প্রিয়ম্। অত্তি অন্নম্ পশ্যতি প্রিয়ম্, ভবতি অস্য ব্রহ্ম বর্চসম্ কুলে, যঃ এতম্ এবম্ আত্মানম্ বৈশ্বানরম্ উপাস্তে। চক্ষুঃ তু এতৎ (ইহা) আত্মনঃ ইতি হ উবাচ। অন্ধঃ অভবিষ্যঃ (হইতে) যৎ মম্ ন আগমিষ্যঃ (৫।১২।২) পাঠান্তর 'অভবিষ্যঃ' স্থলে 'অভবিষ্যৎ'

সত্যযজ্ঞ বলিলেন—"হে ভগবন্! রাজন্!" "আদিত্যকেই,। রাজা বলিলেন—তুমি যাঁহার উপাসনা কর, তিনি বিশ্বরূপ নামক বৈশ্বানর আত্মা। সেইজন্য তোমার কুলে বিশ্বরূপ ধন দৃষ্ট হয়।

২। সেইজন্য অশ্বতরীযুক্ত রথ, দাসী, কণ্ঠহার, এই সমুদয়ই-তোমার অনুগত রহিয়াছে এবং তুমি অন্নভোজন করিতেছ ও প্রিয়বস্তু দর্শন করিতেছ। যিনি এইরূপে বৈশ্বানর আত্মাকে উপাসনা করেন,

তিনি **অন্নভক্ষণ** করেন, প্রিয়বস্তু দর্শন করেন, এবং তাঁহার কুলে **ব্রহ্মবর্চ্চস** বর্ত্তমান থাকে। (কিন্তু) এই (আদিত্য) আত্মার চক্ষুমাত্র। তুমি যদি (আত্মতত্ত্ব শিক্ষাকরিবার জন্য) আমার নিকট না আসিতে, তুমি অন্ধ হইয়া যাইতে।

পঞ্চমাধ্যায়ে চতুর্দ্দশ খণ্ড

অশ্বপতি ও ষড়ব্রাহ্মণ-সংবাদ বৈশ্বানর (২)

১। অথ হোবাচেন্দ্রদ্যুম্নং ভাল্লবেয়ং বৈয়াঘ্রপদ্য কং ত্বমাত্মানমুপাস্স ইতি বায়ুমেব ভগবো রাজন্নিতি হোবাচৈষ বৈ পৃথগ্বর্ত্মাত্মা বৈশ্বানরো যং ত্বমাত্মানমুপাস্সে তস্মাত্বাং পৃথগ্বলয় আয়ন্তি পৃথগ্রথশ্রেণয়োঽনুযন্তি।

১। অথ হ উবাচ ইন্দ্রদ্যুম্নম্ ভাল্লবেয়ম্ (২।১) 'বৈয়াঘ্রপদ্য! কম্ ত্বম্ আত্মানম্ উপাস্সে? ইতি। 'বায়ুম্ এব ভগবঃ রাজন্' ইতি হ উবাচ। এষঃ বৈ পৃথক্ বর্ত্মা (পৃথক্ বর্ত্মানামক, নানা

১। অশ্বপতি, ইন্দ্রদ্যুম্ন ভাল্লবেয়কে বলিলেন—'হে বৈয়াঘ্রপদ্য! তুমি কাহাকে আত্মরূপে উপাসনা কর? 'ভাল্লবেয় বলিলেন 'হে

২। অৎস্যন্নং পশ্যসি প্রিয়মত্ত্যন্নং পশ্যতি প্রিয়ং ভবত্যস্য ব্রহ্মবর্চসং কুলে য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে প্রাণস্ত্বেষ আত্মন ইতি হোবাচ প্রাণস্ত উদক্রমিষ্যদ্ যন্ মাং নাগমিষ্য ইতি।

গতি বিশিষ্ট; বর্ত্মন্=পথ) আত্মা বৈশ্বানরঃ যম্ ত্বম্ আত্মানম্ উপাস্সে। তস্মাৎ ত্বাম্ (তোমার নিকট) পৃথক্ (নানাবিধ; নানাদিক হইতে আগত) বলয়ঃ (বলি সমূহ) আয়ন্তি (আ+ই, আগমন করে), পৃথক্ রথশ্রেণয় (রথশ্রেণী সমূহ) অনুযন্তি (অনু+ই; অনুগমন করে) (৫।১২।১) ৫।১৮।২ মন্ত্র দেখিয়া মনে হয় পৃথক্ বর্ত্মাত্মা একটী কথা। পাঠান্তর—'আয়ন্তি' স্থলে "আয়য়ন্তি"

২। অৎসি অন্নম্, পশ্যসি প্রিয়ম্। অত্তি অন্নম্ পশ্যতি প্রিয়ম্, ভবতি অস্য ব্রহ্মবর্চ্চসম্ কুলে, যঃ এতম্ এবম্ আত্মানম্ বৈশ্বানরম্ উপাস্তে। প্রাণঃ তু এষঃ আত্মনঃ ইতি হ উবাচ। প্রাণঃ তে উদক্রমিষ্যৎ (উৎ+অক্রমিষ্যৎ; ক্রম্ লৃঙ্; উৎক্রমণ করিত) যৎ মাম্ ন আগমিষ্যঃ (৫।১২।২)

ভগবন্! রাজন্! বায়ুকেই (আমি আত্মরূপে উপাসনা করি)। অশ্বপতি বলিলেন 'তুমি যাঁহার উপাসনা কর, তিনি পৃথক্‌বর্ত্মা নামক বৈশ্বানর আত্মা। সেই জন্য পৃথক্ পৃথক্ অর্থাৎ নানাবিধ বলি (কিংবা নানাদিক হইতে বলি) তোমার নিকট উপস্থিত হয় এবং নানাবিধ রথশ্রেণী তোমার অনুগমন করে।

২। (সেই জন্য) তুমি অন্নভোজন করিতেছ, প্রিয় বস্তু দর্শন

করিতেছ। যিনি এই বৈশ্বানর আত্মাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি অন্নভোজন করেন, প্রিয়বস্তু দর্শন করেন এবং তাঁহার কুলে ব্রহ্মবর্চ্চস বর্ত্তমান থাকে। (কিন্তু এই বায়ু আত্মার প্রাণ (অর্থাৎ নিশ্বাস-প্রশ্বাস) মাত্র। যদি তুমি (আত্মতত্ত্ব শিখিবার জন্য) আমার নিকট না আসিতে, তোমার প্রাণ বহির্গত হইত।

পঞ্চমাধ্যায়ে পঞ্চদশ খণ্ড

অশ্বপতি ও ষড়ব্রাহ্মণ-সংবাদ—বৈশ্বানর (৫)

১। অথ হোবাচ জনং শার্করাক্ষ্য কং ত্বমাত্মানমুপাস্স ইত্যাকাশমেব ভগবো রাজন্নিতি হোবাচৈষ বৈ বহুল আত্মা বৈশ্বানরো যং ত্বমাত্মানমুপাস্সে তস্মাত্ত্বং বহুলোঽসি প্রজয়া চ ধনেন চ।

১। অথ হ উবাচ জনম্—"শার্করাক্ষ্য! কম্ ত্বম্ আত্মানম্ উপাস্সে?" ইতি।" "আকাশম্ এব ভগবঃ রাজন্"ইতি হ উবাচ,

১। অনন্তর অশ্বপতি 'জন' কে বলিলেন 'হে শার্করাক্ষ্য! তুমি কাহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা কর?' জন বলিল 'হে ভগবন্!

২। অৎস্যন্নং পশ্যসি প্রিয়মত্ত্যন্নং পশ্যতি প্রিয়ং ভবত্যস্য ব্রহ্মবর্চসং কুলে য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে সন্দেহস্ত্বেষ আত্মন ইতি হোবাচ সন্দেহস্তে ব্যশীর্য্যদ্ যন্ মাং নাগমিষ্য ইতি।

এষঃ বৈ বহুলঃ (বহুল নামক। বহুল = বিস্তৃত প্রশস্ত বহুল পূর্ণতাপ্রাপ্ত) আত্মা বৈশ্বানরঃ, যম্ ত্বম্ আত্মানম্ উপাস্সে। তস্মাৎ ত্বম্ বহুলঃ (পূর্ণ) অসি প্রজয়া চ (সন্ততি দ্বারা) ধনেন চ (ধন দ্বারা) (৫।১২।১)।

২। অৎসি অন্নম্, পশ্যসি প্রিয়ম্। অত্তি অন্নম্ পশ্যতি প্রিয়ম্ ভবতি অস্য ব্রহ্মবর্চ্চসম্ কুলে, যঃ এতম্ এবম্ আত্মানম্ বৈশ্বানরম্ উপাস্তে। সংদেহঃ (দেহের মধ্যভাগ; মধ্যম শরীর) তু এষঃ আত্মনঃ ইতি হ উবাচ। সংদেহঃ তে (তোমার) বি+অশীর্য্যৎ (বি+শৄ লঙ্, লৃঙ্ স্থলে লঙ্ বৈদিক = বিশীর্ণ হইত) যৎ মাম্ ন আগমিষ্যঃ (৫ ১২।২)।

রাজন্! আকাশকেই (আমি আত্মা বলিয়া উপাসনা করি।' রাজা বলিলেন 'তুমি যাঁহাকে বৈশ্বানর আত্মা বলিয়া উপাসনা কর, তিনি বহুল নামক বৈশ্বানরআত্মা; সেইজন্য তুমি সন্ততি ও ধনে বহুল হইয়াছ।'

২। (সেইজন্য) অন্ন ভক্ষণ করিতেছ, এবং প্রিয়বস্তু দর্শন করিতেছ। যিনি এইরূপে এই বৈশ্বানর আত্মাকে উপাসনা করেন, তিনি অন্নভক্ষণ করেন, প্রিয়বস্তু দর্শন করেন, তাঁহার কুলে ব্রহ্মবর্চ্চস বিদ্যমান থাকে। (কিন্তু) 'এই আকাশ আত্মার মধ্য দেহ। যদি তুমি (আত্মতত্ত্ব শিক্ষা করিবার জন্য) আমার নিকট না আসিতে তোমার শরীরের মধ্যভাগ বিশীর্ণ হইত।

পঞ্চমাধ্যায়ে ষোড়শ খণ্ড

অশ্বপতি ও ষড়-ব্রাহ্মণ—সংবাদ (৬)

১। অথ হোবাচ বুড়িলমাশ্বতরাশ্বিং বৈয়াঘ্রপদ্য কং ত্বমাত্মানমুপাস্‌স ইত্যপ এব ভগবো রাজন্নিতি হোবাচৈষ বৈ রয়িরাত্মা বৈশ্বানরো যং ত্বমাত্মানমুপাস্‌সে তস্মাত্ত্বং রয়িমান্ পুষ্টিমানসি

(১) অথ হ উবাচ বুড়িলম্ আশ্বতরাশ্বিন্ "বৈয়াঘ্রপদ্য! কম্ ত্বম্ আত্মানম্ উপাস্‌সে? ইতি। অপঃ এব (জলকেই) ভগবঃ রাজন্' ইতি হ উবাচ। এষঃ বৈ রয়ি ('রয়ি' নামক; রয়ি=ধন) আত্মা বৈশ্বানরঃ, যম্ ত্বম্ আত্মানম্ উপাস্‌সে। তস্মাৎ ত্বম্ রয়িমান্ (ধনবান্) পুষ্টিমান্ অসি (৫।১২।১)।

১। অনন্তর অশ্বপতি বুড়িল অশ্বতরাশ্বিকে বলিলেন—"হে বৈয়াঘ্রপদ্য! তুমি কাহাকে আত্মরূপে উপাসনা কর"? বুড়িল বলিলেন "হে ভগবন্! রাজন্! জলকেই (আমি আত্মরূপে উপাসনা করি)'। রাজা বলিলেন—"তুমি যাঁহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা কর, তিনি 'রয়ি' নামক বৈশ্বানর আত্মা। সেইজন্য তুমি রয়িমান্ এবং পুষ্টিমান্।

২। অংস্যন্নং পশ্যসি প্রিয়মত্ত্যন্নং পশ্যতি প্রিয়ং ভবত্যস্য ব্রহ্মবর্চসং কুলে, য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে বস্তিস্তেষ আত্মন ইতি হোবাচ, বস্তিস্তে ব্যভেৎস্যদ ব্যভেৎস্যং যন্ মাং নাগামিষ্য ইতি।

(২) অংসি অন্নম্, পশ্যসি প্রিয়ম্। অত্তি অন্নম্, পশ্যতি প্রিয়ম্, ভবতি অস্য ব্রহ্মবর্চ্চসম্ কুলে, যঃ এতম্ এবম্ আত্মানম্ বৈশ্বানরম্ উপাস্তে। বস্তিঃ (মূত্রাশয়) তু এষঃ আত্মনঃ ইতি হ উবাচ। বস্তিঃ তে বি+অভেৎস্যৎ (ভিদ্ লৃঙ্; বিদীর্ণ হইত), যৎ মাম্ ন আগমিষ্যঃ (৫।১২।২)।

২। (সেইজন্য) অন্নভোজন্ করিতেছ, প্রিয়বস্তু দর্শন করিতেছে। যিনি এইরূপে এই বৈশ্বানর আত্মাকে উপাসনা করেন, তিনি অন্ন ভক্ষণ করেন, প্রিয়বস্তু দর্শন করেন; তাঁহার কুলে ব্রহ্মবর্চ্চস বর্ত্তমান থাকে। (কিন্তু) এই জল আত্মার বস্তিদেশ। তুমি যদি (আত্ম তত্ত্ব শিক্ষা করিবার জন্য) আমার নিকট না আসিতে তোমার বস্তিদেশ বিদীর্ণ হইয়া যাইত।

পঞ্চমাধ্যায়ে সপ্তদশ খণ্ড

অশ্বপতি ও ষড়্‌ব্রাহ্মণ-সংবাদ—বৈশ্বানর (৭)

১। অথ হোবাচোদ্দালকমারুণিং গৌতম কং ত্বমাত্মানমুপাস্স ইতি পৃথিবীমেব ভগবো রাজন্নিতি হোবাচৈষ বৈ প্রতিষ্ঠাত্মা বৈশ্বানরো যং ত্বমাত্মানমুপাস্সে তস্মাত্ত্বং প্রতিষ্ঠিতোঽসি প্রজয়া চ পশুভিশ্চ।

(১) অথ হ উবাচ উদ্দালকম্ আরুণিম্—"গৌতম! কম্ ত্বম্ আত্মানম্ উপাস্সে? ইতি। "পৃথিবীম্ এব ভগবঃ রাজন্" ইতি। হ উবাচ এষঃ বৈ প্রতিষ্ঠা (প্রতিষ্ঠা নামধেয়; প্রতিষ্ঠা প্রকৃষ্টরূপে স্থিতি) আত্মা বৈশ্বানরঃ, যম্ ত্বম্ আত্মানম্ উপাস্সে। তস্মাৎ ত্বম্ প্রতিষ্ঠিতঃ অসি (হও) প্রজয়া চ পশুভিঃ চ (৫।১২।১; ৫।১৫।১)।

(১) অনন্তর অশ্বপতি উদ্দালক আরুণিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "হে গৌতম! তুমি কাহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা কর?' উদ্দালক বলিলেন—"হে ভগবন্! রাজন্! পৃথিবীকেই (আমি আত্মা বলিয়া উপাসনা করি)।" রাজা বলিলেন—'তুমি যাহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা কর, তিনি প্রতিষ্ঠা নামক বৈশ্বানর আত্মা। সেইজন্য তুমি সন্ততি ও পশুলাভ করিয়া প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছ।

২। অৎস্যন্নং পশ্যসি প্রিয়মত্ত্যন্নং পশ্যতি প্রিয়ং ভবত্যস্য ব্রহ্মবর্চসং কুলে য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে পাদৌ ত্বেতাবাত্মন ইতি হোবাচ পাদৌ তে ব্যম্লাস্যেতাং যন্মাং নাগমিষ্য ইতি।

(২) অৎসি অন্নম্, পশ্যসি প্রিয়ম্। অত্তি অন্নম্, পশ্যতি প্রিয়ম্, ভবতি অস্য ব্রহ্মবর্চ্চসম্ কুলে, যঃ এতম্ এবম্ আত্মানম্ বৈশ্বানরম্ উপাস্তে। পাদৌ (পাদদ্বয়) তু এতৌ (এই দুই) আত্মনঃ ইতি হ উবাচ। পাদৌ তে ব্যম্লাস্যেতাম্ (বি + ম্লৈ + স্যেতাম্—ম্লান হইত) যৎ মাম্ ন আগমিষ্যঃ (৫।১২।২)

২। (সেই জন্য) তুমি অন্ন ভক্ষণ করিতেছ, প্রিয়বস্তু দর্শন করিতেছে। যিনি এইরূপে এই বৈশ্বানর আত্মাকে উপাসনা করেন, তিনি অন্ন ভক্ষণ করেন, প্রিয়বস্তু লাভ করেন; তাঁহার কুলে ব্রহ্মবর্চ্চস বিদ্যমান থাকে। (কিন্তু) ইহা আত্মার পাদদ্বয় মাত্র। যদি তুমি (আত্মতত্ত্ব শিক্ষা করিবার জন্য) আমার নিকট না আসিতে, তোমার পাদদ্বয় শিথিল হইয়া যাইত।

পঞ্চমাধ্যায়ে অষ্টাদশ খণ্ড

অশ্বপতি ও ষড়ব্রাহ্মণ-সংবাদ—বৈশ্বানর (৮)

১। তান্ হোবাচৈতে বৈ খলু যূয়ং পৃথগিবেমমাত্মানং বৈশ্বানরং বিদ্যাংসোঽন্নমত্থ ; যস্ত্বেতমেবং প্রাদেশমাত্রমভিবিমানমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে স সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বেষ্বাত্মস্বন্নমত্তি।

(১) তান্ (তাহাদিগকে) হ উবাচ—"এতে যূয়ম্ (= এই) তোমরা) বৈ খলু যূয়ম্ (এতে+) পৃথক্ ইব (যেন পৃথক্ এইরূপে ইমম্ আত্মানম্ বৈশ্বানরম্ এই বৈশ্বানর আত্মাকে) বিদ্বাংসঃ (জানিয়া) অন্নম্ আথ (ভোজন করিতেছ)। যঃ (যিনি) তু (কিন্তু) এতম্ (ইহাকে) এবম্ (এই প্রকারে) প্রাদেশমাত্রম্ (দ্যুলোকাদি সমুদয় প্রদেশ যাঁহার পরিমাণ, ২।১) অভিবিমানম্ (অভিব্যাপ্ত এবং অপরিমেয়, ২।১) আত্মানম্ বৈশ্বানরম্ (বৈশ্বানর আত্মাকে) উপাস্তে, সঃ সর্ব্বেষু লোকেষু (সর্ব্বলোকে) সর্ব্বেষু ভূতেষু (সর্ব্বভূতে) সর্ব্বেষু আত্মসু (সমুদয় আত্মাতে) অন্নম্ অত্তি (ভোজন করে)।

(১)। অশ্বপতি বলিলেন—(এই বৈশ্বানর আত্মা পৃথক পৃথক নহেন, কিন্তু) তোমরা ইহাকে পৃথক পৃথক কল্পনা করিয়া অন্নভোজন করিতেছ। যিনি এইরূপে এই বৈশ্বানর আত্মাকে 'প্রাদেশমাত্র ও "অভিবিমান" রূপে উপাসনা করেন, তিনি সর্ব্বলোকে, সর্ব্বভূতে ও সর্ব্বআত্মাতে অন্ন ভক্ষণ করেন।

২। তস্য হ বা এতস্যাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধৈব সুতেজা-শ্চক্ষুর্বিশ্বরূপঃ প্রাণঃ পৃথগ্বর্ত্মাত্মা সন্দেহো বহুলো বস্তিরেব রয়িঃ পৃথিব্যেব পাদাবুর এব বেদি-র্লোমানি বর্হির্হৃদয়ং গার্হপত্যো মনোঽন্বাহার্য্যপচন আস্যমাহবনীয়ঃ।

২। তস্য হ বৈ এতস্য আত্মনঃ বৈশ্বানরস্য (সেই বৈশ্বানর আত্মার) মূর্দ্ধা এব সুতেজাঃ (৫।১২।১); চক্ষুঃ বিশ্বরূপঃ (৫।১৩।১); প্রাণঃ পৃথগ্ বর্ত্মাত্মা (৫।১৪।১); সন্দেহঃ বহুলঃ (৫।১৫।১); বস্তি এব রয়ি (৫।১৬।১); পৃথিবী এব পাদৌ (৫।১৭), উরঃ (উরস্ শব্দ; বক্ষঃস্থল) এব বেদিঃ; লোমানি (লোমসমূহ) বর্হিঃ (কুশ); হৃদয়ম্ গার্হপত্যঃ (৪।১১) মনঃ অন্বাহার্য্যপচনঃ (৪।১২); আস্যম্ (মুখ) আহবনীয়ঃ (৪।১৩)।

(২) 'সুতেজা,' এই বৈশ্বানর আত্মার মূর্দ্ধা; 'বিশ্বরূপ' ইহার চক্ষু; 'পৃথগ্বর্ত্মাত্মা' ইহার প্রাণ; 'বহুল' ইহার শরীরের মধ্যভাগ; 'রয়ি' ইহার বস্তি এবং পৃথিবী ইহার পাদদ্বয়; বেদি ইহার বক্ষস্থল; কুশ ইহার লোম; গার্হপত্য অগ্নি ইহার হৃদয়; দক্ষিনাগ্নি ইহার মন এবং আহবনীয় অগ্নি ইহার মুখ।

মন্তব্য

৫।১৮।১ "সঃ সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বেষু আত্মসু অন্নম্ অত্তি"—তিনি সর্ব্বলোকে সর্ব্বভূতে এবং সমুদয় আত্মাতে অন্নভোজন করেন অর্থাৎ তিনি সকলের সহিত একত্ব অনুভব করেন; সুতরাং তাঁহার ভোগে সকলের ভোগ এবং সকলের ভোগে তাঁহার

ভোগ হইয়া থাকে। যতদিন মানব এই একত্ব অনুভব করিতে না পারে, ততদিন কেবল ক্ষুদ্র আমিত্বেই আবদ্ধ হইয়া থাকে। 'প্রাদেশমাত্রম্' এবং 'অভিবিমানম্' বিষয়ে মন্তব্য এই খণ্ডের পরে দ্রষ্টব্য।

বৃহদারণ্যকে ও শতপথ ব্রাহ্মণে (১০।৬।১) অনুরূপ একটী অংশ আছে। অনেকে মনে করেন এই অংশ ছান্দোগ্যের পূর্ব্বোক্ত অংশ অপেক্ষা প্রাচীনতর। নিম্নে ইহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল—

১। অনন্তর সত্যযজ্ঞ পৌলুষি, মহাশাল জাবাল, বুড়িল আশ্বতরাশ্বি, ইন্দ্রদ্যুম্ন ভাল্লবেয়, জনশার্করাক্ষ্য এই কয়েকজন অরুণ ঔপবেশির নিকট গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা বৈশ্বানর বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য সমাগত হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা বৈশ্বানর বিষয়ে কোন একমত হইতে পারেন নাই।

২। তাঁহারা বলিলেন সম্প্রতি অশ্বপতি কৈকেয় বৈশ্বানরকে অবগত আছেন, তাঁহার নিকটই গমন করি। (অনন্তর) তাঁহারা অশ্বপতি কৈকেয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে পৃথক পৃথক বাসস্থান, পৃথক্ পূজা এবং পৃথক সাহস্র সোম অর্পণ করিবার জন্য আজ্ঞা করিলেন। পরদিবস প্রাতঃকালে তাঁহারা একমত হইতে না পারিয়াই সমিধ হস্তে তাঁহার নিকট গমন করিয়া বলিলেন—"আমরা আপনার নিকট উপনীত হইলাম।

৩। তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন "ভগবৎগণ! আপনারা বিদ্বান এবং বিদ্বান লোকের পুত্র। (আপনাদের) এ কি (কার্য্য)'? তাঁহারা বলিলেন "ভগবান্ সম্প্রতি বৈশ্বানরকে অবগত আছেন। আমাদিগকে সেই বিষয়ে বলুন"। তিনি বলিলেন "হাঁ সম্প্রতি আমি বৈশ্বানরকে জানি। আপনারা অগ্নিতে সমিধ রাখিয়া উপনীত হউন।"

৪। তিনি অরুণ ঔপবেশিকে বলিলেন—"হে গৌতম ! আপনি কাহাকে বৈশ্বানর বলিয়া জানেন ?

তিনি বলিলেন—"হে রাজন্ ! পৃথিবীকেই"। অশ্বপতি বলিলেন "ওম্) অর্থাৎ হাঁ, ঠিক)।ইহা প্রতিষ্টা নামক বৈশ্বানর। তুমি এই প্রতিষ্ঠা নামক বৈশ্বানরকে অবগত আছ, এই জন্য তুমি প্রজা ও পশু লাভ করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ। যিনি এই প্রতিষ্ঠা নামক বৈশ্বানরকে অবগত আছেন, তিনি পুনর্মৃত্যুকে (অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুকে) জয় করেন এবং পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হন। ইহা বৈশ্বা-নরের পাদদ্বয়। যদি তুমি (এই বিষয়ে উপদেশ লাভ করিবার জন্য আমার নিকট) না আসিতে, তোমার পাদদ্বয় ম্লান হইয়া যাইত কিংবা বৈশ্বানরের পাদদ্বয় তোমার অবিদিত থাকিয়া যাইত, যদি তুমি আগমন না করিতে।"

৫।অনন্তর তিনি সত্যযজ্ঞ পৌলুষিকে বলিলেন—'হে প্রাচীন যোগ্য ! তুমি কাহাকে বৈশ্বানর বলিয়া জান ?"

তিনি বলিলেন—"হে রাজন্ ! 'আপ্' কেই"। অশ্বপতি বলিলেন 'ওম্'। ইহা রয়ি নামক বৈশ্বানর। তুমি রয়ি নামক বৈশ্বানরকে অবগত আছ, এইজন্য তুমি রয়িমান ও পুষ্টিমান হইয়াছ। যিনি এই রয়ি নামক বৈশ্বানরকে জানেন, তিনি পুনর্মৃত্যুকে জয় করেন এবং পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হন। ইহা বৈশ্বানরের বস্তি। তুমি যদি আমার নিকট উপদেশের জন্য না আসিতে, তোমার বস্তি বিনাশ প্রাপ্ত হইত ; কিংবা (বৈশ্বানরের) বস্তি তোমার অবিদিত থাকিয়া যাইত যদি তুমি আগমন না করিতে।

৬। অনন্তর তিনি মহাশাল জাবালকে বলিলেন—"হে ঔপমন্যব ! তুমি কাহাকে বৈশ্বানর বলিয়া জান ?" তিনি বলিলেন "হে রাজন্ !

আকাশকেই"। অশ্বপতি বলিলেন—"ওম্'। ইহা বহুল নামক বৈশ্বানর। তুমি এই বহুল নামক বৈশ্বানরকে জান, এই জন্য তুমি প্রজা ও পশুতে বহু হইয়াছ। যিনি এই বহুল বৈশ্বানরকে জানেন, তিনি পুর্ণমৃত্যু জয় করেন এবং পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হন। ইহার বৈশ্বানরের আত্মা (অর্থাৎ দেহ)। তুমি (যদি এবিষয়ের জ্ঞান লাভার্থ আমার নিকট) না আসিতে, তোমার দেহ বিনাশ প্রাপ্ত হইত; কিংবা তোমার নিকট বৈশ্বানরের দেহ অজ্ঞাতই থাকিয়া যাইত, যদি তুমি আগমন না করিতে।

৭। অনন্তর তিনি বুড়িল আশ্বতরাশ্বিকে বলিলেন—"হে বৈয়াঘ্র-পদ্য! তুমি কাহাকে বৈশ্বানর বলিয়া জান?" তিনি বলিলেন 'হে রাজন্! বায়ুকেই'।

অশ্বপতি বলিলেন—"ওম্'। ইহা পৃথগ্‌বর্ত্মা নামক বৈশ্বানর। তুমি পৃথগ্‌বর্ত্মা নামক বৈশ্বানরকে জান, সেইজন্য পৃথক্ রথশ্রেণী তোমার অনুগমন করে। যিনি পৃথগ্‌বর্ত্মা নামক এই বৈশ্বানরকে জানেন তিনি পুনর্মৃত্যু জয় করেন, এবং পূর্ণায়ূ প্রাপ্ত হন। ইহা বৈশ্বানরের প্রাণ। তুমি যদি (আমার নিকট এই বিষয়ে জ্ঞান লাভার্থ) না আসিতে, তোমার প্রাণ বিনষ্ট হইয়া যাইত; কিংবা তোমার নিকট প্রাণ অবিদিত থাকিয়া যাইত, তুমি যদি আমার নিকট না আসিতে।"

৮। অনন্তর অশ্বপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন ভাল্লবেয়কে বলিলেন "বৈয়াঘ্রপদ্য! তুমি কাহাকে বৈশ্বানর বলিয়া জান?" তিনি বলিলেন—"হে রাজন্! আদিত্যকেই।" অশ্বপতি বলিলেন—" 'ওম্'। ইহাই সুতেজা বৈশ্বানর। তুমি এই সুতেজা নামক বৈশ্বানরকে জান,

সেই জন্য তোমার গৃহে সুত (অর্থাৎ সোমরস) পানকরা হয়, প্রস্তুত করা হয় এবং অক্ষয় রূপে বর্তমান রহিয়াছে। যিনি এই রূপ সুততেজা বৈশ্বানরকে জানেন, তিনি পুনর্মৃত্যু জয় করেন ও পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হন। ইহা বৈশ্বানরের চক্ষু। তুমি যদি না আসিতে, তোমার চক্ষু বিনষ্ট হইয়া যাইত; কিংবা তোমার নিকট চক্ষু অবিদিত থাকিয়া যাইত, যদি তুমি না আসিতে।"

৯। অনন্তর অশ্বপতি জন শার্করাক্ষকে বলিলেন 'হে সাবয়স! তুমি কাহাকে বৈশ্বানর বলিয়া জান?' তিনি বলিলেন—"হে রাজন্! দ্যোকেই।"

অশ্বপতি বলিলেন—"'ওম্'। ইহা 'অতিষ্ঠা' নামক বৈশ্বানর। তুমি অতিষ্ঠা নামক বৈশ্বানরকে জান, এই জন্য তুমি সমশ্রেণী লোকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছ। যিনি অতিষ্ঠা নামক এই বৈশ্বা-নরকে জানেন, তিনি পুনর্মৃত্যু জয় করেন এবং পূর্ণায়ু লাভ করেন। ইহা বৈশ্বানরের মূর্দ্ধা। তুমি যদি (এই জ্ঞান লাভের জন্য আমার নিকট) না আসিতে, তোমার মূর্দ্ধা বিনষ্ট হইয়া যাইত; কিংবা তোমার নিকট মূর্দ্ধা অবিদিত থাকিয়া যাইত, যদি তুমি না আসিতে।

১০। অনন্তর তিনি তাহাদিগকে বলিলেন—"তোমরা বৈশ্বানরকে পৃথক্ পৃথক্ জানিয়া পৃথক্ পৃথক্ অন্ন ভোজন করিতেছ। দেবগণ তাঁহাকে 'প্রাদেশমাত্র' রূপে সুবিদিত হইয়া সফল হইয়াছিলেন। আমি তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে এমনভাবে বর্ণনা করিব, যেন প্রদেশমাত্র রূপে তিনি বোধগম্য হইতে পারেন।

১১। তিনি অঙ্গুলী দ্বারা নিজের মস্তক দেখাইয়া বলিলেন 'ইহাই অতিষ্ঠা নামক বৈশ্বানর'। চক্ষুদ্বয়কে দেখাইয়া বলিলেন

"ইহাই সুতেজা নামক বৈশ্বানর'। নাসিকা দেখাইয়া বলিলেন— "ইহাই পৃথগ্‌বর্ত্মা নামক বৈশ্বানর"। মুখের অভ্যন্তরস্থ আকাশকে দেখাইয়া বলিলেন "ইহাই 'বহুল' নামক বৈশ্বানর"। মুখের লালা দেখাইয়া বলিলেন 'ইহাই রয়ি নামক বৈশ্বানর"। চিবুক দেখাইয়া বলিলেন ইহাই প্রতিষ্ঠা নামক বৈশ্বানর। এই যে পুরুষ, ইহাই অগ্নি বৈশ্বানর। যে ব্যক্তি জানেন যে এই বৈশ্বানর পুরুষবিধ এবং পুরুষের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত, তিনি পুনর্মৃত্যু জয় করেন এবং পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হন। যিনি এই প্রকার বলেন বৈশ্বানর তাঁহাকে হিংসা করেন না। বৃহঃ ১০।৬।১।

'প্রাদেশ মাত্রম্' এবং 'অভিবিমানম্'

'প্রাদেশ মাত্রম্' শব্দের প্রকৃত অর্থ কি সে বিষয়ে অতি প্রাচীন কাল হইতেই মতভেদ চলিয়া আসিতেছে।

আশ্মরথ্যের মত

বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনী বিস্তৃত করিলে একের অগ্রভাগ হইতে অপরের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত যে পরিমাণ, সেই পরিমাণের নাম 'প্রাদেশ'। আশ্মরথ্য মুনি বলেন হৃদয় প্রাদেশ পরিমিত। পরমাত্মা এই হৃদয়ে বাস করেন, এইজন্য তাঁহাকে 'প্রাদেশ মাত্র' বলা হইয়াছে (বেদান্ত সূত্র, ১।২।২৯, শাঙ্করভাষ্য)।

বাদরির মত

"অনুস্মৃতেঃ বাদরিঃ" বেঃ সু ১।২।৩০। শঙ্কর এই সূত্রের দুইটী অর্থ করিয়াছেন।

১। মন প্রাদেশ মাত্র হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। এইমন পরমাত্মার ধ্যান করিয়া থাকে। এইজন্য তাঁহাকে 'প্রাদেশ মাত্র' বলা হইয়াছে।

২। পরমাত্মা প্রাদেশ মাত্র নহেন, কিন্তু তিনি প্রাদেশ মাত্র রূপে অনুস্মৃত অর্থাৎ চিন্তনীয়; এই জন্য তাঁহাকে 'প্রাদেশমাত্র' বলা হইয়াছে।

জৈমিনির মত

শতপথ ব্রাহ্মণে এইরূপ লিখিত আছে ঃ—

অশ্বপতি, আরুণি সত্যযজ্ঞ প্রভৃতিকে বলিলেন—'দেবগণ বৈশ্বানরকে প্রাদেশ মাত্র রূপে জানিয়া লাভ করিয়াছিলে। আমি তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে এমন ভাবে বর্ণনা করিব যেন প্রাদেশ মাত্র বস্তু তাঁহার উপমান হইতে পারে। তিনি অঙ্গুলি দ্বারা নিজের মস্তক দেখাইয়া বলিলেন—'ইহাই অতিষ্ঠা নামক বৈশ্বানর'। চক্ষুদ্বয়কে দেখাইয়া বলিলেন 'ইহাই সুতেজা নামক বৈশ্বানর।' নাসিকা দেখাইয়া বলিলেন ইহাই পৃথগ্‌বর্ত্মা নামক বৈশ্বানর। মুখের অভ্যন্তরস্থ আকাশকে দেখাইয়া বলিলেন 'ইহাই বহুল নামক বৈশ্বানর'। মুখের লালা দেখাইয়া বলিলেন 'ইহাই রয়ি নামক বৈশ্বানর'। চিবুক দেখাইয়া বলিলেন "ইহাই প্রতিষ্ঠা নামক বৈশ্বানর" (১০।৬। ১০,১১)।

এইরূপে মস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া চিবুক পর্য্যন্ত, সমুদয় অংশকে বৈশ্বানররূপে কল্পনা করা হইল। এই অংশের পরিমাণ এক প্রাদেশ অর্থাৎ এক বিঘৎ। এইজন্য বৈশ্বানর আত্মাকেও প্রাদেশ মাত্র বলা হইয়াছে। ইহাই জৈমিনির মত (বেঃ সুঃ ১।২।৩১)।

জাবাল শাখাধ্যায়ীদিগের মত

চিবুক হইতে মূর্দ্ধা পর্য্যন্ত অংশ প্রাদেশ পরিমিত। ভ্রূ ও নাসিকা ইহারই অন্তর্গত। এই ভ্রূ ও নাসিকার সন্ধিস্থলে পরমাত্মা অবস্থিত। এইজন্য পরমাত্মাকে প্রাদেশ মাত্র বলা হইয়াছে। (বেঃ সূঃ ১।২।৩২, শাঙ্কর ভাষ্য)।

শঙ্করাচার্য্যের মত

শঙ্করাচার্য্য ইহার চারিটী অর্থ দিয়াছেন :—

১। দ্যুলোক হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত প্রদেশ দ্বারা তিনি পরিমিত হন (মীয়তে, মা ধাতু) অর্থাৎ জ্ঞাত হন, এই জন্য তিনি প্রাদেশ মাত্র।

২। তিনি মুখ প্রভৃতি প্রদেশে ভোক্তৃরূপে পরিজ্ঞাত হন, এই জন্য তিনি প্রাদেশ মাত্র।

৩। দ্যুলোক হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত সমুদয় প্রদেশ তাঁহার পরিমান, এইজন্য তিনি প্রাদেশ মাত্র।

৪। দ্যুলোকাদি বিষয়ে শাস্ত্রে প্রকৃষ্টরূপে উপদেশ দেওয়া হয়, এইজন্য এ সমুদয়ের নাম প্রাদেশ (প্র + আদেশ)। এই প্রাদেশই তাঁহার পরিমাণ, এইজন্য তাঁহাকে প্রাদেশমাত্র বলা হইয়াছে।

‘অভিবিমান’

‘অভিবিমান’ শব্দের অর্থ লইয়াও মতভেদ আছে। শঙ্কর ইহার চারিটী অর্থ দিয়াছেন :—

১। তিনি প্রত্যগাত্মারূপে অভিবিমিত হন অর্থাৎ 'অহম্' (=আমি) বলিয়া জ্ঞাত হন এইজন্য তিনি অভিবিমান (ছাঃ ভাষ্য ৫।১৮ ও বেঃ ভাঃ ১।২।৩২)।

২। প্রত্যগাত্মা বলিয়া তিনি সকলের নিকটস্থ (অভিগত) এইজন্য তিনি অভিবিমান (বেঃ ভাঃ ১।২।৩২)।

৩। তাঁহার পরিমান করা যায় না এইজন্য তিনি অভিবিমান (বেঃ ভাঃ ১।২।৩২)।

৪। জগতের কারণ বলিয়া তিনি সমুদয় পরিমাপ করেন (অভিবিমিমীতে) অর্থাৎ সমুদয় অবগত আছেন এইজন্য তিনি 'অভিবিমান' (বেঃ ভাঃ ১।২।৩২)।

রামানুজ ইহার এইরূপ অর্থ দিয়াছেন ঃ—

"তিনি সর্ব্বব্যাপী (অভিব্যাপ্তবান্) এবং অপরিমেয় (বিগত মান); এইজন্য তাঁহার নাম অভি 'বিমান'। (বেঃ ভাঃ ১।২।৩০) দেখা যাইতেছে এইদুইটী শব্দের অর্থ লইয়া অত্যন্ত মতভেদ। আমাদিগের মনে হয় যে অর্থ গ্রহণ করিলে পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য থাকে, সেই অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। দেখা যাউক এই অংশের পূর্ব্বে ও পরে এবিষয়ে কি বলা হইদাছে।

ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী ছয়খণ্ডে বৈশ্বানর আত্মার বিষয়ে এইরূপ বলা হইয়াছে ঃ—

যিনি দ্যৌ অর্থাৎ সুতেজা নামক বৈশ্বানর আত্মার উপাসনা করেন, তাঁহার কুলে সুত, প্রসুত ও আসুত দৃষ্ট হয় (৫।১২।১)। সুতেজা শব্দেও 'সুত' এবং সুত, প্রসুত ও আসুত শব্দেও 'সুত'; এইজন্যই বোধ হয় সুতেজার সহিত সুত প্রসুতাদির সম্বন্ধ দেখান হইয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণে অনুরূপ স্থলে 'সুতেজা' স্থলে 'সুততেজা'

ব্যবহৃত হইয়াছে (আজমীর সং, ১০।৬।১)।

ইহার পরে বলা হইয়াছে—"যিনি আদিত্য অর্থাৎ বিশ্বরূপ বৈশ্বানরের উপাসনা করেন, তাঁহার কুলে 'বহুবিশ্বরূপ' বস্তু দৃষ্ট হয় (।১৩।১)।

যিনি বায়ু অর্থাৎ পৃথগ্‌বর্ত্মাত্মা বৈশ্বানরের উপাসনা করেন, তাঁহার কুলে 'পৃথক' বলি আগমন করে (৫।১৪।১)

যিনি আকাশ অর্থাৎ বহুল নামক বৈশ্বানরের উপাসনা করেন, তিনি প্রজা ও ধনে 'বহুল' হন (৫।১৫।১)।

যিনি আপ্‌ অর্থাৎ রয়ি নামক বৈশ্বানরের উপাসনা করেন,তিনি 'রয়িমান' হন (৫।১৬।১)।

যিনি পৃথিবী অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা নামক বৈশ্বানরের উপাসনা করেন, তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন (৫।১৭।১)।

এই কয়েকটী স্থল পাঠ করিয়া বুঝা যাইতেছে যে প্রতিষ্ঠার উপাসনার ফল প্রতিষ্ঠা, রয়ির উপাসনার ফল রয়ি, বহুলের উপাসনার ফল বহুল ইত্যাদি। উপাস্য বস্তু যাহা, উপাসনার ফলও তদনুরূপ।

পূর্ব্বোক্ত ছয় প্রকার বৈশ্বানরের উপাসনার কথা বলিয়া অশ্বপতি বলিতেছেন—যে বৈশ্বানর প্রাদেশমাত্র এবং অভিবিমান—তাহার উপাসনার ফল সর্ব্বলোকে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্ব আত্মায় অন্নভোজন। উপাস্য যাহা, উপাসনার ফল ও যখন তাহাই, তখন ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে প্রাদেশমাত্র এবং অভিবিমান যাহা, সর্ব্বলোক সর্ব্বভূত এবং সর্ব্ব আত্মা তাহাই। এস্থলে যদি কেবল 'প্রাদেশমাত্র' শব্দটী থাকিত তাহা হইলে অতি সহজেই ইহার অর্থ নির্ণয় করা যাইত। 'প্রাদেশমাত্র' এবং 'অভিবিমান' এই দুইটী শব্দ থাকাতে অর্থ

কিঞ্চিৎ জটিল হইয়াছে। এস্থলে দুইপ্রকার অর্থ হইতে পারে:—

১। সর্ব্বলোক ও সর্ব্বভূতের সহিত প্রাদেশমাত্রের সম্বন্ধ এবং সর্ব্ব আত্মার সহিত অভিবিমানের সম্বন্ধ। সর্ব্বলোক ও সর্ব্বভূত অর্থাৎ দ্যুলোক হইতে ভূলোক পর্যন্ত সমুদায় প্রদেশ ইঁহার মাত্রা এইজন্য ইহার নাম প্রাদেশ মাত্র (শঙ্করের ১ম, ৩য় ও ৪র্থ অর্থ দ্রষ্টব্য)।

সর্ব্ব আত্মারূপে ইনি অভিবিমিত হন অর্থাৎ জ্ঞাত হন, এইজন্য ইহার নাম অভিবিমান (শঙ্করের ১ম ও ২য় অর্থ দ্রষ্টব্য)।

প্রাদেশমাত্র নাম দ্বারা সমুদয় অনাত্মবস্তুকে বৈশ্বানরের অন্তর্ভূত করা হইল। 'অভিবিমান' নাম দ্বারা বলা হইল সমুদয় আত্ম বস্তু ও তিনি।

২। দ্বিতীয় অর্থ এই—

(ক) প্রাদেশমাত্র বলিলে সর্ব্বলোক, সর্ব্বভূত ও সর্ব্বআত্মা এইতিনটীকেই বুঝিতে হইবে। 'সর্ব্ব আত্মা' প্রদেশের বাহিরে, এপ্রকার আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই। এস্থলে 'আত্মা' অর্থ অবশ্যই 'অশরীর আত্মা 'নহে'—যখন অন্নভোজনের কথা বলা হইয়াছে তখন বুঝিতে হইবে এ আত্মা সশরীর 'আত্মা,। আর উপনিষদের বহুস্থলে 'দেহ' অর্থে 'আত্মা' ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং সর্ব্বলোক, সর্ব্বভূত এবং সর্ব্বআত্মা—এই তিনটী দ্বারাই প্রাদেশমাত্র বুঝাইতে পারে।

(খ) অভিবিমান = অভি + বি + মা + অনট্; 'মা' ধাতুর অর্থ 'পরিমান করা'। যাহার পরিমান নাই তাহার নাম 'বিমান' বা অতিবিমান বা অভিবিমান (শঙ্করের তৃতীয় অর্থ দ্রষ্টব্য)। রামানুজ 'অভিব্যাপ্ত' অর্থে 'অভি' এবং অপরিমেয় অর্থে 'বিমান' গ্রহন

করিয়াছেন। রামানুজের অর্থ ও শঙ্করের তৃতীয় অর্থ একই শ্রেণীর।

'প্রাদেশমাত্র' বলিলে বৈশ্বানরকে দেশ-পরিচ্ছিন্ন করা হয়; এইজন্য প্রাদেশমাত্র বলিয়াই সেই সঙ্গে সঙ্গে বলা হইল ইনি 'অভিবিমান' অর্থাৎ অপরিমেয় (কিংবা সর্ব্বব্যাপী ও অপরিমেয়)।

'প্রাদেশমাত্র' দ্বারা বলা হইল বৈশ্বানর আত্মা জগদ্রূপে প্রকাশিত; অভিবিমান দ্বারা বলা হইল 'জগৎ দ্বারা তাঁহার পরিমাণ করা যায় না-তিনি জগতের অতীত।

৪। মন্তব্য

প্রাচীনশালাদি ছয় জন দ্যৌ, আদিত্য, বায়ু, আকাশ, জল ও পৃথিবী এইছয়টীকে বৈশ্বানর বলিয়া জানিতেন। অশ্বপতি বলিলেন—এইছয়টীর কোনটীই পূর্ণ বৈশ্বানর আত্মা নহে; এসমুদয় বৈশ্বানর আত্মার অঙ্গ প্রতঙ্গ মাত্র। ইহাই আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য ইহার পরে বলা হইয়াছে দ্যৌ ইহার মস্তক, আদিত্য ইহার চক্ষু, বায়ু ইহার প্রাণ, আকাশ ইহার মধ্যদেহ, জল ইহার বস্তি এবং পৃথিবী ইহার পাদ। এইরূপে মস্তক হইতে পাদ পর্য্যন্ত সমুদয়েরই বর্ণনা করা হইল। এই স্থলে মন্ত্র শেষ হইলে উপমার কোন হানি হইত না। শতপথ ব্রাহ্মণেও আর নূতন কোন উপমা দেওয়া হয় নাই। ছান্দোগ্য উপনিষদে অতিরিক্ত যাহা কিছু বলা হইয়াছে, তাহার সহিত উপরিউক্ত অংশের বিশেষ কোন সঙ্গতি দেখা যায় না। দ্যৌ যাহার মস্তক, আদিত্য চক্ষু, বায়ু প্রাণ, আকাশ মধ্যদেহ, জল বস্তি, এবং পৃথিবী পদ—তাহার উরু, লোম, হৃদয়, মন ও মুখের সহিত বেদি, কুশ, গার্হপত্য অগ্নি, অন্বাহার্য্যপচন

অগ্নি এবং আহবনীয় অগ্নির তুলনা দেওয়া সুসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

শঙ্কর এই শেষ অংশকে পরবর্ত্তী খণ্ডের সহিত সংযুক্ত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঊনবিংশ খণ্ড হইতে ত্রয়োবিংশ খণ্ড পর্য্যন্ত অংশে প্রাণাগ্নিহোত্রের বিষয় বলা হইয়াছে। অগ্নিহোত্র যজ্ঞে বেদি কুশ প্রভৃতির আবশ্যক হয়। মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গকে এই সমুদয় বস্তুরূপে কল্পনা করিয়া লওয়া হইয়াছে, যেমন ভোক্তার বক্ষঃস্থলই যজ্ঞের বেদি, বক্ষঃস্থলের লোম সমূহই কুশ, হৃদয়ই গার্হপত্য অগ্নি, মনই অন্বাহার্য্যপচন এবং মুখই আহবনীয় অগ্নি। প্রতিদিন যে ভোজন করা হয় তাহাই অগ্নিহোত্র যজ্ঞ; এবং মুখে যে অন্ন নিক্ষেপ করা হয় তাহাই এই যজ্ঞের আহুতি।

অষ্টাদশ খণ্ডে সর্ব্বলোক, সর্ব্বভূত এবং সর্ব্ব আত্মাকে প্রাদেশমাত্র এবং অভিবিমান বলা হইয়াছে। প্রাচীনশালাদি ছয় জন সর্ব্বলোক ও সর্ব্বভূতকেই বৈশ্বানররূপে উপাসনা করিতেন; মানবাত্মাও যে বৈশ্বানর ইহা কেহই জানিতেন না। অশ্বপতি উপদেশ দিলেন—কেবল দ্যুলোকাদিই যে বৈশ্বানরের অন্তর্ভূত, তাহা নহে, সর্ব্ব আত্মা ও ইহারই অন্তর্গত; মানবদেহ ও বৈশ্বানর; অন্ন ভোজন ও অগ্নিহোত্র যজ্ঞ। মানব যখন অন্নভোজন করে, তখন সেই অন্ন বৈশ্বানরকেই আহুতিরূপে অর্পণ করা হয়।

পঞ্চমাধ্যায়ে একোনবিংশ খণ্ড

প্রাণাগ্নিহোত্র (১)

১। তদ্ যদ্ভক্তং প্রথমমাগচ্ছেত্তদ্ধোমীয়ং স যাং প্রথমামাহুতিং জুহুয়াত্তাং জুহুয়াৎ প্রাণায় স্বাহেতি প্রাণস্তৃপ্যতি।

(১) তৎ (সেই জন্য) যৎ ভক্তম্ (যে অন্ন; কিংবা তৎ যৎ =সেই যে ২।১১।২ মন্তব্য) প্রথমম্ (প্রথমে) আগচ্ছেৎ (উপস্থিত হয়) তৎ (তাহা) হোমীয়ম্ (হোমস্থানীয়)। সঃ (সেই অন্ন ভোক্তা) যাম্ প্রথমাম্ আহুতিম্ (যে প্রথম আহুতিকে) জুহুয়াৎ (হু; হোম করিবে) তাম্ (তাহাকে) জুহুয়াৎ 'প্রাণায় স্বাহা' ইতি (প্রাণের উদ্দেশ্যে স্বাহা এই বলিয়া)। প্রাণঃ তৃপ্যতি (তৃপ্ত হয়)।

১। সেই জন্য যে অন্ন প্রথম উপস্থিত হয়, তাহা হোমস্থানীয়। অন্নভোক্তা যে আহুতিকে প্রথমে হোমরূপে অর্পণ করেন, 'প্রাণায় স্বাহা' বলিয়া তাহা হোম করিবে। (ইহাতে) প্রাণ তৃপ্ত হয়। [এখনও অনেকে অন্ন ভোজন করিবার সময় কল্পনা করেন যে প্রথম গ্রাসকে প্রাণের উদ্দেশে, দ্বিতীয় গ্রাসকে ব্যানের উদ্দেশে, তৃতীয় গ্রাসকে অপানের উদ্দেশ্যে, চতুর্থ গ্রাসকে সমানের উদ্দেশে এবং পঞ্চম গ্রাসকে উদানের উদ্দেশে আহুতি দেওয়া হইল।]

২। প্রাণে তৃপ্যতি চক্ষুস্তৃপ্যতি চক্ষুষি তৃপ্যত্যাদিত্যস্তৃপ্যত্যাদিত্যে তৃপ্যতি দ্যৌস্তৃপ্যতি দিবি তৃপ্যন্ত্যাং যৎ কিঞ্চ দ্যৌশ্চাদিত্যশ্চাধিতিষ্ঠতস্তত্তৃপ্যতি তস্যানুতৃপ্তিং তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিরন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চসেনেতি।

(২) প্রাণে তৃপ্যতি (তৃপ্যৎ ৭।১; প্রাণ তৃপ্ত হইলে) চক্ষুঃ তৃপ্যতি (তৃপ্ত হয়); চক্ষুষি তৃপ্যতি (চক্ষু তৃপ্ত হইলে) আদিত্যঃ তৃপ্যতি (তৃপ্ত হয়), আদিত্যে তৃপ্যতি (আদিত্য তৃপ্ত হইলে) দ্যৌঃ তৃপ্যতি (তৃপ্ত হয়), দিবি তৃপ্যন্ত্যাম্ (দ্যৌ তৃপ্ত হইলে) যৎ কিম্ চ (যাহা কিছু ২।১) দ্যৌঃ চ আদিত্যঃ চ অধিতিষ্ঠতঃ (অধি+স্থা+তস্; অধিষ্ঠান করে; পরিচালনা করে) তৎ তৃপ্যতি (তাহা তৃপ্ত হয়); তস্য (তাহার) অনুতৃপ্তিম্ (=তৃপ্তিম্ অনু=তৃপ্তিকে অনুসরণ করিয়া) তৃপ্যতি (তৃপ্ত হয়) প্রজয়া (সন্ততিদ্বারা) পশুভিঃ (পশুগণ দ্বারা) অন্নাদ্যেন (৩।১৩; খাদ্যাদি দ্বারা) তেজসা (তেজ দ্বারা) ব্রহ্মবর্চ্চসেন (২।১৬।২ দ্রঃ ব্রহ্মবর্চ্চস দ্বারা) ইতি।

২। প্রাণ তৃপ্ত হইলে চক্ষু তৃপ্ত হয়; চক্ষু তৃপ্ত হইলে আদিত্য তৃপ্ত হয়; আদিত্য তৃপ্ত হইলে দ্যৌ তৃপ্ত হয়; দ্যৌ তৃপ্ত হইলে, যাহা কিছু দ্যৌ ও আদিত্য কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত, সে সমুদয়ই তৃপ্ত হয়। (ভোক্তা ও) এই তৃপ্তিনিবন্ধন সন্ততি, পশুসমূহ অন্নাদি, তেজ ও ব্রহ্মবর্চ্চস লাভ করিয়া তৃপ্ত হন।

পঞ্চমাধ্যায়ে বিংশ খণ্ড

প্রাণাগ্নিহোত্র (২)

১। অথ যাং দ্বিতীয়াং জুহুয়াত্তাং জুহুয়াদ্ব্যানায় স্বাহেতি ব্যানস্তৃপ্যতি।

২। ব্যানে তৃপ্যতি শ্রোত্রং তৃপ্যতি শ্রোত্রে তৃপ্যতি চন্দ্রমাস্তৃপ্যতি চন্দ্রমসি তৃপ্যতি দিশস্তৃপ্যন্তি দিক্ষু তৃপ্যন্তীষু যৎকিংচ দিশশ্চ চন্দ্রমাশ্চাধিতিষ্ঠন্তি তত্তৃপ্যতি তস্যানুতৃপ্তিং তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিরন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চসেনেতি।

(১) অথ যাম্ দ্বিতীয়াম্ (যে দ্বিতীয়া আহুতিকে) জুহুয়াৎ তাম্ জুহুয়াৎ 'ব্যানায় স্বাহা' (ব্যানের উদ্দেশ্যে 'স্বাহা' ইতি (এই 'বলিয়া')। ব্যানঃ তৃপ্যতি (৫।১৯।১)।

(২) ব্যানে তৃপ্যতি (ব্যান তৃপ্ত হইলে) শ্রোত্রম্ তৃপ্যতি; শ্রোত্রে তৃপ্যতি (শ্রোত্র তৃপ্ত হইলে) চন্দ্রমাঃ তৃপ্যতি; চন্দ্রমসি তৃপ্যতি (চন্দ্রমা তৃপ্ত হইলে) দিশঃ (দিক সমূহ) তৃপ্যন্তি (তৃপ্ত হয়); দিক্ষু তৃপ্যন্তীষু (৭।৩; দিকসমূহ তৃপ্ত হইলে) যৎ কিম্+চ (যে কোন বস্তুকে) দিশঃ চ চন্দ্রমাঃ চ অধিতিষ্ঠন্তি (অধিষ্ঠান করে) তৎ তৃপ্যতি। তস্য অনুতৃপ্তিম্ তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিঃ অন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চ্চসেন ইতি (৫।১৯।২)।

তাহার পর যাহাকে দ্বিতীয় আহুতিরূপে হোম করিবে, তাহাকে 'ব্যানায় স্বাহা' (ব্যানের উদ্দেশে স্বাহা) এই বলিয়া হোম করিবে। (ইহাতে) ব্যান তৃপ্ত হয়। ১।

ব্যান তৃপ্ত হইলে শ্রোত্র তৃপ্ত হয়; শ্রোত্র তৃপ্ত হইলে চন্দ্রমা

পঞ্চমাধ্যায়ে একবিংশ খণ্ড

প্রাণাগ্নিহোত্র (৩)

১। অথ যাং তৃতীয়াং জুহুয়াত্তাং জুহুয়াদপানায় স্বাহেত্য-পানস্তৃপ্যতি।

(১) অথ যাম্ তৃতীয়াম্ (যে তৃতীয়া আহুতিকে) জুহুয়াৎ, তাম্ জুহুয়াৎ 'অপানায়' (অপানের উদ্দেশ্যে) স্বাহা' ইতি। অপানঃ তৃপ্যতি (৫।১৯।১)।

তৃপ্ত হয়; চন্দ্রমা তৃপ্ত হইলে দিক্‌সমূহ তৃপ্ত হয়; দিক্‌সমূহ তৃপ্ত হইলে, যাহা কিছু দিক্ ও চন্দ্রমা কর্ত্তৃক পরিচালিত, সে সমুদয়ই তৃপ্ত হয়। (অন্নভোক্তা) এই তৃপ্তিনিবন্ধন সন্ততি পশু, অন্নাদ্য, তেজ ও ব্রহ্মবর্চ্চসজনিত তৃপ্তি লাভ করেন। ২।

তাহার পর যাহাকে তৃতীয় আহুতিরূপে হোম করিবে, তাহাকে 'অপানায় স্বাহা' (অপানের উদ্দেশে স্বাহা) এই বলিয়া হোম করিবে। (ইহাতে) অপান তৃপ্ত হয়। ১।

২। অপানে তৃপ্যতি বাক্ তৃপ্যতি, বাচি তৃপ্যন্ত্যামগ্নিস্তৃ-প্যত্যগ্নৌ তৃপ্যতি, পৃথিবী তৃপ্যতি, পৃথিব্যাং তৃপ্যন্ত্যাং যৎ কিংচ পৃথিবী চাগ্নিশ্চাধিতিষ্ঠতস্তত্তৃপ্যতি, তস্যানু তৃপ্তিং তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিরন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চসেনেতি।

(২) অপানে তৃপ্যতি (অপান তৃপ্ত হইলে), বাক্ তৃপ্যতি; বাচি তৃপ্যন্ত্যাম (বাক তৃপ্ত হইলে) অগ্নিঃ তৃপ্যতি; অগ্নৌ তৃপ্যতি (অগ্নি তৃপ্ত হইলে) পৃথিবী তৃপ্যতি। পৃথিব্যাম্ তৃপ্যন্ত্যাম্ (পৃথিবী তৃপ্ত হইলে) যৎ কিম্ চ পৃথিবী চ অগ্নিঃ চ অধিতিষ্ঠতঃ, তৎ তৃপ্যতি। তস্য অনুতৃপ্তিম্ তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিঃ অন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্ম বর্চ্চসেন ইতি (৫।১৯।২)।

অপান তৃপ্ত হইলে বাগিন্দ্রিয় তৃপ্ত হয়, বাক্ তৃপ্ত হইলে অগ্নি তৃপ্ত হয়, অগ্নি তৃপ্ত হইলে পৃথিবী তৃপ্ত হয়; পৃথিবী তৃপ্ত হইলে, যাহা কিছু পৃথিবী ও অগ্নি দ্বারা পরিচালিত সে সমুদয়ই তৃপ্ত হয়। (অন্নভোক্তা) এই তৃপ্তি নিবন্ধন, প্রজা, পশু, অন্নাদ্য, তেজ ও ব্রহ্ম-বর্চ্চস্ লাভ করিয়া তৃপ্ত হন। ২।

পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বাবিংশ খণ্ড

প্রাণাগ্নিহোত্র (৪)

১। অথ যাং চতুর্থীং জুহুয়াত্তাং জুহুয়াৎ সমানায় স্বাহেতি সমানস্তৃপ্যতি।

২। সমানে তৃপ্যতি মনস্তৃপ্যতি, মনসি তৃপ্যতি পর্জন্যস্তৃপ্যতি, পর্জন্যে তৃপ্যতি বিদ্যুত্তৃপ্যতি, বিদ্যুতি তৃপ্যন্ত্যাং যৎ কিংচ বিদ্যুচ্চ পর্জন্যশ্চাধিতিষ্ঠতস্তত্তৃপ্যতি তস্যানুতৃপ্তিং তৃপ্যতি, প্রজয়া পশুভিরন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চসেনেতি।

অথ যাম্ চতুর্থীম্ (যে চতুর্থী আহুতিকে) জুহুয়াৎ, তাম্ জুহুয়াৎ 'সমানায় (সমানের উদ্দেশে) স্বাহা' ইতি। সমানঃ তৃপ্যতি (৫।১৯।১)
(২) সমানে তৃপ্যতি (সমান তৃপ্ত হইলে) মনঃ তৃপ্যতি; মনসি তৃপ্যতি (মন তৃপ্ত হইলে) পর্জ্জন্যঃ তৃপ্যতি; পর্জ্জন্যে তৃপ্যতি (পর্জ্জন্য তৃপ্ত হইলে) বিদ্যুৎ তৃপ্যতি; বিদ্যুতি তৃপ্যন্ত্যাম্ (বিদ্যুৎ তৃপ্ত হইলে) যৎ কিম্ + চ বিদ্যুৎ চ পর্জ্জন্যঃ চ অধিতিষ্ঠতঃ, তৎ তৃপ্যতি। তস্য অনুতৃপ্তিম্ তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিঃ অন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চ্চসেন ইতি (৫।১৯।২)

অনন্তর যাহাকে চতুর্থী আহুতিরূপে হোম করিবে, তাহাকে 'সমানায় স্বাহা' (সমানের উদ্দেশে স্বাহা) এই বলিয়া হোম করিবে। ইহাতে 'সমান' তৃপ্ত হয়। ১।

'সমান' তৃপ্ত হইলে মন তৃপ্ত হয়; মন তৃপ্ত হইলে পর্জ্জন্য তৃপ্ত হয়;

পর্জ্জন্য তৃপ্ত হইলে, বিদ্যুৎ তৃপ্ত হয়; বিদ্যুৎ তৃপ্ত হইলে, যাহা কিছু বিদ্যুৎ ও পর্জ্জন্য কর্ত্তৃক পরিচালিত, সে সমুদয়ই তৃপ্ত হয়। (অন্নভোক্তা) এই তৃপ্তিনিবন্ধন প্রজা, পশু, অন্নাদ্য, তেজ ও ব্রহ্মবর্চ্চস্ লাভ করিয়া তৃপ্ত হন। ২।

পঞ্চমাধ্যায়ে ত্রয়োবিংশ খণ্ড

প্রাণাগ্নিহোত্র (৫)

১। অথ যাং পঞ্চমীং জুহুয়াত্তাং জুহুয়াদুদানায় স্বাহেত্যু-দানস্তৃপ্যতি।

(১) অথ যাম্ পঞ্চমীম্ (যে পঞ্চমী আহুতিকে) জুহুয়াৎ তাম্ জুহুয়াৎ 'উদানায় (উদানের উদ্দেশ্যে) স্বাহা' ইতি। উদানঃ তৃপ্যতি) ৫।১৯।২।

অনন্তর যাহাকে পঞ্চমী আহুতিরূপে হোম করিবে, তাহাকে 'উদানায় স্বাহা' (উদানের উদ্দেশে স্বাহা) এই বলিয়া হোম করিবে। (ইহাতে) উদান তৃপ্ত হয়। ১।

২। উদানে তৃপ্যতি ত্বক্ তৃপ্যতি, ত্বচি তৃপ্যন্ত্যাং বায়ুস্তৃপ্যতি, বায়ৌ তৃপত্যাকাশস্তৃপ্যত্যাকাশে তৃপ্যতি যৎ কিংচ বায়ুশ্চাকাশশ্চাধিতিষ্ঠতস্তত্তৃপ্যতি, তস্যানুতৃপ্তিং তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিরন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চসেনেতি।

(২) উদানে তৃপ্যতি (উদান তৃপ্ত হইলে) ত্বক্ তৃপ্যতি; ত্বচি তৃপ্যন্ত্যাম্ (ত্বক্ তৃপ্ত হইলে) বায়ুঃ তৃপ্যতি; বায়ৌ তৃপ্যতি (বায়ু তৃপ্ত হইলে) আকাশঃ তৃপ্যতি; আকাশে তৃপ্যতি (আকাশ তৃপ্ত হইলে) যৎ কিঞ্চ বায়ুঃ চ আকাশঃ চ অধিতিষ্ঠতঃ তৎ তৃপ্যতি। তস্য অনুতৃপ্তিম্ তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিঃ অন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চ্চসেন ইতি।) ৫।১৯।২
পাঠান্তর—'উদানে তৃপ্যতি' স্থলে 'উদানে তৃপ্যতি বা'।

উদান তৃপ্ত হইলে ত্বক্ তৃপ্ত হয়। ত্বক্ তৃপ্ত হইলে বায়ু তৃপ্ত হয়। বায়ু তৃপ্ত হইলে আকাশ তৃপ্ত হয়। আকাশ তৃপ্ত হইলে যাহা কিছু বায়ু ও আকাশ কর্তৃক পরিচালিত সে সমুদয়ই তৃপ্ত হয়। (অন্নভোক্তা) এই তৃপ্তিনিবন্ধন প্রজা, পশু সমূহ, অন্নাদ্য ও ব্রহ্মবর্চ্চস লাভ করিয়া তৃপ্ত হন। ২।

পঞ্চমাধ্যায়ে চতুর্ব্বিংশ খণ্ড

প্রাণাগ্নিহোত্র (৬)

১। স য ইদমবিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি যথাঙ্গারানপোহ্য ভস্মনি জুহুয়াত্তাদৃক্ তৎ স্যাৎ।

২। অথ য এতদেবং বিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বেষ্বাত্মসু হুতং ভবতি।

(১) সঃ যঃ (সেই যে কোন লোক) ইদম্ (ইহাকে) অবিদ্বান্ (না জানিয়া) অগ্নিহোত্রম্ জুহোতি (অগ্নিহোত্র হোম করে) যথা (যেমন) অঙ্গারান্ (জ্বলদঙ্গারকে) অপোহ্য (অপ+বহ; পরিত্যাগ করিয়া) ভস্মনি (ভস্মে) জুহুয়াৎ (হোম করে) তাদৃক্ (সেই প্রকার) তৎ স্যাৎ (হয়)।

(২) অথ যঃ এতৎ (ইহাকে) এবম্ (এইরূপ) বিদ্বান্ (জানিয়া) অগ্নিহোত্রম্ জুহোতি (১মঃ) তস্য (তাহার) সর্ব্বেষু লোকেষু (সর্ব্বলোকে) সর্ব্বেষু ভূতেষু (সর্ব্বভূতে) সর্ব্বেষু আত্মসু (সমুদয় আত্মাতে) হুতম্ ভবতি (হোম করা হয়)।

যে লোক ইহা (অর্থাৎ এই বৈশ্বানর বিদ্যা) না জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করে,—জ্বলৎ অঙ্গার পরিত্যাগ করিয়া ভস্মে আহুতি করিলে যাহা হয়—ইহারও তাহাই হয়। ১।

আর যিনি ইহাকে এইরূপ জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করেন, তাঁহার সর্ব্বলোকে সর্ব্বভূতে সমুদয় আত্মাতে হোম করা হয়। ২।

৩। তদ্ যথেষীকাতূলমগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েতৈবং হাস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে য এতদেবং বিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি।

৪। তস্মাদু হৈবংবিদ্ যদ্যপি চণ্ডালায়োচ্ছিষ্টং প্রয়চ্ছেদাত্মনি হৈবাস্য তদ্বৈশ্বানরে হুতং স্যাদিতি তদেষ শ্লোকঃ।

(৩) তৎ যথা (যেমন) ইষীকাতূলম্ (ইষীকা গাছের তুলা) অগ্নৌ (অগ্নিতে) প্রোতম্ (প্র+বে; নিক্ষিপ্ত 'হইলে') প্রদূয়েত (প্র+দূ; সম্যক দগ্ধ হইয়া যায়) এবম্ (এই প্রকার) হ অস্য (ইহার) সর্ব্বে পাপ্মানঃ (সমুদয় পাপ) প্রদূয়ন্তে (প্র+দূ; সম্যক দগ্ধ হইয়া যায়), যঃ (যিনি) এতৎ (ইহাকে) এবম্ (এই প্রকার) বিদ্বান্ (জানিয়া) অগ্নিহোত্রম্ জুহোতি (১মঃ) "তৎ যথা"—৪।১৬।৩ মন্তব্য।

(৪) তস্মাৎ (সেই জন্য) উ হ এবংবিৎ (এই প্রকার জ্ঞান-সম্পন্ন) যদ্যপি চণ্ডালায় (চণ্ডালকে) উচ্ছিষ্টম্ প্রযচ্ছেৎ (দা; প্রদান করে); আত্মনি (আত্মাতে) হ এব অস্য (ইহার) তৎ (সেই উচ্ছিষ্টকে) বৈশ্বানরে (+আত্মনি=বৈশ্বানর আত্মাতে) হুতম্ স্যাৎ (আহুত হইয়া থাকে)। তৎ (এ বিষয়ে) এষঃ (এই) শ্লোকঃ—

৩। যেমন ইষীকার তুলাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে, তাহা সম্যক্ দগ্ধ হইয়া যায়, তেমনি যিনি ইহাকে এইরূপ জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম্ করেন, তাঁহার সমুদয় পাপ সম্যক্ দগ্ধ হইয়া যায়।

৪। সেই জন্য এই প্রকার জ্ঞান-সম্পন্ন কোন ব্যক্তি যদি চণ্ডালকেও

যথেহ ক্ষুধিতা বালা মাতরং পর্য্যুপাসতে।
এবং সর্ব্বাণি ভূতান্যগ্নিহোত্রমুপাসত অগ্নিহোত্রমুপাসত ইতি॥

৫। যথা (যেমন) ইহ (এই পৃথিবীতে) ক্ষুধিতাঃ বালাঃ (ক্ষুধিত শিশুগণ) মাতরম্ (মাতাকে) পরি+উপাসতে (উপাসনা করে), এবম্ (এই প্রকার) সর্ব্বাণি ভূতাণি (সমুদয় ভূত) অগ্নিহোত্রম্ উপাসতে ইতি; অগ্নিহোত্রম্ উপাসতে ইতি) দ্বিরুক্তি সমাপ্তি সূচক।

উচ্ছিষ্ট প্রদান করেন, তাহা হইলে বৈশ্বানর আত্মাতেই তাঁহার হোম করা হয়। এ বিষয়ে এই শ্লোক আছে:—

৫। যেমন এই পৃথিবীতে ক্ষুধার্ত্ত শিশুগণ মাতার উপাসনা করে, তেমনি সমুদয় ভূত অগ্নিহোত্রের উপাসনা করিয়া থাকেন।

মন্তব্য

৫।২৪।১। অগ্নিতে আহুতি দেওয়ার নাম 'অগ্নিহোত্র'। প্রাতঃকালে এবং সায়ংকালে নির্দ্দিষ্ট অগ্নিতে আহুতি দেওয়া গৃহস্থের পক্ষে একটী নিত্য কর্ম্ম।

৫।২৪।৪। "যদ্যপি চণ্ডালায় উচ্ছিষ্টম্" ইত্যাদি—
এখানে বলিবার উদ্দেশ্য এই—পবিত্র অগ্নিতেই পবিত্র বস্তুকে হোম করিতে হয়; কিন্তু চণ্ডাল অস্পৃশ্য জাতি এবং উচ্ছিষ্টও অপবিত্র বস্তু। চণ্ডালস্থ বৈশ্বানর অগ্নিতে উচ্ছিষ্ট অর্পণ করিলে আহুতি প্রদানের কোন ফল লাভ হইবার কথা নয়। কিন্তু যিনি প্রাণাহুতিতত্ত্ব জানেন, তিনি এ প্রকার করিলেও ফল লাভ করিয়া থাকেন।

ষষ্ঠাধ্যায়ে প্রথম খণ্ড

অরুণি-শ্বেতকেতু-সংবাদ(১)—একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান

১। ওঁ শ্বেতকেতুর্হারুণেয় আস তং হ পিতোবাচ শ্বেতকেতো বস ব্রহ্মচর্য্যং ন বৈ সোম্যাস্মৎকুলীনোঽননূচ্য ব্রহ্মবন্ধুরিব ভবতীতি।

১। শ্বেতকেতুঃ হ আরুণেয় (৫।৩।১ দ্রঃ) আস (বৈদিক প্রয়োগ; অস্‌লিট; = বভূব, ৪।১।১ মন্তব্য দ্রষ্টব্য; ছিল)। তম্ (তাহাকে) হ পিতা উবাচ (বলিলেন)—শ্বেতকেতো! বস (বাস কর—ব্রহ্মচারিরূপে) ব্রহ্মচর্য্যম্ (২।১)। ন (না) বৈ (যে হেতু, নিশ্চয়ই) সোম্য! অস্মৎকুলীনঃ ('অস্মাৎ + কুল' হইতে নিষ্পন্ন; পাঃ ৪।১।১৩৯; কুলীনঃ = কুলে উৎপন্ন; = আমাদিগের বংশোদ্ভব কেহ) অননূচ্য (ন, অনু + বচ্ ল্যপ্; বেদ অধ্যয়ন না করিয়া) ব্রহ্মবন্ধুঃ ইব (ব্রহ্মবন্ধুর ন্যায়) ভবতি (হয়)। "ব্রহ্মবন্ধুঃ"—ব্রাহ্মণের গুণ নাই কিন্তু ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া ব্রাহ্মণ—এই অর্থে ব্রহ্মবন্ধু (৫।৩।৫ মন্তব্য দ্রষ্টব্য)।

১। আরুণির শ্বেতকেতু নামক এক পুত্র ছিল। পিতা আরুণি তাহাকে বলিলেন—"হে শ্বেতকেতো! তুমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কর। আমাদিগের বংশে কেহই বেদাধ্যয়ন না করিয়া ব্রহ্মবন্ধুর ন্যায় হন নাই।

২। স হ দ্বাদশবর্ষ উপেত্য চতুর্ব্বিংশতিবর্ষঃ সর্ব্বান্ বেদান-ধীত্য মহামনা অনূচানমানী স্তব্ধ এয়ায় তং হ পিতোবাচ শ্বেতকেতো যন্নু সোম্যেদং মহামনা অনূচানমানী স্তব্ধোঽস্যুত তমাদেশমপ্রাক্ষ্যঃ।

৩। যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি কথং নু ভগবঃ স আদেশো ভবতীতি।

(২,৩) সঃ (শ্বেতকেতু) হ দ্বাদশবর্ষঃ (দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক) উপেত্য (উপ+ইত্য; ই ধাতু; 'গুরুগৃহে' গমন করিয়া) চতুর্ব্বিংশতিবর্ষঃ (২৪বৎসর বয়সে) সর্ব্বান্ বেদান্ (সমুদয় বেদকে) অধীত্য (অধ্যয়ন করিয়া) মহামনাঃ (গম্ভীর যাহার মন; যে মনে করে আমার মন উন্নত) অনূচানমানী) পাণ্ডিত্যাভিমানী; অনূচান= অনু+বচ কানচ, পাঃ ৩।২।১০৯=বেদবিৎ; অনূচান+মন্+ণিনি পাঃ ৩।২।৮৩)=যে মনে করে 'আমি বেদজ্ঞ') স্তব্ধঃ (অবিনীত) এয়ায় (আ+ইয়ায়—'ই লিট, ফিরিয়া আসিল)। তম্ (তাহাকে) হ পিতা উবাচ (বলিলেন)—শ্বেতকেতো! যৎ নু সোম্য! ইদম্ (যৎইদম্=এইযে, ক্রিংবিং) মহামনাঃ অনূচানমানী, স্তব্ধঃ অসি (হইয়াছ)। উত (কি) তম্ আদেশম্ (সেই আদেশকে, উপদেশকে) অপ্রাক্ষ্যঃ (বৈদিক প্রয়োগ, লুঙ স্থলে লৃঙ; =অপ্রাক্ষীঃ= প্রচ্ছ লুঙ্ ২২=জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে) যেন (যে উপদেশ দ্বারা) অশ্রুতম্ (অশ্রুতবিষয়) শ্রুতম্ ভবতি (শ্রুত হয়), অমতম্ (অ+মন্ ধাতু; যাহা মনন করা হয় নাই সেই বিষয়) মতম্ (বোধগম্য), অবিজ্ঞাতম্ (অবিজ্ঞাত বিষয়) বিজ্ঞাতম্ (বিজ্ঞাত)? ইতি। কথম্ নু (কি প্রকার) ভগবঃ (প্রাচীন প্রয়োগ ভগবন্!) সঃ আদেশঃ ভবতি।

২,৩। শ্বেতকেতু দ্বাদশবর্ষ বয়সে গুরুগৃহে গমন করিয়া চতুর্ব্বিংশ বয়স পর্য্যন্ত (সমুদয় বেদ অধ্যয়ন করিল, বেদ অধ্যয়ন করিয়া

যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতংস্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্।

(৪) যথা (যেমন) সোম্য! একেন মৃৎপিণ্ডেন (একটী মৃৎপিণ্ড দ্বারা) সর্ব্বম্ মৃন্ময়ম্ (সমুদয় মৃন্ময় বস্তু) বিজ্ঞাতম্ স্যাৎ (বিজ্ঞাত হয়); বাচা+আরম্ভণম্ (বাক্য সমূহের অবলম্বন) বিকারঃ (মৃন্ময় বস্তুরূপ বিকার) নামধেয়ম্ (নামমাত্র); 'মৃত্তিকা' ইতি এব সত্যম্।

সে মহামনা (গম্ভীরচিত্ত), পাণ্ডিত্যাভিমানী ও অবিনীত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল। পিতা তাহাকে বলিলেন—শ্বেতকেতো! তুমি ত মহামনা পাণ্ডিত্যাভিমানী অবিনীত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছ। কিন্তু তুমি কি সেই আদেশের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, যাহা দ্বারা অশ্রুতবিষয় শ্রুত হয়, অচিন্তিত বিষয় চিন্তিত হয় এবং অজ্ঞাতবিষয় বিজ্ঞাত হয়?"

শ্বেতকেতু জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভগবন্! সেই উপদেশ কি প্রকার?

৪। পিতা বলিলেন "হে সোম্য! যেমন একটী মৃৎপিণ্ড জানিলেই সমুদয় মৃন্ময় বস্তু জানা যায়, বিকার বাক্যের অবলম্বন মাত্র, কেবল একটী নাম; কিন্তু মৃত্তিকাই সত্য (অর্থাৎ মৃন্ময় বস্তু মৃত্তিকারই বিকার, কিন্তু এই বিকার আর কিছুই নহে, ইহা কেবল শব্দাত্মক। [ভাষায় বলিতে হয়, এইটা ঘট, এইটা শরা, কিন্তু ভাষা দ্বারা পার্থক্য না করিলে সমুদয়ই মৃত্তিকা হইয়া যায়; সুতরাং মৃত্তিকাই সত্য।]

৫। যথা সোম্যৈকেন লোহমণিনা সর্ব্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং লোহমিত্যেব সত্যম্।

৬। যথা সোম্যৈকেন নখনিকৃন্তনেন সর্ব্বং কার্ষ্ণায়সং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং কৃষ্ণায়সমিত্যেব সত্যমেবং সোম্য স আদেশো ভবতীতি।

৫। যথা সোম্য! একেন লোহমণিনা (একটী লোহমণি দ্বারা) সর্ব্বম্ লোহময়ম্ (সমুদয় লোহময় বস্তু) বিজ্ঞাতম্ স্যাৎ; বাচা+আরম্ভণম্ বিকারঃ (লোহময় বস্তুরূপ বিকার) নামধেয়ম্; 'লোহম্' ইতি সত্যম্ (৪মঃ দ্রঃ)।

৬। যথা সোম্য! একেন নখনিকৃন্তনেন (একটী নরুণ দ্বারা অর্থাৎ একখণ্ড লৌহদ্বারা; নিকৃন্তন=যাহা দ্বারা ছেদন করা যায়; নখনিকৃন্তন=যাহা দ্বারা নখ ছেদন করা যায়) সর্ব্বম্ কার্ষ্ণায়সম্ (লৌহময় বস্তু) বিজ্ঞাতম্ স্যাৎ, বাচারম্ভণম্ বিকারঃ নামধেয়ম্, 'কৃষ্ণায়সম্' ইতি এব সত্যম্। এবম্ সোম্য! সঃ (সেই) আদেশঃ (উপদেশ) ভবতি (হয়) ইতি (৪মঃ দ্রঃ)।

৫। হে সোম্য! যেমন একটী সুবর্ণপিণ্ড জানিলেই সমুদয় সুবর্ণময় বস্তু জানা যায়; বিকার শব্দমূলক, নামমাত্র, কিন্তু সুবর্ণই সত্য বস্তু (অর্থাৎ সুবর্ণ-ময় বস্তু সুবর্ণেরই বিকার, এই বিকার কেবল শব্দমূলক, কেবল একটী নামমাত্র; ভাষায় বলিতে হয় এইটী কুণ্ডল, এইটী বলয়; কিন্তু ভাষা দ্বারা পার্থক্য না করিলে সমুদয় সুবর্ণময় বস্তু এক সুবর্ণই হইয়া যায়; সুতরাং সুবর্ণই সত্য পদার্থ)।

৬। হে সৌম্য! যেমন একটা নখনিকৃন্তন (অর্থাৎ নরুণ; জানিলে

৭। ন বৈ নূনং ভগবন্তস্ত এতদবেদিষুর্যদ্ধ্যেতদবেদিষ্যন্ কথং মে নাবক্ষ্যন্নিতি ভগবাংস্ত্বেবমেতদ্ব্রবীত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ।

৭। ন (না) বৈ নূনম্ ভগবন্তঃ (পূজনীয়, ১।৩) তে (তাঁহারা উপাধ্যায়গণ) এতৎ (ইহা ২।১) অবেদিষুঃ (বিদ্ লুঙ্; জানিতেন)। যৎ (যদি) হি এতৎ অবেদিষ্যন্ (বিদ্ লুঙ্ জানিতেন), কথম্ (কেন) মে (আমাকে) ন (না) অবক্ষ্যন্ (বলিবেন বচ্ লৃঙ্) ইতি। ভগবান্ (১।১) তু এব মে তৎ (২।১) ব্রবীতু (বলুন) ইতি।

'তথা (তাহাই) সোম্য!' ইতি হ উবাচ।

সমুদায় লৌহময় বস্তু জানা যায়, বিকার শব্দাত্মক, নামমাত্র, লৌহই সত্য; তেমনি হে সোম্য! সেই উপদেশ (অর্থাৎ সেই উপদেশ শ্রবণ করিলে অশ্রুত বস্তু শ্রুত হয়, অ-মত বিষয় মনন করা যায় এবং অজ্ঞাত বিষয় জ্ঞাত হয়)।

৭। পুত্র বলিলেন—"ভগবান উপাধ্যায়গণ নিশ্চয়ই ইহা জানিতেন না। যদি জানিতেনই তবে বলিলেন না কেন? সুতরাং ভগবানই (অর্থাৎ আপনিই) আমাকে তাহা বলুন।

মন্তব্য

৬।১।৪। বাচাহরম্ভণম্ = বাচা + আরম্ভণম্। আনন্দগিরি বলেন 'বাচা' ষষ্ঠীস্থলে তৃতীয়া। বাচা = বাক্যদ্বারা; কিন্তু এস্থলে অর্থ "বাক্যের"।

৬।১।৫। লোহমণি = সুবর্ণপিণ্ড (শঙ্কর)। 'লোহ' শব্দ হইতেই 'লোহিত' শব্দ। এইজন্য কেহ কেহ বলেন 'লোহ' নামক ধাতু লোহিত বর্ণই হইবে, সুতরাং লোহ = তাম্র এবং লোহমণি = তাম্রময় অলঙ্কার। ডয়সন্ ইহার অনুবাদে 'copper button or ornament' ব্যবহার করিয়াছেন। (৬ষ্ঠ মন্তব্য দ্রষ্টব্য)।

৬।১।৬। নি + কৃৎ + অনট্ = নিকৃন্তন; ব্যাকরণের নিয়মানুসারে 'নিকৃন্তন' না হইয়া 'নিকর্ত্তন' হওয়া উচিত। কিন্তু প্রচলিত সংস্কৃত সাহিত্যেও এই প্রকার ব্যবহার রহিয়াছে (ভাগবত ৩ ৩০।২৭, ৬।২।৪৬)

'কার্ষ্ণায়স' শব্দ 'কৃষ্ণায়স্' শব্দ হইতে উৎপন্ন। কৃষ্ণায়স্ = কৃষ্ণ + অয়স্ = কৃষ্ণবর্ণ = অয়স্ = লৌহ। 'অয়স্' একটা ধাতু, কিন্তু ইহা কোন্ ধাতু তাহা বলা কঠিন। বাজসনেয়ি সংহিতাতে (১৮।১৩) এই ছয়টী ধাতুর নাম করা হইয়াছে—(১) হিরণ্য (২) অয়স্, (৩) শ্যাম, (৪) লোহ, (৫) সীস, (৬) ত্রপু। 'হিরণ্য' অর্থ স্বর্ণ; আমরা বর্ত্তমান সময়ে যাহাকে লৌহ বলি, তাহারই প্রাচীন নাম 'শ্যাম'। অথর্ব্ববেদে এই অর্থেই 'শ্যাম' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে (৯।৫।৪; ১১।৩।৭)। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ

অনেকে মনে করেন লোহ=তাম্র (৬।১৫ মন্তব্য দ্রষ্টব্য) এবং 'অয়স্' bronze নামক রক্তাভ মিশ্র-ধাতু। সাধারণতঃ লোকে মনে করে অয়স্=লৌহ। ঋগ্বেদে (১০৮৭২) অগ্নিকে 'অয়ো দ্রংষ্ট্র' বলা হইয়াছে। অন্য একস্থলে (১।৮৮।৫) অয়ো দংষ্টান্ শব্দের, ব্যবহার আছে; Macdonell এর মতে এ শব্দ অগ্নিরই বিশেষণ। অগ্নির জিহ্বাকে লক্ষ্য করিয়াই এই সমুদয় কথা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অগ্নির জিহ্বা বা শিখা অবশ্যই লৌহের মত নহে। একটী মন্ত্রে (৬।৭১।৪) সূর্য্যকে হিরণ্যপাণি ও অয়ো-হনু বলা হইয়াছে। 'অয়স্' এখানে অবশ্যই লৌহ নহে। ইহা এমন এক ধাতু যাহার বর্ণ সূর্য্যের মত। সায়ণের মতে অয়োহনুঃ =হিরণ্যহনুঃ। একস্থলে 'বান'কে অয়োমুখম্ বলা হইয়াছে (৬।৭৫।১৫); অপর এক স্থলে ব্যবহার করা হইয়াছে (১০।৯৯ ৬) 'অয়ো অগ্রয়া'। এই দুই স্থলে 'অয়স্' অর্থ যে 'লৌহ'ই করিতে হইবে তাহা নহে, ইহার অর্থ তাম্র বা bronzeও হইতে পারে।

শতপথ ব্রাহ্মণে 'অয়স্' ও লোহায়স্ এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করা হইয়াছে (৫।৪।১।২)। জৈমিনীয় উপনিষদ্ ব্রাহ্মণের মতে লোহায়স্ এবং কার্ষ্ণায়স্ বিভিন্ন ধাতু (৩।১৭।৩)। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও কৃষ্ণায়স্ ও লোহায়স্কে দুই ধাতু বলা হইয়াছে (৩,৬২ ৬।৫)। এই সমুদয় অংশ হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে এক সময়ে 'অয়স্' শব্দ "লৌহ" অর্থে ব্যবহৃত হইত না।

ষষ্ঠাধ্যায়ে দ্বিতীয় খণ্ড

সৎস্বরূপ হইতে তেজ, অপ্ ও অন্নের সৃষ্টি

১। "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং" তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং তস্মাদসতঃ সজ্জায়ত।

১। সৎ এব সৎস্বরূপই; সৎ 'অস্' ধাতু হইতে; 'অস্' ধাতুর অর্থ থাকা; যাহা আছে তাহাই "সৎ") সোম্য! ইদম্ (এই জগৎ) অগ্রে আসীৎ (ছিল) একম্ এব অদ্বিতীয়ম্। তৎ (ইহাকে, এবিষয়ে) হ একে (কেহ কেহ) আহুঃ (বলেন) অসৎ এব (অসৎই; যাহা নাই তাহার নাম 'অসৎ') ইদম্ অগ্রে আসীৎ একম্ এব অদ্বিতীয়ম্। তস্মাৎ অসতঃ (সেই অসৎ হইতে) সৎ (সত্তা) জায়ত (বৈদিক প্রয়োগ := অজায়ত = উৎপন্ন হইয়াছে)।

১। "হে সৌম্য! অগ্রে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সৎরূপে বর্ত্তমান ছিল। এবিষয়ে কেহ কেহ বলেন, অগ্রে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় অসৎরূপে বর্ত্তমান ছিল এবং সেই অসৎ হইতে সৎ উৎপন্ন হইয়াছে।"

২। কুতস্তু খলু সোম্যৈবং স্যাদিতি হোবাচ কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি, সত্ত্বেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।

৩। "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোঽসৃজত তত্তেজ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তদপোঽসৃজত। তস্মাদ্ যত্র ক্ব চ শোচতি স্বেদতে বা পুরুষস্তেজস এব তদধ্যাপো জায়ন্তে।

২। 'কুতঃ তু খলু (কি প্রকারে)? সোম্য! এবম্ (এই প্রকার) স্যাৎ (হইতে পারে)? ইতি। হ উবাচ (বলিলেন)। কথম্ (কি প্রকারে) অসতঃ সৎ জায়েত (উৎপন্ন হইতে পারে) ইতি। সৎ তু এব সোম্য! ইদম্ অগ্রে আসীৎ একম্ এব অদ্বিতীয়ম্ (১মঃ)।

৩। "তৎ" (সেই সৎ) ঐক্ষত (ঈক্ষ্, লুঙ; সঙ্কল্প করিয়াছিল)—"বহুস্যাম্ (বহু হই) প্রজায়েয় (প্র+জন্, বিধি ।১।১ উৎপন্ন হই)' ইতি। "তৎ" (সেই সৎ) তেজঃ (২।১) অসৃজত (সৃষ্টি করিল)। "তৎ" (সেই) তেজঃ ঐক্ষত 'বহু স্যাম্ প্রজায়েয় ইতি তৎ অপঃ (২।৩, জলকে) অসৃজত। তস্মাৎ (সেই জন্য) যত্র ক্ব চ (যে কোন স্থানে) শোচতি (শোক করে) স্বেদতে বা (ঘর্ম্মাক্ত হয়) পুরুষঃ, তেজসঃ এব (তেজ হইতেই) তৎ (সেই স্থলে) অধি (+জায়ন্তে) আপঃ (১।৩, জল) জায়ন্তে (অধি+ উৎপন্ন হয়)। পাঠান্তর—'ক্ব চ' স্থলে 'ক্ব চন'।

২। তিনি (ইহার পর আরও) বলিলেন "কিন্তু হে সোম্য! কেমন করিয়া ইহা হইতে পারে? কি প্রকারে অসৎ হইতে সৎ উৎপন্ন হইতে পারে? এই জগৎ অগ্রে এক অদ্বিতীয় সদ্রূপেই বর্ত্তমান ছিল।

৩। সেই সৎ স্বরূপ আলোচনা করিলেন (বা সঙ্কল্প করিলেন) আমি

৪। তা আপ ঐক্ষন্ত বহ্ব্যঃ স্যাম প্রজায়েমহীতি তা অন্নমসৃজন্ত তস্মাদ্ যত্র ক্ব চ বর্ষতি তদেব ভূয়িষ্ঠমন্নং ভবত্যদ্ভ্য এব তদধ্যন্নাদ্যং জায়তে।

৪। তাঃ আপঃ (সেই জল) ঐক্ষন্ত (ঈক্ষ লুঙ্ সঙ্কল্প করিল)—"বহ্ব্যঃ (বহু) স্যাম (হই) প্রজায়েমহি (প্র+জন; উৎপন্ন হই)' ইতি। তাঃ (সেই জল) অন্নম্ (২।১) অসৃজন্ত (সৃষ্টি করিল)। তস্মাৎ যত্র ক্ব চ বর্ষতি (বৃষ্টি পাত হয়), তৎ এব (তখনই) ভূয়িষ্ঠম্ (বহু+ইষ্ঠ, পাঃ ৬।৪ ১।৮;= বহু পরিমাণে) অন্নম্ ভবতি (হয়)। অদ্ভ্যঃ এব (জল হইতেই) তৎ (তখন) অধি (+জায়তে) অন্নাদ্যম্ (অন্নাদি) জায়তে (অধি+; উৎপন্ন হয়)।

বহু হই; আমি জন্মগ্রহণ করি। অনন্তর তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন। সেই তেজঃ সঙ্কল্প করিল "আমি বহু হই, আমি জন্ম-গ্রহণ করি।" অনন্তর সেই তেজ জল সৃষ্টি করিল। সেইজন্য পুরুষ যখন যে স্থলে শোকার্ত্ত বা ঘর্ম্মাক্ত হয়, সেই স্থলেই তেজ হইতে জল উৎপন্ন হয়।)

৪। সেইজল সঙ্কল্প করিল 'বহু হই, উৎপন্ন হই'। সেই জল অন্ন সৃষ্টি করিল। এই হেতু যেখানে যখন বৃষ্টিপাত হয়, সেই স্থলে বহু অন্ন উৎপন্ন হয়।

মন্তব্য

৬।২।৩। ঐক্ষত—ঈক্ষ্ ধাতু হইতে। দর্শন করা, চিন্তা করা, সঙ্কল্প করা ইত্যাদি বহু অর্থে এই ধাতু ব্যবহৃত হয়।

যত্র ক্ক চ—শঙ্করের মতে ইহার অর্থ দেশ এবং কাল উভয়ই হইতে পারে। "দেশে কালে বা"।

ষষ্ঠাধ্যায়ে তৃতীয় খণ্ড

আদিদেবত্রয়ের মিশ্রণে জগদুৎপত্তি

১। তেষাং খল্বেষাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্ত্যাণ্ডজং জীবজমুদ্ভিজ্জমিতি।

১। তেষাম্ খলু এষাম্ ভূতানাম্ (সেই এই ভূত সমূহের) ত্রীণি এব (তিন প্রকারই) বীজানি (কারণ) ভবন্তি (হয়)—আণ্ডজম্ (=অণ্ডজম্=অণ্ড হইতে উৎপন্ন; আণ্ড, বৈদিক -প্রয়োগ =অণ্ড), জীবজম্ (জীব হইতে উৎপন্ন) উদ্ভিজ্জম্ (উদ্ভিদ্ হইতে উৎপন্ন) ইতি।

১। সেই ভূত সমূহের উৎপত্তির তিনটী কারণ—(ইহারা) অণ্ডজ, জীবজ ও উদ্ভিজ্জ।

২। সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি।

৩। তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণীতি সেয়ং দেবতেমাস্তিস্রো দেবতা অনেনৈব জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ।

২। সা ইমম্ দেবতা (সেই এই দেবতা) ঐক্ষত (আলোচনা বা সঙ্কল্প করিলেন, ৬৷২৷৩ মন্তব্য) -'হন্ত (আচ্ছা বেশ) অহম্ (আমি) ইমাঃ তিস্রঃ দেবতাঃ (২৷৩ এই তিন দেবতাতে অর্থাৎ তেজ, জল ও অন্ন এই তিন দেবতাতে) অনেন জীবেন আত্মনা (এই জীবাত্মা দ্বারা ; এই জীবাত্মরূপে) অনুপ্রবিশ্য (অনুপ্রবেশ করিয়া) নামরূপে (নাম ও রূপকে (ব্যাকরবাণি (বি+আ +কৃ, লোট, ব্যাকৃত করি, ব্যক্ত করি) ইতি।

৩। তাসাম্ (সেই তিন দেবতার ত্রিবৃতম্ ত্রিবৃতম্ (ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ) একৈকাম্ (এক+একম্=প্রত্যেককে) করবাণি (করি) ইতি। সা ইয়ম্ দেবতা (সেই এই দেবতা) ইমাঃ তিস্রঃ দেবতাঃ (২৷৩ ; এই তিন দেবতাতে) অনেন জীবেন আত্মনা অনুপবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ (বি+আ+অকরোৎ=ব্যক্ত করিলেন) (২য় মঃদ্রঃ)।

২। সেই সৎস্বরূপ দেবতা সঙ্কল্প করিলেন—"আচ্ছা, আমি এই জীবাত্মরূপে এই তিন দেবতাতে (অর্থাৎ তেজ, জল ও অন্ননামক দেবতাতে) অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ ব্যক্ত করি।

৩। "আমি এই তিন দেবতাকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করি।"

৪। তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকামকরোদ্ যথা তু খলু সোম্যেমাস্তিস্রো দেবতাস্ত্রিবৃত্রিবৃদেকৈকা ভবতি তন্মে বিজানীহীতি।

৪। তাসাম্ ত্রিবৃতম্ ত্রিবৃতম্ একৈকাম্ অকরোৎ। যথা (যে প্রকারে) তু খলু সোম্য! ইমাঃ তিস্রঃ দেবতাঃ ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ এক+একা ভবতি, তৎ (তাহা) মে (৫মী, আমার নিকটে) বিজানীহি (অবগত হও) ইতি। (৩য় মঃ দ্রঃ)।

অনন্তর তিনি জীবাত্মরূপে এই সমুদয় দেবতার অভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ ব্যক্ত করিলেন।

৪। সেই সৎস্বরূপা দেবতা তাহাদিগের প্রত্যেককে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করিয়াছিলেন। হে সোম্য! এই তিন দেবতা প্রত্যেকে কি প্রকারে ত্রিবৃৎ হইয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট অবগত হও।

মন্তব্য

৬।৩।১। 'উদ্ভিজ্জম্' শব্দের অনেক অর্থ করা হইয়াছে (১) উদ্ভিদ্ অর্থাৎ বৃক্ষাদি হইতে জাত (২) 'উদ্ভিদ্' অর্থ বীজ বা অঙ্কুর; বীজ বা অঙ্কুর হইতে যাহা জাত তাহাই উদ্ভিজ্জ।

৬।৩.৩ ত্রিবৃৎকরণের অর্থ এই—

তেজঃ, জল ও পৃথিবী এই তিনটী ভূত। তেজঃ যে কেবল

বিশুদ্ধ তেজঃ, তাহা নহে, ইহাতে জল ও পৃথিবী এতদুভয়ের অংশও আছে। তবে তেজে তেজের অংশই বেশী। এইরূপ জলে, তেজঃ ও পৃথিবীর অংশও আছে। অমোদের দেশের দার্শনিকগণ বলেন—

তেজঃ = $\frac{1}{2}$ ভাগ তেজঃ + $\frac{1}{4}$ ভাগ জল + $\frac{1}{4}$ ভাগ পৃথিবী।

জল = $\frac{1}{2}$ ভাগ জল + $\frac{1}{4}$ ভাগ তেজঃ + $\frac{1}{4}$ ভাগ পৃথিবী।

পৃথিবী = $\frac{1}{2}$ ভাগ পৃথিবী + $\frac{1}{4}$ ভাগ তেজঃ + $\frac{1}{4}$ ভাগ জল।

ষষ্ঠাধ্যায়ে চতুর্থ খণ্ড

অগ্নি সূর্য্যাদি সমুদায় বস্তুতে আদি দেবত্রয়ের অবস্থিতি

১। যদগ্নে রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্যাপাগাদগ্নেরগ্নিত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্।"

১। যৎ (যে) অগ্নেঃ (অগ্নির) রোহিতম্ (লোহিত) রূপম্, তেজসঃ (তেজের) তৎ রূপম্ (সেইরূপ)। যৎ শুক্লম্, তৎ অপাম্ (৬।৩, জলের)। যৎ কৃষ্ণম্, তৎ অন্নস্য (অন্নের)। অপ + অগাৎ (চলিয়া গেল ; অগাৎ—'ই' লুঙ্) অগ্নেঃ (অগ্নি হইতে) অগ্নিত্বম্। বাচা-রম্ভণম্ বিকারঃ নামধেয়ম্) (৬।১।৪ টীকা)। ত্রীণি রূপাণি (তিনটী রূপ) ইতি এব সত্যম্।

১। অগ্নির যে লোহিতরূপ তাহা তেজের রূপ; আর যে

২। যদাদিত্যস্য রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্যাপাগাদাদিত্যাদাদিত্যত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্।

২। যৎ আদিত্যস্য (আদিত্যের) রোহিতম্ রূপম্, তেজসঃ তৎ রূপম্; যৎ শুক্লম্, তৎ অপাম্; যৎ কৃষ্ণম্, তৎ অন্নস্য। অপাগাৎ আদিত্যাৎ (আদিত্য হইতে) আদিত্যত্বম্। বাচারম্ভণম্ বিকারঃ নামধেয়ম্ (৬৷১৷৪)। ত্রীণি রূপাণি ইতি এব সত্যম্ (১মঃ দ্রঃ)।

শুক্লরূপ তাহা জলের রূপ এবং ইহার যে কৃষ্ণরূপ তাহা অন্নের রূপ। সুতরাং অগ্নি হইতে অগ্নিত্ব চলিয়া গেল। যাহা বিকার, তাহা শব্দাত্মক, নামমাত্র; এই যে তিনটী রূপ, ইহাই কেবল সত্য।

২। আদিত্যের যে লোহিতরূপ, তাহা তেজের রূপ, আর যে শুক্লরূপ, তাহা জলের রূপ (এবং ইহার) যে কৃষ্ণরূপ তাহা অন্নের রূপ। সুতরাং আদিত্য হইতে আদিত্যত্ব চলিয়া গেল। বিকার কেবল শব্দাত্মক, নামমাত্র; এই যে তিনটী রূপ, ইহাই সত্য।

৩। যচ্চন্দ্রমসো রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্যাপাগাচ্চন্দ্রাচ্চন্দ্রত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্।

৪। যদ্বিদ্যুতো রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্যাপাগাদ্বিদ্যুতোবিদ্যুত্ত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্।

৩। যৎ চন্দ্রমসঃ (চন্দ্রের) রোহিতম্ রূপম্, তেজসঃ তৎ রূপম্; যৎ শুক্লম্, তৎ অপাম্; যৎ কৃষ্ণম্ তৎ অন্নস্য। অপাগাৎ চন্দ্রাৎ (চন্দ্র হইতে) চন্দ্রত্বম্। বাচারম্ভণম্ বিকারঃ নামধেয়ম্; ত্রীণি রূপাণি ইতি এব সত্যম্ (১ম মঃ)।

৪। যৎ বিদ্যুতঃ (বিদ্যুতের) রোহিতম্ রূপম্, তেজসঃ তৎ রূপম্; যৎ শুক্লম্, তৎ অপাম্; যৎ কৃষ্ণম্ তৎ অন্নস্য। অপাগাৎ বিদ্যুতঃ, (বিদ্যুত হইতে) বিদ্যুত্ত্বম্ (বিদ্যুত্ত্ব = বিদ্যুতের ভাব)। বাচা-রম্ভণম্ বিকারঃ নামধেয়ম্; ত্রীণি রূপাণি ইতি এব সত্যম্। ১ম দ্রঃ।

৩। চন্দ্রের যে লোহিতরূপ, তাহা তেজের রূপ, আর যে শুক্লরূপ তাহা জলের রূপ এবং ইহার যে কৃষ্ণরূপ, তাহা অন্নের রূপ। সুতরাং চন্দ্র হইতে চন্দ্রত্ব অপগত হইল। বিকার কেবল শব্দাত্মক, নামমাত্র; এই যে তিনটী রূপ ইহাই সত্য।

৪। বিদ্যুতের যে লোহিতরূপ তাহা তেজের রূপ, আর

৫। এতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বাংস আহুঃ পূর্ব্বে মহাশালা মহাশ্রোত্রিয়া ন নোঽদ্য কশ্চনাশ্রুতমমতমবিজ্ঞাতমুদাহরিষ্যতীতি হ্যেভ্যো বিদাঞ্চক্রুঃ।

৫। এতৎ হ (এই) স্ম বৈ তৎ+বিদ্বাংসঃ (তাহার জ্ঞাতা সকল) আহুঃ (বলিয়াছিলেন) পূর্ব্বে (পূর্ব্বকালের) মহাশালাঃ মহাশ্রোত্রিয়াঃ (৫।১১।১ টীঃ) 'ন (না) নঃ (আমাদিগের বা আমাদিগকে) অদ্য কঃ+চন (কোন ব্যক্তি) অশ্রুতম্ অমতম্, অবিজ্ঞাতম্ (৬।১।২,৩) উদাহরিষ্যতি (উৎ+আ+হৃ বলিবেন)' ইতি। হি এভ্যঃ (এই সমুদয় অর্থাৎ লোহিতাদি রূপ হইতে) বিদাঞ্চক্রুঃ (অবগত হইয়াছিলেন)।

যে শুক্লরূপ তাহা জলের রূপ, (এবং ইহার) যে কৃষ্ণরূপ তাহা অন্নের। সুতরাং বিদ্যুৎ হইতে বিদ্যুত্ত্ব চলিয়া গেল। বিকার বাক্যমূলক, কেবল একটী নাম; এই যে তিনটী রূপ, ইহাই 'কেবল' সত্য।

৫। ইহা অবগত হইয়াই পূর্ব্বতন মহাগৃহস্থ ও মহাশ্রোত্রিয়গণ বলিয়াছিলেন—"অদ্য হইতে কোন ব্যক্তি আমাদিগকে এমন কোন বিষয় বলিতে পারিবেনা, যাহা আমরা শ্রবণ করি নাই, মনন করি নাই, বা জ্ঞাত হই নাই।" (তাঁহারা এইরূপ বলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।) তাহার কারণ এই:—এই সমুদয় হইতেই (অর্থাৎ

৬। যদু রোহিতমিবাভূদিতি তেজসস্তদ্রূপমিতি তদ্বিদাঞ্চক্রুর্যদু শুক্লমিবাভূদিত্যপাং রূপমিতি তদ্বিদাঞ্চক্রুর্যদু কৃষ্ণমিবাভূদিত্যন্নস্য রূপমিতি তদ্বিদাঞ্চক্রুঃ।

৬। যৎ (যাহা) উ রোহিতম্ ইব (লোহিতের ন্যায়) অভূৎ (ছিল) ইতি, তেজসঃ (তেজের) তৎ রূপম্ (সেইরূপ) ইতি, তৎ বিদাঞ্চক্রুঃ (জানিয়াছিলেন); যৎ উ শুক্লম্ ইব (শুক্লের ন্যায়) অভূৎ ইতি, অপাম্ রূপম্ (জলের রূপ) ইতি, তৎ বিদাঞ্চক্রুঃ; যৎ উ কৃষ্ণম্ ইব (কৃষ্ণের ন্যায়) অভূৎ ইতি, অন্নস্য (অন্নের) রূপম্ ইতি তৎ বিদাঞ্চক্রুঃ।

লোহিতাদির জ্ঞান হইতেই) তাঁহারা (সমুদয়) অবগত হইয়াছিলেন (অর্থাৎ লোহিতাদিই সত্য আর সমুদয় লেহিতাদির বিকার; সুতরাং লোহিতাদি জানিলেই আর সমুদয় জানা যায়)

৬। যাহা লোহিতের ন্যায় মনে হইত (অর্থাৎ লোকে যাহাকে লোহিত বলিয়া মনে করিত) তাহা তাঁহারা তেজের রূপ বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, যাহা শুক্লের ন্যায় মনে হইত, তাহা তাঁহারা জলের রূপ বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, যাহা কৃষ্ণের ন্যায় বলিয়া মনে হইত, তাহাকে অন্নের রূপ বলিয়া বুঝিয়াছিলেন।

৭। যদ্ববিজ্ঞাতমিবাভূদিত্যেতাসামেব দেবতানাং সমাস ইতি তদ্বিদাঞ্চক্রুর্যথা তু খলু সোম্যেমাস্তিস্রো দেবতাঃ পুরুষং প্রাপ্য ত্রিবৃত্ত্রিবৃদেকৈকা ভবতি তন্মে বিজানীহীতি।

৭। যৎ উ (যাহা) অবিজ্ঞাতম্ ইব (অবিজ্ঞাতের ন্যায়) অভূৎ (ছিল), ইতি এতাসাম্ এব দেবতানাম্ (এই দেবতা-দিগেরই) সমাসঃ (সম্+অস্+ঘঞ্ সংযোগ, সমষ্টি) ইতি, তৎ বিদাঞ্চক্রুঃ। যথা খলু তু সোম্য! ইমাঃ তিস্রঃ দেবতাঃ পুরুষম্ প্রাপ্য (পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া) ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ একৈকা ভবতি (হয়), তৎ মে বিজানীহি (৬।৩।৪ দ্রঃ)।

৭। "যাহা অবিজ্ঞাত বলিয়া মনে হইত, তাহা এই দেবতাদিগেরই (অর্থাৎ তেজ, অপ ও অন্নেরই) সংযোগ"—তাঁহারা এইরূপ বুঝিয়াছিলেন। হে সৌম্য! এই তিন দেবতা পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যেকে যেরূপ ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ হইয়া থাকে, তাহা আমার নিকট অবগত হও।

ষষ্ঠাধ্যায়ে পঞ্চম খণ্ড

আদি দেবত্রয় হইতে শরীর, মন, প্রাণ ও বাকের উৎপত্তি

১। অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তৎ-পুরীষং ভবতি যো মধ্যমস্তন্মাংসং যোঽণিষ্ঠস্তন্মনঃ।

১। অন্নম্ অশিতম্ (অশ্; ভুক্ত হইলে) ত্রেধা (তিন প্রকারে) বিধীয়তে (বিভক্ত হয়); তস্য (তাহার) যঃ (যাহা) স্থবিষ্ঠঃ (স্থূল+ইষ্ট; স্থূলতম) ধাতুঃ (অংশ), তৎ (তাহা) পুরীষম্ ভবতি; যঃ মধ্যমঃ, তৎ মাংসম্; যঃ অণিষ্ঠঃ (অণু+ইষ্ঠঃ; সূক্ষ্মতম) তৎ মনঃ।

১। অন্ন ভুক্ত হইয়া ত্রেধা বিভক্ত হয়; সেই অন্নের যাহা স্থূলতম অংশ, তাহা পুরীষ হয়; যাহা মধ্যম ভাগ তাহা মাংস; এবং যাহা সূক্ষ্মতম অংশ তাহা মন হয়।

২। আপঃ পীতাস্ত্রেধা বিধীয়ন্তে তাসাং যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তন্মূত্রং ভবতি যো মধ্যমস্তল্লোহিতং যোঽণিষ্ঠঃ স প্রাণঃ।

৩। তোজাঽশিতং ত্রেধা বিধীয়তে স্তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তদস্থি ভবতি যো মধ্যমঃ স মজ্জা যোঽণিষ্ঠঃ সা বাক্।

২। আপঃ (১।৩, জল) পীতাঃ (পীত হইয়া) ত্রেধা বিধীয়ন্তে (বিভক্ত হয়); তাসাম্ (৬।৩, সেই জলের) যঃ স্থবিষ্ঠঃ ধাতুঃ, তৎ মূত্রম্ ভবতি; যঃ মধ্যমঃ, তৎ লোহিতম্ (রক্ত); যঃ অণিষ্ঠঃ, সঃ প্রাণঃ (১দ্রঃ)।

৩। তেজঃ (ঘৃতাদি তেজস্কর পদার্থ) অশিতম্ (ভুক্ত হইয়া) ত্রেধা বিধীয়তে। তস্য যঃ স্থবিষ্ঠঃ ধাতুঃ, তৎ অস্থি ভবতি; যঃ মধ্যমঃ, সঃ মজ্জা; যঃ অনিষ্ঠ, সা বাক্ (১দ্রঃ)।

২। জল পীত হইয়া ত্রেধা বিভক্ত হয়। সেই জলের যাহা স্থূলতম অংশ তাহা মূত্র হয়; যাহা মধ্যম অংশ তাহা রক্ত এবং যাহা সূক্ষ্মতম অংশ তাহা প্রাণ হয়।

৩। তেজ (অর্থাৎ ঘৃতাদি তেজস্কর পদার্থ) ভুক্ত হইয়া ত্রিধা বিভক্ত হয়; তাহার যাহা স্থূলতম অংশ, তাহা অস্থি হয়; যাহা মধ্যম অংশ তাহা মজ্জা এবং যাহা সূক্ষ্মতম অংশ তাহা বাক্ হয়।

৪। অন্নময়ং হি সোম্য মন আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাগিতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ।

৪। অন্নময়ম্ হি সোম্য! মনঃ; আপোময়ঃ (প্রাচীন প্রয়োগ অম্ময়ঃ=জলময়) প্রাণঃ তেজোময়ী বাক্ ইতি। ভূয়ঃ এব মা (আমাকে) ভগবান্ (১।১) বিজ্ঞাপয়তু (বিজ্ঞাপন করুন) ইতি। 'তথা (সেই প্রকার হউক) সোম্য!' ইতি হ উবাচ (১দ্রঃ)

৪। হে সোম্য! মন অন্নময়, প্রাণ জলময় এবং বাক্ তেজময়ী। শ্বেতকেতু বলিলেন—'ভগবান্ পুনশ্চ আমাকে বুঝাইয়া দিন।' পিতা বলিলেন—'হে সোম্য! তাহাই (হউক)।

ষষ্ঠাধ্যায়ে ষষ্ঠ খণ্ড

আদি দেবত্রয় হইতে মন, প্রাণ ও বাকের উৎপত্তি
(পুনরুক্তি)

১। দধ্নঃ সোম্য মথ্যমানস্য যোঽণিমা স ঊর্ধ্বঃ সমুদীষতি তৎ সর্পির্ভবতি।

২। এবমেব খলু সোম্যান্নস্যাশ্যমানস্য যোঽণিমা স ঊর্ধ্বঃ সমুদীষতি তন্মনো ভবতি।

১। দধ্নঃ (দধির) সোম্য! মথ্যমানস্য (যাহা মন্থন করা হইয়াছে তাহার) যঃ (যাহা) অণিমা (অণু+ইমন্; সূক্ষ্মতম অংশ) সঃ ঊর্দ্ধ্বঃ (ঊর্দ্ধ্বদিকে) সমুদীষতি (সম্+উৎ+ঈষ্; উত্থিত হয়); তৎ (তাহা) সর্পিঃ (নবনীত) ভবতি (হয়)।

২। এবম্ এব (এই রূপই) খলু সোম্য! অন্নস্য অশ্যমানস্য (ভুক্ত অন্নের) যঃ অণিমা, সঃ ঊর্দ্ধ্বঃ সমুদীষতি; তৎ মনঃ ভবতি (১ দ্রঃ)।

১। দধি মন্থন করা হইলে তাহার যে সূক্ষ্মতম অংশ ঊর্দ্ধ্বে উত্থিত হয়, তাহা নবনীত হয়।

২। হে সৌম্য! এই রূপ ভুক্ত অন্নের যাহা সূক্ষ্মতম অংশ, তাহা ঊর্দ্ধ্বে উত্থিত হয় এবং তাহা মনো (রূপে পরিণত) হয়।

৩। অপাং সোম্য পীয়মানানাং যোঽণিমা স ঊর্দ্ধ সমুদীষতি স প্রাণো ভবতি।

৪। তেজসঃ সোম্যাশ্যমানস্থ যোঽণিমা স ঊর্দ্ধঃ সমুদীষতি সা বাগ্ ভবতি।

৩। অপাম্ (৬৷৩, জলের) সোম্য! পীয়মানানাম্ (যাহা পান করা হয়, তাহার, ৬৷৩), যঃ অণিমা, সঃ ঊর্দ্ধঃ সমুদীষতি; সঃ প্রাণঃ ভবতি। (১ মঃ)

৪। তেজসঃ (তেজের) সোম্য! অশ্যমানস্থ (+তেজসঃ (ভুক্ত তেজের যঃ অণিমা, সঃ ঊর্দ্ধঃ সমুদীষতি সা (তাহা) বাক্ ভবতি (১দ্রঃ)।

৩। হে সৌম্য! যে জল পান করা হয়, তাহার সূক্ষ্মতম অংশ ঊর্দ্ধগামী হয় এবং তাহা প্রাণ (রূপে পরিণত) হয়।

৪। হে সৌম্য! তেজস্কর বস্তু ভুক্ত হইলে তাহার যে সূক্ষ্মতম অংশ, তাহা ঊর্দ্ধে উত্থিত হয় এবং তাহা বাক্ (রূপে পরিণত) হয়।

৫। অন্নময়ংহি সোম্য মন আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাগিতি ভূয় এব মা ভগবান্‌বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ।

৫। অন্নময়ম্ হি সোম্য! মনঃ, আপোময়ঃ প্রাণঃ, তেজোময়ী বাক্ ইতি।

ভূয়ঃ এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু ইতি। 'তথা সোম্য!' ইতি হ উবাচ (৬।৫।৪ দ্রঃ)

পাঠান্তর—সর্ব্বত্র 'সোম্য' স্থলে সৌম্য'।

৫। হে সৌম্য! মন অন্নময়, প্রাণ জলময় এবং বাক্ তেজোময়ী। শ্বেতকেতু বলিলেন—"ভগবান্ পুনশ্চ আমাকে বুঝাইয়া দিন।" পিতা বলিলেন "তাহাই হউক"।

মন্তব্য

'অণিমা' শব্দের প্রচলিত অর্থ অণুর ভাব অর্থাৎ অণুত্ব। প্রাচীনকালে 'অণুতম্ অংশ' অর্থেও ইহা ব্যবহৃত হইত।

ষষ্ঠাধ্যায়ে সপ্তম খণ্ড

শ্বেতকেতুর অনশন ও পুনর্ভোজন দ্বারা উক্ত তত্ত্বের স্পষ্টীকরণ

১। ষোড়শকলঃ সোম্য পুরুষঃ পঞ্চদশাহানি মাশীঃ কামমপঃ পিবাপোময়ঃ প্রাণো নপিবতো বিচ্ছেৎস্যত ইতি।

১। ষোড়শকলঃ (১৬ কলা যাহার) সোম্য! পুরুষঃ। পঞ্চদশ+অহানি (২৩, ১৫ দিন পাঃ ২।৩।৫;) মা (না) অশীঃ (অশ্ লুঙ্=অ+অশীঃ=আশীঃ, মা যোগে 'অ' লোপ ভোজন করিও)। কামম্ (যথেচ্ছ) অপঃ (২।৩, জল) পিব (পানকর)। আপোময়ঃ (প্রাচীন প্রয়োগ=অম্ময়=জলময়) প্রাণঃ। ন (না) পিবতঃ (পানকারীর) বিচ্ছেৎস্যতে বি+ছিদ্ লৃট; বিচ্ছেদ হয় না)।

পাঠান্তর—এইখণ্ডে সর্ব্বত্র 'সোম্য' স্থলে 'সৌম্য'

১। হে সোম্য! পুরুষ ষোড়শকলা যুক্ত। পঞ্চদশ দিন ভোজন করিও না কিন্তু যথেচ্ছ জল পান করিও। প্রাণ অম্ময়, জল পান করিলে প্রাণ বিয়োগ হইবে না (কিংবা জল পান না করিলে প্রাণ বিয়োগ হইবে)।

২। স হ পঞ্চদশাহানি নাশাথ হৈনমুপসসাদ কিং ব্রবীমি ভো ইত্যৃচঃ সোম্য যজূংষি সামানীতি স হোবাচ ন বৈ মা প্রতিভান্তি ভো ইতি।

২। সঃ (সে) হ পঞ্চদশ+অহানি ন আশ (অশ; লিট্ (ভোজন করিল)। অথ হ এনম্ (২।১, ইহার নিকট) উপসসাদ (উপ+সদ্ লিট; গমন করিল)। 'কিম্ (কি) ব্রবীমি (বলিব) ভোঃ!' ইতি। ঋচঃ (ঋঙ্‌মন্ত্র সমূহকে) সোম্য যজূংষি (যজুর্মন্ত্র সমূহকে) সামানি (সামমন্ত্র সমূহকে) ইতি। সঃ হ উবাচ (বলিল) —'ন (না) বৈ মা (আমার নিকট) প্রতিভান্তি (প্রতিভাত হইতেছে) ভোঃ' ইতি। পাঠান্তর—'স হোবাচ' পরিত্যক্ত হইয়াছে।

২। শ্বেতকেতু পঞ্চদশ দিন ভোজন করিলেন না। অনন্তর পিতার নিকট গমন করিলেন। (তাঁহাকে বলিলেন)—"পিতঃ! কি বলিব?" পিতা বলিলেন "হে সৌম্য! ঋক্, যজু, ও সাম মন্ত্র (বল)" শ্বেতকেতু বলিলেন—এ সমুদয় আমার নিকট প্রতিভাত হইতেছে না।

৩। তং হোবাচ যথা সোম্য মহতোঽভ্যাহিতস্যৈকোঽঙ্গারঃ খদ্যোতমাত্রঃ পরিশিষ্টঃ স্যাত্তেন ততোঽপি ন বহু দহেদেবং সোম্য তে ষোড়শানাং কলানামেকা কলাতিশিষ্টা স্যাত্তয়ৈতর্হি বেদান্নানুভবস্যশানাথ মে বিজ্ঞাস্যসীতি।

৩। তম্ (তাহাকে) হ উবাচ (বলিলেন) যথা (যেমন), সোম্য! মহতঃ অভ্যাহিতস্য (মহান প্রজ্বলিত অগ্নির; অভ্যাহিত= অভি+ধা+ক্ত=ইন্ধনাদি দ্বারা পরিবর্দ্ধিত) একঃ অঙ্গারঃ খদ্যোতমাত্রঃ (খদ্যোতপরিমিত; পরিমাণ অর্থে মাত্রচ্ পাঃ ৫।২।৩৭; খ= আকাশ। আকাশে দ্যুতি প্রদান করে এই জন্য জোনাকি পোকার নাম খদ্যোত) পরিশিষ্টঃ (অবশিষ্ট) স্যাৎ (থাকে); তেন (তাহা দ্বারা) ততঃ অপি (তাহা অপেক্ষা ও) ন (না) বহু দহেৎ (দগ্ধ করে), এবম্ (এইপ্রকার) সোম্য! তে (তোমার) ষোড়শানাম্ কলানাম্ (১৬কলার) একা কলা (১ কলা) অতিশিষ্টা (অবশিষ্ট) স্যাৎ (ছিল); তয়া (তাহা দ্বারা) এতর্হি (ইদম্+র্হিল্, পাঃ ৫।৩ ১৬,৪ =এখন) বেদান্ (বেদসমূহ) ন অনুভবসি (বুঝিতে পারিতেছ)। অশান (অশ্ লোট; ভোজন কর)। অথ মে (আমার কথা) বিজ্ঞাস্যসি (বিশেষ ভাবে বুঝিতে পারিবে) ইতি।

৩। পিতা তাহাকে বলিলেন "হে সৌম্য! যদি প্রভূত পরিমাণ প্রজ্বলিত অগ্নির খদ্যোৎপরিমাণ একখণ্ড অঙ্গার অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে তাহার দ্বারা তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ কোন বস্তু দগ্ধ করা যায় না; হে সৌম্য! তেমনি তোমার ষোড়শ কলার একটী মাত্র কলা অবশিষ্ট ছিল, তাহা দ্বারা বেদ সমূহ বুঝিতে পারিতেছ না। (এখন) ভোজন কর। অনন্তর আমার কথা বিশেষভাবে বুঝিতে পারিবে।

৪। স হাশাথ হৈনমুপসসাদ তংহ যৎ কিংচ পপ্রচ্ছ সর্ব্বংহ প্রতিপেদে।

৫। তং হোবাচ যথা সোম্য মহতোঽভ্যাহিতস্যৈকমঙ্গারং খদ্যোতমাত্রং পরিশিষ্টং তং তৃণৈরুপসমাধায় প্রাজ্বলয়েত্তেন ততোঽপি বহু দহেৎ।

৬। এবং সোম্য তে ষোড়শানাং কলানামেকা কলাতি-শিষ্টাভূৎ সাঽন্নেনোপসমাহিতা প্রাজ্বালী ত্তয়ৈ তর্হি বেদানন্নু-ভবস্যন্নময়ংহি সোম্য মন আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাগিতি তদ্ধাস্য বিজজ্ঞাবিতি বিজজ্ঞাবিতি।

৪। সঃ হ আশ(অশ্ লিট; ভোজন করিল)। অথ হ এনম্ উপসসাদ (২ মঃ)। তম্ হ (তাহাকে) যৎ কিম্ চ (২।১, যাহা কিছু) পপ্রচ্ছ (জিজ্ঞাসা করিলেন), সর্ব্বম্ হ (সমুদয়ই) প্রতিপেদে (প্রতি+পদ্ লিট=বুঝিলেন)।

৫,৬। তম্ হ (তাহাকে) উবাচ—"যথা, সোম্য! মহতঃ অভ্যাহিতস্য একম্ অঙ্গারম্ খদ্যোতমাত্রম্ পরিশিষ্টম্ (২।১,

৪। শ্বেতকেতু ভোজন করিল এবং তৎপর পিতার নিকট গমন করিল। পিতা তাহাকে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন—সে তৎসমুদয়েই প্রতিপত্তি দেখাইল।

৫,৬। পিতা বলিলেন—"যদি প্রভূত পরিমাণ প্রজ্বলিত অগ্নির খদ্যোতপরিমিত একখণ্ড অঙ্গার অবশিষ্ট থাকে এবং সেই অঙ্গারকে যদি

৩ মন্ত্রটী) তম্ (সেই অঙ্গারকে) তৃণৈঃ (তৃণ দ্বারা) উপসমাধায় (উপ+সম্+আ+ধা ; উপচিত করিলে) প্রজ্বালয়েৎ (প্রজ্বলিত হয়), তেন ততঃ অপি বহু দহেৎ এবম্, সোম্য ! তে ষোড়শানাম্ কলানাম্ একা কলা অতিশিষ্টা অভূৎ (ছিল) (৩য়মঃ), সা (সেই কলা) অন্নেন (অন্ন দ্বারা) উপসমাহিতা (বর্দ্ধিত হইয়া) প্রাজ্বালী (বৈদিক প্রয়োগ ; =প্রাজ্বালি =প্র+জ্বল্ লুঙ্ কর্ম্ম বাচ্য), তয়া এতর্হি বেদান্ অনুভবসি—(৩মঃ)। অন্নময়ম্ হি সোম্য ! মনঃ আপোময়ঃ প্রাণঃ তেজোময়ী বাক্' ইতি (৬৷৫৷৪ দ্রঃ)।

তৎ (এই বাক্যকে) হ অস্য (পিতার নিকট) বিজজ্ঞৌ (বি+জ্ঞা লিট=বুঝিয়াছিল) ইতি, বিজজ্ঞৌ ইতি (দ্বিরুক্তি)।

পাঠান্তর—'প্রাজ্বালী' স্থলে প্রাজ্বালীৎ।

তৃণ দ্বারা প্রজ্বলিত করা হয়, তাহা হইলে তাহা দ্বারা তদপেক্ষাও অধিক পরিমাণ বস্তু দহন করা যায়। তেমনি হে সৌম্য ! তোমার ষোড়শ কলার এক কলা মাত্র অবশিষ্ট ছিল ; তাহা অন্নদ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া প্রজ্বলিত হইয়াছে। তাহা দ্বারাই তুমি বেদ বুঝিতে পারিতেছ। হে সোম্য ! মন অন্নময়, প্রাণ জলময়, এবং বাক্ তেজোময়ী।

৫, ৬। (তখন শ্বেতকেতু) পিতার উপদেশ বুঝিয়া ছিল।

ষষ্ঠাধ্যায়ে অষ্টম খণ্ড

সুষুপ্তি ও পান ভোজনের দৃষ্টান্ত দ্বারা তৎত্বমসি বাক্যের ব্যাখ্যা

১। উদ্দালকো হারুণিঃ শ্বেতকেতুং পুত্রমুবাচ স্বপ্নান্তং মে সোম্য বিজানীহীতি যত্রৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি স্বমপীতো ভবতি তস্মাদেনং স্বপিতীত্যাচক্ষতে স্বং হ্যপীতো ভবতি।

১। উদ্দালকঃ হ আরুণিঃ (অরুণের পুত্র উদ্দালক) শ্বেতকেতুম্ পুত্রম্ (২।১) উবাচ :—

'স্বপ্নান্তম্ (সুষুপ্তি-তত্ত্বকে ; স্বপ্ন = নিদ্রা ; স্বপ্নান্ত = স্বপ্নের মধ্য অর্থাৎ সুষুপ্তি) মে (আমার নিকট) সোম্য ! বিজানীহি (অবগত হও) ইতি—'যত্র (যে সময়ে) এতৎ + পুরুষঃ (এই পুরুষ) স্বপিতি (সুষুপ্ত হয়) নাম (বাক্যালঙ্কারে) সতা (সৎ, ৩।১ ; সৎ স্বরূপ দ্বারা সোম্য ! তদা (সেই সময়ে) সম্পন্নঃ (সম্মিলিত) ভবতি (হয়), স্বম্ (স্ব, ২।১ ; আপনাকে ; আত্মস্বরূপকে) অপীতঃ (অপি + ই + ক্ত = প্রাপ্ত) ভবতি। তস্মাৎ (সেইজন্য) এনম্ (ইহাকে) 'স্বপিতি' ইতি আচক্ষতে (ইহা বলা হয়); স্বম্ হি অপীতঃ ভবতি।

১। উদ্দালক আরুণি, পুত্র শ্বেতকেতুকে বলিলেন—হে সৌম্য ! আমার নিকট সুষুপ্তিতত্ত্ব অবগত হও। যখন এই পুরুষ নিদ্রিত হয়, হে সৌম্য ! তখন সে সৎস্বরূপের সহিত সম্মিলিত হয়। (সেই সময়ে) সে স্বীয় রূপ (স্বম্ রূপম্) প্রাপ্ত হয় (অপীতঃ) এই জন্য বলা হয়, এই পুরুষ সুপ্তি প্রাপ্ত হইয়াছে (স্বপিতি = নিদ্রা যাইতেছে) —(কারণ তখন) সে স্ব-রূপ প্রাপ্ত হয়।

২। স যথা শকুনিঃ সূত্রেণ প্রবদ্ধো দিশং দিশং পতিত্বান্য-ত্রায়তনমলব্ধ্বা বন্ধনমেবোপশ্রয়ত এবমেব খলু সোম্য তন্মনো দিশং দিশং পতিত্বান্যত্রায়তনমলব্ধ্বা প্রাণমেবোপশ্রয়তে প্রাণ-বন্ধনং হি সোম্য মন ইতি।

২। সঃ যথা (যেমন) শকুনিঃ (পক্ষী) সূত্রেণ (সূত্রদ্বারা) প্রবদ্ধঃ (আবদ্ধ হইয়া) দিশম্ দিশম্ (সর্ব্বদিকে) পতিত্বা (উড়িয়া) অন্যত্র আয়তনম্ (আশ্রয়কে) অলব্ধা (প্রাপ্ত না হইয়া) বন্ধনম্ এব (বন্ধনকেই) উপশ্রয়তে উপ+শ্রি, লটতে=আশ্রয় করে; (এবম্ এব (এইপ্রকারই) খলু সোম্য! তৎ মনঃ (এই মন, জীবাত্মা) দিশম্ দিশম্ পতিত্বা অন্যত্র আয়তনম্ অলব্ধ্বা প্রাণম্ এব উপশ্রয়তে। প্রাণবন্ধনম্ (প্রাণের সহিত বন্ধন যাহার) হি সোম্য! মনঃ” ইতি।—“সঃ যথা” —৪।১৬।১ মন্তব্য দ্রঃ। পাঠান্তর—‘উপশ্রয়তে’ স্থলে ‘উপাশ্রয়তে’

২। সূত্র দ্বারা আবদ্ধ পক্ষী যেমন চারিদিকে উড়িয়া বেড়ায় কিন্তু অন্যত্র আশ্রয় না পাইয়া সেই বন্ধন স্থানকেই আশ্রয় করে; তেমনি এই মন চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিয়া যখন অন্যত্র আশ্রয় না পায়, তখন প্রাণকেই অবলম্বন করিয়া থাকে। হে সোম্য! মন প্রাণেই আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

৩। অশনাপিপাসে মে সোম্য বিজানীহীতি যত্রৈতৎ পুরুষোঽশিশিষতি নামাপ এব তদশিতং নয়ন্তে তদ্‌যথা গোনায়োঽশ্বনায়ঃ পুরুষনায় ইত্যেবং তদপ আচক্ষতেঽশনায়েতি তত্রৈতচ্ছুঙ্গমুৎপতিতং সোম্য বিজানীহি নেদমমূলং ভবিষ্যতীতি।

৩। অশনা-পিপাসে (ক্ষুধা ও পিপাসাকে; এস্থলে 'অশনা' বৈদিক প্রয়োগ;=অশনায়া=ভোজন করিবার ইচ্ছা) মে (আমার নিকট) সোম্য; বিজানীহি (অবগত হও) ইতি। যত্র (যখন) এতৎপুরুষঃ (এইপুরুষ) অশিশিষতি (ক্ষুধার্থ হয়; অশ্‌ শন্‌) নাম, আপঃ (১।৩, জল) এব তৎ অশিতম্‌ (সেই ভুক্ত খাদ্যকে) নয়ন্তে ('নী'; 'যথাস্থানে, লইয়া যায়)। তৎ যথা (যেমন ৪।১৬।৩ মন্তব্য) গোনায়ঃ অশ্বনায়ঃ, পুরুষনায়ঃ ইতি (এই সমুদয় বলা হয়), এবম্‌, (এই প্রকার) তৎ (সেইজন্য) অপঃ (২।৩, জলকে) আচক্ষতে (বলা হয়) 'অশনায়' ইতি। তত্র (সেই বিষয়ে) এতৎ শুঙ্গম্‌ (এই অঙ্কুর—শরীর) উৎপতিতম্‌ (উৎপন্ন হইয়াছে) সোম্য! বিজানীহি জানিও। ন (না) ইদম্‌ (ইহা) অমূলম্‌ (মূলবিহীন) ভবিষ্যতি (হইবে) ইতি। পাঠান্তর 'বিজানীহি' স্থলে বিজানীহীতি।

৩। হে সোম্য! ক্ষুধা ও তৃষ্ণার বিষয় আমার নিকট অবগত হও। যখন এই পুরুষ ক্ষুধার্থ হয়, তখন জল দ্রব্যকে (যথাস্থানে, বা যথাকার্য্যে) লইয়া যায় অর্থাৎ ভুক্ত দ্রব্যের নেতা হয়। যেমন (গো-নেতাকে) 'গোনায়' (অশ্ব নেতাকে) 'অশ্বনায়' (পুরুষের নেতাকে) 'পুরুষনায়' (বলা হয়), তেমনি জলকে অশনায় অর্থাৎ অশনের নেতা বলা হয়। এই স্থলে এইরূপে এই শুঙ্গ (রূপ শরীর) উৎপন্ন হয়। হে সোম্য! জানিও ইহা (অর্থাৎ এই শরীর) কারণবিহীন নহে।

৪। তস্য ক্ব মূলং স্যাদন্যত্রান্নাদেবমেব খলু সোম্যান্নেন শুঙ্গেনাপো মূলমন্বিচ্ছাদ্ভিঃ সোম্য শুঙ্গেন তেজোমূলমন্বিচ্ছ তেজসা সোম্য শুঙ্গেন সন্মূলমন্বিচ্ছ সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ।

৪। তস্য (সেই দেহের) ক্ব (কোথায়) মূলম্ (কারণ) স্যাৎ (হইবে) অন্যত্র অন্নাৎ (অন্ন হইতে)? এবম্ এব খলু (এই প্রকারেই) সোম্য! অন্নেন শুঙ্গেন (অন্নরূপ অঙ্কুর দ্বারা) অপঃ মূলম্ (মূলস্বরূপ জলকে) অন্বিচ্ছ (অনু+ইষ্ লোট; অনুসন্ধান কর)। অদ্ভিঃ সোম্য! শুঙ্গেন (অদ্ভিঃ+; =জলরূপ অঙ্কুর দ্বারা) তেজঃ মূলম্ (তেজোরূপ মূলকে) অন্বিচ্ছ। তেজসা সোম্য! শুঙ্গেন (হে সোম্য! তেজোরূপ অঙ্কুর দ্বারা) সৎ-মূলম্ (কারণরূপী সৎস্বরূপকে) অন্বিচ্ছ। সন্মূলাঃ (সৎ-মূলক) সোম্য! ইমাঃ সর্ব্বাঃ (এই সমুদয়) প্রজাঃ (জন্মবান পদার্থ) সৎ+আয়তনাঃ (সৎ যাহাদিগের আয়তন অর্থাৎ আশ্রয়), সৎ-প্রতিষ্ঠাঃ (সৎই যাহাদিগের প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠা=সম্যক স্থিতি; শঙ্করের মতে—লয়)।

৪। অন্ন ভিন্ন এই দেহের মূল কোথায়? হে সোম্য! এই প্রকারে অন্নরূপ অঙ্কুর দ্বারা ইহার কারণ স্বরূপ জলকে অবগত হও। হে সোম্য! এই জলরূপ অঙ্কুর দ্বারা মূলস্বরূপ তেজকে অবগত হও। হে সৌম্য! এই অঙ্কুরস্বরূপ তেজোদ্বারা কারণ ভূত সৎস্বরূপকে অবগত হও। হে সৌম্য! সৎস্বরূপই এই ভূত সমূহের মূল; সৎস্বরূপই ইহাদিগের আয়তন এবং সৎস্বরূপই ইহাদিগের প্রতিষ্ঠা।

৫। অথ যত্রৈতৎ পুরুষঃ পিপাসতি নাম তেজ এব তৎ পীতং নয়তে তদ্‌যথা গোনায়োঽশ্বনায়ঃ পুরুষনায় ইত্যেবং তত্তেজ আচষ্ট উদন্যেতি তত্রৈতদেব শুঙ্গমুৎপতিতং সোম্য বিজানীহি নেদমমূলং ভবিষ্যতীতি।

৫। অথ (তাহার পর) যত্র (যখন) এতৎ+পুরুষঃ পিপাসতি (পিপাসিত হয়), নাম তেজঃ এব (তেজই) তৎপীতম্ (সেই পীত জলকে) নয়তে (নী; লইয়া যায়, নেতা হয়)। তৎ যথা (যেমন) গোনায়ঃ (=গো-নেতা) অশ্বনায়ঃ (অশ্ব-নেতা) পুরুষনায়ঃ (পুরুষনেতা) (তথঃ) ইতি—এবম্ (এই প্রকার) তৎ তেজঃ (সেই তেজকে) আচষ্টে (বলা হয়; আ+চক্ষ্) 'উদন্যা' (উদক-নেতা) ইতি। তত্র (সেই বিষয়ে, সেইরূপে) এতৎ এব শুঙ্গম্ উৎপতিতম্ সোম্য! বিজানীহি, ন ইদম্ অমূলম্ ভবিষ্যতি ইতি। পাঠান্তর—'বিজানীহি' স্থলে 'বিজানীহীতি'।

৫। যখন এই পুরুষ পিপাসিত হয়, তখন তেজই পীত জলের নেতা হয় (অর্থাৎ জলকে লইয়া যায়)। যেমন (গো নেতাকে) 'গো-নায়', (অশ্বনেতাকে) 'অশ্ব-নায়' (পুরুষনেতাকে) 'পুরুষনায়' (বলা হয়), তেমনি জলের নেতৃরূপী (সেই তেজকে 'উদন্যা' বলা হয়। এইরূপে দেহরূপ এই অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। হে সোম্য! জানিও, ইহা মূলবিহীন নহে।

৬। তস্য ক্ক মূলং স্যাদন্যত্রাদ্ভোঽদ্ভিঃ সোম্য শুঙ্গেন তেজোমূলমন্বিচ্ছ তেজসা সোম্য শুঙ্গেন সন্মূলমন্বিচ্ছ (সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠা) যথা তু খলু সোম্যেমাস্তিস্রো দেবতাঃ পুরুষং প্রাপ্য ত্রিবৃত্রিবৃদেকৈকা ভবতি তদুক্তং পুরস্তাদেব ভবত্যস্য সোম্য পুরুষস্য প্রয়তো বাঙ্মনসি সংপদ্যতে মনঃ প্রাণে প্রাণস্তেজসি তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্।

৬। তস্য (সেই দেহের) ক্ক (কোথায়) মূলম্ অন্যত্র অদ্ভ্যঃ (জল ভিন্ন অন্যত্র)? অদ্ভিঃ সোম্য? শুঙ্গেন (হে সোম্য! জলরূপ শুঙ্গ দ্বারা) তেজঃ মূলম্ (কারণরূপ তেজকে) অন্বিচ্ছ (অনু+ইষ্; অন্বেষণ কর)। তেজসা সোম্য শুঙ্গেন (হে সোম্য তেজোরূপ শুঙ্গ দ্বারা) সৎ মূলম্ (কারণস্বরূপ সৎস্বরূপকে) অন্বিচ্ছ। সৎ+মূলাঃ সোম্য! ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ (এই সমুদয় প্রজা; প্রজা=উৎপন্ন বস্তু, প্র+জন্) সৎ+আয়তনাঃ সৎ+প্রতিষ্ঠাঃ (৪মঃ)। যথা (যে প্রকার) তু খলু সোম্য ইমাঃ তিস্রঃ দেবতাঃ (এই তিন দেবতা) পুরুষম্ প্রাপ্য (প্রাপ্ত হইয়া) ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ এক+একা (প্রত্যেকে) ভবতি. তৎ (তাহা) উক্তম্ (উক্ত) পুরস্তাৎ এব (পূর্ব্বেই) ভবতি। অস্য সোম্য! পুরুষস্য প্রযতঃ (হে সোম্য! এই মুমূর্ষু পুরুষের; প্রযতঃ=প্র+ই+শতৃ ৬।১=মুমূর্ষু ব্যক্তির) বাক্ মনসি (মনে) সম্পদ্যতে (সম্মিলিত হয়), মনঃ প্রাণে, প্রাণঃ তেজসি (তেজে) তেজঃ পরস্যাম্ দেবতায়াম্ (পরম দেবতাতে)।

৬। জলভিন্ন এই দেহের মূল আর কোথায়? হে সোম্য! জলরূপ অঙ্কুর দ্বারা কারণরূপ তেজকে অন্বেষণ কর; হে সোম্য! তেজোরূপ শুঙ্গ দ্বারা কারণরূপ সৎ-স্বরূপকে অন্বেষণ কর। হে সোম্য!

৭। স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা "তত্ত্বমসি" শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ।

৭। সঃ যঃ (২।১১।২ মন্তব্য) এষঃ (এই) অণিমা (সূক্ষ্মতম বস্তু), ঐতৎ+আত্ম্যম্ (এতদ্=ইহা, এই ব্রহ্ম; 'এতদ্' যাহার আত্মা, তাহাই 'এতদ্যাত্ম'; ঐতদাত্মম্=এতদাত্মার ভাব) ইদম্ সর্ব্বম্ (এই সমুদয়); তৎ (তাহা) সত্যম্; সঃ আত্মা তত্ত্বমসি (তৎ+ত্বম্+অসি; তৎ=তাহা; ত্বম্=তুমি; অসি=হও) শ্বেতকেতো! ইতি। ভূয়ঃ এব মা ভগবন্ বিজ্ঞাপয়তু। 'তথা সোম্য!' ইতি হ উবাচ (৬।৫।৪)। 'অণিমা' বিষয়ে ৬।৬।১ এর মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

এই সমুদয় প্রজা সন্মূলক সদায়তন এবং সৎপ্রতিষ্ঠ। হে সোম্য! এই তিন দেবতা পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া যে ভাবে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ হয় তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। হে সোম্য! মুমূর্ষু পুরুষের বাক্ মনের সহিত মিলিত হয়, মন প্রাণের সহিত, প্রাণ তেজের সহিত এবং তেজ পরম দেবতার সহিত মিলিত হয়।

৭। (এই যে সূক্ষ্মতম বস্তু, ইহাই সমুদায় জগতের আত্মা। তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতো! তুমিই তিনি।) শ্বেতকেতু বলিল—'ভগবান্ পুনর্ব্বার আমাকে উপদেশ দিন্'। পিতা বলিলেন 'হে সোম্য! তাহাই হউক্'।

মন্তব্য

(১) 'যত্র এতৎ পুরুষঃ' ইত্যাদি—

এই অংশের দুই প্রকার অন্বয় হইতে পারে।

(ক) যত্র এতৎ+পুরুষঃ স্বপিতি নাম=যখন এই পুরুষ সুষুপ্ত হয়। নাম-বাক্যালঙ্কারে।

(খ) যত্র পুরুষঃ স্বপিতি এতৎ+নাম=যখন পুরুষ 'স্বপিতি' এই নাম যুক্ত হয়।

(২) 'স্বপিতি' এবং 'স্বম্ অপীতঃ' এই দুইটিকে একার্থ সূচক বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহাদিগের ধাত্বর্থ এক নহে। স্বপিতি= স্বপ্ +লট তি=নিদ্রা যায়। স্বম্=আপনাকে; অপীতঃ=অপি ই+ক্ত=প্রাপ্ত; স্বম্ অপীতঃ=আপনাকে প্রাপ্ত হয়। উচ্চারণে কিছু সাদৃশ্য আছে বলিয়া ঋষি বলিতেছেন—যে ব্যক্তির বিষয়ে বলা যায় স্বপিতি স্বপিতি নিদ্রা যাইতেছে) তাহার বিষয়েই বলা যাইতে পারে 'স্বম্ অপীতঃ' (অর্থাৎ সে স্ব-রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে)

(৩) পাঠান্তর—এই খণ্ডে সর্ব্বত্র 'সোম্য' স্থলে 'সৌম্য'।

যত্র এতৎ পুরুষঃ ইত্যাদি—এই অংশের দুই প্রকার অন্বয় হইতে পারে— (ক) যত্র এতৎ+পুরুষঃ অশিশিষতি নাম =যখন এই পুরুষ ক্ষুধার্থ হয়; 'নাম' বাক্যালঙ্কারে। (খ) যত্র পুরুষঃ অশিশিষতি এতৎ+নাম=যখন পুরুষ 'অশিশিষতি' (ক্ষুধার্ত্ত হয়) এই নামযুক্ত হয়। (৬।৮।১ মন্তব্য দ্রষ্টব্য) "অশনায়"—অশ-নায়ঃ' স্থলে 'অশনায়'; বিসর্গ লোপ বৈদিক। এই স্থলে অশনায় =অশ+নায়=অশনের নায় অর্থাৎ খাদ্যের 'নায়'; নায়=নেতা। কিন্তু সাহিত্যে বা ব্যাকরণে এপ্রকার অর্থ গৃহীত হয় নাই। তৎ যথা বিষয়ে ৪।১৬।১ মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

৬।৮।৫। তৎ যথা—৪।১৬।৩ এর মন্তব্য। 'যত্র এতৎপুরুষঃ পিপাসতি নাম'—এই অংশের দুই প্রকার অন্বয় হইতে পারে (ক) যত্র এতৎ+পুরুষঃ পিপাসতি নাম=যখন এই পুরুষ পিপাসিত হয় 'নাম' বাক্যালঙ্কারে। (খ) যত্র পুরুষঃ পিপাসতি এতৎ+নাম =যখন পুরুষ 'পিপাসতি' (=পিপাসিত হয়) এই নামযুক্ত হয়। 'উদন্যা'—শঙ্কর বলেন স্ত্রীলিঙ্গ প্রয়োগ বৈদিক। উদন্যা=উদন্যম্ =উদকনায় = উদকের নেতা। কিন্তু ভট্টিকাব্যে (৩।৪০) 'উদন্যা' শব্দের প্রয়োগ আছে।

ষষ্ঠাধ্যায়ে নবম খণ্ড

মধুচক্র ও জীববৈচিত্রের দৃষ্টান্ত দ্বারা 'তৎত্বমসি' বাক্যের ব্যাখ্যা

১। যথা সোম্য মধু মধুকৃতো নিস্তিষ্ঠন্তি নানাত্যয়ানাং বৃক্ষাণাং রসান্ সমবহারমেকতাং রসং গময়ন্তি।

১। যথা (যে প্রকার) সোম্য! মধু (২।১) মধুকৃতঃ (মধু মক্ষিকাগণ) নিস্তিষ্ঠন্তি (নিঃ+স্থা; =প্রস্তুত করে) নানা+অত্যয়া-নাম্ (নানাগতি সম্পন্ন=নানাবিধ ৬ষ্ঠী; অত্যয়=অতি+ই, ইধাতু গতিসূচক) বৃক্ষাণাম্ (বৃক্ষ সমূহের) রসান্) (রস সমূহকে) সম +অবহারম্ (সম্+অব+হৃ+ণমুল, সংগ্রহ করিয়া) একতাম্ (একভাব, ২।১) রসম্ (রসকে) গময়ন্তি (প্রাপ্ত করায়)।

১। হে সোম্য! মধুকর সমূহ যেমন নানা বৃক্ষের রস আহ-রণ করিয়া সেই রস সমূহকে এক ভাবাপন্ন করে, এবং তখন যেমন রস সমূহের এই বিবেক থাকে না যে 'আমি অমুক বৃক্ষের রস।'

২। তে যথা তত্র ন বিবেকং লভন্তেঽমুষ্যাহং বৃক্ষস্য রসোঽস্ম্যমুষ্যাহং বৃক্ষস্য রসোঽস্মীত্যেবমেব খলু সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ সতি সম্পদ্যামহ ইতি।

৩। ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্ যদ্ভবন্তি তদা ভবন্তি।

২। তে (তাহারা) যথা (যেমন) তত্র (সেইস্থলে) ন (না) বিবেকম্ (জ্ঞান, পার্থক্যবোধ) লভন্তে (লাভ করে) 'অমুষ্য (+বৃক্ষস্য = অমুক বৃক্ষের) অহম্ (আমি) বৃক্ষস্য (বৃক্ষের রসঃ অস্মি (হই)' ইতি এবম্ এব খলু (এই প্রকারই) সোম্য! ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ (এই সমুদয় প্রাণী) সতি (সৎ ৭।১ = সৎস্বরূপে) সম্পদ্য (মিলিত হইয়া) ন বিদুঃ (জানে) 'সতি সম্পদ্যামহে (মিলিত হইয়াছি)।

৩। তে (তাহারা) ইহ (ইহলোকে) ব্যাঘ্রঃ বা, সিংহঃ বা, বৃকঃ বা, বরাহঃ বা, কীটঃ বা, পতঙ্গঃ বা, দংশ বা, (ডাঁশ), মশকঃ বা—যৎ যৎ (যাহা যাহা) ভবন্তি (=হয়; ছিল), তৎ (তাহা) আভবন্তি (পুনর্ব্বার হয়)।

২। তেমনি হে সোম্য! সমুদয় প্রাণী (সুষুপ্তি সময়ে) সৎ স্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া জানিতে পারেনা যে 'আমরা সৎ স্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়াছি।'

৩। ব্যাঘ্র, সিংহ, বৃক, বরাহ, কীট, পতঙ্গ, দংশ বা মশক —ইহারা ইহলোকে (সুষুপ্তির পূর্ব্বে) যে যে ভাবে ছিল, (সুষুপ্তির পর জাগ্রত হইলেও) সেই সেই ভাব প্রাপ্ত হয়।

৪। স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ।

৪। সঃ যঃ এষঃ ইত্যাদি ৬।৮।৪ দ্রষ্টব্য।

৪। এই যে সূক্ষ্মতম সৎবস্তু, ইহাই এই সমুদায় জগতের আত্মা; তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতো! তুমিই তিনি। শ্বেতকেতু বলিল—'ভগবান পুনর্ব্বার আমাকে উপদেশ দিন্'। পিতা বলিলেন—'তাহাই হউক্'।

ষষ্ঠাধ্যায়ে দশম খণ্ড

নদীর উৎপত্তি বিলয় ও জীববৈচিত্রের দৃষ্টান্ত দ্বারা 'তৎত্বমসি' বাক্যের ব্যাখ্যা (৩)

১। ইমাঃ সোম্য নদ্যঃ পুরস্তাৎ প্রাচ্যঃ স্যন্দন্তে পশ্চাৎ প্রতীচ্যস্তাঃ সমুদ্রাৎ সমুদ্রমেবাপিয়ন্তি সমুদ্র এব ভবতি তা যথা তত্র ন বিদুরিয়মহমস্মীয়মহমস্মীতি। এবমেব খলু সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সত আগম্য ন বিদুঃ সত আগচ্ছামহ ইতি।

১। ইমাঃ (নদ্যঃ=এই নদীসমূহ) সোম্য! নদ্যঃ (নদী-সমূহ) পুরস্তাৎ (পূর্ব্বদিকে) প্রাচ্যঃ (প্রাচ্য দেশস্থ) স্যন্দন্তে

১। হে সৌম্য! পূর্ব্বদেশস্থ নদীসমূহ পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হয়, পশ্চিম দেশস্থ নদী সমূহ পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়, তাহারা সমুদ্র

২। ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্ যদ্ভবন্তি তদা ভবন্তি।

৩। স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ।

(প্রবাহিত হয়); পশ্চাৎ (পশ্চিম দিকে) প্রতীচ্যঃ (পশ্চিম দেশস্থ) তাঃ (তাহারা) সমুদ্রাৎ (সমুদ্র হইতে 'উৎপন্ন হইয়া') সমুদ্রম্ এব (২।১, সমুদ্রেই) অপিয়ন্তি (অপি+ই, গমন করে) সঃ (সে) সমুদ্রঃ এব (সমুদ্রই) ভবতি (হয়); তাঃ (তাহারা) যথা তত্র ন বিদুঃ (জানে), 'ইয়ম্ (এই অহম্) আমি (অস্মি) হই ('ইয়ম্ অহম্ অস্মি' ইতি এবম্ এব খলু সোম্য! ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সতঃ (সৎ হইতে) আগম্য (আসিয়া) ন বিদুঃ 'সতঃ আগচ্ছামহে) আসিয়াছি)' ইতি। পাঠান্তর—(১)এই খণ্ডে সর্ব্বত্র 'সোম্য' স্থলে 'সৌম্য'। (২) 'ভবতি' স্থলে 'ভবন্তি'।

২। তে ইহ ইত্যাদি—৬।৯।৩।

৩। সঃ যঃ অণিমা ইত্যাদি—৬।৮।৪ দ্রষ্টব্য।

হইতে উৎপন্ন হইয়া পুনর্ব্বার সমুদ্রেই গমন করে এবং সমুদ্রই হইয়া যায়। তখন তাহারা যেমন জানিতে পারেনা যে 'আমি এই নদী' 'আমি এই নদী'—তেমনি হে সৌম্য! এই সমুদায় প্রজা সৎস্বরূপ হইতে আসিয়া জানিতে পারেনা যে 'আমরা সৎস্বরূপ হইতে আসিয়াছি'।

২। ব্যাঘ্র, সিংহ, বৃক, কীট, পতঙ্গ, দংশ বা মশক ইহারা ইহলোকে (সুষুপ্তির পূর্ব্বে) যে যে ভাবে ছিল, (সুষুপ্তির পর জাগ্রৎ হইলেও) সেই সেই ভাব প্রাপ্ত হয়।

৩। এই যে সূক্ষ্মতম সৎবস্তু, ইহাই এই সমুদায় জগতের আত্মা,

তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতো! তুমিই তিনি।

শ্বেতকেতু বলিল—'ভগবান পুনর্ব্বার আমাকে উপদেশ দিন্'।

পিতা বলিলেন—'তাহাই হউক্'।

ষষ্ঠাধ্যায়ে একাদশ খণ্ড

বৃক্ষের জীবনমৃত্যুর দৃষ্টান্ত দ্বারা 'তৎত্বমসি' বাক্যের ব্যাখ্যা

১। অস্য সোম্য মহতো বৃক্ষস্য যো মূলেঽভ্যাহন্যাজ্জীবন্ স্রবেদ্‌যো মধ্যেঽভ্যাহন্যাজ্জীবন্ স্রবেদ্ যোঽগ্রেঽভ্যাহন্যা-জ্জীবন্ স্রবেৎ স এষ জীবেনাত্মনানু প্রভূতঃ পেপীয়মানো মোদমানস্তিষ্ঠতি।

১। অস্য (বৃক্ষস্য) সোম্য! মহতঃ বৃক্ষস্য (অস্য+; = এই মহান্ বৃক্ষের) যঃ (যে কেহ মূলে অভ্যাহন্যাৎ (অভি+আ

১। হে সৌম্য! এই মহান্ বৃক্ষের মূলদেশে যদি কেহ আঘাত করে, তবে সে বৃক্ষ জীবিত থাকিয়াই রস ক্ষরণ করে; যদি

২। অস্য যদেকাং শাখাং জীবো জহাত্যথ সা শুষ্যতি দ্বিতীয়াং জহাত্যথ সা শুষ্যতি তৃতীয়াং জহাত্যথ সা শুষ্যতি সর্ব্বং জহাতি সর্ব্বঃ শুষ্যতি।

+হন্; =আঘাত করে), জীবন্ (জীব শতৃ=জীবন ধারণ করিয়া) স্রবেৎ (স্রু+বিধি, যাৎ=রস ক্ষরণ করে)। যঃ মধ্যে অভ্যাহন্যাৎ জীবন্ স্রবেৎ। সঃ এষঃ (সেই বৃক্ষ) জীবেন আত্মনা (জীবিত আত্মা দ্বারা, জীবাত্মা দ্বারা) অনুপ্রভূতঃ (অনুব্যাপ্ত হইয়া) পেপীয়মানঃ (পা, যঙ্, শানচ্; ক্রমাগত রস পান করিয়া) মোদমানঃ (হর্ষযুক্ত হইয়া) তিষ্ঠতি অবস্থান করে)।

২। অস্য (এই বৃক্ষের) যৎ (যখন) একাম্ শাখাম্ (এক শাখাকে) জীবঃ জহাতি (হা; ত্যাগ করে), অথ সা (সেই শাখা) শুষ্যতি (শুষ্ক হয়); দ্বিতীয়াম্ (দ্বিতীয় শাখাকে) জহাতি অথ সা শুষ্যতি; তৃতীয়াম্ (তৃতীয় শাখাকে) জহাতি, অথ সা শুষ্যতি; সর্ব্বম্ (সমুদয়কে) জহাতি, সর্ব্বঃ (সমুদয় বৃক্ষ) শুষ্যতি।

কেহ মধ্যভাগে আঘাত করে, তবে সে বৃক্ষ জীবিত থাকিয়াই রস ক্ষরণ করে; যদি কেহ অগ্রভাগে আঘাত করে, তবে সে বৃক্ষ জীবিত থাকিয়াই রস ক্ষরণ করে। এই বৃক্ষ জীবাত্ম কর্ত্তৃক অনুব্যাপ্ত হইয়া ক্রমাগত রস পান পূর্ব্বক হর্ষযুক্ত হইয়া অবস্থান করে।

২। যদি জীব এই বৃক্ষের এক শাখা পরিত্যাগ করে, তবে সেই শাখা শুষ্ক হইয়া যায়; যদি দ্বিতীয় শাখা পরিত্যাগ করে, তবে

৩। এবমেব খলু সোম্য বিদ্ধীতি হোবাচ জীবাপেতং বাব কিলেদং ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়ত ইতি স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ।

৩। 'এবম্ এব (এই প্রকারই) খলু সোম্য! বিদ্ধি (জানিও)' ইতি হ উবাচ (বলিয়াছিলেন)—
'জীব+অপেতম্ (জীব কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত 'হইয়া'; অপেত= অপ+ই+ক্ত, চলিয়া যাওয়া) বাব কিল ইদম্ (এইদেহ) ম্রিয়তে (মৃত হয়); ন (না) জীবঃ ম্রিয়তে' ইতি—
সঃ যঃ এষঃ ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ (৬।৮।৭)

দ্বিতীয় শাখাও শুষ্ক হয়; যদি তৃতীয় শাখা পরিত্যাগ করে, তবে তৃতীয় শাখাও শুষ্ক হয় এবং যদি সমুদায় বৃক্ষ পরিত্যাগ করে, তবে সমুদায় বৃক্ষই শুষ্ক হয়।

৩। হে সৌম্য! "এই প্রকার ইহাও জানিবে" পিতা এইরূপ বলিলেন। 'জীবকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে এই দেহ মৃত হয়, কিন্তু জীব মৃত হয় না।'

এই যে সূক্ষ্মতম বস্তু, ইহাই সমুদয় জগতের আত্মা। তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতো! তুমিই তিনি।

শ্বেতকেতু বলিলেন—'ভগবান্ পুনর্ব্বার আমাকে উপদেশ দিন্'।

পিতা বলিলেন 'হে সৌম্য! তাহাই হউক্'।

মন্তব্য

৬।১১।১। টীকায় 'স্রবেৎ' শব্দকে সকর্ম্মক অর্থে গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহার কর্ম্ম 'রস' উহ্য। প্রাচীন সাহিত্যে এবং আধুনিক সাহিত্যেও সকর্ম্মক 'স্রু' ধাতুর প্রয়োগ আছে। যেমন রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ডে 'রুধিরম্ পরি সুস্রাব' (৬৭।১২০), 'সুস্রাব রুধিরম্ বহু' (৭০।৫৬), 'সুস্রাব রুধিরম্ মুখাৎ' (৭০।১৬) ইত্যাদি।

শঙ্কর অকর্ম্মক অর্থে 'স্রু' ধাতু গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার মতে জীবন্ = বৃক্ষ জীবন ধারণ করে; স্রবেৎ = রস ক্ষরিত হয়।

পাঠান্তর—এই খণ্ডে 'সোম্য' স্থলে 'সৌম্য'।

ষষ্ঠাধ্যায়ে দ্বাদশ খণ্ড

ন্যগ্রোধ বৃক্ষবীজের দৃষ্টান্ত দ্বারা 'তত্ত্বমসি' বাক্যের ব্যাখ্যা

১। ন্যগ্রোধফলমত আহরেতীদং ভগব ইতি ভিন্ধীতি ভিন্নং ভগব ইতি কিমত্র পশ্যসীত্যণ্ব্য ইবেমা ধানা ভগব ইত্যাসাম-ঙ্গৈকাং ভিন্ধীতি ভিন্না ভগব ইতি কিমত্র পশ্যসীতি ন কিঞ্চন ভগব ইতি।

১। ন্যগ্রোধফলম্ (২।১) অতঃ (এই বৃক্ষ হইতে) আহর (আ+হৃ; আহরণ কর) ইতি।

১। উদ্দালক বলিলেন—"এই ন্যগ্রোধ বৃক্ষ হইতে একটী ফল আহরণ কর"। শ্বেতকেতু বলিল 'ভগবন্! এই আনিয়াছি"।

২। তং হোবাচ যং বৈ সোমৈতমণিমানং ন নিভালয়স এতস্য বৈ সোম্যৈষোঽণিম্ন এবং মহান্যগ্রোধস্তিষ্ঠতি "শ্রদ্ধৎস্ব" সৌম্যেতি।

ইদম্ (এই) ভগবঃ ! ইতি।
'ভিন্ধি' (ভিদ্; ভাঙ) ইতি।
'ভিন্নম্ (ভাঙা হইয়াছে) ভগবঃ' ইতি।
কিম্ (কি) অত্র (এখানে) পশ্যসি (দেখিতেছ) ইতি।
অণ্ব্যঃ ইব (অণ্বী ১।৩; = অণুর ন্যায়; অতি সূক্ষ্ম) ইমাঃ ধানাঃ (এই বীজ সমূহ) ভগবঃ ইতি।
আসাম্ (এই 'ধানা' অর্থাৎ বীজ সমূহের; 'ধানা স্ত্রীং') অঙ্গ (অব্যয়, সম্বো) একাম্ (একটী বীজকে) ভিন্ধি ইতি।
ভিন্না (ভাঙা হইয়াছে) ভগবঃ ইতি।
কিম্ অত্র পশ্যসি ? ইতি।
ন কিম্+চন (কিছুই না) ভগবঃ ইতি।
২। তম্ (তাহাকে পুত্রকে) হ উবাচ (বলিলেন)—"যম্ (যাহাকে) বৈ সোম্য ! এতম্ অণিমানম্ (এই অণু পরিমাণকে) ন (না)

'ইহা ভাঙিয়া ফেল"।
'ভগবন্ ! ভাঙা হইয়াছে।'
'এখানে কি দেখিতেছ ?'
'ভগবন্ ! অণুর ন্যায় বীজ সমূহ।'
'ইহাদিগের একটী ভাঙিয়া ফেল।'
'ভগবন্ ! ভাঙা হইয়াছে।'
'এখানে কি দেখিতেছ ?'
'ভগবন্ ! কিছুই না।'
২। উদ্দালক বলিলেন— (ইহার মধ্যে) যে সূক্ষ্মতম অংশ

৩। স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ।

নিভালয়সে (নি+ভল্; দেখিতেছ), এতস্য (+অণিম্নঃ=এই অণুপরিমাণের) এবম্ (এই প্রকার) মহান্যগ্রোধঃ তিষ্ঠতি (বর্ত্তমান আছে)। শ্রদ্ধৎস্ব (শ্রৎ+ধা; শ্রদ্ধা যুক্ত হও) সোম্য!' ইতি।

৩। সঃ যঃ এষঃ ইত্যাদি (৬।৮।৭ দ্রঃ)। পাঠান্তর— (১) এই খণ্ডে 'সোম্য' স্থলে 'সৌম্য'। (২) 'মহান্যগ্রোধঃ' স্থলে "মহান্ন্যগ্রোধঃ)"

আছে, তাহা তুমি দেখিতেছ না। এই সূক্ষ্মতম অংশেই এই মহা ন্যগ্রোধ বৃক্ষ রহিয়াছে। (এই বাক্যে) শ্রদ্ধাযুক্ত হও।

৩। এই যে অণিমা, ইহাই সমুদয় জগতের আত্মা। তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতো! 'তুমিই তিনি'।

শ্বেতকেতু বলিল 'ভগবান্ পুনর্ব্বার আমাকে উপদেশ দিন্'। পিতা বলিলেন হে সৌম্য! 'তাহাই হউক্।'

মন্তব্য

৬।১২।১। (১) 'ভগবঃ' প্রাচীন প্রয়োগ; বর্ত্তমান প্রয়োগ 'ভগবন্'।

(২) ন্যগ্রোধ= ন্যক্ + রোধ। নি+অঞ্চ্+ক্বিপ্=ন্যচ্; অঞ্চ্ ধাতু গতিসূচক। রুধ+ঘঞ্=রোধ। কেহ কেহ মনে করেন এই রুধ ধাতু রুহ ধাতুরই রূপান্তর। ঋগ্বেদে এই অর্থে 'রোধতি' শব্দের প্রয়োগ আছে (৮।৪৩।৬)। বট বৃক্ষের শাখা হইতেও শিকড় নির্গত হইয়া নিম্নদিকে গমন করে; এই জন্য ইহার নাম ন্যগ্রোধ।

'বাধা' অর্থ প্রকাশক 'রুধ' ধাতু হইতেও 'রোধ' শব্দ নিষ্পন্ন করা যাইতে পারে। শাখা হইতে যে শিকড় বাহির হয় তাহাই বাধাস্বরূপ হইয়া ঐ শাখাকে উর্দ্ধে রাখে এইজন্য বৃক্ষের নাম 'ন্যগ্রোধ'।

ষষ্ঠাধ্যায়ে ত্রয়োদশ খণ্ড

লবণাক্ত জলের দৃষ্টান্ত দ্বারা 'তৎত্বমসি' বাক্যের ব্যাখ্যা

১। লবণমেতদুদকেঽবধায়াথ মা প্রাতরুপসীদথা ইতি স হ তথা চকার তং হোবাচ যদ্দোষা লবণমুদকেঽবাধা অঙ্গ তদাহরেতি তদ্ধাবমৃশ্য ন বিবেদ।

১। লবণম্ এতৎ (এই লবণকে) উদকে (জলে) অবধায় (অব+ধা ; নিক্ষেপ করিয়া) অথ মা (২।১, আমার নিকট) প্রাতঃ উপসীদথাঃ (বৈদিক প্রয়োগ ; =উপসীদ কিংবা উপসীদেঃ =আসিও) ইতি। সঃ (শ্বেতকেতু) হ তথা (সেই প্রকার) চকার (করিল)। তম্ (তাহাকে) হ উবাচ (বলিলেন)— 'যৎ (+লবণম্=যে লবণকে) দোষা (অব্যয় ; রাত্রিতে) লবণম্ (লবণকে) উদকে অবাধাঃ (অব+ধা লুঙ, স ; নিক্ষেপ করিয়াছিলে) অঙ্গ (হে 'পুত্র') তৎ (২।১,তাহা) আহর (আ+হৃ ; আনয়ন কর) ইতি। তৎ (তাহাকে) হ অবমৃশ্য (অব+মৃশ্ ; অনুসন্ধান করিয়া) ন (না) বিবেদ (বিদ্ লিট্ ; প্রাপ্ত হইল ; শঙ্করের মতে 'অবগত হইল') যথা (যেহেতু) বিলীনম্ এব (বিলীনই হইয়াছিল)।

১। উদ্দালক বলিলেন—'এই লবণখণ্ড জলে রাখিয়া পরে প্রাতে আমার নিকট আসিবে। শ্বেতকেতু তাহাই করিল। উদ্দালক তাহাকে বলিলেন 'রাত্রিতে জলে যে লবণ রাখিয়াছিলে, তাহা আন।' শ্বেতকেতু অনুসন্ধান করিয়া তাহা পাইলনা, যেহেতু তাহা জলে বিলীন হইয়াছিল।

২। যথা বিলীনমেবাঙ্গাস্যান্তাদাচামেতি কথমিতি লবণমিতি মধ্যাদাচামেতি কথমিতি লবণমিত্যন্তাদাচামেতি কথমিতি লবণমিত্যভি প্রাস্যৈতদথ মোপসীদথা ইতি তদ্ধ তথা চকার তচ্ছশ্বৎ সংবর্ত্ততে তং হোবাচাত্র বাব কিল সৎ সোম্য ন নিভালয়সেঽত্রৈব কিলেতি।

২। অঙ্গ (হে 'বৎস') অস্য (ইহার) অন্তাৎ (অন্তভাগ হইতে; উপরিভাগ হইতে) আচাম্ (আ+চম্; পান কর) ইতি। কথম্ (কিপ্রকার)? ইতি। 'লবণম্' ইতি। 'মধ্যাৎ (মধ্যভাগ হইতে) আচাম্' ইতি। 'কথম্'? ইতি। 'লবণম্' ইতি। 'অন্তাৎ (অন্তভাগ হইতে; নিম্নভাগ হইতে) আচাম' 'ইতি কথম্?' ইতি 'লবণম্' ইতি। অভিপ্রাস্য (অভি+প্র+অস্, লপ=নিক্ষেপ করিয়া) এতৎ (ইহাকে) অথ মা (আমার নিকট) উপসীদথাঃ (বৈদিক প্রয়োগ; = উপসীদ বা উপসীদেঃ=আসিও) ইতি। তৎ হ (তাহা, ২।১; কিংবা তদনন্তর) তথা (সেই প্রকার) চকার (করিল)। তৎ (তাহা, সেই লবণ) শশ্বৎ (নিত্যই) সংবর্ত্ততে (বিদ্যমান রহিয়াছে), তম্ (তাহাকে) হ উবাচ (বলিলেন) অত্র (এখানে, এই দেহে) বাব কিল সৎ (২।১, বিদ্যমান থাকিলেও; কিংবা সৎস্বরূপকে) সোম্য! ন নিভালয়সে (৬।১২।২ দ্রঃ; দেখিতেছ) অত্র এব কিল ইতি। **মন্তব্য** (১) পাঠান্তর—'অভিপ্রাস্যৈতৎ স্থলে 'অভিপ্রাশ্যৈতৎ' 'অভিপ্রাশৈনৎ' এবং (২) 'সোম্য' স্থলে 'সৌম্য'।

২। উদ্দালক বলিলেন—'ইহার উপরিভাগ হইতে জলপান কর'। (শ্বেতকেতু জলপান করিল, তৎপর পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন)

৩। স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাব।

৩। সঃ যঃ পূর্ব্ববৎ (৬।৮।৭) দ্রঃ।

'কিরূপ'? শ্বেতকেতু বলিল 'লবণাক্ত'। উদ্দালক বলিলেন 'ইহার মধ্যভাগ হইতে পান কর'। 'কিরূপ' শ্বেতকেতু বলিল 'লবণাক্ত'। উদ্দালক বলিলেন 'ইহার নিম্ন ভাগ হইতে পান কর'। 'কিরূপ'? শ্বেতকেতু বলিল 'লবণাক্ত'। উদ্দালক বলিলেন 'এই জল ফেলিয়া দিয়া আমার নিকট এস'। শ্বেতকেতু তাহাই করিল। উদ্দালক বলিলেন 'লবণ ইহার মধ্যে নিত্যকালই আছে। হে সোম্য! এইরূপ এই দেহে সৎস্বরূপকে দেখিতে পাইতেছ না, কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

৩। এই যে অণিমা, ইহাই এই সমুদয় জগতের আত্মা; তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতো! তুমিই তিনি। শ্বেতকেতু বলিল—'ভগবান্ পুনর্ব্বার আমাকে উপদেশ দিন্'। পিতা বলিলেন—'হে সোম্য! তাহাই হউক্।'

ষষ্ঠাধ্যায়ে চতুর্দ্দশ খণ্ড

দস্যুকর্ত্তৃক বদ্ধচক্ষু গন্ধারদেশীয় পথিকের দৃষ্টান্ত দ্বারা 'তৎত্বমসি' বাক্যের ব্যাখ্যা

১। যথা সোম্য পুরুষং গন্ধারেভ্যোঽভিনদ্ধাক্ষমানীয় তং ততোঽতিজনে বিসৃজেৎ স যথা তত্র প্রাঙ্ বোদঙ্ বাধরাং বা প্রত্যঙ্ বা প্রধ্মায়ীতাভিনদ্ধাক্ষ আনীতোঽভিনদ্ধাক্ষো বিসৃষ্টঃ।

১। যথা (যেমন) সোম্য! পুরুষম্ (কোন পুরুষকে) গন্ধারেভ্যঃ (গন্ধার হইতে) অভিনদ্ধ+অক্ষম্ (যাহার চক্ষু বাঁধা হইয়াছে; অভিনদ্ধ=আবদ্ধ, নহ্ ধাতু) আনীয় (আনিয়া) তম্ (তাহাকে) ততঃ (অনন্তর; কিংবা তাহা অপেক্ষাও) অতিজনে (বিজন স্থানে) বিসৃজেৎ (পরিত্যাগ করে), সঃ যথা (যেমন, ৪।১৬।৩ মন্তব্য) তত্র (সেইস্থানে) প্রাঙ্ বা, (পূর্ব্বাভিমুখ 'হইয়া') উদঙ্ বা (উত্তরাভিমুখ 'হইয়া') অধরাঙ্ বা (দক্ষিণাভিমুখ 'হইয়া') প্রত্যঙ্ বা (পশ্চিমাভিমুখ 'হইয়া') প্রধ্মায়ীত (প্র+ধ্মা+বিধিঃ ইত বৈদিক প্রয়োগ; বর্ত্তমান প্রয়োগ প্রধমেৎ=চীৎকার করে), অভিনদ্ধাক্ষঃ আনীতঃ (চক্ষু বাঁধিয়া আমাকে আনা হইয়াছে) অভিনদ্ধাক্ষঃ বিসৃষ্টঃ (পরিত্যক্ত 'হইয়াছি')।

১। হে সৌম্য! যেমন কোন পুরুষের চক্ষু বন্ধন করিয়া তাহাকে (যদি) কোন বিজন স্থানে আনিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়, সে যেমন পূর্ব্বাভিমুখ বা উত্তরাভিমুখ, বা দক্ষিণাভিমুখ বা পশ্চিমাভিমুখ হইয়া চীৎকার করিয়া বলিতে থাকে "চক্ষু বন্ধন করিয়া আমাকে এখানে আনিয়াছে, চক্ষু বন্ধন করিয়া আমাকে এখানে ফেলিয়া দিয়াছে।"

২। তস্য যথাভিহননং প্রমুচ্য প্রব্রূয়াদেতাং দিশং গন্ধারা এতাং দিশং ব্রজেতি স গ্রামাদ্ গ্রামং পৃচ্ছন্ পণ্ডিতো মেধাবী গন্ধারানেবোপসম্পদ্যেতৈবমেবেহাচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্য ইতি।

২। তস্য (তাহার) যথা (যেমন) অভিনহনম্ (চক্ষুর বন্ধন, ২।১) প্রমুচ্য (মোচন করিয়া) প্রব্রূয়াৎ (কেহ বলে), এতাম্ দিশম্ (২।১ এইদিকে) গন্ধারাঃ (গন্ধার দেশ); এতাম্ দিশম্ ব্রজ (গমন কর) ইতি—সঃ গ্রামাৎ (একগ্রাম হইতে) গ্রামম্ (২।১) পৃচ্ছন্ (জিজ্ঞাসা করিয়া-) পণ্ডিতঃ (উপদেশবান্ 'হইয়া') মেধাবী (মেধাবী অর্থাৎ বিচার সমর্থ 'হইয়া') গন্ধারান্ এব (২।৩, গন্ধার প্রদেশেই) উপসম্পদ্যেত (উপস্থিত হয়),—এবম্ এব (এই প্রকারেই) ইহ (এই পৃথিবীতে) আচার্য্য-বান্ পুরুষঃ বেদ (জানেন)—"তস্য (= তস্য মম = সেই আমার তাবৎ এব (তত দিনই) চিরম্ (বিলম্ব) যাবৎ (যত দিন) ন (না) বিমোক্ষ্যে (দেহ হইতে বিমুক্ত হইব)। অথ (অনন্তর) সম্পৎস্যে (সৎস্বরূপকে প্রাপ্ত হইব)।

২। তখন যেমন কেহ তাহার চক্ষুবন্ধন মোচন করিয়া বলে —"এইদিকে গন্ধার, এইদিকে গমন কর" সে যেমন (তখন) গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে জিজ্ঞাসা করিয়া এবং (অভিজ্ঞলোকের উপ-দেশে পথ বিষয়ে) পণ্ডিত ও মেধাবী হইয়া গন্ধার প্রদেশেই উপ-স্থিত হয়—তেমনি আচার্য্যবান্ পুরুষই জানেন যে—"যে পর্য্যন্ত আমি দেহ হইতে মুক্ত না হইব, সেই পর্য্যন্ত আমার বিলম্ব; তাহার পর আমি সৎস্বরূপকে প্রাপ্ত হইব।"

৩। স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ।

৩। সঃ যঃ এষঃ ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ ৬।৮।৭ দ্রষ্টব্য।

৩। এই যে অণিমা, ইহাই এই সমুদায় জগতের আত্মা। তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতো! তুমিই তিনি। শ্বেতকেতু বলিল—'ভগবান্ পুনর্ব্বার আমাকে উপদেশ দিন্।' পিতা বলিলেন—'হে সৌম্য! তাহাই হউক্।'

মন্তব্য

৬।১৪।১। (১) 'প্রধ্মায়ীত,—(ক) কেহ কেহ বলেন এখানে কর্ম্মবাচ্যের প্রয়োগ হইয়াছে, ইহার অর্থ "নিক্ষিপ্ত হইয়াছে"। এ মত গ্রহণ করিলে এ প্রয়োগকে বৈদিক বলিতে হয় না। (খ) কেহ বলেন প্র+ধ্মা ধাতুর অর্থ এখানে ইতস্ততঃ গমন কর। (২) এই খণ্ডে 'সোম্য' স্থলে 'সৌম্য'। (৩) 'উদঙ্ বা' এর পরে একটী 'প্রধ্মায়ীত'; 'অধরাঙ্ বা' এর পরে আর একটী 'প্রধ্মায়ীত'।

"পণ্ডিত মেধাবী"—কেহ কেহ অর্থ করেন (যদি=সে পণ্ডিত ও মেধাবী (হয়) অর্থাৎ যদি সে বুদ্ধিমান হয়।

৬।১৪।২। এবম্ এব আচার্য্যবান্ পুরুষঃ বেদ তস্য তাবৎ এব চিরম্ ইত্যাদি। শঙ্কর এই অংশের এই প্রকার অর্থ করিয়াছেন—

এবম্ এব আচার্য্যবান্ পুরুষঃ বেদ=সেই প্রকার আচার্য্যবান্ পুরুষ (সৎস্বরূপ আত্মাকে) জানেন। তস্য তাবৎ এব চিরম্, যাবৎ ন বিমোক্ষ্যে; অথ সম্পৎস্যে=তাহার তত দিন বিলম্ব, যত দিন দেহ হইতে মুক্ত না হয়; তাহার পর সে সৎস্বরূপকে প্রাপ্ত হইবে।

বিমোক্ষ্যে=আমি মুক্ত হইব; সম্পৎস্যে=আমি সৎস্বরূপকে প্রাপ্ত হইব। উভয়স্থলেই উত্তম পুরুষ। শঙ্কর বলেন উভয় স্থলেই পুরুষ-ব্যত্যয়, প্রথম পুরুষ স্থলে উত্তম পুরুষ ব্যবহৃত হইয়াছে; অর্থাৎ বিমোক্ষ্যে=বিমোক্ষ্যতে এবং সম্পৎস্যে=সম্পৎস্যতে। অন্যান্য ভাষ্য-কার এবং মোক্ষমূলার-প্রমুখ অনেক পণ্ডিত শঙ্করেরই অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের মনে হয় এস্থলে বৈদিক প্রয়োগ বলা অনর্থক। পূর্ব্বোক্ত অংশের সরলার্থ এই—

সেই প্রকার আচার্য্যবান্ পুরুষ জানেন 'যত দিন দেহ হইতে বিমুক্ত না হইব তত দিনই আমার বিলম্ব, তাহার পর আমি ব্রহ্ম লাভ করিব'।

এই স্থলে অনেকে এই আপত্তি করিবেন—তস্য=তাহার, কিন্তু এস্থলে ইহার অর্থ 'আমার' করা হইয়াছে।

এবিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই—

তস্য='তস্য মম'; 'মম' শব্দ উহ্য। প্রচলিত সংস্কৃত ভাষায় এবং বৈদিক সাহিত্যে বহুস্থলে 'সঃ অহম্', 'এষঃ অহম্' 'সঃ ত্বম্' ইত্যাদির প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল যে প্রথমা বিভক্তিতেই এই প্রকার ব্যবহৃত হয় তাহা নহে, অন্যান্য বিভক্তিতেও এই প্রকার প্রয়োগ আছে, যেমন তস্য মে (বৃহঃ উঃ ৬।১।১৩, ১৪), তস্মিন্ ত্বয়ি (তৈঃ উঃ ১।৪।৪), তম্ মা (ছাঃ উঃ ৭।১।৩) ইত্যাদি। আবার অনেক

স্থলে উত্তম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষ উহ্য থাকে, কেবল প্রথম পুরুষই ব্যবহৃত হয়, যেমন তে যূয়ম্ স্থলে তে (বৃঃ উঃ ১।৩।১৮) সঃ ত্বম্ স্থলে সঃ (বৃঃ উঃ ৪।১।১, ৩, ৪; ছাঃ ৩।১৬.৭; তৈঃ উঃ ১।৪।৪), 'এষঃ অহম্' স্থলে এষঃ (ছাঃ ২।২৪।৫, ৬) 'তে বয়ম্' স্থলে 'তে' (বৃঃ উঃ ৩।৩।১), 'সঃ অহম্' স্থলে 'সঃ' (বৃঃ উঃ ৩।৩।১)। ছান্দোগ্যের এই স্থলেও তেমনি 'তস্য মম' বা 'তস্য মে' স্থলে কেবল 'তস্য' ব্যবহৃত হইয়াছে। আচার্য্যবান্ পুরুষ বলিতে পারেন আমি গন্ধার দেশীয় ঐ ব্যক্তির ন্যায়। এরূপ স্থলে প্রথমার এক বচনে ব্যবহৃত হইবে 'সঃ অহম্'='সেই প্রকার অবস্থাপন্ন আমি।' ষষ্ঠী বিভক্তিতে হইবে "তস্য মম" অর্থাৎ "সেই প্রকার অবস্থাপন্ন আমার।")

এই প্রকার অর্থ করিলে 'বিমোক্ষ্যে' এবং 'সম্পৎস্যে' এই দুইটীকে বৈদিক প্রয়োগ বলিতে হয় না এবং 'বেদ' ক্রিয়ার কর্ম্মকেও উহ্য বলা আবশ্যক হয়না।

তস্য তাবৎ এবম্ ইত্যাদি।

এস্থলে তস্য=তস্য মম=সেই প্রকার অবস্থাপন্ন আমার।

ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই গন্ধার দেশের একজন লোকের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। ইহার অবস্থা যে প্রকার, ধর্ম্মজীবনে প্রত্যেক লোকের অবস্থাই সেই প্রকার। যত ক্ষণ চক্ষুর বন্ধন থাকে, তত ক্ষণ কেহ পথ চিনিতে পারে না। চক্ষুর বন্ধন উন্মোচিত হইলে এবং উপযুক্ত লোকের নিকট হইতে উপদেশ লাভ করিলেই সে গন্তব্য স্থলে উপনীত হইতে পারে।

ষষ্ঠাধ্যায়ে পঞ্চদশ খণ্ড

মুমূর্ষু ও মৃত ব্যক্তির দৃষ্টান্ত দ্বারা 'তৎত্বমসি' বাক্যের ব্যাখ্যা

১। পুরুষং সোম্যোতোপতাপিনং জ্ঞাতয়ঃ পর্য্যুপাসতে জানাসি মাং জানাসি মামিতি তস্য যাবন্ন বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে মনঃ প্রাণে প্রাণস্তেজসি তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াং তাবজ্জানাতি।

১। পুরুষম্ (কোন পুরুষকে) সোম্য! উত উপতাপিনম্ (+ পুরুষম্ = রোগসন্তপ্ত পুরুষকে) জ্ঞাতয়ঃ (জ্ঞাতিগণ) পরি + উপাসতে (পরিবেষ্টন করিয়া উপবেশন করে) 'জানাসি (চিনিতেছ, চেন) মাম্ (আমাকে) 'জানাসি মাম্ ইতি; তস্য (তাহার) যাবৎ (যে পর্য্যন্ত) ন (না) বাক্ মনসি (মনে) সম্পদ্যতে (সম্ + পদ্; মিলিত হয়, বিলীন হয়), মনঃ প্রাণে, প্রাণঃ তেজসি (তেজে) তেজঃ পরস্যাম্ দেবতায়াম্ (পরম দেবতাতে), তাবৎ (সেই পর্য্যন্ত) জানাতি (চিনিতে পারে)।

১। হে সোম্য! জ্ঞাতিগণ রোগ সন্তপ্ত পুরুষকে বেষ্টন করিয়া জিজ্ঞাসা করে 'তুমি কি আমাকে চেন?' 'তুমি কি আমাকে চেন?' তাহার বাক্ যত ক্ষণ মনে লীন না হয়, মন প্রাণে লীন না হয়, প্রাণ তেজে লীন না হয়, তেজ পরম দেবতাতে লীন না হয়, তত ক্ষণ সেই পুরুষ তাহাদিগকে চিনিতে পারে।

২। অথ যদাস্য বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে মনঃ প্রাণে প্রাণস্তেজসি তেজঃ পরস্যাং দেবতায়ামথ ন জানাতি।

৩। স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ।

২। অথ (অনন্তর) যদা (যখন) অস্য (এই ব্যক্তির) বাক্ মনসি সম্পদ্যতে, মনঃ প্রাণে, প্রাণঃ তেজসি, তেজঃ পরস্যাম্ দেবতায়াম্, অথ ন জানাতি (১দ্রঃ)।

৩। সঃ যঃ এষঃ ইত্যাদি ৬।৮।৭ দ্রঃ।

২। পরে যখন বাক্ মনে লীন হয়, মন প্রাণে লীন হয়, প্রাণ তেজে লীন হয়, এবং তেজ পরম দেবতাতে লীন হয়, তখন সেই পুরুষ তাহাদিগকে চিনিতে পারে না।

৩। এই যে অণিমা ইহাই এই সমুদায় জগতের আত্মা। তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতো! তুমিই তিনি।

শ্বেতকেতু বলিল—'ভগবান্ পুনর্ব্বার আমাকে উপদেশ দিন্।'

পিতা বলিলেন—'হে সৌম্য! তাহাই হউক্।'

মন্তব্য

৬।১৫।১। পর্য্যুপাসতে = পরি + উপাসতে। উপাসতে = উপ + আস + লট্ অন্তে আস্ = উপবেশন করে। পাঠান্তরঃ—'সোম্য' স্থলে 'সৌম্য'।

ষষ্ঠাধ্যায়ে ষোড়শ খণ্ড

তপ্ত পরশুস্পর্শের দৃষ্টান্ত দ্বারা 'তৎত্বমসি' বাক্যের ব্যাখ্যা

১। পুরুষং সোম্যোত হস্তগৃহীতমানয়ন্ত্যপহার্ষীৎ স্তেয়মকার্ষীৎ পরশুমস্মৈ তপতেতি। স যদি তস্য কর্তা ভবতি তত এবানৃতমাত্মানং কুরুতে, সোঽনৃতাভিসন্ধোঽনৃতেনাত্মানমন্তর্ধায় পরশুং তপ্তং প্রতিগৃহ্ণাতি স দহ্যতেঽথ হন্যতে।

১। পুরুষম্ (কোন পুরুষকে) সোম্য! উত হস্ত গৃহীতম্ (+পুরুষম্=হাত ধরিয়া কোন পুরুষকে; হস্ত গৃহীতম্=যাহার হাত ধরা হইয়াছে, যা বাঁধা হইয়াছে তাহাকে) আনয়ন্তি (আনয়ন করে), অপহার্ষীৎ (বৈদিক প্রয়োগ; =অপাহার্ষীৎ=অপ+অহার্ষীৎ=অপহরণ করিয়াছে; অপ+হৃ, লুঙ্), স্তেয়ম্ (চৌর্য্য, ২।১) অকার্ষীৎ (কৃ, লুঙ; করিয়াছে); পরশুম্ (২।১) অস্মৈ (ইহার জন্য) তপত (উত্তপ্ত কর) ইতি। সঃ (সে) যদি অস্য (ইহার, চৌর্য্যের) কর্ত্তা ভবতি (হয়), ততঃ (তাহা হইলে) এব (নিশ্চয়ই) অনৃতম্ (২।১, অসত্য) আত্মানম্ (আপনাকে) কুরুতে (করে); সঃ অনৃতাভি সন্ধঃ (অসত্যমনা; অভিসন্ধা=বাক্য, প্রতিজ্ঞা, অভিসন্ধি) অনৃতে (অসত্য দ্বারা) আত্মানম্ (আপনাকে) অন্তর্দ্ধায় (আচ্ছাদন করিয়া; অন্তঃ+ধা) পরশুম্ তপ্তম্ (উত্তপ্ত কুঠারকে) প্রতিগৃহ্ণাতি (গ্রহণ করে), সঃ দহ্যতে (দগ্ধ হয়), অথ (অনন্তর) হন্যতে (হত হয়)।

১। 'হে সোম্য! যদি কোন পুরুষের হস্ত বন্ধন করিয়া আনা হয় এবং বলা হয় 'এ ব্যক্তি অপহরণ করিয়াছে, এ ব্যক্তি চুরি করি-

২। অথ যদি তস্যাকর্ত্তা ভবতি তত এব সত্যমাত্মানং কুরুতে স সত্যাভিসন্ধঃ সত্যেনাত্মানমন্তর্ধায় পরশুং তপ্তং প্রতিগৃহ্ণাতি স ন দহ্যতেঽথ মুচ্যতে।

৩। স যথা তত্র নাদাহ্যেতৈতদাত্মমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি তদ্ধাস্য বিজজ্ঞাবিতি বিজজ্ঞাবিতি।

২। অথ যদি তস্য অকর্ত্তা ভবতি, ততঃ এব সত্যম্ আত্মানম্ কুরুতে। সঃ সত্যাভিসন্ধঃ (সত্যমনা) সত্যেন আত্মানম্ অন্তর্দ্ধায় পরশুম্ তপ্তম্ প্রতিগৃহ্ণাতি; সঃ ন দহ্যতে অথ মুচ্যতে (মুক্ত হয়)। (১মঃ দ্রঃ)।

৩। সঃ (সে) যথা (যেমন) তত্র (সেই স্থলে) ন অদাহ্যেত (দগ্ধ হয়না):—

'ঐতদাত্ম্যম্' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ (৬।৮।৭, দ্রঃ)।

য়াছে, ইহার জন্য পরশু উত্তপ্ত কর'—সে যদি চুরি করিয়া থাকে তাহা হইলে সে আপনাকে অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবে। সেই অসত্যমনা অসত্য দ্বারা আপনাকে আচ্ছাদন করিয়া তপ্ত পরশু গ্রহণ করিবে, দগ্ধ হইবে এবং অবশেষে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।

২। যদি সে ব্যক্তি সে কার্য্য না করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে আপনাকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবে; সেই সত্যাভিসন্ধ পুরুষ আপনাকে সত্য দ্বারা আচ্ছাদন করিবে, সে দগ্ধ হইবে না এবং অবশেষে মুক্তি লাভ করিবে।

৩। সেই ব্যক্তি যেমন এইস্থলে দগ্ধ হয়না এবং সে মুক্ত হয়, তেমনি সত্যপরায়ণ ব্যক্তি পরলোকে পাপদগ্ধ হয় না। সে মুক্তি লাভ করে ও সত্যস্বরূপকে প্রাপ্ত হয়।

এই যে অণিমা, ইহাই সমুদায় জগতের আত্মা। তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতো! তুমিই তিনি।

শ্বেতকেতু বলিল—'ভগবান্ পুনর্ব্বার আমাকে শিক্ষা দিন্।

পিতা বলিলেন—'হে সৌম্য! তাহাই হউক্।

মন্তব্য

৬.১৬।১। পাঠান্তর:—'সোম্য' স্থলে 'সৌম্য'।

'অপাহার্ষীৎ' স্থলে 'অপহার্ষীৎ'। বৈদিক সাহিত্যে এবং রামায়ণে ও মহাভারতে এই প্রকার 'অ' লোপ বহুল দৃষ্ট হয়।

সপ্তম অধ্যায়

সপ্তমাধ্যায়ে প্রথম খণ্ড

নারদ-সনৎকুমার-সংবাদ—ভূমাতত্ত্ব—

ঋগ্বেদাদি সমুদায় বিদ্যা ই নামমাত্র

১। অধীহি ভগব ইতি হোপসসাদ সনৎকুমারং নারদস্তং হোবাচ যদ্বেত্থ তেন মোপসীদ ততস্ত ঊর্দ্ধং বক্ষ্যামীতি।

১। অধীহি (বৈদিক প্রয়োগ : =অধ্যাপয় = অধ্যয়ন করান) ভগবঃ (প্রাচীন প্রয়োগ = ভগবন্ !) ইতি হ উপসসাদ (উপ+ সদ্ লিট্) সনৎকুমারম্ (২।১) নারদঃ। তম্ (তাহাকে) হ উবাচ (বলিলেন)—"যৎ (২।১, যাহা) বেত্থ (জান, বিদ্ লট্ ২ ১) তেন (তাহার সহিত, তাহা বলিয়া) মা (আমার নিকট) উপসীদ (উপস্থিত হও ; উপ+সদ্ লোট ২।১)। ততঃ (তাহা অপেক্ষা) তে (তোমাকে) ঊর্দ্ধম্ (অধিক, অতিরিক্ত) বক্ষ্যামি (বলিব) ইতি। সঃ (তিনি অর্থাৎ সনৎকুমার) হ উবাচ (বলিলেন)।

১। নারদ সনৎকুমারের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'হে ভগবন্ ! আমাকে শিক্ষা দিন্'। সনৎকুমার বলিলেন "তুমি যাহা জান, তাহা প্রথমে বল ; তৎপর তাহার অতিরিক্ত বলিব"।

২। স হোবাচ ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্বেদং সামবেদমাথর্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যমেকায়নং দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্পদেবজনবিদ্যামেতদ্ভগবোঽধ্যেমি।

২। ঋগ্বেদম্, ভগবঃ (প্রাচীন প্রয়োগ; =ভগবন্) অধ্যেমি (জানি; অধি+ই, লট্ ১।১; পরস্মৈপদ, বৈদিক এবং প্রাচীন প্রয়োগ) যজুর্ব্বেদম্, সামবেদম্, আথর্ব্বণম্ চতুর্থম্ (চতুর্থস্থানীয় অথর্ব্ববেদ), ইতিহাস-পুরাণম্ পঞ্চমম্ (ইতিহাসপুরাণ নামক পঞ্চম বেদকে) বেদাণাম বেদম্ (বেদসমূহের বেদকে=ব্যাকরণকে) পিত্র্যম্ (পিতৃপুরুষদিগের শ্রাদ্ধ বিষয়ক তত্ত্বকে), রাশিম্ (গণিত শাস্ত্রকে) দৈবম্ (দৈব উৎপাত সমূহের বিদ্যাকে), নিধিম্ (কালতত্ত্বকে, বা ধন তত্ত্বকে) বাকোবাক্যম্, একায়ণম্, দেববিদ্যাম্, ব্রহ্মবিদ্যাম্, ভূতবিদ্যাম্ (ভূতযোনিসংক্রান্ত বিদ্যা) ক্ষত্রবিদ্যাম্ (ধনুর্ব্বেদকে), নক্ষত্রবিদ্যাম্ (জ্যোতির্ব্বিদ্যাকে) সর্প-দেবজন-বিদ্যাম্ (সর্পবিদ্যা ও দেবজন বিদ্যাকে)—এতৎ (এই সমুদয়কে) ভগবঃ অধ্যেমি।

২। নারদ বলিলেন—হে ভগবন্! ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, চতুর্থস্থানীয় অথর্ব্ববেদ, ইতিহাসপুরাণ নামক পঞ্চম বেদ, বেদসমূহের বেদ (অর্থাৎ ব্যাকরণ), শ্রাদ্ধতত্ত্ব, গণিতশাস্ত্র, দৈব উৎপাত-সংক্রান্ত বিদ্যা, কালতত্ত্ব, বাকোবাক্য, নীতিশাস্ত্র, দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ধনুর্ব্বেদ, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্প ও দেবজনবিদ্যা,—হে ভগবন্! আমি এই সমুদয় অবগত আছি।

৩। "সোঽহং" ভগবো মন্ত্রবিদেবাস্মি নাত্মবিৎ শ্রুতং হ্যেব মে ভগবদ্দৃশেভ্যস্তরতি শোকমাত্মবিদিতি সোঽহং ভগবঃ শোচামি তং মা ভগবাঞ্ছোকস্য পারং তারয়ত্বিতি তং হোবাচ যদ্বৈ কিংচৈতদধ্যগীষ্ঠা নামৈবৈতৎ।"

৩। সঃ অহম্ (এমন যে আমি এত বিদ্যা লাভ করিয়াও আমি) ভগবঃ! (প্রাচীন প্রয়োগ; =ভগবন্।) মন্ত্রবিৎ এব (কেবল মন্ত্রবিৎই) অস্মি (হই); ন আত্মবিৎ (আত্মবিৎ নই; আত্মা কি জানিনা)। শ্রুতম্ (মে+; আমি শুনিয়াছি) হি এব মে (=ময়া=আমাকর্ত্তৃক) ভগবৎ+দৃশেভ্যঃ (ভগবৎ সদৃশ লোকের নিকট) 'তরতি (উত্তীর্ণ হয়) শোকম্ (২।১) আত্মবিৎ' ইতি। সঃ অহম্ ভগবঃ! শোচামি (শোক অনুভব করিতেছি)। তম্ মা (সেই আমাকে) ভগবান্ (১।১) শোকস্য পারম্ (২।১, শোকের পরপারে) তারয়তু (তৄ, ণিচ্; উত্তীর্ণ করুন)' ইতি। তম্ হ উবাচ—যৎ বৈ কিম্+চ এতৎ (যাহা কিছু) অধ্যগীষ্ঠাঃ (অধ্যয়ন করিয়াছ) নাম এব (নামমাত্র) এতৎ (ইহা)।

৩। এই প্রকার বিদ্বান্ হইয়াও আমি কেবল মন্ত্রবিৎ, কিন্তু আত্মবিৎ নহি। ভগবদ্ সদৃশ লোক সমূহের নিকটই শুনিয়াছি যে আত্মবিৎ শোক উত্তীর্ণ হয়। আমি শোকমগ্ন; ভগবান্ আমাকে শোকের পরপারে লইয়া যাউন।' সনৎকুমার তাঁহাকে বলিলেন—"তুমি যাহা কিছু অধ্যয়ন করিয়াছ তাহা নাম (অর্থাৎ বাক্য) মাত্র।"

৪। নাম বা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদ আথর্বণশ্চতুর্থ ইতিহাসপুরাণঃ পঞ্চমো বেদানাং বেদঃ পিত্র্যো রাশির্দৈবো নিধির্বাকোবাক্যমেকায়নং দেববিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা ভূতবিদ্যা ক্ষত্র-বিদ্যা নক্ষত্রবিদ্যা সর্পদেবজনবিদ্যা নামৈবৈতন্নামোপাস্স্বেতি।

৫। স যো নাম ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যাবন্নাম্নো গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যো নাম ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবো নাম্নো ভূয় ইতি নাম্নো বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি।

৪। নাম বৈ ঋগ্বেদঃ, যজুর্ব্বেদঃ, সামবেদঃ আথর্ব্বণঃ চতুর্থঃ ইতিহাসপুরাণঃ পঞ্চমঃ, বেদানাম্ বেদঃ, পিত্র্যঃ রাশিঃ, দৈবঃ, নিধিঃ বাকোবাক্যম্, একায়নম্, দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্প-দেবজন-বিদ্যা,—নাম এব এতৎ (এ সমুদয় নামই)। নাম (নামকে) উপাস্স্ব (উপাসনা কর) (২দ্রঃ)।

৫। সঃ যঃ (সেই যে কোন ব্যক্তি) নাম (নামকে) 'ব্রহ্ম' ইতি উপাস্তে (উপাসনা করে) যাবৎ (যে পর্য্যন্ত) নাম্নঃ (নামের) গতম্ (গতি), তত্র (সেই নাম বিষয়ে) অস্য (ইহার) যথাকামচারঃ (স্বেচ্ছা-চরণ) ভবতি (হয়) যঃ (যিনি) নাম ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে (দ্বিরুক্তি)। অস্তি (আছে) ভগবঃ নাম্নঃ (নাম অপেক্ষা) ভূয়ঃ (অধিক, শ্রেষ্ঠ) ? ইতি। 'নাম্নঃ বাব ভূয়ঃ অস্তি' ইতি। তৎ (২।১, তাহা) মে (আমাকে) ভগবান্ (১।১) ব্রবীতু (বলুন) ইতি।

৪। ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, চতুর্থতঃ অথর্ব্ব বেদ, পঞ্চমতঃ ইতিহাস ও পুরাণ, ব্যাকরণ, শ্রাদ্ধতত্ত্ব, গণিতবিদ্যা, দৈব উৎপাত বিষয়ক বিদ্যা, কালবিদ্যা, বাকোবাক্য, নীতিশাস্ত্র, নিরুক্ত, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্র-বিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্প ও দেবজন বিদ্যা,—এ সমুদয়ই নাম। নামের উপাসনা কর।

৫। যিনি নামকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন—নামের গতি যত দূর,

তত দূর তাঁহার কামচরণ (অর্থাৎ যথেচ্ছা গমন) হইয়া থাকে। নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন 'হে ভগবন্! নাম অপেক্ষা কি শ্রেষ্ঠ কিছু আছে?' সনৎকুমার বলিলেন—'নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ' (এমনবস্তু) নিশ্চয়ই আছে।" নারদ বলিলেন 'ভগবান্ তাহা আমাকে বলুন্।'

মন্তব্য

৭।১।১। অধীহি = অধি + ই + লোট হি। পরস্মৈপদ ব্যবহার বৈদিক। প্রচলিত প্রয়োগ অধীষ্ব। প্রাচীনকালে অধি + ই পরস্মৈপদে বহুল ব্যবহৃত হইত। তৈত্তিরীয় উপনিষদে অধীহি (৩।১।১, ৩।২।১ ৩.৩।১, ৩.৪।১, ৩।৯।১) শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে অধীমঃ (১।৫) মহাভারতে অধীহি (শাঃ ২৭৫।৬৮, ২৯৩।১১, ৩৩৩।৩ ইত্যাদি), অধীয়াৎ (বনঃ ২০৯।৩৯) অধ্যেতু (অনুঃ ১৪২।৬৩) ইত্যাদি পরস্মৈপদ প্রয়োগ পাওয়া যায়।

অধীহি অর্থ 'অধ্যয়ন করুন্'। কিন্তু এই মন্ত্রে ইহা নিজন্ত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অধীহি = অধ্যাপয় = অধ্যয়ন করান = শিক্ষা দিন্। মহাভারতেও এ প্রকার প্রয়োগ আছে, যেমন 'অধ্যাপয়' অর্থে 'অধীস্ব' (৪০।১৯, বন; ২৪১।২৩ শান্তিপর্ব্ব) স্মরণ করা অর্থে অধি + ই ধাতু পরস্মৈপদী হইতে পারে। এখানেও নিজন্ত অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। অধীহি = স্মরণ করান্। কিন্তু এস্থলে স্মরণ করা অর্থ সঙ্গত হয়না। নারদ যাহা শিখিতে গিয়াছিলেন, সে বিষয়ে তিনি কিছুই জানিতেন না। সুতরাং গুরু তাঁহাকে কি স্মরণ করাইবেন?

৭।১।২। ১। 'অধ্যেমি' র ব্যবহার বিষয়ে ১ম মন্ত্রের মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

২। "আথর্বণম্":—

পাণিনির মতে 'অথর্বন্' শব্দ হইতে আথর্বণিক হইয়াছে (অথর্বন্ + ঠক্ পাঃ ৪।২।৬৩)। অথর্বা একজন ঋষি; অথর্বদৃষ্ট মন্ত্রে যাঁহারা পারদর্শী, তাঁহাদিগের নাম আথর্বণিক। আথর্বণিক + অণ্ = আথর্বণ; যাহা আথর্বণিকদিগের তাহাই আথর্বণ (পাঃ

৪।৩।১৩৬)। ইহা অথর্ববেদেরই একটী প্রাচীন নাম। 'অথর্বাঙ্গিরস' নামেও ইহা অভিহিত হইত (৩।৪।১ মন্ত্রের মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

৩। 'ইতিহাস-পুরাণম্' :—

ইতিহাস=ইতি+হ+আস্। ইতি=এই প্রকার; 'হ' নিশ্চয়ার্থক অব্যয়। 'ইতিহ'=এই প্রকারই। আস=অস্+লিট, প্রাচীন প্রয়োগ; =ছিল। ইতি+হ+আস=এই প্রকার ছিল, এই প্রকার ঘটিয়াছিল। এই প্রকার অর্থ হইতেই বর্তমান ইতিহাস অর্থ আসিয়াছে। ইতিহাস একটী বাক্য, কিন্তু কালক্রমে 'ইতি' বিশেষ্যপদ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ভাষায় "ইতিহ" শব্দেরও প্রয়োগ আছে। "'ঐতিহ্য' শব্দ 'ইতিহ' শব্দ হইতেই উৎপন্ন।

'পুরা' শব্দ হইতে 'পুরাণ' শব্দের উৎপত্তি। পুরাণ=পুরাকালের কথা। মহাভারতে বহুস্থলে দ্বিতীয়ার একবচনে 'ইতিহাসম্ পুরাতনম্' ব্যবহৃত হইয়াছে। পুরাতন ইতিহাস এবং পুরাণ একই শ্রেণীর কথা। উভয়ের পার্থক্য কোথায় তাহা বলা কঠিন।

ছান্দোগ্য উপনিষদে (৩।৪।১, ২; ৭।১।২, ৪; ৭।২।১; ৭।৭।১) এবং শতপথ ব্রাহ্মণে (১১।৫।৬।৮) 'ইতিহাস পুরাণ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন ইহা একটী শব্দ। কিন্তু বহু স্থলে ইহার পৃথক্ পৃথক্ ব্যবহার পাওয়া যায়। অথর্ববেদ (১৫।৬।৪, দুইবার), শতপথ ব্রাহ্মণ (১৩।৪।৩।১৩), বৃহদারণ্যক উপনিষৎ (২।৪ ১০; ৪।১।২; ৪।৫।১১) তৈত্তিরীয় আরণ্যক (২।৯), জৈমিনীয় উপনিষদ্ ব্রাহ্মণ (১।৫৩) ইত্যাদি গ্রন্থে একই স্থলে ইতিহাস এবং পুরাণ শব্দ পৃথক্ পৃথক্ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। গোপথ ব্রাহ্মণ (১।১০) এবং শাঙ্খায়ণ শ্রৌত সূত্রে (১৬।২।২১।২৭) উভয়কেই পৃথক্ পৃথক্ রূপে বেদে বলা হইয়াছে। সুতরাং ইতিহাস এবং পুরাণ এতদুভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য থাকিলেও ইহারা যে এক বিষয় নহে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। (সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত এই পঞ্চ লক্ষণযুক্ত গ্রন্থকে যে পুরাণ বলা হয়, ইহা আধুনিক মত।)

৪। দৈবম্=দৈব উৎপাত সমূহের জ্ঞান (শঙ্কর ও মোক্ষমুলার)। কেহ কেহ 'দৈবম্' পদকে 'নিধিম্' পদের বিশেষণ বলিয়া মনেকরেন।

৫। নিধিম্ = মহাকালাদি নিধিশাস্ত্র (শঙ্কর); the science of time (মোক্ষমুলার)। 'নিধি' শব্দের মৌলিক অর্থ 'সম্পত্তির আধার': পরে ইহা 'সম্পত্তি' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এইস্থলে 'নিধি' ধন অর্থেও ব্যবহৃত হইতে পারে।

৬। বাকোবাক্য = তর্কশাস্ত্র (শঙ্কর ও মোক্ষমুলার)। Macdonell এবং Keith বলেন এ অর্থ নিতান্তই অসঙ্গত। ইহাদিগের মতে "বেদের যে অংশ কথোপকথনচ্ছলে লিখিত তাহাই "বাকোবাক্য"।" Monier Williams এর অভিধানে ইহার দুই অর্থ দেওয়া হইয়াছে—(১) কথোপকথন; (২) বেদের নির্দিষ্ট কোন অংশ।

৭। একায়নম্ = এক + অয়ন; অয়ন = পথ, গতি। ভিন্ন ভিন্ন লোক ইহার এই প্রকার অর্থ করিয়াছেন :—
(ক) নীতিশাস্ত্র (শঙ্কর), Ethics (মোক্ষ:) (খ) The only way or manner of conduct অর্থাৎ আচরণের একমাত্র পথ; worldly wisdom, সাংসারিক জ্ঞান (Mon. Will. অভিধান)। (গ) The doctrine (অয়ন) of unity (এক) অর্থাৎ একত্ববাদ; monotheism অর্থাৎ একেশ্বরবাদ।

৮। দেববিদ্যা = নিরুক্ত (শঙ্কর); Etymology (Maxmuller) কেহ কেহ অর্থ করেন "দেবতা-সংক্রান্ত-বিদ্যা।"

৯। ব্রহ্মবিদ্যা = শিক্ষা কল্পাদি বিদ্যা (শঙ্কর ও মোক্ষমুলার); Knowledge of the Absolute অর্থাৎ পরব্রহ্মের জ্ঞান (Vedic Index).

১০। সর্প-দেবজন-বিদ্যা = সর্পবিদ্যা ও দেবজনবিদ্যা। সর্প-বিদ্যা = সর্প ও সর্পবিষসংক্রান্ত বিদ্যা। দেবজন = গন্ধর্ব্ব; দেবজন বিদ্যা = গন্ধর্ব্বদিগের বিদ্যা অর্থাৎ গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত প্রণালী ও নৃত্য গীতাদি বিদ্যা (শঙ্কর)। কেহ কেহ বলেন ইহার অর্থ "দেব-পুরুষগণের বিদ্যা।"

অধ্যগীষ্ঠাঃ = অধি + ই + লুঙ্, 'ই' স্থানে 'গা' আদেশ। কেহ কেহ বলেন 'গা' ধাতু হইতেই এই পদ সিদ্ধ হইয়াছে। যথাকামচারঃ—শঙ্কর বলেন—"যথাকামচারঃ কামচরণম্ রাজ্ঞঃ ইব স্ববিষয়ে ভবতি—নিজ রাজ্যে রাজার যেমন কামচরণ অর্থাৎ স্বাধীনতা, সেই প্রকার। Monier Williams এর মতে 'Actions according to pleasure or without control.

সপ্তমাধ্যায়ে দ্বিতীয় খণ্ড

নাম অপেক্ষা বাক্ শ্রেষ্ঠ

১। বাগ্বাব নাম্নো ভূয়সী বাগ্বা ঋগ্বেদং বিজ্ঞাপয়তি যজুর্বেদং সামবেদমাথর্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যমেকায়নং দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্পদেবজনবিদ্যাং দিবং চ পৃথিবীং চ বায়ুং চাকাশং চাপশ্চ তেজশ্চ দেবাংশ্চ মনুষ্যাংশ্চ পশূংশ্চ বয়াংসি চ তৃণবনস্পতী শ্বাপদান্যাকীটপতঙ্গপিপীলকং ধর্ম্মং চাধর্ম্মং চ সত্যং চানৃতং চ সাধু চাসাধু চ হৃদয়জ্ঞং চাহৃদয়জ্ঞং চ যদ্বৈ বাঙ্নাভবিষ্য ধর্ম্মো নাধর্ম্মো ব্যজ্ঞাপিষ্যন্ন সত্যং নানৃতং ন সাধু নাসাধু ন হৃদয়জ্ঞো নাহৃদয়জ্ঞো বাগেবৈতৎ সর্ব্বং বিজ্ঞাপয়তি বাচমুপাস্স্বেতি।

১। বাক বাব নাম্নঃ (নাম অপেক্ষা) ভূয়সী (শ্রেষ্ঠ)। বাক্ বৈ ঋগ্বেদম্ (২।১) বিজ্ঞাপয়তি (জানায়); যজুর্ব্বেদম্ সামবেদম্, আথর্ব্বণম্ চতুর্থম্, ইতিহাস-পুরাণম্ পঞ্চমম্, বেদানাম্ বেদম্, পিত্র্যম্, রাশিম্, দৈবম্ নিধিম্ বাকোবাক্যম্, একায়নম্, দেববিদ্যাম্, ব্রহ্ম বিদ্যাম্, ভূতবিদ্যাম্ ক্ষত্রবিদ্যাম্ নক্ষত্রবিদ্যাম্, সর্পদেবজনবিদ্যাম্ (৭।১।২ দ্রঃ), দিবম্ চ (দ্যুলোককে), পৃথিবীম্ চ, বায়ুম্ চ, আকাশম্ চ, অপঃচ, তেজঃচ, দেবান্ চ (দেবগণকে), মনুষ্যান্ চ (মনুষ্যগণকে), পশূন্ চ, (পশুগণকে), বয়াংসি চ (পক্ষিগণকে, বয়স্ = পক্ষী) তৃণ-বনস্পতীন্ (তৃণ ও বনস্পতি সমূহকে) শ্বাপদানি (হিংস্রজন্তুদিগকে) আকীট-পতঙ্গ-পিপীলকম্ (কীট, পতঙ্গ, পিপীলিকা পর্য্যন্ত সমুদয়

১। বাক নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, চতুর্থ অথর্ব্ববেদ, পঞ্চম ইতিহাস-পুরাণ, ব্যাকরণ, শ্রাদ্ধতত্ত্ব, গণিতশাস্ত্র,

২। স যো বাচং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যাবদ্বাচো গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যো বাচং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবো বাচো ভূয় ইতি বাচো বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি।

প্রাণীকে) ধর্ম্মম্ চ, অধর্ম্মম্ চ, সত্যম্ চ, অনৃতম্ চ, সাধু চ (শুভ বিষয়কে), অসাধুচ (অসাধু বিষয়কে), হৃদয়জ্ঞম্ চ (মনোরম ২।১), অহৃদয়জ্ঞম্ চ = (অপ্রীতিকর বিষয়কে)। যৎ (যদি) বৈ বাক্ ন অভাবিষ্যৎ (থাকিত), ন ধর্ম্মঃ, ন অধর্ম্মঃ, ব্যজ্ঞাপয়িষ্যৎ (বি + জ্ঞা + নিচ্ = লঙ = আপনাকে জানাইত) ন সত্যম্, ন অনৃতম্, ন সাধু ন অসাধু, ন হৃদয়জ্ঞঃ, ন অহৃদয়জ্ঞঃ। বাক্ এব এতৎ সর্ব্বম্ (এই সমুদয়কে) বিজ্ঞাপয়াত। বাচম্ (বাক্‌কে) উপাস্স্ব (উপাসনা কর)। পাঠান্তর—'পিপীলকম্' স্থলে 'পিপীলিকম্'।

২। সঃ যঃ বাচম্ 'ব্রহ্ম' ইতি উপাস্তে, যাবৎ বাচঃ (বাক্যের) গতম্, তত্র অস্য যথাকামচারঃ ভবতি—যঃ বাচম্ ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে। 'অস্তি ভগবঃ বাচঃ ভূয়ঃ?' ইতি। 'বাচঃ বাব ভূয়ঃ অস্তি' ইতি। 'তৎ মে ভগবন্ ব্রবীতু' ইতি (৭।১।৫)।

দৈববিদ্যা, নিধিবিদ্যা, বাকোবাক্য, একায়ন, দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্প ও দেবজনবিদ্যা, দ্যৌ, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, তেজ, দেবগণ, মনুষ্যগণ, পশুসমূহ, পক্ষিগণ, তৃণ ও বনস্পতিসমূহ, শ্বাপদগণ, কীটপতঙ্গ ও পিপীলিকা পর্য্যন্ত সমুদয় প্রাণী, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, সত্য ও অসত্য, সাধু ও অসাধু, প্রীতিকর (বিষয়) ও অপ্রীতিকর (বিষয়)—এসমুদয়কেই বাক্ বিজ্ঞাপিত করিয়া থাকে। যদি বাক্ না থাকিত, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, সত্য ও অসত্য, সাধু ও অসাধু, প্রীতিকর ও অপ্রীতিকর,—কিছুই বিজ্ঞাপিত হইত না। বাক্‌ই এই সমুদয়কে বিজ্ঞাপিত করে। বাক্‌কেই উপাসনা কর।

২। যিনি বাক্‌কে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করেন, বাক্যের যত দূর গতি

তত দূর পর্য্যন্ত তাঁহার কামচরণ (অর্থাৎ যথেচ্ছ গমন) হইয়া থাকে। নারদ বলিলেন—"হে ভগবন্! বাক্ অপেক্ষা কি কিছু শ্রেষ্ঠ আছে?" সনৎকুমার বলিলেন—"বাক্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ - এমন বস্তু নিশ্চয়ই আছে।' নারদ বলিলেন—"ভগবান্ তাহা আমাকে বলুন্।"

সপ্তমাধ্যায়ে তৃতীয় খণ্ড

বাক্ অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ

১। মনো বাব বাচো ভূয়ো যথা বৈ দ্বে বামলকে দ্বে বা কোলে দ্বৌ বাক্ষৌ মুষ্টিরনুভবত্যেবং বাচং চ নাম চ মনোঽনুভবতি, স যদা মনসা মনস্যতি মন্ত্রানধীয়ীয়েত্যথাধীতে কর্ম্মাণি কুর্ব্বীয়েত্যথ কুরুতে পুত্রাংশ্চ পশূংশ্চেচ্ছেয়েত্যথেচ্ছত ইমং চ লোকমমুং চেচ্ছেয়েত্যথেচ্ছতে, মনো হ্যাত্মা মনো হি লোকো মনো হি ব্রহ্ম মন উপাস্স্বেতি।

১। মনঃ বাব বাচঃ (বাক অপেক্ষা) ভূয়ঃ (শ্রেষ্ঠ)। যথা বৈ দ্বে বৈ আমলকে (দুইটী আমলক ফলকে) দ্বে বা কোলে (দুইটী বদরী ফলকে), দ্বৌ বা অক্ষৌ (দুইটী অক্ষ ফলকে; অক্ষ=বিভীতক, বহেড়া), মুষ্টিঃ (হস্তের মুষ্টি), অনুভবতি (ধারণ করে, অন্তর্ভূতকরে, অনুভব করে), এবম (এই প্রকার) বাচম্ চ (২।১) নাম চ (নামকে) মনঃ অনুভবতি। সঃ (মানুষ) যদা (যখন) মনসা (মনদ্বারা) মনস্যতি (নাম ধাতু 'মনস্' হইতে;

২। মন বাক্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হস্তের মুষ্টি যেমন দুইটী আমলক ফলকে, বা বদরী ফলকে, বা বিভীতক ফলকে ধারণ

২। স যো মনো ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যাবন্মনসো গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যো মনো ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবো মনসো ভূয় ইতি মনসো বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি।

=মনন করে), 'মন্ত্রান্ (মন্ত্র সমূহকে) অধীয়ীয় (অধি+ই, বিধি =অধ্যয়ন করি)' ইতি, অথ অধীতে (অধ্যয়ন করে)। কর্ম্মাণি (কর্ম্ম সমূহকে) কুর্ব্বীয় (করি)' ইতি অথ কুরুতে (করে)। পুত্রান্ চ (পুত্রসমূহকে), পশূন্ চ (পশু সমূহকে) ইচ্ছেয় (আত্মনেপদ প্রয়োগ বৈদিক=ইচ্ছেয়ম্=ইচ্ছা করি) ইতি, অথ ইচ্ছতে বৈদিক প্রয়োগ=ইচ্ছতি=ইচ্ছা করে, লাভ করে); ইমম্ চ লোকম্ (এই লোককে) অমুম চ (ঐ লোককে, পরলোককে) ইচ্ছেয় ইতি অথ ইচ্ছতে। মনঃ হি আত্মা; মনঃ হি লোকঃ; মনঃ হি ব্রহ্ম। মনঃ (২।১) উপাসস্ব (উপাসনা কর) ইতি।

২। সঃ যঃ মনঃ (২।১) 'ব্রহ্ম' ইতি উপাস্তে, যাবৎ মনসঃ

করে, তেমনি মন, বাক্ ও নামকে ধারণ করিয়া থাকে। কারণ মন যখন স্থির করে যে 'আমি অধ্যয়ন করি, তখন সে অধ্যয়ন করে; যখন স্থির করে যে 'আমি কার্য্য করি' তখন কার্য্য করে, যখন স্থির করে যে 'আমি পুত্র ও পশু সমূহ পাইতে ইচ্ছা করি' তখন (পুত্র ও পশুসমূহ) লাভ করিয়া থাকে; যখন স্থির করে যে 'আমি ইহলোক ও পরলোক লাভ করিতে ইচ্ছা করি', তখন (তাহা) লাভ করে (অর্থাৎ মানুষ প্রথমে মন দ্বারা একটি বিষয় স্থির করে, তাহার পর সেই বিষয় সম্পন্ন করে)। মনই আত্মা, মনই লোক, মনই ব্রহ্ম। মনকেই উপাসনা কর।

২। যিনি মনকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, মনের গতি যত

(মনের) গতম্, তত্র অস্য যথা কামচারঃ ভবতি, যঃ মনঃ ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে। 'অস্তি ভগবঃ মনসঃ (মন অপেক্ষা) ভূয়ঃ'? ইতি। 'মনসঃ বাব ভূয়ঃ অস্তি' ইতি। 'তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু' ইতি (৭।১।৫)।

দূর, তত দূর পর্য্যন্ত তাঁহার কামচরণ হইয়া থাকে। নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভগবন্! মন অপেক্ষা কি কিছু শ্রেষ্ঠ আছে?" সনৎকুমার বলিলেন—'মন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে।' নারদ বলিলেন—"ভগবান্ আমাকে তাহা বলুন্।"

মন্তব্য

৭।৩।১। ইচ্ছতে, ইচ্ছেয় ইত্যাদি। প্রাচীনকালে 'ইষ্' ধাতু আত্মনেপদীতেও ব্যবহৃত হইত। ঋগ্বেদে ইচ্ছসে (৮।২১।১৩), ইচ্ছস্ব (১০।১০।১০) ইচ্ছমানঃ (১।১২৬।১, ১৭৯।৬ ; ৫।১৮।৩ ; ৬।৬।১ ; ৬।৫৮।৩ ইত্যাদি), ইচ্ছমানাঃ (৩।৩৩।৭, ৪।৪১।৯ ; ৭।৯৩।৩ ইত্যাদি) ; অথর্ব্ববেদে (৮।৬।৪), ইচ্ছস্ব (১৮।১।১১) ইচ্ছেত (১২।৫।১৩), ইচ্ছন্তে (১০ ৮।৫), এবং মহাভারতে বহুবার ইচ্ছামহে (আদি ১।১৪, ৫৯।৪, সভা ৬।৪ ; ১২৬।৬ ইত্যাদি) ইচ্ছতে (শাঃ ১১১।৬৪ ; ১৯৭।৮৪ ইত্যাদি) ; ইচ্ছে (ভীঃ ৬৭।১, শাঃ ১৯৭।৮৬ ইত্যাদি), ইচ্ছেত (বিঃ ৫৪।১০, শাঃ ২৬৫।২২ ইত্যাদি) ইচ্ছস্ব (আশ্বঃ ৫৫।২৩) ইচ্ছসে ইত্যাদি ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সমুদয় প্রয়োগ দেখিয়া মনে হয় যে প্রাচীনকালে "ইষ্" ধাতু পরস্মৈপদ এবং আত্মনেপদ উভয় প্রকারেই ব্যবহৃত হইত।

সপ্তমাধ্যায়ে চতুর্থ খণ্ড

মন অপেক্ষা সঙ্কল্প শ্রেষ্ঠ

১। সঙ্কল্পো বাব মনসো ভূয়ান্ যদা বৈ সঙ্কল্পয়তেঽথ মনস্যত্যথ বাচমীরয়তি তামু নাম্নীরয়তি নাম্নি মন্ত্রা একং ভবন্তি মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি।

২। তানি হ বা এতানি সঙ্কল্পৈকায়নানি সঙ্কল্পাত্মকানি সংকল্পে প্রতিষ্ঠিতানি সমক্লৃপতাং দ্যাবাপৃথিবী সমকল্পেতাং বায়ুশ্চাকাশং চ সমকল্পন্তাপশ্চ তেজশ্চ তেষাং সংক্লৃপ্ত্যৈ বর্ষং সংকল্পতে বর্ষস্য সংক্লৃপ্ত্যা অন্নং সংকল্পতেঽন্নস্য সংক্লৃপ্ত্যৈ প্রাণাঃ সংকল্পন্তে প্রাণানাং সংক্লৃপ্ত্যৈ মন্ত্রাঃ সংকল্পন্তে মন্ত্রাণাং সংক্লৃপ্ত্যৈ কর্ম্মাণি সংকল্পন্তে কর্ম্মণাং সংক্লৃপ্ত্যৈ লোকঃ সংকল্পতে লোকস্য সংক্লৃপ্ত্যৈ সর্ব্বং সংকল্পতে স এষ সংকল্পঃ সংকল্পমুপাস্বেতি।

১। সঙ্কল্পঃ বাব মনসঃ (মন অপেক্ষা) ভূয়ান্ (শ্রেষ্ঠ)। যদা (যখন) বৈ সঙ্কল্পয়তে (সংকল্প করে), অথ মনস্যতি (চিন্তা করে), অথ বাচম্ (২।১) ঈরয়তি (ঈর্; প্রেরণ করে), তাম্ (সেই বাক্‌কে) উ নাম্নি (নামে) ঈরয়তি, নাম্নি মন্ত্রাঃ (মন্ত্র সমূহ) একম্ ভবন্তি (হয়), মন্ত্রেষু (মন্ত্র সমূহে) কর্ম্মাণি (কর্ম্মসমূহ)।

২। তানি হ বা এতানি (সেই সমুদয় অর্থাৎ মন, বাক্, নাম,

১। সঙ্কল্প মন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রথমে মন সঙ্কল্প করে, পরে চিন্তা করে, পরে বাগিন্দ্রিয়কে পরিচালিত করে, তাহার পর ইহাকে নাম উচ্চারণে প্রেরণ করে। নামে মন্ত্র সমূহ এবং মন্ত্রে কর্ম্মসমূহ একীভূত হয়।

২। সঙ্কল্পেই এ সমুদয়ের গতি, সঙ্কল্পই এ সমুদয়ের আত্মা, সঙ্ক-

মন্ত্র ও কর্ম্ম) সঙ্কল্প+একায়নানি (সঙ্কল্পে যাহাদিগের লয়) সঙ্কল্পাত্মকানি (সঙ্কল্পে যাহাদিগের উৎপত্তি) সঙ্কল্পে প্রতিষ্ঠিতানি (প্রতিষ্ঠিত)। সমকৢপতাম্ (সম্+কৢপ্ লুঙ্ পরস্মৈপদ পাঃ ১।৩।৯১; সঙ্কল্প করিয়াছিল) দ্যাবাপৃথিবী (বৈদিক শব্দ দ্যৌ এবং পৃথিবী, দ্বন্দ্ব সমাস); সমকল্পেতাম্ (সম্+কৢপ্ লঙ্; সঙ্কল্প করিয়াছিল) বায়ুঃ চ আকাশম্ চ (বৈদিক প্রয়োগ; =আকাশঃ) সমকল্পন্ত আপঃ চ (১।৩; জল) তেজঃ চ। তেষাম্ (তাহাদিগের) সংকৢপ্ত্যৈ (সংকৢপ্তি ৪।১.=সঙ্কল্পের নিমিত্ত) বর্ষম্ (বৃষ্টি) সঙ্কল্পতে (সঙ্কল্প করে), বর্ষস্য (বৃষ্টির) সংকৢপ্ত্যৈ সংকল্পবশতঃ; অন্নম্ শব্দের সহিত সন্ধিতে মূলমন্ত্রে 'ঐ' কার স্থলে 'আ') অন্নম্ সঙ্কল্পতে; অন্নস্য (৬।১) সংকৢপ্ত্যৈ প্রাণাঃ (১।৩) সঙ্কল্পন্তে (সঙ্কল্প করে); প্রাণানাম্ (প্রাণসমূহের) সংকৢপ্ত্যৈ মন্ত্রাঃ (১।৩) সঙ্কল্পন্তে; মন্ত্রাণাম্ (৬।৩। সংকৢপ্ত্যৈ কর্ম্মাণি (১।৩) সঙ্কল্পন্তে; কর্ম্মণাম্ (৬।৩) সংকৢপ্ত্যৈ লোকঃ (স্বর্গাদিলোক) সঙ্কল্পতে; লোকস্য (স্বর্গাদি লোকের) সংকৢপ্ত্যৈ সর্ব্বম্ (সমুদয়ই) সঙ্কল্পতে; সঃ (সেই) এষঃ (এই প্রকার) সঙ্কল্পঃ। সঙ্কল্পম্ (২।১) উপাস্স্ব (উপাসনা কর)।

ল্পেই এ সমুদয় প্রতিষ্ঠিত। দ্যৌ ও পৃথিবী সঙ্কল্প করিয়াছিল; বায়ু ও আকাশ সঙ্কল্প করিয়াছিল; জল ও তেজ সঙ্কল্প করিয়াছিল। ইহাদিগের সঙ্কল্পেই বৃষ্টি সঙ্কল্প করে (অর্থাৎ নিজ কর্ম্ম সম্পন্ন করে) বৃষ্টির সঙ্কল্পেই অন্ন সঙ্কল্প করে; অন্নের সঙ্কল্পেই প্রাণ সমূহ সঙ্কল্প করে; প্রাণ সমূহের সঙ্কল্পেই মন্ত্রসমূহ সঙ্কল্প করে; মন্ত্র সমূহের সঙ্কল্পেই কর্ম্মসমূহ সঙ্কল্প করে; কর্ম্মসমূহের সঙ্কল্পেই (স্বর্গাদি) লোক সঙ্কল্প করে; এবং (স্বর্গাদি) লোকের সঙ্কল্পেই, সকলেই সঙ্কল্প করে। সেই সঙ্কল্প এই প্রকার। (এই) সঙ্কল্পকে উপাসনা কর।

৩। স যঃ সঙ্কল্পং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে সংক্ৢপ্তান্ বৈ স লোকান্ ধ্রুবান্ ধ্রুবঃ প্রতিষ্ঠিতান্ প্রতিষ্ঠিতোঽব্যথমানা-নব্যথমানোঽভিসিধ্যতি। যাবৎ সঙ্কল্পস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যঃ সঙ্কল্পং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবঃ সঙ্কল্পাদ্ভূয় ইতি সঙ্কল্পাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি।

৩। সঃ যঃ (২।১১।২ মন্তব্য) সঙ্কল্পম্ (২।১) 'ব্রহ্ম' ইতি উপাস্তে ক্ৢপ্তান্ (লোকান্ লোক সমূহকে) বৈ সঃ লোকান্ ধ্রুবান্ (ধ্রুবলোক সমূহকে) ধ্রুবঃ ('স্বয়ং' ধ্রুব 'হইয়া'). প্রতি-ষ্ঠিতান্ (+লোকান্=প্রতিষ্ঠিত লোক সমূহকে) প্রতিষ্ঠিতঃ ('স্বয়ং" প্রতিষ্ঠিত 'হইয়া') অব্যথমানান্ (+লোকান্=ব্যথা রহিত লোক-সমূহকে) অব্যথমানঃ ('স্বয়ং', ব্যথা রহিত 'হইয়া') অভিসিধ্যতি (প্রাপ্ত হয়েন)। যাবৎ সঙ্কল্পস্য গতম্, তত্র অস্য যথাকামচারঃ ভবতি, যঃ সঙ্কল্পম্ ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে। 'অস্তি ভগবঃ সঙ্কল্পাৎ (৫।১) ভূয়ঃ' ইতি। 'সঙ্কল্পাৎ বাব ভূয়ঃ অস্তি' ইতি। 'তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু' ইতি (৭।১৫ টীকা)। পাঠান্তর:—'ক্ৢপ্তান্' স্থলে "সঙক্ৢপ্তান্"।

৩। যিনি সঙ্কল্পকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তিনি যে সমুদয় লোক সঙ্কল্প করেন, সেই সমুদয় লোক প্রাপ্ত হন; নিজে ধ্রুব হইয়া ধ্রুবলোক লাভ করেন; স্বয়ং সুপ্রতিষ্ঠ হইয়া সুপ্রতিষ্ঠিত লোক প্রাপ্ত হন এবং স্বয়ং ব্যথাশূন্য হইয়া ব্যথরহিত লোক সমূহ লাভ করেন।

যিনি সঙ্কল্পকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করেন, সঙ্কল্পের যত দূর গতি, তত দূর তাঁহার কামচরণ হইয়া থাকে।” নারদ বলিলেন—“হে ভগবন্! সঙ্কল্প অপেক্ষা কি কিছু শ্রেষ্ঠ আছে?” সনৎকুমার বলিলেন—“সঙ্কল্প অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে।” নারদ বলিলেন—“ভগবান্ তাহা আমাকে বলুন।”

মন্তব্য

৭।৪।১। সঙ্কল্পৈকায়নানি ইত্যাদি :—

(ক) সঙ্কল্পৈকায়নানি = সঙ্কল্প + একায়নানি = সঙ্কল্পে যাহাদিগের লয়; (খ) সঙ্কল্পাত্মকানি = সঙ্কল্পে যাহাদিগের উৎপত্তি; (গ) সঙ্কল্পে প্রতিষ্ঠিতানি = সঙ্কল্পে ইহাদিগের প্রতিষ্ঠা (শঙ্কর)। এই সমুদয়ের অন্য অর্থও হইতে পারে; অয়ন = ই + অনট্, ‘ই’ ধাতু গতি-সূচক; = পথ, গতি, আশ্রয়। সকলের পথ, গতি, আশ্রয় বা মিলনের স্থল যাহা তাহাই ‘একায়ন’। সঙ্কল্প যাহাদিগের একায়ন সেই সমুদয় ‘সঙ্কল্পৈকায়নানি’। সঙ্কল্প যাহাদিগের আত্মা বা স্বরূপ সেই সমুদয় সঙ্কল্পাত্মকানি।

অনেক হস্তলিপিতে ‘সমকল্পন্ত’ স্থলে ‘সমকল্পন্তাম্’ পাঠ আছে। ‘সমকল্পতাম্’ পাঠও পাওয়া যায়। অনেকে এ সমুদয় পাঠকে হস্তলিপিলেখকের প্রমাদ বলিয়াই মনে করেন। কোন হস্তলিপিতেই ‘সমকল্পন্ত’ পাঠ নাই; কিন্তু ইহাই শুদ্ধ পাঠ বলিয়া মনে হয়। আনন্দাশ্রম সংস্করণে এই পাঠই গৃহীত হইয়াছে।

সপ্তমাধ্যায়ে পঞ্চম খণ্ড

সঙ্কল্প অপেক্ষা চিত্ত শ্রেষ্ঠ

১। চিত্তং বাব সঙ্কল্পাদ্ভূয়ো যদা বৈ চেতয়তেঽথ সঙ্কল্পয়তেঽথ মনস্যত্যথ বাচমীরয়তি তামু নাম্নীরয়তি নাম্নি মন্ত্রা একং ভবন্তি মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি।

২। তানি হ বা এতানি চিত্তৈকায়নানি চিত্তাত্মানি চিত্তে প্রতিষ্ঠিতানি তস্মাদ্ যদ্যপি বহুবিদচিত্তো ভবতি নায়মস্তীত্যেবৈনমাহুর্যদয়ং বেদ যদ্বা অয়ং বিদ্বান্নেত্থমচিত্তঃ স্যাদিতি। অথ যদ্যল্পবিচ্চিত্তবান্ ভবতি তস্মা এবোত শুশ্রূষন্তে চিত্তংহ্যেবৈষামেকায়নং চিত্তমাত্মা চিত্তং প্রতিষ্ঠা চিত্তমুপাস্স্বেতি।

১। চিত্তম্ বাব সঙ্কল্পাৎ (৫।১) ভূয়ঃ। যদা (যখন বৈ চেতয়তে (চিৎ, ণিচ্; অনুভব করে, বুঝিতে পারে) অথ সঙ্কল্পয়তে (সঙ্কল্প করে), অথ মনস্যতি অথ বাচম্ ঈরয়তি, তাম্ উ নাম্নি ঈরয়তি, নাম্নি মন্ত্রাঃ একম্ ভবন্তি. মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি (৭।৪।১ টীঃ)।

২। তানি হ বৈ এতানি (এই সমুদয়; সঙ্কল্প, মন, বাক্, নাম, মন্ত্র ও কর্ম্ম) চিত্ত+একায়নানি (চিত্ত যাহাদিগের একায়ন, ৭।৪।২দ্রঃ) চিত্তাত্মানি (চিত্তই যাহাদিগের আত্মা) চিত্তে প্রতিষ্ঠিতানি

১। চিত্ত সঙ্কল্প অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মানুষ অগ্রে অনুভব করে, তৎপরে সঙ্কল্প করে, তাহার পরে মনন করে, তাহার পর বাগিন্দ্রিয়কে নিযুক্ত করে, তৎপরে তাহাকে নাম উচ্চারণ করিতে প্রেরণ করে। নামে মন্ত্রসমূহ এবং মন্ত্রে কর্ম্মসমূহ একীভূত হয়।

২। চিত্তেই সঙ্কল্পাদি সমুদয়ের গতি, চিত্তই ইহাদিগের আত্মা এবং চিত্তই ইহাদিগের প্রতিষ্ঠা। মানুষ যদি বহুবিৎও হয়—সে

৩। স যশ্চিত্তং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে চিতান্ বৈ স লোকান্ ধ্রুবান্ ধ্রুবঃ প্রতিষ্ঠিতান্ প্রতিষ্ঠিতোঽব্যথমানানব্যথমানোঽভিসিধ্যতি যাবচ্চিত্তস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যশ্চিত্তং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবশ্চিত্তাদ্ভূয় ইতি চিত্তাদ্ বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি।

(চিত্তেই প্রতিষ্ঠিত)। তস্মাৎ (সেইজন্য) যদ্যপি বহুবিৎ (বহুজ্ঞ) অচিত্তঃ (বিবেচনারহিত) ভবতি (হয়)—'ন (না) অয়ম্ (এই ব্যক্তি) অস্তি (আছে)' ইতি এব এনম্ আহুঃ (বলিয়া থাকে)—যৎ অয়ম্ বেদ (এব্যক্তি যতই জানুক না কেন) যৎ (যদি) বৈ অয়ম্ বিদ্বান্ (জানিত, বিদ্+ক্বসু শতৃস্থলে) ন (না) ইত্থম্ (ইদম্+থম্, পাঃ ৫।৩।২৪,৪=এপ্রকার) অচিত্তঃ (চিত্তবিহীন) স্যাৎ (হইত) ইতি। অথ (আর) যদি অল্পবিৎ (অল্পজ্ঞ) চিত্তবান্ (বিবেচনাশীল) ভবতি (হয়), তস্মৈ (তাহাকে) এব উত শুশ্রূষন্তে (শ্রু, সন্; শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করে)। চিত্তম্ হি এব এষাম্ (ইহাদিগের) একায়নম্ (একমাত্র গতি) চিত্তম্ আত্মা চিত্তম্ প্রতিষ্ঠা। চিত্তম্ উপাস্স্ব ইতি (৭।৪।২ টীকা।

৩। সঃ যঃ (২।১১।২ মন্তব্য) চিত্তম্ (২।১) 'ব্রহ্ম' ইতি

যতই জানুক না কেন—তাহার যদি বিবেচনা শক্তি না থাকে, তাহা হইলে লোকে বলে, "এব্যক্তি (থাকিয়াও) নাই"; সে যদি বিদ্বান হইত, তাহা হইলে এপ্রকার চিত্ত বিহীন হইত না।" আর অল্পবিৎও যদি চিত্তবান্ হয়, তবে সকলেই তাহার কথা শুনিতে ইচ্ছা করে। চিত্তই এসমুদয়ের একায়ন; চিত্তই (এসমুদয়ের) আত্মা, এবং চিত্তই (এসমুদয়ের) প্রতিষ্ঠা। (এই) চিত্তেরই উপাসনা কর।

৩। যিনি চিত্তকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তিনি যে সমুদয় লোকের বিষয় অন্তরে বিবেচনা করেন, সেই সমুদয় লোক লাভ

উপাস্তে, চিত্তান্ (+লোকান্=যে সমুদয় লোকের বিষয় বিবেচনা করা হইয়াছে, সেই সমুদয় লোককে) বৈ সঃ লোকান্ (লোক সমূহকে ; চিত্তান্+), ধ্রুবান্ ধ্রুবঃ, প্রতিষ্ঠিতান্ প্রতিষ্ঠিতঃ, অব্যথমানান্ অব্যথমানঃ অভিসিধ্যতি। যাবৎ চিত্তস্য (৬।১) গতম্, তত্র অস্য যথাকামচারঃ ভবতি—যঃ চিত্তম্ 'ব্রহ্ম' ইতি উপাস্তে। 'অস্তি ভগবঃ চিত্তাৎ (চিত্ত অপেক্ষা) ভূয়ঃ' ইতি। 'চিত্তাৎ বাব ভূয়ঃ অস্তি' ইতি। 'তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু' ইতি (৭।১।৫দ্রঃ)।

করেন। তিনি ধ্রুব হইয়া ধ্রুবলোকসমূহকে, সুপ্রতিষ্ঠ হইয়া সুপ্রতিষ্ঠ লোকসমূহকে, ব্যথারহিত হইয়া ব্যথারহিত লোকসমূহকে লাভ করেন। যিনি চিত্তকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন—চিত্তের যত দূর গতি, তত দূর তাঁহার কামচরণ হয়। নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভগবন্! চিত্ত অপেক্ষা কি কিছু শ্রেষ্ঠ আছে?" সনৎকুমার বলিলেন—"চিত্ত অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে।" নারদ বলিলেন—"ভগবান্ তাহা আমাকে বলুন।"

মন্তব্য

৭।৫।২। 'যৎ অয়ম্ বেদ' এই অংশ পূর্ব্ব বাক্যের সহিতও যুক্ত হইতে পারে, পরবাক্যের সহিতও যুক্ত হইতে পারে। পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যের সহিত যুক্ত হইলে ইহার অর্থ হইবে 'এব্যক্তি যতই জানুক্ না কেন।' পরবর্ত্তী বাক্যের সহিত যুক্ত হইলে ইহার অর্থ হইবে—'এব্যক্তি যদি জানিত'।

৭।৫।৩। শঙ্কর বলেন—চিতান্=উপচিতান্—যাহা সঞ্চয় করা হইয়াছে, তাহাকে। চতুর্থ খণ্ডে সঙ্কল্পের গুণকীর্ত্তন করা হইয়াছে এবং

ইহার তৃতীয় মন্ত্রে 'কৢপ্তান্ লোকান্' লাভের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। এইখণ্ডে (৭৫) চিত্তের মহিমা বর্ণন করা হইয়াছে এবং এখানে 'চিত্তান্ লোকান্' লাভের বিষয় বলা হইতেছে। উভয় অংশ তুলনা করিলেই, বুঝা যাইবে যে 'কৢপ্তান্'এর সহিত সঙ্কল্পের যে সম্বন্ধ, 'চিন্তান্'এর সহিতও চিত্তের সেই সম্পর্ক। কৢপ্ত, কল্প, সঙ্কল্প. একই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; 'চিত্তান্' 'চিত্ত'ও সেইরূপ এক ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। সুতরাং চিত্তান্ লোকান্=যে সমুদয় লোকের বিষয় বিবেচনা (চিত্ত) করা হইয়াছে, সেই সমুদয় লোককে।

সপ্তমাধ্যায়ে ষষ্ঠ খণ্ড

চিত্ত অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ

১। ধ্যানং বাব চিত্তাদ্ভূয়ো ধ্যায়তীব পৃথিবী ধ্যায়তীবান্তরিক্ষং ধ্যায়তীব দ্যৌর্ধ্যায়ন্তীবাপো ধ্যায়ন্তীব পর্ব্বতা ধ্যায়ন্তীব দেবমনুষ্যাস্তস্মাদ্য ইহ মনুষ্যাণাং মহত্তাং প্রাপ্নুবন্তি ধ্যানাপাদাংশা ইবৈব তে ভবন্ত্যথ যেল্পাঃ কলহিনঃ পিশুনা উপবাদিনস্তেহথ যে প্রভবো ধ্যানাপাদাংশা ইবৈব তে ভবন্তি ধ্যানমুপাস্স্বেতি।

১। ধ্যানম্ বাব চিত্তাৎ (চিত্ত অপেক্ষা) ভূয়ঃ (শ্রেষ্ঠ)। ধ্যায়তি (ধ্যান করিতেছে) ইব (যেন) পৃথিবী; ধ্যায়তি ইব অন্তরিক্ষম্; ধ্যায়তি ইব দ্যৌঃ; ধ্যায়ন্তি (ধ্যান করিতেছে) ইব আপঃ (১।৩, জল); ধ্যায়ন্তি ইব পর্ব্বতাঃ, ধ্যায়ন্তি ইব দেবমনুষ্যাঃ। তস্মাৎ (সেইজন্য) যে (যাহারা) ইহ (এই পৃথিবীতে) মনুষ্যাণাম্ (মনুষ্য গণের মধ্যে) মহত্তাম্ (মহত্তকে; 'মহতা' শব্দ) প্রাপ্নুবন্তি (লাভ

১। ধ্যান চিত্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পৃথিবী যেন ধ্যান করিতেছে অন্তরিক্ষ যেন ধ্যান করিতেছে, দ্যুলোক যেন ধ্যান করিতেছে;

২। স যো ধ্যানং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যাবদ্ধ্যানস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যো ধ্যানং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবো ধ্যানাদ্ভূয় ইতি ধ্যানাদ্ বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি।

করে) ধ্যানাপাদাংশাঃ (ধ্যান + আপাদ + অংশাঃ = ধ্যানফলের অংশী, ১।৩ ; আপাদ ফল লাভ) ইব এব তে ভবন্তি (হয়)। অথ যে অল্পাঃ (১।৩, ক্ষুদ্রচেতা) কলহিনঃ (কলহপ্রিয়, ১।৩)) পিশুনাঃ (১।৩, ক্রূর, খল) উপবাদিনঃ (১।৩, কুৎসাপ্রিয় বা চাটুকার ; উপ + বদ্ আত্মনেপদ স্তুতিকরা পাঃ ১।৩।৪৭), তে (তাহারা ; ইহার ক্রিয়া 'ধ্যান ফলের অংশী হয়' উহ্য)। অথ যে প্রভবঃ (প্রভু, ১।৩ ; শ্রেষ্ঠ) ধ্যানপাদাংশাঃ ইব তে ভবন্তি। ধ্যানম্ উপাস্স্ব ইতি।

২। সঃ যঃ (২।১১।২ মন্তব্য) ধ্যানম্ (২।১) ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে, যাবৎ ধ্যানস্য (ধ্যানের) গতম্, তত্র অস্য যথাকামচারঃ ভবতি—য ধ্যানম্ ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে। 'অস্তি ভগবঃ ধ্যানাৎ (ধ্যান অপেক্ষা) ভূয়ঃ' ? ইতি 'ধ্যানাৎ বাব ভূয়ঃ অস্তি' ইতি। 'তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু' ইতি।

দেব এবং মনুষ্যগণও যেন ধ্যান করিতেছে। মনুষ্যগণের মধ্যে যিনি মহত্ব লাভ করেন, তিনি যেন ধ্যানফলেরই অংশী হন। আর যাহারা ক্ষুদ্র, কলহপ্রিয়, পিশুন এবং উপবাদী তাহারাও (যেন ধ্যান-ফলেরই অংশ লাভ করে)। যাহারা শ্রেষ্ঠ, তাঁহারা যেন ধ্যান-ফলের অংশী। এই ধ্যানের উপাসনা কর।

২। যিনি ধ্যানকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, ধ্যানের যত দূর গতি, তত দূর তাঁহার কামচরণ হইয়া থাকে।

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ভগবন্! ধ্যান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি কিছু আছে?’ ‘সনৎকুমার বলিলেন—“ধ্যান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে।” নারদ বলিলেন—“ভগবান্ তাহা আমাকে বলুন।”

মন্তব্য

৭।৬।১। ঋগ্বেদে (৭।১০৪।২০) এবং অথর্ব্ববেদে ‘পিশুন’ শব্দের ব্যবহার আছে। সায়নের অর্থ ‘কপট’; Whitney and Lanman “treacherous ones” অর্থ করিয়াছেন। এই উপনিষদের অনুবাদে মোক্ষমুলার “abusive” শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। Vedic Indexএ এই শব্দের অর্থ traitor করা হইয়াছে। শঙ্করের মতে পিশুনাঃ= পরদোষোদ্ভাসকাঃ=যাহারা পরের দোষ কীর্ত্তন করে।

সপ্তমাধ্যায়ে সপ্তম খণ্ড

ধ্যান অপেক্ষা বিজ্ঞান শ্রেষ্ঠ

১। বিজ্ঞানং বাব ধ্যানাদ্ভূয়ো বিজ্ঞানেন বা ঋগ্বেদং বিজানাতি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্য-মেকায়নং দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্র-বিদ্যাং সর্প-দেবজনবিদ্যাং দিবং চ পৃথিবীং চ বায়ুং চাকাশং চাপশ্চ তেজশ্চ দেবাংশ্চ মনুষ্যাংশ্চ পশূংশ্চ বয়াংসি চ তৃণ-বনস্পতীঞ্ছ্বাপদান্যাকীটপতঙ্গপিপীলকং ধর্ম্মং চাধর্ম্মং চ সত্যং চানৃতং চ সাধু চাসাধু চ হৃদয়জ্ঞং চাহৃদয়জ্ঞং চান্নং চ রসং চেমং চ লোকমমুং চ বিজ্ঞানেনৈব বিজানাতি বিজ্ঞানমুপাস্স্বেতি।

১। বিজ্ঞানম্ বাব ধ্যানাৎ (ধ্যান অপেক্ষা) ভূয়ঃ। বিজ্ঞানেন

১। বিজ্ঞান ধ্যান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিজ্ঞান দ্বারা ঋগ্বেদ, অবগত

২। স যো বিজ্ঞানং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে বিজ্ঞানবতো বৈ স লোকাঞ্জ্ঞানবতোঽভিসিধ্যতি যাবদ্বিজ্ঞানস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যো বিজ্ঞানং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবো বিজ্ঞানাদ্ভূয় ইতি বিজ্ঞানাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি।

(বিজ্ঞান দ্বারা) বৈ ঋগ্বেদম্ বিজানাতি (জানে, 'মানব' ইহার কর্ত্তা, উহ্য), যজুর্ব্বেদম্, সামবেদম্, আথর্ব্বণম্ চতুর্থম্, ইতিহাস-পুরাণম্ পঞ্চমম্, বেদানাম্ বেদম্, পিত্র্যাম্ রাশিম্, দৈবম্, নিধিম্, বাকোবাক্যম্, একায়নম্, দেবাবদ্যাম্, ব্রহ্মবিদ্যাম্, ভূতবিদ্যাম্, ক্ষত্রবিদ্যাম্ নক্ষত্রবিদ্যাম, সর্প-দেবজন-বিদ্যাম্, দিবম্ চ, পৃথিবীম্ চ, বায়ুম্ চ, আকাশম্ চ, আপঃ চ, তেজঃ চ, দেবান্ চ, মনুষ্যান্ চ. পশূন্ চ, বয়াংসি চ, তৃণবনস্পতীন্, শ্বাপদানি, আকীট-পতঙ্গ-পিপীলকম্, ধর্ম্মম্ চ, অধর্ম্মম্ চ, সত্যম্ চ, অনৃতম্ চ, সাধু চ, অসাধু চ, হৃদয়ঙ্গম্ চ, অহৃদয়ঙ্গম্ চ অন্নম্ চ, রসম্ চ, ইমম্ চ লোকম্, অমুম্ চ, বিজ্ঞানেন এব বিজানাতি। বিজ্ঞানম্ উপাস্স্ব ইতি। (৭।১।২; ৭।২ ১দ্রঃ)। পাঠান্তর —পিপীলকম্ স্থলে 'পিপীলিকম্'।

২। সঃ যঃ (২।১।২; মন্তব্য) বিজ্ঞানম্ (২।১) 'ব্রহ্ম' ইতি

হওয়া যায় এবং যজুর্ব্বেদ, সামবেদ চতুর্থ অথর্ব্ববেদ, পঞ্চম ইতিহাস-পুরাণ, ব্যাকরণ, পিত্র্য, রাশি, দৈব, নিধি, বাকোবাক্য, নীতিশাস্ত্র, দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্প ও দেবজনবিদ্যা, দ্যৌ, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জলসমূহ, তেজ, দেবগণ, মনুষ্যগণ, পক্ষিগণ, তৃণ ও বনস্পতিসমূহ, শ্বাপদ, কীট-পতঙ্গ-পিপীলিকা পর্য্যন্ত (সমুদয় প্রাণী), ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, সত্য ও অসত্য, শুভ ও অশুভ, প্রীতিকর ও অপ্রীতিকর অন্ন, রস, ইহলোক ও পরলোক —(এ সমুদয়ই) বিজ্ঞান দ্বারা জানা যায়। এই বিজ্ঞানকে উপাসনা কর।

২। যিনি বিজ্ঞানকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তিনি জ্ঞানময়

উপাস্তে, বিজ্ঞানবতঃ (+লোকান্ = বিজ্ঞানসম্পন্ন লোকসমূহকে) বৈ সঃ লোকান্ (লোকসমূহকে), জ্ঞানবতঃ (+লোকান্ = জ্ঞান-সম্পন্ন লোকসমূহকে) অভিসিধ্যতি (প্রাপ্ত হয়)। যাবৎ বিজ্ঞানস্য (বিজ্ঞানের) গতম্, তত্র অস্য যথাকামচারঃ ভবতি, যঃ বিজ্ঞানম্ 'ব্রহ্ম' ইতি উপাস্তে। 'অস্তি, ভগবঃ বিজ্ঞানাৎ (বিজ্ঞান অপেক্ষা) ভূয়ঃ'? ইতি। 'বিজ্ঞানাৎ বাব ভূয়ঃ অস্তি' ইতি। 'তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু' ইতি। (৭.১৫ দ্রঃ)

ও বিজ্ঞানময় জগৎ প্রাপ্ত হন। যিনি বিজ্ঞানকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, বিজ্ঞানের যত দূর গতি, তত দূর তাহার কামচরণ হইয়া থাকে। নারদ বলিলেন—'ভগবন্! বিজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি কিছু আছে?' সনৎকুমার বলিলেন—'বিজ্ঞান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে।' নারদ বলিলেন—'ভগবান্ তাহা আমাকে বলুন।'

মন্তব্য

বিজ্ঞান = শাস্ত্রোক্ত বিষয়ের জ্ঞান।
জ্ঞান = সাধারণ বিষয়ের জ্ঞান (শঙ্কর)।

সপ্তমাধ্যায়ে অষ্টম খণ্ড

বিজ্ঞান অপেক্ষা বল শ্রেষ্ঠ

১। বলং বাব বিজ্ঞানাদ্ভূয়োঽপি হ শতং বিজ্ঞানবতামেকো বলবানাকম্পয়তে স যদা বলী ভবত্যথোত্থাতা ভবত্যুত্তিষ্ঠন্ পরিচরিতা ভবতি পরিচরন্নুপসত্তা ভবত্যুপসীদন্দ্রষ্টা ভবতি শ্রোতা ভবতি মন্তা ভবতি বোদ্ধা ভবতি কর্ত্তা ভবতি বিজ্ঞাতা ভবতি বলেন বৈ পৃথিবী তিষ্ঠতি বলেনান্তরিক্ষং বলেন দ্যৌর্ব্বলেন পর্ব্বতা বলেন দেবমনুষ্যা বলেন পশবশ্চ বয়াংসি চ তৃণবনস্পতয়ঃ শ্বাপদান্যাকীটপতঙ্গপিপীলকং বলেন লোকস্তিষ্ঠতি বলমুপাস্স্বেতি।

১। বলম্ বাব বিজ্ঞানাৎ (বিজ্ঞান অপেক্ষা) ভূয়ঃ। অপি হ শতম্ (২।১) বিজ্ঞানবতাম্ (বিজ্ঞানবান্‌দিগের) একঃ বলবান্ আকম্পয়তে (কম্পিত করে)। সঃ যদা বলী ভবতি (হয়), অথ উত্থাতা (যে উত্থিত হইতে পারে; মতান্তরে—উদ্যমশীল) ভবতি; উত্তিষ্ঠন্ (উত্থিত হইয়া বা উদ্যমশীল হইয়া) পরিচরিতা (পরিচরিতৃ ১।১, পরিচর্য্যাপরায়ণ) ভবতি; পরিচরন্ (পরিচর্য্যা করিয়া) উপসত্তা (উপসত্তৃ, ১।১; উপ+সদ্+তৃচ্=যে নিকটে উপবেশন করে;

১। বল বিজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। একজন বলবান্ ব্যক্তি শত বিজ্ঞানবান্ ব্যক্তিকেও কম্পিত করিতে পারে। মানুষ যদি বলী হয়, তবে সে উদ্যমশীল হইতে পারে, উদ্যমশীল হইয়া (গুরু প্রভৃতির) পরিচর্য্যা করিতে পারে, পরিচর্য্যা করিয়া (তাঁহাদিগের) সমীপে উপবেশন করিতে পারে, সমীপে উপবেশন করিয়া দর্শন করিতে পারে, শ্রবণ করিতে পারে, মনন করিতে পারে, বুঝিতে

২। স যো বলং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যাবদ্বলস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যো বলং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবো বলাদ্ভূয় ইতি বলাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি।

সমীপস্থ); উপসীদন্ (উপ+সদ্ শতৃ; সমীপে উপবেশন করিয়া) দ্রষ্টা ভবতি, শ্রোতা ভবতি, মন্তা (মননকর্ত্তা) ভবতি, বোদ্ধা (যে বুঝিতে পারে, সেই বোদ্ধা) ভবতি। কর্ত্তা (যে করে সেই ব্যক্তি, অনুষ্ঠাতা) ভবতি, বিজ্ঞাতা ভবতি। বলেন (বল দ্বারা) বৈ পৃথিবী তিষ্ঠতি (অবস্থান করে), বলেন অন্তরিক্ষম্, বলেন দ্যৌঃ বলেন পর্ব্বতাঃ (১৩), বলেন দেবমনুষ্যাঃ (১৩), বলেন পশবঃ চ (পশুগণও), বয়াংসি চ (পক্ষিগণও) তৃণবনস্পতয়ঃ (তৃণ ও বনস্পতিসমূহ) শ্বাপদানি (হিংস্রজন্তুসমূহ) আকীটপতঙ্গপিপীলকম্ (কীট, পতঙ্গ ও পিপীলিকা পর্য্যন্ত), বলেন লোকঃ (স্বর্গাদি লোক) তিষ্ঠতি। বলম্ উপাস্ব ইতি। পাঠান্তর:—(১) 'দ্যৌ-র্বলেন' অংশের পর 'আপো বলেন' সংযুক্ত করা হইয়াছে। (২) "পিপীলকম্" স্থলে 'পিপীলিকম্'। (৩) 'লোকস্তিষ্ঠতি' স্থলে 'লোকাস্তিষ্ঠন্তি'।

২। সঃ যঃ (২।১১।২ মন্তব্য) বলম্ (২।১) 'ব্রহ্ম' ইতি উপাস্তে,

পারে, কর্ম্ম করিতে পারে ও বিজ্ঞান লাভ করিতে পারে। বলবশতঃই পৃথিবী অবস্থান করিতেছে; বলবশতঃই অন্তরিক্ষ, বলবশতঃই দ্যৌ, বলবশতঃই পর্ব্বতসমূহ, বলবশতঃই দেব ও মনুষ্যগণ, বলবশতঃই পশু ও পক্ষিগণ, তৃণ ও বনস্পতিসমূহ, শ্বাপদ, কীট পতঙ্গ পিপীলিকা পর্য্যন্ত সকলেই এবং (স্বর্গাদি) লোক অবস্থিতি করে। (এই) বলেরই উপাসনা কর।

২। যিনি বলকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, বলের গতি যত দূর,

যাবৎ বলস্য গতম্, তত্র তস্য যথাকামচারঃ ভবতি—যঃ বলম্ 'ব্রহ্ম' ইতি উপাস্তে। 'অস্তি ভগবঃ বলাৎ (বল অপেক্ষা) ভূয়ঃ ?' ইতি। 'বলাৎ বাব ভূয়ঃ অস্তি' ইতি। 'তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু' ইতি (৭।১।৫ দ্রঃ)।

তত দূর পর্য্যন্ত তাঁহার কামচরণ। নারদ বলিলেন—"হে ভগবন্! বল অপেক্ষা কি কিছু শ্রেষ্ঠ আছে ?" সনৎকুমার বলিলেন—"বল অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে।" নারদ বলিলেন—"ভগবান্ তাহা আমাকে বলুন।"

সপ্তমাধ্যায়ে নবম খণ্ড

বল অপেক্ষা অন্ন শ্রেষ্ঠ

১। অন্নং বাব বলাদ্ভূয়স্তস্মাদ্ যদ্যপি দশরাত্রীর্নাশ্নীয়াদ্-যদ্যুহ জীবেদথবাঽদ্রষ্টাঽশ্রোতাঽমন্তাঽবোদ্ধাঽকর্ত্তাঽবিজ্ঞাতা ভবত্যথাঽন্নস্যায়ৈ দ্রষ্টা ভবতি শ্রোতা ভবতি মন্তা ভবতি বোদ্ধা ভবতি কর্ত্তা ভবতি বিজ্ঞাতা ভবত্যন্নমুপাস্স্বেতি।

১। অন্নম্ বাব বলাৎ (বল অপেক্ষা) ভূয়ঃ। তস্মাৎ (সেই জন্য) যদ্যপি দশরাত্রীঃ (দশরাত্রী ২।৩; দশরাত্রি, অর্থাৎ দশ রাত্রি ও দশ দিন) ন (না) অশ্নীয়াৎ (আহার করে) যদি উ হ (যদিও) জীবেৎ (জীবিত থাকে, অথ (তখন) বা (নিশ্চয়ই) অদ্রষ্টা, অশ্রোতা, অমন্তা (যে মনন করিতে পারে না) অকর্ত্তা, অবিজ্ঞাতা, ভবতি (হয়)। অথ অন্নস্য (অন্নের) আয়ৈ (লাভে), দ্রষ্টা ভবতি, শ্রোতা ভবতি, মন্তা ভবতি, বোদ্ধা ভবতি, কর্ত্তা ভবতি, বিজ্ঞাতা ভবতি ইতি। অন্নম্ উপাস্স্ব (৭।৮।১ দ্রঃ)।

১। অন্ন বল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেইজন্য যদি কেহ (দশ দিন ও) দশ রাত্রি অন্নগ্রহণ না করে, সে যদি জীবিতও থাকে, তাহা হইলেও

২। স যোঽন্নং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽন্নবতো বৈ স লোকান্-পানবতোঽভিসিদ্ধ্যতি যাবদন্নস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যোঽন্নং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবোঽন্নাদ্ভূয় ইত্যন্নাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি।

২। সঃ যঃ (২।১১।২ মন্তব্য) অন্নম্ (২।১) ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে, অন্নবতঃ (+লোকান্=অন্নবান্ লোকসমূহকে) বৈ সঃ লোকান্ (লোকসমূহকে) পানবতঃ (+লোকান্=পানযুক্ত লোকসমূহকে) অভিসিধ্যতি (লাভ করে)। যাবৎ অন্নস্য (অন্নের) গতম্, তত্র অস্য যথাকামচারঃ ভবতি—যঃ অন্নম্ ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে। 'অস্তি ভগবঃ অন্নাৎ (অন্ন অপেক্ষা) ভূয়ঃ' ইতি। 'অন্নাৎ বাব ভূয়ঃ অস্তি' ইতি। 'তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু' ইতি (৭।১।৫ দ্রঃ)।

সে দেখিতে পারে না, শুনিতে পারে না, মনন করিতে পারে না, বুঝিতে পারে না, কর্ম্ম করিতে পারে না, জানিতে পারে না। কিন্তু অন্ন গ্রহণ করিলে, দর্শন করিতে পারে, শ্রবণ করিতে পারে, মনন করিতে পারে, বুঝিতে পারে, কর্ম্ম করিতে পারে, জ্ঞানলাভ করিতে পারে। এই অন্নের উপাসনা কর।

২। যিনি অন্নকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তিনি অন্নযুক্ত ও পান-যুক্ত লোকসমূহ লাভ করেন। যিনি অন্নকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করেন, অন্নের গতি যত দূর, তত দূর তাঁহার কামচরণ হইয়া থাকে? নারদ বলিলেন—'ভগবন্! অন্ন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি কিছু আছে।' সনৎকুমার বলিলেন—'অন্ন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে।' নারদ বলিলেন—'ভগবান্ তাহা আমাকে বলুন।'

মন্তব্য

৭।৯।১। (১) 'অথ বা' ইত্যাদি। "যদ্যপি দশরাত্রীঃ ন অশ্নীয়াৎ যদি উ হ জীবেৎ অথ বা অদ্রষ্টা......ভবতি" এই অংশকে শঙ্কর দুই বাক্যে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম—"যদ্যপি দশরাত্রীঃ ন অশ্নীয়াৎ"। ইহার অর্থ—"যদি দশরাত্রি ভোজন না করে, (তাহা হইলে মরিয়া যায়)"। "তাহা হইলে মরিয়া যায়" অংশটী উহ্য। দ্বিতীয়—"যদি উ হ জীবেৎ অথবা অদ্রষ্টা......ভবতি।"

(২) "অন্নস্য আয়ৈ' ইত্যাদি—

শঙ্কর 'আয়ৈ' পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু তিনি বলেন 'আয়ী' স্থলে 'আয়ৈ' ব্যবহৃত হইয়াছে। আয়=লাভ; যাহার আয় আছে সেই 'আয়ী।' কিন্তু 'আয়ৈ' পাঠও সমর্থন করা যায়। ঈ+ক্বিপ্ =ঈ; ইহার চতুর্থীর একবচনে 'য়ৈ'; 'আ'+য়ৈ=আয়ৈ=আয়বশতঃ লাভবশতঃ। শঙ্কর বলেন 'অন্নস্য আয়ী' হইলেও এই অর্থই হইবে। কোন কোন সংস্করণে 'আয়ঃ' পাঠও আছে।

সপ্তমাধ্যায়ে দশম খণ্ড

অন্ন অপেক্ষা জল শ্রেষ্ঠ

১। আপো বাবান্নাদ্ভূয়স্তস্মাদ্‌যদা সুবৃষ্টির্ন ভবতি ব্যাধীয়ন্তে প্রাণা অন্নং কনীয়ো ভবিষ্যতীত্যথ যদা সুবৃষ্টির্ভবত্যানন্দিনঃ প্রাণা ভবন্ত্যন্নং বহু ভবিষ্যতীত্যাপ এবেমা মূর্ত্তা যেয়ং পৃথিবী যদন্তরিক্ষং যদ্ দ্যৌর্যৎ পর্ব্বতা যদ্দেবমনুষ্যা যৎ পশবশ্চ বয়াংসি চ তৃণবনস্পতয়ঃ শ্বাপদান্যাকীটপতঙ্গপিপীলকমাপ এবেমা মূর্ত্তা অপ উপাস্স্বেতি।

১। আপঃ (১।৩, জল) বাব অন্নাৎ (অন্ন অপেক্ষা) ভূয়স্যঃ

১। জল অন্ন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেইজন্য যখন সুবৃষ্টি না হয়

২। স যোঽপো ব্রহ্মেত্যুপাস্ত আপ্নোতি সর্ব্বান্ কামাংস্তৃপ্তিমান্ ভবতি যাবদপাং গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যোঽপো ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবোঽদ্ভ্যো ভূয় ইত্যদ্ভ্যো বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি।

(ভূয়সী, স্ত্রীং ১।৩, শ্রেষ্ঠ)। তস্মাৎ (সেইজন্য) যদা (যখন) সুবৃষ্টিঃ ন ভবতি (হয়), ব্যাধীয়ন্তে (বি+আ+ধা, কর্ম্মবা; দুঃখিত হয়) প্রাণাঃ (১।৩) 'অন্নম্ কনীয়ঃ ভবিষ্যতি' (অন্ন অল্প হইবে এই ভাবিয়া; কনীয়ঃ=(অল্প+ঈয়স্, 'অল্প' স্থানে 'কন্' পাঃ ৫।৩।৬৪; =অল্পতর)। অথ যদা সুবৃষ্টিঃ ভবতি, আনন্দিনঃ (১।৩, হৃষ্ট) প্রাণাঃ ভবন্তি 'অন্নম্ বহু ভবিষ্যতি' ইতি (বহু অন্ন হইবে এই ভাবিয়া)। আপঃ এব ইমাঃ (এই সমুদয়) মূর্ত্তাঃ (বিবিধ মুর্ত্তিরূপে পরিণত)—যা ইয়ম্ (এই) পৃথিবী, যৎ (এই যে) অন্তরিক্ষম্, যৎ দ্যৌঃ, যৎ পর্ব্বতাঃ, যৎ দেবমনুষ্যাঃ যৎ পশবঃ চ, বয়াংসি চ তৃণবনস্পতয়ঃ, শ্বাপদানি আকীট-পতঙ্গ-পিপীলকম্—আপঃ এব ইমাঃ মূর্ত্তাঃ। অপঃ (২।৩, জলকে) উপাস্স্ব ইতি (৭।৮।১ দ্রঃ)।

২। সঃ যঃ (২।১১।২ মন্তব্য) অপঃ (২।৩, জলকে) 'ব্রহ্ম'

তখন অল্প অন্ন উৎপন্ন হইবে ভাবিয়া প্রাণ দুঃখিত হয়; আর যখন সুবৃষ্টি হয়, তখন বহু অন্ন হইবে ভাবিয়া প্রাণ আনন্দিত হয়। এ সমুদয়ই জলের মূর্ত্তি;—এই যে পৃথিবী, এই যে অন্তরিক্ষ, এই যে দ্যুলোক, এই যে পর্ব্বতসমূহ, এই যে দেব ও মনুষ্যগণ, এই যে পশু, পক্ষী, তৃণ ও বনস্পতিসমূহ, শ্বাপদগণ, এবং কীট পতঙ্গ পিপীলিকা পর্য্যন্ত সমুদয় প্রাণী—এ সমুদয়ই জলের মূর্ত্তি। এই জলেরই উপাসনা কর।

২। যিনি জলকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তিনি সমুদয়

ইতি উপাস্তে, আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়) সর্ব্বান্ কামান্ (সমুদয় কল্পনাকে), তৃপ্তিমান্ ভবতি (হয়)। যাবৎ অপাম্ (৬।৩, জলের) গতম্, তত্র অস্য যথাকামচারঃ ভবতি—যঃ অপঃ ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে। 'অস্তি ভগবঃ অদ্ভ্যঃ (৫।৩, জল অপেক্ষা) ভূয়ঃ ?' ইতি। 'অদ্ভ্যঃ বাব ভূয়ঃ অস্তি' ইতি। 'তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু' ইতি। (৭।১।৫ টীকা)।

কাম্যবস্তু লাভ করেন এবং পরিতৃপ্ত হয়েন। যিনি জলকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, জলের গতি যত দূর, তত দূর পর্য্যন্ত তাঁহার স্বাধীন আচরণ। নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভগবন্! জল অপেক্ষা কি শ্রেষ্ঠ কিছু আছে ?' সনৎকুমার বলিলেন—'ভগবন্! জল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নিশ্চয়ই কিছু আছে।' নারদ বলিলেন—'ভগবান্ তাহা আমাকে বলুন।'

মন্তব্য

৭।১০।১। (১) 'যৎ' শব্দ ক্লীবলিঙ্গ, একবচন, কিন্তু অনেক স্থলে সর্ব্বলিঙ্গে এবং সর্ব্ববচনেই ব্যবহৃত হয়। দ্যৌঃ স্ত্রীলিঙ্গ, পর্ব্বতাঃ পশবঃ ইত্যাদি পুংলিঙ্গ বহুবচন ; এ সমুদয়ের পূর্ব্বেই 'যৎ' ব্যবহৃত হইয়াছে। (২) পাঠান্তর—(ক) 'বাবান্নাৎ' স্থলে 'বা অন্নাৎ' (=বৈ অন্নাৎ)। (খ) 'পিপীলকম্' স্থলে 'পিলীলিকম্।'

সপ্তমাধ্যায়ে একাদশ খণ্ড

জল অপেক্ষা তেজ শ্রেষ্ঠ

১। তেজো বাবাদ্ভ্যো ভূয়স্তদ্বা এতদ্বায়ুমাগৃহ্যাকাশমভিতপতি তদাহুর্নিশোচতি নিতপতি বর্ষিষ্যতি বা ইতি তেজ এব তৎ পূর্ব্বং দর্শয়িত্বাঽথাপঃ সৃজতে তদেতদূর্ধ্বাভিশ্চ তিরশ্চীভিশ্চ বিদ্যুদ্ভিরাহ্রাদাশ্চরন্তি তস্মাদাহুর্ব্বিদ্যোততে স্তনয়তি বর্ষিষ্যতি বা ইতি তেজ এব তৎ পূর্ব্বং দর্শয়িত্বাঽথাপঃ সৃজতে তেজ উপাস্স্বেতি।

১। তেজঃ বাব অদ্‌ভ্যঃ (৫।৩, জল অপেক্ষা) ভূয়ঃ (শ্রেষ্ঠ)। তৎ (সেইজন্য) বৈ এতৎ বায়ুম্ আগৃহ্য (অবলম্বন করিয়া) আকাশম্ অভিতপতি (উত্তপ্ত করে)। তদা (তখন) আহুঃ ('লোকে' বলে) নিশোচতি (নি+শুচ্; = উত্তাপ দিতেছে, দগ্ধ করিতেছে) নিতপতি (সন্তপ্ত করিতেছে) বর্ষিষ্যতি (বর্ষণ করিবে) বৈ ইতি। তেজঃ এব তৎ (এই সমুদয় অবস্থাকে) পূর্ব্বম্ (প্রথমে) দর্শয়িত্বা (দেখাইয়া) অথ (পরে) অপঃ (২।৩, জলকে) সৃজতে (সৃষ্টি করে)। তৎ এতৎ (+আহ্রাদাঃ = মেঘধ্বনি সমুদয়; মন্তব্য দ্রষ্টব্য) ঊর্দ্ধাভিঃ চ, তিরশ্চীভিঃ চ বিদ্যুৎভিঃ (ঊর্দ্ধগতিবিশিষ্ট এবং তির্য্যক্‌গতি বিশিষ্ট বিদ্যুৎগণের সহিত) আহ্রাদাঃ (মেঘধ্বনিসমূহ) চরন্তি (বিচরণ করে)। তস্মাৎ (সেইজন্য) আহুঃ বিদ্যোততে (বিদ্যুৎ প্রকাশ পাইতেছে) স্তনয়তি (গর্জ্জন করিতেছে), বর্ষিষ্যতি বৈ ইতি। তেজঃ এব তৎ পূর্ব্বম্ দর্শয়িত্বা অথ অপঃ সৃজতে। তেজঃ (২।১) উপাস্স্ব (উপাসনা কর) ইতি।

১। তেজ জল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেইজন্য এই তেজ বায়ুকে আশ্রয় করিয়া আকাশকে উত্তপ্ত করে; তখন লোকে বলে 'অভিতপ্ত করিতেছে, সন্তপ্ত করিতেছে, (এখন) বর্ষণ হইবে।' তেজ প্রথমে

২। স যস্তেজো ব্রহ্মেত্যুপাস্তে তেজস্বী বৈ স তেজস্বতো লোকান্ ভাস্বতোঽপহততমস্কানভিসিদ্ধ্যতি যাবত্তেজসো গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যস্তেজো ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবস্তেজসো ভূয় ইতি তেজসো বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি।

২। সঃ যঃ (২।১১।২, মন্তব্য) তেজঃ (২।১) ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে তেজস্বী বৈ সঃ তেজস্বতঃ লোকান্ (তেজোময় লোকসমূহকে) ভাস্বতঃ (+লোকান্=প্রকাশবান্ বা দীপ্তিমান্ লোকসমূহকে অপহত-তমস্কান্ (+লোকান্=যে সমুদয় লোকের অন্ধকার বিদূরিত হইয়াছে, সেই সমুদয় লোককে; তমস্ক=তমস্+ক=অন্ধকার) অভিসিধ্যতি (লাভ করে)। যাবৎ তেজসঃ গতম্, তত্র অস্য যথাকামচারঃ ভবতি—যঃ তেজঃ ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে। 'অস্তি ভগবঃ তেজসঃ (তেজ অপেক্ষা) ভূয়ঃ?' ইতি। 'তেজসঃ বাব ভূয়ঃ অস্তি' ইতি। 'তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু' ইতি।

এই অবস্থা দেখাইয়া পরে জল সৃষ্টি করে। সেইজন্য মেঘগর্জ্জন ঊর্দ্ধগামী ও তির্য্যক্‌গামী বিদ্যুতের সহিত বিচরণ করে। সেইজন্য লোকে বলিয়া থাকে 'বিদ্যুৎ প্রকাশ পাইতেছে, গর্জ্জন হইতেছে, (এখন) বর্ষণ হইবে।' তেজ পূর্ব্বে এইরূপ দেখাইয়া পরে জল সৃষ্টি করে। (এই) তেজেরই উপাসনা কর।

২। যিনি তেজকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তিনি তেজোময়, প্রকাশবান্, এবং অন্ধকাররহিত লোকসমূহকে লাভ করেন। যিনি তেজকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন,—তেজের গতি যত দূর তত দূর পর্য্যন্ত তাঁহার কামচরণ। নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—

'ভগবন্! তেজ অপেক্ষা কি শ্রেষ্ঠ কিছু আছে?' সনৎকুমার বলিলেন—'তেজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু নিশ্চয়ই আছে।' নারদ বলিলেন—'ভগবান্ তাহা আমাকে বলুন।'

মন্তব্য

৭।১১।১। টীকায় 'এতৎ'কে 'আহ্লাদাঃ'র বিশেষণ করা হইয়াছে। ইহাতে অর্থ অতি স্বাভাবিক হয়। ইহার পূর্ব্বেও 'তৎ এতৎ বায়ুম্' ইত্যাদি অংশে 'এতৎ'কে কর্ত্তারূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। এই মন্ত্রে 'এতৎ' কর্ত্তার বিশেষণ। ইহার বিরুদ্ধে একটী আপত্তি এই:— এতৎ ক্লীং ১।১, কিন্তু আহ্লাদাঃ পুং ১।৩। এই বিষয়ে বক্তব্য এই:—এপ্রকার ব্যবহার বহুল পাওয়া যায়। আর বিশেষভাবে 'যৎ' 'এতৎ' ইত্যাদির ব্যবহার বৈদিক ও অবৈদিক উভয় সাহিত্যেই রহিয়াছে। ঋগ্বেদে আছে "দুর্গহা এতৎ (২।১৮।২); দুর্গহা= দুর্গহানি বহুবচন। উপনিষদের ও অনেক স্থলে এই প্রকার ব্যবহার আছে। তৎ যত্র এতৎ 'সুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নম্ ন বিজানাতি (ছাঃ ৮।৬।৩) এই স্থলে পুংলিঙ্গ 'এষঃ' ব্যবহার না করিয়া 'এতৎ' ব্যবহার করা হইয়াছে। ৮।৬।৪ ও ৮।৬।৫ অংশেও ঠিক এইরূপ। ৭।১০।১ অংশে 'যৎ' সর্ব্বলিঙ্গে ও সর্ব্ববচনে ব্যবহৃত হইয়াছে। মনুসংহিতাতে (২।২০৬) আছে—বিদ্যাগুরুষু এতৎ এব নিত্যা বৃত্তিঃ।" এইস্থলে 'এতৎ' স্ত্রীলিঙ্গ 'বৃত্তিঃ' শব্দের বিশেষণ।

এই অংশের অন্যপ্রকার অন্বয়ও করা যাইতে পারে:—(ক)'এতৎ' ক্রিংবিং; =এইরূপে; এপ্রকার প্রয়োগ বহুল দৃষ্ট হয়। (খ) তৎ এতৎ......আহ্লাদাঃ চরন্তি=তৎ এতৎ, (যৎ)......আহ্লাদাঃ চরন্তি =মেঘধ্বনি যে বিচরণ করে, ইহা (এতৎ) এইজন্য (তৎ)।

———

সপ্তমাধ্যায়ে দ্বাদশ খণ্ড

তেজ অপেক্ষা আকাশ শ্রেষ্ঠ

১। আকাশো বাব তেজসো ভূয়ানাকাশে বৈ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবুভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রাণ্যগ্নিরাকাশেনাহ্বয়ত্যাকাশেন শৃণোত্যাকাশেন প্রতিশৃণোত্যাকাশে রমত আকাশেন রমত আকাশে জায়ত আকাশমভিজায়ত আকাশমুপাস্স্বেতি।

১। আকাশঃ বাব তেজসঃ (তেজ অপেক্ষা) ভূয়ান্ (শ্রেষ্ঠ)। আকাশে বৈ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ (সূর্য্য ও চন্দ্রমা, সমাসে সূর্য্যের শেষ 'অকার' স্থলে 'আ'; পাঃ ৬।৬।২৬) উভৌ (এই উভয়) বিদ্যুৎ নক্ষত্রাণি (নক্ষত্রসমূহ) অগ্নিঃ। আকাশেন (আকাশ দ্বারা) আহ্বয়তি (আহ্বান করে); আকাশেন শৃণোতি (শ্রবণ করে) আকাশেন প্রতিশৃণোতি (প্রত্যুত্তর দেয়), আকাশে রমতে (রমণ করে), আকাশে ন রমতে, আকাশে জায়তে (উৎপন্ন হয়), আকাশম্ অভিজায়তে (আকাশের অভিমুখে উৎপন্ন হয়; বৃক্ষাদি উৎপন্ন হইয়া আকাশের অভিমুখে উত্থিত হয়)। আকাশম্ (আকাশকে) উপাস্স্ব ইতি।

১। আকাশ তেজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আকাশেই চন্দ্র ও সূর্য্য এই উভয়, বিদ্যুৎ, নক্ষত্রসমূহ এবং অগ্নি (অবস্থান করিতেছে) আকাশের সাহায্যে মানুষ আহ্বান করে, আকাশের সাহায্যে শ্রবণ করে, আকাশের সাহায্যে প্রত্যুত্তর দেয়। আকাশেই আনন্দ লাভ করে এবং আকাশেই দুঃখ ভোগ করে। আকাশেই সকলের জন্ম এবং আকাশের অভিমুখেই (অঙ্কুরাদি) উৎপন্ন হইয়া থাকে। (এই) আকাশেরই উপাসনা কর।

২। স য আকাশং ব্রহ্মেত্যুপাস্ত আকাশবতো বৈ স লোকান্ প্রকাশবতোঽসংবাধানুরুগায়বতোঽভিসিধ্যতি যাবদাকাশস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি য আকাশং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগব আকাশাদ্ভূয় ইত্যাকাশাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি।

২। সঃ যঃ (২।১১।২ মন্তব্য) আকাশম্ (১।১) ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে, আকাশবতঃ (+ লোকান—আকাশবান্ অর্থাৎ বিস্তারযুক্ত লোকসমূহকে) সঃ লোকান্ (লোকসমূহকে প্রকাশবতঃ (+ লোকান্=প্রকাশবান্ অর্থাৎ উজ্জ্বল লোকসমূহকে) অসংবাধান (+লোকান্=বাধারহিত লোকসমূহকে) উরুগায়বতঃ (+লোকান্= বিস্তীর্ণ লোকসমূহকে) অভিসিধ্যতি (প্রাপ্ত হয়)। যাবৎ আকাশস্য (আকাশের) গতম্, তত্র অস্য যথাকামচারঃ ভবতি— যঃ আকাশম্ ব্রহ্ম ই উপাস্তে। 'অস্তি ভগবঃ আকাশাৎ (আকাশ অপেক্ষা) ভূয়ঃ?' ইতি। 'আকাশাৎ বাব ভূয়ঃ অস্তি' ইতি। 'তৎ মে ভগবান ব্রবীতু' ইতি। (৭।১।৫ টীকা)।

২। যিনি আকাশকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তিনি আকাশবান্, প্রকাশবান্, বাধাবিহীন এবং বিস্তারযুক্ত লোকসমূহ লাভ করেন। যিনি আকাশকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, আকাশের গতি যত দূর, তত দূর তাঁহার স্বাধীন আচরণ হইয়া থাকে। নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন —'আকাশ অপেক্ষা কি শ্রেষ্ঠ কিছু আছে?' সনৎকুমার বলিলেন— 'আকাশ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে।' নারদ বলিলেন—'ভগবান্ তাহা আমাকে বলুন'।

মন্তব্য

৭।১২।১। প্রতিশৃণোতি=প্রতি+শ্রু=লট্ তি=প্রত্যুত্তর দেয়। অনুরূপ দৃষ্টান্ত—ভগবঃ ইতি হ প্রতিশুশ্রাব (৪।৪।১, ৪।৫।২; ৪।৬।২ ইত্যাদি)

=‘ভগবন্’ এই বলিয়া প্রত্যুত্তর করিল; প্রতিশুশ্রাব=প্রতি+শ্রু+লিট্ অ)। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও আছে—“স ভো ইতি প্রতিশুশ্রাব।”

৭।১২।২। ‘অসংবাধান্’—‘সম্বাক’ শব্দের দুই অর্থ:—(ক) পরস্পরের পীড়া উৎপাদন (খ) সংকীর্ণ স্থান। স্থান সংকীর্ণ হইলেই পরস্পর পরস্পরকে বাধা দিতে পারে এবং পরস্পরের পীড়া উৎপাদন করিতে পারে। সুতরাং অর্থ বিভিন্ন হইলেও এস্থলে উভয়ের ভাবার্থ একই।

‘উরুগায়বতঃ’ ইত্যাদি। যাস্ক ঋগ্বেদের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন উরু=বিস্তীর্ণ; উরুগায়=বিস্তীর্ণ পাদবিক্ষেপ (নিঃ ২।৭)। ‘গায়’—‘গা’ ধাতু হইতে, এই ধাতুর অর্থ ‘গতি’। উরুগায়বৎ=যে স্থলে বিস্তীর্ণ পদবিক্ষেপ করা যায়।

সপ্তমাধ্যায়ে ত্রয়োদশ খণ্ড

আকাশ অপেক্ষা স্মৃতি শ্রেষ্ঠ

১। স্মরো বাবাকাশাদ্ভূয়স্তস্মাদ্যদ্যপি বহব আসীরন্নস্মরন্তো নৈব তে কঞ্চন শৃণুয়ুর্ন মন্বীরন্ন বিজানীরন্ যদা বাব তে স্মরেয়ুরথ শৃণুয়ুরথ মন্বীরন্নথ বিজানীরন্ স্মরেণ বৈ পুত্রান্ বিজানাতি স্মরেণ পশূন্ স্মরমুপাস্স্বেতি।

১। স্মরঃ (স্মৃতি) বাব আকাশাৎ (আকাশ অপেক্ষা) ভূয়ঃ (বৈদিক প্রয়োগ, পুংলিঙ্গ স্থলে ক্লীবলিঙ্গ;=ভূয়ান্=শ্রেষ্ঠ)। তস্মাৎ (সেই জন্য) যদ্যপি বহবঃ (বহুলোক) আসীরন্ (আস্ বিধি, ঈরন্=উপবেশন করে, একত্র হয়), ন (না) স্মরন্তঃ (স্মরণ করিয়া) ন এব তে (তাহারা) কম্+চন (কোন বিষয়কে বা ব্যক্তিকে) শৃণুয়ুঃ (শ্রু; শুনিতে পারে), ন মন্বীরন্ (মন্, ঈরন্—মনন

১। স্মৃতি আকাশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেইজন্য যদি স্মৃতি না থাকে, তবে বহু লোক একত্র হইলেও তাহারা কোন বিষয় শুনিতে পারে না, মনন করিতে পারে না এবং জানিতে পারে না। আর যদি

২। স যঃ স্মরং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যাবৎ স্মরস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যঃ স্মরং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবঃ স্মরাদ্ভূয় ইতি স্মরাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি।

করিতে পারে) ন বিজানীরন্ (বি+জ্ঞা+ঈরন্ আত্মনে, পাঃ ১।৩।৪৫=জানিতে পারে)। যদা (যখন) বাব তে (তাহারা) স্মরেয়ুঃ (স্মৃ; স্মরণ করিতে পারে); অথ শৃণুয়ুঃ, অথ মন্বীরন্, অথ বিজানীরন্; স্মরেণ বৈ (স্মৃতি দ্বারাই) পুত্রান্ (পুত্রগণকে) বিজানাতি (জানে), স্মরেণ পশূন্ (পশুসমূহকে)। স্মরম্ (স্মৃতিকে) উপাস্ স্ব (উপাসনা কর) ইতি। পাঠান্তর:—'বাবা কাশাৎ' স্থলে 'বা আকাশাৎ' (=বৈ আকাশাৎ)

২। সঃ যঃ স্মরম্ (স্মরণকে) ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে, যাবৎ স্মরস্য (স্মৃতির) গতম্, তত্র অস্য যথাকামচারঃ ভবতি—যঃ স্মরম্ ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে। 'অস্তি ভগবঃ স্মরাৎ (স্মৃতি অপেক্ষা) ভূয়ঃ?' ইতি। 'স্মরাৎ বাব ভূয়ঃ অস্তি' ইতি। 'তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু' ইতি (৭।১৫ দ্রঃ)।

তাহারা স্মরণ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা শ্রবণ করিতে সমর্থ হয়, মনন করিতে সমর্থ হয় এবং জানিতে সমর্থ হয়। স্মৃতির সাহায্যে পুত্রগণ ও পশুগণকে জানা যায়। (এই) স্মরণকেই উপাসনা কর।

২। যে ব্যক্তি স্মরণকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করেন, স্মরণের গতি যত দূর, তত দূর তাঁহার স্বাধীন আচরণ হয়। নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভগবন্! স্মৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি কিছু আছে?' সনৎকুমার বলিলেন—'স্মরণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে।' নারদ বলিলেন—'ভগবান তাহা আমাকে বলুন।'

সপ্তমাধ্যায়ে চতুর্দ্দশ খণ্ড

স্মৃতি অপেক্ষা আশা শ্রেষ্ঠ

১। আশা বাব স্মরাদ্ভূয়স্যাশেদ্ধো বৈ স্মরো মন্ত্রানধীতে কর্ম্মাণি কুরুতে পুত্রাংশ্চ পশূংশ্চেচ্ছত ইমং চ লোকমমুং চেচ্ছত আশামুপাস্স্বেতি।

২। স য আশাং ব্রহ্মেত্যুপাস্ত আশয়াস্য সর্ব্বে কামাঃ সমৃধ্যন্ত্যমোঘা হাস্যাশিষো ভবন্তি যাবদাশায়া গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি য আশাং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগব আশায়া ভূয় ইত্যাশায়া বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি।

১। আশা (অপ্রাপ্ত বস্তু পাইবার আকাঙ্ক্ষা) বাব স্মরাৎ (স্মৃতি অপেক্ষা) ভূয়সী (শ্রেষ্ঠ)। আশা+ইদ্ধঃ (আশা দ্বারা উদ্দীপিত হইয়া; ইদ্ধ—প্রজ্জ্বলিত, ইন্ধ ধাতু বৈ স্মরঃ (স্মৃতি) মন্ত্রান্ (মন্ত্র-সমূহকে) অধীতে (অধি+ই; অধ্যয়ন করে), কর্ম্মাণি (কর্ম্ম সমূহকে) কুরুতে (করে), পুত্রান্ চ (পুত্রগণকে), পশূন্ চ (পশু সমূহকে) ইচ্ছতে (আত্মনেপদ বৈদিক; =ইচ্ছতি=ইচ্ছা করে) ইমম্ চ লোকম্ (এই লোককে) অমুম চ (ঐ লোককে, পরলোককে) ইচ্ছতে। আশাম্ (আশাকে) উপাস্স্ব (উপাসনা কর) ইতি। 'ইচ্ছতে' বিষয়ে—৭।১৩ মন্তব্য দেখ।

২। সঃ যঃ আশাম্ (২।১) ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে, আশয়া (আশা

১। আশা স্মৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আশা দ্বারা উদ্দীপিত হইয়া স্মৃতি (অর্থাৎ স্মৃতিমান্ পুরুষ) মন্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করে, কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, পুত্র ও পশুসমূহ কামনা করে, ইহলোক ও পরলোক লাভ করিতে ইচ্ছা করে। (এই) আশারই উপাসনা কর।

২। যিনি আশাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করেন,আশা দ্বারাই তাঁহার

দ্বারা) অস্য (ইহার) সর্ব্বেকামাঃ (সমুদয় কামনা) সমৃধ্যন্তি (সম্+ ঋধ্;=বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়), অমোঘাঃ (অব্যর্থ; মোঘ=নিষ্ফল) হ অস্য আশিষঃ (আ+শাস্ হইতে, প্রার্থনা, ইচ্ছা), ভবন্তি (হয়)। যাবৎ আশায়াঃ (আশার) গতম্, তত্র অস্য যথাকামচারঃ ভবতি— যঃ আশাম্ ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে। 'অস্তি ভগবঃ আশায়াঃ (আশা অপেক্ষ) ভূয়ঃ'? ইতি 'আশায়াঃ বাব ভূয়ঃ অস্তি' ইতি। 'তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু' ইতি (৭।১।৫ টীকা)।

কামনা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং প্রার্থনা সফলতা লাভ করে। যিনি আশাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করেন, আশার গতি যত দূর, তত দূর তাঁহার যথেচ্ছ গমন হইয়া থাকে। নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—"আশা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি কিছু আছে? সনৎকুমার বলিলেন—"আশা অপেক্ষা নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ কিছু আছে।" নারদ বলিলেন—"ভগবান্ তাহা আমাকে বলুন্।"

সপ্তমাধ্যায়ে পঞ্চদশ খণ্ড

আশা অপেক্ষা প্রাণ শ্রেষ্ঠ

১। প্রাণো বা আশায়া ভূয়ান্‌যথা বা অরা নাভৌ সমর্পিতা এবমস্মিন্ প্রাণে সর্ব্বং সমর্পিতং প্রাণঃ প্রাণেন যাতি প্রাণঃ প্রাণং দদাতি প্রাণায় দদাতি প্রাণো হ পিতা প্রাণো মাতা প্রাণো ভ্রাতা প্রাণঃ স্বসা প্রাণ আচার্যঃ প্রাণো ব্রাহ্মণঃ।

১। প্রাণঃ বৈ আশায়াঃ (আশা অপেক্ষা) ভূয়ান্ (শ্রেষ্ঠ)। যথা (যেমন) বৈ অরাঃ ('অর'সমূহ; অর=চাকার কেন্দ্র হইতে

১। প্রাণ আশা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (রথচক্রের) অর সমূহ যেমন

২। স যদি পিতরং বা মাতরং বা ভ্রাতরং বা স্বসারং বাচার্যং বা ব্রাহ্মণং বা কিঞ্চিদ্ ভৃশমিব প্রত্যাহ ধিক্ ত্বাস্ত্বিত্যেবৈনমাহুঃ পিতৃহা বৈ ত্বমসি মাতৃহা বৈ ত্বমসি ভ্রাতৃহা বৈ ত্বমসি স্বসৃহা বৈ ত্বমস্যাচার্যহা বৈ ত্বমসি ব্রাহ্মণহা বৈ ত্বমসীতি।

পরিধি পর্য্যন্ত বিস্তৃত শলাকা) নাভৌ (চাকার নাভিতে; নাভি= কেন্দ্রস্থিত কাষ্ঠ, এই কাষ্ঠে 'অর সমূহের এক দিক্ প্রবিষ্ট হইয়া থাকে); সমর্পিতাঃ (নিহিত হইয়া থাকে')—এবম্ (এই প্রকার) অস্মিন্ প্রাণে (এই প্রাণে) সর্ব্বম্ (সমুদয়) সমর্পিতম্ (নিহিত)। প্রাণঃ প্রাণেন (প্রাণদ্বারা; স্বশক্তি দ্বারা) যাতি (গমন করে,) স্বীয় কার্য্য করে); প্রাণঃ প্রাণম্ দদাতি (দান করে), প্রাণায় (প্রাণকে, প্রাণের উদ্দেশ্যে) দদাতি। প্রাণঃ হ পিতা, প্রাণঃ মাতা; প্রাণঃ ভ্রাতা; প্রাণঃ স্বসা (ভগিনী), প্রাণঃ আচার্য্যঃ; প্রাণঃ ব্রাহ্মণঃ। পাঠান্তর—'বা আশায়াঃ' স্থলে "বাবাহশায়াঃ"।

২। সঃ (কেহ) যদি পিতরম্ বা (পিতাকে), মাতরম্ বা (বা মাতাকে), ভ্রাতরম্ বা (বা ভ্রাতাকে), স্বসারম্ বা (বা

(রথের) নাভিতে নিহিত থাকে, তেমনি সমুদয়ই এই প্রাণে প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রাণদ্বারাই প্রাণ কার্য্য করে, প্রাণই প্রাণকে দান করে, প্রাণই প্রাণের উদ্দেশ্যে দান করে। প্রাণই পিতা, প্রাণই মাতা, প্রাণই ভ্রাতা, প্রাণই ভগিনী, প্রাণই আচার্য্য এবং প্রাণই ব্রাহ্মণ।

২। যদি কেহ পিতা, বা মাতা, বা ভ্রাতা, বা ভগিনী বা আচার্য্য, বা ব্রাহ্মণকে, সম্মান না দেখাইয়া যেন (রুক্ষভাবে) প্রত্যুত্তর করে, তাহা হইলে লোকে তাহাকে বলে "তোমাকে ধিক্, তুমি পিতৃহন্তা, তুমি মাতৃহন্তা, তুমি ভ্রাতৃহন্তা, তুমি ভগিনীহন্তা, তুমি আচার্য্যহন্তা, তুমি ব্রাহ্মণহন্তা।

৩। অথ যদ্যপ্যেনানুৎক্রান্তপ্রাণাঞ্ছূলেন সমাসং ব্যতিষন্দহেন্নৈবৈনং ব্রূয়ুঃ পিতৃহাসীতি ন মাতৃহাসীতি ন ভ্রাতৃহাসীতি ন স্বসৃহাসীতি নাচার্যহাসীতি ন ব্রাহ্মণহাসীতি।

স্বসাকে), আচার্য্যম্ বা (বা আচার্য্যকে) ব্রাহ্মণম্ বা (বা ব্রাহ্মণকে) কিম্+চিৎ (কিছু) ভৃশম্ ইব (যেন রূক্ষভাবে; শঙ্কর বলেন—এখানে 'তুমি' কিংবা এইপ্রকার কোন অনুচিত বাক্যপ্রয়োগের কথা বলা হইয়াছে) প্রতি+আহ (প্রত্যুত্তর করে); 'ধিক্ ত্বা (তোমাকে) অস্তু (হউক)' ইতি বা এনম্ (ইহাকে) আহুঃ (বলিয়া থাকে) 'পিতৃহা (পিতৃহন্তা) বৈ ত্বম্ (তুমি) অসি (হও), মাতৃহা (মাতৃহন্তা) বৈ ত্বম্ অসি, ভ্রাতৃহা (ভ্রাতৃহন্তা) বৈ ত্বম্ অসি, স্বসৃহা (ভগিনীহন্তা) বৈ ত্বম্ অসি, আচার্য্যহা (আচার্য্যহন্তা) বৈ ত্বম্ অসি, ব্রাহ্মণহা (ব্রাহ্মণহন্তা) বৈ ত্বম্ অসি ইতি।

৩। অথ যদি+অপি এনান্ (ইহাদিগকে) উৎক্রান্তপ্রাণান্ (মৃতদেহকে; যাহাদিগের প্রাণ উৎক্রমণ করিয়াছে অর্থাৎ চলিয়া গিয়াছে তাহাদিগকে) শূলেন (শূল দ্বারা) সমাসম্ (সম্+অস্+ণমুল=একত্র করিয়া) ব্যতিষম্ (বৈদিক প্রয়োগ; =ব্যত্যসম্=বি+অতি+অস্+ণমুল=খণ্ড খণ্ড করিয়া) দহেৎ (দগ্ধ করে), ন এব এনম্ (ইহাকে) ব্রূয়ুঃ (বলিয়া থাকে)—'পিতৃহা অসি' ইতি ন (না, ইহাকে বলিবেনা) 'মাতৃহা অসি' ইতি; ন, 'ভ্রাতৃহা অসি' ইতি; ন 'স্বসৃহা অসি' ইতি; ন 'আচার্য্যহা অসি' ইতি।

৩। কিন্তু ইহাদিগের প্রাণ উৎক্রান্ত হইলে (অর্থাৎ ইহাদিগের মৃত্যু হইলে) যদি কেহ শূলদ্বারা (দেহের অবয়বসমূহকে) একত্র করিয়া এবং ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দগ্ধ করে, তাহা হইলেও কেহ বলেনা—"তুমি পিতৃহন্তা, তুমি মাতৃহন্তা, তুমি ভ্রাতৃহন্তা, তুমি স্বসৃহন্তা, তুমি আচার্য্যহন্তা, তুমি ব্রাহ্মণহন্তা।"

৪। প্রাণো হ্যেবৈতানি সর্ব্বাণি ভবতি স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবংবিজানন্নতিবাদী ভবতি তং চেদ্ ব্রূয়ুরতিবাদ্যসীত্যতিবাদ্যস্মীতি ব্রূয়ান্নাপহ্নুবীত।

৪। প্রাণঃ হ এব এতানি সর্ব্বাণি ভবতি (এই সমুদয় হয়)। সঃ বৈ এষঃ (সেই প্রাণবিৎ ব্যক্তি) এবম্ (এই প্রকার) পশ্যন্ (দেখিয়া), এবম্ মন্বানঃ (মনন করিয়া) এবম্ বিজানন্ (জানিয়া) অতিবাদী ভবতি (হন)। তম্ (তাহাকে) চেৎ (যদি) ব্রূয়ুঃ (কেহ বলে) 'অতিবাদী অসি (হও)' 'অতিবাদী অস্মি (হই) ইতি ব্রূয়াৎ (বলিবে)। ন অপ হ্নুবীত (অপ+হ্নু+ইত ; অস্বীকার করিবে না ; গোপন করিবে না।

৪। প্রাণই এই সমুদয়। যিনি এই প্রকার দর্শন করেন, এই প্রকার মনন করেন, এবং এই প্রকার জ্ঞান লাভ করেন, তিনি 'অতিবাদী' হন। যদি কেহ তাঁহাকে বলে 'তুমি অতিবাদী', তিনি (ইহার উত্তরে) বলিবেন 'হাঁ আমি অতিবাদী'; ইহা তিনি গোপন করিবেন না।

মন্তব্য

৭।১৪।৩। পাঠান্তর—'ব্যতিষন্দহেৎ' স্থলে 'ব্যতিসন্দহেৎ'।

'সমাসম্'—দুই প্রকারে এই পদ সিদ্ধ করা যাইতে পারে—(ক) সম্+অস্+ণমুল=একত্র করিয়া ; পুঞ্জীকৃত করিয়া (আনন্দগিরি)। 'সমাসম্' পদ দ্বারা 'একত্র করা' এবং ব্যতিষম্ (=ব্যত্যষম্) পদদ্বারা 'খণ্ড খণ্ড করা' অর্থ বুঝাইতেছে। উভয়টীই 'অস্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ; প্রথমটীর উপসর্গ 'সম্'; দ্বিতীয়টীর উপসর্গ বি+অতি। এই উপসর্গের জন্য শব্দদ্বয়ের অর্থ বিপরীত হইয়াছে। (খ) সম্+আস্+ণমুল=নিক্ষেপ করিয়া।

ব্যতিষন্দহেৎ=ব্যতিষম্+দহেৎ। ব্যতিষম্ শব্দে প্রাকৃত ভাষার প্রভাব দৃষ্ট হইতেছে। পালি প্রভৃতি প্রাকৃত ভাষার সন্ধিতে

অনেক স্থলে পরবর্ত্তী স্বরের লোপ হইয়া থাকে, যেমন ইতি+অপি ইতিপি। সংস্কৃত সাহিত্যেও এ প্রকার দৃষ্টান্ত আছে যেমন মহাভারতে (আঃ ৭৫।৪৪) তে+আজ্ঞয়া=তেজ্ঞয়া; ভাগবতে (৮।২২।২) মে+ ঈরিতম্=মেরিতম্। পাণিনিও স্থলবিশেষে এইপ্রকার সন্ধি স্বীকার করিয়াছেন (৬।১।১০৭,১০৮)। ব্যতিষম্ শব্দেও এই প্রকার হইয়াছে; বি+অতি+অস্=ব্যতিস্ 'স' স্থলে 'ষ' বৈদিক। সাধারণ নিয়মানুসারে 'ব্যত্যস্' হওয়া উচিত। শঙ্কর বলেন—ব্যতিষন্দহেৎ=ব্যত্যস্য সন্দহেৎ। ব্যত্যস্য=অবয়বান্ বিভজ্য=দেহকে খণ্ড খণ্ড করিয়া (আনন্দগিরি)। ব্যত্যস্য=বি+অতি+অস্+ল্যপ্। সুতরাং ইঁহারাও 'ব্যতিষম্' শব্দকে 'ব্যত্যস্য অর্থ' গ্রহণ করিয়াছেন। বি+অতি+অস্+ণমুল হইতেই 'ব্যতিষম্' নিষ্পন্ন করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু অন্য প্রকারেও 'ব্যতিষন্দহেৎ' নিষ্পন্ন করা যায়। ব্যতিষম্ =বি+অতি+ষো+ড, ২।১, ক্রিং বিং। 'ষো' ধাতুর অর্থ নষ্ট করা। সুতরাং ব্যতিষন্দহেৎ=দেহ বিনাশ করিয়া বা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দগ্ধ করে।

ব্যতিসন্দহেৎ পাঠ গ্রহণ করিলে ইহা নিষ্পন্ন করা অতি সহজ হয়। ব্যতিসন্দহেৎ=বি+অতি+সম্+দহেৎ=সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ করে। 'ব্যতি-ষন্দহেৎ'ও এইরূপে সিদ্ধ হইতে পারে। তাহা হইলে বলিতে হয় 'স' স্থানে 'ষ' বৈদিক প্রয়োগ।

শব দাহ করিবার সময় বর্ত্তমান সময়েও অনেক স্থলে কাঁচা বাঁশ দ্বারা বা কাঁচা কাঠ দ্বারা দেহকে উলট পালট করিয়া দেওয়া হয়, অনেক সময়ে ইহার দ্বারা দেহকে বিদ্ধ করিয়া ছিন্ন ভিন্ন করা হয়। এই কার্য্যের জন্য এখানে শূলের ব্যবহারের কথা বলা হইয়াছে।

৭।১৪।৪। 'নামই ব্রহ্ম' হইতে আরম্ভ করিয়া 'আশাই ব্রহ্ম' এই পর্য্যন্ত যে তত্ত্ব বলা হইয়াছে, তাহা অনেকে জানেন। কিন্তু 'প্রাণই ব্রহ্ম' এই জ্ঞান পূর্ব্বোক্ত সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যিনি ইহা জানেন, তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব সত্যকে অতিক্রম করিয়া নূতন তত্ত্ব লাভ করিয়াছেন। তিনি কিছু অতিরিক্ত জানেন এবং অতিরিক্ত বলেন; তাঁহার নাম

'অতিবাদী'। অতি=অধিক; বাদী=বক্তা। অতিবাদী=অধিক তত্ত্বের বক্তা। 'মৈত্রায়ণ' উপনিষদে (৪।৫) 'অতিবাদী' শব্দের উল্লেখ আছে (সম্ভবতঃ অর্থ একই)। 'অতিবাদী' শব্দের একটা অর্থ 'যে বেশী কথা বলে'। নিন্দাচ্ছলে অনেক স্থলে এই শব্দ ব্যবহৃত হইত। মুণ্ডকোপনিষদে (৩।১।৪) এই শব্দের ব্যবহার আছে।

সপ্তমাধ্যায়ে ষোড়শ খণ্ড

প্রাণবিৎ ও সত্যবিদের প্রভেদ

১। এষ তু বা অতিবদতি যঃ সত্যেনাতিবদতি সোঽহং ভগবঃ সত্যেনাতিবদানীতি। সত্যং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি সত্যং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি।

১। এষঃ (এই ব্যক্তি) তু বৈ অতিবদতি (অতিবাদী হন) যঃ (যিনি) সত্যেন (সত্যদ্বারা, সত্যস্বরূপের জ্ঞান লাভ করিয়া) অতিবদতি। সঃ অহম্ (এমন যে আমি) ভগবঃ! সত্যেন অতি বদানি (অতি+বদ, লোট্; অতিবাদী হইতে ইচ্ছা করি) ইতি। সত্যম্ তু এব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্ (বি+জ্ঞা+সন্; বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা করিতে হইবে) ইতি। সত্যম্ (সত্যকে) ভগবঃ! বিজিজ্ঞাসে (জিজ্ঞাসা করিতেছি) ইতি।

১। কিন্তু যিনি সত্যস্বরূপকে জানিয়া অতিবাদী হন, তিনিই (প্রকৃতপক্ষে) অতিবাদী। নারদ বলিলেন—"হে ভগবন্! আমি সত্যস্বরূপকে জানিয়া অতিবাদী হইতে ইচ্ছা করি।" সনৎকুমার বলিলেন—"সত্যস্বরূপকে বিশেষরূপে জানিবার জন্য ইচ্ছা করা উচিত।" নারদ বলিলেন—"হে ভগবন্! আমি সত্যস্বরূপকে বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা করিতেছি।"

মন্তব্য

'প্রাণই ব্রহ্ম" এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই নারদ পরিতৃপ্ত হইলেন। তিনি ভাবিলেন আমি অতিবাদী হইয়াছি, আমি শ্রেষ্ঠ সত্য লাভ করিয়াছি। এইজন্য তিনি আর এ প্রকার প্রশ্ন করিলেন না—"ভগবন্! প্রাণ অপেক্ষা কি শ্রেষ্ঠ কিছু আছে?" নারদের এই ভুল বিশ্বাস দূর করিবার জন্য সনৎকুমার নিজেই উপদেশ দিতে লাগিলেন, আর কোন প্রশ্নের অপেক্ষা করিলেন না। তাঁহার উপদেশ ৭।১৬ হইতে অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত। (শঙ্কর)।

সপ্তমাধ্যায়ে সপ্তদশ খণ্ড

সত্যস্বরূপের বিজ্ঞান

১। যদা বৈ বিজানাত্যথ সত্যং বদতি নাবিজানন্ সত্যং বদতি বিজানন্নেব সত্যং বদতি বিজ্ঞানং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি বিজ্ঞানং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি।

১। যদা (যখন) বৈ বিজানাতি (বিশেষরূপে জানে) অথ (তখন) সত্যম্ (২।১) বদতি (বলে); ন অবিজানন্ (অ+জ্ঞা +শতৃ, বিশেষরূপে না জানিয়া) সত্যম্ বদতি। বিজানন্ এব (বিশেষরূপে জানিয়াই) সত্যম্ বদতি। বিজ্ঞানম্ (২।১) তু এব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্। বিজ্ঞানম্ ভগবঃ বিজিজ্ঞাসে ইতি (৭।১৬দ্রঃ)।

১। সনৎকুমার বলিলেন—'যখন মানুষ বিশেষরূপে জানে, তখনই সত্য বলে, বিশেষরূপে না জানিয়া সত্য বলে না। বিশেষরূপে জানিলেই সত্য বলে। এই বিজ্ঞানকেই বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা করা উচিত।' নারদ বলিলেন—'আমি বিজ্ঞানকেই জানিতে ইচ্ছা করি।'

সপ্তমাধ্যায়ে অষ্টাদশ খণ্ড

বিজ্ঞান মননসাপেক্ষ

১। যদা বৈ মনুতেঽথ বিজানাতি নামত্বা বিজানাতি মত্বৈব বিজানাতি মতিস্ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি। মতিং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি।

১। যদা বৈ মনুতে (মনন করে) অথ বিজানাতি; ন অমত্বা (মনন না করিয়া) বিজানাতি। মত্বা এব (মনন, করিয়াই) বিজানাতি। মতিঃ (মনন, তর্ক—শঙ্কর) তু এব বিজিজ্ঞাসিতব্যা ইতি। মতিম্ ভগবঃ বিজিজ্ঞাসে ইতি (৭।১৭)।

১। সনৎকুমার বলিলেন—'যখন মানুষ মনন করে, তখনই বিশেষরূপে জানে, মনন না করিলে জানিতে পারেনা। এই মননকেই বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা করা উচিত।' নারদ বলিলেন—'আমি মননকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিতেছি।'

সপ্তমাধ্যায়ে একোনবিংশ খণ্ড

মনন শ্রদ্ধাসাপেক্ষ

১। যদা বৈ শ্রদ্দধাত্যথ মনুতে নাশ্রদ্দধন্মনুতে শ্রদ্দধদেব মনুতে শ্রদ্ধা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি শ্রদ্ধাং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি।

১। যদা বৈ শ্রদ্দধাতি (শ্রৎ+ধা; মন্তব্য বিষয়ে শ্রদ্ধাযুক্ত

১। সনৎকুমার বলিলেন—'যখন মানুষ শ্রদ্ধাযুক্ত হয়, তখনই

হয়), অথ মনুতে। ন অশ্রদ্দধৎ (ন, শ্রৎ, ধা+শতৃ; শ্রদ্ধাযুক্ত না হইলে) মনুতে। শ্রদ্দধৎ এব (শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়াই) মনুতে শ্রদ্ধাতু এব বিজিজ্ঞাসিতব্যা ইতি। শ্রদ্ধাম্ ভগবঃ বিজিজ্ঞাসে ইতি। (৭।১৭-১৮)।

মনন করিতে পারে। শ্রদ্ধাযুক্ত না হইলে মনন করিতে পারে না। শ্রদ্ধাযুক্ত হইলেই মনন করিতে পারে। (এই) শ্রদ্ধাকেই বিশেষ-রূপে জানিবার ইচ্ছা করা উচিত।' নারদ বলিলেন—'হে ভগবন্! আমি শ্রদ্ধাকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিতেছি।'

সপ্তমাধ্যায়ে বিংশ খণ্ড

শ্রদ্ধা নিষ্ঠাসাপেক্ষ

১। যদা বৈ নিস্তিষ্ঠত্যথ শ্রদ্দধাতি নানিস্তিষ্ঠঞ্ছ্রদ্দধাতি নিস্তিষ্ঠন্নেব শ্রদ্দধাতি নিষ্ঠা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি নিষ্ঠাং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি।

১। যদা বৈ নিস্তিষ্ঠতি (নিঃ+স্থা লট='গুরুতে' নিষ্ঠাবান্ হয়) অথ শ্রদ্দধাতি। ন অনিস্তিষ্ঠন্ (নিষ্ঠা না থাকিলে) শ্রদ্দধাতি। নিস্তিষ্ঠন্ এব (নিষ্ঠা থাকিলেই) শ্রদ্দধাতি। নিষ্ঠা (নিঃ+স্থা; নিশ্চিতরূপে স্থিতি) তু এব বিজিজ্ঞাসিতব্যা ইতি। 'নিষ্ঠাম্ ভগবঃ বিজিজ্ঞাসে' ইতি (৭।১৭—১৯)।

১। মানুষ যখন (গুরুতে) নিষ্ঠাবান্ হয়, তখনই শ্রদ্ধাবান্

হইয়া থাকে। নিষ্ঠাবান্ না হইলে শ্রদ্ধাবান্ হইতে পারে না। নিষ্ঠাবান্ হইলেই শ্রদ্ধাবান্ হইতে পারে। এই নিষ্ঠাকেই বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা করিতে হইবে। নারদ বলিলেন—'এই নিষ্ঠাকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিতেছি।'

সপ্তমাধ্যায়ে একবিংশ খণ্ড

নিষ্ঠা কর্ম্মসাপেক্ষ

১। যদা বৈ করোত্যথ নিস্তিষ্ঠতি নাকৃত্বা নিস্তিষ্ঠতি কৃত্বৈব নিস্তিষ্ঠতি কৃতিস্ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি কৃতিং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি।

১। যদা বৈ করোতি ('কর্ত্তব্য কর্ম্ম' করে), অথ নিস্তিষ্ঠতি ন অকৃত্বা (কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করিয়া) নিস্তিষ্ঠতি। কৃত্বা এব (করিয়াই) নিস্তিষ্ঠতি। কৃতিঃ (কর্ত্তব্যকর্ম্ম) তু এব বিজিজ্ঞাসিতব্যা ইতি। কৃতিম্ (কর্ম্মকে) ভগবঃ বিজিজ্ঞাসে ইতি (৭।১৭—৭।২০)।

১। সনৎকুমার বলিলেন—'যখন লোকে কর্ম্ম সম্পাদন করে, তখনই নিষ্ঠাবান্ হয়! কর্ম্ম না করিলে নিষ্ঠাবান্ হয় না, কর্ম্ম করিলেই নিষ্ঠাবান্ হয়। এই 'কৃতি'কেই বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা করা উচিত।' নারদ বলিলেন—'হে ভগবন্! এই 'কৃতি'কেই আমি বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিতেছি।'

মন্তব্য

কৃতিঃ=ইন্দ্রিয়সংযম ও চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন (শঙ্কর)। এই স্থলে ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য সম্পাদনের কথা বলা হইয়াছে।

সপ্তমাধ্যায়ে দ্বাবিংশ খণ্ড

কর্ম্ম সুখসাপেক্ষ

১। যদা বৈ সুখং লভতেঽথ করোতি নাসুখং লব্ধ্বা করোতি সুখমেব লব্ধ্বা করোতি সুখং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি সুখং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি।

১। যদা বৈ সুখম্ লভতে (লাভ করে), অথ করোতি (কর্ম্ম করে)। ন অসুখম্ লব্ধা (সুখ লাভ না করিয়া) করোতি। সুখম্ এব লব্ধা (লাভ করিয়া) করোতি। সুখম্ তু এব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্ ইতি। 'সুখম্ ভগবঃ বিজিজ্ঞাসে' ইতি (৭।১৭—২১)।

১। সনৎকুমার বলিলেন—'যদি মানুষ সুখ লাভ করে, তবেই কর্ম্ম করে। সুখ লাভ না করিলে কর্ম্ম করে না; সুখ লাভ করিলেই কর্ম্ম করে। এই সুখকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করা উচিত।' নারদ বলিলেন—'হে ভগবন্! এই সুখকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিতেছি।'

সপ্তমাধ্যায়ে ত্রয়োবিংশ খণ্ড

ভূমাই সুখস্বরূপ

১। যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি ভূমানং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি।

১। যঃ বৈ ভূমা (বহু+ইমন্, পাঃ ৬।৪।১৫৮=মহান্) তৎ (তাহা)

১। সনৎকুমার বলিলেন—'যাহা ভূমা, তাহাই সুখ; যাহা অল্প

সুখম্। ন অল্পে (সীমাবিশিষ্ট বস্তুতে) সুখম্ অস্তি (আছে)। ভূমা এব সুখম্। ভূমা তু এব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ ইতি। ভূমানম্ (ভূমাকে) ভগবঃ বিজিজ্ঞাসে ইতি (৭।১৭—৭।২২)।

তাহাতে সুখ নাই। ভূমাই সুখ। এই ভূমাকেই বিজ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করিবে।' নারদ বলিলেন—'এই ভূমাকেই বিজ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করিতেছি।"

সপ্তমাধ্যায়ে চতুর্বিংশ খণ্ড

ভূমার লক্ষণ

১। যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্ বিজানাতি স ভূমাঽথ যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্বিজানাতি তদল্পং যো বৈ ভূমা তদমৃতমথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যং স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিম্নি যদি বা ন মহিম্নীতি।

১। যত্র (যে স্থলে) ন (না) অন্যৎ (২।১, অন্যবস্তুকে) পশ্যতি (দেখে), ন অন্যৎ শৃণোতি (শ্রবণ করে), ন অন্যৎ বিজানাতি (বিশেষরূপে জানে) সঃ ভূমা (মহান্)। অথ (আর) যত্র অন্যৎ পশ্যতি, অন্যৎ শৃণোতি, অন্যৎ বিজানাতি, তৎ অল্পম্। যঃ (যাহা) বৈ ভূমা, তৎ (=তাহা) অমৃতম্; অথ যৎ অল্পম্, তৎ মর্ত্ত্যম্ (মরণশীল)। সঃ (সেই ভূমা) ভগবঃ! কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ? ইতি। স্বে মহিম্নি (নিজের মহিমাতে; স্বে=স্ব, ৭।১; মহিম্নি=মহিমাতে), যদি বা (অথবা) ন মহিম্নি ইতি।

১। যাহাতে অন্য কিছু দেখা যায় না, অন্য কিছু শুনা যায়

২। গোঅশ্বমিহ মহিমেত্যাচক্ষতে হস্তিহিরণ্যং দাসভার্য্যং ক্ষেত্রাণ্যায়তনানীতি নাহমেবং ব্রবীমি ব্রবীমীতি হোবাচান্যো হ্যন্যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি।

২। গো-অশ্বম্ (গো ও অশ্বকে; সন্ধিতে অশ্বের 'অ' লুপ্ত হয় নাই পাঃ ৬।১।১২২) ইহ (এই পৃথিবীতে) মহিমা ইতি আচক্ষতে (১।৩, বলে), হস্তীহিরণ্যম্ (হস্তী ও সুবর্ণকে) দাসভার্য্যম্ (দাস ও ভার্য্যাকে) ক্ষেত্রাণি (ক্ষেত্রসমূহকে) আয়তনানি (বাসস্থান সমূহকে) ইতি। ন (না) অহম্ (আমি) এবম্ (এই প্রকার) ব্রবীমি (বলি) ব্রবীমি ইতি হ উবাচ। অন্যঃ (অন্যবস্তু) হি অন্যস্মিন্ (অন্যবস্তুতে) প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি। পাঠান্তর—'হস্তিহিরণ্যম্ দাসভার্য্যম্' স্থলে 'হস্তিহিরণ্যদাসভার্য্যম্।'

না, অন্য কিছু জানা যায় না, তাহাই ভূমা। আর যাহাতে অন্য কিছু দৃষ্ট হয়, অন্য কিছু শ্রুত হয়, অন্য কিছু বিজ্ঞাত হয়—তাহাই অল্প। যাহা ভূমা, তাহাই অমৃত, আর যাহা অল্প, তাহাই মরণশীল।' নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে ভগবন্! সেই ভূমা কোথায় প্রতিষ্ঠিত'? সনৎকুমার বলিলেন—'(তিনি) স্বীয় মহিমাতে (প্রতিষ্ঠিত) অথবা (স্বীয়) মহিমাতেও (প্রতিষ্ঠিত) নহেন।'

২। লোকে এই জগতে গো ও অশ্ব, হস্তী ও হিরণ্য, দাস ও ভার্য্যা, ক্ষেত্র ও বাসগৃহ সমূহকে 'মহিমা' বলে। কিন্তু আমি এ প্রকার (মহিমার কথা) বলিতেছি না (কিংবা আমি ইহা বলি না); কারণ ইহাদিগের মধ্যে এক অপর বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত।

মন্তব্য

৭।২৪।১। ভূমা নিজেই নিজেতে প্রতিষ্ঠিত, এই অর্থে বলা হইয়াছে তিনি স্বীয় মহিমাতে প্রতিষ্ঠিত। ইহা শুনিয়া হয়ত নারদ মনে

করিতে পারিতেন 'ভূমারও আশ্রয় আবশ্যক' এবং ইহাও হয়ত মনে হইত যে 'ভূমা অন্য ও ভূমার মহিমা অন্য এবং ইহাদিগের মধ্যে এক অপরে প্রতিষ্ঠিত'। এই প্রকার সন্দেহ দূর করিবার জন্য সনৎকুমার বলিলেন—'ভূমা নিজ মহিমাতেও প্রতিষ্ঠিত নহেন' অর্থাৎ তাঁহার আশ্রয় আবশ্যক হয় না, তিনি প্রতিষ্ঠাবিহীন, তিনি নিরালম্ব।'

সপ্তমাধ্যায়ে পঞ্চবিংশ খণ্ড

ভূমা সর্ব্বময়—ভূমাবিদের স্বারাজ্য

১। স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং সর্ব্বমিতি। অথাতোঽহঙ্কারাদেশ এবাহমেবাধস্তাদহমুপরিষ্টাদহং পশ্চাদহং পুরস্তাদহং দক্ষিণতোঽহমুত্তরতোঽহমেবেদং সর্ব্বমিতি।

১। সঃ (সেই ভূমা) এব অধস্তাৎ (অধোদেশে) সঃ উপরিষ্টাৎ (ঊর্দ্ধদেশে), সঃ পশ্চাৎ (পশ্চাৎভাগে) সঃ পুরস্তাৎ (পুরোভাগে), সঃ দক্ষিণতঃ (দক্ষিণদিকে), সঃ উত্তরতঃ (বামদিকে)—সঃ এব ইদম্ সর্ব্বম্ (এই সমুদয়) ইতি।

অথ + অতঃ (এখন, তাহার পর) অহম্ + কার + আদেশঃ ('অহম্' এই দৃষ্টিতে উপদেশ ; অহম্ = আমি, অহঙ্কার = 'আমি' এই ভাব) এব—অহম্ এব অধস্তাৎ, অহম্ উপরিষ্টাৎ, অহম্ পশ্চাৎ, অহম্ পুরস্তাৎ, অহম্ দক্ষিণতঃ, অহম্ উত্তরতঃ—অহম্ এব সর্ব্বম্।

১। তিনিই অধোভাগে, তিনিই ঊর্দ্ধভাগে, তিনিই পশ্চাৎভাগে তিনিই পুরোভাগে, তিনিই দক্ষিণে, তিনিই বামে—তিনিই এই সমুদয়। এখন 'অহম্' দৃষ্টিতে উপদেশ :—আমিই অধোভাগে, আমিই ঊর্দ্ধভাগে আমিই পশ্চাৎভাগে, আমিই পুরোভাগে, আমিই দক্ষিণে, আমিই বামে—আমিই এই সমুদয়।

২। অথাত আত্মাদেশ এবাত্মৈবাধস্তাদাত্মোপরিষ্টাদাত্মা পশ্চাদাত্মা পুরস্তাদাত্মা দক্ষিণত আত্মোত্তরত আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি। স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড়্ ভবতি, তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি। অথ যেঽন্যথাঽতো বিদুরন্যরাজানস্তে ক্ষয্যলোকা ভবন্তি; তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষ্বকামচারো ভবতি।

২। অথ অতঃ (ইহার পর) আত্মাদেশঃ (আত্ম+আদেশঃ; আত্মদৃষ্টিতে, উপদেশ) এবঃ—আত্মা এব অধস্তাৎ, আত্মা উপরিষ্টাৎ, আত্মা পশ্চাৎ, আত্মা পুরস্তাৎ আত্মা দক্ষিণতঃ, আত্মা উত্তরতঃ—আত্মা এব ইদম্ সর্ব্বম্ ইতি (১মঃ)। সঃ বৈ এষঃ (সেই সাধক) এবম্ (এই প্রকারে) পশ্যন্ (দেখিয়া) এবম্ মন্বানঃ (মন শানচ; মনন করিয়া) এবম্ বিজানন্ (জানিয়া) আত্মরতিঃ (আত্মাতে যাহার রতি তিনি), আত্মক্রীড়ঃ (আত্মাতে যিনি ক্রীড়া করেন), আত্মমিথুন (আত্মাতে যাহার মিথুনভাব), আত্মানন্দঃ (আত্মাতে যাহার আনন্দ); সঃ স্বরাট স্ব+রাজ ১।১, = আত্মেশ্বর; স্বাধীন) ভবতি। তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু (সমুদয় লোকে) কামচারঃ (স্বাধীন আচরণ) ভবতি। অথ যে (যাহারা) অন্যথা (অন্যপ্রকার) অতঃ (ইহা অপেক্ষা) বিদুঃ (জানে) অন্যরাজানঃ (পরাধীন; অন্য ব্যক্তি যাহাদের রাজা) তে (তাহারা) ক্ষয্যলোকাঃ (যাহাদিগের স্বর্গাদি লোক ক্ষয়শীল; ক্ষয্য = ক্ষয়শীল পাঃ ৬।১।৮১) ভবন্তি (হয়) তেষাম্ (তাহাদিগের) সর্ব্বেষু লোকেষু অকামচারঃ (পরাধীনতা) ভবতি।

২। অনন্তর আত্মদৃষ্টিতে উপদেশ—আত্মাই অধোভাগে, আত্মাই ঊর্দ্ধভাগে, আত্মাই পশ্চাতে, আত্মাই পুরোভাগে, আত্মাই দক্ষিণে, আত্মাই বামে—আত্মাই এই সমুদয়। যিনি এই প্রকার দর্শন করেন,

এই প্রকার মনন করেন, এই প্রকার বিজ্ঞান লাভ করেন, তিনি আত্ম-রতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন এবং আত্মানন্দ হন এবং তিনিই স্বরাট্ হন। আর যে ইহা অপেক্ষা অন্যরূপ জানে, সে অন্যের অধীন হয়, এবং ক্ষয়শীল লোক লাভ করে। সমুদয় লোকে তাহার পরাধীনতা।

মন্তব্য

৭২৫।১। অধর, উর্দ্ধ, অপর এবং পূর্ব্ব—এই কয়েকটি শব্দের উত্তর সপ্তম্যর্থে অস্তাৎ প্রত্যয় করিয়া অধস্তাৎ, উপরিষ্টাৎ, পশ্চাৎ এবং পুরস্তাৎ পদ সিদ্ধ হইয়াছে (পাঃ ৫।৩।৩১,৩২,৪০ দ্রঃ)। দক্ষিণা ও উত্তর শব্দের উত্তর সপ্তম্যর্থে 'অতস্' প্রত্যয় করিয়া দক্ষিণতঃ ও উত্তরতঃ হইয়াছে (পাঃ ৫।৩।২৮)।

পশ্চাৎ=	দেহের	পশ্চাৎভাগে ;	পৃথিবীর	পশ্চিমদিকে।
পুরস্তাৎ=	,,	পুরোভাগে ;	,,	পূর্ব্বদিকে।
দক্ষিণতঃ=	,,	দক্ষিণভাগে ;	,,	দক্ষিণদিকে।
উত্তরতঃ=	,,	বামভাগে ;	,,	উত্তরদিকে।

সম্ভবতঃ প্রথম অর্থই মৌলিক। সূর্য্যোদয়ের সময়ে সূর্য্যকে পুরোভাগে করিয়া দাঁড়াইলে যাহা সম্মুখ, পশ্চাৎ, দক্ষিণ ও বাম হয়, তাহাই যথাক্রমে পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর দিক্ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

ব্যাখ্যাকারগণ কেহ প্রথম অর্থ. কেহ বা দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

৭।২৫।২। স্বরাট্—স্ব+রাজ্ ধাতু ; রাজ্ ধাতুর অর্থ রাজত্ব করা; দীপ্তি পাওয়া। স্বরাট =যিনি স্বাধীন, যিনি আপনি আপনার রাজা ; কিংবা যিনি আপনাতে আপনি বিরাজমান।

সপ্তমাধ্যায়ে ষড়বিংশ খণ্ড

ভূমাতত্ত্ববিৎ সমুদায় জগৎ ব্রহ্মময় দেখেন

১। তস্য হ বা এতস্যৈবং পশ্যত এবং মন্বানস্যৈবং বিজানত আত্মতঃ প্রাণ আত্মত আশাত্মতঃ স্মর আত্মত আকাশ আত্মতস্তেজ আত্মত আপ আত্মত আবির্ভাবতিরোভাবাবাত্মতোঽন্নমাত্মতো বলমাত্মতো বিজ্ঞানমাত্মতো ধ্যানমাত্মতশ্চিত্তমাত্মতঃ সংকল্প আত্মতো মন আত্মতো বাগাত্মতো নামাত্মতো মন্ত্রা আত্মতঃ কর্ম্মাণ্যাত্মত এবেদং সর্ব্বমিতি।

১। তস্য হ বৈ এতস্য (এই প্রকার ব্যক্তির) এবম্ পশ্যতঃ (এই প্রকার দ্রষ্টার), এবম্ মন্বানস্য (এই প্রকার মননকারীর) এবম্ বিজানতঃ (এই প্রকার বিজ্ঞাতার) আত্মতঃ (আত্মা হইতে) প্রাণঃ, আত্মতঃ আশা, আত্মতঃ স্মরঃ (স্মৃতি), আত্মতঃ আকাশঃ, আত্মতঃ তেজঃ, আত্মতঃ আপঃ, আত্মতঃ আবির্ভাব-তিরোভাবৌ (আবির্ভাব ও তিরোভাব), আত্মতঃ অন্নম্, আত্মতঃ বলম্, আত্মতঃ বিজ্ঞানম্, আত্মতঃ ধ্যানম্, আত্মতঃ চিত্তম্, আত্মতঃ সঙ্কল্পঃ, আত্মতঃ মনঃ, আত্মতঃ বাক্, আত্মতঃ নাম, আত্মতঃ মন্ত্রাঃ, আত্মতঃ কর্ম্মাণি আত্মতঃ এব ইদম্ সর্ব্বম্ ইতি।

১। এই প্রকার দ্রষ্টা, এই প্রকার মননকারী, এই প্রকার বিজ্ঞাতার নিকটে, আত্মা হইতেই প্রাণ, আত্মা হইতেই আশা, আত্মা হইতেই স্মৃতি, আত্মা হইতেই আকাশ, আত্মা হইতেই তেজ, আত্মা হইতেই জল, আত্মা হইতেই আবির্ভাব ও তিরোভাব। আত্মা হইতেই অন্ন, আত্মা হইতেই বল, আত্মা হইতেই বিজ্ঞান, আত্মা হইতে ধ্যান, আত্মা হইতে চিত্ত, আত্মা হইতে সঙ্কল্প, আত্মা হইতে মন, আত্মা হইতে বাক্, আত্মা হইতে নাম, আত্মা হইতে মন্ত্রসমূহ, আত্মা হইতে কর্ম্মসমূহ, আত্মা হইতে এই সমুদয়ই উৎপন্ন হয়।

২। তদেষ শ্লোকো ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি ন রোগং নোত দুঃখতাং সর্ব্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্ব্বমাপ্নোতি সর্ব্বশ ইতি "স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি" পঞ্চধা সপ্তধা নবধা চৈব পুনশ্চৈকাদশ স্মৃতঃ শতং চ দশ চৈকশ্চ সহস্রাণি চ বিংশতিঃ। আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষস্তস্মৈ মৃদিতকষায়ায় তমসস্পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারস্তং স্কন্দ ইত্যাচক্ষতে তং স্কন্দ ইত্যাচক্ষতে।

২। তৎ (সে বিষয়ে) এষঃ (এই) শ্লোকঃ— 'ন পশ্যঃ (দর্শনকারী) মৃত্যুম্ পশ্যতি (দেখে), ন রোগম্ ন উত দুঃখতাম্ (দুঃখকে)। সর্ব্বম্ (২।১) হ পশ্যঃ পশ্যতি, সর্ব্বম্ আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়), সর্ব্বশঃ (সর্ব্ব+শস্; সর্ব্বদা, সর্ব্বত্র সম্পূর্ণরূপে বা সর্ব্বপ্রকারে) ইতি। সঃ একধা ('সৃষ্টির পূর্ব্বে' এক) ভবতি; ত্রিধা (তিন প্রকার; তেজ, অপ ও অন্ন) ভবতি, পঞ্চধা (পাঁচ প্রকার), সপ্তধা (সাত প্রকার), নবধা (নয় প্রকার) চ এব; পুনঃ চ একাদশঃ স্মৃতঃ (একাদশ বলিয়া কথিত হন), শতম্ চ দশ চ (=১১০), একঃ চ সহস্রাণি চ বিংশতিঃ (=১০২০)।

২। এ বিষয়ে এই শ্লোক আছে :—তত্ত্বদর্শী মৃত্যুদর্শন করেন না, রোগ দর্শন করেন না, এবং দুঃখও দর্শন করেন না। তত্ত্বদর্শী সমুদয়ই দর্শন করেন, এবং সর্ব্বদা সমুদয়ই লাভ করেন। তিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে এক, তৎপরে তিন প্রকার, পাঁচ প্রকার, সাত প্রকার, নয় প্রকার হন; পুনশ্চ তাঁহাকে একাদশ, একশত দশ এবং একহাজার বিশ বলা হয়। আহারশুদ্ধি হইলে সত্ত্বশুদ্ধি হয়; সত্ত্বশুদ্ধি হইলে স্মৃতি নিশ্চল

আহারশুদ্ধৌ (আহারশুদ্ধি হইলে) সত্ত্বশুদ্ধিঃ (সত্ত্বার বিশুদ্ধত্ব); সত্ত্বশুদ্ধৌ (সত্ত্বার শুদ্ধি হইলে) ধ্রুবা (নিশ্চল) স্মৃতিঃ, স্মৃতিলম্ভে (স্মৃতিলাভ হইলে ; লম্ভ = লভ্ + ঘঞ্) সর্ব্বগ্রন্থীনাম্ (সমুদয় বন্ধনের ; গ্রন্থি = বন্ধন) বিপ্রমোক্ষঃ (বিশেষরূপে মুক্তি)। তস্মৈ (সেই, ৪।১) মৃদিতকষায়ায় (৪।১ : যাহার মলিনতা দূর হইয়াছে, তাহাকে ; মৃদিত = বিনিষ্ট, বিদূরীত ; মৃদ্ ধাতু হইতে। কষায় = মলিনতা) তমসঃ (অন্ধকারের) পারম্ (অপর পার, ২।১) দর্শয়তি (দেখাইলেন) ভগবান্ সনৎকুমারঃ। তম্ (সনৎকুমারকে) স্কন্দঃ ইতি ('স্কন্দ' এই নাম ; স্কন্দ = জ্ঞানী) আচক্ষতে (বলিয়া থাকে), তম্ স্কন্দঃ ইতি আচক্ষতে (দ্বিরুক্তি সমাপ্তিসূচক)। পাঠান্তর— (১) 'তদেষ শ্লোকো' স্থলে 'তদপ্যেষ শ্লোকো'। (২) 'একধা' স্থলে 'একধেব'। (৩) 'তমসস্পারম্' স্থলে 'তমসঃ পারম্'। (৪) 'সনৎকুমারঃ' স্থলে 'সনাৎকুমারম্'।

হয় ; স্মৃতিলাভ হইলে সমুদয় গ্রন্থির বিমোচন হয়। ভগবান্ সনৎকুমার নারদের সমুদয় মলিনতা বিদূরীত করিয়া, তাঁহাকে অন্ধকারের পরপার দেখাইয়াছিলেন। (পণ্ডিতগণ) সনৎকুমারকে স্কন্দ (অর্থাৎ পরম জ্ঞানী) বলিয়া থাকেন।

মন্তব্য

৭।২৬।২। 'পশ্যঃ' = দৃশ্ + শ, পাঃ ৩।১।১৩৭ ; ৭।৩।৭৮। সম্ভবতঃ প্রাচীনকালে 'পশ্' নামক একটা ধাতুই ছিল। পালিভাষায় পস্‌পিস্‌সতি (= পশিস্যতি, পস্‌সিস্‌সামি (পশিস্যামি) প্রভৃতি ভবিষ্যৎ কালেরও প্রয়োগ আছে।

আহারশুদ্ধি বিষয়ে শঙ্কর এইরূপ বলেন—'যাহা আহরণ করা যায়, তাহাই আহার। মানুষ শব্দাদি বিষয়ের জ্ঞান আহরণ করে,

সুতরাং বিষয়োপলব্ধিরূপ বিজ্ঞানও আহার। রাগদ্বেষাদি এই বিজ্ঞানের মল। সুতরাং জ্ঞান যদি রাগদ্বেষাদি বিরহিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে আহারশুদ্ধি বলা যাইতে পারে।'

সত্ত্বশুদ্ধি = সত্ত্বার বিশুদ্ধতা; সত্ত্ব বা সত্ত্বা শব্দের মৌলিক অর্থ অস্তিত্ব বা আত্মার স্বভাব। শঙ্করের মতে সত্ত্বা = অন্তঃকরণ। মুণ্ডকোপনিষদে (৩।১।৮) 'জ্ঞান প্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বঃ' আছে। এস্থলে সত্ত্বঃ = অন্তঃকরণ। কঠোপনিষদে আছে 'মনসঃ সত্ত্বম্ উত্তমম্' (২।৩।৭); এস্থলে সত্ত্ব = বুদ্ধি।

অষ্টমাধ্যায়ে প্রথম খণ্ড

দহরবিদ্যা—বিশ্বাত্মা ও জীবাত্মার একত্বজ্ঞান ও তৎফল

১। অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি।

২। তং চেদ্ ব্রূয়ুর্য্যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশঃ কিং তদত্র বিদ্যতে যদন্বেষ্টব্যং যদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি।

১। অথ (অনন্তর) যৎ ইদম্ (+ বেশ্ম = এই যে গৃহ) অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে (এই ব্রহ্মপুরে = শরীরে) দহরম্ (অল্প) পুণ্ডরীকম্ (পদ্ম) বেশ্ম (বেশ্মন্ ১।১ = গৃহ)। দহরঃ অস্মিন্ (ইহাতে) অন্তরাকাশঃ (অভ্যন্তরস্থ আকাশ ; কিংবা অন্তঃ = অভ্যন্তরে) ; তস্মিন্ (তাহাতে) যৎ (যাহা) অন্তঃ (অন্তর্ব্বর্ত্তী ; মধ্যে), তৎ (তাহা) অন্বেষ্টব্যম্ (অন্বেষণ করিতে হইবে), তৎ বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্ (বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা করিতে হইবে)।

২। তম্ (আচার্য্যকে) চেৎ (যদি) ব্রূয়ুঃ (যদি বলে, ৩।৭) —'যৎ ইদম্ অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরম্ পুণ্ডরীকম্ বেশ্ম, দহরঃ অস্মিন্ অন্তঃ আকাশঃ, কিম্ (কি) তৎ (তাহা) অত্র (এখানে) বিদ্যতে (আছে), যৎ (যাহা) অন্বেষ্টব্যম্ যৎ বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্ ? ইতি —সঃ আচার্য্য ব্রূয়াৎ (বলিবেন) (১মঃ) :—

১। 'অনন্তর এই (দেহরূপ) ব্রহ্মপুরে এই যে ক্ষুদ্র পদ্মাকার গৃহ, ইহার মধ্যে এক ক্ষুদ্র আকাশ আছে। ইহার মধ্যে যাহা, তাহাকে অন্বেষণ করিতে হইবে, তাহাকেই বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা করিতে হইবে।'

২। (ইহা শুনিয়া যদি শিষ্যগণ) আচার্য্যকে বলেন—'এই ব্রহ্ম-

৩। স ব্রূয়াদ্‌যাবান্‌ বা অয়মাকাশস্তাবানেষোহন্তর্হৃদয় আকাশ উভে অস্মিন্‌ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবুভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রাণি যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্ব্বং তদস্মিন্‌ সমাহিতমিতি।

৩। যাবান্‌ (যে পরিমাণ) বৈ অয়ম্‌ (এই) আকাশঃ, তাবান্‌ (সেই পরিমাণ) এষঃ (এই) অন্তঃ (অভ্যন্তরে) হৃদয়ে আকাশঃ। উভে (+দ্যাবা পৃথিবী; = উভয়) অস্মিন্‌ (ইহাতে) দ্যাবাপৃথিবী (বৈদিক শব্দ; = দ্যাবাপৃথিব্যৌ = দ্যৌ ও পৃথিবী) অন্তঃ এব সমাহিতে (১।· ; সমাহিত) উভৌ (উভয়) অগ্নিঃ চ বায়ুঃ চ, সূর্য্যাচন্দ্রামসৌ (সূর্য্য ও চন্দ্র; সমাসে 'সূর্য্য' শব্দে 'আ') উভৌ, বিদ্যুৎ+নক্ষত্রাণি (বিদ্যুৎ ও নক্ষত্রসমূহ), যৎ চ (যাহা) অস্য দেহবান্‌ আত্মার) ইহ (ইহলোকে) অস্তি (আছে), যৎ চ ন অস্তি—সর্ব্বম্‌ তৎ (সে সমুদয়) অস্মিন্‌ (ইহাতে) সমাহিতম্‌ ইতি।

পুরে যে ক্ষুদ্র পদ্মাকার গৃহ, ইহার মধ্যে ক্ষুদ্র যে আকাশ—ইহার মধ্যে এমন কি আছে যাহা অন্বেষণ করিতে হইবে, এবং বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে?' তাহা হইলে আচার্য্য বলিবেন—

৩। এই বহিঃস্থ আকাশ যে পরিমাণ, হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ আকাশও সেই পরিমাণ। দ্যৌ ও পৃথিবী এই উভয়েই ইহার অভ্যন্তরে নিহিত; অগ্নি ও বায়ু উভয়ই, সূর্য্য ও চন্দ্র এতদুভয়ও, বিদ্যুৎ ও নক্ষত্রসমূহ, এবং এই দেহবান্‌ আত্মার ইহলোকে যাহা আছে এবং যাহা নাই—এ সমুদয়ই ইহাতে নিহিত।

৪। তং চেদ্ ব্রূয়ুরস্মিংশ্চেদিদং ব্রহ্মপুরে সর্ব্বং সমাহিতং সর্ব্বাণি চ ভূতানি সর্ব্বে চ কামা যদৈতজ্জরাবাপ্নোতি প্রধ্বংসতে বা কিং ততোঽতিশিষ্যত ইতি।

৫। স ব্রূয়ান্নাস্য জরয়ৈতজ্জীর্য্যতি ন বধেনাস্য হন্যত এতৎসত্যং ব্রহ্মপুরমস্মিন্‌কামাঃ সমাহিতা এষ আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুবিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পো যথা হ্যেবেহ প্রজা অন্বাবিশন্তি যথানুশাসনং যং যমন্তমভিকামা ভবন্তি যং জনপদং যং ক্ষেত্রভাগং তং তমেবোপজীবন্তি।

৪। তম্ (আচার্য্যকে) চেৎ (যদি) ব্রূয়ুঃ (শিষ্যগণ বলেন) অস্মিন্ (+ব্রহ্মপুরে=এই ব্রহ্মপুরে) চেৎ ইদম্ (+সর্ব্বম্=এই সমুদয়) ব্রহ্মপুরে সর্ব্বম্ সমাহিতম্, সর্ব্বাণি চ ভূতানি (সমুদয় ভূত) সর্ব্বে চ কামাঃ (সমুদয় কামনা),—যদা (যখন) এতৎ (ইহা; এই শরীর, ১।১) জরাঃ (২।৩, বার্দ্ধক্যদশাকে) বা আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়) প্রধ্বংসতে বা (কিংবা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়)—কিম্ (কি) ততঃ (তখন; কিংবা ইহা হইতে 'পৃথক্') অতিশিষ্যতে (অতি+শিষ্ কর্ম্মবা =অবশিষ্ট থাকে) ইতি। পাঠান্তর—'যদৈতজ্জরা' স্থলে 'যদৈনজ্জরা'।

৫। সঃ (তিনি) ব্রূয়াৎ (বলিবেন)—ন (না) অস্য (ইহার অর্থাৎ দেহের) জরয়া (জরা দ্বারা) এতৎ (ইহা, হৃদয়স্থ আকাশ) জীর্য্যতি (জ; জীর্ণ হয়), ন বধেন (বিনাশ দ্বারা) অস্য (ইহার, দেহের) হন্যতে

৪। শিষ্যগণ যদি আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করেন 'এই ব্রহ্মপুরে যদি সর্ব্বভূত, সর্ব্বকামনা—এই সমুদয়ই নিহিত থাকে, তাহা হইলে এই দেহ যখন জরাগ্রস্ত হয়, কিংবা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তখন কি অবশিষ্ট থাকে?'

৫। (ইহার উত্তরে) আচার্য্য বলিবেন—'দেহের জরা হইলে, অন্তরস্থ আকাশ জীর্ণ হয় না; দেহ নষ্ট হইলে, ইহা বিনাশপ্রাপ্ত

৬। তদ্ যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়ত এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে। তদ্ য ইহাত্মানমননুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামাংস্তেষাং সর্বেষু লোকেষ্বকামচারো ভবতি। অথ য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামাংস্তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।

(হন্, কর্ম্মবা ; হত হয়)। এতৎ (ইহা) সত্যম্ ব্রহ্মপুরম্। অস্মিন্ (ইহাতে) কামাঃ (কামনাসমূহ) সমাহিতাঃ (নিহিত)। এষ: (এই) আত্মা ; অপহত পাপ্মা (যাহার পাপ বিগত হইয়াছে ; পাপ্মা=পাপ, দুঃখ, পাপ্মন্ শব্দ ১।১), বিজরঃ (জরারহিত), বিমৃত্যুঃ (মৃত্যুবহিত), বিশোকঃ (শোকরহিত) বিজিঘৎসঃ (ভোজনেচ্ছারহিত ; জিঘৎসা=ভোজন করিবার ইচ্ছা ; ঘস্ ধাতু, সন্) অপিপাসঃ (পিপাসারহিত) সত্যকামঃ (সত্য যাহার কামনা) সত্যসঙ্কল্পঃ (সত্য যাহার সঙ্কল্প)। যথা (যেমন) হি এব ইহ (ইহলোকে) প্রজাঃ (মানবগণ) অনু+আবিশন্তি (অনুবর্ত্তন করে) যথা+অনুশাসনম্ (ক্রিং বিং ; রাজশাসনানুসারে) যম্ যম্ অন্তম্ (যে যে প্রদেশকে ; কিংবা নিকটস্থ যে যে বস্তুকে) অভিকামাঃ ভবন্তি (কামনা করে)—যম্ জনপদম্ (যে কোন জনপদকে), যম্ ক্ষেত্রভাগম্ (যে কোন ক্ষেত্রকে)— তম্ তম্ এব (সেই সেই বস্তুকে) উপজীবন্তি (উপভোগ করিয়া থাকে)।

৬। তৎ যথা (যেমন, ৪।১৬।৩ দ্রঃ) ইহ (এই জগতে) কর্ম্ম-

হয় না। ইহাই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মপুর। ইহাতেই সমুদয় কামনা নিহিত রহিয়াছে। ইনিই আত্মা এবং ইনিই পাপরহিত, জরারহিত, মৃত্যু-রহিত, শোকরহিত ও ক্ষুধারহিত, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প। এই পৃথিবীতে যদি মানব রাজার আদেশানুসারে কার্য্য করে, তাহা হইলে সে যে যে বস্তু কামনা করে—যে যে জনপদ, যে যে ক্ষেত্র (লাভের) ইচ্ছা করে,—(রাজার অনুগ্রহে) সে সেই সেই বস্তু লাভ করে।

৬। কিন্তু কর্ম্মলব্ধ এই সমুদয় বস্তু অর্থাৎ ক্ষেত্রজনপদাদি

জ্জিতঃ (কর্ম্মলব্ধ ; রাজসেবাদি কর্ম্মদ্বারা লব্ধ) লোকঃ (ক্ষেত্রাদি) ক্ষীয়তে (ক্ষয়প্রাপ্ত হয়), এবম্ এব (এই প্রকার) অমুত্র (অদস্ +ত্র, 'অদস্' স্থানে 'অমু' ; =পরলোকে) পুণ্যজ্জিতঃ (অগ্নিহোত্রাদি এবং দানাদি দ্বারা লব্ধ) লোকঃ (স্বর্গাদি) ক্ষীয়তে। তৎ যে (যাহারা) ইহ আত্মানম্ (আত্মাকে) অনহুবিদ্য (না জানিয়া ; লাভ না করিয়া ; অনুবিদ্য=জানিয়া বা লাভ করিয়া) ব্রজন্তি (পৃথিবী হইতে চলিয়া যায়), এতান্ চ সত্যান্ কামান্ (এই সমুদয় সত্য কামনাকে), তেষাম্ (তাহাদিগের) সর্ব্বেষু লোকেষু (সর্ব্ব-লোকে) অকামচারঃ (পরাধীনতা) ভবতি (হয়)। অথ (আর) যে (যাহারা) ইহ আত্মানম্ অনুবিদ্য ব্রজন্তি, এতান্ চ সত্যান্ কামান্, তেষাম্ সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারঃ (স্বাধীনতা) ভবতি।

যেমন বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তেমনি পরলোকে ও পুণ্যার্জ্জিত লোক বিনিষ্ট হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইহলোকে এই আত্মাকে এবং সত্যকামনাসমূহকে না জানিয়া চলিয়া যায়, সে সর্ব্বলোকে পরাধীন হয় ; আর যিনি ইহলোকে এই আত্মাকে এবং সত্য-কামনাসমূহকে জানিয়া চলিয়া যান, সর্ব্বলোকে তাঁহার স্বাধীন আচরণ হইয়া থাকে।

মন্তব্য

৮ ১ ১। ব্রহ্মপুরে=ব্রহ্মের পুরে। ব্রহ্মন্ ও পুর শব্দের সমাসে 'ব্রহ্মপুর' হইতে পারে। ব্রহ্মন্ ও পুর শব্দের সমাস করিলেও ঐ পদ সাধিত হয় (পাঃ ৫।৪।৭৪)।

৭।১।৪। কাহারও কাহারও মতে 'যদৈতজ্জরা বাপ্নোতি' =যদা+ এতৎ+জরা+বা+আপ্নোতি=যখন জরা দেহকে প্রাপ্ত হয়। এস্থলে জরা ১।১ এবং এতৎ ২।১। আমরা যে পাঠ গ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে এতৎ ১।১, কর্ত্তা এবং জরাঃ (২।৩) কর্ম্ম। 'জরাবাপ্নোতি' =জরা+অবাপ্নোতি'ও হইতে পারে।

কোন কোন গ্রন্থে 'এতৎ' স্থলে 'এনৎ' পাঠ আছে। এনৎ (২।১), সুতরাং এই পাঠ গ্রহণ করিলে 'জরাঃ' স্থলে 'জরা' (১।১) গ্রহণ করিতে হইবে।

৭।১।৫। 'যম্ যম্ অন্তম্', 'যম্ জনপদম্', 'যম্ ক্ষেত্রভাগম্', এই কয়েকটীর একাধিক অর্থ হইতে পারে। কেহ কেহ বলেন 'অন্তম্' কথাটী 'জনপদম্' এবং 'ক্ষেত্রভাগম্' এই দুইটীর বিশেষণ ; ইহার অর্থ নিকটস্থ। কাহারও কাহারও মতে এখানে 'অন্তম্' 'জনপদম্' ও 'ক্ষেত্রভাগম্'এই তিনটী বিষয়ের কথা বলা হইয়াছে ; ইহাদিগের মতে অন্তম্=প্রদেশ। আবার কেহ বলেন, 'অন্তম্' কথাটীকেই 'জনপদম্' ও 'ক্ষেত্রভাগম্' দ্বারা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ; এস্থলে অন্তম্=নিকটস্থ বস্তু বা প্রদেশ। তাহা হইলে অর্থ হইবে এই—"যে যে বস্তু কামনা করে, তাহা জনপদই হউক বা ভূমিখণ্ডই হউক।"

এই স্থলে 'যথা' শব্দটী প্রয়োগ করিয়া বাক্যটী আরম্ভ করা হইয়াছে। কিন্তু 'তথা' ব্যবহার করিয়া ইহা শেষ করা হয় নাই। 'উপমান' আছে 'উপমেয়' নাই। উহ্য অংশসহ সমুদয় বাক্য এই প্রকার হইতে পারে—যেমন এই পৃথিবীতে যদি......বস্তু লাভ করে, (তেমনি যে ব্যক্তি হৃদয়নিহিত সত্যস্বরূপের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহার সমুদয় কামনার পরিতৃপ্তি হইয়া থাকে)। বন্ধনীর অভ্যন্তরে যে অংশ তাহাই উহ্য। আমরা এখানে অন্যপ্রকার অর্থ করিয়াছি। পঞ্চম মন্ত্রে 'যথা' আছে, ষষ্ঠমন্ত্রে 'তৎযথা' দ্বারা বাক্য আরম্ভ করা হইয়াছে। এখানে 'তৎযথা'তে পঞ্চম মন্ত্রের 'যথা' পুনরুক্ত হইল। বাংলা অনুবাদে আমরা প্রথম 'যথা' পরিত্যাগ করিয়াছি। এপ্রকার করায় আমাদিগকে বলিতে হইল না যে কিছু উহ্য থাকিল।

৭।১।৬। পাঠান্তর—'কর্ম্মজিতো' স্থলে 'কর্ম্মাচেতো'; 'পুণ্যজিতো' স্থলে 'পুণ্যচিতো'।

'তৎ যে' ইত্যাদি। 'তৎ' সর্ব্বলিঙ্গে এবং সর্ব্ববচনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে (৭।১০।১, ৭।১১।১ মন্তব্য দ্রষ্টব্য)। পরবর্ত্তী শব্দের অর্থ দৃঢ় করিবার জন্য 'তৎ' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

শঙ্করাচার্য্য ৫ম মন্ত্রের শেষ অংশ এবং ৬ষ্ঠ মন্ত্রের প্রথমাংশকে পৃথক্ পৃথক্ দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি পঞ্চম মন্ত্রের শেষ অংশের এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন—প্রজাগণ যাহাকে প্রভু বলিয়া মনে করে, তাহার শাসনের অধীন হইয়া জনপদ ক্ষেত্রভাগাদি ভোগ করিয়া থাকে। এখানে প্রজার যেমন স্বাধীনতা নাই, তেমনি পুণ্যফলভোগেও মানুষের স্বাধীনতা নাই। শঙ্করাচার্য্য বলেন এই দৃষ্টান্ত দ্বারা পুণ্যফলভোগের অস্বাতন্ত্র্য-দোষ দেখান হইয়াছে এবং ৬ষ্ঠ মন্ত্রে অন্য একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান হইয়াছে যে, কর্ম্মফলের ক্ষয় হইয়া থাকে।

অষ্টমাধ্যায়ে দ্বিতীয় খণ্ড

পরলোকে জ্ঞানীর কামনাপূরণ

১। স যদি পিতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন পিতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে।

১। সঃ যদি পিতৃলোককামঃ ভবতি, সঙ্কল্পাৎ এব (সঙ্কল্প হইবামাত্রই) অস্য (ইহার) পিতরঃ (পিতৃপুরুষগণ) সম্+উৎ+তিষ্ঠন্তি (পুরোভাগে উপস্থিত হন্)। তেন পিতৃলোকেন (সেই পিতৃলোকের সহিত) সম্পন্নঃ (সম্+পদ্; যুক্ত হইয়া) মহীয়তে (মহি ধাতু; পূজনীয় হন, মহিমাযুক্ত হন)।

১। তিনি যদি পিতৃলোকের কামনা করেন, সঙ্কল্পমাত্রই পিতৃগণ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হন এবং তিনি পিতৃলোকসম্পন্ন হইয়া মহীয়ান্ হন।

২। অথ যদি মাতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য মাতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি। তেন মাতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে।

৩। অথ যদি ভ্রাতৃলোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্য ভ্রাতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি। তেন ভ্রাতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে।

৪। অথ যদি স্বসৃলোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্য স্বসারঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি। তেন স্বসৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে।

২। অথ যদি মাতৃলোককামঃ ভবতি, সঙ্কল্পাৎ এব অস্য মাতরঃ (মাতৃগণ) সমুত্তিষ্ঠন্তি, তেন মাতৃলোকেন (মাতৃগণের সহিত) সম্পন্নঃ মহীয়তে (১মঃ)।

৩। অথ যদি ভ্রাতৃলোককামঃ ভবতি, সঙ্কল্পাৎ এব অস্য ভ্রাতরঃ (ভ্রাতৃগণ) সমুত্তিষ্ঠন্তি, তেন ভ্রাতৃলোকেন (ভ্রাতৃগণের সহিত) সম্পন্নঃ মহীয়তে (১মঃ)।

৪। অথ যদি স্বসৃলোককামঃ ভবতি, সঙ্কল্পাৎ এব অস্য স্বসারঃ (ভগিনীগণ) সমুত্তিষ্ঠন্তি; তেন স্বসৃলোকেন (সেই ভগিনীগণের সহিত) সম্পন্নঃ মহীয়তে (১মঃ)।

২। আর তিনি যদি মাতৃলোককাম হন, সঙ্কল্পমাত্রই মাতৃগণ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হন এবং তিনি মাতৃলোকসম্পন্ন হইয়া মহীয়ান্ হন।

৩। আর তিনি যদি ভ্রাতৃলোককাম হন, সঙ্কল্পমাত্রই ভ্রাতৃ-গণ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হন এবং তিনি ভ্রাতৃলোকসম্পন্ন হইয়া মহীয়ান্ হন।

৪। আর যদি তিনি স্বসৃলোককাম হন, সঙ্কল্পমাত্রই স্বসৃগণ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হন এবং তিনি স্বসৃলোকসম্পন্ন হইয়া মহীয়ান্ হন।

৫। অথ যদি সখিলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাবেবাস্য সখায়ঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি। তেন সখিলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে।

৬। অথ যদি গন্ধমাল্যলোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্য গন্ধমাল্যে সমুত্তিষ্ঠতস্তেন গন্ধমাল্যলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে।

৭। অথ যদ্যন্নপানলোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্যান্নপানে সমুত্তিষ্ঠতস্তেনান্নপানলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে।

৫। অথ যদি সখিলোককামঃ ভবতি, সঙ্কল্পাৎ এব অস্য সখায়ঃ (সমুদয় সখা) সমুত্তিষ্ঠন্তি; তেন সখিলোকেন (সখাদিগের সহিত) সম্পন্নঃ মহীয়তে (১মঃ)।

৬। অথ যদি গন্ধমাল্য-লোককামঃ ভবতি, সঙ্কল্পাৎ এব অস্য গন্ধমাল্যে (১।২, গন্ধ ও মাল্য) সমুত্তিষ্ঠতঃ (উপস্থিত হয়); তেন গন্ধমাল্যলোকেন (গন্ধমাল্যরূপ লোকের সহিত) সম্পন্নঃ মহীয়তে (১মঃ)।

৭। অথ যদি অন্নপান-লোককামঃ ভবতি, সঙ্কল্পাৎ এব অস্য অন্নপানে (অন্ন ও পানীয়) সমুত্তিষ্ঠতঃ (উপস্থিত হয়); তেন অন্নপান-লোকেন (অন্নপানরূপ লোকের সহিত) সম্পন্নঃ মহীয়তে।

৫। আর যদি তিনি সখিলোককাম হন, সঙ্কল্পমাত্রই সখিগণ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হন এবং তিনি সখিলোকসম্পন্ন হইয়া মহীয়ান্ হন।

৬। আর যদি তিনি গন্ধমাল্যরূপ লোক পাইবার অভিলাষ করেন, সঙ্কল্পমাত্রই গন্ধমাল্যরূপ লোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হয় এবং তিনি গন্ধমাল্যলোকসম্পন্ন হইয়া মহীয়ান্ হন।

৭। আর যদি তিনি অন্নপান-রূপ-লোক কামনা করেন, সঙ্কল্পমাত্রই অন্নপান-রূপ-লোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হয় এবং তিনি অন্নপানলোকসম্পন্ন হইয়া মহীয়ান্ হন।

৮। অথ যদি গীতবাদিত্রলোককামো ভবতি, সঙ্কল্পা-দেবাস্য গীতবাদিত্রে সমুত্তিষ্ঠতস্তেন গীতবাদিত্রলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে।

৯। অথ যদি স্ত্রীলোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্য স্ত্রিয়ঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি। তেন স্ত্রীলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে।

১০। যং যমন্তমভিকামো ভবতি, যং কামং কাময়তে, সোঽস্য সঙ্কল্পাদেব সমুত্তিষ্ঠতি। তেন সম্পন্নো মহীয়তে।

৮। অথ যদি গীত-বাদিত্র-লোককামঃ (বাদিত্র=বাদ্যযন্ত্র বা বাদ্য) ভবতি, সঙ্কল্পাৎ এব অস্য গীতবাদিত্রে (গীত ও বাদিত্র) সমুত্তিষ্ঠতঃ (উপস্থিত হয়); তেন গীত-বাদিত্র লোকেন (গীত ও বাদিত্রের সহিত) সম্পন্নঃ মহীয়তে (১মঃ)। পাঠান্তর—(১) 'বাদিত্র' স্থলে 'বাদিত'; (২) 'বাদিত্রে' স্থলে 'বাদিতে'।

৯। অথ যদি স্ত্রীলোককামঃ ভবতি, সঙ্কল্পাৎ এব অস্য স্ত্রিয়ঃ (নারীগণ) সমুত্তিষ্ঠন্তি (সমীপে উপস্থিত হয়); তেন স্ত্রীলোকেন (নারীগণের সহিত) সম্পন্নঃ মহীয়তে (১মঃ)।

১০। যম্ যম্ অন্তম্ (যে যে বিষয়ের প্রতি; বা যে যে প্রদেশের প্রতি; 'অভি' যোগে দ্বিতীয়া) অভিকামঃ (অভিলাষী)

৮। আর যদি তিনি গীতবাদিত্র-লোক কামনা করেন, সঙ্কল্প মাত্রই গীতবাদিত্র লোক তাঁহার সমীপে উপস্থিত হয় এবং তিনি গীতবাদিত্রলোকসম্পন্ন হইয়া মহীয়ান্ হন।

৯। আর যদি তিনি নারীলোককাম হন, সঙ্কল্পমাত্রই নারী লোক তাঁহার সমীপে উপস্থিত হয় এবং তিনি নারীলোকসম্পন্ন হইয়া মহীয়ান্ হন।

১০। তিনি যে যে বিষয় (বা প্রদেশ) অভিলাষ করেন, যে কাম্যবস্তু কামনা করেন, সঙ্কল্পমাত্রই তাহা তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়, তিনি তাহা লাভ করিয়া মহীয়ান্ হন।

ভবতি, যম্ কামম্ (যে যে কামনাকে) কাময়তে (কামনা করে) সঃ (তাহা) অস্য সঙ্কল্পাৎ এব সমুত্তিষ্ঠতি; তেন (তাহার সহিত) সম্পন্নঃ মহীয়তে (১মঃ)।

মন্তব্য

৮।২।১। 'পিতৃলোক' অর্থ 'পিতৃপুরুষগণের লোক' নহে। এস্থলে পিতৃপুরুষগণকেই লোক বলা হইয়াছে। শঙ্কর বলেন—"পিতৃপুরুষগণ আমাদিগকে সুখ প্রদান করেন, সুতরাং তাঁহারাও আমাদিগের ভোগ্য বস্তু। এইজন্য ইঁহাদিগকেও লোক বলা হইয়াছে।" মাতৃলোক, ভ্রাতৃলোক প্রভৃতিরও এই ব্যাখ্যা।

অষ্টমাধ্যায়ে তৃতীয় খণ্ড

অসত্য দ্বারা আচ্ছাদিত সত্য কামনা— 'সত্য' ও 'হৃদয়ে'র নিরুক্তি

১। ত ইমে সত্যাঃ কামা অনৃতাপিধানাস্তেষাং সত্যানাং সতামনৃতমপিধানং যো যো হ্যস্যেতঃ প্রৈতি ন তমিহ দর্শনায় লভতে।

১। তে ইমে (১।৩, সেই এই) সত্যাঃ কামাঃ (সত্য কামনাসমূহ) অনৃত+অপিধানাঃ (অসত্য যাহাদিগের আবরণ; অনৃত =অসত্য; অপিধানাঃ=আচ্ছাদনসমূহ, অপি+ধা ধাতু)। তেষাম্ সত্যানাম্ (সেই সত্যকামনাসমূহের) সতাম্ (আত্মাতে বর্ত্তমান, ৬।৩; সৎ, ৬।৩) অনৃতম্ (অসত্য) অপিধানম্ (আচ্ছাদন)। যঃ যঃ (যে যে 'আত্মীয়') হি অস্য (ইহার) ইতঃ (এই পৃথিবী হইতে) প্রৈতি (চলিয়া যায়), ন (না) তম্ (তাহাকে) ইহ (এই পৃথিবীতে) দর্শনায় (দর্শন করিবার জন্য) লভতে (লাভ করে)।

১। কিন্তু এই সমুদয় সত্যকামনা অসত্য আবরণে আবৃত।

২। অথ যে চাস্যেহ জীবা যে চ প্রেতা যচ্ছান্যদিচ্ছন্ন লভতে সর্ব্বং তদত্র গত্বা বিন্দতেঽত্র হ্যস্যৈতে সত্যাঃ কামা অনৃতাপিধানাঃ। তদ্ যথাপি হিরণ্যনিধিং নিহিতমক্ষেত্রজ্ঞা উপর্য্যুপরি সঞ্চরন্তো ন বিন্দেয়ুরেবমেবেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্ত্যনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ।

২। অথ যে চ (যাহারা) অস্য (ইহার; শঙ্করের মতে বিদ্বান জীবের) ইহ জীবাঃ (জীবিত) যে চ প্রেতাঃ (প্র+ই+ক্ত= যে দূরে গমন করে=মৃত), যৎ চ অন্যৎ (২।১; অন্য যে সমুদয় বস্তু) ইচ্ছন্ (ইচ্ছা করিয়া) ন লভতে (প্রাপ্ত হয়)—সর্ব্বম্ তৎ (সেই সমুদয়) অত্র (এই স্থানে) গত্বা (গমন করিয়া) বিন্দতে (লাভ করে)। অত্র হি অস্য এতে সত্যাঃ কামাঃ অনৃত+অপি-ধানাঃ (১মঃ)। তৎ+যথা (যেমন, ৪।১৬।৩ মন্তব্য দ্রষ্টব্য) অপি (সঞ্চরন্তঃ+) হিরণ্যনিধিম্ (স্বুবর্ণরূপ ধনকে) নিহিতম্ অক্ষেত্রজ্ঞাঃ (১।৩, ক্ষেত্রে নিহিত ধনের বিষয় যাহারা জানে না) উপরি+উপরি (বারংবার) সঞ্চরন্তঃ (+অপি=বিচরণ করিয়াও) ন (না) বিন্দেয়ুঃ (বিদ্; লাভ করিতে পারে),—এবম্ এব (এই প্রকার) ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ (এই সমুদয় প্রাণী) অহঃ+অহঃ (প্রতিদিন) গচ্ছন্ত্যঃ (গচ্ছন্তী ১।৩; গমন করিয়া) এতম্ ব্রহ্মলোকম্ (এই ব্রহ্মলোককে) ন বিন্দন্তি (লাভ করে) অনৃতেন (অসত্য দ্বারা) প্রত্যূঢ়া (প্রতি +উহ্; আচ্ছাদিত)।

এই সমুদয় সত্যকামনা আত্মাতে বিদ্যমান থাকিলেও, অসত্য দ্বারা আচ্ছাদিত। সেইজন্য ইহার (অর্থাৎ অজ্ঞান ব্যক্তির) কোন আত্মীয় যদি ইহলোক হইতে চলিয়া যায়, সে তাহাকে আর পৃথিবীতে দেখিতে পায় না।

২। আর ইহার যে সমুদয় আত্মীয় জীবিত রহিয়াছে ও যে সমুদয় আত্মীয়ের মৃত্যু হইয়াছে এবং মানুষ ইচ্ছা করিয়াও যে সমুদয় বস্তু লাভ

৩। স বা এষ আত্মা হৃদি তস্যৈতদেব নিরুক্তং হৃদ্যয়মিতি তস্মাদ্ধৃদয়মহরহর্বা এবংবিৎ স্বর্গং লোকমেতি।

৪। অথ য এষ সংপ্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত এষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যমিতি।

৩। সঃ বৈ এষঃ (সেই এই) আত্মা হৃদি (হৃদয়ে); তস্য (তাহার) এতদ্ এব (ইহাই) নিরুক্তম্ (নিঃ+উক্তম্=ব্যাখ্যা. মৌলিক অর্থ)—'হৃদি অয়ম্' ইতি; তস্মাৎ (সেইজন্য) হৃদয়ম্ (হৃদয় এই নাম)। অহঃ+অহঃ বৈ এবম্+বিৎ (এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন) স্বর্গম্ লোকম্ (২।১, স্বর্গলোকে) এতি (গমন করে)।
৪। অথ যঃ এষঃ (এই যে) সম্প্রসাদঃ (সম্+প্র+সদ্+ঘঞ্।

করিতে পারে না—এ সমুদয়ই সেই হৃদয়াকাশে গমন করিয়া লাভ করে। মানুষের সমুদয় সত্যকামনাই এই স্থলে বর্ত্তমান; কিন্তু সে সমুদয় অসত্য আবরণ দ্বারা আবৃত। অক্ষেত্রজ্ঞ ব্যক্তি যেমন ক্ষেত্রের উপরে উপর্য্যুপরি বিচরণ করিয়াও ক্ষেত্রনিহিত সুবর্ণধন লাভ করিতে পারে না, তেমনি সমুদয় প্রাণী অহরহঃ ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াও (সত্য বস্তু) লাভ করিতে পারে না, কারণ তাহারা অসত্য দ্বারা আচ্ছাদিত (বা বহির্ভাগে চালিত)।

৩। এই আত্মা হৃদয়ে। তাহার নিরুক্ত এই:—
অয়ম্ (অর্থাৎ ইহা) হৃদি (অর্থাৎ হৃদয়ে) এইজন্য ইহার নাম হৃদয়ম্ (=হৃদি+অয়ম্)। যিনি এই প্রকার জানেন, তিনি অহরহঃ স্বর্গলোকে গমন করেন (অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে হৃদয়াকাশে ব্রহ্মলাভ করেন)।

৪। আর এই যে সম্প্রসাদ (অর্থাৎ প্রসাদযুক্ত গুণপ্রাপ্ত

৫। তানি হ বা এতানি ত্রীণ্যক্ষরাণি সতীয়মিতি, তদ্ যৎ সত্তদমৃতমথ যত্তি তন্মার্ত্ত্যমথ যদ্ যং তেনোভে যচ্ছতি যদনেনোভে যচ্ছতি তস্মাদ্ যমহরহর্ব্বা এবংবিৎ স্বর্গং লোকমেতি।

প্রসন্নভাব। প্রসাদ গুণযুক্ত বলিয়া সুষুপ্ত আত্মার নাম সম্প্রসাদ) অস্মাৎ শরীরাৎ (এই শরীর হইতে) সমুত্থায় (উত্থিত হইয়া) স্বেন রূপেণ (৩।১, স্বীয়রূপে) অভিনিষ্পদ্যতে (প্রকাশিত হয়)। এষঃ (ইনিই) আত্মা, ইতি হ উবাচ; এতৎ (ইহা) অমৃতম্, অভয়ম্, এতৎ ব্রহ্ম ইতি। তস্য হ বৈ এতস্য ব্রহ্মণঃ (সেই এই ব্রহ্মের) নাম সত্যম্ ইতি।

৫। তানি হ বৈ এতানি ত্রীণি (সেই এই তিন) অক্ষরাণি (অক্ষর সমূহ) সতীয়ম্ (=স+তী+যম্; স, ত এবং যম্ এই তিনটী অক্ষর; 'তী'র 'ঈ' উচ্চারণের জন্য) ইতি। তৎ যৎ (সেই যে; কিংবা তৎ=সেই স্থলে) 'সৎ' ('সৎ' এই অক্ষর; কিম্বা 'স' অক্ষর 'ৎ' উচ্চারণার্থ (তৎ (তাহা) অমৃতম্; অথ (তাহার পর) যৎ (যে) তি ('ত' এই অক্ষর, 'ই' উচ্চারণের জন্য), তৎ মর্ত্ত্যম্ (মরণশীল); অথ যৎ যম্ ('যম্' এই অক্ষর), তেন (তাহার দ্বারা) উভে (২।২; উভয়কে অর্থাৎ 'স' এবং 'ত' এই দুই অক্ষরকে) যচ্ছতি (যম্; নিয়মিত করে, কর্ত্তা (উহ্য)। যৎ (যেহেতু) অনেন (ইহা দ্বারা; 'যম্' অক্ষর দ্বারা) উভে যচ্ছতি, তস্মাৎ (সেইজন্য) যম্ (ইহার নাম 'যম্')। অহরহঃ বৈ এবম্বিৎ (এই প্রকার জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি) স্বর্গম্ লোকম্ (২।১, স্বর্গলোকে) এতি (গমন) করে)। পাঠান্তর—'সতীয়ম্' স্থলে 'সতিয়ম্' এবং 'সত্তীয়ম্'।

পুরুষ)—যিনি শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরম জ্যোতিসম্পন্ন হইয়া স্বরূপে প্রকাশিত হন—ইনিই আত্মা; ইনিই অমৃত ও অভয়; ইনিই ব্রহ্ম; এই ব্রহ্মের নামই সত্য" (আচার্য্য এই কথা বলিলেন)।

৫। (সত্যম্ এই শব্দের) এই তিনটী অক্ষর—সৎ (বা স), তি, যম্। এই যে 'সৎ' অক্ষর, ইহা অমৃত। আর যে 'তি'

অক্ষর তাহা মর্ত্ত্য। 'যম্' অক্ষর দ্বারা এই উভয়কে (অর্থাৎ 'সৎ' ও 'তি'কে অথবা অমৃত ও মর্ত্ত্যকে) নিয়মিত করা হয়। যেহেতু ইহা দ্বারা এতদুভয়কে নিয়মিত করা হয়, এইজন্য ইহার নাম যম্। যিনি ইহা জানেন, তিনি অহরহঃ স্বর্গলোকে গমন করেন।

মন্তব্য

৮।৩।২। এই হৃদয়াকাশে বিশ্বচরাচর নিহিত। সুষুপ্তির সময়ে সকলেই এই স্থলে ব্রহ্মের সহিত সম্মিলিত হয়; এই সময়ে সকলেই বিশ্বচরাচর সহ ব্রহ্মলাভ করিয়া থাকে। তবে যে ইহা জানিতে পারে না তাহার কারণ অজ্ঞানতা। পাঠান্তর—'কামঃ' স্থলে 'কামাস্ত' (=কামাঃ+তে, অকার পরে থাকায় 'ত্তে'র 'এ' লোপ)।

৮।৩।৩। এখানে 'নিরুক্ত' একটী সাধারণ শব্দ; অনেকেই মনে করেন 'নিরুক্ত' নামক গ্রন্থ বহু পরে রচিত হইয়াছিল। (২) হৃদ্যয়ম্ =হৃদি+অয়ম্=ইনি হৃদয়ে। 'হৃদ্যয়ম্' এবং 'হৃদয়ম্' এই দুইটীর উচ্চারণ প্রায় এক। ঋষি বলিতেছেন—"ইনি (ইদম্) অর্থাৎ ব্রহ্ম হৃদয়ে (হৃদি), এইজন্য তাহার বিষয় বলা হয় 'হৃদ্যয়ম্'। সুতরাং হৃদয়ম্=হৃদয়ই ব্রহ্ম।

৮।৩।৫। 'সত্যম্' এবং 'সতীয়ম্' এই দুইটী শব্দের উচ্চারণ প্রায় একই; সুতরাং মনে করিয়া লইতে হইবে এ দুইটী একই কথা। (২) শঙ্কর ও আনন্দগিরি বলেন—এইমন্ত্রে একস্থলে 'তী' অপর স্থলে 'তি'। 'সতীয়ম্' শব্দে 'তী'; এস্থলে 'ত' অক্ষরে 'ঈ'। 'যৎ তি' অংশে 'তি'; এ স্থলে 'ত' অক্ষরে 'ই'। সুতরাং বুঝিতে হইবে, এই 'ঈ' এবং 'ই' কেবল উচ্চারণের জন্য, ইহাদিগের অন্য কোন অর্থ নাই। সুতরাং সতীয়ম্=স+ত+যম্। (৩) মোক্ষ-মুলার বলেন 'সতীয়ম্' পাঠ গ্রহণ না করিয়া 'সত্তীয়ম্' পাঠ গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। সত্তীয়ম্=সৎ+তী+য়ম। এই শব্দের পরে প্রথমে 'সৎ' শব্দের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। সতীয়ম্ পাঠ হইলে 'স' বর্ণের ব্যাখ্যা দেওয়া হইত। (৪) বৃহদারণ্যক

উপনিষদে 'সত্যম্' শব্দের 'স' 'ত' এবং 'যম্' এই তিন অক্ষরের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এস্থলেও মন্ত্রে 'ত' স্থলে 'তী' ব্যবহৃত হইয়াছে (৫।৫।১)। (৫) তৈত্তিরীয় উপনিষদে সত্য='স্যৎ' এবং ত্যৎ (২ ৬)।

অষ্টমাধ্যায়ে চতুর্থ খণ্ড

ব্রহ্ম সেতুস্বরূপ—ব্রহ্মলোকের বর্ণনা (১)

১। অথ য আত্মা স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসংভেদায় নৈতং সেতুমহোরাত্রে তরতো ন জরা ন মৃত্যুর্ন শোকো ন সুকৃতং ন দুষ্কৃতং সর্ব্বে পাপ্মানোঽতো নিবর্ত্তন্তেঽপহতপাপ্মা হ্যেষ ব্রহ্মলোকঃ।

১। অথ (অনন্তর) যঃ (যিনি) আত্মা, সঃ (তিনি) সেতুঃ, বিধৃতিঃ (ধারণকর্ত্তা) এষাম্ লোকানাম্ (এই স্বর্গাদি লোক সমূহের) অসম্ভেদায় (=অ+সম্+ভেদায়=ভিন্ন না হইয়া যায় এইজন্য)। ন এতম্ সেতুম্ (এই সেতুকে) অহোরাত্রে (১।২. দিবস ও রাত্রি) তরতঃ (তৃ লট্ ৩২; পার হইয়া যায়); ন জরা, ন মৃত্যুঃ, ন শোকঃ, ন সুকৃতম্. ন দুষ্কৃতম্। সর্ব্বে পাপ্মানঃ (সমুদয় পাপ পাপ্মন্ শব্দ) অতঃ (ইহা হইতে) নিবর্ত্তন্তে (ফিরিয়া আইসে)। অপহত-পাপ্মা (বিগত-পাপ) হি এষঃ (এই) ব্রহ্মলোকঃ (ব্রহ্ম-রূপ লোক)।

১। অনন্তর এই যে আত্মা, ইনি সেতুস্বরূপ। লোকসমূহ যাহাতে বিচ্ছিন্ন না হইয়া যায়, এইজন্য ইনি বিধৃতি (হইয়া রহিয়াছেন, অর্থাৎ ইহাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন)। অহোরাত্র এই সেতু পার হইতে পারে না; না জরা, না মৃত্যু, না শোক, না সুকৃতি, না দুষ্কৃতি, (কেহই) ইহা পার হইতে পারে না। সমুদয় পাপ ইহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয় (কারণ) এই ব্রহ্মলোক পাপবিহীন।

২। তস্মাদ্বা এতং সেতুং তীর্ত্বাঽন্ধঃ সন্ননন্ধো ভবতি বিদ্ধঃ সন্নবিদ্ধো ভবত্যুপতাপী সন্ননুপতাপী ভবতি তস্মাদ্বা এতং সেতুং তীর্ত্বাপি নক্তমহরেবাভিনিষ্পদ্যতে সকৃদ্বিভাতো হ্যেবৈষ ব্রহ্ম-লোকঃ।

৩। তদ্ য এবৈতং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মচর্য্যেণানুবিন্দন্তি তেষা-মেবৈষ ব্রহ্মলোকস্তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।

২। তস্মাৎ (সেইজন্য) বৈ এতম্ সেতুম্ (এই সেতুকে) তীর্ত্বা (পার হইয়া) অন্ধঃ সন্ (অন্ধ হইলেও) অনন্ধঃ (চক্ষুষ্মান্, অন্ধ নয় এমন) ভবতি (হয়); বিদ্ধঃ সন্ (বিদ্ধ বা আহত হইলেও) অবিদ্ধঃ (বিদ্ধ নয় এমন) ভবতি; উপতাপী সন্ (সন্তপ্ত হইলেও) অনুপতাপী (সন্তাপবিহীন; উপতাপী নয় এমন) ভবতি। তস্মাৎ বৈ এতম্ সেতুম্ তীর্ত্বা, অপি নক্তম্ (রাত্রিও) অহঃ এব (দিন রূপেই) অভিনিষ্পদ্যতে (প্রকাশিত হইয়া থাকে); সকৃৎ বিভাতঃ (নিত্য বিভাসিত) হি এব এষঃ (এই) ব্রহ্মলোকঃ।

৩। তৎ+যে (যাহারা) এব এতম্ ব্রহ্মলোকম্ (এই ব্রহ্ম-লোককে) ব্রহ্মচর্য্যেণ (ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা (অনুবিন্দতি (লাভ করেন) তেষাম্ এব (তাহাদিগেরই) এষঃ (এই) ব্রহ্মলোকঃ; তেষাম্ সর্ব্বেষু লোকেষু (সমুদয় লোকে) কামচারঃ ভবতি (হয়)।

২। সেইজন্য এই সেতু উত্তীর্ণ হইলে অন্ধ চক্ষুষ্মান্ হয়, বিদ্ধ ব্যক্তি আর বিদ্ধ থাকে না এবং সন্তাপযুক্ত ব্যক্তির সন্তাপ দূরীভূত হয়। সেইজন্য এই সেতু উত্তীর্ণ হইলে, রাত্রিও দিন হয়, কারণ এই ব্রহ্মলোক চিরজ্যোতিষ্মান।

৩। যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা এই ব্রহ্মলোক লাভ করেন, তাঁহাদেরই এই ব্রহ্মলোক; সমুদয় লোকে তাঁহাদিগের কামচরণ।

মন্তব্য

৮।৪।১ সেতু শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ—(ক) দুই ক্ষেত্রকে পৃথক রাখিবার জন্য যে 'আলি' দেওয়া হয় তাহার নাম সেতু। (খ) জলাভূমির মধ্যদিয়া যে বাঁধ দেওয়া হয় কিংবা জলের এক পার হইতে অপর পারে যাইবার জন্য যে 'সাঁকো' প্রস্তুত করা হয় তাহার নামও সেতু। এস্থলে প্রশ্ন এইঃ—এখানে সেতুকে পৃথক্ রাখিবার হেতু বলা হইয়াছে, না সংযোগের হেতু বলা হইয়াছে? অনেকেই প্রথম অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এস্থলে দ্বিতীয় অর্থই অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। ইহার পরের মন্ত্রেই বলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম-লোকে যাইতে হইলে এই সেতুই পার হইয়া যাইতে হয়। সুতরাং এই মন্ত্রে 'সেতু'কে সংযোগেরই হেতু বলিতে হইবে।

(২) অসম্ভেদায় = অ + সম্ + ভেদায়। ভেদ = ভিদ্ + ঘঞ্, চতুর্থীর একবচনে ভেদায়। ভেদ করিয়া, প্রবেশ করা, ভিন্ন করা, বিদারণ করা ইত্যাদি অনেক অর্থে ভিদ্ ধাতু ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং 'অসম্ভেদায়' শব্দেরও ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হইতে পারে (১) মিশ্রিত না হইয়া যায় এই জন্য। (২) ভিন্ন না হইয়া যায় এই জন্য। (৩) বিদীর্ণ না হইয়া যায় বা বিনষ্ট না হইয়া যায় এই জন্য। (শঙ্কর)।

যাঁহারা সেতুকে পৃথক রাখিবার হেতু বলেন তাঁহারা প্রথম অর্থ গ্রহণ করেন; আর যাঁহারা সংযোগের হেতু বলেন তাঁহারা দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

৮।৪।২। কেহ কেহ 'সকৃৎ' স্থলে 'অসকৃৎ' পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। অভি-নিষ্পদ্যতে + অসকৃৎ = অভিনিষ্পদ্যতে সকৃৎ, সন্ধিতে অকারের লোপ। ইঁহারা বলেন সকৃৎ = একবার; অসকৃৎ = নিত্য। কিন্তু, 'নিত্য' অর্থে 'অসকৃৎ' ব্যবহৃত হইতে পারে কি না সন্দেহ, 'অসকৃৎ' শব্দের অর্থ 'বহুবার'। যাহা বহুবার ঘটে, তাহা অবশ্যই নিত্য নহে। নৃসিংহো-ত্তরতাপনায় উপনিষদে 'সুবিভাতম্ সকৃৎবিভাতম্' (৯), মুক্তিকো-পনিষদে 'পরম্ সকৃৎবিভাতম্' (২।৭১), এবং গৌড়পাদ কারিকাতে

'সকৃৎবিভাতম্' (৩।৩৬, ৪।৮১) এর ব্যবহার আছে। এসমুদয় স্থলে সকৃৎ=নিত্য। ছাঃ উঃ ৩।১১৩ অংশে 'সকৃদ্দিবা' ব্যবহৃত হইয়াছে। এস্থলেও সকৃৎ=নিত্য।

৮।৪।৩ 'তৎ যে' বিষয়ে ৮।১।৬ মন্তব্য দ্রষ্টব্য। কেহ কেহ বলেন 'তৎ'= এই বিষয়ে', কিংবা 'এই বিষয়ে এই প্রকার সিদ্ধান্ত হইলে।'

অষ্টমাধ্যায়ে পঞ্চম খণ্ড

ব্রহ্মচর্য্যরূপে নানা যজ্ঞের উল্লেখ—ব্রহ্মলোকের বর্ণনা(২)

১। অথ যদ্ যজ্ঞ ইত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তদ্ ব্রহ্মচর্য্যেণ হ্যেব যো জ্ঞাতা তং বিন্দতেঽথ যদিষ্টমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তদ্ ব্রহ্মচর্য্যেণ হ্যেবেষ্ট্বাত্মানমনুবিন্দতে।

১। অথ যৎ (যাহাকে) 'যজ্ঞঃ' ইতি আচক্ষতে ('লোকে' বলে) ব্রহ্মচর্য্যম্ এব তৎ (তাহা)। ব্রহ্মচর্য্যেণ হি এব (ব্রহ্মচর্য্য দ্বারাই) যঃ জ্ঞাতা (যিনি জ্ঞাতা) তম্ (তাহাকে, ব্রহ্মলোককে) বিন্দতে (লাভ করে)। অথ যৎ 'ইষ্টম্' (ইষ্ট=যজ্ঞ, যজ্ ধাতু হইতে; অর্থ পূজা করা) ইতি আচক্ষতে, ব্রহ্মচর্য্যম্ এব তৎ। ব্রহ্মচর্য্যেণ হি এব ইষ্ট্বা (ইষ্ + ক্ত্বা, অনুসন্ধান করিয়া) আত্মানম্ (আত্মাকে) অনুবিন্দতে (লাভ করে)।

১। যাহাকে 'যজ্ঞ' বলা হয় তাহাও ব্রহ্মচর্য্য; কারণ যিনি জ্ঞাতা (যঃ জ্ঞাতা), তিনি ব্রহ্মচর্য্যদ্বারাই ব্রহ্মলোক লাভ করেন। যাহাকে 'ইষ্ট' বলা হয়, তাহাও ব্রহ্মচর্য্য; কারণ ব্রহ্মচর্য্য সহকারে অনুসন্ধান করিয়াই (ইষ্ট্বা) আত্মাকে লাভ করা হয়।

২। অথ যৎ সত্ত্রায়ণমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তদ্ ব্রহ্মচর্য্যেণ হ্যেব সত আত্মনস্ত্রাণং বিন্দতেঽথ যন্মৌনমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তদ্ ব্রহ্মচর্য্যেণ হ্যেবাত্মানমনুবিদ্য মনুতে।

৩। অথ যদনাশকায়নমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তদেষ হ্যাত্মা ন নশ্যতি যং ব্রহ্মচর্য্যেণানুবিন্দতে। অথ যদরণ্যায়নমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তদরশ্চ হ বৈ ণ্যশ্চার্ণবৌ ব্রহ্মলোকে তৃতীয়স্যামিতো দিবি। তদৈরং মদীয়ং সরস্তদশ্বত্থঃ সোমসবনস্তদপরাজিতা পূর্ব্রহ্মণঃ প্রভুবিমিতং হিরণ্ময়ম্।

২। অথ যৎ 'সত্রায়ণম্' (সত্র+অয়নম্; সত্র=যজ্ঞ; অয়ন=গতি। দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞ বিশেষ) ইতি আচক্ষতে, ব্রহ্মচর্য্যম্ এব তৎ। ব্রহ্মচর্য্যেণ হি এব সতঃ (সংস্বরূপ হইতে) আত্মনঃ (জীবাত্মার) ত্রাণম্ বিন্দতে। অথ যৎ মৌনম্ (যজ্ঞারম্ভে মৌনভাব) ইতি আচক্ষতে, ব্রহ্মচর্য্যম্ এব তৎ। ব্রহ্মচর্য্যেণ হি এব আত্মানম্ অনুবিদ্য (লাভ করিয়া, অবগত হইয়া) মনুতে (মনন করে)।

৩। অথ যৎ অনাশকায়নম্ (অনাশক+অয়নম্=উপবাসব্রত)। অশ ভক্ষণে; ইহা হইতে আশক=ভক্ষণ; অনাশক=উপবাস; অয়ন=গতি, পথ) ইতি আচক্ষতে, ব্রহ্মচর্য্যম্ এব তৎ। এষঃ (এই) হি আত্মা ন (না) নশ্যতি (বিনিষ্ট হয়) যম্ (যে আত্মাকে) ব্রহ্মচর্য্যেণ (ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা) অনুবিন্দতে।

২। যাহাকে 'সত্রায়ণ' বলা হয়, তাহাও ব্রহ্মচর্য্য; কারণ ব্রহ্মচর্য্য দ্বারাই সৎস্বরূপ হইতে (সতঃ) আত্মার ত্রাণ (আত্মনঃ ত্রাণম্) লাভ করা হয়। যাহাকে 'মৌন' বলা হয় তাহাও ব্রহ্মচর্য্য; কারণ ব্রহ্মচর্য্য দ্বারাই আত্মাকে অবগত হইয়া 'মনন' করা হয়।

৩। যাহাকে অনাশকয়ন (=অনশনব্রত) বলা হয় তাহাও ব্রহ্মচর্য্য, কারণ ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা যে আত্মাকে লাভ করা হয়, তাহার নাশ হয় না (ন নশ্যতি)।

৪। তদ্য এবৈতাবরং চ ণ্যং চার্ণবৌ ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মচর্য্যে-ণানুবিন্দন্তি, তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকস্তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।

অথ যৎ অরণ্যায়নম্ (অরণ্য+অয়নম্=অরণ্যে বাস) ইতি আচক্ষতে, ব্রহ্মচর্য্যম্ এব তৎ। তৎ (সেখানে) অরঃ চ (অর-নামক) বৈ ণ্যঃ চ (ও ণ্য নামক) অর্ণবৌ (অর্ণবদ্বয়) ব্রহ্ম-লোকে তৃতীয় স্যাম্ (+দিবি=তৃতীয় দ্যুলোকে) ইতঃ (ইদম্+তস্=এই স্থল হইতে) দিবি (স্বর্গে) তৎ (সেই স্থলে ঐরম্+মদীয়ম্+(ঐরম্মদীয় নামক; ইরা=অন্ন; ঐরঃ=ইরাময়, মণ্ড, ঐরম্=মণ্ডপূর্ণ; মদীয়ম্=মদকর, হর্ষোৎপাদক; সরঃ) সরোবর। তৎ অশ্বত্থঃ সোমসবনঃ (সোমস্রাবী; কিংবা সোমসবন নামক)। তৎ অপরাজিতা (অপরাজিতা নামক; এই অপরাজিতা শব্দের অর্থ 'যাহা পরাজিত হয় না') পূঃ (পুর্ স্ত্রীং ১।১,=পুরী) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের), প্রভুবিমিতম্ (প্রভু অর্থাৎ ব্রহ্মকর্ত্তৃক নির্ম্মিত 'মণ্ডপ' বিমিত=যাহা বিশেষভাবে নির্ম্মিত, এস্থলে মণ্ডপ) হিরণ্ময়ম্ (স্বর্ণময়)।

৪। তৎ যে (যাহারা) এব এতৌ (এই দুই ২।২) অরম্ চ ণ্যম্ চ ('অর' ও 'ণ্য' নামক, ২।১) অর্ণবৌ (অর্ণবদ্বয়কে) ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মচর্য্যেণ (ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা) অনুবিন্দন্তি (লাভ করেন), তেষাম্ (তাহাদিগের) এব এষঃ (এই) ব্রহ্মলোকঃ; তেষাম্ সর্ব্বেষু লোকেষু (সর্ব্বলোকে) কামচারঃ (স্বাধীন আচরণ) ভবতি (হয়)।

তাহার পর যাহাকে 'অরণ্যায়ন' বলা হয়, তাহাও ব্রহ্মচর্য্য, কারণ এই পৃথিবী হইতে তৃতীয় স্বর্গে,—ব্রহ্মলোকে—'অর' ও 'ণ্য' নামক দুই অর্ণব আছে। সেইস্থলে 'ঐরম্মদীয়' নামক সরোবর, সোমরসস্রাবী অশ্বত্থবৃক্ষ 'অপরাজিতা' নামক ব্রহ্মের পুরী এবং 'প্রভুবিমিত' নামক মণ্ডপ আছে।

৪। যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা সেই ব্রহ্মলোকে 'অর' ও 'ণ্য' নামক অর্ণবদ্বয় লাভ করেন, এই ব্রহ্মলোক তাঁহাদিগেরই; সর্ব্বলোকে তাঁহাদের কামচরণ।

মন্তব্য

৮।৫।৪। এই যুগে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর সাধক ছিলেন। এক শ্রেণীর সাধক কর্ম্মবাদী ছিলেন, আর এক শ্রেণীর সাধক জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিয়া চলিতেন। কর্ম্মবাদিগণ যাগযজ্ঞ লইয়া থাকিতেন আর জ্ঞানবাদিগণ ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সংযমাদির শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিতেন। আমাদিগের ঋষি কর্ম্মবাদী ছিলেন, কিন্তু তিনি জ্ঞানবাদীদিগের মত অস্বীকার করেন; তিনি দেখাইতে চাহেন যে যজ্ঞাদিকেও ব্রহ্মচর্য্য বলা যাইতে পারে। ভাষার সাদৃশ্য দেখাইয়া তিনি নিজমত সমর্থন করিয়াছেন।

(ক) কর্ম্মবাদী বলেন 'যজ্ঞ' দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়; জ্ঞানবাদী বলেন 'যঃ জ্ঞাতা' (=যিনি জ্ঞাতা) তিনি ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা ব্রহ্মলোক লাভ করেন। যজ্ঞ এবং 'যঃ জ্ঞাতা' এতদুভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। 'যঃ' শব্দের 'য' এবং 'জ্ঞাতা' শব্দের 'জ্ঞ' লইলেই 'যজ্ঞ' হয়। ইহা দেখিয়া শুনিয়া ঋষি বলিতেছেন যজ্ঞই ব্রহ্মচর্য্য।

(খ) 'ইষ্ট্বা' শব্দের দুই অর্থ—(১) যজ্+ক্ত্বা=যজন করিয়া, পূজা করিয়া। (২) ইষ্+ক্ত্বা=অন্বেষণ করিয়া। 'ইষ্ট' কর্ম্মে অর্থাৎ যজ্ঞকর্ম্মে পূজা করিয়া (ইষ্ট্বা) ব্রহ্মলোক লাভ করা হয়; আবার ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা আত্মাকে অন্বেষণ করিয়া (ইষ্ট্বা) ব্রহ্মলোক লাভ করা যায়। উভয় স্থলেই 'ইষ্ট্বা'। সুতরাং ইষ্টই ব্রহ্মচর্য্য।

(গ) 'সত্রায়ণ' একটী বিশেষ যজ্ঞ। 'সত্রায়ণ' যজ্ঞদ্বারা ব্রহ্মলোক লাভ করা যায় আবার ব্রহ্মচর্য্য দ্বারাও 'সতঃ আত্মনঃ ত্রাণম্' অর্থাৎ সৎস্বরূপ হইতে আত্মার ত্রাণ লাভ করা যায়। 'সত্রায়ণ' এবং 'সতঃ আত্মনঃ ত্রাণম্' এতদুভয়ের মধ্যে উচ্চারণে সাদৃশ্য রহিয়াছে। সুতরাং সত্রায়ণই ব্রহ্মচর্য্য।

(ঘ) যজ্ঞের আরম্ভে 'মৌন' অবলম্বন আবশ্যক। আবার ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা আত্মাকে মনন করা যায় (মনুতে)। 'মৌন' এবং মনুতে উচ্চারণে সাদৃশ্য রহিয়াছে। সুতরাং মৌনই ব্রহ্মচর্য্য।

(ঙ) 'অনাশকায়ন' শব্দের দুই অর্থ:—(১) অনাশক+অয়ন =উপবাস ব্রত; অশ্ ধাতু=ভক্ষণ করা; আশক=ভক্ষণ; অনাশক=উপবাস। (২) যাহাতে নাশ হয় না তাহাই অনাশক। এই প্রকার পথের নাম 'অনাশকায়ন'। যজ্ঞেও অনাশকায়ন এবং ব্রহ্মচর্য্যেও অনাশকায়ন। সুতরাং যজ্ঞের অনাশকায়নই ব্রহ্মচর্য্য।

(চ) অরণ্য শব্দের দুই অর্থ:—(১) বন; (২) অর এবং ণ্য নামক অর্ণবদ্বয়। কর্ম্মপথে অরণ্যায়ন (অর্থাৎ বনগমন বিধি) আবার জ্ঞানপথেও অরণ্যায়ন (অর্থাৎ অর ও ণ্য নামক অর্ণব দ্বয় লাভ)। সুতরাং অরণ্যায়নই ব্রহ্মচর্য্য।

(২)। কৌষীতকি উপনিষদে যে ব্রহ্মলোকের বর্ণনা আছে তাহাতে উক্ত হইয়াছে যে 'আর' নামক হ্রদ, বিজরা নদী, ইল্য বৃক্ষ, সালজ্য নগর, 'অপরাজিত' প্রাসাদ, 'বিভুপ্রমিত' মণ্ডপ, 'বিচক্ষণা' সিংহাসন, 'অমিতৌজা' নামক পর্য্যঙ্ক ইত্যাদি সেই ব্রহ্মলোকে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

অষ্টমাধ্যায়ে ষষ্ঠ খণ্ড

নাড়ী ও সূর্য্যরশ্মির সংযোগ—ব্রহ্মলোকের পথ ও দ্বার

১। অথ যা এতা হৃদয়স্য নাড্যস্তাঃ পিঙ্গলস্যাণিম্নস্তিষ্ঠন্তি শুক্লস্য নীলস্য পীতস্য লোহিতস্যেত্যসৌ বা আদিত্যঃ পিঙ্গল এষ শুক্ল এষ নীল এষ পীত এষ লোহিতঃ।

১। অথ যাঃ এতাঃ (+নাড্যঃ=এই যে নাড়ী সমূহ) হৃদয়স্য (হৃদয়ের) নাড্যঃ (নাড়ীসমূহ), তাঃ (সে সমুদয়) পিঙ্গলস্য

১। হৃদয়ের এই যে নাড়ীসমূহ—এ সমুদয় পিঙ্গল, শুক্ল, নীল, পীত ও লোহিত বর্ণের সূক্ষ্মরস দ্বারা পরিপূর্ণ। এই আদিত্যই পিঙ্গল, এই (আদিত্যই) শুক্ল, ইহা নীল, ইহা পীত এবং ইহা লোহিত বর্ণ।

২। তদ্ যথা মহাপথ আতত উভৌ গ্রামৌ গচ্ছতীমং চামুং চৈবমেবৈতা আদিত্যস্য রশ্ময় উভৌ লোকৌ গচ্ছন্তীমং চামুং চামুষ্মাদাদিত্যাৎ প্রতায়ন্তে তা আসু নাড়ীষু সৃপ্তা আভ্যো নাড়ীভ্যঃ প্রতায়ন্তে তেঽমুষ্মিন্নাদিত্যে সৃপ্তাঃ।

(পিঙ্গলবর্ণের) অণিম্নঃ (অণুপরিমাণ, ৬।১) তিষ্ঠন্তি (রহিয়াছে) শুক্লস্য (শুক্লবর্ণের) নীলস্য (নীলবর্ণের) পীতস্য (পীতবর্ণের) লোহিতস্য (লোহিতবর্ণের) ইতি। অসৌ (ঐ) বৈ আদিত্যঃ পিঙ্গলঃ এষঃ (এই আদিত্য) শুক্লঃ এষঃ নীলঃ, এষঃ পীতঃ, এষঃ লোহিতঃ।

মন্তব্য—বৃহদারণ্যক উপনিষদেও অনুরূপ একটা মন্ত্র আছে (৪।৩।২০)।

২। তৎ যথা (যেমন; ৪।৬।৩ মন্তব্য দ্রঃ) মহাপথঃ (বিস্তীর্ণ পথ) আততঃ (আ+তন্; বিস্তৃত) উভৌ গ্রামৌ (২।২, দুই গ্রামে) গচ্ছতি (গমন করে), ইমম্ চ (এই গ্রামে, ২।১) অমুম্ চ (ঐ গ্রামে); এবম্ এব (এই প্রকারেই) এতাঃ (এই সমুদয়) আদিত্যস্য আদিত্যের রশ্ময়ঃ (রশ্মিসমূহ, স্ত্রীং, ইহার বিশেষণ এতাঃ) উভৌ লোকৌ (২।২, উভয় লোকে) গচ্ছন্তি (গমন করে) ইমম্ চ (২।১, এইলোকে) অমুম্ চ (ঐ লোকে)। অমুষ্মাৎ আদিত্যাৎ (ঐ আদিত্যলোক হইতে) প্রতায়ন্তে (প্র+তন্ কর্ম্ম বা; বিস্তৃত হয়), তাঃ (সেই সমুদয়) আসু নাড়ীষু (এই সমুদয় নাড়ীতে), সৃপ্তাঃ (প্রবিষ্ট হয়; সৃপ্ ধাতু), আভ্যঃ নাড়ীভ্যঃ (এই সমুদয় নাড়ী হইতে) প্রতায়ন্তে, তে (তাহারা; রশ্মিসমূহ পুং) অমুষ্মিন্ আদিত্যে (ঐ আদিত্যে) সৃপ্তাঃ (প্রবিষ্ট হয়)। পাঠান্তর—"আদিত্যস্য রশ্ময়ঃ" স্থলে "আদিত্যরশ্ময়ঃ"।

২। যেমন এক মহাপথ বিস্তৃত হইয়া উভয় গ্রামে গমন করে—এই গ্রামে এবং ঐ গ্রামে; তেমনি আদিত্যের রশ্মিসমূহও উভয় লোকেই গমন করে—এই লোকে এবং ঐ লোকে। রশ্মিসমূহ ঐ আদিত্য হইতে বিস্তৃত হয় (এবং বিস্তৃত হইয়া) তাহারা এই সমুদয়

৩। তদ্ যত্রৈতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সংপ্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাত্যাসু তদা নাড়ীষু সৃপ্তো ভবতি তন্ন কশ্চন পাপ্মা স্পৃশতি তেজসা হি তদা সম্পন্নো ভবতি।

৪। অথ যত্রৈতদবলিমানং নীতো ভবতি তমভিত আসীনা আহুর্জানাসি মাং জানাসি মামিতি। স যাবদস্মাচ্ছরীরাদনুৎক্রান্তো ভবতি তাবজ্জানাতি।

৩। তৎ (+এতৎ=সেই এই জীব; ক্লীং বৈদিক) যত্র (যখন) এতৎ (এই জীব; তৎ+) সুপ্তঃ (নিদ্রিত) সমস্তঃ (একীভূত) সম্প্রসন্নঃ (সম্যকরূপে প্রসন্নতাপ্রাপ্ত) স্বপ্নম্ ন বিজানাতি (জানে) আসু (+নাড়ীষু=এই সমুদয় নাড়ীতে) তদা (তখন) নাড়ীষু (নাড়ীতে) সৃপ্তঃ (প্রবিষ্ট) ভবতি (হয়), তম্ (তাহাকে) ন কঃ+চন্ (+পাপ্মা=কোন পাপ) পাপ্মা (পাপ; পাপ্মন্ শব্দ) স্পৃশতি (স্পর্শ করে); তেজসা ('সূর্য্যের' তেজের সহিত) হি তদা (তখন) সম্পন্নঃ (যুক্ত) ভবতি (হয়)।

৪। অথ যত্র (যখন) এতৎ (ক্লীং বৈদিক=এষঃ=এক জীব) অবলিদানম্ (দৌর্ব্বল্য ২।১, অ+অলিনন্, বল শব্দ হইতে) নীতঃ ভবতি (প্রাপ্ত হয়), তম্ অভিতঃ (তাহার চারিদিকে; 'তম্'

নাড়ীতে প্রবেশ করে, আবার তাহারা এই নাড়ী হইতে বিসৃত হয় (এবং বিসৃত হইয়া) তাহারা ঐ সূর্য্যে প্রবেশ করে।

৩। জীব নিদ্রিত হইলে যখন সে একীভূত হয় (অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সমূহ ভোগ্য বিষয় সমূহ ত্যাগ করিয়া একত্র হয়) ও সম্যক্ প্রসন্নতা লাভ করে এবং স্বর্গ দর্শন করে না, তখন সে এই সমুদয় নাড়ীতে প্রবেশ করে, কোন পাপ (তখন) তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না এবং সে তেজঃ সম্পন্ন হয় (অর্থাৎ সূর্য্যের তেজের সহিত সংযুক্ত হয়)।

৪। যখন মানুষ (রোগগ্রস্ত হইয়া) অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়, তখন

৫। অথ যত্রৈতদস্মাচ্ছরীরাদুৎক্রামত্যথৈতৈরেব রশ্মিভিরূর্দ্ধমাক্রমতে স ওমিতি বা হোদ্বা মীয়তে স যাবৎ ক্ষিপ্যেন্মনস্তাবদাদিত্যং গচ্ছত্যেতদ্বৈ খলু লোকদ্বারং বিদুষাং প্রপদনং নিরোধোঽবিদুষাম্।

২।১, অভিতঃ যোগে) আসীনাঃ (আসীন হইয়া) আহুঃ (বলিয়া থাকে 'জানাসি মাম্' ('আমাকে কি চেন'?) 'জানাসি মাম্' ইতি —সঃ (সে) যাবৎ (যে পর্য্যন্ত) অস্মাৎ শরীরাৎ (এই শরীর হইতে অনুৎক্রান্তঃ) উৎক্রান্ত না হয়, ভবতি তাবৎ (সেই পর্য্যন্ত) জানাতি (চিনিতে পারে)।

৫। অথ (আর) যত্র এতৎ (ক্লীং বৈদিক; =এষঃ=এই জীব) অস্মাৎ শরীরাৎ (এই শরীর হইতে) উৎক্রামতি (উৎক্রান্ত হয়) অথ (তখন) এতৈঃ এব রশ্মিভিঃ (এই সমুদয় রশ্মিদ্বারা) উর্দ্ধম (উর্দ্ধদিকে) আক্রমতে (গমন করে; বা গমন করিতে আরম্ভ করে)। সঃ (সে) 'ওম্' ইতি ("ওম" এই 'অক্ষর ধ্যান করিলে') বা হ (নিশ্চয়ার্থ অব্যয়=এব) উৎ (উর্দ্ধে) বা (নিশ্চয়ই) মীয়তে (মৃত হয়, মরিয়া চলিয়া যায়)। সঃ (সে), যাবৎ (যে সময়) ক্ষিপ্যেৎ (এক বিষয় হইতে অন্য বিষয়ে যাইতে পারে) মনঃ, তাবৎ (সেই সময়ে) আদিত্যম্ (২।১) গচ্ছতি (গমন করে)। এতৎ বৈ (ইহাই) খলু (নিশ্চয়) লোকদ্বারম্ (ব্রহ্মলোকে যাইবার দ্বার)। বিদুষাম্ (বিদ্বানদিগের) প্রপদনম্ (প্রবেশ); নিরোধ (প্রবেশের বাধা) অবিদুষাম্ (অবিদ্বানদিগের)।

সকলে তাহাকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়া জিজ্ঞাসা করে—'আমাকে কি চেন?' 'আমাকে কি চেন?' সে যে পর্য্যন্ত এই দেহ হইতে চলিয়া না যায়, সে পর্য্যন্ত সে (তাহাদিগকে) চিনিতে পারে।

৫। যখন এই পুরুষ এই দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয় তখন এই রশ্মিসমূহ দ্বারা উর্দ্ধে গমন করিতে থাকে। 'ওম্' এই অক্ষরের

৬। তদেষ শ্লোকঃ—

শতং চৈকা চ হৃদয়স্যনাড্যস্তাসাং মূর্ধানমভিনিঃসৃতৈকা।
তয়োর্ধ্বমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি
উৎক্রমণে ভবন্তি ॥

৬। তৎ (সে বিষয়ে) এষঃ (এই) শ্লোকঃ, :—
শতম্ চ একা চ (১০১টী) হৃদয়স্য (হৃদয়ের) নাড্যঃ (নাড়ীসমূহ)। তাসাম্ (+একা=তাহাদিগের একটী নাড়ী) মূর্দ্ধানম্ অভি (মূর্দ্ধার অভিমুখে; 'অভি' যোগে 'মূর্দ্ধানম্' ২য়া) নিঃসৃতা (নিঃসৃত হইয়া) একা (একটী নাড়ী)। তয়া (সেই নাড়ী দ্বারা) ঊর্দ্ধম্ আয়ন্ (ঊর্দ্ধদিকে গমন করিয়া; আয়ন্=আ+ই, শতৃ) অমৃতত্বম্ (২।১) এতি (প্রাপ্ত হয়)। বিষ্যঙ্ (+ভবন্তি; নানাদিকে গতিবিশিষ্ট হয়) অন্যাঃ (অন্য নাড়ীসমূহ) উৎক্রমণে (উৎক্রমণ বিষয়ে) ভবন্তি (হয়) উৎক্রমণে ভবন্তি (কঠ ৬।১৬দ্রঃ)।

ধ্যান করিতে করিতেই যদি তাহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই ঊর্দ্ধে গমন করে। এক বিষয় হইতে অন্য বিষয়ে যাইতে মনের যতটুকু সময় লাগে, সেই সময়ে সে আদিত্যে গমন করে। এই আদিত্যই ব্রহ্মলোকের দ্বার। যাহারা বিদ্বান্, তাঁহারা প্রবেশ করে, আর যাহারা বিদ্বান নহে, তাহারা প্রবেশ করিতে পারে না।

৬। এ বিষয়ে এই শ্লোক আছে:—

হৃদয়ের ১০১টী নাড়ী আছে; তাহাদিগের একটী মূর্দ্ধা পর্যন্ত গমন করিয়াছে। যিনি এই নাড়ীদ্বারা ঊর্দ্ধদিকে গমন করেন, তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন। অপর নাড়ী সমুদয় বিভিন্ন দিকে যাইবার জন্য (অর্থাৎ অপর নাড়ীদ্বারা অন্যান্য দিকে যাওয়া যায়, কিন্তু তাহাতে অমৃতত্ব লাভ হয় না)।

মন্তব্য

৮।৬।২। 'রশ্মি' শব্দ পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ উভয়ই।

(২) দুটী গ্রাম যদি একটী পথদ্বারা সংযুক্ত হয়, ইহা বলা যাইতে পারে যে "পথটী ঐ গ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া এই গ্রাম পর্য্যন্ত আসিয়াছে", কিংবা ইহাও বলা যাইতে পারে যে "পথটী এই গ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া ঐ গ্রাম পর্য্যন্ত গিয়াছে।" এই প্রকার ইহাও বলা যায় যে "রশ্মিসমূহ সূর্য্য হইতে বিস্তৃত হইয়া নাড়ীসমূহে আসিয়াছে", কিংবা ইহাও বলা যাইতে পারে যে "নাড়ী হইতে বিস্তৃত হইয়া সূর্য্যে গিয়াছে।"

(৩) সচরাচর 'পরলোকে যাইবার পথ' বা 'মৃত্যু' অর্থে 'মহাপথ' ব্যবহৃত হয়, কিন্তু প্রাচীনকালে 'বিস্তীর্ণ পথ' অর্থেও ইহা ব্যবহৃত হইত।

৮।৬।৩। সমস্তঃ—সম্ + অস্ + ক্ত। অস্ ধাতুর অর্থ একত্র করা বা সংগ্রহ করা। জাগ্রৎ অবস্থায় ইন্দ্রিয়সমূহ নানা বিষয়ে ধাবিত হয়; সুষুপ্তির সময় তাহারা বিষয় হইতে প্রত্যাগত হইয়া একীভূত হয়। এখানে এই অবস্থার কথা বলা হইয়াছে। (২) অনুরূপভাব বৃহদারণ্যক উঃ ২।১।১৯, ৪.৩।১৯। পাঠান্তর 'সম্প্রসন্নঃ' স্থলে "সম্পন্ন"। ৮।৬।৫। পাঠান্তর—"উর্দ্ধমাক্রমতে" স্থলে "উর্দ্ধ আক্রমতে (= উর্দ্ধে আক্রমতে)"।

(২) 'সঃ হ ওম্ ইতি বা উৎ বা মীয়তে'—শঙ্কর বলেন 'বা হ' = এব = নিশ্চয়ই; আমরাও এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। দ্বিতীয় 'বা' শব্দের অর্থও 'নিশ্চয়ই'। সমগ্র অংশের অর্থ এই—সে ওম্ এই (অক্ষরের ধ্যান করিলেই) মরিয়া নিশ্চয়ই উর্দ্ধদিকে যায়।

(৩) শঙ্কর বলেন—যাহারা অবিদ্বান্, তাহারা সূর্য্যরশ্মি দ্বারা গমন করিয়া কর্ম্মলব্ধ লোক লাভ করে। আর যাঁহারা বিদ্বান্ তাঁহারা ওঙ্কারের ধ্যান করিতে করিতে মরিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়।

(৪) 'সঃ যাবৎ ক্ষিপ্যেৎ মনঃ' ইত্যাদি। মোক্ষমুলার এই

অংশের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—'while his mind is failing, he is going to the Sun' অর্থাৎ তাহার মন যত ক্ষণ ক্ষীণ হইতে থাকে, তত ক্ষণ সে সূর্য্যলোকে যাইতে থাকে। শঙ্করের অর্থ—এক বিষয় হইতে অন্য বিষয়ে যাইতে মনের যতটুকু সময় লাগে, সেই সময়ে আত্মা সূর্য্যলোকে গমন করে অর্থাৎ আত্মা ক্ষিপ্র সূর্য্যলোকে গমন করে।

৮।৬।৬। বিষ্বঙ্ঙন্যাঃ = বিষ্বঙ্ + অন্যাঃ (পাঃ ৮।৩।৩২)। বিষু + অঞ্চ্ + বিচ্ (পাঃ ৩।২।৭৫) বিষ্বঞ্চ্ ইহার দ্বিতীয়ার একবচনে বিষ্বঙ্; ক্রিয়ার বিশেষণরূপে ব্যবহৃত; ভবন্তি ক্রিয়ার বিশেষণ।

শঙ্করের মতে ইহা 'অন্যাঃ' পদের বিশেষণ। 'অন্যাঃ' স্ত্রীলিঙ্গ সুতরাং বিষূচ্যঃ অন্যাঃ সমাস করিতে হয়। কিন্তু এরূপ করিলে "বিষ্বঙ্ঙন্যাঃ" পদ হয় না। মোক্ষমুলার বলেন—'বিষ্বঙ্ঙ্ পাঠ গ্রহণ না করিয়া 'বিষ্যক্' পাঠ গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত।

অষ্টমাধ্যায়ে সপ্তম খণ্ড

প্রজাপতি ও ইন্দ্র-বিরোচন-সংবাদ (১)

১। য আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্ব্বিশোকোবিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতীতি হ প্রজাপতিরুবাচ।

১। যঃ (যে) আত্মা অপহতপাপ্মা, বিজরঃ বিমৃত্যুঃ বিশোকঃ বিজিঘৎসঃ, অপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ, সঃ অন্বেষ্টব্যঃ (তাহাকে

১। প্রজাপতি এক সময়ে বলিয়াছিলেন—'যে আত্মা পাপরহিত, জরারহিত, মৃত্যুরহিত, শোকরহিত, অশনেচ্ছারহিত, পিপাসারহিত,

২। তদ্ধোভয়ে দেবাসুরা অনুবুবুধিরে তে হোচুর্হন্ত তমাত্মানমন্বিচ্ছামো যমাত্মানমন্বিষ্য সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামানিতীন্দ্রো হৈব দেবানামভিপ্রবব্রাজ বিরোচনোঽসুরাণাং তৌ হাসংবিদানাবেব সমিৎপাণী প্রজাপতিসকাশমাজগ্মতুঃ।

অন্বেষণ করিতে হইবে); সঃ বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ (বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা করিতে হইবে); সঃ সর্ব্বান্ চ লোকান্ (সমুদয় লোককে) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়), সর্ব্বান্ চ কামান্ (সমুদয় কামনাকে) যঃ (যে) তম্ আত্মানম্ (আত্মাকে) অনুবিদ্য (বিচার করিয়া) বিজানাতি (বিশেষরূপে জানে), ইতি হ প্রজাপতিঃ উবাচ (বলিয়াছিলেন; ৮।১৫ দ্রঃ)।

২। তৎ (সেই উপদেশ, ২।১) হ উভয়ে (উভয়, বহুবচন) দেবাসুরাঃ (দেবতা ও অসুরগণ) অনুবুবুধিরে (= অনু+বুধ্ লিট্ =লোকপরম্পরায় জানিতে পারিয়াছিল; অনু=লোকপরম্পরায় কর্ণগোচর হইয়াছিল এই অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য—শঙ্কর)। তে (তাহারা) হ উচুঃ (বলিয়াছিল)—'হন্ত! তম্ আত্মানম্ (সেই

যিনি সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প, তাঁহাকেই অন্বেষণ করিতে হইবে, তাঁহাকেই বিশেষরূপে জানিতে হইবে। যিনি তাঁহাকে অনুসন্ধান করিয়া অবগত হন, তিনি সমুদয় লোক ও সমুদয় কামনা লাভ করেন'।

২। দেব ও অসুরগণ উভয়ই লোকপরম্পরায় এই উপদেশের কথা শুনিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিলেন "যে আত্মাকে অনুসন্ধান করিলে সর্ব্বলোক ও সর্ব্বকাম্যবস্তু লাভ করা যায়, আমরা সেই আত্মাকে অনুসন্ধান করিব।" (এই উদ্দেশ্যে) দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র এবং অসুরগণের মধ্যে বিরোচন (প্রজাপতির) অভিমুখে গমন করিলেন। তাঁহারা পরস্পরকে না জানাইয়া সমিৎপাণি হইয়া প্রজাপতির সমীপে উপস্থিত হইলেন।

৩। তৌ হ দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি ব্রহ্মচর্য্যমূষতুস্তৌ হ প্রজাপতিরুবাচ কিমিচ্ছন্তাববাস্তমিতি তৌ হোচতুর্য্য আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকোঽবিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতীতি ভগবতো বচো বেদয়ন্তে তমিচ্ছন্তাববাস্তমিতি।

আত্মাকে) অনু+ইচ্ছামঃ (অন্বেষণ করি), যম্ আত্মানম্ (যে আত্মাকে) অন্বিষ্য (অন্বেষণ করিয়া) সর্ব্বান্ চ লোকান্ (সমুদয় লোককে) আপ্নোতি (লাভ করে) সর্ব্বান্ চ কামান্ (সমুদয় কামনাকে) ইতি।

ইন্দ্রঃ হ এব দেবানাম্ (দেবগণের মধ্যে) অভি প্রবব্রাজ (অভি+প্র+ব্রজ্ লিট্=গমন করিলেন)। বিরোচনঃ অসুরাণাম্ (অসুরগণের মধ্যে)। তৌ (তাহারা দুই জন) হ অসংবিদানৌ (অ+সম্+বিদ্; শানচ, আত্মনে, পাঃ ১।২।১৩ বার্ত্তিক;=পরস্পরকে না জানাইয়া) এব সমিৎপাণী (১।২, সমিধ্ যাহাদিগের পাণিতে; সমিধ হস্তে লইয়া) প্রজাপতিসকাশম্ (প্রজাপতির নিকটে) আজগ্মতুঃ (গমন করিয়াছিলেন)। পাঠান্তর—'ইন্দ্রো হৈব' স্থলে 'ইন্দ্রো হবৈ'।

৩। তৌ (তাহারা দুইজন) হ দ্বাত্রিংশতম্ বর্ষাণি (৩২ বৎসর) ব্রহ্মচর্য্যম্ ঊষতুঃ (ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বাস করিয়াছিল; ঊষতুঃ=বস্, লিট্ ৩।২)। তৌ (২।২) হ প্রজাপতিঃ উবাচ (বলিলেন)—'কিম্ (কি) ইচ্ছন্তৌ (ইচ্ছা করিয়া, ইষ্ শতৃ ১মা।২) অবাস্তম্ (বৈদিক প্রয়োগ=অবাত্তম্, বস লুঙ্, ২।২; দুইজনে বাস করিয়াছ) ইতি। তৌ (১।২) হ ঊচতুঃ (বলিল):—

৩। তাঁহারা দুইজন ৩২ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিয়া বাস করিলেন। তদনন্তর প্রজাপতি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি ইচ্ছা করিয়া তোমরা দুইজন বাস করিলে?" তাঁহারা বলিলেন,

৪। তৌ হ প্রজাপতিরুবাচ য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যত এষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি। অথ যোঽয়ং ভগবোঽপ্সু পরিখ্যায়তে যশ্চায়মাদর্শে কতম এষ ইত্যেষ উ এবৈষু সর্ব্বেষ্বন্তেষু পরিখ্যায়ত ইতি হোবাচ।

'যঃ আত্মা অপহতপাপ্মা, বিজরঃ বিমৃত্যুঃ বিশোকঃ বিজিঘৎসঃ অপিপাসঃ, সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ (৮।১।৫ দ্রঃ), সঃ অন্বেষ্টব্যঃ, সঃ বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। সঃ সর্ব্বান্ চ লোকান্ আপ্নোতি, সর্ব্বান্ চ কামান্—যঃ তম্ আত্মানম্ অনুবিদ্য বিজানাতি' ইতি (৮।৭।১ দ্রঃ)—ভগবতঃ বচঃ (ভগবানের বাক্যকে; বচস্, ২।১) বেদয়ন্তে (জ্ঞাপন করেন ইহার কর্ত্তা 'জ্ঞানিগণ' উহ্য)। তম্ (সেই আত্মাকে) ইচ্ছন্তৌ (ইচ্ছা করিয়া) অবাস্তম্ বৈদিক প্রয়োগ=অবাৎস্ব, বস্ লুঙ ;=বাস করিয়াছি)। ইতি। পাঠান্তর—(১) 'অনুবিদ্য' স্থলে 'অনুবিষ্য' (২) 'বিজানাতীতি ভগবতো' স্থলে 'বিজানাতি হ ভগবতো'।

৪। তৌ (সেই দুই জনকে) হ প্রজাপতিঃ উবাচ:—যঃ এষঃ (এই যে) অক্ষিণি (বৈদিক প্রয়োগ=অক্ষ্ণি বা অক্ষণি, কিন্তু বৈদিক ভাষাতে সপ্তমীর একবচনে সচরাচর 'অক্ষণ্' ব্যবহৃত হয়; চক্ষুতে) পুরুষঃ দৃশ্যতে (দৃষ্ট হয়), এষঃ (ইনি) আত্মা ইতি হ উবাচ (বলিলেন); এতৎ (ইনি) অমৃতম্, অভয়ম্ এতৎ ব্রহ্ম। ইতি।

ভগবানের বাক্য বলিয়াই ইহা বিদিত যে—"যে আত্মা পাপরহিত, জরারহিত, মৃত্যুরহিত, শোকরহিত, অশনেচ্ছারহিত, পিপাসারহিত, যিনি সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প—তাঁহাকেই অন্বেষণ করিতে হইবে, তাঁহাকেই বিশেষরূপে জানিতে হইবে। যিনি এই আত্মাকে অনুসন্ধান করিয়া জানেন, তিনি সর্ব্বলোক ও সমুদয় কাম্যবস্তু লাভ করেন।" সেই আত্মাকেই জানিতে ইচ্ছা করিয়া আমরা দুইজনে বাস করিয়াছি।

৪। প্রজাপতি সেই দুই জনকে বলিলেন—'চক্ষুতে এই যে পুরুষ

অথ যঃ অয়ম্ (এই যে 'পুরুষ') ভগবঃ! (প্রাচীন প্রয়োগ = ভগবন্) অপ্সু (জলে) পরিখ্যায়তে (পরি+খ্যা, কর্ম্মবাচ্যে; অনুভূত হয়, দৃষ্ট হয়), যঃ চ অয়ম্ আদর্শে (দর্পণে), কতমঃ (কে) এষঃ (এই)? ইতি। এষঃ (এই আত্মা) উ এব এষু সর্ব্বেষু অন্তেষু (এই সমুদয়ের অভ্যন্তরে (পরিখ্যায়তে) ইতি হ উবাচ।

দৃষ্ট হন, ইনিই আত্মা। তিনি আরও বলিলেন—'ইনিই অমৃত অভয়, এবং ইনিই ব্রহ্ম।' তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে ভগবন্! এই যে পুরুষ জলে দৃষ্ট হয়, আর এই যে পুরুষ দর্পণে দৃষ্ট হয়, ইহা কে?' প্রজাপতি বলিলেন—'এই সমুদয়েই আত্মা পরিদৃষ্ট হন।'

মন্তব্য

৮।৭।১। শঙ্করের ভাষ্যে 'অনুবিদ্য' স্থলে 'অন্বিষ্য' আছে। ইহাতে মনে হয় তিনি যে হস্তলিপি পাইয়াছিলেন, তাহাতে মূলে 'অন্বিষ্য'ই ছিল। আর অন্বিষ্য (=অনুসন্ধান করিয়া) হইলেই অর্থ সুসঙ্গত হয়। প্রথমে বলা হইল 'সেই আত্মাকে অন্বেষণ করিতে হইবে (অন্বেষ্টব্যঃ), সেই আত্মাকে বিশেষ করিয়া জানিতে হইবে (বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ)'। তাহার পর যদি বলা হয় "যিনি অন্বেষণ করিয়া (অন্বিষ্য) তাঁহাকে জানেন ইত্যাদি"—তাহা হইলে অর্থ অতি সুন্দর হয়।

অনুবিদ্য = অনু+বিদ্+ল্যপ্। বিদ্ ধাতুর অর্থ লাভ করা বিচার করা এবং জানা। যদি 'জানা' অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে 'অনুবিদ্য জানাতি' অংশের অর্থ হয় 'জানিয়া জানেন' এ প্রকার অর্থ তেমন সঙ্গত হয় না। তবে এই উপনিষদেই অনুরূপ দ্বিরুক্তি অনেক আছে, যেমন 'উক্ত্বা উবাচ' (১।৯।৩; ৩।১৭।৬; ৫।৭।৩)।

৮।৭।৪। 'এষঃ আত্মা' ইতি হ উবাচ—এস্থলে কাহারও মতে 'উবাচ' = আমি বলিয়াছিলাম।

প্রজাপতি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার অর্থ এই:—চক্ষুর মধ্যে যিনি দ্রষ্টারূপে থাকিয়া দর্শন করেন, তিনিই আত্মা; যোগিগণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়াও এই দ্রষ্টারূপী আত্মাকে দর্শন করেন। কিন্তু ইন্দ্র ও বিরোচন বুঝিয়াছিলেন যে চক্ষুর মধ্যে যে প্রতিবিম্বিত মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়, তাহাই আত্মা (শঙ্কর)।

অষ্টমাধ্যায়ে অষ্টম খণ্ড

প্রজাপতি ও ইন্দ্র-বিরোচন-সংবাদ (২) – আসুরী উপনিষৎ

১। উদশরাব আত্মানমবেক্ষ্য যদাত্মনো ন বিজানীথস্তন্মে প্রব্রূতমিতি। তৌ হোদশরাবেঽবেক্ষাংচক্রাতে তৌ হ প্রজাপতিরুবাচ কিং পশ্যথ ইতি। তৌ হোচতুঃ সর্ব্বমেবেদমাবাং ভগব আত্মানং পশ্যাব আলোমভ্য আনখেভ্যঃ প্রতিরূপমিতি।

১। উদশরাবে (উদকপূর্ণ শরাবে; শরাব=পাত্র) আত্মানম্ (আপনাকে) অবেক্ষ্য (দেখিয়া) যৎ (যাহা, ২।১) আত্মনঃ (আত্মার) ন বিজানীথঃ (না জানিতে পার; ২।২) তৎ (তাহা, ২।১) মে (আমাকে) প্রব্রূতম্ (বল) ইতি। তৌ (তাহারা দুই জন) হ উদশরাবে অবেক্ষাম্+চক্রাতে (দর্শন করিয়াছিল; অব+ঈক্ষ্ হইতে অবেক্ষা =দর্শন)। তৌ (২।২) হ প্রজাপতিঃ উবাচ—কিম্ (কি) পশ্যথঃ (দেখিলে)? ইতি। তৌ (তাহারা দুইজন) হ ঊচতুঃ (বলিল) 'সর্ব্বম্ এব ইদম্ (এই সমুদয়ই, ২।১) আবাম্ (আমরা দুই জন) ভগবঃ (প্রাচীন প্রয়োগ=ভগবন্!) আত্মানম্ (আপনাকে) পশ্যাবঃ (দেখিলাম) আলোমভ্যঃ (লোম পর্য্যন্ত) আনখেভ্যঃ (নখ পর্য্যন্ত) প্রতিরূপম্ (প্রতিমূর্ত্তিকে) ইতি।

১। প্রজাপতি বলিলেন—'জলপূর্ণ পাত্রে আপনাকে (দেখ), দেখিয়া আত্মার বিষয় যাহা বুঝিবে না, তাহা আমাকে বলিও।' তাঁহারা জলপূর্ণ পাত্রে আপনাদিগকে দেখিলেন। (অনন্তর) প্রজাপতি তাঁহাদিগকে

২। তৌ হ প্রজাপতিরুবাচ সাধ্বলঙ্কৃতৌ সুবসনৌ পরিষ্কৃতৌ ভূত্বোদশরাবেঽবেক্ষেথামিতি। তৌ হ সাধ্বলঙ্কৃতে সুবসনৌ পরিষ্কৃতৌ ভূত্বোদশরাবেঽবেক্ষাংচক্রাতে। তৌ হ প্রজাপতিরুবাচ কিং পশ্যথ ইতি।

৩। তৌ হোচতুর্য্যথৈবেদমাবাং ভগবঃ সাধ্বলঙ্কৃতৌ সুবসনৌ পরিষ্কৃতৌ স্ব এবমেবেমৌ ভগবঃ সাধ্বলঙ্কৃতৌ সুবসনৌ পরিষ্কৃতাবিত্যেষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি তৌ হ শান্তহৃদয়ৌ প্রবব্রজতুঃ।

২। তৌ (তাহাদিগকে) হ প্রজাপতিঃ উবাচ— সাধু+অলঙ্কৃতৌ (সুন্দর বেশে অলঙ্কৃত) সুবসনৌ (সুবসন পরিহিত) পরিষ্কৃতৌ (পরিষ্কৃত) ভূত্বা (হইয়া) উদশরাবে (উদকপূর্ণ পাত্রে) অবেক্ষেথাম্ (অব+ঈক্ষ্, লোট্; দেখ) ইতি। তৌ হ সাধু+অলঙ্কৃতৌ সুবসনৌ পরিষ্কৃতৌ ভূত্বা উদশরাবে অবেক্ষাম্+চক্রাতে (১মঃ)। তৌ হ প্রজাপতিঃ উবাচ—'কিম্ পশ্যথঃ?' ইতি (১মঃ)।

৩। তৌ (তাহারা দুই জন) হ উচতুঃ (বলিল)—যথা এব

জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি দেখিলে?' তাঁহারা বলিলেন "হে ভগবন্! আমরা সমগ্র আত্মা—লোম ও নখ পর্য্যন্ত (ইহার) প্রতিরূপ দর্শন করিলাম।"

২। প্রজাপতি তাঁহাদিগকে বলিলেন—"সুন্দর অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া, সুবসন পরিধান করিয়া, পরিষ্কৃত হইয়া জলপূর্ণ পাত্রে দর্শন কর। তাঁহারা সুন্দর অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া সুবসন পরিধান করিয়া এবং পরিষ্কৃত হইয়া জলপূর্ণ পাত্রে দর্শন করিলেন। প্রজাপতি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'কি দেখিলে?'

৩। তাঁহারা বলিলেন—'হে ভগবন্! এই আমরা যেমন সুন্দর

৪। তৌ হান্বীক্ষ্য প্রজাপতিরুবাচানুপলভ্যাত্মানমননুবিদ্য ব্রজতো যতর এতদুপনিষদো ভবিষ্যন্তি দেবা বাসুরা বা তে পরাভবিষ্যন্তীতি স হ শান্তহৃদয় এব বিরোচনোঽসুরান্ জগাম তেভ্যো হৈতামুপনিষদং প্রোবাচাত্মৈবেহ মহয্য আত্মা পরিচর্য্য আত্মানমেবেহ মহয়ন্নাত্মানং পরিচরন্নুভৌ লোকাববাপ্নোতীমং চামুং চেতি।

(যেমন) ইদম্ (এই প্রকার) আবাম্ (আমরা দুই জন) ভগবঃ (প্রাচীন প্রয়োগ = ভগবন্) সাধু+অলঙ্কৃতৌ সুবসনৌ, পরিষ্কৃতৌ (২ মঃ) স্বঃ (অস্ লট্ ১।২ ; হে), এবম্ এব (এই প্রকারই) ইমৌ (জলে দৃষ্ট এই দুই জন) ভগবঃ! সাধ্বলঙ্কৃতৌ, সুবসনৌ পরিষ্কৃতৌ ইতি। এষঃ (এই) আত্মা ইতি হ উবাচ—এতৎ (ইহা) অমৃতম্, অভয়ম্; এতৎ ব্রহ্ম ইতি। তৌ (তাহারা দুইজন) হ শান্তহৃদয়ৌ (১।২), শান্তহৃদয় হইয়া প্রবব্রজতুঃ (প্রতিগমন করিল)।

৪। তৌ (তাহাদিগকে) হ অনু+ঈক্ষ্য (নিরীক্ষণ করিয়া) প্রজাপতিঃ উবাচ (বলিলেন)—অনুপলভ্য (লাভ না করিয়া, অনুভব না করিয়া), আত্মানম্ (আত্মাকে) অননুবিদ্য (না জানিয়া, প্রাপ্ত

অলঙ্কারে ও সুবসনে বিভূষিত এবং পরিষ্কৃত, হে ভগবন্! তেমনি জলের মধ্যে এই দুই জন সুন্দর অলঙ্কারে ও সুবসনে বিভূষিত এবং পরিষ্কৃত। প্রজাপতি বলিলেন—'ইনিই আত্মা; ইনিই অমৃত ও অভয় এবং ইনিই ব্রহ্ম।' অনন্তর দুইজন শান্তহৃদয় হইয়া প্রতিগমন করিলেন।

৪। তাঁহাদিগকে (চলিয়া যাইতে) দেখিয়া প্রজাপতি মনে মনে বলিলেন—'(ইহারা) আত্মাকে উপলব্ধি না করিয়াই, আত্মাকে অবগত না হইয়াই চলিয়া গেল। ইহাদিগের মধ্যে যে ইহাকেই উপনিষৎ (অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞান) বলিয়া গ্রহণ করিবে—দেবতাই হউক বা অসুরই হউক—সে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।'

৫। তস্মাদপ্যদ্যেহাদদানমশ্রদ্দধানমযজমানমাহুরাসুরো বতেত্যসুরাণাং হ্যেষোপনিষৎ প্রেতস্য শরীরং ভিক্ষয়া বসনেনালঙ্কারেণেতি সংস্কুর্ব্বন্ত্যেতেন হ্যমুং লোকং জেষ্যন্তো মন্যন্তে।

না হইয়া) ব্রজতঃ (৩২, গমন করিল)। যতরে (এই দুইএর মধ্যে যে—দেবগণ বা অসুরগণ; যতর শব্দ, বহুবচন) এতৎ+উপনিষদঃ (বহুব্রীহি সমাস; এই প্রকার হইয়াছে উপনিষৎ অর্থাৎ বিদ্যা যাহাদিগের) ভবিষ্যন্তি (হইবে), দেবাঃ বা অসুরাঃ বা (দেবগণ বা অসুরগণ), তে (তাহারা) পরাভবিষ্যন্তি (বিনষ্ট হইবে, পরাভূত হইবে) ইতি।

সঃ (সেই) হ শান্তহৃদয়ঃ এব বিরোচনঃ অসুরান্ (২।২, অসুরগণের নিকট) জগাম (গমন করিল)। তেভ্যঃ (তাহাদিগকে) হ এতাম্ উপনিষদম্ (এই উপনিষৎকে, এই তত্ত্বকে) প্র+উবাচ (বলিল— আত্মা এব (এই দেহই) ইহ (এই পৃথিবীতে) মহয্যঃ (পূজনীয়; 'মহয্য' শব্দ মহ্ ধাতু হইতে), আত্মাপরিচর্য্যঃ (সেব্য)। আত্মানম্ এব ইহ মহয়ন্ (মহ্ ধাতু; মহীয়ান্ করিলে) আত্মানম্ পরিচরন্ (পরিচর্য্যা করিলে) উভৌ লোকৌ (উভয় লোককে) অব+আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়) ইমম্ চ (এই লোককে অমুম্ চ (ঐ লোককে) ইতি।

৫। তস্মাৎ (সেইজন্য) অপি অদ্য (অদ্যাপি) ইহ (এই পৃথিবীতে) অদদানম্ (ন+দা, শানচ্ পাঃ ১.৩২০ = দানবিহীন লোককে) অশ্রদ্ধানম্ (শ্রদ্ধাবিহীন লোককে) অযজমানম্ (যজ্ঞবিহীন লোককে)

বিরোচন শান্তহৃদয়ে অসুরগণের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাদিগকে এই উপনিষৎ শিক্ষা দিলেন,—'এই পৃথিবীতে দেহেরই পূজা করিবে ও দেহেরই পরিচর্য্যা করিবে। দেহকে মহীয়ান্ করিলে এবং দেহের পরিচর্য্যা করিলেই ইহলোক ও পরলোক—এই উভয় লোকই লাভ করা যায়।'

৫। এইজন্য অদ্যাপি দানরহিত, শ্রদ্ধাবিহীন ও যজ্ঞরহিত

আহুঃ (বলিয়া থাকে) 'আসুরঃ বত' ইতি (অসুরস্বভাবসম্পন্ন; বত = অব্যয়)। অসুরাণাম্ (অসুরদিগের) হি এষা (এই) উপনিষৎ—প্রেতস্য (মৃত ব্যক্তির) শরীরম্ ভিক্ষয়া (ভিক্ষা, ৩১; গন্ধমাল্য অন্নপানাদি দ্বারা—শঙ্কর) বসনেন (বসন দ্বারা) অলঙ্কারেণ (অলঙ্কার দ্বারা) ইতি সংস্কুর্ব্বন্তি (ভূষিত করে); এতেন (এই উপায়ে) হি অমুম্ লোকম্ (ঐ লোককে) জেষ্যন্তঃ (জি, স্যত্; জয় করিবে) ই মন্যন্তে (মনে করে)।

ব্যক্তিকে অসুর বলা হয়। ইহাই অসুরগণের উপনিষৎ। তাঁহারা গন্ধমাল্যাদি, এবং বসন ও অলঙ্কার দ্বারা দেহকে সজ্জিত করে এবং মনে করে ইহা দ্বারা পরলোক জয় করিব।

মন্তব্য

৮।৮।৪। এস্থলে আত্মা = দেহ। ঋগ্বেদেও ইহা 'দেহ' অর্থে ব্যবহৃত হইত (১০।১৬৩।৫,৬ ইত্যাদি)। এ বিষয়ে ১।২।১৪ মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

৮।৮।৫। 'ভিক্ষয়া' (১) Monier Williams বলেন 'ভোগ করিবার ইচ্ছা অর্থে 'ভজ্' ধাতু হইতে 'ভিক্ষ্' ধাতু হইয়াছে। এই মত গ্রহণ করিলে 'ভিক্ষা'র একটী অর্থ 'ভোগ্যবস্তু' হইতে পারে। তাহা হইলে ভিক্ষয়া = ভোগ্যবস্তুর দ্বারা। (২) মৃত দেহকে শ্মশানে লইয়া যাইবার সময় অনেকে হয়ত ইহার জন্য গন্ধমাল্যাদি প্রদান করিত; ইহাকেও 'ভিক্ষা' বলা যাইতে পারে। পাঠান্তর—'তস্মাদপ্যদ্যেহ' স্থলে 'তস্মাদদ্যাপীহ' (= তস্মাৎ অদ্যাপি ইহ। (২) 'এতেন হ্যমুম্' স্থলে 'এতেনামুম্'।

অষ্টমাধ্যায়ে নবম খণ্ড

ইন্দ্র-প্রজাপতি-সংবাদ—দেহাত্মবোধের ভ্রম

১। অথ হেন্দ্রোঽপ্রাপ্যৈব দেবানেতদ্ভয়ং দদর্শ যথৈব খল্বয়মস্মিঞ্ছরীরে সাধ্বলঙ্কৃতে সাধ্বলঙ্কৃতো ভবতি সুবসনে সুবসনঃ পরিষ্কৃতে পরিষ্কৃত এবমেবায়মস্মিন্নন্ধেঽন্ধো ভবতি স্রামে স্রামঃ পরিবৃক্ণে পরিবৃক্ণোঽস্যৈব শরীরস্য নাশমন্বেষ নশ্যতি নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীতি।

১। অথ হ ইন্দ্রঃ অপ্রাপ্য এব (না পাইয়া, না যাইয়া) দেবান্ (২।৩, দেবতাদিগের নিকট) এতৎ ভয়ং (এই শঙ্কা, ২।১) দদর্শ (দেখিল)—'যথা এব (যেমন) খলু অয়ম্ (এই, জলে প্রতিবিম্বিত দেহ) অস্মিন্ শরীরে সাধু+অলঙ্কৃতে (এই শরীর সুন্দররূপ অলঙ্কৃত হইলে) সাধু+অলঙ্কৃতঃ (সুন্দর অলঙ্কৃত) ভবতি (হয়); সুবসনে (সুবসন পরিধান করিলে) সুবসনঃ (সুবসন-পরিহিত), পরিষ্কৃতে পরিষ্কৃত হইলে) পরিষ্কৃতঃ, এবম্ এব (এই প্রকারই) অয়ম্ অস্মিন্ অন্ধে (ইহা অন্ধ হইলে) অন্ধঃ ভবতি, স্রামে (খঞ্জ হইলে, স্রামঃ (খঞ্জ), পরিবৃক্ণে (হস্তপদাদি ছিন্ন হইলে; পরি+ব্রশ্চ্) পরিবৃক্ণঃ অস্য এব শরীরস্য (এই শরীরের) নাশম্ অনু (নাশের পর) এষঃ (এই প্রতিবিম্বিত দেহ) নশ্যতি বিনষ্ট হয়)। ন অহম্ (আমি) অত্র (এই উপদেশে) ভোগ্যম্ (২।১, ফল) পশ্যামি (দেখিতেছি)।

১। অনন্তর ইন্দ্র দেবগণের নিকট যাইবার পূর্বেই এই শঙ্কা দেখিলেন—"এই দেহ সুন্দর অলঙ্কারে সজ্জিত হইলে (জলস্থিত) দেহও সুন্দর অলঙ্কারে সজ্জিত হয়, (ইহা) সুবসনপরিহিত হইলে (উহাও) সুবসনপরিহিত হয়; ইহা পরিষ্কৃত হইলে (উহাও) পরিষ্কৃত হয়। এই প্রকার (ইহা) অন্ধ হইলে (উহাও) অন্ধ হয়, ইহা খঞ্জ হইলে (উহাও)

২। স সমিৎপাণিঃ পুনরেয়ায়, তং হ প্রজাপতিরুবাচ মঘবন্ যচ্ছান্তহৃদয়ঃ প্রাব্রাজীঃ সার্দ্ধং বিরোচনেন কিমিচ্ছন্ পুনরাগম ইতি স হোবাচ যথৈব খল্বয়ং ভগবোঽস্মিঞ্ছরীরে সাধ্বলঙ্কৃতে সাধ্বলঙ্কৃতো ভবতি সুবসনে সুবসনঃ পরিষ্কৃতে পরিষ্কৃত এবমেবায়মস্মিন্নন্ধেঽন্ধো ভবতি স্রামে স্রামঃ পরিবৃক্ণে পরিবৃক্ণোঽস্যৈব শরীরস্য নাশমন্বেষ নশ্যতি নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীতি।

২। সঃ (সে) সমিৎপাণিঃ (হস্তে সমিধ্ লইয়া) পুনঃ এয়ায় (আ+ইয়ায়; ই লিট্, ফিরিয়া আসিল)। তম্ (তাহাকে) হ প্রজাপতিঃ উবাচ—মঘবন্! যৎ (যে, যেহেতু) শান্তহৃদয়ঃ (শান্তহৃদয় হইয়া) প্র+অব্রাজী (প্র+ব্রজ্, লুঙ্; গমন করিয়াছিলে) সার্দ্ধম্ বিরোচনেন (বিরোচনের সহিত), কিম্ ইচ্ছন্ (কি ইচ্ছা করিয়া) পুনঃ আগমঃ (আ+গম্, লুঙ্, আগমন করিলে)? ইতি। সঃ হ উবাচ—যথা এব খলু অয়ম্ ভগবঃ অস্মিন্ শরীরে সাধ্বলঙ্কৃতে সাধ্বলঙ্কৃতঃ ভবতি, সুবসনে সুবসনঃ, পরিষ্কৃতে পরিষ্কৃতঃ—এবম্ এব অয়ম্ অস্মিন্ অন্ধে অন্ধঃ ভবতি, স্রামে স্রামঃ, পরিবৃক্ণে পরিবৃক্ণঃ, অস্য এব শরীরস্য নাশম্ অনু এষঃ নশ্যতি, ন অহম্ অত্র ভোগ্যম্ পশ্যামি ইতি (১মঃ দ্রঃ)।

খঞ্জ হয়, ইহার হস্তপদাদি ছিন্ন হইলে (উহারও) হস্তপদাদি ছিন্ন হয়, ইহার বিনাশ হইলে উহারও বিনাশ হয়। এবিদ্যাতে আমি মঙ্গল দেখিতেছি না।

২। ইন্দ্র সমিৎপাণি হইয়া পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিলেন। প্রজাপতি তাঁহাকে বলিলেন—'মঘবন্! তুমি শান্তহৃদয়ে বিরোচনের সহিত প্রস্থান করিয়াছিলে,—'কি ইচ্ছা করিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিলে?' ইন্দ্র বলিলেন—'হে ভগবন্! এই শরীর স্বালঙ্কৃত হইলে (জলমধ্যবর্ত্তী) শরীরও স্বালঙ্কৃত হয়, ইহার পরিধানে সুবসন থাকিলে (উহারও)

৩। এবমেবৈষ মঘবন্নিতি হোবাচৈতং ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি বসাপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণীতি। স হাপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণ্যুবাস তস্মৈ হোবাচ।

৩। এবম্ এব (এই প্রকারই) এষঃ (ইহা) মঘবন্! ইতি হ উবাচ—এতম্ (ইহা, ২।১) তু এব তে (তোমাকে) ভূয়ঃ অনুব্যাখ্যাস্যামি (ব্যাখ্যা করিব)। বস (বাস কর) অপরাণি দ্বাত্রিংশতম্ বর্ষাণি (আরও ৩২ বৎসর) ইতি। সঃ হ অপরাণি দ্বাত্রিংশতম্ বর্ষাণি উবাস (বাস করিল)। তস্মৈ (তাহাকে) হ উবাচ (বলিলেন —

পরিধানে সুবসন হয়, ইহা পরিষ্কৃত থাকিলে উহাও পরিষ্কৃত হয়। এই প্রকার (ইহা) অন্ধ হইলে (উহাও) অন্ধ হয়, (ইহা) খঞ্জ হইলে (উহাও) খঞ্জ হয়, (ইহা) ছিন্নাবয়ব হইলে (উহাও) ছিন্নাবয়ব হয়; ইহার শরীর বিনষ্ট হইলে (উহাও) বিনষ্ট হয়। এবিদ্যাতে আমি মঙ্গল দেখিতেছি না।'

৩। প্রজাপতি বলিলেন—'হে মঘবন! হাঁ, এই প্রকারই। তোমার নিকট ইহা পুনরায় ব্যাখ্যা করিব। তুমি পুনরায় ৩২ বৎসর বাস কর।' ইন্দ্র আরও ৩২ বৎসর বাস করিলেন। তদনন্তর (প্রজাপতি) তাঁহাকে বলিলেন :—

মন্তব্য

৮।৯।১। শঙ্করের মতে স্রাম শব্দের দুইটী অর্থ—(১) কাণ অর্থাৎ যাহার একটী মাত্র চক্ষু; (২) যাহার চক্ষু ও নাসিকা হইতে ক্লেদ বহির্গত হয়। ঋগ্বেদে 'স্রাম' শব্দের ব্যবহার আছে (৮।৪।৫) :— "ইমে (এই সমুদয়) মা (আমাকে) পীতাঃ (পীত সোমরসসমূহ) রথম্ (রথকে) ন (যেমন) গাবঃ (গোচর্ম্মসমূহ) সম্+অনাহ (দৃঢ় করুন্) পর্ব্বসু (সন্ধিস্থলে)। তে (তাহারা) মা (আমাকে) রক্ষন্তু (রক্ষা করুন্) বিস্রসঃ চরিত্রাৎ (পদস্খলন হইতে, চরিত্র = চরণ, চর্

ধাতু হইতে)। উত (এবং) মা স্রামাৎ (খঞ্জত্ব হইতে; কিংবা স্রামাৎ চরিত্রাৎ=খঞ্জপদ হইতে) যবয়স্তু (রক্ষা করুন্) ইন্দব (সোমরসসমূহ)—অর্থাৎ চর্ম্ম যেমন রথকে দৃঢ়রূপে বন্ধন করে, তেমনি এই পীত সোমরস আমার সন্ধিসমূহ দৃঢ় করুন্। এই সোম আমাকে পদস্খলন হইতে রক্ষা করুন্ এবং খঞ্জত্ব হইতে রক্ষা করুন্। এই স্থলে 'স্রাম' অর্থ খঞ্জ কিংবা খঞ্জত্ব হইলেই অর্থ সুসঙ্গত হয়। অন্য এক স্থলে (১।১১৭।১৯) অশ্বিদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে—"স্রামম্ সম্‌রিনীথঃ।" এস্থলে অনেকে 'স্রাম অর্থ 'ছিন্নাবয়ব' করিয়াছেন।

অষ্টমাধ্যায়ে দশম খণ্ড

ইন্দ্র-প্রজাপতি-সংবাদ—স্বপ্নাবস্থার শুভাশুভ

১। য এষ স্বপ্নে মহীয়মানশ্চরত্যেষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি। স হ শান্তহৃদয়ঃ প্রবব্রাজ সহাপ্রাপ্যৈব দেবানেতদ্ ভয়ং দদর্শ তদ্ যদ্ যদ্যপীদং শরীরমন্ধং ভবত্যনন্ধঃ স ভবতি যদি স্রামমস্রামো নৈবৈষোঽস্য দোষেণ দুষ্যতি।

১। যঃ এষঃ (এই যিনি) স্বপ্নে মহীয়মানঃ (পূজ্যমান হইয়া) চরতি (বিচরণ করেন), এষঃ (ইনিই) আত্মা ইতি হ উবাচ—এতৎ অমৃতম্, অভয়ম্; এতৎ ব্রহ্ম ইতি (৮।৮।৩ দ্রঃ)। সঃ হ শান্তহৃদয়ঃ প্রবব্রাজ। সঃ হ অপ্রাপ্য এব দেবান্ এতৎ ভয়ম্ দদর্শ ৮।৯।১ দ্রঃ)—তৎ যদি অপি ইদম্ শরীরম্ (১।১) অন্ধম্ ভবতি (হয়), অনন্ধঃ (অন্ধ

১। এই যিনি স্বপ্নাবস্থায় পূজ্যমান হইয়া বিচরণ করেন, তিনিই

২। ন বধেনাস্য হন্যতে নাস্য স্রাম্যেণ স্রামো ঘ্নন্তি ত্বেবৈনং বিচ্ছাদয়ন্তীবাপ্রিয়বেত্তেব ভবত্যপি রোদিতীব নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীতি।

নয় এমন, চক্ষুষ্মান্) সঃ ভবতি। যদি স্রামম্ (খঞ্জ) অস্রামঃ (খঞ্জ নয় এমন)। ন এব অস্য (এই শরীরের) দোষেণ (দোষদ্বারা) দূষ্যতি (দূষিত হয়) (৮।৯।২ দ্রঃ)

২। ন বধেন (বধ দ্বারা) অস্য (এই শরীরের) হন্যতে (বিনাশ প্রাপ্ত হয়), (ন অস্য স্রামেন) খঞ্জত্বদ্বারা, স্রামঃ (খঞ্জ)। ঘ্নন্তি (হন্; বিনাশ করে) তু এব (= ইব = যেন) এনম্ (ইহাকে) বিচ্ছাদয়ন্তি ইব (যেন পশ্চাৎ ধাবিত হয—শঙ্কর) অপ্রিয়বেত্তা ইব (যেন অপ্রিয় ঘটনার বেত্তা ; বেত্তা = বেত্তৃ, ১।১ = যে জানে বা অনুভব করে) ভবতি (হয়) অপি রোদিতি ইব (যেন ক্রন্দন করিতেছে)। ন অত্র ভোগ্যম্ (কল্যাণ) পশ্যামি (দেখিতেছি)।

আত্মা, ইনিই অমৃত, অভয়, ইনিই ব্রহ্ম। তদনন্তর ইন্দ্র শান্তহৃদয়ে চলিয়া গেলেন, কিন্তু দেবতাদিগের নিকট উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই এই শঙ্কা দেখিলেন—'যদিও এই শরীর অন্ধ হইলে (স্বপ্নপুরুষ) অন্ধ হয় না, এই শরীর খঞ্জ হইলে, (উহা) খঞ্জ হয় না, ইহার শরীরের দোষে উহা দুষিত হয় না।

২। দেহকে বিনাশ করিলে, ইহা বিনষ্ট হয় না, দেহ খঞ্জ হইলে, উহা খঞ্জ হয় না—তথাপি (নিদ্রিতাবস্থায় মনে হয়, এই স্বপ্ন পুরুষকে) যেন কেহ বিনাশ করিতেছে, কেহ যেন ইহার পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে, যেন এই স্বপ্নপুরুষ দুঃখ অনুভব করিতেছে, যেন রোদন করিতেছে।" এই উপদেশে আমি কল্যাণ দেখিতেছি না।

৩। স সমিৎপাণিঃ পুনরেয়ায় তং হ প্রজাপতিরুবাচ মঘবন্ যচ্ছান্তহৃদয়ঃ প্রাব্রাজীঃ কিমিচ্ছন্ পুনরাগম ইতি স হোবাচ তদ্ যদ্ যপীদং ভগবঃ শরীরমন্ধং ভবত্যনন্ধঃ স ভবতি যদি স্রামমস্রামো নৈবৈষোহস্য দোষেণ দুষ্যতি।

৪। ন বধেনাস্য হন্যতে নাস্য স্রাম্যেণ স্রামো ঘ্নন্তি ত্বেবৈনং বিচ্ছাদয়ন্তীবাপ্রিয়বেত্তেব ভবত্যপিরোদিতীব, নাহ-মত্র ভোগ্যং পশ্যামীত্যেবমেবৈষ মঘবন্নিতি হোবাচৈতং ত্বেব তে ভূয়োহনুব্যাখ্যাস্যামি বসাহপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণীতি। স হাহপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণ্যুবাস তস্মৈ হোবাচ।

৩। সঃ সমিৎপাণিঃ পুনঃ এয়ায়। তম্ হ প্রজাপতিঃ উবাচ—'মঘবন্! যৎ শান্তহৃদয়ঃ প্রাব্রাজীঃ, কিম্ ইচ্ছন্, পুনঃ আগমঃ?' ইতি (৮।১০।২)। সঃ হ উবাচ—'তৎ যদি অপি ইদম্ ভগবঃ শরীরম্ অন্ধম্ ভবতি; অনন্ধঃ সঃ ভবতি; যদি স্রামম্, অস্রামঃ; ন এব অস্য দোষেণ দূষ্যতি (১মঃ)।

৪। ন বধেন অস্য হন্যতে, ন অস্য স্রাম্যেণ স্রামঃ, ঘ্নন্তি তু এব এনম্, বিচ্ছাদয়ন্তি ইব, অপ্রিয়বেত্তা ইব ভবতি, অপি রোদিতি ইব। ন অহম্ অত্র ভোগ্যম্ পশ্যামি' ইতি (২মঃ)। 'এবম্ এব এষঃ মঘবন্' ইতি হ উবাচ, 'এতম্ তু এব তে ভূয়ঃ অনুব্যাখ্যাস্যামি। বস অপরাণি দ্বাত্রিংশতম্ বর্ষাণি' ইতি। সঃ হ অপরাণি দ্বাত্রিংশতম্ বর্ষাণি উবাস। তস্মৈ হ উবাচ—

৩। ইন্দ্র সমিৎপাণি হইয়া পুনরায় আগমন করিলেন। প্রজাপতি তাঁহাকে বলিলেন—"মঘবন্! তুমি শান্তহৃদয়ে প্রতিগমন করিয়াছিলে। কি মনে করিয়া ফিরিয়া আসিলে?" ইন্দ্র বলিলেন—"হে ভগবন্! এই শরীর অন্ধ হইলে যদিও স্বপ্নাত্মা অন্ধ হয় না, শরীর খঞ্জ হইলে যদিও ইহা খঞ্জ হয় না, শরীরের দোষে ইহা দূষিত হয় না।

৪। "শরীরকে বিনাশ করিলে যদিও ইহা বিনষ্ট হয় না, শরীর খঞ্জ

হইলে যদিও ইহা খঞ্জ হয় না—তথাপি (স্বপ্নে দেখা যায়) ইহাকে যেন কেহ বিনাশ করিতেছে, ইহার পশ্চাতে যেন কেহ ধাবিত হইতেছে, ইহা যেন দুঃখ ভোগ করিতেছে এবং ইহা যেন ক্রন্দন করিতেছে। এই মতে আমি কল্যাণ দেখিতেছি না।" প্রজাপতি বলিলেন—'হে মঘবন্! ইহা এই প্রকারই। তোমার নিকট ইহা আবার ব্যাখ্যা করিব। তুমি পুনরায় ৩২ বৎসর বাস কর। ইন্দ্র আবার ৩২ বৎসর বাস করিলেন। তখন প্রজাপতি বলিলেন।

মন্তব্য

শঙ্করের মতে বিচ্ছাদয়ন্তি = বিদ্রাবয়ন্তি = পশ্চাৎ ধাবিত হয়। মোক্ষমুলার বলেন 'এই শব্দের প্রকৃত অর্থ 'আবরণ উন্মুক্ত কর', সুতরাং এস্থলে এ অর্থ সঙ্গত হয় না।' এই জন্য তিনি 'বিচ্ছায়য়ন্তি' পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও (৪,৩।২০) এরূপ স্থলে 'বিচ্ছায়য়তি' প্রযোগ আছে। পাণিনি ৩।১।২৮ অনুসারে বিচ্ছ্ ধাতুর উত্তর 'আয়' প্রত্যয় করিয়া বিভক্তি সংযোগ করিতে হয়। এই ধাতুর অর্থ 'গতি'। সুতরাং এস্থলে বিচ্ছায়য়ন্তি পাঠ গ্রহণ করিলে অর্থ অসঙ্গত হয় না।

বি+ছদ্, ণিচ্ হইতে বিচ্ছাদয়ন্তি হইতে পারে। 'ছদ্' ধাতুর অর্থ 'আচ্ছাদন করা' বা 'গোপন করা।' বি+ছদ্ ধাতুর অর্থ 'বিশেষরূপে আচ্ছাদন' কিংবা 'আচ্ছাদন উন্মুক্ত করা' উভয়ই হইতে পারে।

অষ্টমাধ্যায়ে একাদশ খণ্ড

ইন্দ্র-প্রজাপতি-সংবাদ—সুষুপ্ত অবস্থার শুভাশুভ

১। তদ্ যত্রৈতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাত্যেষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদব্রহ্মেতি। স হ শান্ত-হৃদয়ঃ প্রবব্রাজ স হাপ্রাপ্যৈব দেবানেতদ্ভয়ং দদর্শ নাহ খল্বয়-মেবং সম্প্রত্যাত্মানং জানাত্যয়মহমস্মীতি, নো এবেমানি ভূতানি বিনাশমেবাপীতো ভবতি নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীতি।

১। 'তৎ (+এতৎ=সেই এই ; ক্লীং বৈদিক প্রয়োগ) যত্র (যখন) এতৎ (ক্লীং বৈদিক ; এই) সুপ্তঃ, সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ, স্বপ্নম্ ন বিজানাতি (৮।৬।৩ টী), এষঃ আত্মা' ইতি হ উবাচ—'এতৎ অমৃতম্, অভয়ম্, এতৎ ব্রহ্ম' ইতি। সঃ শান্তহৃদয়ঃ প্রবব্রাজ। সঃ হ অপ্রাপ্য এব দেবান্ এতৎ ভয়ম্ দদর্শ (৮।৯।১)—"নাহ (না+হ=নিশ্চয়ই নয় ; কিংবা ন+অহ ; ন=না, অহ=এব=নিশ্চয়ই) খলু অয়ম্ (ইহা) এবম (এই প্রকার) সম্প্রতি (এই সময়ে) আত্মানম্ (আপনাকে) জানাতি (জানে)—'অয়ম্ (ইহা) অহম্ (আমি) অস্মি (হই)' ইতি 'নো (ন+উ=না) এব ইমানি ভূতানি (এই সমুদয় ভূতসমূহকেও)। বিনাশম্ এব (বিনাশকেই ; কিংবা যেন বিনাশকে, এব=ইব=যেন) অপীতঃ (অপি+ই ; প্রাপ্ত) ভবতি। ন অহম্ অত্র ভোগ্যম্ পশ্যামি (২মঃ)।

১। প্রজাপতি বলিলেন—'এই যে প্রসুপ্ত জীব (নিদ্রিতাবস্থায়) একীভূত হয়, প্রসন্নতা লাভ করে ; এবং স্বপ্ন দেখে না—ইনিই আত্মা, ইনিই অমৃত ও অভয়, ইনিই ব্রহ্ম।' ইন্দ্র তখন শান্তহৃদয়ে প্রতি-গমন করিলেন। কিন্তু দেবগণের নিকট উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই এই শঙ্কা দেখিলেন—'এই সময়ে ইহা আত্মবিষয়ে এপ্রকার জানিতে পারে না যে "ইহাই আমি" এবং ইহা এই ভূতসমূহকেও জানিতে পারে না। (এই সময়ে ইহা) বিনাশপ্রাপ্তই হয় (অথবা ইহা যেন বিনাশ-প্রাপ্ত হয়)। এই উপদেশে আমি কল্যাণ দেখিতেছি না।

২। স সমিৎপাণিঃ পুনরেয়ায় তং হ প্রজাপতিরুবাচ মঘবন্ যচ্ছান্তহৃদয়ঃ প্রাব্রাজীঃ কিমিচ্ছন্ পুনরাগম ইতি। স হোবাচ নাহ খল্বয়ং ভগব এবং সম্প্রত্যাত্মানং জানাত্যয়মহমস্মীতি নো এবেমানি ভূতানি বিনাশমেবাপীতো ভবতি নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীতি।

৩। এবমেবৈষ মঘবন্নিতি হোবাচৈতং ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি নো এবান্যত্রৈতস্মাদ্বসাঽপরাণি পঞ্চবর্ষাণীতি। স হাপরাণি পঞ্চ বর্ষাণ্যুবাস তান্যেকশতং সম্পেদুরেতত্তদ্ যদাহুরেকশতং হ বৈ বর্ষাণি মঘবান্ প্রজাপতৌ ব্রহ্মচর্য্যমুবাস তস্মৈ হোবাচ।

২। সঃ সমিৎপাণিঃ পুনঃ এয়ায়। তম্ হ প্রজাপতি উবাচ—'মঘবন্! যৎ শান্তহৃদয়ঃ প্রাব্রাজীঃ, কিম্ ইচ্ছন্ পুনঃ আগমঃ ?' ইতি (৮।৯।২)। সঃ হ উবাচ—'নাহ খলু অয়ম্ ভগবঃ এবম্ সম্প্রতি আত্মানম্ জানাতি—'অয়ম্ অহম্ অস্মি' ইতি, 'নো এব ইমানি ভূতানি। বিনাশম্ এব অপীতঃ ভবতি। ন অহম্ অত্র ভোগ্যম্ পশ্যামি' ইতি (৮।১১।১)। পাঠান্তর—'কিমিচ্ছন্' স্থলে 'কিমেবেচ্ছন্' এবং 'কিমিবেচ্ছন্'।

৩। 'এবম্ এব এষঃ, মঘবন্!' ইতি হ উবাচ 'এতম্ তু এব তে

২। (তখন) সমিৎপাণি হইয়া ইন্দ্র পুনরায় আগমন করিলেন। প্রজাপতি তাঁহাকে বলিলেন—"হে মঘবন্! তুমি শান্তহৃদয়ে চলিয়া গিয়াছিলে, আবার কি মনে করিয়া ফিরিয়া আসিলে ?" ইন্দ্র বলিলেন—"হে ভগবন্! এই সময়ে ইহা নিজের বিষয়েই জানিতে পারে না যে 'ইহাই আমি' এবং ইহা ভূতসমূহকেও জানিতে পারে না। এ সময়ে ইহা বিনাশপ্রাপ্তই হয় (অথবা যেন বিনাশপ্রাপ্ত হয়)। এ উপদেশে আমি ভোগ্য দেখিতেছি না।

৩। প্রজাপতি বলিলেন—"হে মঘবন্! ইহা এই প্রকারই। এ

ভূয়ঃ অনুব্যাখ্যাস্যামি (৮।৯।৩)। নো (=ন+উ=না) এব অন্যত্র (অন্য) এতস্মাৎ (প্রকৃত আত্মা হইতে)। বস (বাস কর) অপরাণি পঞ্চবর্ষাণি (আর ৫ বৎসর) ইতি। সঃ হ অপরাণি পঞ্চবর্ষাণি উবাস (বাস করিয়াছিল)। তানি (সেই সমুদয়) একশতম্ (১০১ বৎসর) সম্পেদুঃ (সম্+পদ্ লিট ; পূর্ণ হইয়াছিল)। এতৎ (ইহা) তৎ (সেই জন্য) যৎ (যে) আহুঃ (লোকে বলে) 'একশতম্ হ বৈ বর্ষাণি (১০১বৎসর) মঘবান্ (১।১) প্রজাপতৌ প্রজাপতির নিকট) ব্রহ্মচর্য্যম্ উবাস (ব্রহ্মচারিরূপে বাস করিয়াছিল)। তস্মৈ (তাহাকে) হ উবাচ (বলিলেন)—

বিষয়ে তোমাকে পুনরায় উপদেশ দিব এবং প্রকৃত আত্মা হইতে (অন্য কিছু ব্যাখ্যা করিব) না। তুমি আরও ৫ বৎসর বাস কর। ইন্দ্র আরও ৫ বৎসর বাস করিলেন। সমুদয়ে ১০১ বৎসর হইল। এই জন্যই লোকে বলিয়া থাকে "মঘবান্ প্রজাপতির নিকট ১০১ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বাস করিয়াছিলেন।" (তখন) প্রজাপতি তাঁহাকে বলিলেন—

অষ্টমাধ্যায়ে দ্বাদশ খণ্ড

ইন্দ্র-প্রজাপতি-সংবাদ—অশরীরী আত্মা ও ব্রহ্মলোকের বর্ণনা

১। মঘবন্ মর্ত্ত্যং বা ইদং শরীরমাত্তং মৃত্যুনা তদস্যামৃতস্যাশরীরস্যাত্মনোঽধিষ্ঠানমাত্তো বৈ সশরীরঃ প্রিয়াপ্রিয়াভ্যাং ন বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্ত্যশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ।

১। মঘবন্! মর্ত্ত্যম্ বৈ ইদম্ (এই) শরীরম্। আত্তম্ (আ+দা+ক্ত, পাঃ৭।৪।৪৭=গৃহীত, গ্রস্ত) মৃত্যুনা (মৃত্যু কর্ত্তৃক)। তৎ (সেই

১। "হে মঘবন্! এই শরীর মর্ত্ত্য এবং মৃত্যুগ্রস্ত। (কিন্তু)

২। অশরীরো বায়ুরভ্রং বিদ্যুৎ স্তনয়িত্নুরশরীরাণ্যেতানি তদ্‌যথৈতান্যমুষ্মাদাকাশাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যন্তে।

শরীর) অস্য অমৃতস্য অশরীরস্য আত্মনঃ (এই অশরীরী অমৃতস্বরূপ আত্মার) অধিষ্ঠানম্। আত্তঃ (গ্রস্ত) বৈ সশরীরঃ (শরীরী অবস্থায়) প্রিয়+অপ্রিয়াভ্যাম্ (প্রিয় ও অপ্রিয় কর্ত্তৃক)। ন বৈ সশরীরস্য সতঃ (শরীরী আত্মার ; সতঃ=সৎ, ৬।১ ; সৎ=সত্তা, সৎস্বরূপ) প্রিয়+অপ্রিয়য়োঃ (প্রিয় ও অপ্রিয়ের, ৬।২) অপহতিঃ (অপ+হন্ ; বিনাশ) অস্তি (আছে)। অশরীরম্ বাব সন্তম্ (অশরীর আত্মাকে ; সন্তম্= সৎ, ২।১) ন প্রিয়+অপ্রিয়ে (প্রিয় ও অপ্রিয়) স্পৃশতঃ (স্পর্শ করে)।

২। অশরীরঃ (শরীরবিহীন) বায়ুঃ ; অভ্রম্ (মেঘ ; মেঘের প্রথমাবস্থা), বিদ্যুৎ, স্তনয়িত্নুঃ (মেঘগর্জ্জন ; স্তন্=গর্জ্জন করা) অশরীরাণি এতানি (এ সমুদয় অশরীর)। তৎ যথা (যেমন ৪।১৬।৩ মন্তব্য) এতানি (এ সমুদয় অমুষ্মাৎ আকাশাৎ (ঐ আকাশ হইতে) সমুত্থায় (উত্থিত হইয়া) পরম্ জ্যোতিঃ (পরম জ্যোতিকে) উপসম্পদ্য (প্রাপ্ত্য হইয়া) স্বেন রূপেণ (স্বীয়রূপে) অভিনিষ্পদ্যন্তে (প্রকাশিত হয়)।

ইহাই এই অমৃত অশরীর আত্মার অধিষ্ঠান। শরীরী আত্মার প্রিয়াপ্রিয়-সংযোগ বিনাশপ্রাপ্ত হয় না ; (অর্থাৎ ইহা প্রিয় ও অপ্রিয় বস্তুর সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে) অশরীর আত্মাকে প্রিয় ও অপ্রিয় স্পর্শ করিতে পারে না।

২। বায়ু অশরীর ; অভ্র, বিদ্যুৎ, মেঘগর্জ্জন—এ সমুদয়ও অশরীর। এই সমুদয় যেমন আকাশ হইতে উত্থিত হইয়া পরমজ্যোতিসম্পন্ন হইয়া স্বীয় স্বীয় রূপে প্রকাশিত হয় (৮।১২।৩ দেখ)।—

৩। এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষঃ। স তত্র পর্য্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্বা যানৈর্বা জ্ঞাতিভির্বা নোপজনং স্মরন্নিদং শরীরং স যথা প্রয়োগ্য আচরণে যুক্ত এবমেবায়মস্মিঞ্ছরীরে প্রাণো যুক্তঃ।

৩। এবম্ এব (তেমনি) এষঃ সম্প্রসাদঃ (প্রসন্নতা-প্রাপ্ত এই আত্মা) অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরম্ জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে (৮।৩।৪ টীকা)। সঃ (সেই আত্মা) উত্তমঃ পুরুষঃ (শ্রেষ্ঠ পুরুষ)। সঃ তত্র (সেই অবস্থাতে) পর্য্যেতি (পরি+এতি, ই ধাতু ; =সর্ব্বত্র বিচরণ করে) জক্ষৎ (পাঃ ৭।১।৭৮ ভোজন করিয়া, বা হাস্য করিয়া) ক্রীড়ন্ (ক্রীড়া করিয়া) রমমাণঃ (আনন্দ লাভ করিয়া) স্ত্রীভিঃ বা (স্ত্রীলোকের সহিত) যানৈঃ বা (যানের সহিত, যানে আরোহণ করিয়া), জ্ঞাতিভিঃ বা (জ্ঞাতিগণের সহিত) ন (না) উপজনম্ (শরীরকে ; উপ+জন্ ধাতু) স্মরন্ (স্মরণ করিয়া) ইদম্ শরীরম্ (এই শরীরকে)।

সঃ যথা (যেমন ৪।১৬।৩ মন্তব্য দ্রঃ) প্রযোগ্যঃ (রথাদিতে যাহাদিগকে যুক্ত করা হয় ; অশ্ব বা বলীবর্দ্দ) আচরণে (রথে ; যাহাতে লোকে বিচরণ করিতে পারে) যুক্তঃ এবম্ এব (এই প্রকার) অয়ম্ (+প্রাণঃ ; এই প্রাণ) অস্মিন্ শরীরে প্রাণঃ যুক্তঃ।

৩। সেই প্রকার এই প্রসাদগুণ প্রাপ্ত আত্মা এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরম জ্যোতিসম্পন্ন হইয়া বিরাজ করে। (তখন) ইহা উত্তমপুরুষ। তখন—স্ত্রীলোকের সহিতই হউক, বা যানে আরোহণ করিয়াই হউক, বা জ্ঞাতিবর্গের সহিতই হউক—সে আহার করিয়া (বা হাস্য করিয়া), ক্রীড়া করিয়া এবং আনন্দ উপভোগ করিয়া বিচরণ করিতে থাকে। যে দেহে তাহার উৎপত্তি, সেই দেহকে তখন সে ভুলিয়া যায়। যেমন অশ্ব (বলীবর্দ্দ) রথে সংযুক্ত থাকে, তেমনি এই প্রাণও এই দেহে সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে।

৪। অথ যত্রৈতদাকাশমনুবিষণ্ণং চক্ষুঃ স চাক্ষুষঃ পুরুষো দর্শনায় চক্ষুরথ যো বেদেদং জিঘ্রাণীতি স আত্মা গন্ধায় ঘ্রাণমথ যো বেদেদমভিব্যাহরাণীতি স আত্মাঽভিব্যাহারায় বাগথ যো বেদেদং শৃণবানীতি স আত্মা শ্রবণায় শ্রোত্রম্।

৪। অথ যত্র (যে স্থলে) এতৎ (+চক্ষুঃ=এই চক্ষু) আকাশম্ (চক্ষুর যে কৃষ্ণতারা, সেই আকাশ, ২।১) অনুবিষণ্ণম্ (অনু+বি+সদ্, অনুপ্রবিষ্ট) চক্ষুঃ (দর্শনেন্দ্রিয়), সঃ চাক্ষুষঃ পুরুষঃ (চক্ষুর অধিষ্ঠাতৃ পুরুষ) ; দর্শনায় (দর্শন করিবার জন্য) চক্ষুঃ। অথ যঃ (যিনি) বেদ (জানেন)—'ইদম্ (ইহাকে) জিঘ্রাণি (ঘ্রা ; ঘ্রাণ করিতে পারি)' ইতি, সঃ আত্মা ; গন্ধায় (গন্ধ গ্রহণ করিবার জন্য) ঘ্রাণম্ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়)। অথ যঃ বেদ 'ইদম্ অভিব্যাহরাণি অভি+বি+আ+হৃ, লোট্ ; কথা কহিতে পারি)' ইতি, সঃ আত্মা ; অভিব্যাহারায় (বাক্য উচ্চারণ করিবার জন্য) বাক্ (বাগিন্দ্রিয়)। অথ যঃ বেদ 'ইদম্ শৃণবানি (শ্রবণ করিতে পারি)' ইতি, সঃ আত্মাঃ শ্রবণায় (শ্রবণ করিবার জন্য) (শ্রোত্রম্ (শ্রবণেন্দ্রিয়)। পাঠান্তর—,শৃণবানি' স্থলে 'শৃণ্বানি'।

৪। তাহার পর এই দর্শনেন্দ্রিয় (চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ) আকাশের (অর্থাৎ কৃষ্ণ তারকার ; যে স্থলে অনুপ্রবিষ্ট হয়, সেই স্থলেই চক্ষুর অধিষ্ঠাতৃ পুরুষ (বর্ত্তমান) ; চক্ষু কেবল দর্শন করিবার জন্য (অর্থাৎ পুরুষই দর্শন করেন, চক্ষু কেবল দেখিবার যন্ত্র মাত্র)। (দেহের মধ্যে থাকিয়া) যিনি বুঝিতেছেন যে 'আমি ইহা আঘ্রাণ করিতেছি', তিনিই আত্মা, নাসিকা কেবল ঘ্রাণ করিবার জন্য। যিনি বুঝিতেছেন 'আমি বাক্য উচ্চারণ করিতে পারিতেছি', তিনিই আত্মা ; বাক্ কেবল বাক্য উচ্চারণ করিবার জন্য। যিনি বুঝিতেছেন—'আমি ইহা শ্রবণ করিতে পারিতেছি', তিনিই আত্মা ; শ্রোত্র কেবল শ্রবণ করিবার জন্য।

৫। অথ যো বেদেদং মন্বানীতি স আত্মা মনোঽস্য দৈবং চক্ষুঃ স বা এষ এতেন দৈবেন চক্ষুষা মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে য এতে ব্রহ্মলোকে।

৬। তং বা এতং দেবা আত্মানমুপাসতে তস্মাত্তেষাং সর্ব্বে চ লোকাঃ আত্তাঃ সর্ব্বে চ কামাঃ, স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতীতি হ প্রজাপতিরুবাচ প্রজাপতিরুবাচ।

৫। অথ যঃ বেদ 'ইদম্ মন্বানি (মনন করিতে পারি)' ইতি, সঃ আত্মা; মনঃ অস্য (ইহার) দৈবম্ চক্ষুঃ (দৈব চক্ষু)। সঃ বৈ এষঃ (সেই এই পুরুষ) এতেন দৈবেন চক্ষুষা—মনসা—(মনোরূপ দৈবচক্ষু দ্বারা) এতান্ কামান্ (এই সমুদয় কাম্যবস্তুকে) পশ্যন্ (দেখিয়া) রমতে (আনন্দ লাভ করে)।

৬। 'যে এতে (এই যে সমুদয় 'দেবতা') ব্রহ্মলোকে, তম্ বৈ এতম্ (+আত্মানম্=সেই এই আত্মাকে) দেবাঃ (দেবগণ) আত্মানম্ (আত্মাকে) উপাসতে (উপাসনা করেন)। তস্মাৎ (সেইজন্য) তেষাম্ (তাহাদিগের)সর্ব্বে চ লোকাঃ (সমুদয় লোক) আত্তাঃ (আ +দা+ক্ত, পাঃ ৭।৪।৪৭=প্রাপ্ত)' সর্ব্বে চ কামাঃ (সমুদয় কামনা)। সঃ সর্ব্বান্ চ লোকান্ (সমুদয় লোককে) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন) সর্ব্বান্ চ কামান্ (সমুদয় কাম্য বস্তুকে), যঃ (যিনি) তম্ আত্মানম্ (সেই আত্মাকে) অনুবিদ্য (প্রাপ্ত হইয়া) বিজানাতি (জানেন)' ইতি হ প্রজাপতিঃ উবাচ—প্রজাপতিঃ উবাচ (দ্বিরুক্তি সমাপ্তিসূচক)।

৫। আর যিনি এই বুঝিতেছেন যে 'আমিই ইহা মনন করিতেছি, তিনিই আত্মা; মন ইহার দৈব চক্ষু। তিনি মনোরূপ দৈব চক্ষু দ্বারা সমুদয় কাম্যবস্তু দর্শন করিয়া আনন্দ লাভ করেন।

৬। এই যে ব্রহ্মলোকে দেবতাগণ—ইঁহারা সেই আত্মাকে উপাসনা করেন। সেইজন্য তাঁহারা সমুদয় লোক ও সমুদয় কাম্যবস্তু লাভ

করেন। যিনি এই প্রকারে সেই আত্মাকে লাভ করিয়া অবগত হন, তিনি সমুদয় লোক ও সমুদয় কাম্যবস্তু প্রাপ্ত হন' প্রজাপতি এই কথা বলিলেন।

মন্তব্য

৮।১২।৩। পাঠান্তর—'উত্তমঃ পুরুষঃ' স্থলে 'উত্তমপুরুষঃ'। 'জক্ষৎ' স্থলে 'জক্ষন্'।

দেহে আত্মার জন্ম হয় বা উপজন্ম হয়, এইজন্য দেহের নাম 'উপজন'। শঙ্কর ইহার দুইটী অর্থ দিয়াছেন; (ক) স্ত্রীপুংসয়োঃ অন্যোন্যোপগমেন জায়তে ইতি উপজনম্; (খ) আত্মভাবেন বা আত্মসামীপ্যেন জায়তে ইতি উপজনম্ অর্থাৎ আত্মভাবে—আত্মার সমীপস্বরূপে উৎপন্ন হয় এইজন্য শরীরকে উপজন বলা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মন্ত্রে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ এই:—বায়ু, অভ্র, বিদ্যুৎ স্তনয়িত্নু প্রভৃতির হস্তপদাদি অবয়ব নাই, সুতরাং ইহারা অশরীর। এই অশরীর বায়ু প্রভৃতির ন্যায় আত্মাও অশরীর। কিন্তু বায়ু অভ্রাদি কখন কখন স্বীয় রূপ পরিত্যাগ করিয়া আকাশে বিলীন হইয়া যায়, তখন যেন ইহারা আকাশত্বই প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় ইহাদিগের স্বতন্ত্র সত্তা উপলব্ধি করা যায় না; লোকে মনে করে কেবল আকাশই রহিয়াছে। আত্মাও এই প্রকার যখন শরীরে মগ্ন হইয়া থাকে, তখন ইহার স্বতন্ত্র সত্তা অনুভব করা যায় না, লোকে কেবল দেহই দেখে; ইহার অতিরিক্ত যে আত্মা নামক এক বস্তু আছে, তাহা বুঝিতে পারে না।

শীতকালে বায়্বাদি আকাশে বিলীন হইয়া থাকে। শীতের অবসানে ইহারা আকাশ হইতে উত্থিত হয় এবং সূর্য্যের কিরণ লাভ করিয়া স্বীয় স্বীয় প্রকৃতি লাভ করে। তখন ইহারা বায়ু অভ্র প্রভৃতি রূপে প্রকাশিত হয় এবং ইহাই ইহাদিগের স্বরূপ। ইহারা যেরূপ আকাশ হইতে উত্থিত হইয়া সূর্য্যের উত্তাপ লাভ করিয়া স্ব স্ব রূপলাভ করে, আত্মাও তেমনি দেহ হইতে উত্থিত হইয়া ব্রহ্মজ্যোতি লাভ করিয়া স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। এই আত্মাকেই সম্প্রসাদ বলা হইয়াছে এবং ইহাই আত্মার স্বরূপ।

৮।১২।৫। ৪র্থ ও ৫ম মন্ত্রে বলা হইতেছে যে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ কেবল যন্ত্র মাত্র, ইন্দ্রিয়সমূহ দর্শনশ্রবণাদি করে না, দর্শনশ্রবণাদি করেন আত্মা।

৮।১২।৬। কোন কোন সংস্করণে 'যে এতে ব্রহ্ম লোকে' এই অংশকে ৫ম মন্ত্রের সহিত যুক্ত করা হইয়াছে। তাহা হইলে ঐ মন্ত্রের শেষ অংশের এই অর্থ হইবে :—

ব্রহ্মলোকে যে সমুদয় কামনা আছে (যে এতে ব্রহ্মলোকে), তিনি মনোরূপ দৈবচক্ষু দ্বারা সেই সমুদয় কামনা দর্শন করিয়া আনন্দিত হন।

(২) কেহ কেহ ষষ্ঠ মন্ত্রের প্রথম অংশের এই প্রকার অর্থ করেন— এই যে দেবতাগণ, ইঁহারা ব্রহ্মলোকে এই আত্মাকে উপাসনা করেন।

অষ্টমাধ্যায়ে ত্রয়োদশ খণ্ড

সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম—ব্রহ্মলোক গমনের আয়োজন

১। শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যেঽশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাপং চন্দ্র ইব রাহোর্মুখাৎ প্রমুচ্য ধূত্বা শরীরমকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবামীত্যভিসম্ভবামীতি।

১। শ্যামাৎ (শ্যাম অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ একাকার ব্রহ্ম হইতে) শবলম্ (বিচিত্র 'ব্রহ্মকে' প্রপদ্যে (প্রাপ্ত হই)। শবলাৎ (বিচিত্র ব্রহ্ম হইতে) শ্যামম্ (একাকার ব্রহ্মকে) প্রপদ্যে। অশ্বঃ ইব রোমাণি (অশ্ব যেমন লোমসমূহকে) বিধূয় (বি+ধূ+ল্যপ =কম্পিত করিয়া, দূর করিয়া) পাপম্ (পাপকে), চন্দ্রঃ ইব (চন্দ্র যেমন) রাহোঃ (রাহুর) মুখাৎ (মুখ হইতে) প্রমুচ্য (প্রমুক্ত হইয়া) ধূত্বা (ত্যাগ করিয়া ; ধূ ধাতু=দূর করা, কম্পিত করা ইত্যাদি)। শরীরম্, অকৃতম্ (+ব্রহ্ম-লোকম্=অসৃষ্ট বা নিত্য ব্রহ্মলোককে) কৃতাত্মা (কৃতকৃত্য হইয়া) ব্রহ্মলোকম্ (ব্রহ্মলোককে) অভিসম্ভবামি (অভি+সম্+ভূ ; প্রাপ্ত হই) ইতি—অভিসম্ভবামি ইতি (দ্বিরুক্তি সমাপ্তিসূচক)।

শ্যামবর্ণ (অর্থাৎ হৃদয়স্থিত ভেদরহিত ব্রহ্ম) হইতে বিচিত্রবর্ণে

(অর্থাৎ বিচিত্রতাপূর্ণ ব্রহ্মে) গমন করি। আবার বিচিত্র হইতে শ্যামবর্ণে গমন করি। অশ্ব যেমন লোম কম্পিত করে, তেমনি পাপকে (কম্পিত করিয়া) বিদূরিত করি। চন্দ্র যেমন রাহুর মুখ হইতে মুক্ত হয়, তেমনি শরীর হইতে মুক্তি লাভ করি। তদনন্তর কৃতাত্মা হইয়া অসৃষ্ট (অর্থাৎ নিত্য) ব্রহ্মলোক লাভ করি (ব্রহ্মলোকই) লাভ করি।

মন্তব্য

শঙ্করের মতে শ্যাম=হৃদয়স্থ ব্রহ্ম। দুরবগাহ্য বলিয়া ইহাকে শ্যাম অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ বলা হইয়াছে। শবল=বহু কামনাযুক্ত ব্রহ্মলোক।

অষ্টমাধ্যায়ে চতুর্দ্দশ খণ্ড

আকাশরূপ ব্রহ্ম—পুনর্জন্মে অনিচ্ছা

১। আকাশো বৈ নাম নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম তদমৃতং স আত্মা প্রজাপতেঃ সভাং বেশ্ম প্রপদ্যে যশোঽহং ভবামি ব্রাহ্মণানাং যশোরাজ্ঞাং যশোবিশাং যশোঽহমনুপ্রাপৎসিসহাহং যশসাং যশঃ শ্যেতমদৎকমদৎকং শ্যেতং লিন্দু মাভিগাং লিন্দু মাভিগাম্।

১। আকাশঃ বৈ নাম নামরূপয়োঃ (নাম ও রূপের) নির্ব্বহিতা (নিঃ+বহ্+তৃচ=নির্ব্বহিতৃ, ১।১=নির্ব্বাহক, প্রকাশক)। তে যৎ অন্তরা (নাম ও রূপ যাহার অভ্যন্তরে কিংবা যাহা নামরূপের অভ্যন্তরে) তৎ (তাহা) ব্রহ্ম, তৎ অমৃতম্, সঃ আত্মা। প্রজাপতেঃ (প্রজাপতির) সভাম্ বেশ্ম (সভা-গৃহকে ; বেশ্ম=বেশ্মন্ ২।১) প্রপদ্যে (প্রাপ্ত হই)।

১। আকাশ নামরূপের প্রকাশক ; এই নাম ও রূপ যাঁহার অভ্যন্তরে (কিংবা যিনি এই নামরূপের অভ্যন্তরে), তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত,

যশঃ অহম্ (আমি) ভবামি (হই) ব্রাহ্মণানাম্ (ব্রাহ্মণগণের) ; যশঃ রাজ্ঞাম্ (রাজগণের), যশঃ বিশাম্ (বৈশ্যগণের ; বিশ্ শব্দের মৌলিক অর্থ মনুষ্য)। যশঃ (যশকে) অহম্ অনুপ্রাপৎসি (অনু+প্র+অপৎসি =প্রাপ্ত হইয়াছি। অপৎসি=পদ্ লুঙ্ ১।১)। সঃ হ অহম্ (সেই আমি) যশসাম্ (যশসমূহের) যশঃ। শ্যেতম্ (রক্তাভ শ্বেতবর্ণ, ২।১) অদৎকম্ (ন, দৎকম্=দন্তরহিত, ২।১) অদৎকম্ (ভক্ষণশীল ২।১, 'অদ্' হইতে) শ্যেতম্ লিন্দু (পিচ্ছিল, ক্লেদময়, ২।১) মা (না) অভিগাম্ (অভি+ই, লুঙ্ ; =যেন পাই ; অভি+ই লুঙ্ ১।১=অভি+অগাম্ ; মা যোগে 'অগাম্' এর 'অ' লোপ ; 'ই' স্থানে 'গা' পাঃ ২।৪।৪৫)। লিন্দু মা অভিগাম্ (দ্বিরুক্তি সমাপ্তিসূচক)। (পাঠান্তর—'শ্যেতম্' স্থলে 'শ্বেতম্'।)

তিনিই আত্মা। আমি প্রজাপতির সভাগৃহে গমন করি। আমি ব্রাহ্মণগণের যশ, রাজগণের যশ, বৈশ্যগণের যশ আমি যশোলাভ করিয়াছি। সেই আমি যশসমূহের যশ, আমি যেন শ্যেত, দন্তবিহীন অথচ ভক্ষণশীল শ্যেত পিচ্ছিল গৃহে গমন না করি (অর্থাৎ আমাকে যেন পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিতে না হয়)।

মন্তব্য

অভিগাম্=অভি+ই লুঙ্, 'ই' স্থলে 'গা' আদেশ। কেহ কেহ বলেন প্রাচীনকালে 'গা' নামক এক ধাতুরই ব্যবহার ছিল।

অষ্টমাধ্যায়ে পঞ্চদশ খণ্ড

সাধু জীবনের সংক্ষিপ্ত চিত্র

১। তদ্ধৈতদ্ ব্রহ্মা প্রজাপতয় উবাচ প্রজাপতির্মনবে মনুঃ প্রজাভ্যঃ আচার্য্যকুলাদ্ বেদমধীত্য যথাবিধানংগুরোঃ কর্ম্মাতিশেষেণাভিসমাবৃত্য কুটুম্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধীয়ানো ধার্ম্মিকান্ বিধদাত্মনি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সংপ্রতিষ্ঠাপ্যাহিংসন্ সর্ব্বভূতান্যন্যত্র তীর্থেভ্যঃ স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসংপদ্যতে ন চ পুনরাবর্ত্ততে ন চ পুনরাবর্ত্ততে।

১। তৎ ন এতৎ (সেই এই তত্ত্ব) ব্রহ্মা প্রজাপতয়ে (প্রজাপতিকে) উবাচ (বলিয়াছিলেন)। প্রজাপতিঃ মনবে (মনুকে) মনু প্রজাভ্যঃ (মানবগণকে)। আচার্য্য-কুলাৎ (আচার্য্যকুল হইতে) বেদম্ অধীত্য (অধ্যয়ন করিয়া) যথাবিধানম্ (যথারীতি) গুরোঃ কর্ম্ম+অতিশেষেণ (গুরুর কর্ম্ম শেষ করিয়া অবসর-সময়ে), অভিসমাবৃত্য (অভি+সম্+আ+বৃৎ+ল্যপ্ = প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া) কুটুম্বে (গার্হস্থে) শুচৌ দেশে (পবিত্র স্থানে) স্বাধ্যায়ম্ অধীয়ানঃ (বেদপাঠ করিয়া) ধার্ম্মিকান্ বিদধৎ (ধার্ম্মিক পুত্রগণের পিতা হইয়া; কিংবা ধার্ম্মিক পুত্র ও শিষ্যগণকে পালন করিয়া; বিদধৎ = বি+ধা+শতৃ ১।১, পাঃ ৭।১।৭৮) আত্মনি (নিজ আত্মাতে বা পরমাত্মাতে) সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহকে) সংপ্রতিষ্ঠাপ্য (সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া,) অহিংসন্ (হিংসা না করিয়া) সর্ব্বভূতানি (ভূতসমূহকে) অন্যত্র তীর্থেভ্যঃ (তীর্থ ব্যতীত অন্য স্থানে) সঃ খলু এবম্ (এই প্রকারে) বর্ত্তয়ন্ (বৃৎ; জীবন যাপন করিয়া) যাবৎ+আয়ুষম্ (যাবজ্জীবন, ব্রহ্মলোকম্ অভিসম্পদ্যতে (প্রাপ্ত হয়), ন চ পুনঃ আবর্ত্ততে (প্রত্যাবর্ত্তন করে), ন চ পুনঃ আবর্ত্ততে (দ্বিরুক্তি সমাপ্তিসূচক)।

১। ব্রহ্মা প্রজাপতিকে, প্রজাপতি মনুকে, এবং মনু মানবগণকে ইহা বলিয়াছিলেন। যিনি আচার্য্যকুলে গুরুসেবা করিয়া অবসর সময়ে যথাবিধি

অধ্যয়ন করেন, তৎপরে গার্হস্থ আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তাহার পর পবিত্র স্থানে বেদাভ্যাস করেন, ধার্ম্মিক পুত্রের জনক হন (কিংবা ধার্ম্মিক পুত্র ও শিষ্যগণকে পালন করেন), আত্মাতে সমুদয় ইন্দ্রিয় সুপ্রতিষ্ঠিত করেন, তীর্থ ভিন্ন অন্যত্র অহিংসা না করেন—তিনি যাবজ্জীবন এই প্রকার আচরণ করিয়া (মৃত্যুর পর) ব্রহ্মলোকে গমন করেন; তাঁহাকে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না—তাঁহাকে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না।

মন্তব্য

১। পাঠান্তর—'সর্ব্বভূতানি' স্থলে 'সর্ব্বা ভূতানি' (সর্ব্বা = সর্ব্বাণি, বৈদিক)।

২। 'কর্ম্মাতিশেষেণ'—কেহ কেহ বলেন ইহার অর্থ 'বিদ্যাসমাপ্তির পর গুরুর প্রতি যে কর্ত্তব্য তাহা শেষ করিয়া অর্থাৎ দক্ষিণা দিয়া।' কিন্তু আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, মহাভারতেও ঠিক সেই অর্থেই এই শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে (শান্তিঃ ২৪১।১৯)।

গ্রন্থ সমাপ্ত।